রাজস্থান।

মারবার, বিকানীর, কোটা, বুন্দি, অম্বর,
যশল্মীর ও মরুভূমি।

"—there is not a petty state in Rajasthan that has not had its Thermopylæ and scarcely a city that has not produced its Leonidas. But the mantle of ages as shrouded from view what the magic pen of the historian might have consecrated to endless admiration".

TOD.

শ্রীযুক্ত বাবু যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অনুবাদিত হইয়া,

৯২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, বরাট প্রেসে
শ্রীঅঘোরনাথ বরাট কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা।

১২৯১

সূচীপত্র।

মারবার।

পৃষ্ঠা।

পৃষ্ঠা।

পৃষ্ঠা।

বিকানীর।

হারাবতী।

বুন্দি।

পৃষ্ঠা।

কোটা।

পৃষ্ঠা।

অম্বর।

যশল্মীর।

পৃষ্ঠা।

মরুভূমি।

মারবার।

প্রথম অধ্যায়।

মারবার শব্দের বিবিধ ব্যুৎপত্তিবাদ ;—ইহার পুরাতন ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে প্রমাণ ;—যতি প্রদত্ত বংশপত্রিকা ;—মারবার-নিবাসী রাঠোরদিগের বংশোৎপত্তি-বিবরণ ;—নয়নপাল ;—তাঁহার আবির্ভাব-কাল ;—তৎকর্ত্তৃক কনোজ-বিজয় ;—সূর্য্যপ্রকাশ, রাজরূপকাখ্যাত, বিজয়বিলাস ও অন্যান্য ভট্টগ্রন্থ ;—কামধ্বজ-উপাধিধারী ত্রয়োদশ রাঠোর রাজপরিবারের উল্লেখ—কনোজাধিপতি রাজা জয়চাঁদ ;—মুসলমান কর্ত্তৃক ভারতজয়ের পূর্ব্বে কনোজ রাজ্যের বিস্তৃতি ও ঋদ্ধি-বর্ণন ;—জয়চাঁদের বিশাল সেনাবল ;—তাঁহার মাণ্ডলিক উপাধি ও দৈবসম্মান প্রাপ্তি ;—তাঁহার রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন ;—আয়োজনের নিষ্ফলতা ও তজ্জনিত লাভালাভ ;—ভারতের তাৎকালিক অবস্থার বিবরণ ;—তদানীন্তন প্রধান হিন্দুরাজ্যচতুষ্টয় ;—সাহাবুদ্দীন কর্ত্তৃক ভারতাক্রমণ ;—দিল্লীর চৌহান নৃপতিকে পরাজয় করিয়া কনোজের প্রতি আক্রমণ ;—জয়চাঁদের মৃত্যু।

মারবার, মরুবার শব্দের অপভ্রংশমাত্র। দেশীয় বিশুদ্ধ ভাষায় ইহা মরুস্থলী বা মরুস্থান নামে অভিহিত হইয়া থাকে। মরু-স্থানের অপর একটী প্রতিবাক্য মরুদেশ। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ এই মরুদেশ হইতেই এতদ্দেশকে মরদেশ নামে নির্দ্দেশ করিয়াছে। দেশীয় ভট্টকবিগণ মারবারকে প্রায় সদাসর্ব্বদাই মরধর নামে উল্লেখ করিয়া থাকেন। কখন কখন ছন্দের অনুরোধে তাঁহাদিগকে কেবল মরুশব্দই ব্যবহার করিতে দেখা যায়। রাঠোরগণ যে দেশে বাস করিতেছেন, তাহা এক্ষণে মারবার নামে অভিহিত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু ইহার পুরাতন ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় যে, শতদ্রু হইতে সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমস্ত মরু-প্রান্তরই তৎকালে মারবার নামে অভিহিত হইত।

মারবারের প্রাচীন বিবরণ কয়েকখানি ভট্ট গ্রন্থে ও কুলতালিকায় প্রকটিত দেখিতে পাওয়া যায়। যে কয়েকখানি কুল-তালিকায় ইহার প্রাচীন বিবরণ বর্ণিত আছে, মহাত্মা টড তন্মধ্যে দুই খানিকে প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। এতন্মধ্যস্থ একখানি, নদালয় নগরের * প্রাচীন দেবমন্দিরে সংরক্ষিত ছিল। জনৈক জৈন পুরোহিত সেই মন্দির হইতে

---

* নদালয়, মারবারের একটী প্রাচীন নগর। ইহা প্রসিদ্ধ নাদোল নগরের ৫ ক্রোশ পশ্চিমে স্থিত।

আনিয়া তাঁহাকে তাহা প্রদান করেন। এই বংশপত্রিকাখানি প্রায় চতুস্ত্রিংশৎ হস্ত দীর্ঘ হইবে। ইহাতে বর্ণিত আছে যে, ত্রিদিব-পতি ভগবান্ ইন্দ্রের মেরুদণ্ড হইতে রাঠোরকুলের প্রথম পুরুষ সৃষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার নাম যবনাশ্ব; তিনি পারলিপুর নগরে আধিপত্য প্রাপ্ত হয়েন। রাঠোরগণের বিশ্বাস যে, উক্ত পারলিপুর নগর উত্তর প্রদেশে সংস্থিত ছিল।

এই বিস্তৃত কুল-তালিকাপত্রে প্রথমে কান্যকুব্জের প্রতিষ্ঠা এবং কামধ্বজের উৎপত্তি যথাযথ বর্ণিত হইয়াছে। তাহার পর রাঠোরকুলের ত্রয়োদশ বিশাল শাখা ও তৎসমুদায়ের গোত্রাচারের সহিত ইহার সমাপ্তি হইয়াছে।

অপর একখানি কুলাখ্যানিপত্রে রাঠোরকুলের অতি পুরাতন বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। পৌরাণিক কাল হইতে আরম্ভ করিয়া ইহাতে একটী বৃহতী নামমালা প্রকটিত হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় সে নামাবলির মধ্যে স্থূল স্থূল ঘটনার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। রাঠোরগণ যে ইহাকে পবিত্র জ্ঞান করিয়া থাকে, তাহাই ইহার পক্ষে বিশেষ প্রমাণস্বরূপ গৃহীত হইতে পারে। এই কুলাখ্যান-পত্রে বর্ণিত আছে যে, সম্বৎ ৫২৬ (খৃঃ ৪৭০) অব্দে নয়নপাল নামা জনৈক বীরপুরুষ কনোজ-ক্ষেত্রে আপতিত হইয়া তত্রত্য অধিপতি অজপালকে সংহার পূর্ব্বক তদীয় রাজ্য অধিকার করেন। সেই সময় হইতে তাঁহার বংশ কনোজিয়া রাঠোর নামে অভিহিত হয়। নয়নপাল হইতে আরম্ভ করিয়া মারবারের শেষ তেজস্বী রাঠোর নৃপতি মহারাজ যশোবন্তের রাজত্ব পর্য্যন্ত ইহাতে বর্ণিত আছে। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে রাঠোরকুলের রাজনৈতিক ইতিহাসের দুইটী বিশেষ প্রসিদ্ধ ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম, হিন্দুরাজকুলাঙ্গার রাঠোর জয়চাঁদের অধঃপতনের সহিত কনোজ হইতে রাঠোর বংশতরু উৎপাটিত হইয়া পড়ে। দ্বিতীয়, জয়চাঁদের ভ্রাতুষ্পুত্র বীর্য্যবান্ শিবজি কতিপয় মাত্র রাঠোরবীর সঙ্গে লইয়া রাজস্থানের বিশাল মরুক্ষেত্রে আপনার বংশতরু রোপণ করেন। এই দুইটী ঘটনা অল্প সময়ের ব্যবধানে সংঘটিত হইলেও দুইটী বিশেষ প্রসিদ্ধ ঘটনা বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। রাঠোরকুলতিলক মহারাজ যশোবন্ত সিংহ সম্বৎ ১৭৩৫ (খৃঃ১৬৭৯) অব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন। পূর্ব্বোক্ত নয়নপাল হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার লীলাসম্বরণ পর্য্যন্ত রাঠোর বংশ-তরুর যেদিকে যত শাখা নির্গত হইয়াছে, এই কুলাখ্যান-পত্রে তৎসমস্তেরই সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকটিত আছে।

উক্ত দুইখানি কুলাখ্যান-পত্র ব্যতীত যে কয়েকখানি ভট্টগ্রন্থে মারবারের বিশেষ বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে "সূর্য্য-প্রকাশ," "রাজরূপকাখ্যাত," ও "বিজয় বিলাসই" প্রধান। আমরা এক্ষণে উক্ত তিনখানি ভট্টগ্রন্থের বিবরণে প্রবৃত্ত হইলাম।

মারবারের অন্যতম রাঠোর নৃপতি অভয়সিংহের রাজত্বকালে তদীয় অনুমতিক্রমে কর্ণিধন নামক ভট্টকবিকর্ত্তৃক সূর্য্যপ্রকাশ গ্রন্থ বিরচিত হয়। ইহাতে ৭,৫০০ শ্লোক সন্নিবেশিত আছে। যদিও কবি কর্ণিধন মানব-সৃষ্টির প্রারম্ভকাল হইতে আরম্ভ করিয়া মহারাজ সুমিত্র পর্য্যন্ত রাজবংশ কীর্ত্তন করিয়াছেন, তথাপি তাহার পর নয়ন পাল পর্য্যন্ত

আর কোন নরপতির বা রাজবংশেরই বিবরণ ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায় না। উক্ত গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, মহারাজ নয়নপাল কনোজরাজ্য জয় ও অধিকার করিয়া কামধ্বজ উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। কবি কর্ণিধন রাজকীয় বিবরণাবলি হইতে স্বরচিত গ্রন্থের উপকরণ সামগ্রী সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু নদালয়ের দেবমন্দিরে যে কুলতালিকা পাওয়া গিয়াছিল, তৎ-সন্নিবেশিত বিবরণের সহিত সূর্য্যপ্রকাশের বিশেষ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার ঘটনাবলিও সংক্ষিপ্ত। কনোজের রঙ্গভূমে রাঠোরকুলের বীরত্ব মহত্ব বা অন্য কোন কার্য্যের অভিনয় হইয়াছিল কিনা, আশ্চর্য্যের বিষয় সূর্য্যপ্রকাশ গ্রন্থে তাহার বিস্তৃত বিবরণ বর্ণিত হয় নাই; এমন কি, কবি কনোজরাজ জয়চাঁদের পরাজয় ও নিধন-ঘটনাও ত্যাগ করিয়াছেন! হঠকারিতার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি মারবারের রঙ্গভূমে অতি দ্রুতবেগে উপস্থিত হইয়াছেন এবং মহারাজ শিবজির বংশধরদিগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকটিত করিয়া কার্য্যক্ষেত্র হইতে অবসর লইয়াছেন।

রাজরূপক-আখ্যাত গ্রন্থে সর্ব্বপ্রথম সূর্য্যবংশের কয়েকটী বিবরণ সন্নিবেশিত হইয়াছে। যে সময়ে মহারাজ ইক্ষ্বাকুর বংশধরগণ আপনাদিগের প্রাচীন রাজধানী অযোধ্যা নগরের সিংহাসনে সমারূঢ় ছিলেন, ইহাতে সেই সময়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সমস্ত বিবরণের পর গ্রন্থকর্ত্তা একবারে রাঠোর শিবজির স্বদেশত্যাগ সংক্রান্ত ঘটনাবলি অবলম্বন করিয়াছেন। যেদিন রাঠোর বীর শিবজি কতিপয়মাত্র অনুচর সঙ্গে লইয়া রাজস্থানের বিশাল মরুভূমে রাঠোর-বংশতরু পুনঃরোপণ করিলেন, যেদিন তাঁহার অদম্য অধ্যবসায় প্রভাবে সেই দগ্ধ মরুশ্মশান রাজপ্রাসাদে সুশোভিত হইল, সেই দিন হইতে মহারাজ যশোবন্ত সিংহের মৃত্যু পর্য্যন্ত রাঠোরকুলের ভাগ্যতরঙ্গ কোন্ কোন্ দিকে প্রবাহিত হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণাবলি এই গ্রন্থে প্রকটিত হইয়াছে। কিন্তু গ্রন্থকার তৎপরবর্ত্তী ঘটনানিচয় বিস্তৃতরূপে বর্ণন করিয়াছেন। মহারাজ যশোবন্তের অন্যায় নিধনে তদীয় শিশুকুমার অজিত সিংহ কি প্রকার ঘটনাস্রোতে পতিত হইয়া রাজসিংহাসন অধিকার করিলেন, কি প্রকারে শাসন-দণ্ড পরিচালন করিলেন; তৎসমস্ত বিবরণই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে রাজরূপক-আখ্যাত গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকার এই পর্য্যন্ত বর্ণন করিয়াই লেখনী ত্যাগ করেন নাই; তিনি রাঠোরবীর অজিতসিংহের ও তৎপুত্র অভয়সিংহের রাজত্ব হইতে গুর্জ্জরের প্রতিনিধি শিরবুলন্দ খাঁর সহিত যুদ্ধের পর্য্যবসান-কাল পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনাই স্বপ্রণীত গ্রন্থে সন্নিবেশ করিয়াছেন। রাজরূপকের সংক্ষিপ্ত সূচনা ছাড়িয়া দিলে ইহাকে সম্বৎ ১৭৩৫ (খৃঃ ১৬৭৯) অব্দ হইতে সম্বৎ ১৭৮৭ (খৃঃ ১৭৩১) অব্দ পর্য্যন্ত সময়ের একখানি সম্পূর্ণ ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

এতদ্ভিন্ন "বিজয়বিলাস" ও "খ্যাত" নামক অপর দুইখানি ভট্টগ্রন্থে মারবারের কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। বিজয়-বিলাস সর্ব্বসমেত একলক্ষ শ্লোকে গ্রথিত। ইহাতে ভক্তসিংহের পুত্র বিজয়সিংহের রাজত্ব পর্য্যন্ত সমস্ত বিবরণই প্রকটিত আছে। "খ্যাত" ও একখানি সম্পূর্ণ ইতিহাস গ্রন্থ। কিন্তু মহাত্মা টড সাহেব ইহার সমস্ত অংশ

প্রাপ্ত হয়েন নাই। যে যে অংশে রাঠোর রাজ উদয়সিংহ, তৎপুত্র গজসিংহ ও পৌত্র যশোবন্তসিংহের বিবরণ প্রকটিত আছে, সেই সেই অংশই তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল। যাহা হউক, এই সমস্ত বিচ্ছিন্ন অংশাবলি একত্রিত করিয়া ভারতবন্ধু মহাত্মা টড সাহেব মারবারের ইতিবৃত্ত রচনা করিয়াছেন। এক্ষণে অন্যান্য ঐতিহাসিক বৃত্তান্তের সহিত সমন্বয় সাধন করিয়া আমরা তাহার অনুবাদ সহৃদয় পাঠকবর্গের সম্মুখে স্থাপন করিলাম।

রাঠোরদিগের উৎপত্তি-বিবরণ রাজস্থানের প্রথম খণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে। * এক্ষণে আমরা তাহাদিগের ইতিহাস বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। উত্তর প্রদেশস্থিত সুদূর পার্ব্বলিপুর হইতে উৎপাটিত হইয়া রাঠোর-বংশতরু কিপ্রকারে সুরধুনীর দক্ষিণ সৈকতভূমে পুনঃরোপিত হইল, তাহার সুস্পষ্ট বিবরণ কোন ইতিহাস গ্রন্থেই দেখিতে পাওয়া যায় না। বোধ হয় রাঠোরগণ সে সময়ে রাজনৈতিক জগতে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই।

"রাঠোর বীর নয়নপাল সম্বৎ ৫২৬ (খ্রীঃ ৪৭০) অব্দে কনোজরাজ্য অধিকার করেন। সেই সময় হইতে রাঠোরগণ কামধ্বজ উপনামে আত্ম-পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। নয়নপাল, পদারৎ নামে একটী পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। উক্ত পদারতের † পুত্র পুঞ্জ হইতে কামধ্বজ-উপাধিক ত্রয়োদশটী রাজবংশ উদ্ভূত হইয়াছিল। সেই ত্রয়োদশটী রাজবংশ ও তৎসমূহের বংশাবলির নাম নিম্নে প্রকটিত হইল।

"১ম। ধর্ম্মভুম্ব। ইহাঁর বংশধরগণ দানেশ্বর কামধ্বজ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

"২য়। ভানুদ। ইনি কাঙ্গারা নামক স্থানে আফগানদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। অভয়পুর ইহাঁ দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত; সেই জন্য ইহাঁর বংশধরগণ অভয়পুরী কামধ্বজ নামে পরিচিত।

"৩য়। বীরচন্দ্র। অনহলপুর পত্তনের অধিপতি চৌহান হামিরের দুহিতার সহিত ইহাঁর বিবাহ হইয়াছিল। বীরচন্দ্র চতুর্দ্দশটী পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। কালক্রমে তাঁহারা সকলেই স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া দাক্ষিণাত্যে উপনিবিষ্ট হয়েন। বীরচন্দ্রের বংশধরগণ কুপলীয় কামধ্বজ নামে বিদিত হইয়া থাকেন।

"৪র্থ। অমরবিজয়। ইনি গঙ্গাকুলবর্ত্তী কোরাগড় নগরের প্রামার অধিপতির দুহিতার পাণিগ্রহণ করেন। রাজ্যলিপ্সা ইহাঁর হৃদয়ে প্রচণ্ডবেগে বলবতী হইয়া উঠিয়াছিল। সেই বলবতী হৃদ্বৃত্তির পরিতৃপ্তি সাধনের জন্য দুর্দ্দান্ত অমরবিজয় শ্বশুর-গোত্রের ১৬,০০০ প্রামারকে সংহার করিয়া কোরাগড় অধিকার করেন। ইহাঁ হইতেই কোরা কামধ্বজগণ উৎপন্ন হইয়াছেন।

"৫ম। সুজনবিনোদ; ইহাঁর সন্তান সন্ততিগণ জিরখৈরা কামধ্বজ নামে প্রসিদ্ধ।

"৬ষ্ঠ। পদ্ম। যদুবংশীয় রাজা তেজোমানের হস্ত হইতে ইনি বোগিলান জয় করেন। উড়িষ্যাও ইহাঁর বিক্রমপ্রভাবে জিত হইয়াছিল।

---

* রাজস্থান প্রথম খণ্ড ৪০ এবং ৪১ পৃষ্ঠা দেখ।

† যতি-প্রদত্ত বংশ পত্রিকায় ইনি ভারত নামে অভিহিত হইয়াছেন। কিন্তু ইহা ভ্রম। কেননা অতি প্রাচীন বিবরণে ইনি কেবল পদারৎ নামেই প্রসিদ্ধ।

"৭ম। ঐহর। যদুবংশীয়দিগের হস্ত হইতে ইনি বঙ্গদেশ অধিকার করিয়াছিলেন। ইহাঁ হইতেই ঐহর কামধ্বজগণ সমুদ্ভূত হইয়াছেন।

"৮ম। বরদেব। ইহাঁর অগ্রজ ভ্রাতা বৃত্তিস্বরূপ ইহাঁকে বারাণসী ও ৮৪ খানি গ্রাম অর্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইনি তাহাতে মনোযোগ না করিয়া কীর্ত্তিস্থাপনের জন্য পারুকপুর* নামে একটী নগর স্থাপন করেন। বরদেবের বংশধরগণ পারুক কামধ্বজ নামে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন।

"৯ম। উগ্রপ্রভু। কথিত আছে, উগ্রপ্রভু হিঙ্গলাজ চণ্ডাল নামক কোন † দেবতার মন্দিরে যাত্রা করিয়া কঠোর ব্রতানুষ্ঠান ও তপশ্চরণ করিয়াছিলেন। ইহাতে দেবতা তৎপ্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে একখানি তরবার অর্পণ করেন। বর্ণিত আছে, দেবাদেশে সেই তরবার মন্দিরসম্মুখস্থ একটী কুণ্ড হইতে উত্থিত হইয়াছিল। সেই দেবদত্ত তরবারের সাহায্যে উগ্রপ্রভু সাগর-তটবর্ত্তী‡ সমস্ত দক্ষিণদেশগুলি জয় করিয়াছিলেন। চাঁদৈল কামধ্বজগণ ইহাঁরই বংশে উদ্ভূত হয়েন।

"১০ম। মুকুমান। তুয়ার বংশীয় ভানু রাজার হস্ত হইতে ইনি উত্তর ভাগস্থ কতকগুলি প্রদেশ জয় করিয়াছিলেন। ইহাঁর বংশধরগণ বীর কামধ্বজ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

"১১শ। ভরত, বীরগুজর বংশীয় রুদ্রসেন নামা কোন নরপতিকে পরাস্ত করিয়া উত্তর প্রদেশস্থ শৈলশ্রেণীর পাদপ্রস্থস্থিত কনকশির নামক একটী জনপদ অধিকার করেন। ইহাঁর বংশধরগণ ভূরো কামধ্বজ নামে অভিহিত হয়েন।

"১২শ। অলঙ্কুল, ক্ষীরোদা নামক একটী নগর স্থাপন করেন। অলঙ্কুল একজন বীর পুরুষ ছিলেন। সিন্ধু নদ তটবর্ত্তী আটকে মুসলমানদিগের সহিত ইহাঁর একটী যুদ্ধ হইয়াছিল। ইহাঁর বংশধরগণ ক্ষীরোদীয় কামধ্বজ নামে প্রসিদ্ধ।

"১৩শ। চাঁদ, উত্তর প্রদেশে তারাপুর নামে একটী নগর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভুবন-বিদিত তাহিরা $ নামক নগরের চৌহান অধিপতির দুহিতার সহিত চাঁদের বিবাহ হয়। চাঁদ সেই বনিতার সহিত বারাণসীতে আসিয়া বাস করেন।

"এইরূপে সূর্য্যকুল বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হইয়াছিল¶।"

খ্রীষ্টীয় ৪৭০ অব্দে, যেদিন রাঠোর বীর নয়নপাল কান্যকুব্জ জয় করিলেন, এবং তাহার কিছুকাল পরে যেদিন তাঁহার ত্রয়োদশ পৌত্র ভারতের নানাদিগ্‌দেশে উপনিবিষ্ট হইয়া স্ব স্ব বিজয়পতাকা রোপণ করিলেন, সেই সেই দিন হইতে ক্রমাগত সপ্ত শতাব্দী ব্যাপিয়া

* এই পারুকপুর যে কোথায়, তাহা অদ্যাপি স্থিরীকৃত হয় নাই।

† মেকরাণ উপকূলে স্থাপিত।

‡ এই সকল বৃত্তান্ত আলোচনা করিলে স্বতঃই প্রতীতি জন্মে যে, মহারাজ নয়নপালের বংশধরগণ ভারতের চতুর্দ্দিকেই বিস্তৃত হইয়াছিলেন।

$ তাহিরার উল্লেখ ফেরিস্তায় অনেকবার দেখিতে পাওয়া যায়।

¶ সূর্য্যপ্রকাশ।

রাঠোর বীরগণের অবদানপরম্পরার কোন বিবরণই পরিলক্ষিত হয় না। সেই দীর্ঘ কালের পর জয়চাঁদ কানোজ-সিংহাসনে সমারূঢ় হয়েন। এই সপ্ত শতাব্দীর মধ্যে সর্ব্ব সমেত কেবল একবিংশতি জন নরপতির নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যে গ্রন্থে এই একবিংশতিজন নরপতির বিবরণ প্রকটিত আছে, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, "রাজা"-উপাধিক * কতকগুলি নরপতির পূর্ব্বে "রাও"-উপাধিক একবিংশতিজন নৃপতি রাঠোর কুলের শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়া ছিলেন। কিন্তু কোন্ ভূপতি যে, উক্ত উপাধি সর্ব্ব প্রথম ধারণ করেন, এবং কয়জন নরপতি যে, "রাজা" বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন, তাহার কোন বিবরণ কুত্রাপি পরিলক্ষিত হয় না। শুদ্ধ এরূপ গোলযোগ যথেষ্ট নহে। ইতিপূর্ব্বে যে যতি-প্রদত্ত বংশপত্রিকার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে এমন অনেকগুলি নাম প্রকটিত আছে, যাহা সূর্য্যপ্রকাশ গ্রন্থে আদৌ সন্নিবেশিত নাই। যতি-প্রদত্ত তালিকায় যে কয়েকটী বেশী নাম দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে রঙ্গত-ধ্বজ অন্যতম। বর্ণিত হয় যে, রঙ্গত-ধ্বজ দিল্লির প্রসিদ্ধ তুয়ার নরপতি যশোরাজকে একটী যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন। উক্ত যশোরাজের আবির্ভাব-কালে অভ্রান্তরূপে নিরূপিত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পূর্ব্ববর্ণিত যতি প্রদত্ত তালিকায় রঙ্গতধ্বজ এবং তাঁহার পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী নরপতিগণের নামাবলি এরূপ জটিলভাবে সন্নিবদ্ধ আছে যে, সূর্য্যপ্রকাশ-বর্ণিত নামাবলির সহিত কিছুতেই তাহাদের সমন্বয় সাধিত হইতে পারে না।

কান্যকুব্জের রঙ্গভূমে মহারাজ নয়নপালের বংশধর এবং জয়চাঁদের পূর্ব্বপুরুষগণের কোনরূপ অবদানপরম্পরার সুস্পষ্ট বিবরণ পরিলক্ষিত হয় না বটে; কিন্তু যে অস্পষ্ট ও সামান্য বৃত্তান্ত পাওয়া যায়, তাহার সমালোচনা করিয়াই আমরা বলিতে পারি যে, তাঁহারা রাঠোর নামের যোগ্য এবং রাঠোর বীর নয়নপালের উপযুক্ত বংশধর ছিলেন। তাঁহারা ক্ষত্রিয়োচিত গুণনিচয়ে বিভূষিত হইয়া স্ব স্ব সম্মান মর্য্যাদা সম্পূর্ণরূপে অব্যাহত রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। একদা তাঁহাদিগের গৌরবে ভারতভূমি গৌরবান্বিত হইয়াছিল; একদা ভট্টকবি ও চারণগণ সপ্তমতানে সগর্ব্বে তাঁহাদের যশোগীতি ভারতের নগরে নগরে গাহিয়া বেড়াইয়াছিলেন। কিন্তু ভারতের দুরদৃষ্টবশতঃ সেই সমস্ত জলন্ত গৌরব আজি লোকলোচন হইতে অন্তরিত হইয়া কাল-সাগরে বিলীন হইয়া রহিয়াছে। সেই জন্য আজি নয়নপালের বংশধরদিগের অতিমানুষ ক্রিয়াকলাপ পৌরাণিক লীলার স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে।

নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ যেমন অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠে, সুবিশাল কনোজ রাজ্য নিজ নিদারুণ অধঃপতনের পূর্ব্বে গৌরবগরিমায় সেইরূপ দ্বিগুণতর গৌরবান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল। সেই অভ্যুন্নতির সমস্ত বিবরণ মুসলমানদিগের ইতিহাস এবং মহাকবি

* এই কয়েকটী নৃপতি রাজ-উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন ;—উদয়চাঁদ, নৃপতি, কনকসেন, সহস্রশাল, মেঘসেন, বীরভদ্র, দেবসেন, বিমলসেন, দানসেন, মুকুন্দ, ভুদ্দু, রাজসেন, ত্রিপাল, শ্রীপুঞ্জ, বিজয়চাঁদ (বিজয়পাল), ও তৎপুত্র জয়চাঁদ।

চাঁদভট্টের অমৃতময় বর্দ্দাই গ্রন্থে সুস্পষ্ট অক্ষরে বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায়। আবার যখন আমরা দেখি যে, রাঠোরদিগের প্রচণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বী চৌহানগণও অকপটভাবে তাঁহাদের সেই অত্যুন্নত গৌরবের কাহিনী বর্ণন করিয়াছেন, তখন কান্যকুব্জের বিষয় ভাবিয়া অশ্রু না ফেলিয়া থাকিতে পারা যায় না। হায়! স্বজাতিদ্রোহী পাপাচার জয়চাঁদের অসীম পাপনিবন্ধন সেই গর্ব্বোন্নত কনোজ আজি মহাশ্মশানে পরিণত হইয়া রহিয়াছে!

কৌশিককুলের লীলানিকেতন যে কান্যকুব্জে রাঠোরবীর নয়নপাল আপনার বিজয় বৈজয়ন্তী রোপণ করিয়াছিলেন, একদা তাহার পরিধি পঞ্চদশ ক্রোশ ব্যাপিত ছিল। একদা সেই রাঠোরকুলের বিশাল অনীকিনী "দলপাঙ্গলা" নামে অভিহিত হইত। সেই বিজয়িনী রাঠোরসেনা জগতের যে কোন জাতির বলিষ্ঠতম সেনাচমূর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সর্ব্বতোভাবে উপযুক্ত ছিল। সূর্য্যপ্রকাশগ্রন্থে এই বৃহতী অক্ষৌহিনীর বল পরিমাণ বর্ণিত আছে। অশীতি সহস্র কবচধারী বীর; পাখুর-পরিহিত * ত্রিংশৎ সহস্র অশ্বারোহী; তিন লক্ষ পদাতিক এবং দুই লক্ষ ধানুষ্ক ও পরশুধারী; এতদ্ভিন্ন অসংখ্য রণমাতঙ্গ পৃথিবীকে যেন গভীর জলদজালে আবৃত করিয়া রাঠোররাজের বিজয়পতাকামূলে যুদ্ধক্ষেত্রে ধাবিত হইত।

এই বলিষ্ঠতম বিশাল অনীকিনী লইয়া একদা রাঠোর বীর সিন্ধুনদের দূরস্থিত যবনরাজের প্রচণ্ড বল প্রতিরোধ করিতে ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যেদিন সিন্ধুনদ পার হইয়া গর ও ইরাণের যবনরাজ ভারতবর্ষে অপাতিত হইলেন, সেই দিন সমরকুশল জয়সিংহ তাঁহার প্রচণ্ড গতি প্রতিরোধ করিবার জন্য সেই যবনবীরের সম্মুখীন হইলেন। উভয়দলে বহুক্ষণ ধরিয়া ঘোরতর যুদ্ধ হইল। সে যুদ্ধে উভয়পক্ষে অগণ্য সৈন্য নিপতিত হইল। নরশোণিতসেকে সিন্ধুনদের নীলজল আরক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু হাবশিরাজা ও তাহার ফ্রাঙ্ক † বীরগণ কনোজপতির হস্তে পরাজিত হইলেন।

যে চৌহানগণ রাঠোরকুলের চিরশত্রু, তাঁহাদের ভট্টকবিগণও মহারাজ নয়নপালের বংশধরের জ্বলন্ত গৌরব কীর্ত্তন না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। তাঁহারা তাঁহাকে মাণ্ডলিক আখ্যা প্রদান করিয়া বর্ণন করিয়াছেন যে, তিনি উত্তর প্রদেশস্থ কোন রাজাকে ‡ পরাস্ত করিয়া তাঁহার আটটী সামন্তরাজাকে বন্দী করিয়া আনিয়াছিলেন। শুদ্ধ তাহা নহে; অনেক প্রচণ্ডপ্রতাপ হিন্দু নরপতিও ইহাঁর জ্বলন্ত বিক্রমবহ্নির সমক্ষে আপনাদের সম্মান গৌরবের আহুতি প্রদান করিয়াছিলেন।

---

* তুলাপূর্ণ একপ্রকার বর্ম্ম।

† বর্দ্দাই গ্রন্থেও দেখিতে পাওয়া যায় যে ফ্রাঙ্কগণ, সাহাবুদ্দীনের দলে নিযুক্ত ছিল, কিন্তু কি প্রকারে যে, ইহারা এই হাবশিরাজের দলভুক্ত হইল, তাহা যথার্থরূপে নির্দ্ধারণ করা কঠিন। বোধ হয় ইহারা জেরুসেলেম হইতে পলায়িত কোন ক্রুজেড সেনা হইবে।

‡ সিন্ধুনদের পশ্চিমভাগস্থ যবননৃপতিগণ প্রায়ই এইরূপে বর্ণিত হইয়া থাকে।

আনহলবারা পত্তনের অধিপতি শোলাঙ্কি সিদ্ধরাজও ইঁহার অমিত ভুজবলে দুইবার পরাজিত হয়েন। তাহাতে রাঠোর-রাজের প্রভুতা নর্ম্মদার দক্ষিণতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। গর্ব্বিত রাঠোর-রাজ শুদ্ধ মানবের নিকট সম্মান লাভ করিয়া সন্তুষ্ট হয়েন নাই; এমন কি তিনি মহদীয় রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া দেবতাগণের সম্মান লাভ করিতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন। পৌরাণিক হিন্দু রাজন্য সমাজে এই মহদীয় যজ্ঞ যেরূপ বিপুল আড়ম্বরের সহিত সম্পাদিত হইয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে কোন্ ভারতসন্তানের হৃদয় না আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে? কে না প্রাচীন ভারতের অভ্যুন্নত গৌরবের বিষয় মনে করিয়া গৌরবে স্ফীত হইয়া উঠে? এই মহাযজ্ঞের সকল কার্য্যই,—এমন কি অতি সামান্য দ্বাররক্ষকের বৃত্তি পর্য্যন্ত রাজকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। পাণ্ডবপ্রবীর যুধিষ্ঠির যে দিন জায়া ও ভ্রাতৃগণের সহিত মহাপ্রস্থানে যাত্রা করেন, সেই দিন হইতে আর কোন হিন্দু নরপতিই এই যজ্ঞ সম্পাদন করিতে পারেন নাই। এমন কি যে বিক্রমাদিত্যের জলন্ত গৌরব-জ্যোতিতে সমগ্র ভারত আলোকিত হইয়াছিল, যাঁহার প্রতিষ্ঠিত শকাব্দ আজিও অনন্ত কালসাগরের এক একটী তরঙ্গকে সূচনা করিয়া দিতেছে, সেই হিন্দুরাজ চক্রবর্ত্তী তুয়ার-কুলপ্রদীপ মহারাজ বিক্রমাদিত্যের ভাগ্যেও এই অসীম দেবসম্মান লাভ ঘটিয়া উঠে নাই। যাহাহউক, কনোজ-রাজ সেই কঠোর যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। ভারতের সমগ্র রাজন্য-সমাজের নিকট নিমন্ত্রণ-পত্র প্রেরিত হইল। তাঁহার মহদীয় আয়োজন ও আড়ম্বরের কথা শুনিয়া সমস্ত ভারতবাসী চমকিত হইল। সকলেই জয়চাঁদকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিল। নিমন্ত্রণ-পত্রে আরও লিখিত ছিল যে, রাজকুমারী সঞ্জুক্তার স্বয়ম্বরের সহিত এই মহাযজ্ঞ পর্য্যবসিত হইবে। সঞ্জুক্তা সমবেত নৃপমণ্ডলীর মধ্য হইতে আপনার মনোমত পাত্র বাছিয়া লইবেন। দেখিতে দেখিতে যজ্ঞের দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। নিমন্ত্রিত নৃপতিগণ স্ব স্ব সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে সেই যজ্ঞে আসিয়া যোগদান করিলেন। তাঁহাদের আগমনে কনোজ-নগর এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। কবিবর চাঁদভট্ট এই অপূর্ব্ব শোভা অতি সুন্দরভাবে বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। ভারতের সকল হিন্দুনরপতিই আসিলেন। কিন্তু চৌহান-রাজ পৃথ্বীরাজ এবং গিহ্লোটরাজ সমর-সিংহ জয়চাদকে সেই সম্মানের সম্পূর্ণ অযোগ্য বিবেচনা করিয়া যজ্ঞস্থলে আগমন করিলেন না। তন্নিবন্ধন জয়চাঁদ তাঁহাদের প্রতিনিধি স্বরূপ উভয়েরই দুইটী কনক-প্রতিমা প্রস্তুত করিয়া অতি নীচ ও সামান্য ব্যাপারে নিয়োজিত করিলেন। পৃথ্বীরাজকে ঘোরতর অবমানিত করিবার বাসনায় তিনি তাঁহার হৈম প্রতিমূর্ত্তিকে প্রতিহারী স্বরূপ দ্বারদেশে রক্ষা করিলেন। এ সম্বাদ অচিরে পৃথ্বীরাজের কর্ণগোচর হইল। দারুণ রোষ ও জিঘাংসায় তাঁহার বীর-হৃদয় উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন "দুরাচারের যজ্ঞ পণ্ড করিব, সকলের সম্মুখ হইতে তাহার দুহিতাকে হরণ করিয়া আনিব।" চৌহানবীর পৃথ্বীরাজ এই কঠোর প্রতিজ্ঞা পালন করিতে সর্ব্বতোভাবে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতে রাঠোর ও চৌহানে যে ঘোরতর সংঘর্ষ সমুদ্ভূত হইয়াছিল, তাহা অল্পে প্রকাশিত হয় নাই।

তাহা প্রশমিত করিতে গিয়া দিল্লি ও কনোজের জীবনস্বরূপ অগণ্য রাজপুতসৈন্য সমরক্ষেত্রে পতিত হইয়াছিল। বর্ণিত আছে, পৃথ্বীরাজ সঞ্জুক্তাকে হরণ করিলে ক্রমাগত পাঁচদিন ধরিয়া প্রচণ্ড যুদ্ধ হইয়াছিল। এই ভীষণ গৃহযুদ্ধই ভারতের কালস্বরূপ। কেননা এই অনর্থকর গৃহযুদ্ধে উভয়পক্ষেরই সেনাবল নষ্ট হইলে চতুর ঘোরী সুলতান ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলেন। তাহার সেই আক্রমণ ব্যর্থ করিবার জন্য দৃষদ্বতীর পবিত্র তীরভূমে যে মহাসমর সংঘটিত হইল, তাহাই ভারতের সর্ব্বনাশ সাধন করিল। আর্য্যস্বাধীনতার আদিম আবাসভূমি ভারতমাতার চরণে কঠোর দাসত্ব-নিগড় অর্পিত হইল।

এই সময়ে এবং ইহার বহু শতাব্দী পূর্ব্বে,—এমন কি মহমুদের অভিযানের পূর্ব্ব হইতে, ভারতবর্ষ নিম্নলিখিত চারিটী প্রধান রাজ্যে বিভক্ত ছিল।

১ম। দিল্লি,—তুয়ার ও চৌহানদিগের অধীনে।

২য়। কনোজ,—রাঠোরদিগের অধীনে।

৩য়। মিবার,—গিহ্লোটদিগের অধীনে।

৪র্থ। আনহলবারা—সৌর ও শোলাঙ্কিদিগের অধীনে।

ইহাঁদের প্রত্যেকেরই অধীনে অসংখ্য সামন্ত রাজা অবস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সামন্ত-প্রথার অনুসারে স্ব স্ব অধিপতির আদেশ পালন করিতেন এবং যুদ্ধকালে তাঁহার পতাকা-মূলে উপস্থিত হইয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেন। দিল্লি ও কনোজ দুইটী স্বতন্ত্র ও পরস্পর বিসম্বাদী রাজ্য হইলেও পরস্পরের অতি সন্নিকটে সংস্থিত। উভয়ের মধ্যে একমাত্র কালী-নদী প্রবাহিত। উভয়েরই অধিগত রাজ্য প্রায় সমতুল্য। উক্ত কালীনদী হইতে সুদূর সিন্ধুনদের পশ্চিম তীর পর্য্যন্ত এবং হিমগিরির পাদদেশ হইতে দূরস্থিত মরুভূমি ও আরাবল্লির অটল শৈলপ্রাকার পর্য্যন্ত দিল্লির বিশাল রাজ্য বিস্তৃত ছিল। এই সুবিস্তৃত রাজ্য তুয়ার অনঙ্গপাল কর্ত্তৃক শাসিত হইত। চৌহান পৃথ্বীরাজ ইহা প্রাপ্ত হইয়া একদা একশত আটজন প্রধান সামন্ত রাজার উপর আধিপত্য করিয়াছিলেন।

গর্ব্বোন্নত কনোজের প্রভুতা—উত্তরে হিমগিরি, পূর্ব্বে কাশী, এবং চম্বল নদ পার হইয়া বুন্দেলখণ্ড পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত ছিল। দক্ষিণে ইহা মিবারের উত্তর সীমাবন্ধনী দ্বারা আবদ্ধ ছিল। এইরূপ মিবার ও আনহলবারাপত্তনও স্বল্প পরিসর মধ্যে সংবদ্ধ ছিল না। ভট্টগ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, এই সকল নৃপতি প্রায় পরস্পরের বিরুদ্ধে অসি-ধারণ করিয়া পরস্পরের হৃদয়-শোণিত পাত করিতেন। এই কয়েকটী রাজ্যের রাজনৈতিক জীবন যে সময় হইতে আরব্ধ হইয়াছে, সেই সময় হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, গিহ্লোট ও চৌহানগণ প্রায় মিত্রভাবে এবং রাঠোর ও তুয়ারগণ প্রায় প্রচণ্ড শত্রুভাবে কাল যাপন করিয়াছেন। রাঠোর ও তুয়ারদিগের এ বদ্ধমূল শত্রুতাই যে, ভারতবর্ষের সর্ব্বনাশের প্রধানতম কারণ, অতীতসাক্ষী ইতিহাস তাহা শোণিতাক্ষরে প্রকাশ করিতেছে।

যে দুর্দ্দিনে দৃষদ্বতীর শোণিতাক্ত সলিল মধ্যে ভারতের গৌরব রবি নিমগ্ন হইলেন, বিজয়ী সাহাবুদ্দীন সেই দিন পাণ্ডবপ্রবীর যুধিষ্ঠিরের রাজধানী অধিকার করিয়া পাপাচারী

জয়চাঁদকে আক্রমণ করিল। জয়চাঁদ ইতিপূর্ব্বে পৃথ্বীরাজের সহিত যুদ্ধে স্বীয় সেনাবল অনেক পরিমাণে অপব্যয় করিয়াছিলেন। এক্ষণে এই উপস্থিত ঘোরতর বিপদ দেখিয়া যথাসাধ্য সেনাবল সংগ্রহপূর্ব্বক তিনি দুর্দ্ধর্ষ যবনের সম্মুখীন হইলেন। কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টা বিফল হইয়া গেল। সেই পরাক্রান্ত আক্রমকের প্রচণ্ডবল তিনি প্রতিরোধ করিতে পারিলেন না; পরিশেষে গঙ্গা পার হইয়া পলায়ন করিতে করিতে সুরধুনীর পবিত্র সলিলে নৌকামগ্ন হইয়া সজীবনে সমাধি প্রাপ্ত হইলেন। এই শোচনীয় ব্যাপার সম্বৎ ১২৪৯ (খৃঃ ১১৯৩) অব্দে সংঘটিত হয়। যে ষট্‌ত্রিংশৎ সামন্ত রাজা এতদিন বর্দ্দাইসেনের বিজয় বৈজয়ন্তীর মূলে সমবেত হইতেন, সেইদিন তাঁহারা স্ব স্ব পৈতৃক রাজ্যে প্রতিগত হইলেন। সেই দিন কনোজের বিশাল ক্ষেত্র হইতে মহারাজ নয়নপালের রোপিত বংশতরু চিরতরে উৎপাটিত হইয়া পড়িল। কিন্তু তাহা একবারে বিনষ্ট হইল না। অদৃষ্টদেবের অলঙ্ঘ্য বিধানক্রমে কতিপয় রাঠোরবীর সেই উৎপাটিত বংশতরু ভারতের মরুপ্রান্তরে পুনর্ব্বার রোপণ করিলেন। সেই পুনঃরোপিত রাঠোর-বংশতরু মরুভূমির প্রতপ্ত বালুকারাশির উপর অল্প সময়ের মধ্যেই আবার পুনর্জীবিত হইয়া উঠিল। আবার তাহার প্রকাণ্ড শাখাপ্রশাখা চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া রাঠোর-গৌরবের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

শিবজি ও সত্তারামের অভিগমন;—আসিন্ধু বিস্তৃত মরুভূমির তদানীন্তন অধিবাসিগণ;—কলুমদ-অধিপতির নিকট শিবজির পদপ্রাপ্তি;—লাক্ষফুলনের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ;—সত্তারামের নিধন;—শোলাঙ্কি-রাজকুমারীর সহিত শিবজির পরিণয়;—দ্বারকাভিমুখে তাঁহার অগ্রসরণ;—লাক্ষফুলনের সহিত দ্বন্দযুদ্ধ;—মিবোর দেবী এবং ক্ষীরধরের গোহিলদিগের নিধন;—ক্ষীরদেশে শিবজির বাস;—পল্লীর ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক তাঁহার আনুকুল্য প্রার্থনা;—তাঁহার বিশ্বাসঘাতকতা;—তাঁহার পরলোক-গমন:—শিবজির জ্যেষ্ঠপুত্র অশ্বত্থামার অভিষেক;—শনিঙ্গ ও অজমল;—অশ্বত্থামার মৃত্যু;—তৎসিংহাসনে দুহরের আরোহণ;—দুহরের কনোজ-উদ্ধার ও মুন্দরাধিকারের চেষ্টা;—তাঁহার নিধন;—রায়পালের অভিষেক;—তাঁহার প্রতিহিংসা;—তাঁহার ত্রয়োদশ পুত্রের বিবরণ;—রাও কনহলের সিংহাসনারোহণ;—রাও জল্লন;—রাও চেদো;—রাও থিদো;—ভট্টী ও অন্যান্য জাতির সহিত ইহাঁদিগের বিবাদ;—বিনমহলের জয়;—রাও শিলুক;—রাও বিরাম দেব;—রাও চন্দ ও তৎকর্ত্তৃক মুন্দরাধিকার;—তাঁহার অন্যান্য জয়বিবরণ;—মুন্দরের পুরীহর-রাজের দুহিতার সহিত তাঁহার বিবাহ;—গিহ্লোটকুলের সহিত তাঁহার সম্বন্ধবন্ধন;—সম্বন্ধের ফলাফল;—অরণ্যকমল ও সাধুর বিবাদ;—চন্দের নিধন;—রাও রণমল্লের সিংহাসনারোহণ:—তাঁহার চিতোরে অবস্থিতি;—তৎকর্ত্তৃক আজমির জয়;—তাঁহার মারবার ত্যাগ;—রাও রণমল্লের নিধন;—তাঁহার চতুর্বিংশতি পুত্রের বিবরণ;—সামন্তগণের তালিকা।

যে দিন যবনবীর সাহাবুদ্দীনের প্রচণ্ড বাহুবল সমক্ষে গর্ব্বিত কনোজরাজ্য চূর্ণীকৃত হইল, যে দিন স্বদেশদ্রোহী জয়চাঁদ ভাগীরথীর পবিত্র সলিলে পতিত হইয়া আত্মকৃত

পাপরাশির প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিলেন, সেই দিন হইতে অষ্টাদশ বর্ষের পরবর্ত্তী কালে সম্বৎ ১২৬৮ (খৃঃ ১২১২) অব্দে তাঁহার পৌত্র শিবজি ও সত্যরাম আপনাদের জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া দুইশত সহচর সমভিব্যাহারে মরুভূমির অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কি উদ্দেশ্যে তাঁহারা যে, মাতৃভূমির নিকট বিদায় লইলেন, তৎসম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ভট্টগ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন মতধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। কেহ বলেন, পুণ্যতীর্থ দ্বারকায় অভিগমনই তাঁহাদের প্রধানতম উদ্দেশ্য; কোন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, উদ্যম ও অধ্যবসায়ের সাহায্যে নূতন কার্য্যক্ষেত্রে অদৃষ্টদেবের সুপ্রসাদ লাভ করিবার জন্য তাঁহারা স্বদেশ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই দুইটী মতধ্বনির মধ্যে কোন্‌টী যুক্তিসঙ্গত, তাহা শিবজির ভবিষ্য চরিত্র আলোচনা করিলে সহজেই স্থির করা যাইতে পারে। শিবজি রাজপুত;—গর্ব্বোন্নত রাঠোরকুলের উপযুক্ত বংশধর। পিতৃপুরুষগণের অতীত গৌরবের স্মৃতিকে স্বহস্তে বিসর্জ্জন দিয়া প্রণষ্ট গৌরব উদ্ধার না করিয়া প্রকৃত রাজপুত কখনও মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিতে পারেন না। শিবজি তাহা পারেন নাই,—পারিলে ভারতের মানচিত্রে মারবার দেশ স্থান পাইত কি না সন্দেহ।

রাঠোরকুলের ভবিষ্য ভাগ্যগগন যে অল্পে অল্পে পরিষ্কৃত হইতেছিল, তাহা শিবজি জানিতে পারেন নাই। সেই মুষ্টিমেয় সেনাবল লইয়া তিনি মরুভূমির উত্তপ্ত বালুকারাশির উপর বিচরণ করিতে লাগিলেন। কোথায় যাইবেন, কি প্রকার উপায়ে সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর সুপ্রসাদ লাভ করিতে পারিবেন, তিনি তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না; কিন্তু কঠোর উদ্যম ও অধ্যবসায়ের সাহায্যে মূলমন্ত্র সাধন করিতে স্থির প্রতিজ্ঞ হইয়া ভীষণ কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। এই মন্ত্রের সাধন-প্রভাবে তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই যে বিস্তৃত ভূভাগের উপর আধিপত্য লাভ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা যমুনা, সিন্ধু ও গারানদী এবং আরাবল্লির অভ্রভেদী শৈলমালা এই চারিটী বিভাগ-রেখা দ্বারা চারিদিকে আবদ্ধ। এই চতুঃসীমাবদ্ধ বিশাল দেশের মধ্যে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন জাতি বাস করিত, তাহাদের সংক্ষিপ্ত সমালোচন প্রদত্ত হইল। কচ্ছাবহগণ তখন রাজনৈতিক জগতে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন নাই। ইহাঁদের স্বর্গীয় অধিপতি রাও পূজন বিগত মুসলমান বিপ্লবকালে কনোজ সমরে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার পুত্র মিলইসিংহ কুশাবহকুলের সিংহাসনে সমারূঢ়। আজমির, শম্বর ও অন্যান্য চৌহান রাজ্য যবনরাজের করতলগত; কিন্তু আরাবল্লির অনেক দুর্গ তখনও রাজপুত কর্ত্তৃক অধিকৃত। বিশেষতঃ নাদোল নগর যবনের কঠোর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিল। বিশালদেবের জনৈক বংশধর তখন উক্ত নগরের শাসনকার্য্যে অবস্থিত। এই সকলের মধ্যে মরুভূমির গৌরবস্বরূপ মুন্দর নগর প্রাচীন পুরীহরকুলের গৌরব-ধ্বজা নিজ বিরাট দুর্গশিরে ধারণ করিয়া সগর্ব্বে উন্নত। পুরীহর-কুলের অন্যতম শাখা ইয়েন্দ-গোত্রে সম্ভূত রাণা মানসিংহের হস্তে তৎকালে মুন্দরের শাসনভার সমর্পিত ছিল। মানসিংহ নিজ রাজ্যের চতুঃপার্শ্বস্থ ভূমিয়া সামন্তগণের

পূজা ও সম্বর্দ্ধনা প্রাপ্ত হইয়া মরুভূমির মধ্যে প্রধানতম ভূপতি বলিয়া সম্মানিত হইতেছিলেন। উত্তরে—নাগোরকোটের নিকটে—মোহিলগণ অবস্থিত। কালের কঠোর হস্তের ভীষণ প্রহারে আজি ভারতের মানচিত্রে ইহাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে বটে; কিন্তু তৎকালে ইহারা যে বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল, তাহার বিবরণ অনেক ভট্টগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। তখন এই মোহিলকুলের অধিপতি ঔরীন্ত নামক নগরে নিজ রাজপীঠ স্থাপন করিয়া ১,৪৪০ পল্লীর উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। যে স্থলে অধুনা বিকানীর রাজ্য সংস্থিত, সেই স্থল হইতে ভাটনৈর পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশ তৎকালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাধারণতন্ত্রী জিৎ-সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। এই সকল ভূমিখণ্ড হইতে পূর্ব্বে গারানদীর সৈকতভূমি পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগই জোহিয়া, দেয়া ও লঙ্গহা * প্রভৃতি কতকগুলি অসভ্য জাতিকর্ত্তৃক অধিকৃত ছিল। যশল্মীরে ভট্টি, তাহাদের দক্ষিণে সোদা এবং সিন্ধু ও কচ্ছ প্রদেশে জারিজা। ইহাঁদের এবং আবু ও চন্দ্রাবতীর প্রামারদিগের মধ্যস্থলে শোলাঙ্কিগণ অবস্থিত। এতদ্ভিন্ন ইদর ও মিবোর দেবীগণ; ক্ষীরধরের গোহিলগণ; শনচরের দেবরগণ; এবং ঝালোরের শনিগুরুগণ; ঔরীন্তের মোহিলগণ; এবং সিন্দলির শঙ্কলগণ প্রভৃতি অনেক প্রাচীন জাতি সমগ্র প্রদেশের মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বাস করিতেছিল। ইহাদের মধ্যে অনেকেই রাঠোরদিগের জ্বলন্ত বিক্রম বহ্নিতে আপনাপন কুলগরিমা ও আবাসভূমি আহুতি প্রদান করিয়াছে। অবশিষ্ট সকলে তাঁহাদিগের ভূমিয়া সামন্তরূপে অবস্থিত থাকিয়া সুখেদুঃখে জীবন যাপন করিতেছে।

রাঠোর বীর শিবজি শৈশবের লীলা-নিকেতন কান্যকুব্জ পরিত্যাগ করিলেন। যে রাজ্যে তাঁহার পিতৃপুরুষগণ সগৌরবে শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়া গিয়াছেন, আজি তাঁহাকে নিতান্ত দীনহীনভাবে তাহা হইতে বিতাড়িত হইতে হইল; আজি তাহার সহিত হয়ত চিরজীবনের মত সম্বন্ধ ঘুচিয়া গেল। আর তিনি সেই "স্বর্গাদপি গরীয়সী" জন্মভূমি দেখিতে পাইবেন না, আর সেই ভাগীরথীর পুতপুলীনস্থ কনোজের উচ্চ প্রাসাদশিরে বসিয়া কলনাদিনী সুরনদীর অনন্ত কল্লোল শ্রবণ করিতে পাইবেন না। তিনি রাজপুত্র,—গৌরবান্বিত রাঠোর কুলের উপযুক্ত বংশধর। কোথায় তিনি সিংহাসনে উপবেশন করিবেন, না কোথায় আজি নির্ব্বাসিত ও নিরাশ্রয়ের ন্যায় দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে হইল! শিবজির উন্নত হৃদয়ে এইরূপ নানা চিন্তা উদিত হইতে লাগিল। কিন্তু তিনি মুহূর্ত্তের জন্যও বিচলিত হইলেন না। তিনি জানিতেন যে, বিপদ সহ্য করাই রাজপুতের প্রধান কর্ত্তব্য;—কেন না বিপদই সম্পদের সূচনা করিয়া দেয়। সেই মুষ্টিমেয় সহচর সমভিব্যাহারে শৈশবের শান্তিনিকেতন, আশার বিলাসভূমি পিতৃরাজ্য হইতে বহির্গত হইয়া তিনি ভারতের বিশাল মরুপ্রান্তরে প্রবেশ করিলেন। চতুর্দ্দিকে অনন্ত বালুকা-সাগর

---

* এপ্রদেশে সেই সময়ে অন্যান্য জাতি বাস করিত; কিন্তু অধুনা তাহাদের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয় না। তাহাদের মধ্যে অনেকেই শত্রুহস্তে নিহত হইয়াছে। অবশিষ্ট সকলে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া আপনাদিগের প্রাচীন নাম পরিত্যাগ করিয়াছে।

সূর্য্যকিরণে ঝলসিত হইয়া তাঁহার দগ্ধ হৃদয়ের ন্যায় ধূ ধূ করিতেছে; সম্মুখে অসংখ্য মরীচিকা উদ্ভূত হইয়া তাঁহার নিষ্ফল আশা ভরসার ন্যায় তাঁহাকে নিরন্তর বিদ্রূপ করিতেছে! তথাপি শিবজি মুহূর্ত্তের জন্যও হতাশ হইলেন না। তরঙ্গচালিত কাষ্ঠ-ফলকের ন্যায় অদৃষ্টের প্রবল স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে অবশেষে তিনি কলুমদ নামক স্থানে উপনীত হইলেন। অধুনা যেস্থলে বিকানীর-নগর স্থাপিত রহিয়াছে, উক্ত কলুমদ তাহার দশক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। তৎকালে তাহা জনৈক শোলাঙ্কি নৃপতি কর্ত্তৃক অধিকৃত ছিল। তিনি শিবজিকে মহা সমাদরের সহিত গ্রহণ করিলেন।

শোলাঙ্কিরাজের সাদর ও উদার ব্যবহারে শিবজি সাতিশয় প্রীত হইলেন এবং তৎকৃত উপকারের প্রত্যুপকার করিতে চাহিলেন। সেই সময়ে লাক্ষফুলান নামক জনৈক দুর্দ্দান্ত রাজপুত তৎপ্রদেশবাসিদিগকে দারুণ নিপীড়ন করিতেছিলেন। লাক্ষফুলান প্রসিদ্ধ জারিজাকুলে সমুদ্ভূত; তদধিকৃত ফুলরা দুর্গ মরুভূমির অনন্ত বালুকাস্তূপের মধ্যস্থলে অবস্থিত হইয়া সকল প্রকার শত্রুর পক্ষে দুর্গম ও অনভিভবনীয় ভাবে দণ্ডায়মান ছিল। লাক্ষ এরূপ দুর্দ্ধর্ষ ছিলেন যে, শতদ্রু হইতে সাগরোপকূল পর্য্যন্ত সমস্ত দেশই তাঁহার নাম শ্রবণে কম্পিত হইত *। শোলাঙ্কিরাজের অনুরোধে রাঠোর বীর শিবজি আজি সেই দুর্দ্দান্ত লাক্ষের বিরুদ্ধে অসি ধারণ করিতে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইলেন। ক্রমে যুদ্ধের আয়োজন হইল। শোলাঙ্কিরাজ, শিবজিকে সৈনাপত্যে বরণ করিয়া তাঁহার হস্তে সমস্ত সেনার ভার সমর্পণ করিলেন। তাঁহার সমভিব্যাহারী ভ্রাতা সত্যরাম এবং রাঠোর বীরগণও তৎসাহায্যার্থে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। ক্রমে উভয়দলে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। শিবজি স্বীয় প্রচণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বী লাক্ষের উপর সম্পূর্ণ জয়লাভ করিলেন। কিন্তু সে জয় অল্পে ক্রীত হয় নাই। তাহার বিনিময়ে তাঁহার জীবনসহচর ভ্রাতা সত্যরাম ও অন্যান্য রাঠোর বীরের হৃদয়-শোণিত নিঃসারিত হইয়াছিল। এই অভিনব জয়লাভে আনন্দিত হইয়া কোলুমদপতি বিজয়ী রাঠোর-রাজপুত্রকে আনন্দ-গদগদভাবে আলিঙ্গন করিলেন এবং তৎকরে স্বীয় ভগিনীকে অর্পণ করিয়া তাঁহার সহিত এক সুদৃঢ় সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। তদনন্তর জয়লব্ধ পুরস্কার সঙ্গে লইয়া শিবজি দ্বারকাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। অল্পদিনের মধ্যেই আনহলবারাপত্তন

* লাক্ষফুলান দুর্দ্দান্ত ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি কখনও নিরাশ্রয় ও হীনবলকে নিগ্রহ করিতেন না। এতদ্ব্যতীত তিনি দানধ্যান ও অনেক সৎকার্য্য করিতেন। তন্নিবন্ধন লুনী হইতে সিন্ধুনদের সাগর-সঙ্গম স্থল পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশেই তাঁহার প্রশংসাসূচক নানা গান শুনিতে পাওয়া যায়। রাজস্থানের ছয়টী প্রাচীন প্রধান নগর ইঁহার হস্তগত ছিল। সেই ছয়টী নগরের নাম নিম্ন লিখিত শ্লোকটীতে সুস্পষ্ট পরিব্যক্ত হইতেছে।

"কশপ-গড়া, সুরজপুরা,
"বশক-গড়া, তাকো,
"অঙ্কানী-গড়া, জগরু পুরা,
"যো ফুল-গড়িই লাখো।"

অর্থাৎ কশপগড়, সূর্য্যপুর, বশকগড়, অঙ্কানীগড় ও জগরুপুর ফুলগড়ী (ফুলরা-পতি) তাকো (তক্ষক) লাক্ষের হস্তগত ছিল। বলা বাহুল্য যে, ফুলগড় বা ফুলরা লইয়া উক্ত ছয়টী অঙ্ক পূর্ণ হইয়াছে।

তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। শ্রান্তি দূর করিবার অভিপ্রায়ে তিনি তন্নগরে উপস্থিত হইলে তত্রত্য অধিপতি তাঁহার যথাযোগ্য সৎকার করিলেন। শিবজি আনহলবারায় অবস্থিতি করিতেছেন, এমন সময়ে একদিন সংবাদ আসিল যে, দুর্দ্দান্ত লাক্ষফুলান তন্নগর আক্রমণ করিয়াছেন। লাক্ষের আক্রমণে পত্তনাধিপ অত্যন্ত ভীত হইয়াছিলেন; কিন্তু শিবজি তাঁহার ভয় দূর করিয়া স্বয়ং সেই দুর্দ্ধর্ষ জারিজা বীরের সহিত ঘোর দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। লাক্ষ তাঁহার হৃদয়ের প্রিয়তম ভ্রাতা সত্যরামকে সংহার করিয়া নির্ব্বিঘ্নে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। আজি সেই ভ্রাতৃহন্তার হৃদয়শোণিতে শিবজি দারুণ ভ্রাতৃশোকানল নির্ব্বাণ করিবেন। প্রচণ্ড প্রতিশোধ-পিপাসা এবং যশোলিপ্সা দ্বারা উত্তেজিত হইয়া রাঠোর বীর শিবজি লাক্ষের সহিত ভীষণ দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। উভয়পক্ষের সেনাদল দূরে থাকিয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় এই দুই রাজপুত বীরের অদ্ভুত রণকৌশল দেখিতে লাগিল। তাঁহাদের ঘোরতর অসিযুদ্ধে রণস্থল মুহূর্মুহু কম্পিত হইতে লাগিল। ঘাতপ্রতিঘাতজনিত ঝণ ঝণ শব্দ এবং যুধ্যমান বীরদ্বয়ের আস্ফালন নাদ ভিন্ন সে সময়ে আর কিছুই শ্রবণগোচর হইল না। কিন্তু লাক্ষ আজি কুক্ষণে আনহল বারা-পত্তনে আপতিত হইয়াছিলেন। কুক্ষণে তিনি শিবজির সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ভ্রাতৃশোকোন্মত্ত প্রতিজিঘাংসু রাঠোর বীরের হস্তে তিনি আত্মরক্ষা করিতে পারিলেন না। শিবজির প্রচণ্ড অসিপ্রহারে তাঁহার মস্তক দ্বিধাভিন্ন হইয়া ভূমিতলে পতিত হইল। এতদ্দর্শনে পত্তন-রাজের সৈন্যগণ গগনভেদী স্বরে জয় নাদ করিয়া উঠিল। এই জয়নাদ অনন্ত গগনে উত্থিত হইয়া বায়ুবেগে চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। লাক্ষের অত্যাচারে যাহারা নিপীড়িত হইয়াছিল, তাহারা সকলেই সেই জয়ঘোষণা সানন্দ হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত করিল। শতদ্রু হইতে সুদূর সাগরতীর পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশের অধিবাসিগণই দুই হাত তুলিয়া বিজয়ী রাঠোর বীরকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল।

দুর্দ্ধর্ষ লাক্ষের শোণিতে দারুণ ভ্রাতৃশোকবহ্নি নির্ব্বাণ করিয়া শিবজি জয়োল্লাসে উল্লসিত হইয়া উঠিলেন। তীর্থযাত্রা তখন তাঁহার মাথার উপর রহিল। বস্তুতঃ তিনি সেই ব্রত উদ্যাপন করিয়াছিলেন কি না, তাহার কোন বিবরণই কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। ভট্টগ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, তখন তিনি রাজপুতের প্রধান মন্ত্র দ্বারা পরিচালিত হইয়া ধ্রুব প্রতিষ্ঠা লাভে তৎপর হইয়াছিলেন। সেই পত্তন হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া শিবজি লুনীনদীর * তীরভূমে কিছু দিন অবস্থিতি করেন। তথায় মিবো নামে একটী নগর ছিল। ছত্রিশ রাজকুলের অন্যতম দেবীগণ তথায় বাস করিত।

* ইহা আজমীরের নিকটস্থ বিশাল-তালাও নামক একটী বিস্তৃত সরোবর হইতে উদ্ভূত হইয়া সিন্ধুনদের বদ্বীপের পূর্ব্বপ্রান্তস্থ জলরাশিতে পতিত হইয়াছে। ইহার আদি নাম সাগরমতী; কিন্তু ইহা গোবিন্দগড় নামক স্থলে সরস্বতী নামে অপর একটী ক্ষুদ্র তরঙ্গিনীর সহিত সঙ্গম হইয়াছে। সেই সঙ্গম স্থল হইতেই উভয়ের বিভিন্ন অস্তিত্ব আর দেখিতে পাওয়া যায় না। সেই সম্মিলিত অংশই লুনী নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

শিবজি তাহাদিগকে * সদলে সংহার করিয়া উক্ত নগর অধিকার করিলেন। জিগীষাবৃত্তি ক্রমে তাঁহার হৃদয়ে দ্বিগুণ বলবতী হইয়া উঠিল। তখন তিনি তৎসন্নিকটস্থ ক্ষীরধরের গোহিলদিগকে † বধ করিয়া তৎপ্রদেশে স্বীয় বিজয়পতাকা রোপণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহার সেই সঙ্কল্প অচিরে সুসিদ্ধ হইল। গোহিলদিগের অধিপতি মহেশ দাস তাঁহার হস্তে পতিত হইয়া তাঁহার সৌভাগ্যের পথ পরিষ্কৃত করিয়া দিলেন। হতাবশিষ্ট গোহিলগণ প্রাণ লইয়া দূরে পলায়ন করিল। তখন বিজয়ী শিবজি লুনী নদীর তটস্থ অগণ্য বালিয়াড়ির মধ্যস্থলে প্রাচীন "ক্ষীর নাথের" লীলাভূমে রাঠোরকুলের বিজয়-বৈজয়ন্তী রোপণ করিলেন।

সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর সুপ্রসাদ প্রাপ্ত হইলে লোকে অভীষ্ট-সাধনে শীঘ্রই কৃতকার্য্য হইয়া থাকে। ক্ষীরধরে অবস্থিত হইবার কিছুকাল পরেই শিবজির শ্রীবৃদ্ধি-সাধনের আর একটী উপায় শীঘ্রই উপস্থিত হইল। সেই সময়ে উক্ত প্রদেশের নিকটস্থ পল্লী ‡ নামক নগরের প্রান্তভাগে কতকগুলি ব্রাহ্মণ বাস করিয়া বিপুল ভূমিসম্পত্তি সম্ভোগ করিতে ছিলেন। কিন্তু পর্ব্বতনিবাসী মৈর ও মীনগণ সময়ে সময়ে তাঁহাদের উপর পতিত হইয়া তাঁহাদিগকে নানা প্রকারে উৎপীড়িত করিত। শান্তিপ্রিয় নিরীহ বিপ্রগণ সেই দুর্বৃত্ত-দিগের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার কোন উপায়ই এতদিন উদ্ভাবন করিতে পারেন নাই। এক্ষণে শিবজির অদ্ভুত অবদান পরম্পার কথা শুনিয়া তাঁহারা তৎসন্নিধানে শরণ ও সাহায্য লইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং একত্রে সকলে তাঁহার নিকট গমন করিয়া সমস্ত বিষয় আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন। শিবজি তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন এবং অল্পকালের মধ্যেই নিজ প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া নিরীহ ব্রাহ্মণকুলের আশীর্ব্বাদ ও কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ তাহাতেও নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। তাহারা দেখিলেন যে, শিবজি পল্লীনগরীর সন্নিকট হইতে প্রস্থান করিলেই দুর্দ্ধর্ষ পার্ব্বত্যগণ তাঁহাদিগের উপর পতিত হইয়া আবার পূর্ব্ববৎ অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিবে। এতন্নিবন্ধন তাঁহারা শিবজিকে আপনাদিগের নিকটেই রাখিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া তাঁহাকে কতকগুলি ভূমিসম্পত্তি অর্পণ করিলেন। শিবজি তাহা সাদরে গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগের নিকটেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। শিবজি যে কোলুমদের

* ইহাই দেবীকুলের শেষ স্বাধীন অধিকার। ইহাদের অপরাপর বিবরণ রাজস্থান প্রথম খণ্ডে ৬৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

† গোহিলদিগের বিশেষ বিবরণ রাজস্থান প্রথম খণ্ড ৬৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

‡ পল্লী, রাজপুতানার পশ্চিম প্রদেশের একটী বৃহৎ ও প্রসিদ্ধ বাণিজ্য স্থল। ইহা প্রায় ভিলবারার সমতুল্য। ইহার চতুর্দ্দিক উচ্চ উচ্চ প্রাচীরে আবদ্ধ। মহারাষ্ট্রীয় দস্যুর ঘোর অত্যাচার হইতে ইহাকে রক্ষা করিবার জন্য এই সকল প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রাচীরগুলির অধিকাংশই অধুনা ভগ্ন। ইহার অভ্যন্তরে দশ সহস্রেরও অধিক গৃহ দেখিতে পাওয়া যায়। পল্লী অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রসিদ্ধ। পল্লী যেরূপ স্থলে অবস্থিত, তাহাতে ইহা অতি প্রাচীনকাল হইতে উত্তর ভারত ও সমুদ্রকূলের মধ্যস্থলে একটী উপযুক্ত গঞ্জস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। তিব্বৎ ও উত্তর ভারত হইতে পণ্যদ্রব্যজাত এই স্থলে সংগৃহীত হইয়া স্থরাট, মস্কট মণ্ডাবীও নবনগর দিয়া পারস্য, আরব, আফ্রিকা ও য়ুরোপে চালিত হইয়া থাকে। আমদানী ও রপ্তানীর শুল্কস্বরূপ পূর্ব্বে প্রতি বৎসরে পল্লীতে ৭৫,০০০ টাকা আদায় হইত।

শোলাঙ্কিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, আজি এই বিপ্রনিবাসে তিনি একটী পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। শিবজি কুলাচার্য্য ডাকিয়া নবকুমারের অশ্বথামা নাম রাখিলেন।

এইরূপে শিবজি সেই শান্তিপ্রিয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন বটে; কিন্তু তাঁহার দুরাকাঙ্ক্ষার কিছুতেই তৃপ্তিবিধান হইল না। পল্লীনগরী ও তৎসম্বলিত সমস্ত ভূমিসম্পত্তি অধিকার করেন, ইহা তাঁহার ঐকান্তিক বাসনা। কিন্তু কি প্রকারে যে, উক্ত বাসনা চরিতার্থ করেন, তাহার কোন উপায়ই তিনি দেখিতে পাইলেন না। ব্রাহ্মণদিগকে সংহার করিলে তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হইতে পারে বটে; কিন্তু ব্রহ্মহত্যা মহাপাপ। সামান্য ভূমির জন্য শিবজি কি এই মহাপাপে লিপ্ত হইবেন? দুঃখের বিষয় রাঠোর বীরের হৃদয়ে উক্ত দুষ্প্রবৃত্তি এরূপ বলবতী হইয়া উঠিল যে, তিনি একবার সে বিষয় ভাবিয়া দেখিলেন না। যে ব্রাহ্মণগণ হইতে তাঁহার সৌভাগ্যপথ বিসারিত হইল, আজি তিনি পাষাণে হৃদয় বাঁধিয়া কৃতজ্ঞতার পবিত্র মস্তকে পদাঘাত করিয়া তাঁহাদিগকেই সংহার করিতে সঙ্কল্প করিলেন। শুনিতে পাওয়া যায়, তাঁহার শোলাঙ্কিনী স্ত্রী তাঁহাকে উক্ত পৈশাচিক সঙ্কল্পসাধনে উত্তেজিত করিয়াছিল। যাহাই হউক শিবজি সেই অনর্থকারিণী দুষ্প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তি সাধনের জন্য উপযুক্ত অবসর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এক দিন দুই দিন করিয়া অবশেষে হোলীপর্ব্ব আসিয়া পড়িল। এই উৎসবকালে হিন্দুগণ সকল প্রকার বৈষয়িক চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া গোপীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে ফাগ খেলায় সময় অতিবাহিত করিয়া থাকেন। শিবজি এই সুযোগে পল্লীর ব্রাহ্মণদিগকে সংহার করিয়া তাঁহাদিগের সমস্ত ভূমিসম্পত্তি হস্তগত করিয়া লইলেন। ইহাতে শিবজির নামে অনপনেয় কলঙ্ককালিমা অঙ্কিত হইল। কিন্তু সেই দুষ্কর্ম্মের পর তাঁহার পরমায়ু শীঘ্রই ফুরাইয়া আসিল। ব্রহ্মহত্যা ও বিশ্বাসঘাতকতার পাপপঙ্কে হস্ত কলুষিত করিয়া তিনি যে সম্পত্তি অধিকার করিলেন, তাহা এক বৎসরের অধিককাল ভোগ করিতে পাইলেন না। অচিরে অলঙ্ঘ্য বিধি-লিপি পূরণ করিবার জন্য তাঁহাকে ইহলোক হইতে বিদায় লইতে লইল।

শিবজি তিনটী পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ অশ্বথামা, দ্বিতীয় শোনিঙ্গ, তৃতীয় অজমল। স্বত্বাধিকারের চিরন্তন বিধানানুসারে জ্যেষ্ঠ অশ্বথামাই পিতৃ-সম্পত্তি অধিকার করিলেন। একখানি ভট্টগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অশ্বথামাই গোহিলদিগের হস্ত হইতে ক্ষীরধর আচ্ছিন্ন করিয়া লইয়াছিলেন। পিতার দোষ গুণ ঔরসজাত পুত্রে অনেক পরিমাণে সংক্রামিত হইয়া থাকে। শিবজি যেরূপ বিশ্বাসঘাতকতা ও অসদনুষ্ঠান দ্বারা পল্লী অধিকার করিয়াছিলেন, আজি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সেইরূপ জঘন্য উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা শোনিঙ্গকে ইদর-জনপদের আধিপত্যে স্থাপন করিলেন।

উক্ত জনপদ গুর্জ্জরের সীমান্তপ্রদেশে সংস্থাপিত। তৎকালে ইহা দেবী-বংশীয় কোন নরপতি কর্ত্তৃক অধিকৃত ছিল। অশ্বথামা চতুরতা ও বিশ্বাসঘাতকতা অবলম্বন পূর্ব্বক উক্ত জনপদের ভূতপূর্ব্ব নৃপতির মৃত্যুকালে তাহা অধিকার করেন। শোকবিহ্বল নাগরিকগণ রাঠোর রাজপুত্রের এরূপ জঘন্য কদাচরণ প্রতিরোধ করিতে পারে নাই।

শোনিঙ্গের বংশধরগণ হাতন্দির রাঠোর নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তৃতীয় ভ্রাতা অজমলও অগ্রজদ্বয়ের ন্যায় দারুণ জিগীষাবৃত্তিদ্বারা উত্তেজিত হইয়া সৌরাষ্ট্রের অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত স্বীয় প্রচণ্ড অসি চালিত করিয়াছিলেন। সৌরাষ্ট্রের পশ্চিম প্রান্তে ওকমণ্ডল নামে একটী নগরী ছিল। প্রাচীন সৌরবংশীয় বিকমসি (বিক্রমসিংহ) নামা জনৈক নরপতি তৎকালে তাহার শাসনকর্তৃত্বে নিযুক্ত ছিলেন। জিগীষু অজমল তাঁহাকে সংহার করিয়াই তদীয় রাজ্য অধিকার করেন। এই কার্য্য নিবন্ধন ইহাঁর সন্তানসন্ততিগণ "বধেল" নামে প্রসিদ্ধ। এই বিচিত্র নামে পরিচিত হইয়া রাঠোর বীর অজমলের বংশধরগণ আজিও দ্বারকায় ও তৎসন্নিকটস্থ স্থল সমূহে অবস্থিতি করিতেছেন।

অশ্বথামা আটটী পুত্র * রাখিয়া পরলোক গমন করেন। ইহাঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ দুহর পিতৃ-রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই অপ্রসিদ্ধ স্বল্পরাজ্যে তাঁহার হৃদয় তৃপ্ত হয় নাই। সে হৃদয়ে আর একটী বাসনা বহুদিন অবধি অল্পে অল্পে বর্দ্ধিত হইতেছিল। দুহর বাল্যকাল হইতে স্বীয় পূর্ব্বপুরুষগণের প্রাচীন লীলানিকেতন কনোজরাজ্য উদ্ধার করিবার বাসনা মনোমধ্যে পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন। এক্ষণে পিতৃ-রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া তিনি সেই আজন্মের বাসনা চরিতার্থ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু তাঁহার সে সঙ্কল্প সিদ্ধ হইল না। কনোজোদ্ধারে অকৃতকার্য্য হইয়া দুহর পুরীহরদিগের হস্ত হইতে মুন্দর আচ্ছিন্ন করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সে চেষ্টা ফলবতী হওয়া দূরে থাকুক, তাহাতে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইল। পুরীহর-রাজের শোণিতপাত করিতে গিয়া তিনি "আত্মশোণিতে তাহাদের দেশ অভিষিঞ্চিত করিলেন।"

দুহরের সাতটী পুত্র † সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ রায়পাল অদ্য পিতার পরলোকগমনে রাঠোরকুলের সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন। পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াই তিনি পুরীহর-রাজের হৃদয়-শোণিতে পিতৃশোক নিবারণ করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই আয়োজন শেষ হইল। তখন প্রতিজিঘাংসু রায়পাল একটী সেনাদল লইয়া মুন্দর দুর্গ আক্রমণ করিলেন। পুরীহররাজ তাঁহার সেই প্রচণ্ড আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া যুদ্ধস্থলে পতিত হইলেন। তাঁহার নিধন ও পরাজয় নিবন্ধন বিজয়ী রায়পাল মুন্দর দুর্গ অধিকার করিলেন। রাঠোরকুলের বিজয়পতাকা মুন্দরদুর্গের শিরোদেশে উড্ডীন হইল;—কিন্তু তাহা অল্পদিনের জন্য। অচিরে বিজিত পুরীহরগণ পুনর্ব্বার পূর্ব্ববল সংগ্রহ করিয়া রায়পালকে মুন্দর হইতে তাড়িত করিয়া দিল।

রায়পাল ত্রয়োদশটী পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ কন্হল তাঁহার উত্তরাধিকারিত্বে বৃত হয়েন। অবশিষ্ট সকলে তৎপ্রদেশের সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া

* উক্ত অষ্টপুত্রের নাম, দুহর, জপসি, কিম্পসৌ, ভোপসু, ধণ্ডল, জৈতমল, বন্দুর ও উহর। ইহারা আট ভ্রাতাই স্ব স্ব নামে এক একটী গোষ্ঠীপতি হইয়াছিলেন। সেই সকল গোষ্ঠীর মধ্যে দুহর, ধণ্ডল, জৈতমল ও উহর এখনও জীবিত আছে, অবশিষ্টগুলি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

† সেই সাত পুত্রের নাম রায়পাল, কীরতপাল, বিহার, পিটল, জুগৈল, দালু ও বিগর।

পড়িয়াছিলেন। কহ্লনের পুত্র জহ্লণ; জহ্লণের পুত্র চেদো এবং চেদোর উত্তরাধিকারী থীদো। এই সকল রাঠোর রাজকুমারের অবদান-কার্য্যের কোন বিশেষ বিবরণই কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবল এইমাত্র অবগত হওয়া যায় যে, ইহাঁরা সকলেই জিগীষাবৃত্তিদ্বারা প্রণোদিত হইয়া আপনাদিগের নিকটবর্ত্তী অধিবাসিগণের সহিত নিরন্তর যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কখন তাহাদিগের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন, কখনও বা তাহাদিগকে সংহার করিয়া তাহাদিগের ভূমিসম্পত্তি অধিকার করিয়াছিলেন। যশল্মীরের ভট্টিদিগের ইতিহাসগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাঁদের মধ্যে চেদো ও থীদোই বিশেষ দুর্দ্ধর্ষ ছিলেন। ইহাঁরা ভট্টিদিগকে নানাপ্রকারে উৎপীড়ন করিতেন। সেই জন্য তাহারা ইহাঁদিগকে দমন করিবার জন্য সসৈন্যে স্বীয় রাজ্যে আসিয়া ইহাঁদিগের সহিত যুদ্ধ করিত। রাও থীদো রাজ্যবৃদ্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি শনিগুরু সর্দ্দারের নিকট হইতে বিনমহল জনপদ এবং দেবর ও বেলিচাদিগের রাজ্যসমূহের কিছু কিছু অংশ জয় করিয়াছিলেন। থীদোর মৃত্যুর পর শিলক * তদীয় উত্তরাধিকারিত্বে বৃত হয়েন। ভট্টগ্রন্থে ইহাঁর শূন্য নাম মাত্রই সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহাঁর পর বিরামদেব † এবং বিরামদেবের পর চণ্ড ক্রমান্বয়ে রাঠোরকুলের শাসন দণ্ড পরিচালন করেন। বিরামদেব উত্তর প্রদেশস্থ জোহিয়াদিগকে আক্রমণ করিয়া রণস্থলে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাঁর বীর পুত্র চণ্ড হইতে রাঠোরকুলের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। চণ্ড যেরূপ বীর, সেইরূপ একজন রাজনীতিজ্ঞ নৃপতি ছিলেন। স্বীয় অমানুষিক ভূয়োদর্শনপ্রভাবে রাঠোরকুলের ভবিষ্য ভাগ্যলিপি পাঠ করিয়া তিনি রাঠোর সমিতির হৃদয়ে এরূপ তাড়িত বল প্রয়োগ করিলেন যে, একমাত্র তাহারই প্রভাবে বীর শিবজির বংশ উন্নত হইয়া উঠিল। ক্রমান্বয়ে একাদশ পুরুষের মধ্যে রাঠোর বংশ রাজস্থানের প্রায় সমস্ত প্রদেশেই বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা ইচ্ছা করিলে বোধ হয় আপনাদিগের বংশকে শ্রীবৃদ্ধির উচ্চ সোপানে উত্থাপিত করিতে পারিত; রাঠোরকুলের বীরত্ববিভায় জগৎকে আলোকিত করিতে সক্ষম হইত। কিন্তু এতদিন তাহারা এরূপ কার্য্যে আদৌ সাহস করে নাই। ইতিপূর্ব্বে তাহাদিগের জয়ার্জ্জনের অনেক উদাহরণ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে বটে; কিন্তু তৎসমুদায়ে তাহাদের উদ্যম ও অধ্যবসায়শীলতার কোন বিশেষ প্রমাণই পরিলক্ষিত হয় নাই। যাহারা উদ্যোগী ও অধ্যবসায়শীল নহে, অদৃষ্টস্রোতের বিরুদ্ধে অসিধারণ করিয়া যাহারা আত্মোন্নতি সাধন করিতে অগ্রসর হইতে পারে না, তাহারা এজগতে উন্নতি লাভ করিতে কচিৎ সক্ষম হইয়া থাকে। শিবজির বিপুল বংশ এতদিন তাহা পারে নাই, সুতরাং রাঠোরকুলের শ্রীবৃদ্ধিও সাধিত হয় নাই। বীরবর চণ্ড

* ইহাঁর সন্তানসন্ততিগণ শিলকাবৎ নামে প্রসিদ্ধ। মিবো ও মত্র নগরে ইহারা ভূমিয়া রূপে এখনও বাস করিতেছে।

† ইহাঁর সন্তানসন্ততিগণ বিরামুত নামে প্রসিদ্ধ। বিরামদেবের বীজো নামে একটী পুত্র ছিল। সেই বীজোর বংশধরগণ বীজাবৎ নামে অভিহিত হইয়া সৈতরু, শিবানো ও দৈচু নামক তিনটী জনপদে বাস করিতেছে।

তাহা বুঝিতে পারিলেন। বুঝিয়া রাঠোরকুলের হৃদয়ে তিনি বিকট তাড়িত বল প্রয়োগ করিলেন। সেই তাড়িত বলের সংস্পর্শে রাঠোরকুল যেন এক নবজীবনে উজ্জীবিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি সেই সমস্ত বিচ্ছিন্ন রাঠোরদিগকে একত্রিত করিয়া ভীষণ কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। সেই কার্য্যের প্রথম তরঙ্গ মুন্দর-আক্রমণ। মুন্দরের পুরীহররাজ, চণ্ডের সেই ভীষণ আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারিলেন না। তাঁহার হৃদয়শোণিতে সমরাঙ্গন অভিসিঞ্চিত হইল। তাঁহাকে পতিত হইতে দেখিয়া পুরীহর সৈনিক ছত্রভঙ্গে চারিদিকে পলায়ন করিল। জয়লক্ষ্মী রাঠোর বীর চণ্ডকে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন। অচিরে রাঠোরকুলের প্রচণ্ড পতাকা মরুস্থলীর প্রাচীন দুর্গের উন্নত শিখরদেশে সগর্ব্বে উড্ডীন হইল।

উদ্যম, অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতাই রাজপুত বীর্য্যমত্তার প্রধান উপাদান স্বরূপ। এই তিনটী প্রকৃষ্ট গুণে অলঙ্কৃত না হইলে রাজপুত কখনই উন্নতি লাভ করিতে পারে না। বীরবর চণ্ড এই তিনটী সদ্‌গুণে বিভূষিত ছিলেন বলিয়া অসংখ্য বিঘ্ন ও সঙ্কট হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া অবশেষে মুন্দরের সিংহাসন লাভ করিতে পারিলেন। নতুবা এই জয়লাভের সপ্তাহ পূর্ব্বে তিনি যে দীনদশায় পতিত হইয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া কেহই ভাবে নাই যে, চণ্ড মুন্দরের সিংহাসন লাভ করিতে পারিবেন। তাঁহার পিতৃপুরুষদিগের অর্জ্জিত সমস্ত ভূমিসম্পত্তি হইতেই তিনি বঞ্চিত হইয়াছিলেন, এমন কি প্রাণরক্ষার জন্য তাঁহাকে অজ্ঞাতবাসে কালযাপন করিতে হইয়াছিল। সেই দীন হীন অবস্থায় আত্মরক্ষার্থ রাঠোর বীর চণ্ড অবশেষে কান্নু নগরে উপস্থিত হয়েন। তথায় জনৈক চারণ তাঁহাকে স্বীয় আবাসে আশ্রয় প্রদান করিল। কিছুদিন সেই চারণগৃহে ছদ্মবেশে কালযাপন করিয়া তিনি সুযোগক্রমে আপনার উন্নতির পথ স্বহস্তে পরিষ্কার করিয়া লইলেন। কথিত আছে, চণ্ড মুন্দরে রাজা হইলে কান্নুনগরের সেই চারণ কবি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু চণ্ড তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া নিকটে আসিতে দেন নাই। তাহাতে সেই চারণ দারুণ মর্ম্মাহত হইয়া যে শ্লোক * রচনা করিয়া রাজসভার প্রাঙ্গনতলে গাহিয়াছিলেন, আজিও তাহা মারবারের ভট্টদিগের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়; আজিও তাহারা সেই সদাশয় চারণের সেই সুন্দর গীত কীর্ত্তন করিয়া মুন্দর-জেতার পূর্ব্ব আচরণ স্মরণ করাইয়া দেয়।

মুন্দরনগরে স্বীয় প্রভুতা দৃঢ় করিয়া চণ্ড নাগোরস্থিত রাজকীয় সেনাদলকে আক্রমণ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। তাঁহার সঙ্কল্প সুসিদ্ধ হইল। তদনন্তর তিনি আপনার বিজয়িনী সেনা লইয়া ক্রমাগত দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং অপ্রতিহত প্রভাবে গদবারের রাজধানী নাদোলনগরে উপস্থিত হইলেন। তথায় আপনার সেনাদল রক্ষা করিয়া তিনি

---

* "চণ্ডা নাহিঁ আব চিথ, কচ্চর কালু তিন্না,'
ভূপ ভৈও ভৈ-ভিথ, মুন্দবারয়া মালিয়া ?"

অর্থাৎ চণ্ড কি কালুর জনার ভুলিয়াছেন? তাই কি এখন রাজা হইয়া মুন্দবারের বারান্দা হইতে লোকের মনে ভীতি সঞ্চার করিতেছেন?

স্বনগরে যাইয়া রাজ্য করিতে লাগিলেন। তিনি যেরূপ বীর ছিলেন, চিরজীবন সেইরূপ বীরের ন্যায় অতিবাহিত করিয়া বীরোচিত কার্য্যেই আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। প্রয়োজন-বোধে তাঁহার মৃত্যুর প্রাক্কালীন বীরত্ববিবরণ নিম্নে প্রকটিত হইতে চলিল। চণ্ডের চতুর্থ পুত্র অরণ্যকমলের একটী প্রসিদ্ধ অবদান-কার্য্যের সহিত উক্ত বিবরণ এরূপ নিবিড় অনুস্যূত যে, অগ্রে তাহা বর্ণন না করিলে তাঁহার অন্তিম বিবরণ নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক ও অপ্রীতিকর হইয়া পড়ে। সুতরাং আমরা সর্ব্বাগ্রে অরণ্যকমলেরই বীরানুষ্ঠান প্রকটিত করিতে বাধ্য হইলাম।

যশল্মীরের ভট্টিরাজের অধীনে পুগল নামে একটী জনপদ আছে। উক্ত পুগল তৎকালে রণঙ্গদেব নামা জনৈক ভট্টি সর্দ্দারের হস্তে সমর্পিত ছিল। রণঙ্গদেব সাধু নামে একটী মহাবীর্য্যবান্ পুত্র লাভ করেন। লাক্ষফুলনের ন্যায় সাধুও নিজ ভুজবলের উপর নির্ভর করিয়া জীবনধারণ করিতেন। নাগোর হইতে সিন্ধুনদের তীরভূমি পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশেই তিনি সময়ে সময়ে পতিত হইয়া বিপুল ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া আনিতেন। সাধুকে মরুভূমির সমস্ত লোকই যমের ন্যায় ভয় করিত। একদা কোন নগরে কতকগুলি উষ্ট্র ও ঘোটক জয় করিয়া তিনি মোহিলদিগের রাজধানী ঔরিন্তের প্রান্তভাগ দিয়া স্বনগরে প্রত্যাগত হইতেছেন, এমন সময়ে উক্ত নগরের অধিপতি মাণিকরায় তাঁহাকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। সাধু তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রাহ্য করিয়া যথাকালে তাঁহার ভবনে উপস্থিত হইলেন। অচিরে পানভোজনের আয়োজন হইতে লাগিল। এদিকে মাণিকরায় ভট্টিবীর সাধুর নিকটে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার বীরত্বসূচক নানা গল্প শুনিতে লাগিলেন। সেই সমস্ত গল্প শ্রবণে মোহিলরাজ কখন বিস্মিত, কখনও বা আহ্লাদিত হইলেন। কিন্তু সেই সমস্ত বীরত্বকাহিনী অপর এক ব্যক্তির কর্ণে অনর্গল অমৃতধারা সিঞ্চন করিতেছিল। তিনি নিবিষ্ট মনে সেই অভ্যাগত ভট্টিবীরের সমস্ত বচনসুধা পান করিতে ছিলেন। তাঁহার নাম কর্ম্মদেবী ;—তিনি মোহিলরাজ মাণিক-রায়ের দুহিতা। কর্ম্মদেবী আজন্ম সুখের ক্রোড়ে লালিতা ;—পিতা মাতার জীবন স্বরূপিণী। মরুভূমির মধ্যে তিনি একজন পরম লাবণ্যবতী রমণী। মুন্দরাধিপ রাও চণ্ডের চতুর্থ তনয় অরণ্যকমলের সহিত তাঁহার বিবাহসম্বন্ধ স্থির হইয়াছে। বিবাহ শীঘ্র হইবে,—সুতরাং উভয় পক্ষেই আয়োজন হইতেছিল। কিন্তু সে সম্বন্ধ কর্ম্মদেবীর আদৌ মনোনীত হয় নাই। তিনি সাধুর অসীম বীরত্বের বিবরণ শুনিয়াছিলেন ;—শুনিয়া পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। আজি সেই মনোমত পতিকে সম্মুখে দেখিয়া এবং স্বকর্ণে তাঁহার বীরত্বকাহিনী শুনিয়া তিনি নিজ হৃদয়ভাব প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার সহচরীগণ তাঁহাকে অনেক বুঝাইল, কিন্তু তিনি কিছুতেই বুঝিলেন না। তাহারা যত তাঁহাকে প্রতিবোধিত করিতে চেষ্টা করিল, তিনি ততই বলিতে লাগিলেন "তুচ্ছ রাজসিংহাসন লইয়া কি হইবে, উচ্চ রাঠোর কুলের পুত্রবধূ হইয়া কি করিব ?—আমি যাঁহাকে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়াছি, তাঁহার দাসী হইয়া থাকিব, তথাপি অপরের মহিষী হইতে যাইব না।" কর্ম্মদেবীর এই

কঠোর প্রতিজ্ঞা অচিরে তাঁহার পিতামাতার কর্ণগোচর হইল। তাঁহাদের হৃদয় যুগপৎ ভয় ও দুঃখে আকুলিত হইয়া গেল। রাঠোর কুলের সহিত নিজ দুহিতার সম্বন্ধ স্থির করিয়া মাণিকরায় উচ্চতম কুলগৌরব-লাভের আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার দুর্ভাগ্যবশতঃ সে আশা পূর্ণ হইল না। যদি কর্ম্মদেবী রাঠোর রাজকুমারকে বিবাহ করিতে সম্মত না হয়েন, তাহা হইলে মোহিল কুলের বিরুদ্ধে রাঠোর বীর চণ্ডের রোষানল নিশ্চয়ই উদ্রিক্ত হইবে, নিশ্চয়ই তিনি ঔরিন্ত নগর আক্রমণ করিয়া মোহিলবংশকে সমূলে উৎসাদিত করিবেন। এই সকল চিন্তা মাণিকরায়ের হৃদয়ে যুগপৎ উত্থিত হইয়া তাঁহাকে বিচলিত করিয়া তুলিল। তিনি কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। ক্রমে অপত্যস্নেহ বলবৎ হইয়া তাঁহাকে দুহিতারই প্রস্তাবে সম্মতি দান করিতে বাধ্য করিল।

পানভোজন বিবিধ বিধানে সমাপিত হইলে মোহিলরাজ মাণিকরায় সাধুর নিকট সমস্ত প্রকাশ করিয়া বলিলেন এবং রাঠোর রাজকুমারের সহিত সম্বন্ধভঙ্গ করিলে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহাও প্রকাশ করিতে ক্ষান্ত রহিলেন না। কিন্তু তেজস্বী সাধু তাহাতে মুহূর্ত্তের জন্যও ভীত হইলেন না। তিনি বলিলেন "যদি নারিকেল ফল যথাবিধানে পুগলে প্রেরিত হয়, তাহা হইলে আমি আপনার দুহিতাকে বিবাহ করিতে পারি।" এই সকল কথার পর সাধু স্ব নগরে প্রতিগত হইলেন। অচিরকাল মধ্যে বিবাহের সম্বন্ধ সূচক নারিকেল আসিল এবং অল্প সময়ের মধ্যেই ঔরীন্ত নগরে পরিণয়-কার্য্য সমাপিত হইয়া গেল। এই বিবাহে বিপুল যৌতুক প্রদত্ত হইল। বহুমূল্যের মণিরত্নাদি, বিবিধ সুবর্ণ ও রজত পাত্র, একটী স্বর্ণ বৃষমূর্ত্তি এবং ত্রয়োদশটী রাজপুত রমণী নবোঢ় দম্পতির সহিত ঔরীন্ত নগর হইতে নীত হইতে লাগিল।

এই অভিনব পরিণয় সম্বাদ অচিরে বিপ্রলব্ধ অরণ্যকমলের কর্ণগোচর হইল। দারুণ ক্রোধ ও জিঘাংসায় তিনি উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন এবং সাধুকে শাস্তি দিবার মানসে চারি সহস্র রাঠোর সৈন্যের সহিত তাঁহার পথ অবরোধ করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। ইতিপূর্ব্বে সাধু, শঙ্খলা মেহরাজ * নামা জনৈক ব্যক্তির পুত্রকে সংহার করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই পুত্রশোকার্ত্ত বৃদ্ধ প্রতিশোধ লইবার আশায় রাঠোর রাজকুমারের সহিত যোগদান করিলেন। সাধু বীরপুরুষ। মাণিকরায়ের আশঙ্কিত বাক্যে তিনি মুহূর্ত্তের জন্যও বিচলিত হয়েন নাই, এমন কি মোহিলরাজ তৎসঙ্গে চারি সহস্র মোহিল সৈন্য প্রেরণ করিতে চাহিলেও তিনি লইতে সম্মত হয়েন নাই। স্বীয় বাহুবল এবং সমভিব্যাহারী নিজ সপ্তশত ভট্টি সৈন্যের উপর তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। তথাপি মাণিকরায়ের নির্ব্বন্ধাতিশয় দেখিয়া তিনি আপন শ্যালক মেঘরাজ ও তদধীন পঞ্চাশত সৈনিককে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন।

---

* ইনি সুবিখ্যাত বীর হরবাশঙ্খলের পিতা। সাধুর সহিত ইনি অনেকবার যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

এই সার্দ্ধ সপ্তশত সৈনিক সমভিব্যাহারে ভট্টিবীর সাধু চন্দন নামক স্থানে উপনীত হইয়া শ্রান্তিদূর করিতে লাগিলেন। রোষোন্মত্ত রাঠোরবীর সদলে সেই স্থলে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সেনাবল যদিও সাধু অপেক্ষা তিনগুণ অধিক, তথাপি তিনি স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত কেবল দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করিতেই মনস্থ করিলেন। উভয়পক্ষ কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম সম্ভোগ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। সর্ব্ব প্রথম ভট্টি পক্ষের পাহু-গোত্রীয় জয়টঙ্গা এবং রাঠোর পক্ষের চৌহান যোধ পরস্পরের সম্মুখীন হইলেন। উভয়েই স্ব স্ব রণতুরঙ্গকে পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রচণ্ডবেগে তাড়িত করিলেন। উভয়েরই হস্তে শাণিত দ্বিধার তরবার উদ্যত। অচিরে সেই ভীষণ কৃপাণ পরস্পরের বিরুদ্ধে চালিত হইল। ঘাতপ্রতিঘাত জনিত তুমুল সংঘর্ষে অনর্গল অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উদ্গার করিতে করিতে সেই তরবারদ্বয় সূর্য্যকিরণে বিদ্যুল্লতার ন্যায় ক্রীড়া করিতে লাগিল। পার্শ্বে অরণ্যকমল ও সাধু স্ব স্ব সেনাদলের পুরোভাগে দণ্ডায়মান থাকিয়া সানন্দে সেই ভীষণ দ্বন্দ্বযুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে যুদ্ধ ভীষণতর হইয়া উঠিল। হঠাৎ জয়টঙ্গা এক বিকট চীৎকার সহকারে প্রচণ্ড লম্ফ প্রদান করিয়া অশ্বসহ যোধের উপর পতিত হইলেন। যোধ সে বিকট বেগ প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া সবাহনে ভূতল-শায়ী হইলেন। যোধ আর উঠিলেন না; প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রচণ্ড প্রহারে তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। তখন বিজয়োন্মত্ত পাহু সেই শোণিতাক্ত তরবার উদ্যত করিয়া শত্রু-পক্ষের দিকে ধাবিত হইলেন এবং যাহাকে আপনার উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করিলেন, তাহাকেই আক্রমণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রকৃত দ্বন্দ্ব যুদ্ধ হইল না। তিনি একজনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া শেষ হইতে না হইতেই অপর ব্যক্তিকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। ইহাতে এক ঘোর বিপ্লব সংঘটিত হইল। তখন দ্বন্দ্বযুদ্ধ ভাঙ্গিয়া গিয়া দলযুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয়দল ভীষণ সিংহনাদ করিয়া পরস্পরকে আক্রমণ করিল।

দলযুদ্ধ অরণ্যকমল বা সাধুর অভিপ্রেত নহে। সুতরাং সেনাবল বৃথা অপব্যয় করা অপেক্ষা তাঁহারা উভয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে মনস্থ করিলেন। দূরে রথোপরি আরূঢ় হইয়া সুন্দরী কর্ম্মদেবী রণাভিনয় দেখিতেছিলেন। সাধু এক্ষণে শেষ বিদায় লইবার জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। বীরনারী কর্ম্মদেবী শান্ত গম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন, "যান,—যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউন। আমি এইখানে থাকিয়া আপনার যুদ্ধ দেখিব এবং যদি যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত হয়েন, তাহা হইলে পরলোকে আপনার অনুগমন করিব।" কর্ম্মদেবীর বীরত্বপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া সাধু দ্বিগুণতর উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন এবং ভীষণ বেগে শত্রুদলের উপর আপতিত হইলেন। তাঁহার হস্তস্থ সুতীক্ষ্ণ শূলপ্রহারে কত রাঠোর সৈন্য প্রাণত্যাগ করিল। এইরূপ উন্মত্তের ন্যায় ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি রাঠোর রাজ-কুমার অরণ্যকমলের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। রাঠোর রাজপুত্র, সাধুর হৃদয়-শোণিতে আপনার ঘোর অবমাননা বিধৌত ও হৃদয়জ্বালা নিবারণ করিবার জন্য এতক্ষণ উদ্‌গ্রীব হইয়া তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। সাধুকে এতক্ষণ তিনি চিনিতে পারেন নাই; সেইজন্য ক্রোধে উন্মত্ত ও অধীর হইয়াও তৎপ্রতীক্ষার গর্ভাগ্নিক ভূধরসম ধীরভাবে দণ্ডায়মান

ছিলেন। এক্ষণে তিনি নিকটবর্ত্তী শত্রুকে ভাল করিয়া চিনিতে পারিলেন এবং নিজ পঞ্চকল্যাণ নামক প্রচণ্ড রণতুরঙ্গকে সাধুর দিকে চালিত করিলেন। একজন অপরের সম্মুখীন হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। যথাবিধান সদাচারে মুহূর্ত্তকাল অতিবাহিত হইল। পর মুহূর্ত্তেই সাধু স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বীর মস্তক লক্ষ্য করিয়া শাণিত তরবার চালনা করিলেন। কিন্তু চতুর অরণ্যকমল তৎক্ষণাৎ বিদ্যুদ্বেগে তাহা প্রতিরোধ করিয়া সাধুর মস্তকোপরি প্রচণ্ড অসি প্রহার করিলেন। তন্মুহূর্ত্তে উভয় বীরই বজ্রভগ্ন দুইটী মেরু-শৃঙ্গের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। রাঠোর বীর মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন, সুতরাং অচিরে পুনরুত্থিত হইলেন; কিন্তু ভট্টিবীর সাধু আর উঠিলেন না। পতনের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার প্রাণবায়ু নির্গত হইয়াছে। যুদ্ধ স্থগিত হইল। উভয় পক্ষের বীরগণ মুহূর্ত্তের জন্য বজ্রাহতপ্রায় দণ্ডায়মান থাকিল; পরে যুদ্ধ স্থগিত রাখিয়া রণস্থল হইতে কিঞ্চিৎ দূরে অপসৃত হইল।

পতিপ্রাণা কর্ম্মদেবীর আশা ভরসা ফুরাইয়া গেল। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, স্বামীসোহাগিনী হইয়া চিরকাল পরমসুখে অতিবাহিত করিবেন; কিন্তু তাঁহার নিতান্ত দুর্ভাগ্য, তাই তাঁহার সুখের সম্বন্ধ-বন্ধন হইতে না হইতেই একবারে চিরকালের জন্য ছিঁড়িয়া গেল। কোথায় তাঁহার সেই লাবণ্যময়ী কুমারীমূর্ত্তি;—যে হাস্যময়ী মূর্ত্তিতে তিনি ভট্টিবীর সাধুর মনোহরণ করিয়াছিলেন; রাঠোর বীর অরণ্যকমল যে মূর্ত্তিকে অতি যত্ন করিয়া হৃদয়মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; সেই বিশদ হাস্যময়ী সরলা সুকুমারী মূর্ত্তি কোথায়?—সেই শুভ্র জ্যোৎস্নাময়ী মূর্ত্তি বরমাল্যের সহযোগে নবোঢ় লজ্জার রক্তিমরাগে মনোজ্ঞ হইতে না হইতেই কঠোর বৈধব্যের বিষাদময় জালে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল! কমলকোরক এক দিনেই উদ্গত ও প্রস্ফুটিত হইয়া কীটদংশনে বৃন্তচ্যুত হইয়া পড়িয়া গেল! কিন্তু কর্ম্মদেবী বীরনারী। তিনি প্রাণপতিকে যুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছিলেন; আজি তিনি ধর্ম্মযুদ্ধে রণস্থলে প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন; তাঁহার স্বর্গের পথ পরিষ্কৃত হইয়াছে; স্বর্গবিদ্যাধরীগণ মোহনমন্দারমালা হস্তে ধারণ করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য স্বর্গদ্বারে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কর্ম্মদেবী মনশ্চক্ষে এই দৃশ্য দেখিতে পাইলেন। তাঁহার অন্তরের বিষাদরাশি অনেক পরিমাণে অপসৃত হইল;—হৃদয় স্বর্গীয় বাসনায় উৎসাহিত হইয়া উঠিল। তিনি পতির অনুগমন করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। অচিরে সেই রণস্থলে একটী বৃহৎ চিতা সজ্জিত হইল। মোহিলকুমারী একখানি শাণিত তরবার চাহিয়া লইলেন এবং এক হস্তে তাহা ধারণ করিয়া অপর হস্ত অম্লানবদনে কাটিয়া ফেলিলেন। তাঁহার সহচরীওসৈনিকগণ নিশ্চল ও নিস্পন্দ ভাবে এই বীভৎস ও শোচনীয় দৃশ্য দেখিতে লাগিল। কর্ম্মদেবী সেই ছিন্ন বাহু স্বীয় শ্বশুরকে দিবারজন্যএকজন সৈনিকের হস্তে অর্পণ করিয়া ধীর গম্ভীরস্বরে বলিলেন "বলিও তাঁহার পুত্রবধূ এইরূপ ছিলেন।" তদনন্তর তিনি অপর হস্ত বিস্তৃত করিয়া পার্শ্বস্থ জনৈক সৈনিকের প্রতি আদেশ করিলেন "এই হস্ত এখনই ছেদন কর।" কর্ম্মদেবীর মুখমণ্ডল এক অপূর্ব্ব তেজোময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল, তাঁহার বিশাল নয়নদ্বয় হইতে এক প্রকার অদ্ভুত জ্যোতিঃ বহির্গত হইতেছিল; সেই জন্য আদিষ্ট সৈনিক তাঁহার অনুজ্ঞা পালন না করিয়া থাকিতে পারিল না।

অচিরে একটীমাত্র আঘাতে সেই বাহু ছিন্ন হইল! দর্শকগণ শোকে বিস্ময়ে হৃদয়ভেদী স্বরে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল; কিন্তু তাঁহার সেই অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় স্বর্গীয় মুখমণ্ডলে কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া গেল না! তিনি সেই ধীর ও অকম্পিত স্বরে সেই ছিন্ন দ্বিতীয় বাহু মোহিলকুলের ভট্টকবিকে প্রদান করিতে আদেশ করিয়া প্রাণপতির মৃতদেহের সহিত জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করিলেন। তাঁহার আদেশ মত তদীয় ছিন্ন বাহুদ্বয় বিতরিত হইল। পুগলের বৃদ্ধ রাও রণঙ্গদেব সেই বাহুকে দগ্ধ করিয়া সেই স্থলে একটী পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিলেন। সেই পুষ্করিণী আজিও "কর্ম্মদেবীর সরোবর" নামে অভিহিত হইয়া সেই বীররমণীর অমরত্ব ঘোষণা করিতেছে।

এই অনর্থকর অপূর্ব্ব যুদ্ধ ১৪০৭ খ্রীঃ অব্দে সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে রাঠোর পক্ষীয় শঙ্কলাগণই সমধিক বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের তিনশত সৈন্যের মধ্যে শুদ্ধ পঞ্চাশৎ জন, সেনাপতি মেহরাজ শঙ্কলার সহিত রণক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। মেহরাজও ঘোরতর আহত হইয়াছিলেন। অরণ্যকমল ও তাঁহার চারিটী ভ্রাতা দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হয়েন। সেই আঘাতে তাঁহার গাত্রে যে সকল অস্ত্রলেখা সঞ্জিত হইয়াছিল, তাহা ছয় মাসের মধ্যে এরূপ বিষম হইয়া উঠিল যে, তাহাতেই অতিতপ্ত রাঠোর রাজকুমারের প্রাণবিয়োগ হইল।

কিন্তু ইহাতেও এই ভীষণ বিবাদের প্রশমন হইল না। শোণিতের বিনিময়ে শোণিত ব্যয়িত হইলেও উভয় পক্ষেরই তৃপ্তি বিধান হইল না। উভয় পক্ষের এক একটী রাজকুমার পতিত হইলেন। এক্ষণে পিতৃগণ অসি ধারণ করিলেন। বীর শঙ্কলা মেহতার প্রচণ্ড প্রভাবেই সাধুর সেনাবল নষ্ট হইয়াছে। এতন্নিবন্ধন পুত্রশোকার্ত্ত রাও রণঙ্গদেব মেহরাজকে শাস্তি দিবার অভিপ্রায়ে সদলে তাঁহার জনপদ আক্রমণ করিলেন। শঙ্কলাগণ সামান্য প্রতাপশালী নহেন; মরু-নিবাসী কোন বীরই তাঁহাদিগকে এতাবৎকাল কখনও পরাস্ত করিতে পারে নাই। বিশেষতঃ মেহরাজ সুপ্রসিদ্ধ বীরকেশরী হরবা শঙ্কলের জনক। তাঁহার প্রচণ্ড বিক্রম এতদিন কেহই প্রতিরোধ করিতে পারে নাই। তবে পুগলের রাও রণঙ্গদেব কি আজি তাঁহাকে পরাভব করিবেন? পুগলপতি বিশাল সেনাদল লইয়া শঙ্কলের রাজ্য আক্রমণ করিলেন। শঙ্কল সে সময়ে অসতর্ক ছিলেন, অথবা রণঙ্গদেবের প্রচণ্ড বল প্রতিরোধ করিতে অক্ষম হইয়াছিলেন, তাহার কোন বিশেষ বিবরণ কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু তিনি পরাজিত হইলেন। তাঁহার ত্রিশত সৈন্যের উষ্ণ শোণিতে লুনীর তটস্থ বালুকারাশি সিক্ত হইয়া গেল। বিজয়ী রণঙ্গদেব পরাজিত শঙ্কলারাজের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া সগর্ব্বে স্বীয় নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

রণঙ্গদেবের মৃত্যুসম্বাদ অচিরে তাঁহার অবশিষ্ট পুত্রদ্বয় তনু ও সৈরের নিকট বাহিত হইল। দারুণ জিঘাংসায় তাঁহাদের আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু তাঁহারা নিরুপায়। তাঁহাদের এরূপ বল নাই যে, তাঁহারা মুন্দরের নৃপতির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। সুতরাং সে দারুণ ক্রোধবেগ সম্বরণ করিয়া তখন তাঁহারা উপায়চিন্তনে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই সময়ে মুসলমানরাজ খিজির খাঁ মুলতানে অবস্থিতি করিতেছিলেন।

রোষোন্মত্ত তনু ও মৈর এক্ষণে তাঁহারই শরণ লইলেন এবং সনাতন হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইসলামধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া প্রভুর প্রসাদলাভে যত্নবান্ হইলেন। খিজির খাঁ তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগের হস্তে একটী সেনাদল অর্পণ করিলেন। সেই সেনাদল লইয়া তনু ও মৈর রাঠোররাজ চণ্ডের বিরুদ্ধে যাত্রা করিবার আয়োজন করিতেছেন, এমন সময়ে যশল্মীরপতি রাওল কেহুরের তৃতীয় পুত্র কীলন তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি তাঁহাদের বলাবল পরীক্ষা করিয়া তাঁহাদিগকে কূট উপায় অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিলেন এবং বলিলেন যে, সেরূপ উপায় অবলম্বন করিতে পারিলে তাঁহাদের প্রতিশোধ-পিপাসা প্রশমিত হইতে পারিবে।

ভট্টিরাজকুমার কীলন তদনন্তর তাঁহাদের কূটোপায়সাধনের সহায়তা করিবার জন্য রাঠোর-রাজ চণ্ডকে কৌশলজালে আবদ্ধ করিতে মনস্থ করিলেন এবং তাহার প্রথম ও প্রধান সাধন স্বরূপ তৎকরে স্বীয় একটী দুহিতাকে অর্পণ করিতে চাহিলেন। পাছে চণ্ড অবিশ্বাস করিয়া তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত না হয়েন, তজ্জন্য কীলন বলিয়া পাঠাইলেন "আপনি যদি ইহাতে কোন রূপ সন্দেহ করেন, তাহা হইলে আপনার অভিমতি হইলে আমার কন্যাকে আমি নাগোরে প্রেরণ করিতে পারি।" এই প্রস্তাব সুসঙ্গত বলিয়া প্রতীত হওয়াতে চণ্ড ইহাতেই সম্মত হইলেন।

বিবাহের দিনস্থির হইল। চণ্ড কিছুদিন হইল নাগোর নগর জয় করিয়াছেন। এক্ষণে তথায় বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল। তিনিও তন্নগরে উপস্থিত হইয়া বিবাহের দিন অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে সেই দিবস আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই দিবসে কোন্ অদৃশ্য গ্রহ যে, তাঁহার অদৃষ্টসূত্র ধারণ করিয়াছিল, তাহা তিনি জানিতে পারিলেন না। এদিকে যশল্মীরের তোরণদ্বার পরিত্যাগ করিয়া পঞ্চাশ খানি আচ্ছাদিত শকট বহির্গত হইল। সেই শকট-শ্রেণীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ কতকগুলি অশ্বারোহী এবং সপ্তশত উষ্ট্ররক্ষক ক্রমান্বয়ে যাত্রা করিল। কিন্তু ইহা বিবাহ-যাত্রা নহে;—ইহা যুদ্ধ যাত্রা! কেননা সেই সমস্ত অশ্বারোহী ও উষ্ট্ররক্ষকই ছদ্মবেশী রাজপুত সৈনিক এবং পূর্ব্বোক্ত পঞ্চাশৎ সমাচ্ছাদিত শকটের অভ্যন্তরে রমণীর পরিবর্ত্তে পুগলের সাহসিকতম বীরগণ সংস্থিত। এতদ্ব্যতীত সকলের পশ্চাদ্ভাগে রাজার প্রায় এক সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হইতেছিল। যে সকল উষ্ট্র ইহাদের সঙ্গে আসিতেছিল, তাহাদের পৃষ্ঠদেশে সৈন্যগণের খাদ্যসামগ্রী এবং অস্ত্রশস্ত্রাদি সংগুপ্ত ছিল। রাঠোররাজ চণ্ড এসকলের কিছুই জানিতেন না। তিনি বিবাহোচিত সজ্জায় সজ্জিত হইয়া সেই ছদ্মবেশী ভট্টিদলের প্রত্যুদ্গমনে বহির্গত হইলেন। নগরের সিংহদ্বার হইতে কিয়দ্দূরে অগ্রসর হইয়াই তিনি সেই শকটগুলিকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার মনে প্রতীতি জন্মিল যে, ভট্টিরাজ তাঁহাকে প্রতারণা করেন নাই। এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়াই তিনি নিঃসন্দেহে শকট-শ্রেণীর নিকটস্থ হইলেন। হঠাৎ তাঁহার মনে বিষম সন্দেহের উদয় হইল। অমনি মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব না করিয়া চণ্ড নাগোরের দিকে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু নগরদ্বারে উপস্থিত হইতে না হইতেই তিনি শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেন। বিশ্বাস-

ঘাতক ভট্টিগণ নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া একবারে তাঁহার উপর আপতিত হইল। একাকী —কয়েকজন মাত্র শরীর-রক্ষক সমভিব্যাহারে—কিপ্রকারে সহস্র সহস্র প্রচণ্ড ভট্টিবীরের গতিরোধ করিবেন? সেই ভীষণ সঙ্কটকালে তাঁহার মনে হইল যে, তিনি নগরের তোরণদ্বারে উপস্থিত হইতে পারিলে, অনেক পরিমাণে আত্মরক্ষায় সমর্থ হইবেন; কিন্তু তাঁহার মনের সঙ্কল্প মনোমধ্যেই রহিয়া গেল। দুর্দ্ধর্ষ শত্রুপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে চণ্ড সিংহদ্বারের দিকে ক্রমশঃ পশ্চাদপসরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রুধিরাপ্লুত; তাঁহার শরীর-রক্ষকগণের অনেকেই নৃপতির জীবন রক্ষার্থে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। অনর্গল শোণিতমোক্ষণে ও অস্ত্রপ্রহারে চণ্ডের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শীথিল হইয়া আসিল। রাঠোর-কুল-তিলক বীরবর চণ্ড সেই নগরদ্বারে পতিত হইলেন *। পাষণ্ড ভট্টিগণ পাশব জয়োল্লাস সহকারে বিকট সিংহনাদ করিয়া উঠিল এবং নগর লুণ্ঠন করিবার অভিপ্রায়ে প্রচণ্ড গিরিনদের ন্যায় উন্মত্তভাবে তন্মধ্যে প্রবেশ করিল। রাজরাজেশ্বর চণ্ডের পবিত্র দেহ তাহাদের পদতলে দলিত হইতে লাগিল; তাহা কেহ একবার চাহিয়া দেখিল না!

এইরূপে রাঠোর কুলের একটী জ্বলন্ত প্রদীপ চিরকালের জন্য নির্ব্বাণ হইল। চণ্ড আরও কিছুদিন জীবিত থাকিলে রাঠোরকুলের আরও দ্বিগুণতর শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইত। স্বীয় অমানুষিক বীরত্বের প্রভাবে তিনি বীরবর শিবজির বংশে যে তাড়িত বল প্রয়োগ করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা হইতেই পতিত রাঠোরকুল আবার সগর্ব্বে মস্তক উত্তোলন করিতে পারিয়াছিল। চণ্ড চতুর্দ্দশ পুত্র † ও একটী কন্যা লাভ করিয়াছিলেন। সেই কন্যার নাম হংসা। হংসা, মিবারের অধিপতি রাণা লাক্ষের করে অর্পিত হয়েন। ইহাঁরই গর্ভে কুম্ভ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই অযোগ্য পরিণয় হইতে মিবার ও মারবার রাজ্যে যে বিষম অনর্থ সংঘটিত হইয়াছিল, মিবারের ইতিবৃত্তে তাহা বর্ণিত হইয়াছে ‡।

মহাবীর চণ্ডের মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র রণমল্ল মুন্দর-সিংহাসনে সমারোহণ করেন। রণমল্লের অবয়ব দীর্ঘ; তিনি অতি বলিষ্ঠকায়; এমন কি, স্বজাতির মধ্যে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিষ্ঠ ছিলেন। চণ্ডের মৃত্যুর পর নাগোর রাঠোরকুলের হস্তচ্যুত হইয়া পড়ে। রাণা লাক্ষের সহিত ভগিনীর বিবাহের পর রণমল্ল প্রায় চিতোরেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ইহাতে লাক্ষের সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহৃদ্য জন্মিল। লাক্ষ তাঁহাকে স্বীয় সামন্তগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতেন এবং এক্ষণে তৎকরে ধুন্ল ও অপর চল্লিশ গ্রামের শাসনের অর্পণ করিলেন। লাক্ষের জীবিতকালে রণমল্ল মিবারের একটী মহোপকার সাধন করিয়াছিলেন। আজমিরের রাজপ্রতিনিধির নিকট একটী দুহিতা লইয়া যাইবার ব্যপদেশে তিনি সসৈন্যে

* চণ্ড সম্বৎ ১৪৩৮ অব্দে সিংহাসনে অভিষিক্ত হয়েন এবং ১৪৬৫ অব্দে পরলোকগমন করেন।

† সেই চতুর্দ্দশ পুত্রের নাম রণমল্ল, সত্য, রণধীর, অরণ্যকমল, পুঞ্জ, ভীম, কাণ, উজো, রামদেব, বিজো, সহেশমল, বাঘ, লুম্ব, শিবরাজ। ইহাঁদের মধ্যে রণমল্ল, সত্য, অরণ্যকমল ও কাণের বংশ আজিও বিদ্যমান আছে।

‡ রাজস্থান প্রথম খণ্ড ১৭১—১৭৬ পৃষ্ঠায় বিবরণ দ্রষ্টব্য।

সেই প্রাচীন চৌহান দুর্গের মধ্যে প্রবেশ লাভ করেন এবং তৎপরেই দুর্গের দ্বাররক্ষক ও সৈনিকদিগকে সংহার পূর্ব্বক দুর্গ হস্তগত করিয়া রাণার হস্তে তাহা অর্পণ করেন। ক্ষেমসিংহ পাঞ্চোলি নামা একব্যক্তি রণমল্লকে উক্ত কৌশল বলিয়া দিয়াছিলেন, তজ্জন্য রাণা পুরস্কারস্বরূপ কেটো নামক নগরের শাসনভার তাঁহার হস্তে প্রদান করেন। রণমল্ল গয়াধামে তীর্থযাত্রায় গমন করিলেন এবং তত্রত্য যাত্রীদিগের উপর যে করভার অর্পিত হইয়াছিল, তাহা স্বয়ং পরিশোধ করিয়া সকলেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন।

রণমল্ল রাজ্যশাসনে বিলক্ষণ পারদর্শী ছিলেন এবং যাহাতে রাজ্য সুনিয়মে শাসিত হয়, তদ্বিষয়ে অনেক উপযুক্ত বিধান করিয়াছিলেন। বীররসামোদী ভট্টগণ সে বিষয়ে অল্পই মনোনিবেশ করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু আমরা রাঠোরকুলের ভট্ট কবির বর্ণিত বিবরণে অবগত হই যে, রণমল্ল স্বীয় রাজ্যের সর্ব্বত্রই পণ্যদ্রব্যাদির পরিমাণ সমীকরণ করিয়াছিলেন। রণমল্লের শোচনীয় চরম বিবরণ মিবারের ইতিবৃত্তে সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে; সুতরাং পুনরুক্তিদোষ পরিহার করিবার জন্য আমরা তদ্বিষয় আর বর্ণন করিলাম না। রণমল্ল সর্ব্বসমেত চতুর্ব্বিংশতি পুত্র লাভ করিয়াছিলেন; তাঁহাদিগের সন্তানসন্ততিগণ বিশাল মরুস্থলীর চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া উক্ত প্রদেশের প্রকাণ্ড সামন্ত সমিতির অঙ্গ পুষ্টি করিয়াছেন। প্রয়োজন বোধে তাঁহাদের নাম, গোষ্ঠী ও ভূমিসম্পত্তির তালিকা নিম্নে প্রকটিত হইল।

নাম।	গোষ্ঠী।	ভূমিসম্পত্তি।
১। যোধ (সিংহাসন প্রাপ্ত হয়েন)	যোধ।	
২। কণ্ডুল	কণ্ডুলোট, কণ্ডুল বিকানীর ভূমি জয় করিয়াছিলেন।	বিকানীর।
৩। চম্প	চম্পাবৎ	আহবা, কেটো, পালরি, হরশোল, রোহিত, জাবুলা, সুতলান, শিঙ্গারি
৪। অখিরাজ; ইনি সাত পুত্র লাভ করিয়াছিলেন: জ্যেষ্ঠ কুম্প	কুম্পাবৎ	অশোপ, কুন্তলিও, চণ্ডবল, শিরিয়ারি, খরলো, হরশোর, বম্মু, বজোরিয়া, সুরপুর, দেবরিও।
৫। মন্দলো	মন্দলোট	সারুণ্ডা।
৬। পত্ত	পত্তাবৎ	কুর্ণিচারি, বারো। ও দেশনথ। *
৭। লাক্ষ	লাক্ষাবৎ	———
৮। বল	বলাবৎ	ধুনার।
৯। জৈৎমল	জৈৎমলকোট	পালস্নি।

* ইহাঁরা অত্যন্ত সাহসিক ও রণনিপুণ এবং প্রতপ্ত বালুকারাশির উপরেও অনায়াসে বিচরণ করিতে পারেন। কিন্তু ইহাঁরা সহসা অস্ত্র ধারণ করেন না। অতি সঙ্কট ভিন্ন অন্য কোন সময়েই কেহ ইহাঁদিগকে রণস্থলে আনিতে পারেন না।

	নাম।	গোষ্ঠী।	ভূমিসম্পত্তি।
১০।	কর্ণ	কর্ণোট	লুনাবাস।
১১।	রূপ	রূপাবৎ	চুটিলা।
১২।	নাথু	নাথাবৎ	বিকানীর।
১৩।	ডুনগ্র	ডুনগারোৎ	ইহাঁদের ভূমিসম্পত্তির কুত্রাপি নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। কালক্রমে ইহাঁদের সকলেরই বংশধরগণ নিতান্ত পরাধীন হইয়া পড়িয়াছে।
১৪।	শন্দ	শন্দাবৎ	
১৫।	মন্দ	মন্দনোৎ	
১৬।	বীরু	বীরোৎ	
১৭।	জগমল	জগমলোৎ	
১৮।	হুম্প	হুম্পবৎ	
১৯।	শক্ত	শক্তবৎ	
২০।	করিমচাঁদ	———	
২১।	অরিবল	অরিবলোৎ	
২২।	কেৎসি	কেৎসিওৎ	
২৩।	সূত্রশাল	সূত্রশালোৎ	
২৪।	তেজমল	তেজমলোৎ	

তৃতীয় অধ্যায়।

যোধের সিংহাসনারোহণ;—যোধপুর-স্থাপন;—মুন্দর হইতে নবপ্রতিষ্ঠিত যোধপুরে রাঠোর-রাজপীঠ স্থানান্তরিত করণ;—ইহার কারণ;—সেতুলমির, মৈরতা ও বিকানীরের নূতন প্রতিষ্ঠা;—যোধের পরলোকগমন;—তাঁহার চরিত্রবর্ণন;—রাঠোর বংশের দ্রুত সম্বর্দ্ধন;—রাও শূজের সিংহাসনারোহণ;—যবন সম্রাটের সেনাদলের সহিত রাঠোরদিগের প্রথম বিবাদ;—পাঠানকর্ত্তৃক পিপার নগর হইতে রাঠোর কুমারীদিগকে হরণ;—সুজের বীরত্ব ও মৃত্যু;—তৎসিংহাসনে তাঁহার পৌত্র রাও গঙ্গের আরোহণ;—সিংহাসন লইয়া গঙ্গের সহিত তাঁহার পিতৃব্য সাগের বিবাদ;—গৃহযুদ্ধ;—সাগের মৃত্যু;—বাবর কর্ত্তৃক ভারতাক্রমণ;—সমগ্র রাজপুত সমিতির অধিনায়ক হইয়া বাবরের বিরুদ্ধে মহারথ রাণা সঙ্গের যুদ্ধযাত্রা;—রাও গঙ্গের মৃত্যু;—রাও মালদেবের অভিষেক;—মালদেবের গৌরব;—তৎকর্ত্তৃক নাগোর, আজমির, ঝালোর ও শিবানোর উদ্ধার;—তাঁহার অপরাপর অবদান;—তাঁহার প্রতিষ্ঠা;—রাজ্যচ্যুত হুমায়ুনের প্রতি তাঁহার অন্যায় ব্যবহার;—শের শাহের মারবারাক্রমণ;—যবনসেনার সঙ্কট;—কৌশলক্রমে শের শাহের নিস্তার;—রাঠোর সেনার পশ্চাদপসরণ;—দুইটী প্রধান সামন্ত সম্প্রদায়ের আত্মত্যাগ;—আকবরের মারবারাক্রমণ;—মৈরতা ও নাগোর জয় করিয়া বিকানীরের রাজসিংহের হস্তে অর্পণ;—মালদেবের স্বীয় দ্বিতীয় পুত্রকে আকবরের সভায় প্রেরণ; সম্রাটের সহিত তাঁহার অসদ্ভাব; যোধপুরের ফর্ম্মাণ আকবর কর্ত্তৃক রাজসিংহের হস্তে অর্পণ: আকবর কর্ত্তৃক যোধপুরের অবরোধ; মালদেবের যোধপুর রক্ষা করিবার উদ্যম; উদয়সিংহকে আকবরের নিকট প্রেরণ; উদয়সিংহের অভ্যর্থনা; চন্দ্রসেন; তৎকর্ত্তৃক রাঠোরকুলের স্বাধীনতা-রক্ষা; তাঁহার বীরত্ব; মালদেবের পরলোকগমন; তাঁহার দ্বাদশ পুত্র।

সম্বৎ ১৪৮৪ অব্দের বৈশাখ মাসে রাঠোর বীর যোধ মিবারের অন্তর্গত ডুনলো নামক নগরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা রায় রণমল্লের অবিমৃষ্যকারিতা প্রযুক্ত যোধ যেরূপ

বিপদে পতিত হইয়াছিলেন এবং সেই বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিবার জন্য যেরূপ কঠোর ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন,—প্রয়োজন বোধে তাহার যথাযথ বিবরণ মিবারের ইতিবৃত্তে প্রকটিত হইয়াছে *। এক্ষণে সেই রাঠোর বীরের জীবনী আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা তৎসম্বন্ধে আরও কিছু না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না।

গিহ্লোট রাজকুমার বীরবর চণ্ড নবজিত মুন্দর নগরে অবস্থিত;—মুন্দর রাজ রণমল্ল নিহত, তাঁহার বীর্য্যবান জ্যেষ্ঠপুত্র যোধ আরবল্লির নিবিড় গিরিগহনে ছদ্মবেশে লুক্কায়িত। সেই দীন অজ্ঞাতবাসে কালযাপন করিয়া রাঠোর বীর যোধ মুহূর্ত্তের জন্যও জানিতে পারেন নাই যে, অদৃষ্টদেবের সুপ্রসাদে তাঁহার ভাগ্যগগন অচিরে পরিষ্কৃত হইবে, অচিরে তিনি মুন্দর নগর পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া আপনার অনন্ত কীর্ত্তিস্তম্ভ যোধপুর প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবেন। তাঁহার সহায়বল অনেক পরিমাণে হীন হইয়া পড়িয়াছে। শেষ উপায়ও অবলম্বন ক্রমে ক্রমে ফুরাইয়া আসিতেছে; তথাপি যোধরাও মুহূর্ত্তের জন্য নিরুৎসাহ হইলেন না। আশাই মানবের জীবনস্বরূপ,—দীন দরিদ্র ও হতভাগ্য জনের প্রধান সান্ত্বনা। বিপুল রাজ্যের উত্তরাধিকারী হইয়াও যোধ আজি দীনহীন অবস্থায় নিপতিত। তিনি সেই বিরাট আরাবল্লির অভ্যন্তরস্থ ভাণ্ডক-পিরাও নামক গভীর অরণ্যানির নিভৃত প্রদেশে কতিপয়মাত্র সহচরের সহিত লুক্কায়িত থাকিয়া উপযুক্ত সুযোগ ও সুবিধার প্রতীক্ষায় কালযাপন করিতে লাগিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল; ভগবতী আশাপূর্ণা আপনি বরদারূপে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। সেই দীন ও নিঃসহায় অবস্থায় রাঠোর বীর যোধরাও কিছুকাল অতিবাহিত করিয়া একদা স্বীয় সহচরবর্গের সহিত মুন্দর-জয়ের পরামর্শ করিতেছেন। সকলেই সসজ্জ; সকলেরই সুতীক্ষ্ণ ভল্ল সম্মুখে উদ্যত। একটী শুভশংসী পক্ষী যোধের ভল্লোপরি উপবিষ্ট হইয়া থাকিয়া থাকিয়া এক এক বার চীৎকার করিতেছে; এমন সময়ে একজন চারণ ব্রাহ্মণ যোধের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিল "মহারাজ! অদ্য আপনার শুভ গ্রহ। আপনার জন্ম রাত্রে যে নক্ষত্র উদিত হইয়াছিল, আজি তাহার পুনরুদয় হইয়াছে; অতএব সেই শুভ নক্ষত্র অস্ত যাইতে না যাইতে আপনি যদি মুন্দরোদ্ধারের চেষ্টা করেন, তাহা হইলে আপনার চেষ্টা অবশ্যই ফলবতী হইবে। ঐ দেখুন শুভশংসী পক্ষী আপনার উদ্যত শূলদণ্ডের উপর বসিয়া আপনাকে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে কহিতেছে।" এই আশ্বাসবাক্য শ্রবণ করিয়া রাঠোর বীর যোধ দ্বিগুণতর উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন এবং হরবাশঙ্কল ও পাভুরায় প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বীরদিগের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে লইয়া প্রকাশ্য কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। অচিরে তাঁহার সমস্ত উদ্যম সফল হইল। মুন্দর দুর্গ উদ্ধার করিয়া অচিরে তিনি সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর সুপ্রসাদ লাভ করিতে সক্ষম হইলেন।

যোধ মুন্দরদুর্গ পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন বটে, কিন্তু তাহাতে অধিকদিন তাঁহাকে থাকিতে হইল না। তিনি অচিরে স্বনামে একটী নূতন নগর প্রতিষ্ঠা করিয়া জগতে অমরত্ব

* রাজস্থান প্রথম খণ্ড ১৭২ হইতে ১৭৭ পৃষ্ঠার বিবরণ দ্রষ্টব্য।

লাভ করিতে সক্ষম হইলেন। কিন্তু তিনি রাজপুত; রাজপুত চিরন্তন সংস্কারের বশীভূত। তাঁহাদের একটী প্রধান ধর্ম্ম এই যে, তাঁহারা সহসা কোন নূতন পরিবর্ত্তন করিতে ভাল বাসেন না। যে মুন্দর দুর্গ যোধের পূজনীয় পিতামহ বাহুবলে জয় করিয়াছিলেন, যথায় তাঁহারা আজি তিন পুরুষ ধরিয়া রাজত্ব করিতেছেন, যাহা তদানীন্তন মারবারের প্রধানতম রাজধানী বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেই মুন্দর নগর যে, অকস্মাৎ তিনি পরিত্যাগ করিলেন, তাহার বিশেষ কারণ আছে। সে কারণ দেবনির্দ্দেশ বা শাকুনিক অভিজ্ঞান, অথবা অন্য কোন দৈব ঘটনা নহে; তাহা একটী সিদ্ধ যোগীপুরুষের প্রত্যাদেশ মাত্র। সেই যোগতাপস মুন্দরের দুই ক্রোশ দক্ষিণস্থিত বাকুর চিঁড়িয়া (বিহঙ্গ-কূট) নামক শৈল-শ্রেণীর একটী নিভৃত কন্দরে বাস করিতেন। রাঠোরকুলের মঙ্গল চিন্তায় তাঁহার চিত্ত প্রায় নিয়তই নিবিষ্টথাকিত। একদা যোধের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইলে তিনি রাঠোররাজকে বলিলেন "মহারাজ! মুন্দরে আপনার রাজপীঠ নিরাপদ হইবে না। অতএব আমার ইচ্ছা যে, আপনি বাকুরচিঁড়িয়ার সানুদেশে স্বনামে একটী নগর স্থাপন করেন।" রাঠোর বীর যোধরায় যোগিবরের ইচ্ছানুসারে কার্য্য না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। অচিরে সেই "বিহঙ্গকূটের" উন্নত শিখরদেশে নূতন নগর প্রতিষ্ঠিত করিবার উপক্রম হইতে লাগিল। যে সুদীর্ঘ শৈলমালার শিরোদেশে মুন্দর নগর স্থাপিত ছিল, বাকুরচিঁড়িয়া তাহারই একটী অংশ মাত্র। ইহা অত্যন্ত দুরারোহ, উন্নত ও আয়ত। ইহার চারি দিক ঘন বনপাদপ সমূহে সমাবৃত, অধিত্যকাদেশ ভ্রাম্যমান সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জলদজালে প্রায় নিরন্তর বিজড়িত। ইহার অভ্রভেদী তুঙ্গ শিখরদেশে দণ্ডায়মান হইয়া বীরবর যোধের বংশধরগণ আপনাদের বিশাল রাজ্যের চতুর্দ্দিক অবলীলাক্রমে দেখিতে পারেন। বর্ষার ধারাপতনে দিঙ্‌মণ্ডল বিধৌত ও পরিষ্কৃত হইলে যখন তাঁহারা আপনাদের বিশ্রাম-ভবনের মুক্ত বাতায়নপথে উপবিষ্ট হইয়া রাঠোরকুলের শাসনসীমা পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাকেন, তখন তাঁহাদের হৃদয়ে নানা প্রকার সুখের চিন্তা উদিত হইয়া অবিরত ক্রীড়া করিতে থাকে। সেই যোধপুরের পদতলস্থ উন্নত গিরিশ্রেণী দক্ষিণে সুদূর আরাবল্লির অনন্ত শৈলমালার সহিত মিলিত হইয়া অনন্ত আকাশসাগরে অসংখ্য অচল তরঙ্গামলার ন্যায় বিরাজ করিতেছে। অপর তিন দিকে বিস্তৃত মরুসাগর অগণ্য মরীচিকা সৃষ্টি করিয়া তীব্র সূর্য্যকিরণে ধূধূ করিতে করিতে সুদূরে দৃষ্টির অতীত পথে ছুটিয়া চলিয়াছে।

বিমল জল যে, জীবনরক্ষার একটী প্রধানতম উপায়, তাহা যোধ তৎকালে ভাবিয়া দেখেন নাই। বাকুরচিঁড়িয়া সকল বিষয়েই সুসম্পন্ন বটে, কিন্তু এক বিষয়ে ইহার একটী মহৎ অভাব দেখিতে পাওয়া যায়; ইহাতে বিমল ও পরিষ্কার সলিল পাইবার কোনই উপায় ছিল না। দুর্গনির্ম্মাণকালে যোধের হৃদয়ে আদৌ উক্ত চিন্তা উদিত হয় নাই। সুতরাং যোধপুরের যে, সেই মহৎ অভাব রহিয়া গেল, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু পাছে যোধ অপরিণামদর্শী বলিয়া ভবিষ্যতে নিন্দিত হয়েন, এই ভয়ে মারবারের ভট্টগণ একটী কৌশল অবলম্বন করিয়া সেই যোগতাপসের উপরই সমস্ত দোষ আরোপ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, স্থপতিগণ যোধপুরের চতুঃসীমা মাপিয়া

দেখিবার সময় যোগিবরের নিভৃত নিবাসকে তাহার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। স্বীয় সাধনাস্থলকে হস্তান্তরিত হইতে দেখিয়া সিদ্ধপুরুষ অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন, কিন্তু সকলই বৃথা; কেহই তাঁহার মুখের দিকে চাহিল না। তাঁহার দীর্ঘ কালের আবাসনিলয় সেই নিভৃত কন্দর ভগ্ন ও চূর্ণিত হইয়া যোধপুরের অন্তর্ভুক্ত হইল। ইহাতে তিনি দারুণ রোষাবিষ্ট হইয়া অভিসম্পাত করিলেন "আমার আশ্রম যেমন কাড়িয়া লইলি, তেমনি যোধপুরের সমস্ত জল কষায় ও দূষিত হইয়া চিরকাল থাকিবে।" তাঁহার অভিশাপ পূর্ণ হইল; রাজা বিশুদ্ধ জল পাইবার উপায়ান্তর না দেখিয়া অবশেষে একটী কলের সাহায্যে দুর্গের পাদতলস্থ একটী ক্ষুদ্র সরোবর হইতে বারি উত্তোলিত করিতে লাগিলেন। যোধের পরবর্ত্তী রাঠোর নৃপতিগণ বারুদের সাহায্যে গিরিশৃঙ্গ উড়াইয়া দিয়া বিশুদ্ধ বারিলাভের অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের কোন চেষ্টাই ফলবতী হয় নাই। যাহাহউক, ইহার কাল্পনিক ভাগ পরিত্যাগ করিলে সুস্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, যোধপুর প্রতিষ্ঠা করিবার সময় যোধরাও নাগরিকগণের সকল প্রকার সুখ ও সৌকর্য্যের বিষয় ভাবিয়া দেখেন নাই। কিন্তু এই গল্পটী কল্পিত হইলেও ইহার সহিত যে যোগতাপসের জীবনীর সামান্যাংশ জড়িত রহিয়াছে, তিনি কল্পিত নহেন। যোধপুরবাসিগণ আজিও বাকুরচিঁড়িয়ার সেই যোগিবরের নিভৃত আশ্রম দেখাইয়া দিয়া তাঁহার উদ্দেশে ভক্তিসহকারে প্রণাম করিয়া থাকেন।

সম্বৎ ১৫১৫ অব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে রাঠোর বীর যোধ রায় স্বীয় নগর প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইহার পর তিনি আর ত্রিংশৎ বর্ষ জীবিত থাকিয়া সম্বৎ ১৫৪৫ অব্দে একষট্টি বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। তাঁহার দেহের পবিত্র ভস্মাবশেষ-রাশি তদীয় পিতৃপুরুষদিগের ভস্মাবশেষের সহিত মুন্দরের প্রাসাদমধ্যে রক্ষিত হইয়াছিল। মারবারের বিশৃঙ্খল ক্ষেত্রে যোধই রাঠোরকুলের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠানকর্ত্তা। তৎপ্রতিষ্ঠিত যোধপুর রাঠোর ইতিহাসে তৃতীয় যুগের অবতারণা করিয়াছিল। জীবনের প্রথম অবস্থায় তিনি যে অসংখ্য সঙ্কটে পতিত হইয়াছিলেন, সুখের বিষয় তাহাই তাঁহার ভাবী উন্নতির পথ পরিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিল। সে সমস্ত কঠোর বিপদের অঙ্কুশতাড়নে তিনি মুহূর্ত্তের জন্য বিমূঢ় বা বিভ্রান্ত হয়েন নাই; বরং ইহাতে তাঁহার মহনীয় চরিত্র আরও স্ফূরিত হইয়া উঠিয়াছিল। সেই বিষম বিপদরাশি হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য তিনি যে সকল উপায় আবিষ্কার ও অবলম্বন করিয়াছিলেন, তৎসমুদায়ই তাঁহার ভাবী উন্নতির সোপান স্বরূপ। যে সমস্ত সামন্তের বাহুবল প্রভাবে প্রাচীন রাঠোরগণ অনেক মহা মহা কার্য্যের অনুষ্ঠান এবং অনেক মহতী কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, এতদিন তাঁহারা যোধের পিতৃ পিতামহগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া নিতান্ত দীন ও অপরিজ্ঞাতভাবে মরুভূমির দুর্গম প্রদেশে কালযাপন করিতেছিলেন। কিন্তু তিনি মুন্দর হইতে দূরীকৃত হইয়াই সেই সমস্ত পরিত্যক্ত ও স্বার্থবঞ্চিত প্রাচীন সামন্তকুলের বংশধরদিগকে অনুসন্ধান করিয়া স্ব স্ব পদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিলেন। পিতৃপুরুষগণের পূর্ব্ব স্বত্ব পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া সামন্তগণ পরম আপ্যায়িত হইলেন। তাঁহাদের হৃদয় অসীম উৎসাহে পরিপূরিত হইয়া উঠিল।

আপনাদিগের অধিপতির জন্য তাঁহারা জীবন উৎসর্গ করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন এবং গিহ্লোটদিগের হস্ত হইতে রাজধানী উদ্ধার করিয়া পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা পালন করিতে সর্ব্বতোভাবে সক্ষম হইলেন। এই সমস্ত বীর হইতে যোধরায় যে অসীম উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা তিনি জীবনে ভুলিতে পারেন নাই। সেই হরবাশঙ্কল, সেই পাভুজি, * এবং সেই রামদেব রাঠোরের † প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তরে উৎকীর্ণ করাইয়া বীরবর যোধ প্রাচীন মুন্দরের সম্মুখভাগে স্থাপন করিয়াছিলেন। আজিও মরুদেশীয় সেই সমস্ত বীরগণের অশ্বারূঢ় প্রচণ্ড প্রতিমূর্ত্তি সেইস্থলে জীবন্তভাবে বিরাজ করিতেছে ‡। সেই স্বদেশপ্রেমিক বীরগণের পবিত্র নাম কোন রাঠোরই ভুলিতে পারেন নাই। আজিও তাঁহারা প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিবার সময় তাঁহাদের পবিত্র নামমালা জপ করিয়া থাকেন; আজিও তাঁহারা প্রতিবৎসর সেই প্রস্তর-প্রতিমূর্ত্তি সমূহকে ভক্তিসহকারে প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহাদের গুণকীর্ত্তন করিতে করিতে অসীম আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন ¶।

রাঠোর বীর শিবজি যে দিন স্বীয় পিতৃপুরুষগণের প্রাচীন লীলাস্থল কনোজ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া মরুভূমির অনন্ত বালুকারাশির মধ্যে রাঠোরকুলের বিজয়পতাকা স্থাপিত করিলেন, সেই দিন হইতে বর্ত্তমান সমালোচ্য কাল পর্য্যন্ত কিঞ্চিদূন তিনশত বৎসর অতীত হইয়াছে। এই তিন শতাব্দীর মধ্যে তাঁহার বংশধরগণ এত বিস্তৃত ও বহুগোষ্ঠীসম্পন্ন হইয়াছেন যে, চত্বারিংশ সহস্র বর্গ ক্রোশও ইহাঁদের পক্ষে সঙ্কীর্ণ স্থল বলিয়া প্রতীত

---

* পাবুজি নিজ প্রসিদ্ধ তুরঙ্গ কেশরকালীর উপরে আসীন। হরবাশঙ্কলের ন্যায় ইহারও বীরত্ব রাজপুত্রকবি ও প্রদর্শকের আদরের ধন, তাঁহাদের সমস্ত অবদানকার্য্য এক একখানি চিত্রপটে আঁকিয়া প্রতিবৎসর মারবারের অধিবাসীদিগকে দেখাইয়া থাকেন।

† বীর রামদেব রাঠোরের নাম মরুদেশে এমন কি রাজস্থানের প্রায় সর্ব্বত্রই শুনিতে পাওয়া যায়। রাজস্থানের প্রায় প্রত্যেক পল্লীতেই ইহার নামে একটী বেদিকা উৎসৃষ্ট আছে।

‡ এই সকল প্রতিমূর্ত্তি এক এক খানি গোটা পাথর হইতে কাটিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। ইহারা সকলেই অশ্বারূঢ়, সম্পূর্ণ যোদ্ধৃবেশে সজ্জিত। ইহাদের দক্ষিণ হস্তে শূল উদ্যত, বাম হস্তে অশ্বরশ্মি ধৃত; পৃষ্ঠে অসিচর্ম্ম, বৃহৎ ধনু ও তিরপূর্ণ তূণির; কটিতে অসি এবং কটিবন্ধে ছুরিকা। ইহাদের আপাদ-মস্তক চর্ম্মাবৃত এবং তৎকালোপযোগী সজ্জাদিতে সজ্জিত। ইহাদের প্রত্যেকেরই পার্শ্বে এক একটী অশ্বপালেরও মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। সমস্ত প্রতিমাগুলিই সুরঞ্জিত। দেখিলে সহসা জীবন্ত বলিয়া বোধ হয়। যেন প্রত্যেকেই ভ্রূকুটি করিয়া সদর্পে চাহিয়া রহিয়াছে। কালমাহাত্ম্যে ভারতের স্বাধীনতার সহিত আর্য্যদিগের সমস্ত শিল্পই বিলুপ্ত হইয়াগিয়াছে। আমরা পুরাণ গ্রন্থসমূহে ভারতভূমির প্রচীন শিল্পের যেসকল বিবরণ দেখিতে পাই, আজিকার অবস্থা দেখিলে তৎসমস্তকে কাল্পনিক বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু সে সমস্ত শিল্প যে এককালে ভারতে পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, অধুনা তাহার বহুল প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

¶ এই প্রতিমূর্ত্তিগুলি একটী বিস্তৃত প্রাঙ্গনের উপরিভাগে শ্রেণীবদ্ধরূপে স্থাপিত। প্রথমে পাভুজি, তৎপরে রামদেব রাঠোর, তাঁহার পর রাঠোরবীর হরবাশঙ্কল, পরিশেষে চৌহানবংশীয় প্রসিদ্ধ বীর গোগা ইনি মুসলমান বীর মাহমুদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে গিয়া শতদ্রুতীরে স্বীয় সাতচল্লিশটী পুত্রের সহিত জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ইহাদের সকলের পশ্চাতে ঘিলোটকুলোদ্ভূত মিল্লিপিতি মাঙ্গুলিয়া। ইনিও রাঠোররাজ যোধের সহায়তা করিয়াছিলেন। এই কয়েকটী বীরের প্রতিমূর্ত্তি দেখিলে মন অভূতপূর্ব্ব উৎসাহে প্রোৎসাহিত হইয়া উঠে। স্বদেশরক্ষার জন্য ইহাঁরা প্রভূত আত্মত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় তাহার উপযুক্ত বিবরণ কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না।

হইতেছে। বিধাতার অলঙ্ঘ্য ও কঠোর বিধানানুসারে আজি সেই বীরকেশরী রাঠোর শিবজির বর্ত্তমান বংশধরগণ দীনভাবে কালযাপন করিতেছেন বটে; কিন্তু ইহাঁদের পূর্ব্বপুরুষগণের প্রচণ্ড বাহুবল প্রভাবে পরাহত হইয়া যেসকল প্রাচীন রাজপুতবীর স্বাধীনতা হইতে অনন্ত কালের জন্য বিচ্যুত হইয়াছিলেন, একবার তাঁহাদের বিষয় চিন্তা করিলে কোন ক্রমেই দারুণ বিস্ময় ও শোকবেগ সম্বরণ করিতে পারা যায় না। পুরীহর, ইয়েন্দ, শঙ্কল, চৌহান, গোহিল, শনিগুরু, কাত্তি, জিৎ ও হূল প্রভৃতি যে সকল প্রাচীন রাজপুতগণের অতিমানুষ অনুষ্ঠানে সমগ্র ভারতভূমি একদা গৌরবান্বিত হইয়াছিল, আজি ইহাঁদের কতিপয় ব্যক্তি রাঠোরদিগের অধীনে সামন্ত রাজারূপে বিরাজ করিতেছে; অবশিষ্ট সকলের অস্তিত্ব,—এমন কি নাম পর্য্যন্ত রাজস্থানের মানচিত্র হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে; আজি ভট্টদিগের কাব্যগ্রন্থ এবং লোকের স্মৃতিপট ভিন্ন আর কুত্রাপি তাঁহাদের সামান্য মাত্রও চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় না। তাঁহাদের বংশাবলি কবে অনন্ত কালসাগরে বিলীন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সেই মহার্ণবের সৈকতভূমে তাঁহাদের পদচিহ্ন জীবন্তভাবে বিরাজ করিতেছে। সেই সমস্ত মহাপুরুষের পবিত্র পদচিহ্ন অবলোকন করিলে কে না তৎসমুদায়ের অনুসরণ করিয়া তাঁহাদের মহনীয় চরিত্রের অনুকরণ করিতে অগ্রসর হয়?—কে না রাজপুত ভট্টকবিদিগের সহিত অমনি সমস্বরে বলিয়া উঠে—"সকলই অনিত্য; জীবন, দীপমক্ষিকার স্তিমিত দীপ্তির ন্যায়; গৃহবাস সকলই ফুরাইবে, কিন্তু একজন মহাপুরুষের সুনাম অনন্ত কালের জন্য অক্ষয় থাকিবে।"

যোধরাও সর্ব্বসমেত চতুর্দ্দশ পুত্র * লাভ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ শস্তল পিতৃরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া রাজস্থানের উত্তরপশ্চিম প্রান্তস্থিত ভট্টদিগের রাজ্যে শাতলমীর নামে

* যোধ যে চতুর্দ্দশটী পুত্র লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম, গোষ্ঠী ও ভূমিবৃত্তির বিবরণ নিম্নে প্রকটিত হইল।

	নাম।	গোষ্ঠী।		ভূমিসম্পত্তি।		মন্তব্য।
১	শস্তল বা শাতল	...	...	শাতলমীর	...	পোকর্ণ হইতে তিন ক্রোশ।
২।	শূজো (শূরজ)	...	...	...	...	যোধের উত্তরাধিকারী।
২।	গোমো	...	...	...	...	নির্ব্বংশ।
৪।	দুদো	মৈরতিয়া	...	মৈরতা	...	ইনি চৌহানদিগের হস্ত হইতে শম্বর কাড়িয়া লইয়াছিলেন। ইহাঁর বীরম নামে একটী পুত্র জন্মে। বীরমের দুই পুত্র, জয়মল ও জগমল। এই দুই ভ্রাতা হইতেই জয়মলোট ও জগমলোট নামে দুইটী গোষ্ঠী সমুদ্ভুত হয়।
৫।	বীরসিংহ	বীরসিংহেত	...	নোলৈ	...	মালবে।
৬।	বীকো	বীকৈৎ	...	বিকানীর	...	স্বাধীন রাজ্য।
৭।	ভরমল	ভরমলুট	...	বৈচ্চীলার	...	———
৮।	শিবরাজ	শিবরাজোট	...	ধুলার	...	লূনীতটে।

একটী দুর্গ স্থাপন করিলেন। উক্ত দুর্গ আধুনিক পোকর্ণের তিন ক্রোশ দূরে স্থাপিত। মরুভূমির এক প্রান্তে শাহরী নামক যবনজাতি বাস করিত। তাহাদের অধিপতির সহিত শম্ভলের ঘোর বিবাদ উপস্থিত হয়। সেই বিবাদে তিনি সেই যবনরাজকে সংহার করিয়াছিলেন; কিন্তু আত্মজীবন রক্ষা করিতে পারেন নাই। কুশমো নামক স্থানে ইহাঁর অন্ত্যেষ্টি বিধান সমাপিত হয়। শম্ভলের সপ্ত মহিষী জ্বলন্ত চিতানলে তনুত্যাগ করিয়া তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন।

যোধরাওয়ের চতুর্থ পুত্র দুদো মৈরতার বিশাল ক্ষেত্রে আপনার বংশতরু রোপণ করিলেন। ইহাঁরই বংশধরগণ মৈরতিয়া রাঠোর নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। একদা ইহাঁরা মরুদেশের শ্রেষ্ঠ বীর বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। যে বীরকেশরী জয়মল দিল্লীশ্বর আকবরের প্রচণ্ড অনীকিনীর বিরুদ্ধে চিতোরপুরীকে রক্ষা করিয়াছিলেন, যাঁহার পাষাণমূর্ত্তি আজিও দিল্লীর সিংহদ্বারে বিরাজ করিতেছে, রাঠোর রাজকুমার দুদো তাঁহার পিতামহ। দুদো একটী সর্ব্বগুণসম্পন্ন ও পরম বিদুষী দুহিতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম মিরা বাই। এই মিরাবাইয়েরই সহিত রাণা কুম্ভের বিবাহ হইয়াছিল। মিরা বাইয়ের গুণগরিমা মিবারের ইতিবৃত্তে যথানিয়মে বর্ণিত হইয়াছে *।

ষষ্ঠ তনয় বিকো নিজ পিতৃব্য কণ্ডুলের পদবী অনুসরণ করিয়া অবশেষে তাঁহার সহিত মিলিত হয়েন এবং জিৎদিগের অধিকৃত কয়েক খানি গ্রাম ও পল্লী আচ্ছিন্ন করিয়া প্রসিদ্ধ বিকানীর নগর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বিকোর বিস্তৃত বিবরণ বিকানীরের ইতিবৃত্তে প্রকটিত হইবে।

রাঠোর-কুলচূড়ামণি যোধ পরলোক গমন কবিলে তাঁহার দ্বিতীয় তনয় শূজো (শূরজমল) মারবারের সিংহাসনে সমারূঢ় হইলেন। এস্থলে উত্তরাধিকারিত্বের চিরন্তন নিয়ম কেন যে উপেক্ষিত হইল, তাহার কোন কারণই দেখিতে পাওয়া যায় না। গাথাকর্ত্তা ভট্টকবিগণও এসম্বন্ধে কিছুই বলিয়া যান নাই। যাহাহউক; শূরজমল সকল বিষয়ে পিতার উপযুক্ত পুত্রই ছিলেন বটে, কিন্তু যে সপ্তবিংশতি বৎসর মারবার রাজ্য তাঁহার অধিকারে সন্ন্যস্ত ছিল, তিনি দক্ষতার সহিত তাহার শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন।

দিল্লির সিংহাসন লইয়া যে সময়ে লোডীবংশীয় নৃপতিদিগের মধ্যে ঘোরতর অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত হয়, সেই সময়ে মারবারের সিংহাসন যবনদিগের উৎক্রোশদৃষ্টি হইতে সম্পূর্ণ দূরে অবস্থিত ছিল। গৃহযুদ্ধে জড়িত হইয়া তাহারা আর দেশজয়ে মনোনিবেশ করিবার

	নাম।	গোষ্ঠী।	ভূমিসম্পত্তি।	মন্তব্য।
৯।	করমসিংহ	করমসোট ...	কেবনশির ...	———
১০।	রায়মল	রায়লোট ...	——— ...	———
১১।	সামুতসিংহ	সামুতসিওট ...	দেবারো ...	———
১২।	বীদা	বীদাবৎ ...	বীদাবতী ...	নাগোর জনপদের অন্তর্গত।
১৩।	বুনহর	... ...	... ...	গোষ্ঠী ও ভূমিসম্পত্তির নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।
১৪।	নীমো	... ...	... ...	

* রাজস্থান প্রথম খণ্ড ১৮৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অবসর পান নাই। কিন্তু দুর্ব্বৃত্ত যবনগণ হিন্দুদিগের পরম শত্রু। হিন্দুদিগকে বিমল শান্তি সম্ভোগ করিতে দেখিলে তাহাদের ঘোর অস্বস্তি উপস্থিত হইত। মুসলমান সম্রাটগণ, হিন্দুদিগের শান্তিভঙ্গের চেষ্টা না করিলেও তাঁহাদের অর্থগৃধ্নু ও হিন্দুদ্বেষী সেনাপতিগণ সময়ে সময়ে হিন্দুদিগের উপর আপতিত হইয়া নানা প্রকার অত্যাচার করিত। সম্বৎ ১৫৭২ (খৃঃ ১৫১৬) অব্দের শ্রাবণ মাসের অন্যতম পর্ব্ব পার্ব্বতী-তৃতীয়া তিথিতে পীপার * নামক নগরে একটী মহোৎসব হইয়া থাকে। সেই উৎসবোপলক্ষে মারবারের নানা দিক্ হইতে অসংখ্য রাজপুতরমণী সমাগত হইয়া ভগবতী গৌরীর পূজা করিয়া থাকেন। উক্ত বৎসরের 'তিজ' মহোৎসবের † দিন রাজপুতমহিলাগণ ভগবতী ভবানীর পূজা করিতেছেন, এমন সময়ে একদল পাঠান সেনা তাঁহাদিগের উপর পতিত হইয়া অন্যূন একশত চল্লিশজন কুমারীকে হরণ করিয়া লইয়া গেল। কেহই তাহাদের গতি রোধ করিতে পারিল না। এ শোচনীয় সমাচার অচিরে শূরজমলের কর্ণগোচর হইল। ক্রোধ ও জিঘাংসায় তাঁহার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। দুরাচারদিগকে শাস্তি দিয়া কুমারীদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য তিনি নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। অধিক সেনাদল সজ্জিত করিতে হইলে পাছে বিলম্ব হয়, এই ভয়ে তিনি স্বীয় শরীর-রক্ষক দলের সহিতই পাষণ্ড পাঠানদলের অনুসরণে বহির্গত হইলেন। অতি তীব্রবেগে অবিরত গতিতে অনুধাবন করিতে করিতে শূজারাও অবশেষে তাহাদিগকে দূরে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার ক্রোধ ও জিঘাংসা দ্বিগুণতর উত্তেজিত হইয়া উঠিল। শাবককুল অপহৃত হইতে দেখিলে কেশরী যেমন প্রচণ্ড বেগে অপহারকের উপর পতিত হইয়া থাকে, আজি মারবারের অধিপতি রাও শূরজমল সেইরূপ কুমারী-হারক পাঠানদিগের উপর ভীষণ বিক্রম সহকারে পতিত হইলেন। অচিরে উভয়দলে ঘোর যুদ্ধ সংঘটিত হইল। অল্পক্ষণ যুদ্ধের পরই যবনগণ নিহত হইলে রাজপুতকুমারীগণ উদ্ধার লাভ করিলেন। শূরজমল জয়ী হইলেন। কিন্তু সে জয় তাঁহার হৃদয়শোণিতের বিনিময়ে অর্জ্জিত হইয়াছিল। যবনদিগকে সংহার করিয়া তিনি কুমারীদিগকে উদ্ধার করিলেন বটে, কিন্তু শত্রুগণ তাঁহাকে এরূপ ঘোরতর আঘাতিত করিয়াছিল যে, সে আঘাত হইতে তিনি আর অধিকক্ষণ জীবিত থাকিতে পারিলেন না। রাজপুতবালিকাদিগকে উদ্ধার করিবার

---

* রাজস্থান প্রথম খণ্ড ৬০৪ পৃষ্ঠায় পার্ব্বতী তৃতীয়ার বিবরণ দ্রষ্টব্য।

† ইহা যোধপুরের পাঁচ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। পীপার একটী সামান্য সহর; ইহাতে কিঞ্চিদধিক ১,৫০০ গৃহ বিদ্যমান আছে। এই সহরে অনেকগুলি বণিক বাস করিয়া থাকে। কথিত আছে, খৃষ্টজন্মের পূর্ব্বে অবন্তী নগরে গন্ধর্ব্বসেন নামা যে একজন প্রমার বংশীয় নৃপতি রাজত্ব করিতেন, তিনিই পীপার নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। মহাত্মা টড সাহেব এই সহরে একখানি শিলালিপি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহাতে বিজয়সিংহ ও দেলুনজি নামে দুইটী নরপতির নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহারা দুই জনেই গিহ্লোট-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং রাওল উপাধি দ্বারা অভিহিত হইতেন। ইহাতে বোধ হয় যে, গিহ্লোটগণ প্রামার নৃপতিদিগের নিকট হইতে উক্ত নগর জয় করিয়াছিলেন। এদিকে মিবারের একখানি প্রাচীন ইতিবৃত্তে দেখিতে পাওয়া যায় যে, গিহ্লোটকুল যে চতুর্ব্বিংশতি শাখায় বিভক্ত, সেই চতুর্ব্বিংশতি শাখার অন্যতম— "পীপারিয়া গিহ্লোট।"

কিছুক্ষণ পরেই তিনি সেই রণস্থলেই পতিত হইলেন। কিন্তু সে মৃত্যু, তাঁহার পক্ষে আনন্দের মৃত্যু। সেই একশত চত্বারিংশ রাজপুতকুমারী যখন তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া তাঁহার বীরত্ব কীর্ত্তন করিতে লাগিল, তখন তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। সেই অসীম আনন্দ সম্ভোগ করিতে করিতে বীর শূরজমলের আত্মা অনন্ত সুখময় অমরধামে যাত্রা করিল। রাও শূরজমলের এই অসীম বীরত্বের বিবরণ আজিও রাজস্থানের পরিব্রাজক ভট্টদিগের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়; আজিও তাঁহারা পার্ব্বতীতৃতীয়া মহোৎসবের সময় মারবাররাজের সেই অসীম বীরত্ব ও মহত্ব এবং পীপার নগরের সেই কুমারীহরণের বিবরণ উৎসাহ সহকারে গান করিয়া থাকেন।

শূরজমল পাঁচটী পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভাগ অকালে দেহত্যাগ করাতে তদীয় তনয় গাঙ্গ পিতামহের সিংহাসনে সমারূঢ় হয়েন। শূজোর অপর চারি পুত্রের মধ্যে দ্বিতীয় উদোর ঔরসে একাদশটী কুমার জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁদিগকে লইয়াই উদাবৎ সামন্ত সম্প্রদায় সৃষ্ট হয়। ইহারা মারবার ও মিবারে অনেকগুলি ভূমিসম্পত্তি প্রাপ্ত হয়েন। তন্মধ্যে নিমাজ, জয়তারম, গুন্দোচি, বীরাতিয়া ও রায়পুর প্রভৃতি কতকগুলি নগর বিশেষ প্রসিদ্ধ। তৃতীয়, শাগ একটী স্বতন্ত্র জনপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহার নাম বুরবো। এই শাগের বংশধরগণ শাগাবৎ নামে প্রসিদ্ধ। চতুর্থ, প্রয়াগ হইতে প্রয়াগোৎ গোত্র সৃষ্ট হয়। পঞ্চম, বিরামদেব। ইনি নরু নামে একটী পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। এই নরু মারবারের "পুত্র" সংজ্ঞক দেবতা মধ্যে পরিগণিত হইয়া রাজপুতগণের পূজোপচার প্রাপ্ত হয়েন। সুজোৎ নামক স্থানে ইহার একটী প্রতিমূর্ত্তি আজিও পূজিত হইয়া থাকে। নরুর বংশধরগণ নরাবৎ যোধ নামে প্রসিদ্ধ। ইহাদের একটী শাখা, হারাবতীর অন্তর্গত পাঁচপাহাড় নামক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।

রাঠোর বীর শূরজমল সম্বৎ ১৫৭২ (খৃঃ ১৫১৬) অব্দের ভাদ্র মাসে পরলোক গমন করিলে তাঁহার পৌত্র গাঙ্গ মারবারের সিংহাসনে অভিষিক্ত হয়েন। ইহাতে গাঙ্গের দ্বিতীয় পিতৃব্য শাগ তাঁহার ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দণ্ডায়মান হইলেন। শাগ আপনাকে পিতার উপযুক্ত উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিয়া আত্মপক্ষ সমর্থন এবং গাঙ্গকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য একটী উপযুক্ত সহায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। লোডীবংশীয় দৌলতখাঁ নামক যে বিশ্বাসঘাতক যবন দিল্লীশ্বর ইব্রাহিম লোডার সর্ব্বনাশ সাধন করিবার জন্য বীরকেশরী বাবরকে ভারতভূমে আহ্বান করে, সে এই সময়ে রাঠোরদিগের হস্ত হইতে নাগোর আচ্ছিন্ন করিয়া সুখে ভোগ করিতেছিল। স্বার্থান্ধ হইলে লোকের হিতাহিত জ্ঞান একেবারে তিরোহিত হইয়া যায়; এমনকি তাহারা প্রকৃত পশুর ন্যায় হইয়া পড়ে। আজি স্বার্থপর শাগের পক্ষে ঠিক তাহাই হইল। যে দৌলত খাঁ তাঁহার পিতৃপুরুষগণের জয়লব্ধ প্রাচীন নাগোরকে বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইল, আজি শাগ স্বার্থসাধনের জন্য রাঠোরকুলের সেই শত্রুর নিকটেই সহায়তা প্রার্থনা করিতে গেলেন! স্বজাতিদ্রোহী এইরূপ কাপুরুষদিগদ্বারাই ভারতের সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছে। যাহাহউক

স্বদেশবৈরী স্বার্থান্ধ শাগের দুর্ব্বৃত্ততানিবন্ধন মারবারে একটী বিষম অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত হইল। সেই অন্তর্বিগ্রহে সংলিপ্ত হইয়া আজি মহারাজ যোধের সন্তানসন্ততিগণ পরস্পরের হৃদয়শোণিত পান করিবার জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিল। মারবারের বীরগণ আজি দুই দলে বিভক্ত হইয়া দুইটী প্রতিদ্বন্দ্বী রাঠোর রাজকুমারের পতাকামূলে দণ্ডায়মান হইল। দৌলত খাঁ ইহাদের মধ্যস্থ হইয়া বিবাদ ভঞ্জন করিবার চেষ্টা করিলেন এবং মারবার রাজ্য দুইজন প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে ভাগ করিয়া দিতে চাহিলেন। কিন্তু তেজস্বী গাঙ্গ সদর্পে তাঁহার সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া অসির সাহায্যে আপন আপন অদৃষ্ট পরীক্ষা করিতে উদ্যুক্ত হইলেন। সৌভাগ্যবশতঃ তিনি মরুস্থলীর শ্রেষ্ঠ বীরদিগের সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং সে প্রচণ্ড গৃহযুদ্ধে তিনিই সম্পূর্ণ জয়লাভ করিলেন। তাঁহার ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী শাগ যুদ্ধস্থলে পতিত হইলেন এবং দৌলত খাঁ লোডী ঘোরতর ক্ষতিগ্রস্ত ও অবমানিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলেন।

প্রাপ্তরাজ্যে নিষ্কণ্টক হইয়া গাঙ্গ দ্বাদশ বৎসর নির্ব্বিবাদে রাজত্ব করিলেন। এই সময়ে বীরবর বাবরের প্রচণ্ড রণতূর্য্যনাদে সমগ্র ভারতভূমি আমূল কাঁপিয়া উঠিল। সেই ভীষণ কম্পনের সহিত দিল্লীর সম্রাট ইব্রাহিম লোডীর সিংহাসনও কম্পিত হইল, তাঁহার রাজমুকুট স্খলিত হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া গেল। এই আকস্মিক ও অভূতপূর্ব্ব বিপ্লব নিবন্ধন সমগ্র হিন্দুরাজন্য-সমাজে একটী ঘোর বিভীষিকার আবির্ভাব হইল। সকলেই রাজ্যনাশের ভয়ে বিষম ভীত হইয়া এই নবাগত প্রচণ্ড শত্রুকে দলিত করিতে মনস্থ করিলেন এবং মহারথ রাণা সংগ্রামসিংহের পতাকামূলে সমবেত হইয়া সেই ভীষণ ভারতশত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। বলা বাহুল্য যে, মারবারপতি রাও গাঙ্গও স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থ এই ভয়াবহ মহা সমরে সঙ্গের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিলেন। এই ভীষণ সংগ্রামে রাজপুতগণ যে বিস্ময়কর বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, মিবারের ইতিবৃত্তে তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রকটিত হইয়াছে। যদি রাজপুতকলঙ্ক তুয়ার শিলাদিত্য বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বাবরের পক্ষে সম্মিলিত না হইত, তাহা হইলে রাজপুতগণ নিশ্চয়ই যবনের শৃঙ্খল হইতে ভারতভূমিকে উদ্ধার করিতে পারিতেন। অন্যান্য রাজপুতদিগের ন্যায় রাঠোরগণও এই যুদ্ধে অসীম বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, এই ভীষণ সমরে তাঁহারা সেনাদলের পুরোভাগে স্থান পাইয়াছিলেন। সেই রাঠোর সেনার পরিচালনভার রাও গাঙ্গের পৌত্র বীরবালক রায়মলের হস্তে অর্পিত হইয়াছিল। রায়মল খরটো ও রত্ন নামক অপর দুইটী রাঠোর বীরের সহিত বাবরের অনলোদ্গারী কামানশ্রেণীর সম্মুখীন হইয়া অতুল বীরত্ব প্রকাশ পূর্ব্বক অবশেষে রণস্থলে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

এই নিদারুণ পুত্রশোক রাও গাঙ্গকে অধিক দিন সহ্য করিতে হয় নাই *। সেই ভয়াবহ কাল সমরের চারি বৎসর পরেই তিনি দেহ ত্যাগ করিয়া সেই দুর্ভর শোকভার

* খ্যাত প্রদত্ত কুলাখ্যান গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, বিষপানে গাঙ্গের প্রাণ বিয়োগ হইয়াছিল। কিন্তু ইহা অবিশ্বাস্য; কেননা অন্য কোন গ্রন্থেই এই বিবরণ পাওয়া যায় না।

হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। গাঙ্গের পরলোকগমনের পর মালদেব সম্বৎ ১৫৮৮ (খৃং ১৫৩২) অব্দে তৎসিংহাসনে সমারোহণ করেন। মরুস্থলীর মহামহিম নৃপতিগণের ন্যায় মালদেব মারবারের ইতিবৃত্তে একটী মহনীয় চরিত্র সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শাসনকালে মারবার যেরূপ অবস্থায় উন্নীত হইয়াছিল, তাহাতে একটু মাত্র চেষ্টা করিলেই তৎপ্রদেশকে রাজবারার অপরাপর প্রদেশের শীর্ষস্থানে উন্নীত করিতে পারা যাইত। পরন্তু রাও মালদেব সে চেষ্টারও ক্রটী করেন নাই। তিনি নিজরাজ্যে বাবরের আক্রমণ আশঙ্কা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সে আশঙ্কা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। কেননা বাবরের উৎক্রোশদৃষ্টি তখন আদৌ মরুভূমির দিকে পতিত হয় নাই। গঙ্গার শস্যশালিনী তীরভূমি পরিত্যাগ করিয়া তখন শাকতীয় মহাবীর মারবারের প্রচণ্ড বালুকারাশির দিকে মনোনিবেশ করিতে ইচ্ছা করেন নাই। ইহাতে মালদেব স্বরাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের একটী সুযোগ পাইলেন। দিল্লীশ্বরের অধিকার হইতে যে স্থলে মারবার-রাজ্য বিভক্ত হইয়াছে, সেই বিভাগরেখার উপর কতকগুলি দুর্গ অবস্থিত ছিল। দিল্লীর ভূতপূর্ব্ব রাজবংশের হস্তে সেই কয়েকটী দুর্গ ন্যস্ত ছিল। এক্ষণে তাহাদিগকে হীনবল দেখিয়া মালদেব তাহাদিগের সেই সকল দুর্গ কাড়িয়া লইলেন এবং সুদূর ধুন্দরের শিরোদেশে রাঠোরকুলের বিজয়পতাকা স্থাপিত করিলেন। তাঁহার গৌরব দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাঁহার সেই গৌরববৃদ্ধির পথে সে সময়ে একটী মাত্রও কণ্টক বিদ্যমান ছিল না। বীরকেশরী রাণা সঙ্গের পরলোকগমনে মিবাররাজ্যে যে ঘোর বিশৃঙ্খলা ও বিপ্লব উপস্থিত হয়, তাহাতে মোগল, পাঠান প্রভৃতি সকল ক্ষমতাবান্ মুসলমানই জড়িত ছিলেন; সে সময়ে মারবারের দিকে কাহারও ভ্রূকুটি পতিত হয় নাই। সুতরাং রাজা মালদেব অপ্রতিহত প্রভাবে নিজ অসীম প্রভুতা পরিচালন করিতে পাইয়াছিলেন। সেই সুযোগে বিশেষ লাভবান্ হইয়া তিনি আত্মোন্নতি সাধন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েন এবং শক্রমিত্র—যে কেহ সেই উন্নতির পথে কণ্টকস্বরূপ দণ্ডায়মান ছিল, স্বীয় অসিবলে সকলকেই স্থানান্তরিত করিয়া রাজবারার মধ্যে শ্রেষ্ঠ নরপতি হইয়া উঠিয়াছিলেন। ফেরিস্তাকার তাঁহাকে ইহা অপেক্ষা আরও উচ্চ সম্মান প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন "মালদেবই সেসময়ে হিন্দুস্থানের মধ্যে প্রধানতম প্রতাপশালী নৃপতি।"

মারবারপতি রাও মালদেব যে যথার্থই উক্ত সুনামের যোগ্য ছিলেন, তাঁহার মহনীয় চরিত্র আলোচনা করিলে তাহার সত্যতা সম্যক উপলব্ধ হইবে। রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়াই তিনি যবনগ্রাস হইতে পিতৃপুরুষদিগের অর্জ্জিত দুইটী প্রধান নগর নাগোর ও আজমির উদ্ধার করিলেন। ইহার আট বৎসর পরে (সম্বৎ ১৫৯৬ অব্দে) সিদ্ধিলদিগের অধিকার হইতে তিনি ঝালোর, শিবানো ও ভদ্রজুন নামক তিনটী জনপদ কাড়িয়া লইলেন এবং বিকার বংশধরদিগকে বিকানীরের সার্ব্বভৌম আধিপত্য হইতে বিচ্যুত করিয়া দিলেন। লূনীনদীর তীরভূমিস্থ মিবো প্রভৃতি যেসকল জনপদে রাঠোরবীর শিবজি একদা স্বীয় বিজয়পতাকা রোপণ করিয়াছিলেন, যে সকল স্থলের

অধিপতিগণ ইতিপূর্ব্বে রাঠোরকুলের শৃঙ্খল দূরে বিক্ষেপ করিয়া স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিলেন, মালদেব এক্ষণে তাঁহাদিগকে পরাস্ত করিয়া অধীনতা-নিগড়ে পুনর্ব্বার আবদ্ধ করিলেন। তাঁহার প্রচণ্ড প্রতাপ নিতান্ত অধর্ষণীয় হইয়া উঠিল। সেই অসীম প্রতাপের সম্মুখে বিশাল মরুভূমির সমস্ত অধিপতিই নতশির হইয়া পড়িলেন। যে প্রাচীন "ভূমিয়াগণ" একদা মরুস্থলীর মধ্যে দুর্দ্ধর্ষ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন, তাঁহারাও রাঠোররাজের সেই প্রতাপে সম্পূর্ণ পরাহত হইয়া তাঁহাকে মারবারের সার্ব্বভৌম অধিপতি বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন এবং আপনাদের রুধিরদানে তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন।

প্রাচীন ভূমিয়াগণ তাঁহার পদানত হইলে রাঠোররাজ মালদেব আপনার বিজয়িনী সেনা লইয়া ক্রমশঃ উত্তরভাগে অগ্রসর হইলেন এবং প্রচণ্ডপ্রতাপ ভট্টিদিগের সহিত ঘোর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া স্বীয় উন্নতির পথ আরও পরিষ্কৃত করিতে মনস্থ করিলেন। সেই যুদ্ধ ক্রমাগত অনেক দিন ধরিয়া অবিরত চলিতে লাগিল। এদিকে তিনি দুই একটী করিয়া নগর জয় ও অধিকার করিতে লাগিলেন। বিকমপুর * তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল। অম্বরের রাজধানীর দশ ক্রোশদূরবর্ত্তী চৎসু নগর অধিকার করিয়া মালদেব তাহা দুর্গপরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত করিলেন। ইতিপূর্ব্বে দেবলগণ শিরোহি অধিকার করিয়াছিলেন, কিন্তু রাঠোর রাজ তাহা এক্ষণে জয় করিয়া পুনর্ব্বার রাঠোরশাসনের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলেন। তিনি যে কেবল জিগীষা ও গৌরব-লিপ্সার বশবর্ত্তী হইয়া এই সকল গ্রাম, নগর ও জনপদ জয় করিয়াছিলেন, তাহা নহে; কিপ্রকারে এই জয়লব্ধ স্থলসমূহ সুরক্ষিত হইতে পারে, তাহারও বিশেষ আয়োজন করিতে ক্রটি করেন নাই। এতন্নিবন্ধন মারবারের চারিদিকেই দুর্গ ও উচ্চোচ্চ প্রাকার নির্ম্মিত হইতে লাগিল। যোধপুরের চারিদিক একটী সুদৃঢ় প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত হইল। বীরকেশরী যোধ স্বপ্রতিষ্ঠিত নগরের সুরক্ষণ ও শোভনোপযোগী যে সমস্ত প্রাসাদ ও সুরম্য অট্টালিকা স্থাপন করিয়াছিলেন, মালদেব তাহার কিছু উন্নতি ও সংস্কার সাধন করিলেন। শাতুলমির ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তিনি তাহার সমস্ত উপকরণে নবজিত পোকর্ণ † দৃঢ়ীকরণ করিলেন এবং তন্নগরের প্রাচীন অধিবাসীদিগকে

---

* এস্থলে ইহাঁর পিতৃপুরুষগণের একটী শাখাগোত্র বাস করিত। সে গোত্র এক্ষণে যশল্মীরের সহিত সম্মিলিত হইয়া গিয়াছে। তাহারা এক্ষণে মালদোত নামে আখ্যাত। মালদোতগণ মরুভূমির মধ্যে সাহসিকতম দস্যু বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

† ঝালামন্দ ও যোধপুরের ঠিক মধ্যপথে পোকর্ণ সংস্থিত। পোকর্ণদুর্গ সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত। ১৮১৯ খ্রীঃ অব্দের ২রা নবেম্বর দিবসে মহাত্মা টড সাহেব ঝালামন্দ হইতে যোধপুরের আসিবার সময় পথিমধ্যে পোকর্ণ ও নিমজের সর্দ্দার কর্ত্তৃক অতি সমাদরে গৃহীত হইয়াছিলেন। তদানীন্তন পোকর্ণের সামন্ত-রাজার নাম সলিমসিংহ। সলিমসিংহ, মারবারের সামন্তসমিতির মধ্যে ধনে ও প্রতাপে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ইহাঁরা কম্পাবৎ নামে প্রসিদ্ধ। কম্পাবৎগণ মারবার রাজের অধীন বটে, কিন্তু রাঠোর নৃপতিকে ইহাঁদের ভয়ে কম্পিত থাকিতে হইত। ইহাঁদের প্রচণ্ড বিক্রমে রাঠোর রাজের সিংহাসন অনেকবার বিপর্য্যস্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। সলিম সিংহের প্রপিতামহ দেবসিংহ একপ তেজস্বী ও বলদর্পিত

স্থানান্তরিত করিয়া মারবারী প্রজা দ্বারা তাহা সজ্জিত করিতে লাগিলেন। শিবানো নগরে কুণ্ডলকোট এবং ইহার সমীপবর্ত্তী ভীমলোদ শৈলকূটের শিরোদেশে ভদ্রজুন; তন্নিকটে গুণ্ডোচ, রিয়া, পীপার ও ধুনার নগরে একএকটী সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মিত হইল। প্রাচীন গড় বিটলীর (আজমিরের) যে অট্টালক অধুনা "কোটবুরুজ" নামে প্রসিদ্ধ, তাহা মালদেব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। একটী চক্রের সাহায্যে দুর্গশীর্ষে জল উত্তোলন করিয়া তিনি চলজ্জলবিজ্ঞানে পারদর্শিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। এই সকল মহদনুষ্ঠানে তাঁহার বিপুল অর্থ ব্যয় হইয়াছিল। একমাত্র মৈরতা * নগরকে দুর্গপ্রাকার দ্বারা আবদ্ধ করিতে তিনি ২৪০,০০০ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। স্বরাজ্যের শাসনোপযোগী সমস্ত ব্যয় সঙ্কুলান করিয়া মালদেব কিপ্রকারে যে, এই সকল বহু-ব্যয়সম্পন্ন ব্যাপার সংসাধন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহা ভাবিতে গেলে হৃদয় অভুতপূর্ব্ব আনন্দরসে আপ্লুত হইয়া যায়। ভট্টকবি বলিয়াছেন "রত্নগর্ভা শম্বরের অনন্ত রত্নের" সাহায্যে তিনি ঐ সকল বিপুল ব্যয়সাধ্য অনুষ্ঠান সম্পাদন করিতে পারিয়াছিলেন। ইহাতে সুস্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে, তৎকালে শম্বর হ্রদের গর্ভ হইতে প্রভূত লবণ উদ্ধৃত হইত, এবং তাহাতে বিপুল লাভ হইত। ঐ লভ্যাংশ পূর্ব্বোক্ত কার্য্যসমূহে বিনিয়োগ করিয়া রাজা স্বরাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে সক্ষম হইয়াছিলেন †।

শান্তির কুসুমময় শয্যায় শয়ন করিয়া রাঠোর বীর মালদেব ক্রমাগত দশবৎসর নির্ব্বিবাদে রাজ্য সম্ভোগ করিলেন। কিন্তু এ বিমল শান্তি সম্ভোগ তাঁহার ভাগ্যে আর অধিক দিন ঘটিয়া উঠিল না। এতদিন তিনি কেবল স্বরাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে মনো-

---

ছিলেন যে, তিনি রাজকে কিছুমাত্র ভয় করিতেন না। ইনি প্রায়ই বলিতেন, "মারবারের সিংহাসন আমার অসিকোষের মধ্যে রহিয়াছে!"

* এই নগর মুন্দরের অধিপতি রাও দুদো দ্বারা স্থাপিত হইয়াছিল। মালদেব ইহাতে একটী দুর্গ করিয়া স্বনামানুসারে 'মালকোট' নামে আখ্যাত করিয়াছিলেন। মালকোট দুর্গের ব্যাস প্রায় একক্রোশ হইবে।

† ইহার রাজ্য যে কতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল, ভট্টগ্রন্থে তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রয়োজনবোধে সেই বিবরণ নিম্নে সন্নিবেশিত হইল। যে সকল নগর ও জনপদে মালদেবের শাসন বিস্তৃত হইয়াছিল, তৎসমুদায়েরই নাম ইহার মধ্যে লিখিত হইয়াছে। যথা, শম্বর, মৈরতিয়া, খাটা, বেদনোর, লাদনু, রায়পুর, ভদ্রজুন, নাগোর, শিবানো, লোহাগড়, জয়কুলগড়, বিকানীর, বিনমহল, পোকর্ণ, বারমের, কুশোলি, রিবাশো, জাজাবার, ঝালোর, বেওলি, মুলার, নাদোল, ফিলোদি, শঙ্কর, দিদবান, চাৎসু, লোবেন, মুলার্ণ, দেবরা, ফতেপুর, অমরশির, যাবর, বানিয়াপুর, টঙ্ক, টোডা, আজমির জিহাজপুর, এবং গ্রামারকা-উদয়পুর (শিকাবতীর অন্তর্গত)। এই আটত্রিশটী জিলার অনেকগুলি ঝালোর, আজমির, টঙ্ক, টোডা ও বেদনোরের অন্তর্গত। মালদেব যে, বিশেষ প্রতাপশালী নৃপতি ছিলেন, এবং তাঁহার রাজ্য যে, রাজস্থানের অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তাহা উপরি উক্ত স্থলগুলির নাম পাঠ করিলে সুস্পষ্ট উপলব্ধ হইবে। কিন্তু এই সকলের মধ্যে কয়েকটী জিলাতে মালদেব অল্প দিনের জন্য শাসনদণ্ড পরিচালন করিতে পারিয়াছিলেন। চাৎসু, লোবেন, টঙ্ক, তোড়া ও জিহাজপুর অচিরকাল মধ্যে ইহাঁর হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া পড়িয়াছিল। বেদনোরের ভাগ্যে ঠিক এইরূপই ঘটিয়াছিল। বেদনোরে এবং ইহার অন্তর্গত তিনশত বাটটী পল্লীতেই রাঠোর প্রজা বাস করিত বটে, কিন্তু তাহারা সকলেই মৈরতা গোত্রে সমুদ্ভূত হইয়াছিল। বীরকেশরী জয়মল এই মৈরতা কুল উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। তাঁহার সময় হইতে বেদনোর মিবারের ভূমিসম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইতে লাগিল।

নিবেশ করিয়াছিলেন ; কিন্তু এক্ষণে তাঁহাকে আত্মরক্ষার্থ বিষম উদ্বিগ্ন হইতে হইল। বীরকেশরী বাবর এই সময়ে দেহ ত্যাগ করেন এবং তাঁহার পুত্র হুমায়ুন, প্রচণ্ড বীর শের শাহ কর্ত্তৃক পিতৃরাজ্য হইতে তাড়িত হইয়া আত্মরক্ষার্থে দূরদেশে পলায়িত হয়েন। কোথায় তিনি দিল্লি-সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া নিষ্কণ্টকে শাসনদণ্ড পরিচালন করিবেন, তা না হইয়া তখন তাঁহাকে সেই লব্ধ সিংহাসন হইতে বঞ্চিত হইয়া অদৃষ্টের বিপরীত স্রোতে তৃণের ন্যায় ভাসমান হইতে হইয়াছিল। সেই ভীষণ সঙ্কটকালে তাঁহাকে যে কঠোরতম যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহার বিস্তৃত বিবরণ মিবারের ইতিবৃত্তে যথাযথ বর্ণিত হইয়াছে। সেই সঙ্কটকালে শত্রুকর্ত্তৃক তাড়িত ও অনুসৃত হইয়া নিঃসহায় হুমায়ুন রাঠোরাজ মালদেবের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু মালদেব তাঁহার মুখের দিকে একবার চাহিয়াও দেখেন নাই। মালদেব ইহাতে নিতান্ত নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু যে কারণবশতঃ তিনি এরূপ নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহা আমরা বর্ণন করি নাই। মালদেব যে হুমায়ুনের প্রতি অসদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহার বিশেষ কারণ আছে। গত বিয়ানার ভীষণ সমরে মালদেবের পুত্র রায়মল বাবরের হস্তে নিহত হইয়াছেন। এ দারুণ পুত্রশোক রাঠোর রাজ সে জীবনে ভুলিতে পারেন নাই। সেই কঠোর শোকানল নির্ব্বাণ করিবার জন্য তিনি বাবরের হৃদয়-শোণিতপাত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সে ইচ্ছা আদৌ ফলবতী হয় নাই। তদবধি মালদেব বাবরের নামে শত অভিশাপ প্রদান করিতেন। হুমায়ুন বাবরের পুত্র, সুতরাং তিনি বিপন্নই হউন, আর সম্পন্নই হউন, তাঁহার সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতে মালদেবের আদৌ ইচ্ছা হয় নাই। হুমায়ুন আশ্রয়ার্থী হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে, তাঁহার অন্তরস্থ ধূমায়মান জিঘাংসা-বহ্নি প্রচণ্ড বেগে জ্বলিয়া উঠিল। তমোগুণ প্রচণ্ড প্রবল হইয়া হৃদয়ের সত্ত্বগুণকে অতিক্রম করিয়া ফেলিল ; সুতরাং তিনি একবার মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবিয়া দেখিলেন না যে, হুমায়ুন বিপন্ন ও আশ্রয়ার্থী হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। অতিথিসৎকারের এরূপ ঘোর ব্যভিচার জন্য মালদেবের যে পাপসঞ্চয় হইয়াছিল, তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইতে তিনি নিষ্কৃতি পান নাই। নিজ বলমদে মত্ত হইয়া তিনি মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবিয়া দেখেন নাই যে, সেই হুমায়ুন বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া ভারতের সার্ব্বভৌম আধিপত্যে পুনঃসমাসীন হইবেন, এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আকবর অল্পদিনের মধ্যেই অভ্যুত্থিত হইয়া সেই অসদ্ব্যবহারের উপযুক্ত প্রতিফল প্রদান করিবেন। আকবর, হুমায়ুনের সেই ঘোর দুঃখনিশার একমাত্র ধ্রুবনক্ষত্র, তাঁহার ভগ্ন হৃদয়ের একমাত্র সান্ত্বনার বস্তু। তিনি তখন মরুভূমির বালুকারাশির উপরে শুক্লপক্ষের শশিকলার ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছিলেন। সম্পদের সুখালিঙ্গনে সুপ্ত হইয়া মালদেব তখন একবার স্বপ্নেও দেখিতে পান নাই যে, সেই আকবরের হস্তে রাঠোরকুলের অদৃষ্টচক্র একদিন অর্পিত হইবে ; তাঁহার মহত্ত্ব ও উদারতার গুণে একদা সেই মালদেবের বংশধর "রাজরাজেশ্বর" উপাধি প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

আশ্রয়ার্থী হুমায়ুনের প্রতি সেইরূপ অসদাচরণ করিয়া মালদেব কোন উপকারই প্রাপ্ত হয়েন নাই, বরং ইহাতে তাঁহাকে একটী ঘোরতর বিপদে জড়ীভূত হইতে হইয়াছিল। হুমায়ুনের প্রচণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বী শের শাহ এই সূত্রে মালদেবের অবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে বিনীত করিতে ইচ্ছা করেন। আপাততঃ ইহার কারণ এই বলিয়া প্রতীত হইতে পারে যে, শেরশাহ মালদেবের প্রতাপ দেখিয়া শঙ্কিত হইয়াছিলেন। যবনরাজ যখন রাঠোর রাজের বিক্রম ও প্রতাপের বিবরণ শ্রবণ করিলেন, তখন তাঁহার মনে সহসা এই চিন্তার উদয় হইল যে, দিল্লির সমীপে সেরূপ একজন প্রচণ্ডপ্রতাপান্বিত নরপতি বিদ্যমান থাকাতে তিনি লব্ধরাজ্যে কখনই নিষ্কণ্টক হইতে পারিবেন না। এই বিষময়ী চিন্তার বিষদংশনে নিরন্তর নিপীড়িত হওয়াতে শেরশাহ মালদেবকে পরাস্ত করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন এবং সেই উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য অশীতি সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে মারবার-রাজ্য আক্রমণ করিলেন। মালদেব তাহা জানিতে পারিলেন। তিনি প্রথমতঃ তাঁহাকে কিছুই বলিলেন না, কোন প্রতিরোধই স্থাপন করিলেন না। যবনসেনা অপ্রতিহত বেগে মারবারের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। তখন রাঠোররাজ তাঁহার আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য পঞ্চাশৎ সহস্র রাজপুত সৈন্য একত্রিত করিলেন। পঞ্চাশৎ সহস্র রাঠোর বীরের অসি আজি একত্রে সম্মিলিত হইয়া দেশবৈরী যবনের বিরুদ্ধে উদ্যত হইল। কিন্তু রণবিশারদ মালদেব ক্ষিপ্রকারিতার বশবর্ত্তী হইলেন না। পরন্তু তিনি অতি সতর্কতা ও পরিণামদর্শিতার সহিত সেনাদল পরিচালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই যুদ্ধায়োজনের সুচারু কৌশল দেখিয়া শেরশাহ বিষম ভীত হইলেন। রণকৌশলে বিশেষ পারদর্শী হইলেও তাঁহার হৃদয়ে এমন ভীতির সঞ্চার হইল যে, তিনি স্বীয় সেনানিবেশকে প্রতিপদে প্রাচীর ও পরিখাদ্বারা পরিবেষ্টিত করিতে বাধ্য হইলেন। সেই পরিখাবেষ্টিত শিবিরশ্রেণীর মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া তিনি নানা প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন; একবার ভাবিলেন যদি রাজপুত হস্তে পরাজিত হইতে হয়, তাহা হইলে রণস্থল হইতে ফিরিয়া যাইবার কোন উপায়ই থাকিবে না, তাহা হইলে নিশ্চয়ই রণস্থলে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। রাজপুতগণ দিন দিন যেরূপ বল ও বিক্রম অর্জ্জন করিয়া ভীষণ-মূর্ত্তি ধারণ করিতেছিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয়ে উক্তরূপ চিন্তা উদিত হইতে পারে। যাহা হউক, শেরশাহ স্বীয় অবিমৃষ্যকারিতার বিষয় ভাবিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ হইলেন। এই-রূপ চিন্তা ও অনুশোচনায় দিন যতই অতীত হইতে লাগিল, ততই যবনরাজের সঙ্কট বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এইরূপ এক মাস অতীত হইয়া গেল। রাজপুত ও যবনগণ পরস্পরের সম্মুখে সেনানিবেশ স্থাপন করিয়া বিনাযুদ্ধেই এই এক মাস কাল অতিবাহিত করিল। ক্রমে যবনরাজের সঙ্কট ভীষণতর হইতে লাগিল। কিন্তু তিনি তাহাতে বিমূঢ় হইলেন না, বরং তাহা হইতে মুক্তিলাভের জন্য সদুপায় অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অনেক চিন্তা ও তর্কবিতর্কের পর অবশেষে তিনি অভীষ্ট-সিদ্ধির উপযোগী একটী কূট উপায় স্থিরীকরণ করিলেন। শেরশাহ রাজপুতদিগকে বিলক্ষণ চিনিতেন,—জানিতেন যে, তাঁহাদের হৃদয় অল্প আঘাতেই আহত হয়, অল্প চেষ্টাতেই অন্যদিকে নমিত হয়। এই ধারণা নিবন্ধন তিনি

রাঠোর সেনাদলের মধ্যে অনৈক্য ও অবিশ্বাস জন্মাইয়া দিতে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইলেন এবং একখানি পত্র লিখিয়া কৌশলক্রমে মালদেবের শিবিরে নিক্ষেপ করিতে মনস্থ করিলেন। সে কৌশল অল্প আয়াসেই আবিষ্কৃত ও অবলম্বিত হইল। পত্রখানি এরূপ ভাবে লিখিত হইল, যেন তাহা পাঠ করিবামাত্র রাঠোর সর্দ্দারদিগের প্রতি মালদেবের দারুণ অবিশ্বাস উদ্রিক্ত হয়। পত্র লিখিত হইলে যবনরাজ ভাবিতে লাগিলেন যে, কি প্রকারে তাহা মালদেবের সম্মুখে নিক্ষিপ্ত হইতে পারে। অল্প সময়ের মধ্যেই উপায় স্থিরীকৃত হইল। যুদ্ধ আরও কিছুদিন স্থগিত রাখিবার অনুরোধ করিয়া শেরশাহ রাঠোররাজের নিকট একটী দূত প্রেরণ করিলেন। দূত কৌশলক্রমে সেই পত্র মালদেবের পটগৃহে ফেলিয়া স্বকার্য্য সাধন পূর্ব্বক নিজস্থানে ফিরিয়া গেলেন। ইহার কিছুক্ষণ পরেই সেই কৃত্রিম পত্র মালদেবের সম্মুখে পড়িল। কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেন। তাঁহার মস্তক ঘূর্ণিত হইল, হৃদয় তাড়িতবেগে কাঁপিয়া উঠিল। তিনি চারিদিকে অন্ধকার দেখিলেন। যে সর্দ্দারদিগের উপর বিশ্বাস করিয়া তিনি সেই কঠোর কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহারা কি বিশ্বাসঘাতক? তাহারা কি তাঁহার সর্ব্বনাশ করিবার জন্য দেশবৈরী যবনের সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছে?—ইহা কি সত্য? মালদেব বিষম সন্দিহান হইলেন। সকল সর্দ্দারকেই তাঁহার বিশ্বাসঘাতক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তাঁহাদের সমস্ত উদ্যম ও উৎসাহ প্রতারণা বলিয়া তিনি মনে করিলেন।

দুই এক দিন করিয়া দেখিতে দেখিতে ক্রমে সেই নিরূপিত যুদ্ধের দিবস উপস্থিত হইল। মালদেবের বিষাদগম্ভীর বদন, জড় ও নিস্পন্দ প্রকৃতি এবং উদাস ভাবভঙ্গি দেখিয়া রাঠোর বীরগণ বিষম চিন্তিত হইলেন। কোথায় তিনি সে দিবস জলন্ত উৎসাহ-বাক্যে সকলকে উন্মাদিত করিয়া তুলিবেন, তা নয়, নির্জ্জীব ও নিস্পন্দভাবে আপনার শয্যায় শয়ান রহিলেন।—ইহার কারণ কি? সর্দ্দারগণ কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। যুদ্ধের নিরূপিত সময় উপস্থিত হইলে তাঁহারা রাজার অনুমতি চাহিলেন, কিন্তু তিনি অনুমতি দান করিলেন না। দারুণ বিস্ময় ও সন্দেহে রাঠোর সর্দ্দারদিগের হৃদয় আলোড়িত হইল। শত্রুগণ গৃহদ্বারে আসিয়া আস্ফালন করিতেছে, ইহাতে কি তাঁহারা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? তাঁহারা জীবিত থাকিতে রাঠোরকুলের সম্মানগৌরব কি যবনের পদদলিত হইবে? মালদেব কি রাঠোর নহেন? তিনি কি বীরকেশরী যোধরাওয়ের পবিত্র কুলে জন্ম গ্রহণ করেন নাই?—তবে দেহে প্রাণ থাকিতে, বাহুতে বল থাকিতে তিনি এখনও শত্রুদিগকে কেন উপেক্ষা করিতেছেন? ইহার কারণ কি? সুখের বিষয় বীর্য্যবান্ রাঠোর সর্দ্দারগণ রাজার সেই ঔদাসীন্যের প্রকৃত কারণ জানিতে পারিলেন এবং নিশ্চয় বুঝিলেন যে, বাক্যের দ্বারা সে সময় তাঁহার সে সন্দেহ অপনয়ন করিতে পারিবেন না। তখন তাঁহারা কার্য্যদ্বারা সেই সন্দেহ দূর করিতে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইলেন এবং স্ব স্ব সেনাদল লইয়া যবনসেনার উপর প্রচণ্ডবেগে আপতিত হইলেন। দ্বাদশ সহস্র রাজপুত বীর দেশবৈরী যবনের গ্রাস হইতে রাঠোর কুলের সম্মান মর্য্যাদা উদ্ধার করিবার জন্য প্রচণ্ড উৎসাহের সহিত শেরশাহের পরিখাবদ্ধ সেনানিবেশকে আক্রমণ করিলেন।

সামান্ত কৃত্রিম পরিখা তাঁহাদিগের প্রচণ্ড গতি রোধ করিতে পারিল না। তাঁহারা দলে দলে যবনসেনার উপর পড়িয়া তাহাদিগকে দলিত ও বিত্রাসিত করিতে লাগিলেন। এইরূপে যবনরাজের অনেক সৈন্ত রাঠোরদিগের শাণিত তরবারের মুখে পতিত হইল। কিন্তু যেমন এক একটী পড়িল, অমনি তত্তৎ স্থলে অপর অপর দল আসিয়া ভীষণ উৎসাহের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। ফলতঃ যবনসেনার ক্ষয় কিছুতেই প্রতীত হইল না। এদিকে প্রধান প্রধান রাঠোর বীরগণ সেই ভয়াবহ যুদ্ধে পতিত হইতে লাগিলেন। ক্রমে রাঠোরবল অনেক পরিমাণে কমিয়া আসিল, রাঠোরসেনা ক্রমশঃ উন্মূলিত হইবার উপক্রম হইল। রাঠোর সর্দ্দারগণের সেই অসীম আত্মত্যাগ দেখিয়া রাজা মালদেবের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি প্রতারিত হইয়াছেন। কিন্তু তখন অসময়; অসময়ে কুম্ভকর্ণের মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইল, আজি তাঁহার অধঃপতন অনিবার্য্য। রাঠোরসেনা প্রায় উন্মূলিত হইয়াছে, যবনসেনা তখনও যেন অক্ষতদেহে যুদ্ধ করিতেছে। রাঠোরদিগের জয়ের আর কোন সম্ভাবনাই নাই। দেখিতে দেখিতে হিন্দু মুসলমানে যুদ্ধ ভীষণতর হইয়া উঠিল। সেই বৃহতী রাঠোরবাহিনীর অবশিষ্ট কতিপয় সৈনিক বিস্ময়কর বীরত্ব প্রকাশ করিয়া রণস্থলে প্রাণ উৎসর্গ করিলেন। মালদেব পরাজিত হইলেন। তিনি নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিলেন যে, নিজ দুর্বুদ্ধিতাদোষে তাঁহাকে এই ঘোর পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। সর্দ্দারগণের কঠোর ভর্ৎসনা ও অনুতাপের নরকযন্ত্রণায় তাঁহার হৃদয় নিপীড়িত হইতে লাগিল। তিনি যদি সর্দ্দারদিগকে সেইরূপ অবিশ্বাস না করিতেন, যদি তিনি নিজ বীরত্বে তাঁহাদের উৎসাহবহ্নি সন্ধুক্ষিত করিয়া তুলিতেন, তাহা হইলে পাঠানসিংহ শেরশাহকে মরুভূমির বালুকারাশিতে নিশ্চয়ই সমাধিপ্রাপ্ত হইতে হইত। রাঠোরগণ যে, এই ভয়াবহ সমরে অসীম বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা শেরশাহ স্বমুখে স্বীকার করিয়াছেন। সেই সঙ্কট হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলে তিনি বলিয়াছিলেন "মুষ্টিমেয় যবের জন্য ভারত সাম্রাজ্য আমার হস্তচ্যুত হইবার উপক্রম হইয়াছিল *।"

এই শোচনীয় ও ঘোরতর পরাজয়ে রাঠোর রাজ মালদেব যে বিষম মনোবেদনা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা হইতে শীঘ্র তিনি মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই। সেই দারুণ অবমাননার পরেও তিনি অনেক দিন জীবিত ছিলেন। স্বীয় জীবিতকালের মধ্যে তিনি দিল্লিসিংহাসনে দুইটী স্বতন্ত্র রাজবংশকে আসীন হইতে দেখিলেন। প্রথম লোড়ীবংশের অধঃপতনের সহিত শাকতীয় বংশের অভ্যুত্থান; আবার সে বংশকে অধঃপাতিত করিয়া পাঠান শেরশাহীন বংশের অধিরোহণ। এই দুইটী রাজবংশের অভ্যুত্থান ও পতনের সহিত ভারত সাম্রাজ্যে দুইটী প্রচণ্ড বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল। কিন্তু শেরশাহ অধিক দিন ভারতের সার্ব্বভৌম আধিপত্য সম্ভোগ করিতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরেই হুমায়ুন স্বরাজ্য উদ্ধার করিয়া লইলেন †। যদি হুমায়ুনের জীবন আরও

* ইহাদ্বারা মারবারের ভূমির অনুর্ব্বরতা এবং রাজ্যের দরিদ্রতা সূচিত হইতেছে।

† শেরশাহের মৃত্যুর পর দুইজন মুসলমান নরপতি দিল্লিসিংহাসনে সমাসীন হইয়াছিলেন; প্রথম সেলিম শাশুর; দ্বিতীয়, মহম্মদ আদিল শাহ।

কিছুকাল স্থায়ী হইত, তাহা হইলে রাঠোরগণ সমূহ শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতে পারিতেন; কেননা হুমায়ুন যেরূপ শান্তস্বভাব ও অহিংসাপরায়ণ ছিলেন, তাহাতে রাজপুতগণ নির্ব্বিবাদে আপনাদের রাজ্যের উন্নতি সাধন করিতে অক্ষম হইতেন। কিন্তু তাঁহাদের দুর্ভাগ্য, তাই হুমায়ুন রাজমুকুটোদ্ধারের অল্প কাল পরেই দেহত্যাগ করিলেন *। তাঁহার মৃত্যুর পরই বীরবালক আকবরের রোষবহ্নি বজ্রানলতেজে মারবারের উপর পতিত হইয়া মালদেবের আশালতাকে দগ্ধ করিয়া ফেলিল। সম্বৎ ১৬১৭ (খৃঃ ১৫৬১) অব্দে বীরবালক আকবর একটী বিশাল সেনাদল লইয়া মারবারের অন্তর্গত মালকোটদুর্গ অবরোধ করিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, অল্প আয়াসেই দুর্গ হস্তগত করিতে পারিবেন। কিন্তু যখন তিনি দুর্গবাসিগণের বিক্রম ও রণনৈপুণ্য দেখিলেন; তখন তাঁহার সে মনোভাব অন্তর্হিত হইল। ঘোরতর যুদ্ধ ও উভয় পক্ষে প্রভূত শোণিতপাতের পর দুর্গ আকবরের হস্তগত হইল। হতাবশিষ্ট রাঠোর সৈন্যগণ যখন দেখিল যে, মোগল-আক্রমণ হইতে দুর্গ-রক্ষার কোন উপায় নাই, তখন তাহারা শত্রুপক্ষের সেনানিবেশ ভেদ করিয়া নিরাপদে রাজসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। মৈরতা হস্তগত হইলে বিজয়ী আকবর আপনার প্রচণ্ড সেনা নাগোরের দিকে চালিত করিলেন। উক্ত নগরও তাঁহার হস্তে পতিত হইল। তখন তিনি নবজিত নগরদ্বয় এবং তৎসম্বলিত ভূমিমণ্ডলীকে বিকানীর-রাজ রায়সিংহের করে অর্পণ করিলেন।

আকবরের প্রতাপ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাঁহার সেই বিবর্দ্ধমান প্রতাপের সম্মুখে রাজপুতচূড়ামণি বীরকেশরী প্রতাপ ভিন্ন প্রায় সকল রাজপুত্রেরই মস্তক অবনত হইয়া পড়িল। অনেকেই ষোড়শোপচারে তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। রাজপুত রাজন্যসমাজে এ প্রথা এক প্রকার সংক্রামক হইয়া পড়িল। দুঃখের বিষয়, রাঠোররাজ মালদেবও এই সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হইলেন। কিন্তু তিনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কখনই আকবরের নিকট মস্তক অবনত করেন নাই। ঘটনাস্রোতের ঘোর আবর্ত্তে পতিত হইয়াই তাঁহাকে সে অবজ্ঞান সহ্য করিতে হইয়াছিল। তদনুসারে ১৬২৫ (খ্রীঃ ১৫৬৯) অব্দে মালদেব নানাপ্রকার উপহার দিয়া স্বীয় উপস্থিত দ্বিতীয় পুত্র চন্দ্রসেনকে আকবরের নিকট প্রেরণ করিলেন। মোগল সম্রাট তখন আজমীরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। মারবাররাজ যে স্বয়ং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না, ইহাতে আকবর তৎপ্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহার মনে দৃঢ় ধারণা হইল যে, গর্ব্বিত মালদেব তাঁহাকে অবমাননা করিবার জন্যই স্বয়ং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন না। অতএব এ দর্প ও অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য রায়সিংহকে শুদ্ধ বিকানীরের স্বাধীন অধিকার প্রদান করিয়া ক্ষান্ত রহিলেন না, এমন কি যোধপুরের ফর্ম্মাণ এবং সমগ্র রাঠোরকুলের উপর আধিপত্য অর্পণ করিলেন।

---

* হুমায়ুনের একখানি জীবনী এডিনবারার মেজর মুলের পুস্তকাগারে দেখিতে পাওয়া যায়। পারস্যরাজ্যে হুমায়ুনের অজ্ঞাতবাসকালে ইহা তাঁহার জনৈক করঙ্কবাহী কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছিল।

চন্দ্রসেন গর্ব্বিত রাঠোরকুলের উপযুক্ত রাজপুত্র। পিতার আদেশক্রমে তিনি আকবরের শিবিরে উপস্থিত হইলেন বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার আদৌ মন ছিল না। জন্মভূমির স্বাধীনতা এবং রাঠোরকুলের মানসম্ভ্রমকে তিনি প্রাণাপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান্ জ্ঞান করিতেন এবং স্বীয় জীবনের বিনিময়ে সেই স্বাধীনতা ও মান সম্ভ্রমকে অব্যাহত রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার অগ্রজ উদয়সিংহ আত্মমর্য্যাদায় জলাঞ্জলি দিয়া স্বাধীনতার সুবর্ণপ্রতিমাকে স্বহস্তে বিসর্জ্জন করিয়া আকবরের পদানত হইলেন, তেজস্বী চন্দ্রসেন তাঁহাকে অগ্রজ বলিয়াই স্বীকার করিতে সম্মত হইলেন না, এমন কি তাঁহার অভিষেকে পাছে রাঠোরকুলের উন্নত মস্তক অবনত হয়, এই ভয়ে প্রাণসত্ত্বে তাঁহাকে মারবারের সিংহাসনে উপবেশন করিতে দিলেন না। অনেক তেজস্বী ও বীর্য্যবান্ রাঠোর সামন্ত তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিলেন। সেই সমস্ত বিশ্বাসী ও স্বাধীনচেতা সর্দ্দারের সহিত তিনি স্বীয় স্বত্ব এবং স্বাধীনতা দৃঢ় রাখিতে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইলেন। রাজধানী যোধপুর হইতে বিতাড়িত হইবার পর তিনি সেই সকল বিশ্বস্ত সর্দ্দারের সহিত মারবারের পশ্চিম প্রান্তস্থিত শিবানো নামক স্থলে গমন করিলেন এবং তথায় কঠোর উদ্যম ও অধ্যবসায়ের সাহায্যে স্বাধীনতা সংরক্ষা করিতে লাগিলেন।

রাঠোরবীর চন্দ্রসেন রাজধানী হইতে বিতাড়িত হইলেন বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া তিনি নিজ স্বত্ব ত্যাগ করিলেন না। তাঁহার মনে দৃঢ় ধারণা ছিল, যে, রাজসিংহাসন লাভ করিতে পারিলে তিনি যবনের বিরুদ্ধে স্বদেশের স্বাধীনতা অটল রাখিতে পারিবেন। জীবনতোষিণী আশার মোহিনী মূর্ত্তিতে বিমোহিত হইয়া তিনি মুহূর্ত্তের জন্যও উক্ত ধারণা ত্যাগ করেন নাই। এই ধারণা নিবন্ধন তিনি পিতৃসিংহাসন অধিকার করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তাঁহার সহায় ও সম্বল অল্প—সেনাবল মুষ্টিমেয় বলিলেও হয়। কিন্তু উদয়সিংহের বিপুল সহায়বল, বিশেষতঃ স্বয়ং রাজা মালদেব তাঁহার প্রধান পৃষ্ঠপূরক। তথাপি তেজস্বী চন্দ্রসেন আশা ত্যাগ করিতে পারিলেন না। সেই দূর শিবানো নগরে কতিপয়মাত্র সহচর সমভিব্যাহারে ক্রমাগত সপ্তদশ বৎসর ধরিয়া তিনি জ্যেষ্ঠ উদয়সিংহের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কঠোর কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ রহিলেন। সুখের বিষয় তিনি নিজ অভিসন্ধি অনেক পরিমাণে সুসিদ্ধ করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার অসীম গুণরাশিতে বিমোহিত হইয়া অনেক রাঠোর তাঁহাকে রাজযোগ্য সম্মান প্রদান করিতে লাগিল। ক্রমে সমগ্র রাঠোর সমিতি দুইভাগে বিভক্ত হইতে চলিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ চন্দ্রসেন সে সম্মান অধিক দিন ভোগ করিতে পাইলেন না। সপ্তদশ বৎসর অতীত হইতে না হইতেই তিনি প্রচণ্ড যবনাক্রমণ* হইতে রাঠোরকুলের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য অসি ধারণ করিলেন এবং রণস্থলে জীবনোৎসর্গ করিয়া স্বদেশপ্রেমিক বীরগণের ন্যায় অমরত্ব লাভ করিতে সক্ষম হইলেন। তৎকালে তাঁহার তিনটী পুত্র জীবিত ছিল। উগ্রসেন, ঐশকর্ণ ও রায়সিংহ। শেষোক্ত রাজপুত্র, শিরোহীর প্রসিদ্ধ বীর রাও শুরতানের সহিত এক ভীষণ দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সেই যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করিতে পারেন নাই। রাও

* মোগলসেনার গ্রাস হইতে শিবানো নগর রক্ষা করিতে গিয়া তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত হয়েন।

শূরতান তাঁহাকে এবং তাঁহার চতুর্ব্বিংশতি সর্দ্দারকে দত্তানী নামক স্থানে নিহত করিয়াছিলেন *।

রাঠোর-রাজ মালদেবের চরম জীবন এইরূপ সংঘর্ষে নিপীড়িত হইয়াছিল। ইহাতেও তিনি নিষ্কৃতি পান নাই। ইহার উপর আবার স্বনগর-রক্ষার্থ তাঁহাকে অসিধারণ করিতে হইল। বিকানীরের রায়সিংহের হস্তে মারবার রাজ্যের ফার্ম্মণ প্রদান করিয়া মোগল সম্রাট আকবর নিশ্চিন্ত রহিলেন না, অবশেষে যোধপুর আক্রমণ করিলেন। মালদেব কাপুরুষ নহেন যে, মোগল সম্রাটের ভ্রূকুটিতে ভীত হইয়া বিনা বিবাদে তাঁহার হস্তে আত্ম সমর্পণ করিবেন। মোগল অনীকিনী আসিয়া নগর অবরোধ করিলে তিনি প্রাণপণে আত্মরক্ষার্থে চেষ্টিত হইলেন এবং অতুল সাহস ও বিক্রমের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টাই বৃথা হইল। মোগলের অনন্ত সেনাদলের বিরুদ্ধে তিনি আত্মরক্ষা করিতে পারিলেন না। তাঁহার আশাভরসা সমস্তই ফুরাইয়া গেল। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, জীবনসত্ত্বে গর্ব্বিত রাঠোরকুলের উন্নত মস্তককে যবনচরণে অবনত হইতে দিবেন না। কিন্তু তাঁহার সে আশা ফলবতী হইল না। যে রাঠোরকুল ক্রমাগত তিন চারিশত বৎসর ধরিয়া অপ্রতিহত প্রভাবে শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়া আসিতেছে, আজি তাহার উন্নত মস্তক অবনত হইয়া পড়িল, আজি মুসলমানের চরণে সেই গর্ব্বোন্নত মস্তক অবলুণ্ঠিত হইল। তথাপি মারবারে রাঠোর প্রভুতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার উপায়ান্তর না দেখিয়া মালদেব, আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন এবং স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র উদয়সিংহকে মোগলসম্রাটের নিকট প্রেরণ করিলেন। বিজয়ী আকবর রাজপুত্রের পূজোপচারে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এক সহস্রের সৈনাপত্যে অভিষেক করিলেন।

যেদিন যবনচরণে গর্ব্বিত রাঠোরের উন্নত মস্তক এইরূপে অবনত হইল, সেইদিন তেজস্বী মালদেব হৃদয়ে যে বিষম আঘাত প্রাপ্ত হইলেন, তাহা হইতে আর নিষ্কৃতি পাইলেন না। সেই নিদারুণ মনোবেদনায় নিপীড়িত হইয়া তাঁহাকে শীঘ্র ইহলোক পরিত্যাগ করিতে হইল। ইহাতে তিনি একটী ঘোরতর অপমান হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। তাঁহার পরলোকগমনের অব্যবহিত পরেই উদয়সিংহ মোগলসম্রাট আকবর কর্তৃক মারবাররাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন এবং তাহার কিয়ৎকাল পরেই তৎকরে আপন ভগিনীকে অর্পণ করিয়া প্রভুর প্রসাদ লাভ করিলেন। রাজপুত হইয়া দেশবৈরী ও বিধর্ম্মীর করে কন্যাভগিনী অর্পণ করা ঘোর অপমানকর বলিতে হইবে। বিশেষতঃ বিশুদ্ধ রাঠোরকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া উদয়সিংহ যে, এরূপ ঘৃণ্য ও অবমানকর কার্য্যে হস্তার্পণ করিবেন, ইহা কোন রাজপুত স্বপ্নেও ভাবেন নাই। মালদেবের অনেক পুণ্যবল বলিতে হইবে যে, এ ঘোরতর অপমান তাঁহাকে সহ্য করিতে হয় নাই। তাঁহার হৃদয়

* উভয় পক্ষেই কতিপয় বীর একত্র হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সেই দুই পক্ষে দুইটী বীর বংশ ;—একদিকে যেমন রাঠোর, অপর দিকে সেইরূপ চোহানকুলের অন্যতম শাখাকুল দেবর।

যেরূপ উচ্চ ও মহৎ, তাহাতে তিনি প্রাণসত্ত্বে এরূপ হেয় জঘন্য প্রস্তাবে অনুমোদন করিতেন না। জীবনের গৌরবময় মধ্যাহ্নকালে তিনি রাজস্থানের চারিদিকে যে অসীম জয়গৌরব অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহার জলন্ত জ্যোতির সহিত তুলনা করিতে গেলে তাঁহার চরম জীবন বিষাদময়ী তামসী নিশা বলিয়া সুস্পষ্ট প্রতীত হইয়া থাকে। বিধাতার কঠোর বিধানানুসারে গর্ব্বোন্নত রাঠোরকুল অবনত হইয়া পড়িল বটে; কিন্তু তাহাতে মালদেবের মহনীয় চরিত্র অণুমাত্রও কলঙ্কিত হয় নাই। মালদেব স্বীয় সমকালীন রাজপুতদিগের মধ্যে একজন সাহসিক ও প্রচণ্ডবিক্রান্ত নরপতি ছিলেন। যদি তিনি আরও কিছুদিন জীবিত থাকিয়া যৌবনের প্রচণ্ড পরাক্রম অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিতেন, তাহা হইলে বীরচূড়ামণি রাণা প্রতাপসিংহের সহিত একতাবদ্ধ হইয়া উদীয়মান মোগল বিক্রমের বিরুদ্ধে রাজপুতজাতির স্বাধীনতা ও গৌরবগরিমা অটল রাখিতে সক্ষম হইতেন। কিন্তু মারবারের নিতান্ত দুর্ভাগ্য, তাই বীরকুলতিলক প্রতাপের অবদান পরম্পরা আরব্ধ হইবার প্রাক্‌কালেই রাঠোরবীর মালদেব মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

মহারাজ মালদেব দ্বাদশ পুত্র রাখিয়া সম্বৎ ১৬৭১ (খৃঃ ১৬১৫) অব্দে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। সেই দ্বাদশ পুত্রের নাম ও বিবরণ নিম্নে প্রকটিত হইল।

১। রামসিংহ, জনককর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়া মিবারপতি রাণার নিকট যাইয়া আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি সাতপুত্র লাভ করিয়াছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে পঞ্চম কিশুদাসের স্বল্পমাত্র বিবরণ পাওয়া যায়। কিশুদাস বুলীমহেশ্বর নামক স্থানে অবস্থিত হয়েন।

২। রায়মল্ল, বিয়ানাসমরে নিহত হইয়াছিলেন।

৩। উদয়সিংহ, মারবারের অধিপতি।

৪। চন্দ্রসেন, (ঝালাবংশীয় মহিষীর গর্ভে সমুদ্ভূত) ইহাঁর বিবরণ ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। চন্দ্রসেন তিনটী পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ উগ্রসেন, বিনাই নামক স্থলে আধিপত্য প্রাপ্ত হয়েন। উগ্রসেনের আবার তিনপুত্র, কর্ণ, কাণজি ও কাহ্নন।

৫। ঐশকর্ণ, ইহাঁর বংশ আজিও জুনিয়া নামক স্থানে বিদ্যমান রহিয়াছে।

৬। গোপালদাস, ইদর নগরে নিহত হয়েন।

৭। পৃথ্বীরাজ, ইহাঁর বংশধরগণ অধুনা ঝালোরে জীবিত রহিয়াছেন।

৮। রতনসিংহ, ইহাঁর বংশ এক্ষণে ভদ্রজুনে।

৯। ভৈরাজ, ইহাঁর বংশ এক্ষণে আহারীতে।

১০। বিক্রমজিৎ }
১১। ভান } ইহাঁদের কোন বিবরণই কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না।
১২। — }

চতুর্থ অধ্যায়।

মারবারের নৃপতিগণের অবস্থার পরিবর্ত্তন;—উদয়সিংহের অভিষেক;—অতীত ঐতিহাসিক বিবরণ;—মারবারের ইতিবৃত্তে তিনটী প্রধান যুগের অবতারণা;—যোধরাওয়ের প্রতিষ্ঠিত সামন্তপ্রথা;—রাজপুতানার পক্ষে উদয়সিংহ নামের অহিতকারিত্ব;—আকবরের হস্তে উদয়সিংহের নিজ ভগিনী যোধবাইকে অর্পণ;—রাঠোর সমাজে এই বিবাহের ফলাফল;—রাঠোররাজকুমারগণের শৈশব কালের শিক্ষা;—উদয়সিংহের ব্রাহ্মণকুমারী-হরণের চেষ্টা;—অভিতপ্ত ব্রাহ্মণের ভীষণ হোম;—ব্রহ্মশাপে উদয়সিংহের মৃত্যু;—উদয়সিংহের সন্তানসন্ততিগণ।

যে দিন রাঠোরবীর মালদেব ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন, সেই দিন রাঠোর কুলের ভাগ্যতরঙ্গ অপরদিকে প্রবাহিত হইল, সেইদিন মারবারের ইতিবৃত্তে এক নূতন যুগের অবতারণা হইল। সেইসঙ্গে রাঠোর সামন্তগণেরও অবস্থা অনেক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়িল। এতদিন তাঁহাদের ইচ্ছা শিবজির বংশধরদিগের বাসনার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিত, অথবা তদ্দারা সম্পূর্ণভাবে পরিচালিত হইত; এতদিন যাঁহাকে তাঁহারা মারবারের সার্ব্বভৌম অধিপতি বলিয়া গর্ব্ব করিতেন, আজি ভাগ্যদোষে সেই রাজার উপর আর এক জনকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিতে হইল। রাঠোরকুলের যে "পঞ্চরঙ্গিণী" পতাকা এতদিন শিবজির বীর বংশধরদিগের উন্নত মস্তকোপরি উড্ডীন হইয়া অমরকোটের অনন্ত বালিয়াড়ি হইতে লবণসরোবর শম্বর পর্য্যন্ত এবং গারার সমীপবর্ত্তী মরুভূমি হইতে আরাবল্লির উন্নত শৈলপ্রাকার পর্য্যন্ত রাঠোরকুলের বিজয়-বার্ত্তা ঘোষণা করিত, আজি তাহাকে অধঃক্ষিপ্ত করিয়া তাহার মস্তকোপরি মোগলের অর্দ্ধচন্দ্রশোভিত বিজয়বৈজয়ন্তী সগর্ব্বে উদ্যত হইল। আর সে উন্নত পঞ্চরঙ্গিণীর সে দীপ্তি নাই, সে তেজ নাই, সে জ্বলন্ত জ্যোতি নাই; সকলই যেন নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে; সমস্তই যেন ফুরাইয়া গিয়াছে! যেন এ রাঠোরকুল সেই মহাপুরুষ শিবজির বংশ নহে, যেন সেই বীরকেশরী যোধের বিকট শবসাধনার অমৃতময় ফল নহে। নতুবা তাঁহারা অসির সাহায্যে যে মারবারের আধিপত্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন, আজি পরের অনুমতি লইয়া সেই মারবারের সিংহাসনে ইহাঁদিগকে আরোহণ করিতে হইবে কেন? নতুবা ইহাঁদিগকে পরের প্রসাদলাভের জন্ত জীবন ও জীবনসর্ব্বস্ব স্বাধীনতাকে বিক্রয় করিতে হইবে কেন? তাই বলিতেছি মারবারের ইতিবৃত্তে আজি এক নূতন যুগের অবতারণা হইল, রাঠোরকুলের ভাগ্যতরঙ্গ বিপরীত দিকে প্রবাহিত হইল। এক কালের স্বাধীন রাঠোর আজি যবনচরণে শৃঙ্খলিত দাস; এক কালের উন্নত মারবার আজি অধঃপতিত, আজি ভূমিতলে দীনবেশে লুণ্ঠিত! এই বর্ত্তমান সমালোচ্য কাল হইতে রাঠোর কুলের ভাগ্যচক্র মোগলের ভ্রূবিলাসে চালিত হইতে লাগিল, তাঁহাদের ভাবী উত্তরাধিকারিগণ রাঠোরসেনা লইয়া জেতার আদেশানুসারে স্ব স্ব হৃদয়শোণিত নিঃসারিত করিতে লাগিলেন।

এখন হইতে সম্রাটের ইচ্ছানুসারে তাঁহাদের অদৃষ্টচক্র পরিচালিত হইতে লাগিল; তাঁহাদের অবদান-পরম্পরা দর্শনে আনন্দিত হইয়া সম্রাট তাঁহাদিগকে রাজসম্মান প্রদান করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, যদি নীচ ও জঘন্য পরিচর্য্যাই পদোন্নতির প্রধান সোপানস্বরূপ হইত, যদি ক্রীতদাসের ন্যায় প্রভুপদ লেহন করিলেই উন্নতির পথ পরিষ্কৃত হইত, তাহাহইলে রাঠোর নৃপতিগণ কখনই রাজসরকারে উচ্চপদ লাভ করিতে পারিতেন না, তাহাহইলে উদয়সিংহ সর্ব্বপ্রথম যে "মনসব" পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা হইতে তাঁহার বংশধরগণ আর উন্নত হইতে সক্ষম হইতেন না। রাজপুত স্বভাবতঃ তেজস্বী, বিশেষতঃ রাঠোরদিগের তেজস্বিতা ও ঔদ্ধত্য প্রচণ্ড প্রবল। অদৃষ্টদেবের কঠোর অনুশাসনে তাঁহারা স্বাধীনতা হইতে বিচ্যুত হইলেন বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া আপনাদের স্বাভাবিক তেজস্বিতা পরিত্যাগ করিলেন না। এই প্রকৃষ্ট গুণের প্রভাবেই তাঁহারা সম্রাটের সমস্ত সামন্তবর্গের দক্ষিণ হস্ত অধিকার করিয়াছিলেন, মারবারের বিস্তৃত মরুভূমিকে রত্নালঙ্কারে বিভূষিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতে রাঠোর রাজকুমারগণ কখন মুহূর্ত্তের জন্যও হৃদয়ের শান্তি লাভ করিতে পারেন নাই। সম্রাটের ষট্‌সপ্ততি সামন্তের উপর উচ্চ সম্মান প্রাপ্ত হইলেও, গোলকুণ্ড ও বিজয়পুরের অনন্ত রত্নভাণ্ডারের কিয়ৎপরিমাণ লাভ করিয়া মরুময় যোধপুরকে অমরনগরে পরিণত করিতে পারিলেও তাঁহারা একদিনের জন্যও সুখী হইতে পারেন নাই। কেননা তাঁহারা জানিতেন যে, তখন তাঁহারা পরাধীন, এবং অমূল্য রত্ন স্বাধীনতার বিনিময়েই সেই সমস্ত অকিঞ্চিৎকর ধনরত্ন লাভ করিতে পারিয়াছেন। এই দৃঢ় প্রতীতি যখন দৃঢ়তর হইত, তখন তাঁহারা একবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিতেন, এবং সম্রাট-প্রদত্ত সম্মান মর্য্যাদাকে বিষবোধে শতধিক্কার প্রদান করিতেন। সে সময়ে সম্রাট স্বয়ং তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত থাকিলেও তাঁহাদের সেই প্রচণ্ড মনোবেগকে রোধ করিতে পারিতেন না।

রাঠোররাজ মালদেব সম্বৎ ১৬২৫ অব্দে পরলোক গমন করেন। তিনি স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র উদয়সিংহকে নিজ উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়াছিলেন। কিন্তু ভট্টগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তেজস্বী চন্দ্রসেন যতদিন জীবিত ছিলেন, উদয়সিংহ ততদিন রাজা বলিয়া সকলের দ্বারা স্বীকৃত হয়েন নাই। উদয়সিংহ যে, কাপুরুষোচিত উপায় অবলম্বন করিয়া দিল্লীশ্বরের হস্তে স্বীয় ভগিনীকে অর্পণ করিয়াছিলেন, তাহাতে রাজ্যের প্রধান প্রধান সামন্ত তাঁহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া চন্দ্রসেনের পক্ষ অবলম্বন করেন। যাহা হউক, উদয়সিংহের রাজত্ব সমালোচনা করিবার পূর্ব্বে আমরা একবার মারবারের অতীত ঘটনা অনুশীলন করিয়া দেখিব। যে সময়ে রাঠোরবীর শিবজি পিতৃপুরুষদিগের লীলানিকেতন কনোজরাজ্য পরিত্যাগ করিলেন, সেই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান সমালোচ্য কাল পর্য্যন্ত মারবারের ইতিবৃত্তে আমরা তিনটী প্রধান যুগের অবতারণা দেখিতে পাই। সেই যুগত্রয় নিম্নলিখিত ক্রমানুসারে বিভক্ত হইল:—

১ম। ক্ষীররাজ্যে শিবজির আগমন (১২১২ খৃঃ অব্দ) হইতে চণ্ডকর্ত্তৃক মুন্দর-জয় (১৩৮১ খৃঃঅব্দ) পর্য্যন্ত ;

২য়। মুন্দর-জয় হইতে যোধপুর-স্থাপন (১৪৫৯ খৃঃঅব্দ) পর্য্যন্ত ; এবং

৩য়। যোধপুর-প্রতিষ্ঠা হইতে উদয়সিংহের অভিষেককাল (১৫৮৪ খৃঃ অব্দ) পর্য্যন্ত।

এই কিঞ্চিদূন চারি শতাব্দীর মধ্যে রাঠোরকুলের ভাগ্যতরঙ্গ কোন্ কোন্ দিকে প্রবাহিত হইয়াছে, আমরা এক্ষণে তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। আমরা দেখিতে পাই যে, প্রাচীন "ভূমিয়া" দিগের নিকট হইতে মরুভূমির পশ্চিম ভাগ জয় করিতে প্রথম দুইটী যুগ অতিবাহিত হইয়াছে। সে সময়ে তাঁহাদিগকে সেই সঙ্কীর্ণ প্রদেশ লইয়াই পরিতৃপ্ত থাকিতে হইয়াছিল। পরিশেষে চৌহানদিগের অধঃপতনে চণ্ড কর্ত্তৃক যে সময়ে মুন্দরনগর অধিকৃত হইল, সেই সময়ে লূনী নদীর উভয় তীরস্থ উর্ব্বর ভূমি সকল রণমল ও যোধের পুত্রগণের ভোগ্য হইয়া উঠিল। তাহার পর যোধপুর-স্থাপন। ইহাতে পুরাতন নগর পরিত্যক্ত হইয়া রাঠোরকুলের রাজপীঠ নবপ্রতিষ্ঠিত যোধপুরে অন্তরিত হইল। রাজপুতগণ স্বভাবতঃ স্থিতিশীলতার অনুরাগী ; বিশেষতঃ ইঁহারা সহসা রাজধানী পরিবর্ত্তন করিতে চাহেন না। রাজধানী-পরিবর্ত্তনের সহিত রাজপুত নৃপতিগণের আভ্যন্তরীন্ শাসনবিধি ও কৌলিক উপাধির প্রায়ই পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। রাজপুত সমাজে ইহা একটী চিরন্তন নিয়ম। মারবার-ইতিবৃত্তে এই নিয়মের ব্যভিচার দেখিতে পাওয়া যায় না। যোধ স্বনামে যোধপুর প্রতিষ্ঠা করিলেন। মারবারের ইতিবৃত্তে একটী অভিনব যুগের অবতারণা হইল, রাঠোরকুলের আভ্যন্তরীন্ শাসনবিধির পরিবর্ত্তন ঘটিল। যোধের ত্রয়োবিংশ ভ্রাতা। উপযুক্ত উত্তরাধিকারীর অভাবে সিংহাসন অপর কোন দায়াদের হস্তে অর্পিত হইতে পারে ; কিন্তু যোধ নিয়ম করিয়াছিলেন যে, তাঁহার বংশধর ভিন্ন আর কেহই যোধপুরের সিংহাসন প্রাপ্ত হইবেন না। বিশেষতঃ যে সমস্ত রাঠোর মারবার-রাজের সামন্ত মধ্যে পরিগণিত হইলেন, তাঁহারা ত কখনই রাঠোরকুলের শাসনদণ্ড পরিচালন করিতে পাইবেন না। রাজপুত শাসননীতির ইহা একটী বিচিত্র ভাব।

যোধরাও জানিতেন যে, রাঠোর বীর শিবজির বংশধরদিগের মধ্যে তিনিই প্রধান প্রতিষ্ঠাবান্ নরপতি ; আপনার উচ্চতম প্রতিপত্তির বিষয় ভাবিয়া তিনি মনে মনে গর্ব্বিতও হইয়াছিলেন। কতক গর্ব্ব এবং কতক প্রয়োজনের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি স্বরাজ্যের সামন্তপ্রথাকে নূতন আকারে গঠিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়েন এবং উপ-সামন্তদিগের ভূমিবৃত্তিগুলি একটী নিয়মিত সীমায় আবদ্ধ করিবার জন্য উপযুক্ত নিয়মাবলি বিধিবদ্ধ করেন। তাঁহার জনক রণমলের চতুর্ব্বিংশতি এবং নিজের চতুর্দ্দশ পুত্রগণের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার হৃদয়ে সহসা এই চিন্তার উদয় হইয়াছিল ;— "ইহাদের সন্তান সন্ততিগণ বহু গোষ্ঠীসম্পন্ন হইয়া পড়িবে ; প্রয়োজনের বশবর্ত্তী হইয়া তাহাদের মধ্যে অনেককেই উপসামন্ত হইতে হইবে। সেরূপ অবস্থায় ভূমিসম্পত্তি লইয়া বিবাদ হইবার সম্ভাবনা ; অতএব যাহাতে তাহাদের মধ্যে কোনরূপ বিবাদ

উপস্থিত না হয়, তাহার অনুষ্ঠান করাই একান্ত কর্ত্তব্য।" মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিয়া যোধ প্রত্যেক উপসামন্তের ভূমিবৃত্তির সংখ্যা ও বিস্তৃতি নির্দ্দিষ্ট সীমায় আবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম ভ্রাতা কণ্ডুল জিগীষাবৃত্তি দ্বারা প্রণোদিত হইয়া বীকানীরে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। তথায় তাঁহার বংশধরগণ কণ্ডুলোট নামে আখ্যাত হইয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। যোধের তৃতীয় ভ্রাতা চম্প, ভ্রাতুষ্পুত্র কুম্প, পুত্রদ্বয় দুদো ও করমসিংহ এবং দ্বিতীয় পৌত্র উদো স্ব স্ব নামানুসারে চম্পাবৎ কুম্পাবৎ, মৈরতিয়া (দুদোর বংশধরগণ) করমলোট এবং উদাবৎ নামক ছয়টী গোত্রের অধিপতি হইয়া "মরুরাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ" বিরাজ করিতে লাগিলেন *। চম্প মরুদেশের প্রথম সামন্ত বলিয়া পরিগণিত হইলেন। ইঁহার বংশধরগণ এই উচ্চ সম্মান চিরকাল ভোগ করিয়া আসিতেছেন। ইঁহাদের প্রচণ্ড বিক্রমে রাঠোর নৃপতিগণের সিংহাসন অনেকবার বিপর্য্যস্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত যোধরাও স্বীয় অন্যান্য ভ্রাতা, পুত্র ও পৌত্রদিগকে সামান্য সামান্য ভূমিসম্পত্তি প্রদান করিয়াছিলেন। সেই সমস্ত ভূমিসম্পত্তিও কৌলিক এবং অপ্রতিগ্রহণীয়। রাজা যেমন স্বীয় সিংহাসনকে পবিত্র জ্ঞান করেন, সেই সমস্ত ভূমিসম্পত্তির অধিকারিগণও সেইরূপ স্ব স্ব ভূমিবৃত্তিকে পবিত্র জ্ঞান করিয়া থাকেন। নৃপতির সহিত অতি নিকট শোণিতসম্বন্ধ থাকিলেও তাঁহারা আপনাদিগকে তাঁহার বৃত্তিভোগী বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না বরং ইহাতে তাঁহারা নিজে নিজে গর্ব্বিত হইয়া রাজার সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়া থাকেন। "যতক্ষণ তিনি আমাদের সেবা গ্রহণ করেন, ততক্ষণ তিনি আমাদের প্রভু, তাহার পর আমরা আবার তাঁহার সেই ভ্রাতা, এবং সেই জ্ঞাতি কুটুম্ব হইয়া পিতৃরাজ্যে সমান স্বত্ব সংস্থাপন করিতে চেষ্টিত হই।"

যোধরাওয়ের প্রসঙ্গে আমরা তৎপ্রতিষ্ঠিত সামন্তপ্রথার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকটিত করিলাম। মারবারের সামন্তপ্রথার বিস্তৃত বিবরণ যথাস্থলে সন্নিবেশিত হইবে। আমরা এক্ষণে উদয়সিংহের জীবনী আলোচনা করিতে পুনঃপ্রবৃত্ত হইলাম।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, উদয়সিংহের অভিষেক সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ভট্টগ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ বলেন, তিনি রাজা মালদেবের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই সম্বৎ ১৬২৫ (খৃঃ ১৫৬৯) অব্দে মারবারের সিংহাসনে অধিরূঢ় হয়েন, কোন গ্রন্থে বা দেখিতে পাওয়া যায় যে, চন্দ্রসেন শিবানোর বিপ্লবকালে যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত হইলে উদয়সিংহ সম্বৎ ১৬৪০ (খৃঃ ১৫৮৪) অব্দে পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ করেন। এই দুইটী ভিন্ন মতের মধ্যে কোন্‌টী অভ্রান্ত, তাহা আমরা নিরাকরণ করিতে অক্ষম। তবে বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে শেষোক্তটীকে সমীচিন বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। কেননা চন্দ্রসেন যেরূপ তেজস্বী ছিলেন, তাঁহাতে প্রাণসত্ত্বে

* আটটী বড় বড় ভূমিসম্পত্তি ইহাদিগকে অর্পিত হয়। সেই আটটী ভূমিসম্পত্তি "আট ঠাকুরিয়াৎ" নামে প্রসিদ্ধ। তৎসমুদায়ের প্রত্যেকের বার্ষিক আয় পঞ্চাশ হাজার টাকা। এতদ্ভিন্ন তাঁহারা নিম্নতন উপসামন্তদিগের হস্ত হইতে অনেকগুলি ছোট ছোট বিষয় কাড়িয়া লইয়াছিলেন।

তিনি উদয়সিংহকে মারবারের সার্ব্বভৌম অধিপতিরূপে পরিগণিত হইতে দেন নাই। যাহা হউক আমরা শেষোক্ত মতবাদের অনুসরণ করিয়াই উদয়সিংহকে ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দেই মারবারের সিংহাসনে সংস্থাপিত করিলাম।

রাজস্থানে 'উদয়' নামের এক মহা অনর্থকরী শক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। আশ্চর্য্যের বিষয়, যিনিই উদয় নাম ধারণ করিয়া যে কোন রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছেন, তাঁহার দ্বারাই সেই রাজ্যের সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ শিশোদীয় উদয়সিংহের কাপুরুষতা মিবারের ইতিবৃত্তে বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে প্রয়োজনবোধে রাঠোর উদয়সিংহের জীবনী আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। রাও উদয়সিংহ গর্ব্বিত রাঠোরকুলের অনুপযুক্ত নরপতি, তেজস্বী যোধরাওয়ের অযোগ্য বংশধর। অদৃষ্টের কঠোর অনুশাসনে তিনি পিতৃপুরুষদিগের স্বাধীনতা হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি মুহূর্ত্তের জন্যও সেই স্বর্গীয় রত্ন পুনর্লাভ করিতে চেষ্টা করেন নাই; বরং সেই পরাধীনতা-শৃঙ্খলকে স্বহস্তে দৃঢ়তর করিয়া বন্ধন করিয়াছিলেন। তিনি স্বভাবতঃ বিলাসপ্রিয় ও সুখাভ্যস্ত। কঠোর সহিষ্ণুতা ও তেজস্বিতা রাজপুতের দুইটী প্রধান গুণ। এই দুইটী প্রকৃষ্ট গুণের সাহায্যেই রাজপুতগণ অতি ভীষণ অত্যাচারীর প্রচণ্ড অত্যাচার সহ্য করিয়াও প্রতিশোধ লইবার জন্য উপযুক্ত অবসর প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহার একটীতেও উদয়সিংহ অলঙ্কৃত ছিলেন না। সত্য আকবর তাঁহাকে অধীন রাজার ন্যায় দেখিতেন না, সত্য তিনি তাঁহাকে লৌহশৃঙ্খলের পরিবর্ত্তে কুসুমশৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা বলিয়া কি সে কুসুমশৃঙ্খল দাসত্বশৃঙ্খল নহে? প্রভু দাসকে যতই কেন আদর করুন না, যতই কেন মণিমুক্তা দিয়া তাহার শৃঙ্খলকিণাঙ্ক সজ্জিত করিয়া দিন না, সে দাস যে দাস সেই দাসই থাকিবে। সে আদর ও স্নেহানুরাগ কেবল হতভাগ্যের দাসত্বের পুরস্কারমাত্র। বীরচূড়ামণি প্রতাপসিংহ আকবরের সেই আদর ও স্নেহানুরাগের মর্ম্ম জানিতেন; সেই জন্যই তিনি বিজাতীয় ঘৃণার সহিত মোগল সম্রাটের শত সহস্র প্রলোভনকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন এবং রাজ্যধন হইতে বঞ্চিত হইলেও কঠোর বনবাসব্রত অবলম্বন করিয়াও গিহ্লোটকুলের স্বাধীনতা ও গৌরব গরিমা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। উদয়সিংহ ইচ্ছা করিলে তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিয়া স্বদেশের স্বাধীনতা উদ্ধার করিতে পারিতেন, কিন্তু বলিতে কি তিনি স্বাধীনতার মর্ম্ম বুঝিতেন না। নতুবা তিনি স্বদেশের মায়ামমতা ভুলিয়া—স্বজাতির মুখের দিকে না চাহিয়া বিষয়াশীর ন্যায় মোগলসম্রাটের প্রসাদলাভের জন্য ব্যস্ত থাকিবেন কেন? মোগলসাম্রাজ্যের স্নিগ্ধ আশ্রয়চ্ছায়াতলে বিরামলাভ করিয়া তিনি যৎকালে আত্মোদ্ধারের পথে স্বহস্তে কণ্টক রোপণ করিতেছিলেন, বীরকেশরী প্রতাপসিংহ সেই সময়ে দুঃসহ বনবাসক্লেশ সহ্য করিয়া, কঠোরতম অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া স্বদেশের ও স্বজাতির স্বাধীনতার পথ পরিষ্কৃত করিতেছিলেন। সেই জন্যই সেই শিশোদীয় মহাপুরুষের পবিত্র প্রতিমূর্ত্তি আজিও প্রত্যেক রাজপুতের হৃদয়মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সেই জন্যই প্রত্যেক

রাজপুত প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগ করিবার সময় তাঁহার পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া থাকে *।

মোগলসম্রাটের প্রসাদলাভের জন্য উদয়সিংহ কোন অনুষ্ঠানেই কুণ্ঠিত হয়েন নাই; এমন কি তিনি জাতীয় গৌরবে জলাঞ্জলি দিয়া নিজ ভগিনী যোধ বাইকে আকবরের করে অর্পণ করিয়াছিলেন। ইহাতে আকবর তৎপ্রতি সন্তুষ্ট হইয়া একমাত্র আজমির ভিন্ন মারবারের মোগলাধিকৃত আর সমস্ত জনপদ, নগর ও পল্লীই তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিলেন। এতদ্ব্যতীত মালবের অনেকগুলি সমৃদ্ধ জনপদও উদয়সিংহের হস্তগত হইল। রাজমুকুটধারী মাননীয় মোগল ভগিনীপতির সেনাবল প্রাপ্ত হইয়া উদয়সিংহ গর্ব্বিত সামন্তবর্গের ক্ষমতা খর্ব্ব করিলেন, প্রধান প্রধান সর্দ্দারগণের পক্ষচ্ছেদ করিয়া দিলেন এবং প্রাচীন ভূম্যধিকারী ও উপসামন্তবর্গের ভূমিসম্পত্তি গুলি কাড়িয়া লইলেন। এইরূপে তাঁহার রাজ্যের আয় পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক পরিমাণে বাড়িয়া উঠিল। বর্ণিত আছে যে, নূতন বন্দোবস্ত অথবা ক্রোক দ্বারা তিনি ঐরূপ একবারে চতুর্দ্দশ শত পল্লী রাজকোষে যোজনা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন; দুদোর সন্তানদিগের নিকট হইতে প্রায় সমস্ত ভূমিসম্পত্তিই কাড়িয়া লইয়াছিলেন, এবং উদাবৎদিগের নিকট হইতে জৈতরাম এবং চম্প ও কুম্পের বংশধরদিগের হস্ত হইতে কতকগুলি সামান্য সামান্য নগর আচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন।

উদয়সিংহের শরীর তাঁহার হৃদ্বৃত্তির সম্পূর্ণ উপযোগী ছিল। রাজপুতগণ তাঁহাকে "মোটা রাজা" বলিয়া অভিহিত করিতেন। ক্রমে তাঁহার শরীর এত স্থূল হইয়া পড়িয়াছিল যে, তিনি আর অশ্বারোহণ করিতে পারিতেন না, পারিলেও কোন অশ্বই তাঁহাকে বহন করিতে সক্ষম হইত না। সিংহাসনে অধিরূঢ় হইবার পরে তিনি ত্রয়োদশবর্ষমাত্র জীবিত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুসম্বন্ধে একটী বিচিত্র গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। তাহাতে তাঁহার চরিত্র এবং রাজপুত সংস্কারের একটী জলন্ত চিত্র পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। প্রয়োজনবোধে আমরা তাহা বর্ণন না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। মারবারের প্রায় সমস্ত ভট্টগ্রন্থেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, রাঠোর রাজকুমারগণের নীতিশিক্ষা প্রকৃষ্ট পদ্ধতিক্রমে সাধিত হইত এবং তাঁহারা স্ব স্ব চরিত্রের নৈতিক উৎকর্ষ লাভ করিতে সক্ষম হইতেন। বিশ্বস্ত ও পারদর্শী সর্দ্দারদিগের হস্তে তাঁহাদের নীতিশিক্ষার ভার সন্ন্যস্ত থাকিত। সেই সমস্ত বিজ্ঞ সর্দ্দার তাঁহাদিগকে সর্ব্বপ্রথম ইন্দ্রিয় সংযম করিতে শিখাইতেন। রাজকুমারগণ সে শিক্ষায় বিলক্ষণ পারদর্শিতা লাভ করিতেন। বাল্য সময় হইতেই তাঁহারা ইন্দ্রিয় সংযম করিতে শিখিতেন এবং "বিংশ বৎসর অতীত না হইলে রমণীর মুখাবলোকন করিতেন না।" "স্থূলতনু" উদয়সিংহ নৈতিক শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন কিনা বলিতে পারি না; যদি করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বোধ হয় শৈশবের সে নীতিশিক্ষা পরিণত বয়সে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার প্রায় সপ্তবিংশতি মহিষী ছিল, তথাপি তিনি বার্দ্ধক্যে ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া

* বীরচূড়ামণি প্রতাপসিংহের জীবনচরিত রাজস্থানের প্রথম খণ্ডে ২৭৪-৩১৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

এক পবিত্রহৃদয়া ব্রাহ্মণকুমারীর প্রতি কামকলুষিত নয়ন নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। হায়! তাহাই তাঁহার সর্ব্বনাশের কারণ।

"খ্যাত" নামক একখানি ভট্টগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, উদয়সিংহ একদা সম্রাটের সভা হইতে স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, এমন সময়ে পথিমধ্যে ভিলার নামক গ্রামে এক পরমলাবণ্যবতী রমণী তাঁহার নয়নপথে পতিত হয়েন। রমণীর অলোকসামান্ত সৌন্দর্য্য দেখিয়া রাজা কামশরে দারুণ নিপীড়িত হইলেন এবং সেই মনোমোহিনীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন। প্রত্যুত্তরে তিনি অবগত হইলেন যে, সেই সুন্দরী আয্যা-পন্থী সম্প্রদায়ভুক্ত কোন একটী বিশিষ্ট ব্রাহ্মণের দুহিতা। আয্যা-পন্থী ব্রাহ্মণগণ কালিকার অপরা মূর্ত্তি আয্যামাতার * উপাসক। তাঁহারা ঘোর তান্ত্রিক এবং মদ্যমাংসের পরিসেবায় উপাস্য দেবতার পূজা করিতেন। যে লাবণ্যবতীর রূপে রাজা উদয়সিংহ মোহিত হইয়াছিলেন, তিনি কুমারী এবং তাঁহার জনক উক্ত সম্প্রদায়ের একজন অগ্রণী;—তাঁহার চরিত্র বিশুদ্ধ ও পবিত্র। কামবিমূঢ় রাঠোররাজা একবার নিজের অবস্থা ও পদমর্য্যাদা ভাবিয়া দেখিলেন না,—রাজপুত হইয়া মুহূর্ত্তের জন্যও ব্রাহ্মণের মুখ চাহিলেন না। যে ব্রাহ্মণদিগকে তাঁহার পিতৃপুরুষগণ দেবতার ন্যায় পূজা করিয়া আসিয়াছেন, যাঁহাদের সামান্য ভ্রূকুটিকে তাঁহারা বজ্রপাত তুল্য জ্ঞান করিতেন, আজি উদয়সিংহ সেই পবিত্র ও অনিন্দ্য রাঠোরকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া—বিশাল রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া এক বিমলচরিত্রা ব্রাহ্মণকুমারীকে বলপূর্ব্বক অপহরণ করিতে মনস্থ করিলেন! দুষ্টমতি রাজার দুরভিসন্ধি অচিরে ব্রাহ্মণের কর্ণগোচর হইল। তিনি দেখিলেন যে, যিনি রক্ষক, তিনিই স্বয়ং ভক্ষক হইতে বসিয়াছেন; যাঁহার উপর দুর্ব্বল প্রজাকুলের মান মর্য্যাদা নির্ভর করিতেছে, তিনিই সহস্তে তাহা ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন! তিনি জীবিত থাকিতে একজন রাজপুত তাঁহার কুমারী কন্যাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া লইয়া যাইবে, তাঁহার পবিত্র কুলে অনন্ত কালের জন্য অনপনেয় কলঙ্ককালিমা অঙ্কিত হইবে, তাঁহার অপযশ চিরকালের জন্য ঘোষিত হইবে। আর কোন ব্রাহ্মণ তাঁহার সহিত মিশিবেন না, তাঁহাকে জাতিচ্যুত করিয়া দিবেন। এই সকল চিন্তা সেই অভিতপ্ত ব্রাহ্মণের হৃদয়ে প্রবল ঝটিকার ন্যায় প্রহৃত হইতে লাগিল। তিনি একবারে উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠিলেন এবং রাজনামে শতসহস্র ধিক্কার প্রদান করিলেন। অতঃপর নিজ বংশকে অনন্ত কলঙ্ক হইতে রক্ষা করিবার উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি স্বীয় দুহিতাকে স্বহস্তে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন! যে কন্যাকে তিনি আত্ম হৃদয়ের শোণিত দিয়া পোষণ করিয়াছেন, যাহার মুখ চাহিয়া এতদিন জীবিত রহিলেন, যাহাকে তিনি সংসারসাগরের একমাত্র ধ্রুব তারা বলিয়া জ্ঞান করিয়া আসিয়াছেন, আজি সেই জীবনের জীবনস্বরূপিণী ললামময়ী কন্যাকে স্বহস্তে বধ করিতে উদ্যত হইলেন! সর্ব্বাগ্রে তিনি একটী বৃহৎ হোমকুণ্ড খনন করিলেন; তৎপরে দুহিতাকে বধ করিয়া তাহার সুকুমার দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিলেন এবং নিজ হৃদয়ের কয়েক খণ্ড মাংস কাটিয়া লইয়া তাহার সহিত

* পূর্ব্বোক্ত ভিলার গ্রামে ইঁহার একটি মন্দির ছিল।

মিশাইয়া লইলেন। অচিরে প্রচণ্ড হোমকুণ্ড প্রজ্বালিত হইল;—রাশি রাশি ইন্ধন ও ঘৃত তন্মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। শোকোন্মত্ত ব্রাহ্মণ তখন অয্যা-মাতার উদ্দেশে বীভৎস হোম করিতে আরম্ভ করিলেন। পূতিগন্ধময় বিকট ধূমপটলে তাঁহার গৃহপ্রাঙ্গন আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল, অসংখ্য শিখা লোল রসনার ন্যায় গগনদেশ চুম্বন করিল। তখন তিনি সহসা দণ্ডায়মান হইলেন এবং জলদ গম্ভীর স্বরে রাজার প্রতি এই অভিশাপ প্রদান করিলেন "তাঁহাকে আর কখনও শান্তি সম্ভোগ করিতে হইবে না। আজ হইতে তিন বৎসর, তিন দিবস, তিন প্রহরের মধ্যে আমার প্রতিহিংসা পূর্ণ হইবেই হইবে। আয্যা-মাতা সাক্ষী! আমি চলিলাম; "দেবী-বাওড়ী" আমার ভবিষ্যৎ আবাস নিলয়।" এই বিকট অভিশাপ শেষ হইবামাত্র ব্রাহ্মণ তান্ত্রিক সেই জ্বলন্ত হোমকুণ্ডে লম্ফসহকারে পতিত হইলেন! সেই জ্বলন্ত শিখাকুল অসংখ্য বিদ্যুতের ন্যায় তাঁহার গাত্র বেষ্টন করিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহাকে দগ্ধ করিয়া ফেলিল!

এই লোমহর্ষণকর বীভৎস কাণ্ডের সমাচার অনতিবিলম্বে রাজা উদয়সিংহের কর্ণগোচর হইল। প্রতিহিংসার বিকট প্রকৃতি ভাবিয়া তাঁহার হৃদয় ঘন ঘন কম্পিত এবং সর্ব্বাঙ্গ শিহরিত হইতে লাগিল। সেই দিন হইতে তিনি আর মুহূর্ত্তের জন্যও শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না। শয়নে স্বপনে সদাই সেই ব্রাহ্মণের বিকটমূর্ত্তি তিনি মনশ্চক্ষে দেখিতে লাগিলেন,—সদাই তাঁহার ভীষণ অভিশাপ তাঁহার কর্ণকুহরে ধ্বনিত হইতে লাগিল। তাঁহার সেই বিপুল স্থূল তনু অনেক পরিমাণে শুকাইয়া আসিল। হতভাগ্য রাঠোররাজ সেই নির্দ্দিষ্ট সময়ে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া ব্রহ্মশাপের সার্থকতা সম্পাদন করিলেন।

দিন গিয়াছে, কিন্তু সেই ভিলারবাসী আর্য্য-পন্থী ব্রাহ্মণের বিকট প্রতিহিংসার চিত্র অদ্যাপি কোন মারবারীই ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহার সেই লোমহর্ষণ হোম-বিবরণ ব্যভিচার-রত নৃপতিগণের পক্ষে এক কঠোর অনুশাসন স্বরূপ বিরাজ করিতেছে। যে কোন নরপতি আত্মসম্মান ভুলিয়া এইরূপ পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতে চেষ্টা করিয়াছেন, সেই ব্রাহ্মণের প্রেতাত্মা অমনি তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে পাপপথ হইতে নিবর্ত্তিত করিয়াছে। উদয়সিংহের প্রপৌত্র যশোবন্তসিংহের সম্বন্ধে এইরূপ একটী বিবরণ শুনিতে পাওয়া যায়; কিন্তু তাহা অপ্রাসঙ্গিক বোধে এস্থলে সন্নিবেশিত হইল না। বাসনা রহিল, আমরা যথাস্থানে তাহা প্রকটিত করিব।

তেজস্বী মালদেবের অযোগ্য বংশধর উদয়সিংহের সম্বন্ধে আর অধিক বলিবার আবশ্যক নাই, পূর্ব্বেই বলিয়াছি তিনি বীরপূজ্য যোধরাওয়ের অযোগ্য বংশধর, গর্ব্বোন্নত রাঠোর কুলের অনুপযুক্ত নৃপতি। তাঁহা হইতেই বীরবর শিবজির বিপুল বংশ অধঃপতিত হইতে আরম্ভ করে। মারবারের গৌরবসূর্য্য বিষাদসাগরে নিপতিত হইবার জন্য মধ্যগগন পরিত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে অবতরণ হইতে থাকেন।

উদয়সিংহ সর্ব্বসমেত সপ্তদশ পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। সেই সপ্তদশ পুত্রের ভিন্ন ভিন্ন বংশ এক শতাব্দীর মধ্যে রাজস্থানের চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। সেই সপ্তদশ পুত্রের বিবরণ নিম্নে প্রকটিত হইল:—

১। শূরসিংহ, সিংহাসন প্রাপ্ত হয়েন।

২। অখিরাজ।

৩। ভগবানদাস,—বল্লু, গোপালদাস ও গোবিন্দদাস নামে তিনটী পুত্র লাভ করেন। গোবিন্দদাস কর্ত্তৃক গোবিন্দগড় স্থাপিত হইয়াছিল।

৪। নরহর দাস
৫। শকত সিংহ } ইহাঁদের কোন সন্তান সন্ততিই প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই।
৬। ভুপৎ

৭। দলপৎ, চারি পুত্র লাভ করেন;—১, মহেশ দাস; ইহাঁর পুত্র রতন স্বনামে রতলাম নামে একটী দুর্গ স্থাপিত করিয়াছিলেন; * ২, যশোবন্তসিংহ; ৩, প্রতাপসিংহ; ৪, কানাইরাম।

৮। জয়ৎ, চারি পুত্র লাভ করেন;—১, হরসিংহ; ২, অমর; ৩, কানাইরাম; ৪, প্রেমরাজ,—ইহাঁর বংশধরগণ বুলটাই ও ক্ষীরবা নামক বিভাগে ভূমিসম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

৯। কিষণ, সম্বৎ ১৬৬৯ (খৃঃ ১৬১৩) অব্দে কিষণগড় স্থাপিত করেন। ইনি সহস্রমল, জগমল, ভরমল নামে তিনটী পুত্র লাভ করেন। ভরমলের পুত্র হরিসিংহ এবং হরিসিংহের পুত্র রূপসিংহ। রূপসিংহকর্ত্তৃক রূপনগর স্থাপিত হইয়াছিল।

১০। যশোবন্ত; ইহাঁর পুত্র মানকর্ত্তৃক মানপুর প্রতিষ্ঠিত হয়। মানের বংশধরগণ মানরূপ যোধ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

১১। কেশু, পিশানগড় স্থাপিত করিয়াছিলেন।

১২। রামদাস
১৩। পুরণমল
১৪ মধুদাস
১৫। মোহনদাস } ইহাঁদের নাম ভিন্ন কোন বিবরণই পাওয়া যায় না।
১৬। কীরৎ সিংহ
১৭। — — —

এতদ্ব্যতীত উদয়সিংহ সপ্তদশ দুহিতা লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাদের কোন বিবরণই ভট্টগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না।

---

* রাতলাম, কিষণগড় ও রূপনগর তিনটী স্বাধীন জনপদ। এই তিনটী ব্রিটিষ শাসনের স্বতন্ত্র আশ্রয়চ্ছায়াতলে অবস্থিত।

পঞ্চম অধ্যায়।

রাজা শূরসিংহের অভিষেক;—তৎকর্ত্তৃক শিরোহীর রাও শূরতানের পরাভব;—গুর্জ্জররাজের বিরুদ্ধে তাঁহার যুদ্ধযাত্রা;—ধুন্দকযুদ্ধে শূরসিংহের জয়লাভ;—তাঁহার ধন ও সম্মানপ্রাপ্তি;—ভট্টদিগকে ধনদান;—অমর বলেচার বিরুদ্ধে তাঁহার যুদ্ধযাত্রা;—নর্ম্মদাতটে যুদ্ধ;—অমরের পরাজয় ও নিধন;—নবনব সম্মানপ্রাপ্তি;—পুত্র গজসিংহের সহিত রাজা শূরসিংহের সম্রাট-সভায় গমন;—মারবারের ভাবী উত্তরাধিকারীকে সম্রাটের স্বহস্তে সজ্জিতকরণ;—ঝালোর-দুর্গোল্লঙ্ঘন;—রাণা অমরসিংহের বিরুদ্ধে খুরমের সহিত গজসিংহের যুদ্ধযাত্রা;—রাজা শূরসিংহের মৃত্যু;—নর্ম্মদাতটে তৎকর্ত্তৃক আভিশাপিক স্তম্ভস্থাপন;—যোধপুরের শোভাসম্বর্দ্ধন;—রাজা শূরের সন্তানসন্ততি;—গজসিংহের সিংহাসনারোহণ;—বুরহনপুরের রাজত্বে এবং দক্ষিণাবর্ত্তের প্রতিনিধিত্বে অভিষেক;—তাঁহার অবদানপরম্পরা;—তৎকর্ত্তৃক দলথামনা উপাধিপ্রাপ্তি;—সুলতান পারবেজ ও খুরম;—জ্যেষ্ঠ পারবেজের বিরুদ্ধে খুরমের ষড়যন্ত্র;—রাজা গজসিংহের নিকট তাঁহার সাহায্যপ্রার্থনা;—প্রার্থনার নিষ্ফলতা;—রাজমন্ত্রী গোবিন্দদাসের গুপ্তহত্যা;—গজসিংহের পদত্যাগ:—খুরমকর্ত্তৃক পারবেজের হত্যা;—জাহাঙ্গিরকে পদচ্যুত করিবার চেষ্টা;—বারানসী-যুদ্ধ;—গজসিংহের আচরণ;—বিদ্রোহীদলের পরাজয়;—সুলতান খুরমের পলায়ন;—রাজা গজসিংহের মৃত্যু;—তদীয় দ্বিতীয় পুত্র যশোবন্তসিংহের অভিষেক;—চিরন্তন উত্তরাধিকারিত্ব নিয়মের ব্যভিচার;—অমরের বনবাস;—নির্ব্বাসন-বিধি-সমাপন;—মোগল সম্রাটের নিকট অমরের আশ্রয়লাভ;—তাঁহার ঔদ্ধত্য ও তন্নিবন্ধন শোচনীয় মৃত্যু।

উদয়সিংহ পরলোক গমন করিলে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র শূরসিংহ সম্বৎ ১৬৫১ (খৃঃ ১৫৯৫) অব্দে মারবারের গৌরবহীন সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। যৎকালে পিতার মৃত্যুসম্বাদ তাঁহার নিকট বাহিত হইল, তখন তিনি সম্রাটের সেনাদল লইয়া সুদূর লাহোর নগরে ভারতের সীমান্ত প্রদেশ রক্ষা করিতেছিলেন। সম্বৎ ১৬৪৮ অব্দের সিন্ধুজয়ের সময় হইতে তিনি তৎপ্রদেশে অবস্থিত। শূরসিংহ একজন বীর্য্যবান্ ও রণদক্ষ নরপতি। পিতার জীবিতকালেও তিনি যে বিপুল রণদক্ষতা ও বীর্য্যমত্তা প্রকাশ করেন, তাহাতে সম্রাট তৎপ্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে একটী উচ্চপদ এবং "শোবে রাজা" উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন।

মোগলসম্রাট আকবর রাঠোরবীর শূরসিংহের শৌর্য্যবীর্য্যের বিশেষ পরিচয় পাইয়াছিলেন; এক্ষণে তিনি তাঁহাকে একটী কঠোর কার্য্যসাধনে নিয়োজিত করিলেন। শিরোহীর অধিপতি রাও শূরতান স্বীয় পর্ব্বতময় প্রদেশের স্বাভাবিক দুর্গমত্বের উপর নির্ভর করিয়া নিতান্ত গর্ব্বিত হইয়াছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, মোগলসম্রাটের কোপবহ্নি তাঁহার দুর্ভেদ্য পর্ব্বতপ্রাকার ভেদ করিয়া তাঁহাকে দগ্ধ করিতে পারিবে না। সেই জন্য তিনি কিছুতেই আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। শূরসিংহ সেই গর্ব্বিত রাজপুতের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। ইতিপূর্ব্বে শিরোহীরাজের সহিত

তাঁহার ঘোর বিবাদ হইয়াছিল। শূরসিংহ এই সুযোগে সেই পুরাতন বিবাদবিষম্বাদের প্রতিশোধ লইবার উপযুক্ত সুবিধা প্রাপ্ত হইলেন। ভট্টগণ এতৎসম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন যে, শূরসিংহ শিরোহীরাজের পূর্ব্ব অবমাননার উপযুক্ত প্রতিশোধ লইলেন এবং তাঁহার শিরোহী নগর লুণ্ঠন করিলেন। "রাও শূরতানের শয্যামাত্র রহিল না, তাঁহার বনিতাদিগকে ধূলিশয্যায় শয়ন করিতে হইল।" ইহাতে স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে, শূরসিংহের বিক্রমে শিরোহীপতির গর্ব্ব ও আত্মাভিমান চূর্ণ হইয়াছিল, তাঁহার উন্নত মস্তক ভূমিতলে অবনত হইয়া পড়িয়াছিল। এক সময়ে তিনি জগতের কাহাকেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করেন নাই! তাঁহার স্পর্দ্ধা ও অহঙ্কারের কথা আর অধিক কি বলিব?—"দিবাকর সাহস করিয়া তাঁহার উপর কিরণ বিস্তার করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি একদা শরপাতে তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন!" আজি রাঠোররাজ শূরসিংহের বীরত্বপ্রভাবে তাঁহার সমস্ত গর্ব্ব তিরোহিত হইয়া গেল, আজি তাঁহাকে মোগলসম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিতে হইল। সামন্ত-প্রথার অনুসারে শূরতান রাও সম্রাটপ্রেরিত ফর্ম্মণ স্বীকার করিলেন এবং আপনার সেনাদল লইয়া দিল্লীশ্বরের পরিসেবা করিতে প্রস্তুত হইলেন। এই সময়ে সম্রাটের অনুমত্যনুসারে রাজা শূরসিংহ গুর্জ্জররাজ মজেফরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। বিজিত শিরোহীপতি তাঁহার সহায়তায় সদলে প্রবৃত্ত হইলেন। ধুন্দক নামক স্থানে উভয়দল পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া দণ্ডায়মান হইল। রাঠোরবীর শূরসিংহ সমগ্র দেবর ও রাঠোর সেনার অগ্রনায়ক হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। উভয়পক্ষে অনেকক্ষণ ধরিয়া ঘোর যুদ্ধ হইল। অনেক রাঠোরবীর সেই ভীষণ যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলেন; কিন্তু শূরসিংহই অবশেষে জয়ী হইলেন। মজেফর দারুণ অবমানিত ও পরাজিত হইয়া রাজপদ হইতে বিচ্যুত হইলেন। তাঁহার সপ্তদশ সহস্র নগর বিজয়ী রাঠোরবীরের হস্তগত হইল। সেই সপ্তদশ সহস্র নগরের ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া শূরসিংহ দিল্লিতে প্রেরণ করিলেন; কেবল সেই লুণ্ঠিত ধনরাশির কিয়দংশ আপনি রাখিয়া দিলেন। এই অভিনব জয়নিবন্ধন আকবর তৎপ্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার পদবৃদ্ধি করিয়া দিলেন এবং তাঁহাকে একখানি তরবার, বিপুল পুরস্কার ও নূতন ভূমিসম্পত্তি অর্পণ করিলেন।

গুর্জ্জর জয় করিয়া রাজা শূর যে বিপুল ধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশে যোধপুর নগর ও দুর্গ বর্দ্ধিত এবং নগরকে নূতন নূতন শোভায় সজ্জিত করিলেন, অবশিষ্ট ধন তিনি মারবারের ছয়টী ভট্টকবির মধ্যে বণ্টন করিয়া দিলেন। তাহাও সামান্য নহে; প্রত্যেকে এক লক্ষ করিয়া টাকা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

যেদিন রাঠোরবীর শূরসিংহ স্বীয় বিক্রম প্রভাবে দুর্দ্ধর্ষ মজেফরের বিষদন্ত ভাঙ্গিয়া দিলেন, সেইদিন তাঁহার যশোভাতি রাজস্থানের চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। মারবারের ভট্টগণ পরমানন্দে পুলকিত হইয়া পঞ্চম তানে তাঁহার বীরত্ব কাহিনী নগরে নগরে গাহিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সম্রাট তাঁহার যশোবিভা আরও বিস্তৃত করিবার জন্য তাঁহাকে আর একটী কঠোর সাধনায় প্রেরিত করিলেন। নর্ম্মদাতীরে অমর বলেচা নামে একটী

তেজস্বী রাজপুত বাস করিতেছিলেন। তিনি সম্রাটের বশ্যতা এতদিন স্বীকার করেন নাই। আকবরের আদেশক্রমে শূরসিংহ সেই রাজপুত নৃপতির বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। ত্রয়োদশ সহস্র অশ্বারোহী, দশটী বৃহৎ কামান এবং বিংশতি রণমাতঙ্গ তাঁহার সহিত গমন করিল। রাঠোররাজ এই বিশাল বাহিনী লইয়া নর্ম্মদাতীরে চৌহানবীর অমরের রাজ্য আক্রমণ করিলেন। অমর পঞ্চসহস্র অশ্বারোহী লইয়া তাঁহার প্রচণ্ড আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে অগ্রসর হইলেন। দিল্লীশ্বরের সেনাদলের সহিত তুলনায় অমরের পঞ্চসহস্র সেনা সামান্য বলিতে হইবে; তথাপি স্বরাজ্যের স্বাধীনতারক্ষার জন্য তিনি মহান্ উৎসাহের সহিত রাঠোর রাজের সম্মুখীন হইলেন। উভয়দলে উপর্য্যুপরি তিনটী মহাযুদ্ধ সংঘটিত হইল। প্রথম দুই যুদ্ধে উভয়ের জয়পরাজয়ের কিছুই নিরাকরণ হইল না। তৃতীয় দিবসে অমর বলেচা * রাঠোরবীরের হস্তে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিলেন; তাঁহার সমস্ত রাজ্য বিজয়ী শূরসিংহের হস্তে নিপতিত হইল। এই জয় সমাচার অচিরে দিল্লীশ্বরের নিকট বাহিত হইল। সম্রাট শূরসিংহের প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া সম্মানস্বরূপ তাঁহাকে একটি নহবৎ পাঠাইয়া দিলেন এবং ধারা ও তৎসম্বলিত সমস্ত রাজ্য তৎকরে অর্পণ করিলেন্।

শূরসিংহের অমিত বিক্রম প্রভাবে মোগলসম্রাট নূতন নূতন রাজ্য জয় করিতেছিলেন, এমন সময়ে করাল কাল আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তিনি স্বীয় পুত্র জাহাঙ্গিরের হস্তে, সুবিশাল মোগলসাম্রাজ্যের শাসনভার অর্পণ করিয়া ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। নবীন সম্রাট সিংহাসনে আরূঢ় হইলে শূরসিংহ নিজ জ্যেষ্ঠ তনয় ও ভাবী উত্তরাধিকারী গজসিংহের সহিত তাঁহাকে প্রীতি ও রাজভক্তির উপহার প্রদান করিবার জন্য সভাতলে উপস্থিত হইলেন। তরুণবীর গজসিংহকে দেখিয়া জাহাঙ্গির অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। রাঠোররাজকুমার গজ শূরসিংহের উপযুক্ত পুত্র। তিনি শৈশব হইতেই যুদ্ধব্যবসায়ী; জাহাঙ্গির ইতিপূর্ব্বে ঝালোরক্ষেত্রে তাঁহার বীরত্বের বিশেষ পরিচয় পাইয়াছিলেন। এক্ষণে সেই বীরত্বের কথা মনে উদিত হওয়াতে সম্রাটের আনন্দবেগ দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল। তিনি সেই সভাস্থলে তাঁহাকে স্বহস্তে অসিচর্ম্মে সজ্জিত করিয়া দিলেন এবং ঝালোরযুদ্ধের বিষয় উল্লেখ করিয়া বারবার তাঁহাকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

ঝালোরক্ষেত্র তরুণবীর গজসিংহের বীরত্বস্ফুরণের প্রথম রঙ্গস্থল। সেই সাধনভূমি হইতে তাঁহার ভাবী উন্নতির পথ ক্রমে ক্রমে পরিষ্কৃত হইতে থাকে। গুর্জ্জর-রাজের হস্ত হইতে আচ্ছিন্ন করিয়া তিনি তাহা মোগল-মুকুটের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। বীররসামোদী ভট্টকবি তাঁহার সেই বীরত্ব সুন্দররূপে বর্ণন করিয়াছেন;—"বিহারী পাঠানের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিবার জন্য গজ আদিষ্ট হইলেন। তাঁহার রণতূর্য্য নিনাদিত হইল; আরবুধগিরি সে শব্দ শুনিল,—তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল! যাহা আল্লা-উদ্দীন কয়েক বৎসরে সমাপন করিয়াছিলেন, গজসিংহ তাহা তিনমাসের মধ্যেই

* বলেচা, চোহানকুলের একটী শাখা।

সংসাধন করিলেন। স্বীয় প্রচণ্ড অসি উদ্যত করিয়া তিনি ঝালীন্দ্রের * উচ্চ প্রাকার উল্লঙ্ঘন করিলেন। রণদক্ষ অনেক রাঠোরবীর সে যুদ্ধে নিহত হইলেন, কিন্তু তিনি সপ্তসহস্র পাঠান্ সৈন্য সংহার করিয়া তাহাদের দ্রব্যজাত রাজসন্নিধানে প্রেরণ করিলেন।"

ভট্টগ্রন্থপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, গুর্জ্জরক্ষেত্র হইতে মজেফর খাঁর বংশতরু উন্মূলিত হইলে শূরসিংহ কেবল রাজধানীতেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এদিকে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র গজসিংহ স্বীয় সহকারী সেনাদল লইয়া সম্রাটের আদেশ প্রতিপালনে ব্যাপৃত রহিলেন। ঝালোরজয়ের স্বল্পকাল পরেই গজসিংহ মিবারের অধিপতি রাণা অমরসিংহের বিরুদ্ধে স্বীয় বিজয়িনী সেনা চালিত করিলেন। গিহ্লোটকুলের গৌরবদীপ্তি তখন অল্পে অল্পে নিষ্প্রভ হইতে আরম্ভ করিয়াছে। এই সময়ে আরাবল্লির অন্যতম দ্বারস্বরূপ প্রসিদ্ধ ক্ষেমনরক্ষেত্রে সেই বীরপূজ্য গিহ্লোটকুলের নির্ব্বাণোন্মুখ বীর্য্যবহ্নি যেরূপ প্রচণ্ড তেজে প্রজ্বলিত হইয়াছিল, তাহার বিস্তৃত বিবরণ মিবারের ইতিবৃত্তে যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে †। কিন্তু দুঃখের বিষয় মারবারের ভট্টকবি সে সম্বন্ধে কিছুই বিশেষ উল্লেখ করেন নাই। তাঁহাদের গ্রন্থে কেবল এইমাত্র দেখিতে পাওয়া যায় যে, "কর্ণ সম্রাটকে সেবা করিতে সম্মত হইলেন, এবং গজসিংহ তারাগড়ে ‡ প্রত্যাগমন করিলেন। সম্রাট, গজসিংহের এবং তাঁহার পিতার উভয়েরই "মনসব" (সম্মান) বাড়াইয়া দিলেন।"

রাজস্থানের ভট্টকবিগণ স্বদেশের নৃপতিরই গৌরব ও বীরত্ব-কাহিনী বর্ণন করিতে ভাল বাসেন। কিন্তু যে সমস্ত পুরুষ তাঁহার সেই গৌরবের প্রধান দ্বারস্বরূপ—সেই বীরত্বের প্রধান উপকরণ, যাঁহাদের সাহায্য না পাইলে হয়ত তিনি কখনও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিতেন না, দুঃখের বিষয় তাহাদের নাম মাত্রও উল্লেখ করিতে তাঁহারা কার্পণ্য প্রকাশ করেন। যাঁহার ইতিহাসে সম্যক্ অভিজ্ঞতা নাই, উক্ত একদেশদর্শী ঐতিহাসিকগণের সঙ্কীর্ণ বর্ণনা পাঠ করিলে তাঁহার সহসা প্রতীতি জন্মিবে যে, রাঠোর নৃপতিগণই সাময়িক মহা মহা ঘটনার অভিনয় করিয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ একটীর উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। গিহ্লোট বীর রাণা অমরসিংহ স্বদেশের স্বাধীনতারক্ষার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু বিধাতার বিড়ম্বনায় তাঁহার সকল চেষ্টা নিষ্ফল হইয়া গেল; তাঁহার সহায়সম্বল সমস্তই ফুরাইয়া গেল, মোগল অনীকিনীর অনন্তবল প্রতিরোধ করিতে গিয়া তাঁহার মুষ্টিমেয় সেনাবল পরাহত হইয়া পড়িল। অগত্যা রাণা জেতার বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। সেই প্রচণ্ড মোগল অক্ষৌহিণীর মধ্যে রাঠোর রাজকুমার গজসিংহ যে, অন্যতম সেনানায়ক ছিলেন, তৎকালের অন্যান্য

---

* সাধুভাষায় ঝালোর ঝালীন্দ্র নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

† রাজস্থান, প্রথম খণ্ড—৩৩৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

‡ আজমিরের দুর্গ তারাগড় নামে প্রসিদ্ধ; কিন্তু এস্থলে ইহা আজমিরের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। জাহাঙ্গিরের আত্মজীবনীতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি আজমিরে "দৌলৎ বাগ" (রত্নোদ্যান) নামে একটী মনোহর উদ্যানবাটিকা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সেই দৌলৎ বাগেই তিনি অবস্থিতি করিতেন। আজমিরের প্রাচীন নাম গড় বিটলি।

ইতিহাস তাহা স্পষ্টাক্ষরে বর্ণন করিতেছে; কিন্তু যাঁহারা সে সমস্ত বিবরণ পাঠ না করিয়া কেবল মারবারের ভট্টগ্রন্থই অনুশীলন করিয়াছেন, তাঁহাদের মনে সহসা প্রতীতি জন্মিবে যে, গজসিংহ হইতেই মিবারের বিক্রম ব্যাহত হইয়া পড়িয়াছিল, জগন্মান্য গিহ্লোটকুল স্বাধীনতা হইতে বিচ্যুত হইয়াছিল! রাঠোরকবিগণের এরূপ পক্ষপাতিতা ইতিহাসের একটী সামান্য কলঙ্ক নহে। তাঁহারা স্বদেশের নৃপতিকে মহোচ্চ আসন প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় জাহাঙ্গির তাঁহার নাম পর্য্যন্তও স্বীয় "দৈনিক বিবরণে" উল্লেখ করেন নাই; বরং তিনি কোটা ও ধাত রাজ্যের নৃপতিদ্বয়কে ক্ষুরমের সন্ধিবন্ধনের দুইটী করণস্বরূপ স্বীকার করিয়াছেন; তথাপি সে ব্যাপারে রাঠোর রাজকুমারের নাম গন্ধও দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাতে বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যে প্রচণ্ড মোগল অনীকিনী তৎকালে মিবার রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল, অন্যান্য রাজপুতের ন্যায় রাঠোর রাজকুমার গজসিংহ তাহার পুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন।

সম্বৎ ১৬৭৬ (খৃঃ ১৬২০) অব্দে রাঠোররাজ শূরসিংহ দক্ষিণাপথে দেহত্যাগ করেন। তিনি গর্ব্বোন্নত রাঠোরকুলের একজন উপযুক্ত নরপতি ছিলেন। উদয়সিংহের কাপুরুষতা বশতঃ রাঠোরকুলের যে গৌরবজ্যোতিঃ অনেক পরিমাণে নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছিল, শূরসিংহের বীরত্বে তাহা আবার মহাতেজে জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু যে তেজ বীরবর যোধরাওয়ের প্রতিলোমকূপ হইতে বিস্ফুরিত হইত, যাহার প্রভাবে একদা সমস্ত ভারতভূমি উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল, ইহা সে তেজ নহে। তথাপি ইহার দাহিকা ও উজ্জ্বলকরী শক্তি আছে। রাজা শূরসিংহের শৌর্য্য বীর্য্য কি স্বদেশীয় কি বিদেশীয় অনেক বীরের আদরণীয় হইয়াছিল। তাঁহার বীরোচিত গুণে বিমোহিত হইয়া অনেক বিদেশীয়—এমন কি স্বয়ং সম্রাট তাঁহাকে যথোচিত শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। তাঁহার ভয়ে দক্ষিণাপথবাসিগণ সর্ব্বদা কম্পিত হইত। তাঁহার চরমজীবনে একটী বিচিত্র প্রতিষ্ঠার বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে, তিনি অন্তিমকালে নর্ম্মদাতীরে একটী স্তম্ভ স্থাপন করিতে আদেশ করেন এবং তাহার গাত্রে একটী অভিশাপ বচন লিখিয়া বর্ণিত করিয়া যান যে, তাঁহার যে কোন বংশধর নর্ম্মদার দক্ষিণতীরে গমন করিবেন, তাঁহাকে সেই অভিসম্পাতের ভাগী হইতে হইবে। এ স্তম্ভস্থাপনের কোন বিশেষ কারণই পরিলক্ষিত হয় না। কেহ বলেন যে, নর্ম্মদার দক্ষিণ তট তাঁহার প্রধান রঙ্গস্থল; অনর্থকর যুদ্ধবিগ্রহে জড়িত হইয়া তথায় তিনি বিপুল নরশোণিত পাত করিয়াছিলেন, দক্ষিণাপথবাসীদিগের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিলেন। স্বকৃত অসংখ্য নরহত্যা ও অসীম অপকারের বিষয় চিন্তা করিয়া অন্তিম জীবনে তাঁহার হৃদয়ে বিষম অনুশোচনা ও আত্মদ্রোহিতার উদয় হইয়াছিল; তাহাতেই স্বীয় বংশধরদিগকে সেই নৃশংসকার্য্য হইতে নিবর্ত্তিত করিবার জন্য তিনি সেই অনুশাসন বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। আবার কোন ভট্টগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কার্য্যের অনুরোধে দক্ষিণাবর্ত্তে চিরজীবন আবদ্ধ থাকিয়া তিনি একবার জন্মভূমির মুখাবলোকন করিবার অবসর পান নাই। সুবিধা ও সুযোগের সাহায্যে যখন তিনি স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইতে উদ্যোগ করিয়াছেন, তখনই

অভূতপূর্ব্ব ঘটনা অকস্মাৎ উদ্ভূত হইয়া তাঁহাকে সেই নর্ম্মদার দক্ষিণতীরেই আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ইচ্ছা থাকিলেও কর্ত্তব্যের অনুরোধে তিনি সে সরিৎসীমাকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। ক্রোধে তিনি অনন্তকলনাদিনী স্বাধীনলীলাময়ী নর্ম্মদাকে অনেকবার অভিসম্পাত করিয়াছেন এবং তাহার দক্ষিণতট হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য দেবতাদিগকে প্রার্থনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কোন প্রার্থনাই সে সময়ে গৃহীত হয় নাই। তিনি জন্মাবধি কখনও প্রাণ ভরিয়া জন্মভূমির শীতল ছায়াতলে বিরামলাভ করিতে পারেন নাই। সম্রাটের তৃপ্তিবিধানের জন্য আজন্ম বিদেশেই অবস্থিত। তিনি শৈশব হইতে স্বীয় পিতার সমভিব্যাহারে কালযাপন করিয়াছেন। তাঁহার পিতা যে প্রদেশে মারবারের সেনাদল পরিচালন করিয়াছেন,—মরুভূমে যুদ্ধক্ষেত্রে, ভীষণ কান্তার বা গিরিগহনে—যথায় তাঁহার অসি চালিত হইয়াছে, বালক শূরসিংহ মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করেন নাই। বাল্যকালে প্রতিপদে তিনি জনকের অনুসরণ করিয়াছেন, যৌবনে রাঠোরসেনা লইয়া সম্রাটের আদেশ পালনার্থে দূরদূরান্তরে ধাবিত হইয়াছেন; তজ্জন্য কত সময়ে কত মনস্তাপ পাইয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাঁহার জনক প্রাণত্যাগ করিলেন;—সে অন্তিমকালে শূরসিংহ একবার মুমূর্ষু পিতার চরণ দেখিতে পাইলেন না;—একবার জন্মের শোধ বিদায় লইবেন,—তাহা তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না। কেননা সে সময়ে তিনি সুদূর পঞ্চনদ প্রদেশে অবস্থিতি করিতেছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন, মনে করিলেন স্বরাজ্যে অবস্থিতি করিয়া মাতৃভূমির শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিবেন;—দুঃখের বিষয় সে আশাও আকাশকুসুমে পরিণত হইল। রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন নামমাত্র,—সম্রাটের আদেশ পালনই মুখ্য কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইল। এই কর্ত্তব্যসাধনেই শূরসিংহের চিরজীবন অতিবাহিত হইল। স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া দূর দক্ষিণাপথে সমস্ত কালই কাটিয়া গেল। শেষে সেই দূর অপরিচিত দেশেই তাঁহার জীবনলীলার অবসান হইল। কোথায় সেই আশার বিলাসক্ষেত্র,—জীবনের আশ্রয়কেন্দ্র, শান্তির লীলানিকেতন জন্মভূমি? আর—কোথায় তাঁহার মৃত্যুশয্যা? সেই অন্তিম শয়নে শায়িত হইয়া যখন তিনি সেই "স্বর্গাদপিগরীয়সী" জন্মভূমির কথা ভাবিতে লাগিলেন;—তাঁহার পূজনীয় পূর্ব্বপুরুষগণ যে মারবার রাজ্যের জন্য অম্লানবদনে আত্মত্যাগ করিয়াছেন, কত সুচারুরূপে তাহার শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু সে মারবার রাজ্যের জন্য তিনি কি করিলেন? অধীন কর্ম্মচারীদিগের হস্তে শাসনভার অর্পণ করিয়া সমস্ত জীবন পরপাদুকাবহনেই অতিবাহিত হইল; শেষে দূর প্রবাসে দেহত্যাগ করিতে হইল;—অন্তিমকালে একবার মাতৃভূমির মুখ দেখিতে পাইলেন না! এই সকল চিন্তা যখন প্রবল বাত্যার ন্যায় তাঁহার ভগ্নহৃদয়ে প্রহৃত হইতে লাগিল, তিনি চারিদিকে অন্ধকার দেখিলেন, আপনার অবস্থা ও রাজসম্মানকে শত ধিক্কার প্রদান করিলেন এবং আভিশাপিক স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিতে আদেশ করিয়া সংসারের জ্বালাযন্ত্রণা হইতে বিমুক্ত হইলেন।

রাজা শূরসিংহ দিল্লীশ্বরের জন্ত যে অসীম আত্মত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন, সত্য, সম্রাট তাহা কখন ভুলিতে পারেন নাই, সত্য, তিনি সে সমস্ত আত্মত্যাগের সমূহ পুরস্কার প্রদান করিয়াছিলেন, সত্য তিনি রাঠোররাজকে ষোলটী বৃহৎ জাইগির * দান করিয়াছিলেন, তাঁহাকে "শোবে" উপাধিতে ভূষিত করিয়া সভাসীন সমস্ত রাজন্যবর্গের উপরে উচ্চ আসন প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি যে মাতৃভূমি হইতে বঞ্চিত হইয়া চিরজীবন দূর প্রবাসে অতিবাহিত করিলেন, স্বরাজ্যের শাসনকার্য্য ভৃত্যহস্তে অর্পণ করিয়া দিল্লির মঙ্গলার্থ প্রভূত রাঠোরশোণিত ব্যয় করিলেন, তাহার কি উপযুক্ত প্রতিদান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? সম্রাটপ্রদত্ত সেই কয়েকটী সম্মানে তাহার কি উপযুক্ত প্রতিদান হইতে পারে? তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সামন্তগণও সেইরূপ অনন্ত প্রবাসক্লেশে নিপীড়িত হইয়াছিলেন, স্ত্রীপুত্র পরিবারবর্গ এবং স্ব স্ব সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগকেও নৃপতির সহিত সেইরূপ দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল, ইহাতে তাঁহাদেরও হৃদয় নিরতিশয় ব্যথিত হইয়াছিল। নৃপতির সম্মানবৃদ্ধির সহিত তাঁহাদের সম্মান ও পদমর্য্যাদা বর্দ্ধিত হইয়াছিল সত্য; কিন্তু যখন তাঁহাদের জন্মভূমির কথা মনে পড়িত, তখন তাঁহারা সম্রাটপ্রদত্ত সে সমস্ত সম্মানকে অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া ঘৃণা করিতেন। জন্মভূমির ক্রোড়ে থাকিয়া যদি তাঁহাদিগকে চিরজীবন অনন্ত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত, তাহাতেও তাঁহারা মুহূর্ত্তের জন্যও দুঃখিত হইতেন না; তথাপি সম্রাটের অনুগ্রহে রাজভোগে উদরপূর্ত্তি এবং সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়াও তাঁহারা একদিনের জন্যও সুখবোধ করেন নাই। সে রাজভোগ—সে সুকোমল শয্যা তাঁহাদের পক্ষে পূতিগন্ধময় ন্যাক্কার ও দারুণ কণ্টকশয্যা বলিয়া বোধ হইত। সম্রাটের আশ্রয়চ্ছায়াতলে আসীন হইয়া বিলাসভোগ্য খাদ্যসামগ্রী সেবন করিতে করিতে যখন তাঁহাদের মরুক্ষেত্রের শুষ্ক জনারবীজ ও গোধূম-রোটিকা মনে পড়িত, তখন তাঁহারা ভোজনপাত্র দূরে নিক্ষেপ করিয়া অর্দ্ধভুক্ত অবস্থাতেই আসন হইতে উঠিয়া চলিয়া যাইতেন।

রাজা শূর যেরূপ বীর, সেইরূপ একজন প্রতিষ্ঠান্বিত নরপতি ছিলেন। তৎকর্ত্তৃক যোধপুরের শোভাসৌন্দর্য্য অনেক পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। তিনি স্বনামে অনেকগুলি মন্দির, চৈত্য ও সরোবরাদি স্থাপন করিয়াছিলেন। তৎ সমুদায়ের মধ্যে অনেকগুলিকে অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। তৎপ্রতিষ্ঠিত সরোবরের মধ্যে একমাত্র

---

* এই ষোলটীর মধ্যে নয়টী তাঁহার পিতৃরাজ্য মারবারের অন্তর্গত। মারবার কখন কখন "নৌ-কোটী মারবার" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অবশিষ্ট সপ্তবিভাগের মধ্যে গুর্জ্জরে পাঁচটী, মালবে এক এবং দাক্ষিণাত্যে এক। এই শেষোক্ত সপ্তবিভাগ অবশ্য মারবারের অন্তর্গত নহে,—ইহা সম্রাটের দান, কিন্তু নবধাবিভক্ত মারবার যে কেন এই সাতটী জাইগিরের সহিত সমভূমে আনীত হইল, তাহা ভাবিতে গেলে মারবারের শোচনীয় বৃত্তান্ত অমনি মনে পড়িয়া হৃদয় আকুলিত করিয়া তুলে। অদৃষ্টের কঠোর অনুশাসনে যে দিন রাঠোররাজ মালদেব যবনকরে আত্মসমর্পণ করিলেন, সেই দিন তাঁহার পিতৃপুরুষদিগের স্বাধীনরাজ্য পরাধীন হইল,—সেই দিন তাহা মোগল সাম্রাজ্যের একটী প্রধান জাইগির মধ্যে পরিগণিত হইল। তদবধি রাঠোর নৃপতিগণ সামন্তপ্রথার অনুসারে তাহা জাইগির স্বরূপ ভোগ করিতে লাগিলেন। প্রতি নূতন অভিষেকে সম্রাটদিগের নিকট হইতে নূতন নূতন ফর্ম্মাণ গ্রহণ করিতে হইত।

"শূরসাগর" একটু প্রসিদ্ধ। কিন্তু এ কৃত্রিম সরসি হইতে মরুভূমির কিছুই বিশেষ উপকার হয় নাই।

মহারাজ শূরসিংহ ছয়টী * পুত্র এবং সাতটী কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র গজসিংহ ১৬২০ খৃষ্টাব্দে পিতৃসিংহাসনে সমারূঢ় হইলেন। গজসিংহ লাহোর নগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুকালে তিনি বুরহানপুরে রাজশিবিরে অবস্থিতি করিতেছিলেন, এমন সময়ে দেরাব খাঁ সম্রাটের প্রতিনিধিস্বরূপ তাঁহার পটগৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহার মস্তকে মুকুট, ললাটে রাজতিলক এবং কটিতটে তরবার সজ্জিত করিলেন। পিতৃরাজ্য নকোটী মারবার ভিন্ন তিনি অভিষেক দিবসে গুর্জ্জরের "সপ্তবিভাগ" ধুন্দরের † অন্তর্গত ঝুলাই এবং আজমিরের অন্তঃপাতী মূসৌদা নগর প্রাপ্ত হইলেন। এ সকল পুরস্কার ভিন্ন তিনি একটী উচ্চতম সম্মান লাভ করিলেন। সম্রাট তাঁহাকে দক্ষিণাপথের প্রতিনিধিত্বে বরণ করিলেন এবং সেই সময় হইতে এই নিয়ম করিয়া দিলেন যে, তাঁহার সর্দ্দারদিগের তুরঙ্গ সকল তদবধি মোগলের অর্দ্ধচন্দ্রাঙ্কে আর অঙ্কিত হইবে না। ‡ শেষোক্ত বিধান দ্বারা মোগল সম্রাট রাঠোর সামন্তদিগকে একটী ঘোরতর অবমান হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

আশৈশব পিতার সহিত দেশদেশান্তরে ভ্রমণ করিয়া গজসিংহ তাঁহার সুন্দর গুণরাশি এবং রণনৈপুণ্য অনুকরণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। দক্ষিণাবর্ত্তের প্রতিনিধিপদে অভিষিক্ত হইয়া তিনি সেই সমস্ত প্রকৃষ্ট গুণাবলির পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। তাঁহার শাণিত তরবার মুখে অনেক নগর ও জনপদ পতিত হইল। কারকিগড়, গলকুণ্ড, কেলেন, পারনাল, গুজনগড়, আশৈর ও সাতারা অল্প সময়ের মধ্যেই রাঠোররাজকর্ত্তৃক অর্জ্জিত হইয়া মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট হইল। এই সকল স্থানে তিনি যে অসীম বীরত্ব ও রণনৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া বিপুল জয় অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তজ্জন্য সম্রাট তাঁহাকে "দলথাম্না (দলস্তম্ভ) উপাধি প্রদান করিলেন। এই সকল যুদ্ধে গজসিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র অমরসিংহ তাঁহার সহিত একত্রিত হইয়া বিস্ময়কর বীরত্ব ও রণনৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।

---

* গজসিংহ (সর্ব্বজ্যেষ্ঠ,) সুবলসিংহ, বিরামদেব, বিজয়সিংহ, প্রতাপসিংহ ও যশোবন্ত—এই ছয় পুত্র। তাঁহার সপ্তদুহিতার সম্বন্ধে কোন বিবরণই পাওয়া যায় নাই।

† অম্বরের আদি ও প্রাচীন নাম ধুন্দর। অম্বর বা জয়পুর ইহার রাজধানীমাত্র। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণের মধ্যে অনেকেই স্বেচ্ছাবশতঃ রাজ্যের নাম লোপ করিয়া তাহার রাজধানীর নামে তাহা অভিহিত করিয়া থাকেন। সেইজন্ত আজি আমরা প্রাচীন মিবার ও মারবারের পরিবর্ত্তে উদয়পুর ও যোধপুরের উল্লেখ দেখিতে পাই। কিন্তু ইহাদ্বারা যে ইতিহাসের অবমাননা করা হয়, তাহা তাঁহারা একবার ভাবিয়া দেখেন না। মহাত্মা টড্ এবিষয়ে যেরূপ প্রকৃষ্ট পথ দেখাইয়া দিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের অবলম্বন করা উচিত।

‡ এরূপ প্রথায় রাজপুত সামন্তগণ আপনাদিগকে অত্যন্ত অবমানিত মনে করিতেন। বীরাচারের প্রধান সহায় প্রিয় তুরঙ্গগণের পৃষ্ঠদেশে যখন তাঁহারা সেই অনপনেয় কলঙ্ক দেখিতে পাইতেন, তখন তাঁহাদের মনে হইত যেন দাসত্ব সেই কলঙ্কিত চিহ্নে মূর্ত্তিমান হইয়া তাঁহাদিগকে দেখা দিতেছে।

বহুবিবাহ রাজন্যসমাজে মহা অনিষ্টের মূল। রাজা বিলাস অথবা পিতৃপুরুষগণের চিরন্তনী প্রথার বশবর্ত্তী হইয়া যে সকল রমণীর পাণিগ্রহণ করেন, তাহারা পুত্রবতী হইলে প্রায়ই রাজমাতা হইতে বাসনা করে। পুত্রের বয়সের সহিত তাহাদের সে বাসনা ক্রমে বলবতী হইতে থাকে। সেই বলবতী প্রবৃত্তির বশবর্ত্তিনী হইয়া তাহারা একবারে জ্ঞানশূন্যা হইয়া পড়ে; রাজ্যের ভাবী মঙ্গলামঙ্গল ভাবিবার তাহাদের সময় থাকে না। স্বার্থসাধনার্থ তাহারা একেবারে এতদূর উন্মত্ত হইয়া পড়ে যে, স্বয়ং রাজা যদি তাহাদের স্বার্থের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হয়েন, তাহা হইলে রাক্ষসীরা সময়ে সময়ে বিষ-প্রয়োগে অথবা অন্য কোন দুরিতাবলম্বনে তাঁহারও প্রাণ বিনাশ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। পিতৃপ্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া সম্রাট জাহাঙ্গির রাঠোর ও কুশাবহকুলের দুইটী রমণীর পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে রাঠোরবংশীয়া রমণীর গর্ভে তাঁহার পারবেজ নামে একটী পুত্র সমুদ্ভূত হয়েন। তিনিই জ্যেষ্ঠ;—উত্তরাধিকারিত্বের চিরন্তন নিয়মানুসারে তিনিই সিংহাসনলাভের উপযুক্ত পাত্র। কিন্তু অম্বর-রাজকুমারীর গর্ভে সম্রাটের ঔরসে ক্ষুরম নামে যে একটী পুত্র জন্মিয়াছিলেন, তিনিও সিংহাসনলাভের জন্য পারবজের ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইলেন এবং স্বার্থসাধনের উপযুক্ত উপায় ও অবসর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। ক্ষুরম কনিষ্ঠ ছিলেন বটে, কিন্তু পারবেজের অপেক্ষা তাঁহার গুণ ও দক্ষতা অধিকতর ছিল। তিনি একজন সুদক্ষ ও সাহসী যোদ্ধা,—বিশেষতঃ অনেক মোহকর গুণরাশিতে অলঙ্কৃত ছিলেন। সেই জন্যই তিনি অধিকাংশ লোকের অনুরাগ-ভাজন হইতে পারিয়াছিলেন। ভাগ্যবশতঃ তিনি উপযুক্ত বন্ধু ও মন্ত্রদাতার সাহায্যও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শিশোদীয় বীর তেজস্বী ভীমসিংহ এবং বিখ্যাত সেনাপতি মহাব্বৎ খাঁ। * তাঁহার অসীম গুণ ও সহৃদয়তায় বিমোহিত হইয়া তৎপক্ষ অবলম্বন করিলেন এবং তাঁহার স্বার্থসাধনের সমূহ সহায়তা করিতে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইলেন। তাঁহাদের উৎসাহ ও পরামর্শে উৎসাহিত হইয়া ক্ষুরম স্বীয় অভীষ্টসিদ্ধির প্রধান অন্তরায়স্বরূপ পারবেজকে সংহার করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। †

রাজকীয় সেনাদল লইয়া ক্ষুরম যে সময়ে দক্ষিণাঞ্চলে উপস্থিত হয়েন, সেই সময় হইতে তাঁহার ভাগ্যগগন অল্পে অল্পে পরিষ্কৃত হইতে থাকে, তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধির কণ্টক

---

* মহাত্মা টড্ সাহেব বলেন, মহাব্বৎ খাঁ শিশোদীয় কুলাঙ্গার পাপিষ্ঠ সাগরজির পুত্র, স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মহাব্বৎ নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (রাজস্থান প্রথম খণ্ড,—৩২৬ পৃষ্ঠা।) কিন্তু জাহাঙ্গিরের জীবনচরিতে দেখিলাম, তিনি কাবুলের অধিবাসী ঘোরবেগ নামক জনৈক মুসলমানের পুত্র।

(Memoirs of Jehangir, p. 30.)

† এই স্থল পাঠ করিলে সহসা প্রতীতি জন্মে যে, মহাব্বৎ খাঁ পূর্ব্ব হইতেই ক্ষুরমের মিত্র ছিলেন; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। ১৬২৪ খৃষ্টাব্দে যখন ক্ষুরম প্রথম বিদ্রোহী হয়েন, সম্রাটের আদেশে মহব্বৎ, পারবেজের সহিত তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে মহাব্বৎ ক্ষুরমের বিরুদ্ধে নানাপ্রকারে শত্রুতা করিতে লাগিলেন, পরিশেষে ১৬২৬ খৃষ্টাব্দে জাহাঙ্গিরের মৃত্যুর একবৎসর পূর্ব্বে তিনি ক্ষুরমের সহিত মিলিত হয়েন।

Elphinstone's History of India, pp. 563 73.

এক একটী করিয়া অপসৃত হইতে আরম্ভ করে। এতদিন তিনি শুধু কল্পনার ক্রোড়ে শয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। মারবার-রাজ গজসিংহ তাঁহার অব্যবহিত নিম্নতন পদে অভিষিক্ত হইয়া তন্নিকটে অবস্থিতি করিতে-ছিলেন। সুলতান ক্ষুরম তাঁহাকে নিজ মনোভাব ব্যক্ত করিয়া বলিলেন এবং অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য তাঁহার সহায়তা প্রার্থনা করিলেন। গজসিংহ স্বভাবতঃ পারবজের অনুরাগী ছিলেন। নিজ প্রিয়পাত্রের ভবিষ্য ভাগ্য ভাবিয়া হউক, অথবা সম্রাটকৃত অসীম উপকারের বিষয় চিন্তা করিয়াই হউক,—কোন্ কারণবশতঃ ঠিক বলিতে পারি না—তিনি ক্ষুরমের প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন না। তাঁহার অসম্মতি ও ঔদাস্য দেখিয়া ক্ষুরম নিরস্ত হইলেন না বরং যাহাতে কার্য্যসিদ্ধি হয়, তদুপযোগী উপায় অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। গোবিন্দদাস নামে ভট্টিবংশীয় জনৈক রাজপুত মারবারের বিদেশীয় সামন্ত শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট ছিলেন। গজসিংহ তাঁহাকে বিশেষ বিশ্বাস ও আদর করিতেন এবং সকল বিষয়েই তাঁহার পরামর্শ লইতেন। ক্ষুরম এক্ষণে তাঁহারই সহায়তা চাহিলেন এবং গজসিংহের মন ফিরাইবার জন্য তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করিলেন। কিন্তু ভট্টী সর্দ্দার তাঁহার কোন অনুরোধ গ্রাহ্য করিলেন না। ইহাতে ক্ষুরম তৎপ্রতি অতিশয় রুষ্ট হইলেন। সামান্য উপসামন্ত হইয়া গোবিন্দদাস সম্রাট-পুত্রের অনুরোধ রক্ষা করিলেন না, ইহাতে কি ক্ষুরমের অপমান হইল না? ক্ষুরম সেইদিন হইতে সেই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন এবং তাহাকে হত্যা করিবার নিমিত্ত কিষণসিংহ নামক জনৈক রাজপুতকে নিয়োগ করিলেন। কিষণসিংহ * নিজ নৃশংস উদ্দেশ্য অল্পদিনের মধ্যেই সাধন করিল। ইহাতে গজসিংহ দারুণ মর্ম্মাহত হইলেন। ক্ষুরমের আচরণ দেখিয়া তৎপ্রতি তাঁহার বিষম ঘৃণা উদ্রিক্ত হইল। সম্রাটের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে তাঁহার আর ইচ্ছা রহিল না। বিকট ঘৃণা ও রোষে তাঁহার হৃদয় আলোড়িত হওয়াতে তিনি সেনানিবেশ পরিত্যাগ করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাগত হইলেন।

এই ঘটনার অল্পদিন পরেই দুর্ভাগ্যবান্ পারবেজ, ক্ষুরমের জিঘাংসাবহ্নিতে পতঙ্গবৎ বিদগ্ধ হইলেন। তখন তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধির একটীমাত্র কণ্টক রহিল; সে কণ্টক—তাঁহার জন্মদাতা সম্রাট জাহাঙ্গির! তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে পারিলেই সকল বাধাবিঘ্ন নিরাকৃত হয়। আশ্চর্য্যের বিষয়, ক্ষুরম সেই দুষ্ক্রিয়াও সাধন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং উপযুক্ত সেনাবল সংগ্রহ করিয়া কার্য্যকরী সুবিধার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই জঘন্য দুরভিসন্ধি অচিরে সম্রাটের কর্ণগোচর হইল। পুত্রের এতাদৃশ দুরভিলাষ জানিতে পারিয়া জাহাঙ্গির অত্যন্ত অভিতপ্ত হইলেন। ক্ষুরম যে এইরূপে পিতৃ-ভক্তির পরিচয় প্রদান করিবেন, তাহা তিনি কখন স্বপ্নেও ভাবেন নাই। যাহা হউক, এক্ষণে তাঁহার বিষম সঙ্কট উপস্থিত। একদিকে তাঁহার জীবন ও সম্মান,—অপরদিকে

---

* কিষণসিংহ কর্ত্তৃক কিষণগড় স্থাপিত হয়। গোবিন্দদাসকে হত্যা করিয়া কিষণসিংহ রাজানুগ্রহে স্বপ্রতিষ্ঠিত নগরে স্বাধীন রাজারূপে শাসনদণ্ড পরিচালন করিতে পাইয়াছিলেন। ইঁহার বর্ত্তমান বংশধর এক্ষণে ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের সহিত মৈত্রীসূত্রে সম্বদ্ধ।

ভারতবর্ষের সুখ ও শান্তি বিপন্ন। এ সঙ্কট হইতে উদ্ধার-লাভের জন্য তিনি রাজপুত নৃপতিদিগের সহায়তা যাচ্ঞা করিলেন। অচিরে তাঁহাদিগের নিকট ঘোষণাপত্র প্রেরিত হইল। সেই ঘোষণাপত্র প্রাপ্ত হইবামাত্র মারবার, অম্বর, কোটা ও বুন্দির নরপতিগণ স্ব স্ব সেনাদল সজ্জিত করিয়া সম্রাটের সাহায্যার্থে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন।

এই ভীষণ অন্তর্ব্বিবাদ দমন করিবার জন্য রাঠোররাজ গজসিংহ সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উৎসাহ প্রকাশ করেন। বিদ্রোহী দলকে নিকটে অগ্রসর হইতে দেখিয়া সম্রাট বিষম ভীত হইয়াছিলেন, কিন্তু আজি গজসিংহের উৎসাহ ও আশ্বাসবাক্যে তাঁহার হৃদয় অনেক পরিমাণে আশ্বস্ত হইল। তিনি রাঠোররাজের প্রতি এতদূর সন্তুষ্ট হইলেন যে, তাঁহার হস্ত মর্দ্দন করিলেন—শুদ্ধ তাহা নহে—এমন কি সে হস্ত চুম্বনও করিলেন। বিদ্রোহী পুত্রকে দমন করিবার জন্য সম্রাট সেই সমস্ত রাজপুত নৃপতিদিগকে তাহার বিরুদ্ধে যাত্রা করিতে কহিলেন। অতঃপর সকলেই নিজ নিজ সেনাদলের পুরোভাগে আসীন হইয়া বিদ্রোহদমনে অগ্রসর হইলেন। বারানসীর নিকটে আসিয়া তাঁহারা ক্ষুরমের সেনাদলকে দেখিতে পাইলেন। তখন সম্রাট সুশৃঙ্খলরূপে স্বীয় বিশালবাহিনী সজ্জিত করিতে আদেশ করিয়া অম্বরাধীপ মিরজা রাজার করে সমগ্র সেনাদলের সম্মুখ রক্ষণভার অর্পণ করিলেন। গজসিংহ উপস্থিত থাকাতেও জাহাঙ্গির তাঁহাকে ফেলিয়া অম্বররাজকে কেন যে সম্মানিত করিলেন, তাহার নিগূঢ় কারণ জানা যায় নাই। কেহ কেহ বলেন, ক্ষুরম কুশাবহ কুলোৎপন্না এক রমণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, মিরজা রাজাও কুশাবহ; সাজাত্য বশতঃ ক্ষুরমের প্রতি তাঁহার অধিকতর অনুরাগ হইবার সম্ভাবনা; সুতরাং তাঁহাকে সম্মানিত না করিলে পাছে তিনি বিদ্রোহীপক্ষই অবলম্বন করেন, এই ভয়ে সম্রাট পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার মুখ বন্ধ করিলেন। কিন্তু মারবারের ভট্টগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অম্বররাজ অপেক্ষাকৃত অধিক সেনাবল লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেইজন্যই সম্রাট তাঁহাকে সেনাদলের সম্মুখ-রক্ষণভার অর্পণ করেন। যাহা হউক, ইহার অভ্যন্তরে যে কোন কারণ নিহিত থাকুক, তাহার তর্ক এক্ষণে নিষ্প্রোজন; তবে এইমাত্র বলিতে হইবে যে, সম্রাটের তদ্রূপ কার্য্যের একটী বিষময় ফল ফলিল। তেজস্বী গজসিংহ উক্তরূপে প্রত্যাখ্যাত হইয়া আপনাকে দারুণ অবমানিত মনে করিলেন এবং নিজ ধ্বজা নমিত করিয়া রাজকীয় সেনাদল পরিত্যাগ পূর্ব্বক দূরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, নিঃসংশ্রব হইয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক দূর হইতে যুদ্ধের ফলাফল দেখিতে থাকিবেন। কিন্তু তাহা হইল না; শিশোদীয় বীর তেজস্বী ভীমসিংহের তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে নিরতিশয় মর্ম্মাহত হইয়া পরিশেষে তিনি সম্রাটের পক্ষই অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলেন। যদি ভীম রাঠোররাজকে সেরূপ উত্তেজিত না করিতেন, যদি গজসিংহ সেদিন সেইরূপ নির্লিপ্তভাবে দর্শকের ন্যায় থাকিতেন, তাহা হইলে ক্ষুরম সেই দিবসেই ভারতের রাজমুকুট লাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু বিধাতা অদৃশ্যে থাকিয়া বৃদ্ধ সম্রাটকে দারুণ অপমান হইতে রক্ষা করিলেন। ভীমসিংহ একখানি পত্রদ্বারা গজসিংহকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, হয় তিনি ক্ষুরমের পক্ষ অবলম্বন করুন, নতুবা তাঁহার বিরুদ্ধে অসি ধারণ করিয়া আপনার

তেজস্বিতার পরিচয়দানে প্রবৃত্ত হউন। সেই পত্রের এক একটী অক্ষর এক একটী বিষদিগ্ধ সুতীক্ষ্ণ শায়কের ন্যায় রাঠোর নৃপতির হৃদয়ে বিদ্ধ হইল। তাহাতে তাঁহার যেরূপ যাতনাবোধ হইতে লাগিল, সে যাতনার কাছে শত্রুর অত্যাচারও অতি সামান্য বলিয়া বোধ হইত। এমন কি, সম্রাটের সেই উপেক্ষায় তাঁহার হৃদয়ে যে কষ্ট হইয়াছিল, তাহাও সে সময়ে তিনি ভুলিয়া গেলেন এবং স্বীয় পতাকা পুনরুদ্যত করিয়া ভীষণ উৎসাহের সহিত বিদ্রোহীদিগের উপর আপতিত হইলেন। তাঁহার প্রচণ্ড উৎসাহ ও বীরত্বে অনুপ্রাণিত হইয়া রাঠোর ও হার সৈন্যগণ প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। তেজস্বী ভীম নিহত হইলেন, গোবিন্দ দাসের হত্যার প্রতিহিংসা বিহিত হইল, প্রচণ্ড বিদ্রোহানল প্রশমিত হইল, হতভাগ্য ক্ষুরম দলিত ও পরাজিত হইয়া দূরে পলায়ন করিলেন।

এই বীরানুষ্ঠান নিবন্ধন রাজা গজসিংহের সম্মান ও গৌরব অনেক পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হইল; কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি সে সম্মান অধিক দিন ভোগ করিতে পারিলেন না। সম্বৎ ১৬৯৪ (খ্রীঃ ১৬৩৮) অব্দে গুর্জ্জরের একটী যুদ্ধে তিনি নিহত হইলেন। সম্রাটের আদেশপালনার্থ অথবা স্বরাজ্যের দক্ষিণপ্রান্তস্থিত দস্যুদিগকে দমন করিবার জন্যই তিনি যে, অসি ধারণ করিয়াছিলেন, তাহার কোন বিবরণ কোন ভট্টগ্রন্থেই দেখিতে পাওয়া যায় না। গজসিংহ রাঠোরকুলের একজন উপযুক্ত নরপতি। স্বদেশের প্রখ্যাত নরপতিদিগের মধ্যে তিনি স্বনাম অটল করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি অমর ও যশোবন্ত নামে দুইটী পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তাঁহার অচল নামে আর একটী পুত্র সঞ্জাত হইয়াছিল; কিন্তু সে শৈশবেই কালগ্রাসে পতিত হয়।

রাজপুতগণ স্বভাবতঃ প্রাচীন সংস্কারের বশীভূত। তাঁহারা কচিৎ পিতৃপুরুষদিগের আচার ব্যবহারের অন্যথাচরণ করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহাদের সমাজে মধ্যে মধ্যে উত্তরাধিকারিত্ব প্রথার ব্যভিচার দেখিতে পাওয়া যায়। রাঠোরকুলের ইতিবৃত্ত অনুশীলন করিতে করিতে আমরা দুইটী উদাহরণ পাইয়াছি; এক্ষণে আর একটী উদাহরণ পাওয়া যাইতেছে। পূর্ব্বেই উক্ত হইল যে, গজসিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম অমর। সুতরাং উত্তরাধিকারিত্বের চিরন্তন নিয়মানুসারে অমরই রাজসিংহাসনের উপযুক্ত পাত্র। কিন্তু গজসিংহ তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়া স্বীয় দ্বিতীয় তনয় যশোবন্তসিংহের ললাটে রাজটীকা অর্পণ করিলেন। জ্যেষ্ঠ বিদ্যমান থাকিতে কনিষ্ঠ কেন যে উত্তরাধিকারিত্বে বৃত হইলেন, তাহার বিশেষ কারণ আছে। অমরসিংহ প্রচণ্ড, উদ্ধত ও উৎকট প্রকৃতির লোক ছিলেন। তজ্জন্য রাজ্যের প্রায় অনেকেই তাঁহাকে ভাল বাসিত না। বিশেষতঃ তাঁহার রাজযোগ্য এরূপ কোন গুণ ছিল না, যাহার সাহায্যে তিনি পঞ্চাশত সহস্র রাঠোরের উপর আধিপত্য করিতে পারেন। কিন্তু তাহা বলিয়া তিনি নিস্তেজ ও নির্বীর্য্য নহেন। তাঁহার তেজস্বিতা ও বীর্য্যমত্তা চিরপ্রসিদ্ধ। সে প্রচণ্ড তেজস্বিতা ও বীর্য্যমত্তার সম্মুখে তাঁহার শত্রুকুল তৃণের ন্যায় দগ্ধ হইয়া যাইত। দক্ষিণাবর্ত্তে গজসিংহ যে সকল যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন, অমর তৎসমস্তেই বিশেষ দক্ষতা প্রকাশ করিয়াছিলেন,—বলিতে কি তিনি সেই সকল যুদ্ধে

সর্ব্বাগ্রে অসি ধারণ করিয়া শত্রুকুলের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। অমর বিবাদে অগ্রগামী, যুদ্ধে নির্ভীক এবং ঔদ্ধত্যে অগ্রগণ্য। এই সকল গুণের সহিত যাহাদের মনোবৃত্তির সামঞ্জস্য হইত, তাহারা সকলেই তাঁহার সহিত যোগদান করিয়াছিল। সেই সকল প্রচণ্ড স্বভাব লোকের সহিত একত্রিত হইয়া অমরসিংহ বিনা কারণে—বিনা উত্তেজনায় যাহার তাহার বিরুদ্ধে অসিচালনা করিতে লাগিলেন, যাহাকে তাহাকে অপমানিত করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার অত্যাচারে দেশশুদ্ধ লোক নিপীড়িত হইয়া গজসিংহের নিকট অভিযোগ করিল। প্রজাহিতৈষী রাজা স্বরাজ্যের মঙ্গল এবং প্রকৃতিবর্গের সুখের জন্য অবশেষে উদ্ধত অমরসিংহকে সিংহাসন হইতে বঞ্চিত করিতে বাধ্য হইলেন।

সম্বৎ ১৬৯০ (খৃঃ ১৬৩৪) অব্দের বৈশাখ মাসে একদা গজসিংহ মারবারের সমস্ত সামন্ত ও পাত্রমিত্রগণের সহিত প্রকাশ্য সভাস্থলে উপবিষ্ট হইয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র অমরসিংহের অগ্রজস্বত্ব রহিত করিলেন। সেই সঙ্গে বিবাসনবিধি ও তদানুসঙ্গিক ক্রিয়াপদ্ধতি অনুষ্ঠিত হইল। এরূপ শোচনীয় ব্যাপার রাজপুত কর্ত্তৃক কদাচিত আচরিত হইয়া থাকে। অন্ত্যেষ্টিবিধানের প্রায় সমস্ত প্রক্রিয়াই ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। যে দিন এই শোচনীয় কাণ্ডের অভিনয় হয়, সেই দিন রাজপুতগণ কর্ত্তৃক শোকবাসর বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে। গজসিংহ সমুচ্চ সিংহাসনে উপবিষ্ট,—দুইপার্শ্বে রাজ্যের সামন্তগণ স্ব স্ব পদমর্য্যাদার অনুসারে আসীন, সম্মুখে—ঈষৎ দক্ষিণে দুর্ভাগ্য অমরসিংহ। সভাস্থ সকলেই নীরব—নিস্তব্ধ—নিস্পন্দ! সকলেরই বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্র নরপতির গম্ভীর ও তেজোময় মুখমণ্ডলে সংযত। সকলেই তাঁহার আদেশ জানিবার জন্য সোদ্বেগে উপবিষ্ট। এমন সময়ে সেই গম্ভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া গম্ভীরস্বরে এই আদেশ উচ্চারিত হইল, "অমরসিংহ অগ্রজস্বত্ব হইতে বিচ্যুত হইলেন, ভবিষ্যতে তিনি আর রাজা হইতে পারিবেন না; মারবারের ভাবী উত্তরাধিকারিত্ব তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার উপর অর্পিত হইল। অমরসিংহ নির্ব্বাসিত,—এক্ষণে তিনি দেশ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাউন।" এই কঠোর আদেশ উচ্চারিত হইবামাত্র তাঁহার নির্ব্বাসনের বসন ভূষণ আনীত হইল। অমর সেই সমুদায় বসনভূষণে সজ্জিত হইলেন। সকলই কৃষ্ণবর্ণের। কাল পায়জামা—কাল আঙ্গরাখা—মাথার উপর কাল রঙের টুপি!—কাল ঢালতরবার। অমর এই সকল কৃষ্ণবর্ণের সজ্জায় সজ্জিত হইলে একটী কৃষ্ণবর্ণ তুরঙ্গ নিকটে আনীত হইল; তিনি তাহাতে আরোহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাসন-যাত্রায় প্রস্থিত হইলেন;—একবার কাহারও দিকে চাহিলেন না, কাহাকেও অনুগামী হইতে অনুরোধ করিলেন না!

তেজস্বী অমর কাহারও সাহায্য অপেক্ষা করিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহাকে একাকী দেশ হইতে যাইতে হইল না। প্রত্যেক সামন্ত পরিবারের যে সকল ব্যক্তি তাঁহাকে ভাবী নরপতি বলিয়া সম্মান করিতেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে রাজসভা হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া তাঁহার অনুগামী হইলেন। অমর সেই সকল বিশ্বস্ত সর্দ্দারের সহিত মারবার হইতে বহির্গত হইয়া একবারে সম্রাট-সভায় উপস্থিত হইলেন। সম্রাট যদিও তাঁহার নির্ব্বাসনদণ্ড বিধিবদ্ধ ও অনুমোদন করিয়াছিলেন, তথাপি নিরাশ্রয় রাজকুমারকে আশ্র-

প্রার্থী দেখিয়া দয়া না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি তাঁহাকে একটী সেনাপতি পদে অভিষেক করিলেন। অমর বীর্য্যবান্ ও রণকুশল। কিছুদিনের মধ্যেই সম্রাট তৎপ্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে তিন সহস্রের মনসবপদে উন্নীত করিয়া "রাও" উপাধি প্রদানপূর্ব্বক নাগোর জনপদ স্বাধীন বৃত্তিস্বরূপ অর্পণ করিলেন। এই সকল সম্মান প্রাপ্ত হইয়া রাঠোর অমরসিংহ মনোবেদনা অনেক পরিমাণে অবহেলা করিতে পারিলেন। কিন্তু তাঁহার উগ্র ও উদ্ধত প্রকৃতিই তাঁহার কালস্বরূপ হইল। যে বিকট ঔদ্ধত্য ও উগ্রতানিবন্ধন তিনি উত্তরাধিকারিত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন, তাহাই পরিশেষে তাঁহার অকাল ও শোচনীয় মৃত্যু আনয়ন করিল। পদোন্নতি লাভ করিয়া তিনি নিজ কার্য্যে নিতান্ত অমনস্ক হইয়া পড়িলেন,—এমন কি, এক সময়ে বরাহ ও ব্যাঘ্র শিকারে প্রবৃত্ত হইয়া একবারে একপক্ষ রাজসভা হইতে অনুপস্থিত রহিলেন। কর্ত্তব্যের এই অবহেলা নিবন্ধন সম্রাট শাজাহান তাঁহাকে তাড়না করিয়া তাঁহার জরিমানা করিতে ভয় দেখাইলেন। তেজস্বী অমর তাহাতে অণুমাত্র ভীত হইলেন না; বরং সম্রাটের সম্মুখেই ধীর ও অকম্পিত কণ্ঠে উত্তর করিলেন "আমি মৃগয়ায় বাহির হইয়াছিলাম, সেই জন্যই সভায় উপস্থিত থাকিতে পারি নাই।" তৎপরে নিজ অসিস্পর্শ করিয়া তিনি সেইরূপ স্বরেই বলিলেন "আপনি আমার জরিমানা করিতে চাহিয়াছেন;— করুন—এই তরবারই আমার একমাত্র সম্পত্তি।"

অমরের এই উদ্ধত ও দুর্বিনীত বাক্য শ্রবণে সম্রাট অতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেন এবং জরিমানা আদায় করিবার জন্য বেতনাধ্যক্ষ সালবৎ খাঁকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। খাজাঞ্জী যথাকালে অমরের বাসভবনে উপস্থিত হইয়া রূঢ়স্বরে তাঁহার নিকট জরিমানা চাহিলেন। তাঁহার সেইরূপ অযৌক্তিক ব্যবহারে অমর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে সম্মুখ হইতে দূরে গমন করিতে আদেশ করিলেন, পরন্তু অর্থদণ্ড ও স্বীকার করিলেন না। কর্ম্মচারীর প্রতি অবমাননায় সম্রাট আপনাকে অবমানিত জানিয়া তৎক্ষণাৎ অমরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তদনুসারে অমর নিজ বাসভবন হইতে বহির্গত হইলেন। আমখাসে উপস্থিত হইয়া তিনি দূর হইতে সম্রাটের আরক্ত নয়ন ও গম্ভীর মুখমণ্ডল দেখিতে পাইলেন,—দেখিলেন সলাবৎ তাঁহার সম্মুখে করযোড়ে দণ্ডায়মান। অকস্মাৎ অমরের হৃদয় দারুণ ক্রোধাবেগে আলোড়িত হইল, শিরায় শিরায় উত্তপ্ত শোণিতস্রোত তাড়িতবেগে প্রবহমান হইল, প্রতি লোমকূপ দিয়া যেন জ্বলন্ত অগ্নিশিখা বহির্গত হইতে লাগিল। সম্রাট তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়াছেন—গালি দিয়াছেন,—কঠোর নির্ব্বাসন দণ্ড অনুমোদন করিয়াছেন,—অতএব সম্রাটই যত অনিষ্টের মূল। এই চিন্তা সহসা তাঁহার মনে উদিত হইবামাত্র তিনি ওমরাদিগের মধ্য দিয়া ত্বরিতপদে গমন করিয়া একবারে সম্রাটের নিকটে উপস্থিত হইলেন, এবং সলম্ফে সলাবতের উপর পতিত হইয়া তাহার বক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করিলেন, তৎপরে অসি উন্মুক্ত করিয়া সবলে সম্রাটের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সৌভাগ্যবশতঃ সেই শাণিত তরবার স্তম্ভগাত্রে প্রহত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইল। ভয়ে সম্রাট সিংহাসন ছাড়িয়া অন্তঃপুরে পলায়ন করিলেন।

রাজসভায় এক মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। অমরের সংহার মূর্ত্তি দেখিয়া সকলে সভয়ে চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। তাঁহার প্রচণ্ড অসি বিদ্যুতের ন্যায় চারিদিকে ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। তাঁহার কিছুই বাচবিচার রহিল না; সম্মুখে যাহাকে পাইলেন তাহাকেই তিনি আক্রমণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে পাঁচজন উচ্চপদস্থ মোগল সেনানী তাঁহার শাণিত তরবার মুখে পতিত হইলেন। অনর্গল শোণিতমোক্ষণে সভাস্থল স্নাত হইল। তথাপি দুর্দ্ধর্ষ রাঠোরের বিরাম নাই। তাঁহাকে নিবর্ত্তিত করিবার উপায় না দেখিয়া অবশেষে তদীয় শ্যালক অর্জ্জুন গোর তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার ব্যপদেশে সাংঘাতিক আহত করিলেন। সে আঘাতে অমর ভূপতিত হইলেন বটে; কিন্তু যতক্ষণ না তাঁহার হস্তপদ নিঃস্পন্দ হইয়া পড়িল, ততক্ষণ তিনি অসি চালনা করিতে লাগিলেন, অবশেষে শোণিতস্নাত হইয়া সেই লোহিত শয্যায় অনন্ত কালের জন্য শয়ন করিলেন।

তাঁহার সেই শোচনীয় লোমহর্ষণ মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্য অমরের সর্দ্দারগণ জীবন উৎসর্গ করিতে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইলেন এবং পীতবাস পরিধান করিয়া মোগলদিগকে প্রচণ্ডবেগে আক্রমণ করিলেন। চম্পাবৎ-গোত্রীয় বল্প এবং কম্পাবৎ-গোত্রীয় ভাও নামক দুইজন তেজস্বী রাজপুত তাঁহাদের সৈনাপত্যে অভিষিক্ত হইলেন।—দেখিতে দেখিতে সেই কতিপয় রাজপুতের প্রচণ্ড বীরত্বে লালকেল্লা মধ্যে আবার এক বীভৎস কাণ্ডের অভিনয় আরম্ভ হইল। দলে দলে যুদ্ধবিশারদ অসংখ্য যবন সৈনিক আসিয়া সেই মুষ্টিমেয় রাজপুতসেনার উপর আপতিত হইতে লাগিল। অস্ত্রের ঝণাৎকারে এবং প্রমত্ত বীরগণের শ্রবণভৈরব সিংহনাদে সমস্ত আগরা প্রতিধ্বনিত হইল। দেখিতে দেখিতে অল্প সময়ের মধ্যে সমস্তই থামিয়া গেল। অসীম মোগলবলের নিকট সেই কতিপয় রাজপুত সর্দ্দার পরাস্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। অতঃপর অমরের পরিণীতা পত্নী বুন্দিরাজকুমারী সেই ভীষণ রঙ্গস্থলে উপস্থিত হইয়া প্রাণপতির মৃতদেহ ক্রোড়ে করিয়া লইয়া গেলেন এবং এক প্রচণ্ড চিতা প্রস্তুত করিয়া স্বামীর শবদেহ আলিঙ্গন পূর্ব্বক জ্বলন্ত অনলে তনুত্যাগ করিলেন।

অমরসিংহের সেই কতিপয় বিশ্বস্ত ও অনুগত সর্দ্দার অনেকদিন প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, "কিন্তু তাঁহাদের অপ্রতিম রাজভক্তি, আত্মোৎসর্গ ও বীরত্বের জ্বলন্ত নিদর্শন আজি আগরার স্তম্ভগাত্রে বিদ্যমান রহিয়াছে। কালের বিশাল গ্রন্থ হইতে তাঁহাদের মহনীয় চরিত্রের জীবন্ত চিত্র কেহই অপসারিত করিতে পারিবে না।" বোখারা-খ্যাত যে সিংহদ্বার দিয়া তাঁহারা "লাল কেল্লা" মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছিলেন, তাহা ইষ্টক প্রাচীরদ্বারা অবরুদ্ধ হইল, এবং সেই দিবস হইতে তাহা "অমরসিংহের ফটক" নামে প্রসিদ্ধ হইল। সেই দিবস হইতে উক্ত দ্বার অনেক দিন রুদ্ধ ছিল। পরিশেষে কাপ্তেন জিও ষ্টীল নামক জনৈক ইংরাজ ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে * তাহা খুলিয়া দেন।

---

* এতৎসম্বন্ধে কাপ্তেন ষ্টিল মহাত্মা টড সাহেবকে একটী অদ্ভুত বিবরণ বলিয়াছিলেন। সেই বিবরণের মর্ম্ম এই স্থানে প্রকটিত হইল। ষ্টীল সাহেব যখন অমরসিংহের ফটক ভাঙ্গিতেছিলেন, তখন নাগরিকগণ তাঁহাকে তাহা করিতে বারণ করিয়া বলিল, "আপনি ভাঙ্গিবেন না, ইহাতে একটী ভীষণ অজগর রক্ষকস্বরূপ

ষষ্ঠ অধ্যায়।

রাজা যশোবন্তের অভিষেক ;—তৎকর্ত্তৃক সকল প্রকার শান্তের উন্নতি-বিধান ;—গণ্ডবানে তাঁহার প্রথম অবদান ;—শাজাহান কর্ত্তৃক রাজকুমার দারার ভারতের প্রতিনিধিপদে অভিষেক ;—মালবরাজ্যে যশোবন্তের প্রতিনিধিত্ব ;—সিংহাসনলাভের জন্য আরঙ্গজীবের বিদ্রোহিতা ;—তাহার দমনার্থ সৈন্যসজ্জা এবং সমগ্র সেনাদলের অধিনায়কত্বে রাজা যশোবন্তের অভিষেক ;—ফতিহাবাদের যুদ্ধ ;—যশোবন্তের পশ্চাদপসরণ ;—রাওরত্নের বীরত্ব ;—আগরা-অভিমুখে যাত্রা ;—জেজৌযুদ্ধ ;—রাজপুতদিগের পরাভব ;—শাজাহানের সিংহাসনচ্যুতি ;—আরঙ্গজীব সম্রাট ;—যশোবন্তকে ক্ষমা করিয়া নিকটে আহ্বান ;—সুজার প্রতিপক্ষ অবলম্বন করিবার জন্য তৎপ্রতি আদেশ ;—কাজবার যুদ্ধ ;—যশোবন্তের আচরণ ;—আরঙ্গজীবকে বিপদে পাতিত করিয়া তাঁহার শিবির-লুণ্ঠন ;—দারার সহিত একতা-বন্ধন ;—দারার অকুশলতা ;—আরঙ্গজীব কর্ত্তৃক মারবার-আক্রমণ ;—দারার নিকট হইতে যশোবন্তকে বিচ্ছিন্নকরণ ;—রাঠোররাজকে গুর্জ্জরের প্রতিনিধিত্বে বরণ ;—তাঁহাকে দক্ষিণাবর্ত্তে প্রেরণ ;—শিবজীর সহিত যশোবন্তের ষড়যন্ত্র ;—শায়েস্তা খাঁর নিধন ;—যশোবন্তের তৎপদাধিকার ;—তাঁহাকে অতিক্রম করিবার জন্য তৎপদে সম্রাটের অম্বররাজকে অভিষেক ;—দক্ষিণাবর্ত্তে যশোবন্তের পুনরভিষেক ;—রাজকুমার মৌজামকে বিদ্রোহাচরণ করিতে উত্তেজন ;—দেলহার খাঁর যুদ্ধসজ্জা ;—তাঁহার সঙ্কট ;—দক্ষিণাপথ হইতে যশোবন্তকে গুর্জ্জরে স্থানান্তরিতকরণ ;—সম্রাটের আদেশক্রমে কাবুলে বিদ্রোহী আফগানদিগের বিরুদ্ধে তাঁহার যুদ্ধযাত্রা ;—যোধপুরে পৃথ্বীসিংহের অবস্থিতি ;—তৎপ্রতি আরাঙ্গজীবের নৃশংসাচরণ ;—পৃথ্বীসিংহের আকস্মিক মৃত্যু ;—যশোবন্তের পুত্রের মৃত্যু সম্বাদপ্রাপ্তি ;—পুত্রশোকে তাঁহার মৃত্যু ;—যশোবন্তের চরিত্র-বর্ণন ;—নাহরখাঁ।

অমরসিংহের নির্ব্বাসনে যশোবন্তসিংহ মারবারের “রাজগদি” প্রাপ্ত হয়েন। তিনি এক শিশোদীয়া রাজকুমারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পবিত্র শিশোদীয়কুলে বিবাহ করিতে পাইলে রাজপুত নরপতিগণ আপনাদিগকে পবিত্র ও কৃতার্থ মনে করিতেন। এরূপ সহযোগে যদি পুত্র সন্তান প্রসূত হইত, সে সন্তান কনিষ্ঠ হইলেও জ্যেষ্ঠের অতিরেকে রাজসিংহাসন লাভ করিত, এবং যদি কন্যা জন্মিত, তাহা হইলে তাঁহারা প্রাণান্তেও তাহাকে মোগলের করে অর্পণ করিতেন না। এই নিয়মের ব্যভিচার কিছুতেই হইত না,—হইলে ব্যভিচারী তাহার বিষময় ফলভোগ করিতেন। গিহ্লোটবংশীয়া রাজকুমারীর গর্ভে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া যে, কনিষ্ঠ যশোবন্ত জ্যেষ্ঠসত্ত্বে রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন, তাহার কোন বিবরণই ভট্টগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাতে বোধ হয় যে, অমরসিংহের উদ্ধত ও প্রচণ্ড প্রকৃতিই তাঁহার নির্ব্বাসনের একমাত্র প্রধান কারণ।

বাস করিতেছে, ভাঙ্গিলে নিশ্চয়ই আপনাকে বিপদে পড়িতে হইবে।” ইংরাজ এ জনশ্রুতিকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলিয়া উপেক্ষা করিলেন। কিন্তু তাঁহাকে ইহার ফল ভোগ করিতে হইয়াছিল। ফটক ভাঙ্গা প্রায় শেষ হইয়াছে, এমন সময়ে একটী বিকট সর্প তাহার অভ্যন্তর হইতে বহির্গত হইয়া ঔল সাহেবকে আক্রমণ করিল। সাহেব অতিকষ্টে তাহার দংশন হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া দূরে পলায়ন করিলেন।

ভট্টকবি বলেন "যশোবন্ত স্বীয় সমকালীন নরপতিগণের মধ্যে অপ্রতিম ছিলেন। তাঁহার প্রদীপ্ত প্রতিভাবলে দেশের মূর্খতা ও অজ্ঞানান্ধতা বিদূরিত হইয়াছিল, যেখানে তিনি শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন, সেইখানে হিন্দুশাস্ত্রের উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। তাঁহার অনুগ্রহে অনেকগুলি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল।"

যে দক্ষিণাবর্ত্ত শূরসিংহ ও গজসিংহের প্রধান রঙ্গস্থল, আজি যশোবন্ত তাহাকেই নিজ সাধনক্ষেত্র বলিয়া গ্রহণ করিলেন। শৈশব হইতে তাঁহার হৃদয়ের অভ্যন্তরে স্বজাতির গৌরবস্পৃহা ধীরে ধীরে অদৃশ্যভাবে বর্দ্ধিত হইতেছিল। উপযুক্ত সাহায্য পাইলেই সেই বলবতী স্পৃহা সফল হইয়া ভারতসন্তানের উন্নতির পথ পরিষ্কৃত করিতে পারিত। কিন্তু সে সাহায্য সম্রাটের ইচ্ছাসাপেক্ষ। সম্রাট যদি যশোবন্তের প্রকৃত হৃদয়ভাব বুঝিতে পারিতেন, এবং বুঝিতে পারিয়া যদি তাহার স্ফুটনোপযোগী আনুকূল্য দান করিতেন, তাহা হইলে মারবারের ইতিহাস অন্য মূর্ত্তি ধারণ করিত। কিন্তু তিনি সে সময়ে রমণীর অঞ্চল ধরিয়া কেবল অন্তঃপুর মধ্যেই আবদ্ধ ছিলেন এবং তাঁহার পুত্রগণ প্রতিনিধি হইয়া মোগল সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে অবস্থিতি করিতেছিলেন। সুতরাং শাজাহান রাঠোর বীর যশোবন্তের মহনীয় চরিত্র আলোচনা করিয়া দেখেন নাই। তিনি তাঁহাকে সর্ব্বপ্রথম গণ্ডবানক্ষেত্রে প্রেরণ করিলেন। এই গণ্ডবান-ক্ষেত্রই যশোবন্তের প্রথম সাধনভূমি। এইস্থলে এবং ইহার সমান অন্যান্য ক্ষেত্রে তিনি আরঙ্গজীবের অধীনস্থ বিশাল সেনাদলের অন্তর্নিবিষ্ট একটী বৃহৎ অংশের অধিনায়ক হইয়া যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। সেই বৃহৎ অংশ দ্বাবিংশতি ভিন্ন ভিন্ন সামন্তসেনায় সংগঠিত। এই সকল যুদ্ধে যদিও তিনি স্বাধীনভাবে স্বীয় রণনৈপুণ্য পরিচালনা করিতে পারেন নাই, তথাপি যে সকল সামন্তরাজা মোগল সম্রাটের সাহায্যার্থ রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে রাঠোর রাজাও তাঁহার অধিগত রাঠোর সেনাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। এইরূপে রাঠোরবীর যশোবন্তসিংহের শৌর্য্য বীর্য্য অল্পে অল্পে পরিস্ফুট হইতে থাকে, এইরূপে তিনি অনেক দিন অবধি অধস্তন কর্ম্মচারীরূপে আপন অদৃষ্ট পরীক্ষা করিলেন। এইরূপ অবস্থায় অনেক দিন কাটিয়া গেল। ক্রমে সম্রাটের বিবর্দ্ধমান রোগের সহিত যশোবন্তের সৌভাগ্য পরিষ্কৃত হইতে লাগিল। ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে শাজাহান সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইলে নিজ পুত্র দারাকে প্রতিনিধিত্বে বরণ করেন। দারা তদনন্তর রাজা যশোবন্তের দক্ষতার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে "পাঁচ হাজারী মনসবী" পদে উন্নীত করিয়া দিলেন এবং মালবে স্বীয় প্রতিনিধিস্বরূপ স্থাপন করিলেন।

যেদিন সম্রাটের পীড়া সাংঘাতিক বলিয়া ঘোষিত হইল, সেইদিন তাঁহার পুত্রগণ বিবিধ প্রকার কূট উপায় অবলম্বন করিয়া রাজসিংহাসন অধিকার করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কেহ প্রকাশ্য বিদ্রোহিতা আচরণ করিল, কেহ বা নিজ দুরভিসন্ধি লুকাইয়া রাখিয়া দ্রুতবেগে রাজধানীর অভিমুখে অগ্রসর হইল। ফলতঃ সেই সময়ে রাজ্যমধ্যে এক ভীষণ বিপ্লব উপস্থিত হইল। এ প্রচণ্ড বিপ্লব হইতে উদ্ধার পাইবার আশা বৃদ্ধ ও পীড়িত সম্রাট একমাত্র রাজপুতবীরদিগের উপর স্থাপন করিলেন। রুগ্ন শয্যায়

শান্বিত হইয়া তিনি যে দিকে নয়ন নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, সেই দিকেই যেন তাঁহার দুর্দ্দান্ত পুত্রগণের বিকট ভ্রূকুটি তাঁহাকে শত বিভীষিকা দেখাইতে লাগিল। যাহারা তাঁহার ঔরসজাত পুত্র,—তাঁহার বার্দ্ধক্যের অবলম্বন, যাহাদের মুখের দিকে চাহিলে তিনি শত যন্ত্রণা ভুলিয়া যাইতেন, যাহাদিগের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন, বিশাল ভারতসাম্রাজ্য নিষ্কণ্টকে শাসন করিবেন,—অন্তিমে পরমানন্দে অমর ধামে যাত্রা করিবেন; আজি কি না তাহারাই তাঁহার এই শোচনীয় অবস্থায় তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে চেষ্টা করিতেছে? যাঁহার অন্নে তাহারা এতদিন প্রতিপালিত হইল, যাঁহার গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া এতদিন প্রজাবর্গের ভক্তি-উপহার লাভ করিল, আজি কিনা পাশবী স্বার্থপরতায় প্রণোদিত হইয়া পরমগুরু পিতার অবমাননা করিতে উদ্যত হইয়াছে? সম্রাটের পুত্রগণ তাঁহার বিরুদ্ধে অসিধারণ করিয়াছে বটে, কিন্তু এই সঙ্কটে তিনি যাহাদের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন,—সেই পরমবিশ্বস্ত রাজপুতগণ তৎপ্রদত্ত বিশ্বাসের কখনই অবমাননা করিতে পারিবেন না। বিপদে পড়িয়া তিনি তাঁহাদিগকে নিকটে ডাকিলেন, তাঁহাদিগের আনুকূল্য চাহিলেন, ইহাতে কি তাঁহারা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? অচিরে সমগ্র রাজপুতসমাজ তাঁহার রক্ষার্থ স্ব স্ব সেনাদল লইয়া প্রতিকূল পুত্রগণের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। সেই সকল রাজপুতের মধ্যে অম্বররাজ জয়সিংহ সুজার * বিরুদ্ধে এবং যশোবন্তসিংহ কপটী আরঙ্গজীবের † বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন।

আরঙ্গজীবকে দমন করিবার জন্য রাঠোররাজ যশোবন্তসিংহ ত্রিংশৎ সহস্র রাজপুত এবং অনেকগুলি মোগল সৈন্যের অধিনায়কত্বে অভিষিক্ত হইয়া আগরা হইতে বহির্গত হইলেন। তাঁহার বিশাল বাহিনীর প্রচণ্ড পদভরে "মেদিনী কম্পিত হইল, স্বয়ং বাসুকি বিষম ব্যথায় কুণ্ডলিত হইলেন।" এই বৃহতী সেনা ভীষণ বিক্রম সহকারে নর্ম্মদার অভিমুখে অগ্রসর হইল। উজ্জয়িনীর প্রায় আট ক্রোশ দক্ষিণে ইহারা উপস্থিত হইয়াছে, এমন সময়ে সংবাদ আসিল যে, আরঙ্গজীব তাঁহাদের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তখন যশোবন্ত আর অগ্রসর না হইয়া সেই স্থলেই স্কন্ধাবার স্থাপন করিলেন। দেখিতে দেখিতে বিদ্রোহী দল নর্ম্মদা উত্তীর্ণ হইয়া যশোবন্তের অতি সন্নিকটে উপস্থিত হইল, কিন্তু সহসা তাঁহার সম্মুখীন হইতে সাহস করিল না। রাঠোররাজ ইচ্ছা করিলে সেই স্থলেই তাহাদিগকে উৎসাদিত করিতে পারিতেন;

---

* সুজা তৎকালে বঙ্গদেশে সম্রাটের প্রতিনিধিত্বে অভিষিক্ত ছিলেন। পিতার সাংঘাতিক পীড়ার বিবরণ শুনিয়া রাজসিংহাসন অধিকার করিবার আশায় তিনি বঙ্গদেশ হইতে অগ্রসর হইতেছিলেন, এমন সময়ে বারাণসীর নিকটে দারার পুত্র সলিমন শুকো তাঁহার সম্মুখীন হইয়া তাঁহাকে পরাস্ত করেন। রাজা জয়সিংহ এই সলিমন শুকোর সহায়তায় নিযুক্ত ছিলেন।

† আরঙ্গজীব তৎকালে দক্ষিণাবর্ত্তে সম্রাটের প্রতিনিধিরূপে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি অত্যন্ত কপটী। কপটতা ও কপট ধর্ম্মান্ধতার অভ্যন্তরে তিনি নিজ দুরভিসন্ধি অনেক দিন সংগুপ্ত রাখিয়াছিলেন।

কিন্তু তিনি তখন নীরবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ইহাতে আরঙ্গজীব সমূহ সুবিধা পাইলেন। তিনি সেই সুযোগে স্বীয় ভ্রাতা মুরদের সহিত একত্রিত হইয়া নিজ বল দৃঢ় করিয়া লইলেন। ইহা জানিয়া শুনিয়াও যশোবন্ত কিছুই বলিলেন না,—একবার তাঁহাদিগকে প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিলেন না। নিজ বলমদে মত্ত হইয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, একবারে দুইটী বিদ্রোহী ভ্রাতার সমবেত বল বিনাশ করিবেন, সেই জন্যই তিনি তাঁহাদিগের পরস্পরকে একত্রিত হইতে দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সে অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল না,—সিদ্ধ হওয়া দূরে থাকুক বরং তাহা হইতে যে বিষময় ফল উদ্ভূত হইল, তাহাতে তাঁহার সম্মান গৌরব অনেক পরিমাণে ব্যাহত হইয়া পড়িল। চতুর আরঙ্গজীব ভ্রাতার সহিত একত্রিত হইয়া নিরস্ত রহিলেন না, এমন কি যশোবন্তের অধীন মোগল সৈনিকদিগের সহিত ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। সে চক্রান্তের ফল অচিরে প্রকাশিত হইল। কেননা রাঠোররাজ যেমন বিদ্রোহীদিগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিতে আদেশ করিলেন, অমনি তদধীন মোগল অশ্বারোহীগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক আরঙ্গজীবের পক্ষে যোগ দান করিল। দুর্ব্বৃত্তদিগের এরূপ বিশ্বাসঘাতকতায় তেজস্বী যশোবন্ত মুহূর্ত্তের জন্য নিরুৎসাহ হইলেন না, বরং তাঁহার উৎসাহ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উত্তেজিত হইয়া উঠিল। যবনগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলে তাঁহার ত্রিংশৎসহস্র রাজপুত মাত্র তদীয় উন্নত পতাকামূলে দণ্ডায়মান রহিল। তাঁহার এবং সেই সমস্ত রাজপুত বীরগণের দৃঢ় বিশ্বাস যে, শত্রুসেনা যত বৃহৎ হউক না কেন, তাঁহাদের নিকট পারজিত হইবেই হইবে। এই বিশ্বাসে আশ্বস্ত হইয়া তাঁহারা সকলে শ্রবণভৈরব রবে সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন এবং প্রচণ্ড গিরিনদের ন্যায় শত্রুসেনাভাগে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। "রাজা যশোবন্ত ভীষণ শূল হস্তে স্বীয় রণতুরঙ্গ মাবুবের উপর আরোহণ করিয়া সম্রাটের পুত্রদ্বয়কে আক্রমণ করিলেন। সেই ভীষণ যুদ্ধে দশ সহস্র মুসলমান নিপতিত হইল। তহাদিগকে সংহার করিতে গিয়া সপ্তদশ শত রাঠোর,—তদ্ব্যতীত গিহ্লোট, হার, গোর, এবং রাজবারার প্রত্যেক সামন্ত সম্প্রদায়ের আরও কতকগুলি বীর প্রাণত্যাগ করিলেন। আরঙ্গ ও মুরাদ অতি কষ্টে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিলেন, কেননা তাঁহাদের কাল উপস্থিত হয় নাই। মাবুব ও তাহার প্রভু শোণিতসিক্ত; যশো ক্ষুৎকাতর কেশরীর ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইলেন এবং সেইরূপ একটী সিংহের ন্যায়ই নিজ শিকার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।"

এই ভয়াবহ যুদ্ধসম্বন্ধে ভট্টগণ যাহা বর্ণন করিয়াছেন, মুসলমান ঐতিহাসিক এবং বর্ণিয়ার কর্তৃক বর্ণিত বৃত্তান্তের সহিত তাহার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি ইহাঁরা তাঁহাদের বৃত্তান্তকে সমর্থন করিয়াছেন। বর্ণিয়ার স্বয়ং সে সময়ে যুদ্ধস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন যে, রাজকুমারদ্বয় বহুবলসম্পন্ন এবং ফরাসী গোলন্দাজ গণকর্তৃক সেবিত হইয়া রাজপুত-বিক্রমের বিরুদ্ধে আপনাদের বিশাল সেনাবল এবং অনলোদ্গারী অসংখ্য কামান চালিত করিলেন বটে, কিন্তু রাত্রি উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহাদের সমস্ত উদ্যম শেষ হইয়া গেল। সে রাত্রি উভয় পক্ষই সেই রণক্ষেত্রে যাপন

করিল। পরদিন প্রত্যুষে রাজা যশোবন্ত যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ করিয়া স্বরাজ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন *।

এই ফতিহাবাদ-ক্ষেত্র রাজপুত বীরত্বের একটী প্রধান বিস্ফুরণস্থল;—এই স্থলে তাঁহাদের বীর্য্যবহ্নি যে প্রচণ্ড তেজে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে বিদ্রোহী আরঙ্গজীব নিশ্চয়ই দারুণ ভীত হইয়াছিলেন †। যদিও শুধু অনুপ্রাসের অনুরোধে ভট্টকবিগণ মিবার ও শিবপুরের দুইটী বীরবংশ গিহ্লোট ও গরদিগকে বারবার উল্লেখ করিয়াছেন, তথাপি নিশ্চয় জানিতে পারা যায় যে, সেই ভীষণ যুদ্ধস্থলে রাজস্থানের প্রায় সমস্ত বীরকুলই বৃদ্ধ শাজাহানের সম্মানরক্ষার্থ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইহাতে প্রত্যেক রাজপুতকুলের এক একজন বীরবণিতার সীমন্তসিন্দুর চিরকালের জন্য উঠিয়া গিয়াছিল,—প্রত্যেক বীরবংশ স্তম্ভ স্বরূপ এক একটী বীরকে অনন্তকালের জন্য হারাইয়াছিল। এমন কি, মোগল ইতিহাসবেত্তা বর্ণন করিয়াছেন যে, অন্যূন পঞ্চদশ সহস্র রাজপুতবীর সেই দিবস রণক্ষেত্রে প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধ রাজপুতের বীরতা ও বিশ্বস্ততার একটী জ্বলন্ত নিদর্শন। রাজপুত বিশ্বাসঘাতক নহেন, যিনি তাঁহাদের বিশ্বাসের উপর নির্ভর করেন; তাঁহাকে তাঁহারা প্রাণান্তেও বিপদে পাতিত করিতে পারেন না, তাঁহার ন্যস্ত বিশ্বাসের তাঁহারা কখনই অবমাননা করেন না। ভগ্নহৃদয় বৃদ্ধ শাজাহান বিপদে পড়িয়া তাঁহাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিলেন, এমন কি একমাত্র তাঁহাদেরই মুখ চাহিয়া রহিলেন, বীরহৃদয় রাজপুতগণ প্রাণান্তেও তাঁহার সে সরল বিশ্বাসের অপমান করিলেন না। দুরাকাঙ্ক্ষ আরঙ্গজীব তাঁহাদিগকে হস্তগত করিবার আশায় কত প্রলোভন দেখাইয়াছিলেন, ভবিষ্যৎ আশার কত মোহন চিত্র তাঁহাদের নয়নসমক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা মুহূর্ত্তের জন্যও তাহাতে মোহিত হয়েন নাই,—মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহাদের হৃদয় আরঙ্গজীবের মঙ্গলবাসনা করে নাই। তাঁহারা স্ব স্ব প্রতিজ্ঞা প্রাণপণে পালন করিয়াছিলেন। কিন্তু বিশ্বাসঘাতক যবনদিগের বিষয় ভাবিয়া দেখিলে মনোমধ্যে বিজাতীয় ঘৃণার উদ্রেক হয়। তাহারা সম্রাটের অন্নে প্রতিপালিত, সেই অন্নদাতা পিতৃতুল্য সম্রাটের আদেশ শিরোধারণ করিয়া আগরা হইতে বহির্গত হইয়াছিল। কিন্তু বলিতে ঘৃণা হয়,—তাহারা সেই আদেশ কিরূপে পালন করিল? যে আদেশ সর্ব্বতোভাবে পালন করিব বলিয়া অসিস্পর্শ করিয়া শপথ করিল, সে আদেশ পালন করা দূরে থাকুক, বরং বিশ্বাসঘাতকতা অবলম্বন করিয়া তাহার প্রতিকূলতাচরণে প্রবৃত্ত হইল! এই কি রাজভক্তি?—এই কি পবিত্র স্বামীধর্ম্ম, যাহা পালন করিবার জন্য রাজপুতগণ সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভুলিয়া আপনাপন জীবন অম্লানবদনে উৎসর্গ করিলেন? সেই ফতিহাবাদের সমরক্ষেত্রে রাজপুতগণ স্বামীধর্ম্মপালনের যে জ্বলন্ত চিত্র স্থাপন করিয়াছেন, ন্যস্ত বিশ্বাসের যে উপযুক্ত ফল প্রদান করিয়াছেন, বিজাতীয় রাজার

* বর্ণিয়ার ও খাফির্খা উভয়েই বলেন যে, কাসিম খাঁ নামক যে ব্যক্তি যশোবন্তের অধীন মোগলসেনার অধিনায়ক হইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারই বিশ্বাসঘাতকতায় যশোবন্ত পরাজিত হইয়াছিলেন।

† এই যুদ্ধ ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসের শেষভাগে সংঘটিত হইয়াছিল।

জন্য জগতের আর কোন্ পরাধীন জাতি সেরূপ করিতে পারে? ইহাতে এক একটী বংশ একবারে উন্মূলিতপ্রায় হইয়াছিল। এমন কি একটী প্রসিদ্ধ রাজবংশের * ছয়জন ভ্রাতাই অসিধারণ করিয়া কেবল একজন ভিন্ন অপর পঞ্চজনেই প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

এই ভীষণ, যুদ্ধে যে সমস্ত রাজপুত অতুল বীরত্ব ও রণনৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে রাতলামের রত্নসিংহই প্রধান। তাঁহার অপ্রমেয় বীরত্বে মোহিত হইয়া সকলেই মুক্তকণ্ঠে তাঁহাকে অবিরাম সাধুবাদ প্রদান করিয়াছিল। সে বীরত্ব বীররসামোদী ভট্টকবির বিশেষ আদরের বস্তু; তিনি স্বীয় মোহিনী তুলিকাদ্বারা অক্ষয় ও জলন্ত বর্ণে "রাসা রাও রত্ন" নামক গ্রন্থে তাহা অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন। বীর রত্ন রাঠোরকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি উদয়সিংহের প্রপৌত্র। স্বাধীনতার সহিত রাঠোরকুলের বীরতা যে, অপগত হয় নাই, তাহা রত্নসিংহদ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছিল। তিনি স্বীয় অসীম বীর-বিক্রমে শত্রুদলকে দলিত ও বিত্রাসিত করিয়াছিলেন।

রাঠোররাজ যশোবন্ত সিংহ যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া গেলেন বটে, কিন্তু ইহাতে তাঁহার কিছুমাত্র অপযশ হয় নাই। কেননা ক্রমাগত একদিন ঘোর যুদ্ধের পর উভয় পক্ষই রণস্থল পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। যদিও উভয় পক্ষে জয়পরাজয়ের কোন লক্ষণই দেখিতে পাওয়া যায় নাই, তথাপি বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, আরঙ্গজীবই জয়ী হইয়াছিলেন। তাঁহার দুরভিসন্ধি ব্যর্থ করিতে গিয়া রাজপুতগণ অধিকতর বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বিদ্রোহী রাজপুত্রের বিশাল অনীকিনীর নিকট তাঁহাদের বীরত্ব বিশেষ ফলদায়ক হয় নাই, কেননা তাঁহাদের অধিকাংশ বীরই রণস্থলে পতিত হইয়াছিলেন। যাহারা অবশিষ্ট ছিল, তাহাদিগকে লইয়া যশোবন্ত আরঙ্গজীবকে পুনরাক্রমণ করিতে ইচ্ছা করেন নাই। চতুর আরঙ্গজীবও তাহাতে আনন্দিত হইয়া তাঁহার তুষ্টভাব ভঙ্গ করিতে অগ্রসর হয়েন নাই। যাহাহউক উভয়ে আর কোন আস্ফালন না করিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, রাজা যশোবন্ত স্বীয় রাজধানীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন; কিন্তু তিনি সহজে যোধপুরে প্রবেশ করিতে পারেন নাই, তাঁহার প্রবেশপথে এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক একটী প্রচণ্ড বাধা স্থাপিত হইয়াছিল। সে ব্যক্তি—তাঁহার প্রিয়তমা মহিষী!

রাজা যশোবন্ত শিশোদীয়কুলের একটী মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মহিষী যেরূপ উচ্চকুলে সম্ভূত, সেইরূপ উচ্চতম গুণালঙ্কারে বিভূষিত ছিলেন। যখন

---

* ইহাঁরা ছয় জনেই বুন্দির রাজপুত্র। ইহাঁদের মধ্যে যিনি অধিকতর বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম ছত্রশাল। রাজা ছত্রশাল যেরূপ অদ্ভুত বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ বুন্দির ইতিবৃত্তে যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইবে। খাফি খাঁ ও বর্ণিয়ার উভয়েই মহাত্মা টডের বর্ণনা সমর্থন করিয়াছেন, কিন্তু পণ্ডিত এলফিন্‌ষ্টোন্ বলেন, যে, সেই বীরের নাম রামসিংহ। এলফিন্‌ষ্টোন্ সাহেবের এ বিবরণ যে কতদূর অভ্রান্ত, তাহা আমরা ঠিক বলিতে পারি না। কেননা আমরা দেখিতে পাই যে, রামসিংহ নামক কোন রাজাই রাজপুতসেনার অধিনায়ক হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েন নাই। তবে রামসিংহ নামে একজন নরপতি এই ঘটনার প্রায় ৫০ বৎসর পরে কোটার রাজসিংহাসনে সমারূঢ় হইয়াছিলেন। তিনি জাজৌক্ষেত্রে আরঙ্গজীবের পুত্র মোজামের হস্তে নিহত হয়েন। এবিবরণ ইতঃপর কোটার ইতিবৃত্তে বর্ণিত হইবে।

তিনি ফতিহাবাদের যুদ্ধবিবরণ শ্রবণ করিলেন, যখন শুনিলেন যে, তাঁহার পতির প্রায় সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছে এবং তিনি শত্রুকে পরাজয় করিতে না পারিয়া রণস্থল হইতে চলিয়া আসিয়াছেন, তখন তাঁহার হৃদয়ে বিষম ক্রোধ ও ঘৃণার উদ্রেক হইল। কোথায় তিনি রণশ্রান্ত নৃপতিকে সান্ত্বনাবাক্যে আশ্বাসিত করিবেন, তা না দুর্গদ্বার তখনই অবরুদ্ধ করিতে অনুমতি করিলেন। এই বিচিত্র আদেশ শ্রবণে তাঁহার সহচরীগণ সকলেই বিস্মিত হইল। তাঁহার আরক্তলোচন এবং গম্ভীর মুখমণ্ডল দেখিয়া সকলের হৃদয়ে বিষম ভয়ের সঞ্চার হইল। সাহসে ভর করিয়া সেই আকস্মিক মনোবিকারের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি ফণিনীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া কহিলেন "রাজপুতকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া বীরপূজ্য শিশোদীয়কুলে বিবাহ করিয়া যে ব্যক্তি প্রাণ থাকিতে শত্রুকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, সে কি বীরপুরুষ? না কখনই নহে, সে কাপুরুষ—কাপুরুষেরও অধম। সে অধম ব্যক্তিকে আমার এ দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে দিব না। তাহাকে বলিও যে, আমি এমন ব্যক্তিকে স্বামী বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। কেননা শিশোদীয় রাজের জামাতার কখনও এরূপ নীচ মন হইতে পারে না। তাহার স্মরণ করা উচিত যে, এরূপ উচ্চবংশে বিবাহ করিলে ইহার অসীম গুণরাশির অনুকরণ করিতে হইবে। হয় যুদ্ধে জয়লাভ করিতে হইবে, নয় শত্রুহস্তে প্রাণত্যাগ করিয়া রণস্থলে পতিত থাকিতে হইবে; তথাপি পরাজয় স্বীকার করিয়া কখনও প্রাণ লইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিতে নাই।" বলিতে বলিতে মহিষীর মুখমণ্ডল অন্য মূর্ত্তি ধারণ করিল; বিশাল নয়নদ্বয় হইতে অবিরল ধারে অশ্রুবারি বিগলিত হইতে লাগিল; তিনি পাগলিনীর ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে তখনই একটী বৃহৎ চিতা সজ্জিত করিতে আদেশ করিলেন। তিনি আর জীবনধারণ করিবেন না, অবমানিত ও কলঙ্কিত হইয়া নিজ স্বামীকেও জীবিত থাকিতে দিবেন না; অবশ্যই রাজাকে মরিতে হইবে; তিনি তাঁহার অনুগমন করিবেন, তাঁহার সহিত একত্রে সেই চিতানলে জীবন বিসর্জ্জন করিবেন। ক্ষণমধ্যে এ শোকোন্মাদিনী মূর্ত্তিও পরিবর্ত্তিত হইল। তাহার স্থানে আবার সেই রুদ্রা মূর্ত্তি দেখা দিল। তিনি স্বামীর উদ্দেশে শতসহস্র ধিক্কার প্রদান করিতে লাগিলেন। এইরূপ উন্মাদিনী অবস্থায় মহিষী ক্রমাগত আট নয় দিন অতিবাহিত করিলেন। স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহার হৃদয় আদৌ চাহিল না। অবশেষে তাঁহার মাতা তৎসন্নিধানে আসিয়া তাঁহাকে নানাপ্রকারে আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন যে, রাজা শ্রান্তি দূর করিয়াই আবার যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন এবং আরঙ্গজীবকে পরাজিত করিয়া নষ্ট গৌরব পুনর্লাভ করিবেন। *

* বর্ণিয়ার বলেন, "এইরূপ বিবরণ দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হইয়া থাকে যে, রাজস্থানের রমণীগণ অত্যন্ত সাহসিক ও উচ্চহৃদয়া।" মহাত্মা টড্ সাহেব বর্ণিয়ারের ইতিবৃত্ত হইতে সঙ্কলন করিয়া যাহা স্বপ্রণীত গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তাহারই অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে।

Bernier's History of the late Revolution of the Empire of the Mogul.
P. 13, ed, 1684.

এ বিবরণ যে সম্পূর্ণ সত্য, তাহা ফেরিস্তাকর্ত্তা ও বর্ণিয়ার মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। বর্ণিয়ার স্বয়ং সে সময়ে উপস্থিত ছিলেন। তিনি দেখিয়া শুনিয়া যাহা বর্ণন করিয়াছেন, তাহারই মর্ম্ম উপরে প্রকটিত হইল। যাহা হউক, মহিষীর কোপবহ্নি প্রশমিত হইলে রাজা যশোবন্ত রণশ্রান্তি দূর করিয়া স্বরাজ্যের শাসনকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। এদিকে আরঙ্গজীব মান্দু নগরে প্রবেশ করিয়া কয়েকদিবস আমোদাহ্লাদে অতিবাহিত করিলেন, তৎপরে জয়লাভার্থ উৎসুক হইয়া দ্রুতগতিসহকারে রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তাঁহাকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া বৃদ্ধ শাজাহানের হৃদয় আবার শিহরিত হইল,—তাঁহার রাজমুকুট স্খলিত হইয়া সহসা ভূমিতলে পড়িয়া গেল। আবার তিনি পরমবিশ্বস্ত রাজপুতদিগকে আহ্বান করিলেন। তাঁহার আহ্বান কেহই অবহেলা করিতে পারিল না। রাজপুতের রণতুরঙ্গ আবার উল্লম্ফিত হইয়া প্রচণ্ড হ্রেষারব ত্যাগ করিল, রাজপুতবীরগণ আর একবার বৃদ্ধ শাজাহানের সম্মানরক্ষার জন্য তাঁহার বিদ্রোহী পুত্র আরঙ্গজীবের বিরুদ্ধে অসি উদ্যত করিলেন। আগরার পঞ্চদশ ক্রোশ দক্ষিণস্থিত জাজো * নামক গ্রামে রাজপুতগণ আরঙ্গজীবের সম্মুখীন হইলেন। অচিরে যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল, তাহাতে জরাজীর্ণ সম্রাটের কঠোর ভবিতব্যতা স্থিরীকৃত হইল; ভারতের রাজমুকুট তাঁহার মস্তক হইতে আচ্ছিন্ন হইল,—তাঁহার সাধের ময়ূরসিংহাসন হইতে বিচ্যুত হইয়া তিনি দীনহীন শোচনীয়রূপে অন্ধ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন!

বৃদ্ধ শাজাহানের সহিত তাঁহার প্রিয় পুত্র দারারও অধঃপতন হইল। তিনি মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব হইতে বিচ্যুত হইয়া দূরে তাড়িত হইলেন। অনন্তর পিতৃদ্রোহী আরঙ্গজীব পিতা, ভ্রাতা এবং আত্মীয় স্বজনের অশ্রুবিন্দুর সহিত সিংহাসন অধিকার করিয়া স্বহস্তে আপনার উন্নতির পথ পরিষ্কৃত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা—সে উন্নতিপথে যে কেহ প্রতিরোধস্বরূপ দণ্ডায়মান থাকিবে,—পিতা, ভ্রাতা, এমন কি পুত্র হইলেও—তিনি স্বহস্তে তাহাকে স্থানান্তরিত করিবেন! সিংহাসনে আরূঢ় হইয়াই তিনি ভ্রাতা সুজাকে দমন করিবার অভিপ্রায়ে একটী বিশাল সেনাদল সজ্জিত করিলেন এবং অম্বরের রাজকুমার দ্বারা ক্ষমা জ্ঞাপন করিয়া রাঠোররাজ যশোবন্তকে বলিয়া পাঠাইলেন "আপনার সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিব, যদি আপনি শীঘ্র আসিয়া সুজার বিরুদ্ধে অসি ধারণ করেন।" রাজকুমার সুজা তখন স্বীয় স্বত্ব দৃঢ় করিবার জন্য আগরা অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন। যশোবন্ত তাহা জানিতেন। তিনি এই বিপ্লবকে স্বীয় অভীষ্টসাধনের উপযুক্ত অবসর এবং প্রতিহিংসার উপযুক্ত সুযোগ মনে করিয়া আরঙ্গজীবের আদেশ-পালনে সম্মত হইলেন এবং সুজাকে নিজ সমস্ত অভিসন্ধি জ্ঞাপন করিলেন।

অচিরে যুদ্ধের আয়োজন হইল। আলাহাবাদের পঞ্চদশ ক্রোশ উত্তরস্থিত কাজবা নামক স্থানে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজপুত্রদ্বয় স্ব স্ব সেনাদল লইয়া পরস্পরের সম্মুখীন হইলেন। রাজা

* কেহ কেহ ইহাকে জামগড় নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

যশোবন্ত স্বীয় রাঠোর অশ্বারোহীদলের সহিত ক্ষণকাল ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া সহসা রাজকীয় সেনাদলের পৃষ্ঠভাগে ধাবিত হইলেন; দেখিলেন রাজকুমার মহম্মদ তৎপ্রদেশ রক্ষা করিতেছেন। রাঠোররাজ অকস্মাৎ তাঁহার রক্ষিত সেনাভাগের উপর আপতিত হইলেন। তাঁহার ভীষণ প্রহারে রাজকুমারের সেই বিশাল বাহিনী ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। তখন যশোবন্ত তীব্র বেগে সম্রাটের শিবিরাভিমুখে ধাবিত হইলেন এবং তাঁহার দ্রব্যজাত লুণ্ঠন করিয়া বহুমূল্য সামগ্রীগুলি বাছিয়া বাছিয়া স্বনগরে পাঠাইয়া দিলেন। প্রতিদ্বন্দ্বী ভ্রাতৃদ্বয়ের সংঘর্ষে যে ভীষণ বহ্নি সমুদ্ভূত হইয়াছিল, তাহাতে উভয়েই পতঙ্গবৎ বিদগ্ধ হউক, ইহাই যশোবন্তের একান্ত কামনা। সেই কামনার সিদ্ধি মনে মনে গণনা করিতে করিতে তিনি একবারে আগরা নগরে উপস্থিত হইলেন। তিনি আগরায় উপস্থিত হইবার অনেক পূর্ব্বে তন্নগরে জনশ্রুতি উঠিয়াছিল যে, আরঙ্গজীব পরাস্ত হইয়াছেন। কিম্বদন্তী শ্রবণে আরঙ্গের সৈন্যগণের মনে বিষম ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল। এক্ষণে যশোবন্তকে সদলে নিকটে উপস্থিত দেখিয়া তাহাদের সেই ভয় দৃঢ়তর হইল এবং তাহারাএ তদূর আকুল হইয়া উঠিল যে, যশোবন্ত যদি উপস্থিত হইয়াই তাহাদিগকে আত্মসমর্পণ করিতে আদেশ করিতেন, তাহা হইলে সে আদেশ তখনই পালিত হইত; তাহা হইলে তিনি শাজাহানকে কারাগার হইতে উদ্ধার করিয়া আরঙ্গজীবের উন্নতিপথে এরূপ প্রচণ্ড প্রতিরোধ স্থাপন করিতে পারিতেন যে, সে প্রতিরোধ কেহই দূর করিতে সক্ষম হইত না। কিন্তু বৃদ্ধ শাজাহানের দুর্ভাগ্য, তাই তখন রাঠোররাজের সেরূপ মতি হইল না; তাই তিনি আগরা-নগরীতে উপস্থিত হইয়াই আবার তৎক্ষণাৎ তাহা পরিত্যাগ করিয়া আসিলেন।

রাজা যশোবন্ত যে, আগরানগরীতে উপস্থিত হইবা মাত্রই সত্বর তাহা হইতে বহির্গত হইলেন, তাহার বিশেষ কারণ আছে। তিনি দেখিলেন যে, যদি আরঙ্গজীব জয়ী হয়েন এবং জয়গৌরব সহকারে নগরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদিগকে দেখিতে পান, তাহা হইলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। সুতরাং নগর-প্রাকারের মধ্যদেশে আবদ্ধ থাকিয়া শক্রর অধিগম্য হওয়া কোনক্রমে যুক্তিযুক্ত হইতেছে না। এতদ্ভিন্ন তাঁহার একটী গূঢ় অভিসন্ধি ছিল। তিনি ইতিপূর্ব্বে দারার সহিত ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। দারাই সিংহাসনের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী, অতএব তাঁহার স্বার্থ সংরক্ষণ করিবার অভিপ্রায়ে যশোবন্ত তাঁহাকে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে পরামর্শ দেন। আপাততঃ এই দুইটী বিষয়ই গৃহীত হইতে পারে। রাজধানী হইতে বহির্গত হইয়াই তিনি আরঙ্গজীবের পশ্চাদ্ভাগে বিচরণ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্ব নির্দ্দেশ মত সেই স্থানে দারার আসিবার কথা স্থির ছিল। তিনি স্রোৎকণ্ঠ চিত্তে প্রতিমুহূর্ত্তে দারার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু দারা আসিলেন না। তিনি তখন মারবারের দক্ষিণ প্রান্তে বসিয়া আশাবৈতরণীর তরঙ্গ গণনা করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার সকল আশাই নিষ্ফল হইল, সমস্ত চেষ্টাই বৃথা হইয়া গেল; কেননা সুজাকে দলিত করিয়াই চতুর আরঙ্গজীব সদলে তাঁহাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অত্রব অসিবল অপেক্ষা তিনি কৌশল ও কূটনীতিকে অধিক

আদর করিতেন; কেননা তাঁহার দৃঢ় ধারণা ছিল যে, কৌশলে কার্য্য প্রায়ই সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। এই ধারণা নিবন্ধন তিনি সহসা অসির সাহায্য না লইয়া কৌশলই অবলম্বন করিলেন। মৈরতা নগরে উপনীত হইয়াই তিনি যশোবন্তকে দূতদ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন যে, দারার নিকট হইতে সমস্ত সেনা ফিরাইয়া লইয়া রাঠোররাজ যদি সেই সংঘর্ষে সম্পূর্ণ নিঃসংশ্রবভাবে অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে শুধু তাঁহার সমস্ত দোষ মার্জ্জনা করিয়া ক্ষান্ত থাকিবেন না, এমন কি তাঁহাকে গুর্জ্জরে স্বীয় প্রতিনিধিত্বে অভিষেক করিবেন। আরঙ্গজীবের উক্ত প্রস্তাবে যশোবন্ত সম্মত হইলেন এবং রাজকুমার মৌজামের অধীনে স্বীয় সেনাদলকে চালিত করিয়া মহারাষ্ট্রসিংহ শিবজির বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন।

প্রলোভনের বশবর্ত্তী হইয়া অনেক রাজপুত উপযুক্ত উত্তরাধিকারী দারাকে ছাড়িয়া আরঙ্গজীবের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাহা বলিয়া কি যশোবন্ত সেই নীচমনা রাজপুত্রগণের অন্তর্গত? তিনিও কি চতুর আরঙ্গের প্রলোভনে ভুলিয়া দারাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন? পাঠকের মনে সহসা এই প্রশ্ন উঠিতে পারে বটে, কিন্তু ইহার প্রত্যুত্তরে আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে, সেরূপ প্রলোভনে রাজা যশোবন্ত মুহূর্ত্তের জন্যও বিমোহিত হয়েন নাই। তবে যে তিনি দারাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন, তাহার কারণ দারার নিজের অযোগ্যতা। দারা শাজাহানের ন্যায্য উত্তরাধিকারী, তাঁহার হৃদয় অতি মহৎ ও উচ্চ,—বিশেষতঃ তিনি রাজপুতদিগকে অন্তরের সহিত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার সেই সমস্ত মহনীয় গুণে বিমোহিত হইয়াই যশোবন্ত ও অন্যান্য প্রধান প্রধান রাজপুত তৎপক্ষ সমর্থন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। রাজা যশোবন্ত সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার মঙ্গল কামনা করিতেন এবং যথা সাধ্য তাঁহার হিতানুষ্ঠান করিতেও ত্রুটি করেন নাই। ইহার জন্য তিনি অনেক সময়ে সমূহ আত্মত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, এমন কি আরঙ্গের চির-চক্ষু-শূল হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সমস্ত উদ্যম ও ত্যাগস্বীকার নিষ্ফল হইল। তিনি দেখিলেন যে, দীর্ঘসূত্রী দারা চতুর ও ক্ষীপ্রকর্ম্মা আরঙ্গজীবের বিরুদ্ধে কখনই জয়লাভ করিতে পারিবেন না; সুতরাং জানিয়া শুনিয়া অগত্যা তিনি তাঁহাকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। নতুবা দারা যদি চতুর ও কার্য্যদক্ষ হইতেন, তাহা হইলে সমস্ত ভারতবর্ষ একদিক হইয়াও যশোবন্তকে তাঁহার পক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিত না।

দক্ষিণাবর্ত্তে উপস্থিত হইয়াই যশোবন্তসিংহ মহারাষ্ট্রীয় বীর শিবজির সহিত ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। সে ষড়যন্ত্রের ফল অল্পসময়ের মধ্যেই ফলিল। অল্প সময়ের মধ্যেই আরঙ্গজীবের প্রতিনিধি সায়েস্তা খাঁ শিবজির হস্তে নিহত হইলেন। ইহাঁর নিধনে যশোবন্ত তৎপদে অভিষিক্ত হইয়া প্রধান সেনাপতির কার্য্য সমাধা করিতে লাগিলেন। এই সকল সমাচার অল্প সময়ের মধ্যেই আরঙ্গজীবের কর্ণগোচর হইল; যশোবন্ত যে, শিবজির সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া সায়েস্তা খাঁর সংহার সাধন করিয়াছেন, তাহারও সত্য সম্বাদ তিনি বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলেন। তাঁহাদের হৃদয়ের অন্তর্নিগূহিত

বিদ্বেষ-বহ্নি একবার প্রচণ্ড উচ্ছ্বাসে জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু তিনি দেশকালপাত্র বিচার করিয়া ব্যবহার করিতে জানেন। যশোবন্তকে এখন উত্ত্যক্ত করিলে সমূহ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা; সুতরাং তিনি মনের আগুন মনে রাখিয়া রাঠোররাজকে কিছুই বলিলেন না, এমন কি তাঁহার অভিনব পদোন্নতির বিষয় উল্লেখ করিয়া বিশেষ আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু আরঙ্গজীব সে উদ্বৃত্ত বিদ্বেষবহ্নি অধিক দিন সংগুপ্ত রাখিতে পারিলেন না। দুই বৎসর অতীত হইতে না হইতেই তিনি তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিয়া তৎপদে অম্বররাজ জয়সিংহকে অভিষেক করিলেন। দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হইয়াই অল্প সময়ের মধ্যেই রাজা জয়সিংহ মহারাষ্ট্রসিংহ শিবজিকে কৌশলজালে আবদ্ধ করিয়া বন্দীভাবে রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন। জয়সিংহ শিবজিকে অভয়দান করিয়া আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, সম্রাট কিছুতেই তাঁহার প্রাণ সংহার করিতে পারিবেন না। কিন্তু শিবজি অবরুদ্ধ হইলে আরঙ্গজীবের আচরণ দেখিয়া তাঁহার মনে বিষম সন্দেহের উদয় হইল। তিনি দেখিলেন যে, নিষ্ঠুর মোগল মহারাষ্ট্রীয় বীরের প্রাণনাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। তখন রাজা জয়সিংহ নিজ প্রতিজ্ঞাপালনে তৎপর হইলেন। সুখের বিষয় শিবজি সেই সময়ে স্বয়ং পলাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। অম্বররাজ তাহা জানিয়াও জানিলেন না বরং তাঁহার পলায়নে আরও সহায়তা করিলেন। দুর্বৃত্ত মোগলসম্রাটের দুরভিসন্ধি ব্যর্থ হইল; তিনি যে শঠতা অবলম্বন করিয়া শিবজিকে হত্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, চতুর মহারাষ্ট্রবীর তাঁহার সে শঠতার উপযুক্ত প্রতিফল দিয়া তাঁহার চক্ষে ধূলি প্রদান পূর্ব্বক নিরাপদে পলায়ন করিলেন। আরঙ্গজীব জানিতে পারিলেন যে, জয়সিংহ জানিয়াও তাঁহাকে বাধা দেন নাই। ইহাতে তিনি অম্বররাজের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন এবং আর একবার যশোবন্তকে নিজ প্রতিনিধি বলিয়া ঘোষণা করিলেন। সুযোগ পাইয়া মারবাররাজ স্বীয় অভীষ্টসাধনে তৎপর হইলেন এবং সম্রাটের বিরুদ্ধে মৌজামের সহিত নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া চতুর আরঙ্গের মনে নানা সন্দেহের উদয় হইল। সেই সকল সন্দেহ কর্তৃক আন্দোলিত হইয়া তিনি রাঠোর নরপতিকে পদচ্যুত করিতে বাধ্য হইলেন।

অনন্তর দেলহীরখাঁ প্রধান সেনানায়কের পদে অভিষিক্ত হইয়া সম্রাটের আদেশপালনে বদ্ধপরিকর হইলেন। উচ্চপদলোভে গর্ব্বিত হইয়া তিনি আরঙ্গবাদে প্রবেশ করিলেন। যেদিন তিনি সেই নবপ্রতিষ্ঠিত নগরে উপস্থিত হয়েন, সেইদিন তাঁহাকে এরূপ ঘোরতর সঙ্কটে পতিত হইতে হইয়াছিল যে, গুপ্তচরের নিকট নিজ বিপদবার্ত্তা জানিতে পারিয়া পশ্চাদপসৃত না হইলে নিশ্চয়ই তাঁহাকে সেই স্থলে জীবন বিসর্জ্জন করিতে হইত। কিন্তু সে নগর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেও তিনি সঙ্কট হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন না; রাজা যশোবন্তের ও মৌজামের রোষবহ্নি প্রচণ্ড দাবানলের ন্যায় তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। তিনি প্রাণভয়ে নর্ম্মদাতটে পলায়ন করিলেন। মৌজাম ও যশোবন্ত তাঁহার পশ্চাদনুসরণ পূর্ব্বক দ্রুতবেগে তথায় উপস্থিত হইলেন। স্বীয়

সেনাপতিকে এই বিষম সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিবার উপায়ান্তর না দেখিয়া সম্রাট রাঠোর নৃপতিকে স্থানান্তরিত করিলেন এবং তাঁহাকে গুর্জ্জরের শাসনকর্তৃত্বে অভিষেক করিয়া অবিলম্বে তৎপ্রদেশে গমন করিতে আদেশ করিয়া পাঠাইলেন। যশোবন্ত তাঁহার আদেশ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না; কিন্তু আহ্মদাবাদে উপনীত হইয়াই দেখিলেন, শঠ আরঙ্গজীব তাঁহার সহিত শঠতা খেলিয়া তাঁহাকে বঞ্চনা করিয়াছেন। যশোবন্ত বুঝিতে পারিলেন যে, নিজ দোষে তিনি বঞ্চিত হইলেন। তিনি যদি বুঝিয়া কাজ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে কখনই প্রতারিত হইতেন না। যাহা হউক, স্বীয় অবিমৃষ্যকারিতার বিষম চিন্তা করিতে করিতে তিনি সম্বৎ ১৭২৬ (খ্রীঃ ১৬৭০) অব্দে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং যথাকালে তথায় উপস্থিত হইয়া প্রতিশোধ লইবার উপায় অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

শঠশ্রেষ্ঠ নিষ্ঠুর আরঙ্গজীব পূর্ব্বোক্ত সমস্ত বিষয়েই রাঠোররাজকে প্রতারণা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং যদি ভট্টদিগের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে, সেই সকল চেষ্টার সাফল্যসাধনার্থ অতি হেয় ও জঘন্য উপায় অবলম্বন করিতেও তিনি কুণ্ঠিত হয়েন নাই। তাঁহার বিদ্বেষের পাত্র হইয়া যশোবন্ত অনেক সময়ে অনেক বিপদে পড়িলেও স্বীয় বিশ্বস্ত ও অনুগত সামন্তগণের সহায়তায় সেই সকল বিপদ হইতেই উদ্ধার লাভ করিতে এবং দুরাচারের কৌশলজাল ছিন্ন ভিন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু পরিশেষে তিনি যে চাতুর্য্যজালে জড়িত হইলেন, তাহা হইতে আর নিষ্কৃতি পাইলেন না। অবশেষে "অশ্বপতি * আরঙ্গ বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা নিজ অভীষ্টসাধনে সক্ষম না হইয়া তাঁহার গলদেশে কল্পিত বন্ধুত্বের ফাঁশ পরাইয়া দিয়া আটকের পরপারে মরিতে পাঠাইয়া দিলেন।"

আরঙ্গজীব জানিতে পারিয়াছিলেন যে, রাজা যশোবন্ত তাঁহার পরম শত্রু। জানিয়া শুনিয়া তাঁহার শত্রুতার প্রতিদানার্থ তিনি নানাপ্রকার কঠোর উপায় অবলম্বন করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই; কিন্তু সে সকল উপায়ই ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে তিনি তাঁহাকে এরূপ স্থলে প্রেরণ করিতে মনস্থ করিলেন, যেখানে যশোবন্ত শত সহস্র চেষ্টা করিলেও তাঁহার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবেন না। মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া সম্রাট উপযুক্ত স্থান অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অচিরে সুযোগ আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হইল। এই সময়ে দুর্দ্ধর্ষ আফগানগণ বিদ্রোহী হইয়া কাবুলরাজ্যে ঘোর বিপ্লব সমুদ্ভাবন করিল। আরঙ্গজীব মনে মনে এই বিপ্লবকে সাহ্লাদে অভ্যর্থনা করিলেন এবং তাঁহার ও তদীয় পরিবারবর্গের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া বিদ্রোহদমনার্থ রাজা যশোবন্তকে বিপদসঙ্কুল সেই দূর দেশে প্রেরণ করিলেন। তাঁহার সমস্ত আশ্বাস বাক্য ও প্রতিজ্ঞা এরূপ মধুর নিক্কণে রাঠোররাজের কর্ণকুহরে ধ্বনিত হইল যে, তিনি তাহাতে বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। যাহাহউক, তিনি সেই দুর্দ্ধর্ষ আফগানদিগকে দমন করিবার নিমিত্ত সেই দূরদেশে যাইতে সম্মত

* ভটকাবগণ প্রায়ই যবননৃপতিদিগকে অশ্বপতি নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

হইলেন। অল্পদিনের মধ্যেই যাত্রার উপযোগী সমস্ত আয়োজন শেষ হইল। তখন যশোবন্ত স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র পৃথ্বীসিংহের হস্তে স্বরাজ্যের শাসনভার অর্পণ করিয়া স্ত্রী ও পরিবারবর্গ এবং মরুস্থলীর প্রধান প্রধান বীরগণের সহিত কাবুল দেশে যাত্রা করিলেন। হায়! সেই মহাযাত্রা হইতে আর তাঁহাকে স্বদেশে ফিরিয়া আসিতে হয় নাই।

মারবারের ভট্টগ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, আরঙ্গজীব, যশোবন্তের উত্তরাধিকারীকে রাজসভায় আসিতে আদেশ করেন। পৃথ্বীসিংহ তাঁহার আদেশ অবহেলা করিতে পারেন নাই। তদনুসারে তিনি সভাস্থলে উপস্থিত হইলে সম্রাট তাঁহাকে বিশেষ আদর ও শিষ্টাচার সহকারে গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিয়মিত প্রথার অনুসারে পৃথ্বীসিংহ সম্রাটের অনতিদূরেই আসন গ্রহণ করিতেন। একদা তিনি সভায় উপস্থিত হইয়া নিয়মিত বন্দনার পর নিজ আসন অধিকার করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে আরঙ্গজীব ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করিলেন। অনন্তর রাঠোর রাজকুমার তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলে সম্রাট দৃঢ়রূপে তাঁহার যুক্তকর ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন "রাঠোর! শুনিয়াছি এ ভুজে তুমি তোমার পিতার সমান বল ধরিয়া থাক, ভাল, এখন তুমি কি করিতে পার?" পৃথ্বীসিংহ সমুচিত সম্ভ্রম সহকারে উত্তর করিলেন "ঈশ্বর দিল্লীশ্বরের মঙ্গল করুন; সম্রাট! যখন নরনাথ সামান্য প্রজার উপর আপনার আশ্রয়রূপ কর বিস্তার করেন, তখন তাহার সকল কামনা সিদ্ধ হয়; কিন্তু আজি আমার সৌভাগ্যবশতঃ যখন আপনি স্বকরে এ অধীনের দুই হস্ত ধারণ করিতেছেন, তখন আমার এইরূপ বোধ হইতেছে যেন আমি সমস্ত পৃথিবী জয় করিতে পারিব।" কথার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রচণ্ড ও জীবন্ত অঙ্গভঙ্গি তাঁহার বাক্যাবলিতে যেন নূতন বল প্রয়োগ করিল, এবং সম্রাট তখনই বলিয়া উঠিলেন "দেখিতেছি, এ যুবক দ্বিতীয় খুতান *।" এই বাক্যের অভ্যন্তরে যে এক কুটিল ভাব নিহিত ছিল, তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না। কিন্তু আরঙ্গজীব তখনই এরূপ ভাব প্রকাশ করিলেন, যেন তিনি রাজকুমারের সাহসব্যঞ্জক সরলবাক্যে যথার্থই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তিনি তখনই তাঁহাকে একটী মহার্হ সজ্জা প্রদান করিলেন। সেই মহামূল্য সজ্জার সূত্রে সূত্রে যে কালকূট নিহিত ছিল, তাহা পৃথ্বীসিংহ আদৌ জানিতে পারিলেন না, সুতরাং চিরন্তন প্রথামত তিনি সম্রাটের সম্মুখেই তাহা পরিধান করিয়া উপযুক্ত বন্দনান্তর সভা হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

হায়! সেই দিনই তাঁহার সেই উল্লাসময় জীবনের শেষ দিবস!—রাজসভা হইতে বহির্গত হইয়া স্ববাসে উপস্থিত হইবামাত্র কুমার পৃথ্বীসিংহ দারুণ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। তাঁহার হৃদয়ে বিকট যন্ত্রণা অনুভূত হইতে লাগিল। সে যন্ত্রণায় নিপীড়িত হইয়া তিনি আর মুহূর্ত্তকাল স্থির থাকিতে পারিলেন না। আপাদমস্তক ঘন ঘন কম্পিত এবং হস্তপদাদি ক্ষণেক্ষণে প্রচণ্ড তেজে উৎক্ষিপ্ত হইতে লাগিল; ক্রমে সকলই নিস্তব্ধ—নিস্পন্দ হইয়া পড়িল! ক্রমে সেই সুবিমল কাঞ্চনবর্ণ—সেই কমনীয়

* যশোবন্তকে সম্রাট প্রায়ই এই নামে ডাকিতেন।

চম্পককান্তি ম্লান ও বিবর্ণ হইয়া গেল।—যশোবন্তের হৃদয়ের আনন্দ—রাঠোরকুলের ভবিষ্যৎ আশা ভরসার স্থল কুমার পৃথ্বীসিংহ আততায়ী পাষণ্ড আরঙ্গজীবের নৃশংসতায় অকালে ইহলোক হইতে বিচ্যুত হইলেন * !

কুমার পৃথ্বীসিংহ রাজা যশোবন্তের নয়নের মণি,—বার্দ্ধক্যের যষ্টিস্বরূপ। তিনি রাঠোরকুলের উপযুক্ত রাজপুত্র, বীরকেশরী যোধরাওয়ের উপযুক্ত বংশধর। বৃদ্ধ

---

* এইরূপ উপায় দ্বারা যে, শত্রুসংহার করা যায়, রাজপুতগণ তাহা বিলক্ষণ বিশ্বাস করেন। রাজপুত জাতির ইতিবৃত্তে এরূপ অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। তৎসমুদায়ের মধ্যে গানোরের অধীশ্বরীর বিবরণ অধিক মনোরম বলিয়া এতৎস্থলে সন্নিবেশিত হইল। গানোর-রাজ্য যবন কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে উক্ত প্রদেশের অধীশ্বরী দীর্ঘকাল ধরিয়া যবনের আক্রমণ প্রতিরোধ করেন। কিন্তু তাঁহার সেনাবল ক্রমে ক্রমে বিনষ্ট হওয়াতে গানোরের এক একটী দুর্গ শত্রুহস্তে পড়িতে লাগিল। তথাপি রাজপুত বীরাঙ্গনা যবনহস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন না। ক্রমে ক্রমে তিনি সমস্ত দুর্গ হইতে বঞ্চিত হইলেন; অবশেষে আত্মরক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া শেষ আশ্রয় স্বরূপ নর্ম্মদাতটস্থ নিজ অন্যতম দুর্গে পলায়ন করিলেন। কিন্তু দুর্দ্ধর্ষ যবনসেনা সেখানেও তাঁহার অনুসরণ করিল। বীরাঙ্গনা নৌকা হইতে অবতরণ পূর্ব্বক নর্ম্মদার তীর আরোহণ করিয়াছেন, এমন সময়ে যবনরাজের সৈন্যগণ আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। অতি কষ্টে তিনি দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন; কিন্তু দুর্গদ্বার রুদ্ধ হইতে না হইতেই শত্রুদল তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া অবশিষ্ট রাজপুত সৈন্যদিগকে বধ করিল। গানোরের অধীশ্বরী যেরূপ বীর্য্যবতী, সেইরূপ পরম লাবণ্যসম্পন্না ছিলেন। তৎকালে দক্ষিণাবর্ত্তে তাঁহার তুল্যরূপবতী রমণী কেহই ছিল না। কিন্তু এই অসামান্য সৌন্দর্য্যই তাঁহার কালস্বরূপ। এই রূপমোহে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে হস্তগত করিবার অভিপ্রায়ে যবনরাজ তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন;—নতুবা জিগীষা তাঁহার উপলক্ষ মাত্র। গানোররাজ্য হস্তগত করিয়া যবনরাজ বীরাঙ্গনাকে দূতদ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন, "সুন্দরি! তোমার রাজ্য তোমাকে ফিরাইয়া দিতেছি, তুমি আমার হৃদয়রাজ্যের অধীশ্বরী হও,—আমাকে বিবাহ করিয়া চরিতার্থ কর। আমি তোমার দাস হইয়া থাকিব।" এই পত্র পাঠ করিয়া বীরাঙ্গনার আপাদমস্তক বিষম ক্রোধানলে জ্বলিয়া উঠিল; কিন্তু তিনি কি করিবেন? যবনরাজ তখন নিম্নস্থ প্রকোষ্ঠে প্রত্যুত্তরের প্রতীক্ষায় বসিয়াছিলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া বীরাঙ্গনা কামমোহিত যবনরাজের পাপপ্রস্তাবে সম্মতি দান করিলেন এবং বলিয়া পাঠাইলেন যে, "আমাকে দুই ঘণ্টা সময় দিতে হইবেক, আমি বিবাহযোগ্য সাজপোষাক পরিধান করিয়া বিবাহের জন্য প্রস্তুত হইতে পারিব।"

দুই ঘণ্টা অতীত হইল। গানোররাজ্যেশ্বরী বিবাহযোগ্য বেশভূষায় শোভিত হইয়া স্বীয় বিশ্রাম-প্রকোষ্ঠে উপবিষ্ট। তিনি যবনরাজকে একটী মহার্হ সজ্জা প্রেরণ করিয়াছিলেন; যবন এক্ষণে সেই মনোহর সজ্জায় সজ্জিত হইয়া মনোমোহিনীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। বীরাঙ্গনার সৌন্দর্য্যদর্শনে তাঁহাকে বিদ্যাধরী বলিয়া তাঁহার ভ্রম হইল। উভয়ে নানা কথা বার্ত্তা হইতে লাগিল। যবনরাজ মুগ্ধের ন্যায় সেই চিত্তবিনোদিনীর বচনসুধা পান করিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয়ে সুখের কত চিন্তা উঠিতে লাগিল। কিন্তু অকস্মাৎ তাঁহার হৃদয়ে দারুণ যাতনা অনুভূত হইল, মাথা ঘুরিতে লাগিল, তিনি চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন এবং উন্মত্তের ন্যায় নিজ গাত্রবসন ছিঁড়িতে আরম্ভ করিলেন। "জ্বলে যায়—সর্ব্ব শরীর জ্বলে যায়" বলিয়া তিনি চীৎকার করিতে লাগিলেন। তখন বীরাঙ্গনা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "যবনরাজ! জানিও তোমার অন্তিম কাল উপস্থিত; আজি আমাদের বিবাহ ও মৃত্যু এক সঙ্গেই ঘটিবে। তোমার অপবিত্রগ্রাস হইতে রমণীর সাররত্ন সতীত্ব ধন রক্ষা করিবার উপায়ান্তর না দেখিয়া আমি তোমাকে বিষাক্ত সজ্জা পরিতে দিয়াছি।" এই কথা বলিতে বলিতে সেই রাজপুত সতী ত্রিতলস্থ উচ্চ বাতায়ন হইতে লম্ফ দিয়া নিম্নস্থ গভীর পরিখাজলে পতিত হইলেন! কামপীড়িত দুর্বৃত্ত যবনও অচিরে প্রাণত্যাগ করিল।

শত্রুসংহারের এরূপ কূট প্রথা যে, য়ুরোপেও অতি প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল, হরকুলেশের বিবরণে তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

যশোবন্ত মনে করিয়াছিলেন যে, অন্তিমবয়সে তাঁহার হস্তে রাঠোরকুলের শাসনদণ্ড অর্পণ করিয়া সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিবেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার সে অভিসন্ধি সফল হইল না। তাঁহার জীবনসর্ব্বস্ব হৃদয়নন্দন যৌবনে পদার্পণ করিবামাত্র দুর্বৃত্ত আরঙ্গজীবের রোষানলে পতঙ্গবৎ বিদগ্ধ হইলেন। যশোবন্তের আশাভরসা ফুরাইয়া গেল। অত্যাচারীর প্রচণ্ড অত্যাচার সহ্য করিয়াও যে হৃদয় এতদিন অটুট ছিল, আজি তাহা এই পুত্রশোকরূপ নিদারুণ শেলপ্রহারে শতধা ভগ্ন হইল। তিনি কখনও ভাবেন নাই যে, পাষণ্ড আরঙ্গজীব তাঁহার প্রতি এইরূপ প্রতিহিংসা লইবে। তথাপি মানবের অত্যাচার সহিয়াও তিনি যে কয়েক দিবস জীবিত থাকিতে পারিতেন, নিষ্ঠুর যম তাঁহার অবশিষ্ট পুত্রদ্বয় জগৎসিংহ ও দলথমনকে হরণ করিয়া তাঁহাকে সে কয়েকদিনও বাঁচিতে দিল না। শোকে, দুঃখে, দারুণ মনোবেদনায় ভগ্নহৃদয় রাঠোর রাজ সেই সুদূর হিন্দুকুশের ক্রোড়দেশে সম্বৎ ১৭৩৭ (খৃঃ ১৬৮১) অব্দে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর প্রাক্‌কালেই তাঁহার আশাপ্রদীপ নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছিল। সেই মহাপ্রস্থানে যাত্রা করিবার সময় তিনি এমন কোন উত্তরাধিকারী রাখিয়া যান নাই, যে তাঁহার সেই শোচনীয় মৃত্যুর প্রতিশোধ লইয়া পাপ আরঙ্গজীবের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিতে পারে।

যে বৎসর রাজা যশোবন্ত ইহলোক হইতে বিচ্যুত হয়েন, মহারাষ্ট্রীয় বীর শিবজি সেই বৎসরেই কয়েক মাসের মধ্যেই মানবলীলা সম্বরণ করেন। সুতরাং আরঙ্গজীব দুইটী ভীষণতম শত্রু হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। এই দুই মহাবীরকে তিনি যে প্রত্যক্ষ যমের ন্যায় ভয় করিতেন, তাঁহার বিশেষ প্রমাণ তাঁহার জীবনীর আদ্যোপান্ত জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। মিবারাধিপতি বীরপ্রবর রাণা রাজসিংহের জীবনচরিত লেখক রাঠোরবীর সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "যশোবন্ত যতদিন জীবিত ছিলেন, আরঙ্গের দীর্ঘশ্বাস একদিনের জন্যও থামে নাই।"

রাজা যশোবন্ত সিংহ সর্ব্বসমেত দ্বিচত্বারিংশৎ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। বীরপ্রসূ রাজপুতানায় যে সমস্ত স্বদেশপ্রেমিক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যাঁহাদের জীবনী জীবন্ত অক্ষরে আজিও প্রতিরাজপুতের হৃদয়পটে লিখিত রহিয়াছে, যাঁহাদের অতিমানুষ কীর্ত্তিকলাপ আজিও রাজস্থানের দ্বারে দ্বারে ভট্টগণকর্ত্তৃক উদ্গীত হইতেছে, রাঠোররাজ যশোবন্তসিংহ তাঁহাদের মধ্যে একখানি উচ্চতম আসন প্রাপ্ত হইতে পারেন। যশোবন্তের কার্য্যকুশলতা উচ্চশ্রেণীর ছিল বটে; কিন্তু যদি তাহা তদীয় অমিত ভুজবল, সাহস ও প্রতিষ্ঠার সমতুল্য হইত, তাহা হইলে তিনি দুর্বৃত্ত আরঙ্গজীবের প্রচণ্ড শত্রুগণের সহায়তায় ভারতবর্ষ হইতে মোগল শাসন নিশ্চয়ই উন্মূলিত করিতে সক্ষম হইতেন। তাঁহার জীবন আনুপূর্ব্বিক ঘটনাপূর্ণ। নর্ম্মদার তীরভূমে যেদিন তিনি বৃদ্ধ শাজাহানের স্বার্থরক্ষার্থ আপনার রাঠোরবীরদিগকে লইয়া পিতৃদ্রোহী আরঙ্গজীবের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েন, সেই দিন হইতে তাঁহার জীবনের শেষ কাল পর্য্যন্ত ঘটনার উপর ঘটনা স্রোত পতিত হইয়া তাঁহাকে দূরদূরান্তরে বিক্ষিপ্ত করিয়াছে।

সেই স্রোতসমূহকে কখন তিনি নিজ অমানুষিক ক্ষমতার প্রভাবে আয়ত্ত করিয়াছেন, আবার কখনও বা তাহাদের ভীষণ কলে অতিক্রান্ত হইয়া তৃণের ন্যায় ভাসিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তিনি মুহূর্ত্তের জন্যও লক্ষভ্রষ্ট হয়েন নাই। শতসহস্র বাধা বিপত্তি উত্থিত হইয়াও তাঁহাকে লক্ষ হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই। তিনি যেখানে যেরূপ অবস্থায় প্রক্ষিপ্ত হইয়াছেন, সেইখানেই নিজ প্রধান উদ্দেশ্য সাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সত্য, তিনি শাজাহানের সকল পুত্রগণের মধ্যে সরলহৃদয় দারাকে ভাল বাসিতেন; কিন্তু তাহা হইলে কি হয়?—তিনি সমগ্র মুসলমানজাতিকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। মুসলমানগণ যে, হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুস্বাধীনতার প্রচণ্ড শত্রু, যশোবন্ত তাহা বিলক্ষণ বিদিত ছিলেন, সেই জন্যই জীবনের মধ্যে সে ঘৃণা মুহূর্ত্তের জন্যও ত্যাগ করিতে পারেন নাই, এবং যথাসাধ্য আরঙ্গজীবের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই।

মোগল সিংহাসন লইয়া যে যে সময়ে শাজাহানের পুত্রগণের মধ্যে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, চতুর যশোবন্ত সেই সেই সময়েই তাঁহাদের মধ্যে একজন না একজনের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন; মনোমধ্যে দৃঢ় ধারণা যে, সেইরূপ অন্তর্বিপ্লবে জড়ীভূত হইয়া অবশেষে তাহাদের সকলেরই অধঃপতন হইবে। নর্ম্মদা-সমরে যদি তিনি বলমদে মত্ত হইয়া বৃথা কালহরণ না করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার এ ধারণা অনেক পরিমাণে ফলবতী হইত। কিন্তু তাহাতেও যশোবন্ত নিরুৎসাহ হয়েন নাই। তাঁহার হৃদয়ের স্তরে স্তরে যে প্রবৃত্তি মিশিয়াছিল, নর্ম্মদাতটে ব্যর্থ হইলেও তাহা লয় প্রাপ্ত হয় নাই; বরং সেই পরাজয় স্বীকার করিয়া আরও প্রচণ্ড হইয়া উঠিয়াছিল; তাহার তীব্রতা যেন দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। সেই প্রচণ্ড প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সাধন করিবার নিমিত্ত তিনি উপযুক্ত অবসর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ক্রমে কাজবাক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী ভ্রাতৃগণ পরস্পরের অদৃষ্ট পরীক্ষা করিবার জন্য পরস্পরের বিরুদ্ধে অসি ধারণ করিলেন। এই ঘটনাকে রাঠোররাজ নিজ অভীষ্টসিদ্ধির উপযুক্ত অবসর বলিয়া সাদরে আলিঙ্গন করিলেন। কিন্তু দারার দীর্ঘসূত্রতা তাঁহাকে সে সুযোগেও বঞ্চিত করিল। তাঁহার কৌশলজাল ছিন্নভিন্ন হইল,—বিজয়ী আরঙ্গজীব তাহা জানিতে পারিলেন; কিন্তু কিছুই বলিলেন না। চতুর আরঙ্গজীবের এরূপ আচরণে তিনি তৎপ্রতি সন্তুষ্ট হইলেন না; বরং তাঁহার ঘৃণা ও বিদ্বেষ আরও বাড়িয়া উঠিল,—প্রতিশোধপিপাসা দারুণ বর্দ্ধিত হইল। সে প্রতিশোধ-পিপাসা নিবারণ করিবার জন্য তিনি কোন সুযোগই অবহেলা করেন নাই। আরঙ্গজীব তাঁহাকে যে পদে অভিষেক করিয়াছেন, যশোবন্ত সেই পদই সাগ্রহে গ্রহণ করিয়া নিজ প্রবৃত্তির সাফল্যসাধনে তৎপর হইয়াছেন। তাঁহার প্রতি কার্য্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিলে তাঁহার হৃদয়ের সেই প্রচণ্ড প্রবৃত্তির স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। শিবজির সহিত ষড়যন্ত্র, সায়েস্তার নিধন, সেলাহীরখাঁকে আক্রমণ, এবং পিতৃবিরুদ্ধে মৌজামকে উত্তেজিত করণ,—এই এক একটী কার্য্য তাঁহার সেই বিকট প্রতিশোধ-পিপাসার এক একটী জলন্ত উদাহরণ।

যশোবন্তের সেই গূঢ় প্রচণ্ড প্রবৃত্তির বিষয় সম্রাট আরঙ্গজীব বিলক্ষণ বিদিত ছিলেন। তিনি জানিতেন যে, দারুণ প্রতিরোধ-পিপাসা ও বিদ্বেষ দ্বারা চালিত হইয়া রাঠোর নৃপতি তাঁহার সহিত সমস্ত জীবন আচরণ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি কি করিবেন? জানিয়া শুনিয়াও স্বার্থসাধনের জন্য কেবল তাঁহাকে সেই সমস্ত সহ্য করিতে হইয়াছে। যশোবন্তের বিদ্বেষবহ্নি হইতে তিনি সর্ব্বদা দূরে থাকিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এবং অতি সতর্কতার সহিত তাঁহার সমস্ত কৌশলজাল ছিন্ন করিয়া প্রকাশ্যে তাঁহার সহিত সদাচরণ করিয়াছেন। তিনি যে, যশোবন্তকে অন্তরের সহিত ভয় করিতেন, তাহা তাঁহার সকল কার্য্যেই বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে। আরঙ্গজীব তাঁহাকে উচ্চ উচ্চ পদে অভিষেক করিয়াছেন; গুর্জ্জর, দাক্ষিণাত্য, মালব, আজমীর ও কাবুল—এই এক একটী প্রদেশেই সম্রাটের প্রতিনিধিত্বে তিনি ক্রমান্বয়ে অভিষিক্ত হইয়াছেন। সম্রাটের এই সকল অনুগ্রহ অপরের পক্ষে শ্লাঘনীয় হইতে পারিত; কিন্তু তেজস্বী রাঠোররাজ তৎসমুদায়কে নিজ অভীষ্টসিদ্ধির প্রধান সাধন স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার এইরূপ আচরণ মনে পড়িলে হঠাৎ তাঁহাকে একজন বিশ্বাসঘাতক বলিয়া জ্ঞান হয়। যদি সম্রাটের কোন পারিষদ যশোবন্তের জীবনচরিত লিপিবদ্ধ করিতেন, তাহা হইলে যে, রাঠোররাজ তাঁহার দ্বারা উক্ত জঘন্য অপবাদে কলঙ্কিত হইতেন, তদ্বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা তাঁহাকে কথনও বিশ্বাসঘাতক বলিতে পারি না। সত্য, তিনি সম্রাটের অধীনে থাকিয়া তাঁহার প্রতিকূলতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সত্য, তিনি পদে পদে সাধ্যানুসারে তাঁহার অনিষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাহা বলিয়া তিনি বিশ্বাসঘাতক নহেন। সম্রাটের চরিত্র অনুশীলন করিলে আমাদের এ বাক্যের সত্যতা উপলব্ধ হইতে পারিবে। সম্রাট, হিন্দুধর্ম্মের পরম শত্রু, হিন্দুজাতির ঘোর বিরোধী। তাঁহার অপবিত্র গ্রাস হইতে স্বজাতির গৌরবগরিমা এবং পিতৃপুরুষদিগের সনাতনধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য রাজা যশোবন্ত যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা কি বিশ্বাসঘাতকতা? অত্যাচারীর অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিতে গেলে কি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়? বিশ্বাসঘাতকতাই বা কেমন করিয়া বলিব? আরঙ্গজীব বিশ্বাস করিয়া যশোবন্তকে কোন গুরুতর কার্য্যে নিয়োগ করেন নাই। সত্য, তিনি রাঠোররাজকে উচ্চ উচ্চ সৈন্যাপত্যে বরণ করিয়াছিলেন, সত্য তাঁহাকে এক একটী বিশাল প্রদেশে স্বীয় প্রতিনিধিত্বে স্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা বিশ্বাস করিয়া নহে। তাঁহার আচরণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমালোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, তিনি একদিনের জন্যও যশোবন্তকে বিশ্বাস করেন নাই। তিনি যশোবন্তকে বিলক্ষণ চিনিতেন, এবং জানিতেন যে, রাঠোর নৃপতি সুবিধা পাইলে তাঁহার অনিষ্ট করিতে ক্ষান্ত হইবেন না। তবে যে, তিনি তাঁহাকে সেইরূপ উচ্চ উচ্চ পদে অভিষেক করিয়াছেন, তাহা কেবল তাঁহাকে করায়ত্ত রাখিবার জন্য; তাঁহার মনে মনে গূঢ় বাসনা ছিল যে, সুবিধা পাইলেই তাঁহাকে করমলকবৎ নিষ্পেষণ ও নিপীড়ন করিবেন। এই বাসনার পরিতৃপ্তিসাধন করিবার জন্য তিনি অবিরত চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু যশোবন্তের অনন্ত সতর্কতার প্রভাবে সে সমস্ত ক্রূর চেষ্টা নিষ্ফল

হইয়া গিয়াছে। এই সকল সতর্কতা বিশ্বাসঘাতকতা নহে; ইহা শঠের সহিত শঠতাচরণ মাত্র।

রাঠোরবীর যশোবন্তসিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার শোকার্ত্ত পরিবারবর্গকে পাষণ্ড আরঙ্গজীব যেরূপ ঘোররূপে উৎপীড়িত করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ এবং তদানুসঙ্গিক ঘটনাবলি বর্ণন করিবার পূর্ব্বে আমরা একবার পরমবিশ্বস্ত রাঠোর সর্দ্দারগণের দুই একটী বৃত্তান্ত পাঠকদিগের সম্মুখে সন্নিবেশ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। যে সকল সামন্ত রাজা যশোবন্তের জন্য অম্লানবদনে আত্মোৎসর্গ করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একমাত্র নাহুররাওয়ের জীবনী তাঁহাদের সকলেরই আদর্শস্বরূপ গৃহীত হইতে পারে *। নাহুররাও, প্রসিদ্ধ কুম্পাবৎ সম্প্রদায়ের শিরোমণি। রাঠোর সর্দ্দারগণের মধ্যে তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আশোপ তাঁহার আদি ভূমিসম্পত্তি। তাঁহার আদি নাম মুকুন্দদাস,—নাহুরখাঁ সম্রাট প্রদত্ত অভিধামাত্র। কি প্রকারে যে, তিনি উক্ত অভিধা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার বিবরণ নিম্নে প্রকটিত হইল। একদা তিনি নিজ ঔদ্ধত্য বশতঃ সম্রাটের বিরাগভাজন হইলে নিষ্ঠুর আরঙ্গজীব তাঁহার দণ্ডস্বরূপ এক প্রচণ্ড ব্যাঘ্রের গহ্বরে অনাবৃত গাত্রে ও নিরস্ত্রবেশে প্রবেশ করিতে আদেশ করেন। এই

---

* নাহুর খাঁ যেরূপ বীর, সেইরূপ প্রভুভক্ত ছিলেন। প্রভুর উপকারের জন্য তিনি অনেকবার আত্ম জীবনকে বিপন্ন করিয়াছিলেন। এক সময়ে তিনি যশোবন্তকে একটী দারুণ মনোবিকার হইতে আরোগ্য করিয়াছিলেন, তদ্বিবরণ যদিও অনেক পরিমাণে অসত্য বলিয়া বোধ হয়, তথাপি তাহার মনোহারিত্ব জন্য এস্থলে সন্নিবেশিত হইল। কথিত আছে, রাজা যশোবন্ত নিজ অধিগত কোন এক দাওয়ানের দুহিতার প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু সেই জিলার নিবাসী আঘ্যাপন্থী ব্রাহ্মণের প্রেতাত্মা তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে নানাপ্রকার বিভীষিকা দেখাইয়াছিল। তাহাতে রাঠোররাজ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। মূর্চ্ছা অপনোদিত হইলেও সে দুশ্চিন্তা ও বিভীষিকা তাঁহার মন হইতে কিছুতেই বিদূরিত হইল না। তিনি দিবারাত্রি সেই প্রেতের ভীষণ মূর্ত্তি দেখিতে পাইতেন, সর্ব্বদাই তাঁহার বোধ হইত যেন সে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া তাঁহাকে সংহার করিতে আসিতেছে। রাজার এইরূপ চিত্তবিকার দেখিয়া সর্দ্দারবর্গ বিষম চিন্তিত হইলেন। অচিরে ওঝা আসিয়া মন্ত্রবলে ভূত ঝাড়াইতে লাগিল। মন্ত্রের প্রভাবে ত্যক্তবিরক্ত হইয়া ভূত উত্তর করিল "যদি যশোবন্তের কোন সমকক্ষ সর্দ্দার আত্মত্যাগ করিতে পারে, তাহা হইলে আমি এখনই ছাড়িয়া যাইব।" অমনি নাহুর খাঁ সদর্পে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন "রাজার জন্য আমি প্রাণত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি, আইস প্রেত, আমার প্রাণ লইয়া রাজাকে ছাড়িয়া যাও।" এই বীরসুলভ বাক্য উচ্চারিত হইবামাত্র উপাধ্যায়গণ মন্ত্রবলে সেই প্রেতকে একটী জলপূর্ণ পাত্রে নামাইলেন এবং সেই পাত্রখানি রাজার মাথার উপর তিনবার ঘুরাইয়া নাহুর খাঁকে তাহা পানার্থ প্রদান করিলেন। অমনি যশোবন্তের মনোবিকার দূর হইল। এই গল্পটী সত্য, কি মিথ্যা, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু রাজস্থানের প্রত্যেক সামন্ত রাজাই ইহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন। ভাল, যদি ইহা কবিগণের কল্পনাপ্রসূতই হয়, তাহা হইলেও ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে, নাহুর খাঁ অতি নির্ভীক ও প্রভুভক্ত রাজপুত। রাজপুতগণ তাঁহাকে "বিশ্বস্তের বিশ্বস্ত" বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। দেহত্যাগ করিবার পূর্ব্বে নাহুর খাঁ স্বীয় পুত্রকে সম্মুখে ডাকিয়া বলিলেন "ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া বলিতেছি, আজ হইতে আমি রাঠোর রাজের প্রধান পদ ত্যাগ করিলাম, তুমি ও তোমার কোন বংশধরই আর ইহা ভোগ করিতে পাইবে না।" সেই দিন হইতে আহোবের চম্পাবৎগণ আশোপের কুম্পাবৎদিগের উচ্চপদ প্রাপ্ত হইলেন,—মারবারের শ্রেষ্ঠ সামন্তের সম্মান ভোগ করিতে লাগিলেন।—ইহাই নির্ভীক ও প্রভুভক্ত মুকুন্দদাসের অপ্রতিম আত্মত্যাগ।

কঠোর দণ্ডাজ্ঞা শ্রবণে তেজস্বী মুকুন্দদাস অনুমাত্র ভীত হইলেন না; বরং হাস্য করিতে করিতে সেই ভীষণ শার্দ্দুল সমীপে উপস্থিত হইলেন,—দেখিলেন সেই প্রচণ্ড শ্বাপদ স্বগর্ব্ব পাদবিক্ষেপে সেই পিঞ্জর মধ্যে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াই রাঠোর সর্দ্দার তাহাকে সগর্ব্বে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "যবনের শার্দ্দুল! এস যশোবন্তের শার্দ্দুলের সম্মুখীন্ হও।" মুকুন্দদাসের নয়নযুগল হইতে জ্বলন্ত অনল-শিখা নির্গত হইতেছিল। তাঁহার সেই অশ্রুতপূর্ব্ব অভ্যর্থনা শ্রবণ করিয়া ব্যাঘ্ররাজ চমকিত হইল, এবং লাঙ্গুল আস্ফালন ও বিকট গর্জ্জন করিয়া প্রচণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি জ্বলন্ত নয়ন নিক্ষেপ করিল। চারিটী বিলোল নেত্র পরস্পরের সহিত মিলিল; পরক্ষণেই শার্দ্দুল মুখ ফিরাইয়া মুকুন্দদাসের সম্মুখ হইতে চলিয়া গেল। ব্যাঘ্রকে অপসৃত হইতে দেখিয়া বীর্য্যবান্ রাঠোর সর্দ্দার উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন "এই দেখুন, বাঘ সাহস করিয়া আমার সহিত যুদ্ধ করিতে পারিল না। রণবিমুখ শত্রুকে আক্রমণ করা রাজপুত ধর্ম্মের বিরোধী।" এই অদৃষ্টপূর্ব্ব ব্যাপার দেখিয়া দর্শক মাত্রই বজ্রাহতপ্রায় দাঁড়াইয়া রহিল। এমন কি নিষ্ঠুর আরঙ্গজীবেরও পাষাণ হৃদয় বিস্ময়-রসে বিগলিত হইল। তিনি তাঁহাকে নাহর খাঁ (ব্যাঘ্র পতি) অভিধার সহিত নানা প্রকার পুরস্কার দান করিলেন এবং সাহ্লাদে জিজ্ঞাসা করিলেন "রাঠোর! এ অসীম বাহুবলের অধিকারী হইবার জন্য তোমার কয়টী পুত্র জন্মিয়াছে?" নাহর ঈষৎ হাসিয়া সসম্ভ্রমে উত্তর করিলেন "সম্রাট! যখন আপনি আমাদিগকে আমাদিগের স্ত্রী পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আটকের দূর পশ্চিমে বিসর্জ্জন করিয়াছেন, তখন আমরা কিরূপে পুত্র মুখ দেখিতে পাইব?" তেজস্বী মুকুন্দদাসের এই নির্ভীক বাক্য শ্রবণে উপস্থিত সকলেই চমৎকৃত হইল। সম্রাট যদিও মনে মনে ঈষৎ ক্ষুব্ধ হইলেন কিন্তু তাঁহাকে কিছুই বলিতে পারিলেন না। এই রূপে রাঠোর বীর মুকুন্দদাস নাহর খাঁ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এইপ্রকার নির্ভীক ও তেজোব্যঞ্জক বাক্যদ্বারা নাহর খাঁ একবার সাজাদার বিরাগ ভাজন হয়েন। একদা রাজকুমার কৌতুক দেখিবার মানসে নাহর খাঁকে বলিলেন "রাঠোরবীর! আপনার রণবিক্রমের বিশেষ পরিচয় পাইয়াছি বটে, কিন্তু আপনার আর একটী ক্রীড়া দেখিবার আমার নিতান্ত ইচ্ছা। আপনি কি দ্রুতবেগে অশ্ব চালিত করিতে করিতে সেই ধাবমান অশ্বের পৃষ্ঠ হইতে একটী লম্বিত বৃক্ষশাখা অবলম্বন করিয়া ঝুলিতে পারেন?" এইরূপ ক্রীড়ায় বল ও ক্ষিপ্রহস্ততা—উভয়েরই প্রয়োজন। কিন্তু ইহাতে অনেকেই অকৃতকার্য্য হইয়া পতিত হইয়া থাকেন। অনেক রাজপুতের এই ক্রীড়ায় বিশেষ আসক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক, রাজকুমারের বাক্য শ্রবণে তেজস্বী নাহর সদম্ভে বলিলেন "আমি বানর নহি; রাজপুত,—রাজপুতের যাহা কিছু ক্রীড়া—সমস্তই অসির সাহায্যেই হইয়া থাকে; উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী পাইলে তাহার সহিত তরবারের খেলা দেখাইতে পারি।" সাজাদা যাহা ইচ্ছা করিলেন, তাহা সফল হইল না। ইহাতে তিনি নিরতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেন বটে, কিন্তু প্রকাশ্যে কিছুই বলিতে

পারিলেন না। মনে মনে মুকুন্দ দাসের সর্ব্বনাশ ইচ্ছা করিয়া তিনি তাঁহাকে শিরোহীর দেবর রাজ শূরতানের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। বীর্য্যবান্ নাহরখাঁ তাহাতে অণুমাত্র ভীত হইলেন না বরং দ্বিগুণতর উৎসাহের সহিত রাজপুত্রের নিয়োগপালনে যত্নবান্ হইলেন। এ যুদ্ধে তিনি রাঠোর রাজের সমস্ত সেনাদলের সাহায্য প্রাপ্ত হইলেন।

মুকুন্দের যুদ্ধসজ্জা শুনিয়া শূরতান প্রকাশ্য যুদ্ধের আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিজ দুর্গম গিরিশিখরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, শত্রুগণ সে দুর্গমস্থলে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারিবে না। এই আশায় আশ্বস্ত হইয়া তিনি নিশ্চিন্ত মনে তথায় বিরাম লাভ করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাঠোর বীর মুকুন্দ দাসের প্রচণ্ড বিদ্বেষবহ্নি ভীষণ দাবানল তেজে তাঁহার সেই নিভৃত নিলয়ে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে অচিরে দগ্ধ করিল। একদা নিশীথকালে শূরতান নিজ দুর্গমধ্যে নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা সম্ভোগ করিতেছেন; সমস্ত দুর্গ নিস্তব্ধ, কেবল একদিকে একজন প্রহরী প্রাচীরশিরে দণ্ডায়মান হইয়া এক এক বার চীৎকার করিতেছে, মধ্যে মধ্যে দুই চারিটী শৃগাল এবং হিংস্র শ্বাপদের কণ্ঠস্বর থাকিয়া থাকিয়া শ্রুত হইতেছে, কোথায় অস্ফুট ঝিল্লিরব এবং বন্য বৃক্ষরাজির নিবিড় পত্রাবলির শর শর শব্দ অবিরাম শুনা যাইতেছে। মুকুন্দ স্বীয় সেনাদলের সহিত সতর্কভাবে প্রাচীরশীর্ষে উত্থিত হইয়া সেই একমাত্র জাগ্রত প্রহরীকে সংহার করিলেন এবং তৎপরে শূরতানের গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহার বিস্তৃত উষ্ণীষবসনেই শয্যাসমেত তাঁহাকে বন্ধন করিয়া স্বীর সৈন্যগণের হস্তে অর্পণ করিলেন। রাঠোর সৈন্যগণ যখন শূরতানকে বন্দী করিয়া লইয়া চলিল, তখন মুকুন্দ নাকরা ধ্বনিত করিলেন। মেঘ গম্ভীর নির্ঘোষে বাদ্যভাণ্ড শব্দিত হইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে দেবর সেনাকে প্রবুদ্ধ করিয়া তুলিল। জাগরিত হইয়া তাহারা আপনাদের অধিপতির বিপদ জানিতে পারিল এবং সদলে একত্রিত হইয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। কিন্তু বীর মুকুন্দদাস জলদ গম্ভীর নাদে চীৎকার করিয়া বলিলেন "দেবর সৈন্যগণ! নিরস্ত হও, নিরস্ত হও, বৃথা উদ্যম করিয়া আপনাদের ও আপনাদের প্রভুর জীবন হারাইও না। যদ্যপি তোমরা আমার কথা মান্য কর, তাহা হইলে শূরতানের অঙ্গে কণ্টক মাত্রও বিদ্ধ হইবে না; আমি কেবল একবার মাত্র ইহাঁকে আমার রাজার নিকট লইয়া যাইব। তবে যদি মোহবশতঃ আমার ইচ্ছায় প্রতিকূলতাচরণ করিতে চেষ্টিত হও, তাহা হইলে এই মুহূর্ত্তেই তোমাদের প্রভুর মস্তকচ্ছেদন করিব; নিশ্চয় জানিও ইহাঁর জীবন মৃত্যু আমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে। এক্ষণে আমি কেমন নির্ব্বিঘ্নে ইহাঁকে বন্দী করিয়া লইয়া যাই তাহা দেখাইবার জন্যই তোমাদিগকে জাগরিত করিলাম।" এই তেজোব্যঞ্জক বাক্য শ্রবণে দেবর সৈন্যগণ মন্ত্রৌষধিরুদ্ধবীর্য্য ভুজঙ্গের ন্যায় স্থির ভাবে দণ্ডায়মান হইল,—পদমাত্র অগ্রসর হইতে কাহারও সাহস হইল না। রাঠোর বীর মুকুন্দ বন্দী শূরতানকে লইয়া প্রচণ্ড বিক্রমের সহিত দুর্গদ্বারদিয়া নিক্রান্ত হইলেন এবং রাজা যশোবন্তের নিকট উপস্থিত হইয়া নিজ জয়-নিদর্শন তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলেন।

রাজা যশোবন্ত শিরোহীরাজকে সম্রাটসদনে লইয়া যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া শূরতানকে এই বলিয়া আশ্বাস দিলেন যে, "আপনার সম্মান সম্ভ্রমের কিছু মাত্র ব্যতিক্রম হইবে না। আপনি কেবল একবার সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।" দেবর নৃপতি তাহাতে সম্মত হইলেন। তদনুসারে তিনি উপযুক্ত কর্ম্মচারী দ্বারা পরিবৃত হইয়া প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে সম্রাটসদনে লইয়া যাইবার পূর্ব্বে কর্ম্মচারিগণ বলিলেন "দেখিবেন, যেন সম্রাটকে অভিবাদন করিতে ভুলিবেন না। তাঁহাকে অভিবাদন না করিয়া কেহই যাইতে পারে না।" এই বাক্য তেজস্বী শূরতানের হৃদয়ে বজ্রবৎ প্রহৃত হইল। তিনি নির্ভীকচিত্তে উত্তর করিলেন "আমার জীবন রাজার হাতে, কিন্তু আমার সম্মান আমারই নিকট; অদৃষ্টে যাহা থাকে তাহাই হইবে; আমি কখনও মর্ত্ত্য মানবের নিকট মস্তক অবনত করি নাই—এ জীবনে কখনও করিবও না।" রাজা যশোবন্ত প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তিনি শূরতানকে অবমানিত হইতে দিবেন না, এতন্নিবন্ধন সেই কর্ম্মচারিগণ তাঁহার সম্মান নষ্ট করিতে পারিল না। কিন্তু সম্রাটের নিকট মস্তক অবনত করিতে হইবেই হইবে;—সুতরাং তাহারা বলে না হউক কৌশলে উদ্দেশ্য সাধন করিয়া লইল। সচরাচর রাজকুমারগণ যে পথ দিয়া যাইয়া সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করেন, শূরতান সে পথ দিয়া নীত হইলেন না। তাহারা তাঁহাকে একটী সঙ্কীর্ণ বাতায়ন দিয়া লইয়া গেল। সেই বাতায়নটী ভূমিতল হইতে জানুর সমান উচ্চ হইবে। কর্ম্মচারীদিগের গূঢ় অভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া দেবর-রাজ সেই সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া সভাতলে প্রবেশ করিলেন। ইহাতে তাঁহাকে যে আগে পা বাড়াইয়া দিয়া পরে মস্তক অবনত করিয়া প্রবেশ করিতে হইল, তাহাই প্রকৃত অভিবাদন বলিয়া গৃহীত হইল। তাঁহার তেজোব্যঞ্জক আকৃতি দর্শনে এবং বীরোচিত ব্যবহার, স্বাধীনতারক্ষার্থ কঠোর উদ্যম এবং যশোবন্তের প্রতিজ্ঞাবিবরণ স্মরণ করিয়া সম্রাট তাঁহাকে ক্ষমা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না; শুদ্ধ ক্ষমা নহে, তিনি সেই সঙ্গে তাঁহার রুচিমত ভূমিসম্পত্তি প্রদান করিতে সম্মত হইলেন। সম্রাট তৎপ্রতি ঔদার্য্য প্রকাশ করিলেন বটে, কিন্তু সেই ঔদার্য্যের অভ্যন্তরে যে, তাঁহার একটী অভিসন্ধি নিহিত ছিল, তাহা দেবররাজ তখনই বুঝিতে পারিলেন;—তিনি স্পষ্ট বুঝিলেন যে, সম্রাট তাঁহাকে অধীন সামন্ত রাজাগণের অন্তর্ভুক্ত করিতে মনস্থ করিয়াছেন। এই অভিপ্রায় বুঝিবা মাত্র তেজস্বী শূরতান নির্ভয়ে বলিলেন "সম্রাট! আমার অচলগড়ের * সমান আর কি ভূমি বা রত্ন দান করিতে পারেন?—আমি আর কিছুই চাহি না—কেবল এইমাত্র যে, আপনি আমাকে আমার রাজ্যে ফিরিয়া যাইতে দিউন।"

তেজস্বী দেবররাজের সেই নির্ভীক কার্য্যে সম্রাট অনুমাত্রও ক্ষুব্ধ বা অসন্তুষ্ট হইলেন না বরং আহ্লাদ সহকারে তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিলেন। শূরতান স্বীয় অচলগড়ে প্রতিগমন করিলেন। সেই দিন সেই সভাস্থলে সমবেত সমস্ত রাজগণের সম্মুখে তিনি যে সম্মান প্রাপ্ত হইলেন, তাহা হইতে আর বঞ্চিত হয়েন নাই। তাঁহার সেই তেজস্বিতা—

* শিরোহীর দেবররাজাগণের প্রসিদ্ধ দুর্গের নাম অচলগড়।

সেই নির্ভীকতা—সেই স্বাধনতাপ্রিয়তার অমৃতময় ফল তাঁহার বংশধরগণ আজিও নির্ব্বিঘ্নে সম্ভোগ করিতেছেন।

রাঠোরবীর নাহুরখাঁকে তেজস্বী রাঠোর সামন্তগণের আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইহাঁরা স্বভাবতঃ নির্ভীক ও তেজস্বী। রাজভক্তি ইহাঁদের অস্থিমজ্জার সহিত মিশ্রিত। স্বদেশের উপকারের জন্য—রাঠোরকুলের গৌরবগরিমা রক্ষা করিবার জন্য ইহাঁরা অম্লানবদনে জীবন পরিত্যাগ করিতে পারেন। ইহাঁদের আত্মোৎসর্গের ও স্বজাতিপ্রিয়তার একটী প্রদীপ্ত উদাহরণ পরবর্ত্তী অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হইবে।

সপ্তম অধ্যায়।

যশোবন্তের মৃত্যুতে তাঁহার প্রধানা মহিষীর সহমরণোদ্যোগ এবং তাঁহাকে সর্দ্দারগণের নিবারণ;—রাজার অপরাপর পত্নীদিগের সহমরণ;—যশোবন্তের মৃত্যুতে সকলের খেদ;—অজিতের জন্মগ্রহণ;—যশোবন্তের পরিবার ও সামন্তদলের মারবারে প্রত্যাগমন;—পথিমধ্যে তাঁহাদের গতিরোধ করিয়া অজিতকে আরঙ্গজীবের প্রার্থনা;—সমভিব্যাহারী রমণীগণকে হত্যা করিয়া সর্দ্দারগণের আত্মরক্ষা;—শিশু রাজকুমারের জীবনরক্ষা;—ইন্দোগণ কর্ত্তৃক মুন্দরাধিকার;—তাহাদিগকে দূরীকরণ; আরঙ্গজীবের মারবার-আক্রমণ ও লুণ্ঠন এবং বৃহৎ নগরসমূহকে ধ্বংসকরণ;—হিন্দুদিগের দেবালয়াদি ভগ্ন করিয়া রাঠোরদিগকে ধর্ম্মত্যাগ করিতে আদেশপ্রদান;—এতৎ প্রস্তাবের অযৌক্তিকতা;—জিজিয়াকর-স্থাপন:—আরঙ্গজীবের বিরুদ্ধে রাঠোর ও শিশোদীয়দিগের একীভূত হইয়া ষড়যন্ত্র;—যুদ্ধবিবরণ;—মৈরতীয় সম্প্রদায়ের বীরত্ব;—নাদোলে একীভূত রাজপুত সমিতির যুদ্ধ;—নিধন;—রাজপুতবিরুদ্ধে যুদ্ধে আকবরের অনমুমোদন;—সন্ধিবন্ধন;—আকবরকে সম্রাট বলিয়া রাজপুতদিগের ঘোষণা;—টাইবার খাঁর বিশ্বাসঘাতকতা ও মৃত্যু;—আকবরের পলায়ন এবং রাজপুতদিগের নিকট আশ্রয়প্রার্থনা;—আকবরকে রক্ষা করিতে করিতে দুর্গাদাসের দক্ষিণাবর্ত্তে গমন;—শোনিঙ্গদেবের রাঠোর সেনাকে পরিচালন;—যোধপুরে যুদ্ধ;—সোজুতে বিসম্বাদ;—বিসূচিকা ও মহামারীর আবির্ভাব;—আরঙ্গজীবের সন্ধিপ্রার্থনা;—শোনিঙ্গের সন্ধিতে অনুমোদন;—শোনিঙ্গের মৃত্যু;—আরঙ্গজীবের সন্ধিলঙ্ঘন;—যুদ্ধনির্ব্বাহের ভার আজিমকে অর্পণ;—মারবারের সর্ব্বত্র যবনসেনার অবস্থিতি;—আরাবলিপর্ব্বতে রাঠোরদিগের অবস্থিতি;—স্থানে স্থানে অসংখ্য যুদ্ধবিগ্রহ এবং অগণ্য প্রাণিহত্যা;—রাঠোরদিগের সহিত ভট্টিদিগের একতাবন্ধন;—মৈরতীয় সর্দ্দারের অন্যায় নিধন;—শিবানোর অবরোধ;—মুসলমান সেনার পতন;—মুরআলিকর্ত্তৃক আশানী রমণীদ্বয়কে হরণ;—তাহার নিধন;—শম্বরে যবনসেনার সংহার;—রাজপুতগণ কর্ত্তৃক ঝালোর-অবরোধ।

নিদারুণ পুত্রশোকানলে আত্মজীবন আহুতি দিয়া যেদিন মহারাজ যশোবন্ত সিংহ ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন, যেদিন পাপিষ্ঠ আরঙ্গের একটী কণ্টক উন্মূলিত হইল, সেইদিন ভারতের একটী উজ্জ্বল নক্ষত্র কক্ষচ্যুত হইয়া অতল কালসাগরে পতিত হইল, ভারতের ভাগ্যগগন কাল মেঘমালে আবৃত হইয়া পড়িল, সমগ্র হিন্দু সমাজ ঘোর

বিবাদে আকুল হইল। যশোবন্তের পাটরাণী প্রাণপতির শোকে আকুলিত হইয়া তাঁহার সহগমনে উদ্যতা হইলেন। অচিরে প্রচণ্ড চিতা সজ্জিত হইল। শোকবিধুরা রাণী স্বামীর শবদেহ লইয়া সেই চিতায় আরোহণ করিবার উদ্যোগ করিলেন। তিনি তখন সাত মাস গর্ভবতী; মারবারের ভাবী উত্তরাধিকারী অজিত তখন শুক্তিগর্ভস্থ মৌক্তিকের ন্যায় তাঁহার পবিত্র গর্ভে সংস্থিত। সেরূপ অবস্থায় অনুমরণ নিতান্ত অযৌক্তিক ও পাপকর মনে করিয়া কুম্পাবৎ গোত্রীর উদা অনুনয় বিনয় সহকারে তাঁহাকে নিবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সতী তাঁহার নিবেদন গ্রাহ্য করিলেন না। তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেখিয়া রাঠোর সর্দ্দারগণ নিতান্ত শোকাতুর হইলেন। বিপুল রাঠোরকুল আজি নির্ম্মূল হইবার উপক্রম হইতেছে; কে মহারাজ যশোবন্তের বংশরক্ষা করিবে? তিনি যে কয়েকটী পুত্র লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন; তাঁহার সহধর্ম্মিণীর গর্ভস্থ শিশুর প্রতি আশা ভরসা ন্যস্ত করিয়া রাঠোর সর্দ্দারগণ তাঁহার মৃত্যুশোক অনেক পরিমাণে অবহেলা করিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে মহিষী সে আশাও নির্ম্মূল করিতে উদ্যত হইয়াছেন! তবে আর কে যশোবন্তের মান সম্ভ্রম রক্ষা করিবে? কে রাঠোর কুলের শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়া নৃশংস আরঙ্গজীবের পাপাচরণের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিবে?—এই সকল চিন্তা ঝটিতি কুম্পাবৎ সর্দ্দারের মনোমধ্যে উদিত হইল। অনুনয় বিনয় ব্যর্থ দেখিয়া অবশেষে তিনি বলপূর্ব্বক তাঁহাকে নিবর্ত্তিত করিলেন।

যশোবন্তের পাটরাণী স্বামীর অনুগমন করিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু রাজার অন্যান্য পত্নীগণ তাঁহার মৃতদেহের সহিত জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করিলেন। এই সময়ে তাঁহার অপরা পত্নী চন্দ্রাবতী রাজ্ঞী মুন্দর নগরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। প্রাণপতির মৃত্যুসম্বাদ শুনিবা মাত্র তিনি রাজার প্রতিনিধিস্বরূপ তাঁহার একটী উষ্ণীষ লইয়া জ্বলন্ত চিতানলে তনুত্যাগ করিলেন। যে যশোবন্ত এতদিন প্রাণপণে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, আজি তাঁহাকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখিয়া সমগ্র হিন্দুসমাজ নিতান্ত শোকাকুল হইয়া পড়িল; রাজ্যের আবালবৃদ্ধবনিতা আমোদ প্রমোদ ও ভোগবাসনা ত্যাগ করিয়া অবিরল বিলাপ করিতে লাগিলেন। আজি মারবার গভীর শোকান্ধকারে আচ্ছন্ন; আজি ইহার সর্ব্বত্র গভীর নীরবতা, নিস্তব্ধতা, নিস্পন্দতা বিরাজমান। ইহার দেবালয় সমূহে আর ঘণ্টা ধ্বনিত হয় না—সূর্য্যোদয় ও অস্তকালে গৃহে গৃহে আর শঙ্খ শব্দিত হয় না। যেন সমগ্র মারবারে কি এক যুগান্তর উপস্থিত! রাজ্যের সর্ব্বত্রই ভীতি ও নৈরাশ্য! কেহ কেহ ভয়ে ব্যাকুল হইয়া আত্মরক্ষার্থ মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে লাগিল;—কোন কোন ব্রাহ্মণ সনাতন ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমানের ধর্ম্ম-নীতি শিক্ষায় মনোনিবেশ করিল।

যশোবন্তের বিধবা মহিষী যথাকালে একটী পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। সকলের সম্মতিক্রমে সেই নবপ্রসূত শিশু অজিত নামে অভিহিত হইলেন। প্রসবজনিত বেদনা অপগত হইলে প্রসূতি যখন আপনাকে ভ্রমণে সমর্থা বোধ করিলেন, তখন রাঠোর

সর্দ্দারগণ তাঁহাকে, রাঠোর রাজপুত্রকে, রাজকুমারীদিগকে এবং রাজপরিবারের অন্তর্গত অপরাপর ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া স্বদেশের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু নৃশংস আরঙ্গজীব তাঁহাদিগকে সুখে আসিতে দিল না। যশোবন্তের জীবিতকালেও প্রতিহিংসা লইয়া পাপিষ্ঠ আবার তাঁহার মৃতদেহে খড়্গাঘাত করিতে উদ্যত হইল—তাঁহার একমাত্র বংশধর রাজকুমার অজিতকে কাড়িয়া লইতে উদ্যোগ করিল! রাঠোর সর্দ্দারগণ সপরিবারে দিল্লি নগরে উপস্থিত হইবামাত্র নিষ্ঠুর মোগল সম্রাট আদেশ করিলেন যে, রাজকুমারকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে। তিনি সামন্তদিগকে নানাপ্রকার প্রলোভন দেখাইলেন,—বলিলেন "যদি তোমরা রাজকুমারকে আমার হস্তে সমর্পণ কর, তাহা হইলে মরুদেশ তোমাদিগকে ভাগ করিয়া দিব।" ভ্রান্ত আরঙ্গজীব! সে জানিত না যে,সেরূপ শত সহস্র মারবার,—এমন কি ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায় এক একটী অমরনগর তাঁহাদিগকে অর্পণ করিলেও তাঁহারা প্রাণান্তে আপনাদের রাজপুত্রকে শত্রু হস্তে অর্পণ করিতে পারিবেন না। তাহার সেই পাপকথা শুনিবামাত্র তাঁহারা নিদারুণ রোষ ও জিঘাংসায় একবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন এবং সদম্ভে মেঘগম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন "আমাদের মাতৃভূমি আমাদের অস্থিমজ্জার সহিত মিশ্রিত,—শিরায় শিরায় জড়িত; আজি সেই অস্থিমজ্জা ও শিরা সেই জন্মভূমি ও আমাদের রাজাকে রক্ষা করিবে।"

রোষোন্মত্ত সর্দ্দারগণ "আমখাস" পরিত্যাগ করিয়া সত্বর আপনাদিগের বাসভবনে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের বাসভবন অচিরে যবনসেনা দ্বারা অবরুদ্ধ হইল। পাষণ্ড মোগল সম্রাটের এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতায় রাঠোরবীরগণ যারপর নাই ক্রুদ্ধ হইলেন। কিন্তু সেরূপ সঙ্কটকালে ক্রোধে অধীর হইলে সকলদিক নষ্ট হইবে, সুতরাং ভাবিয়া চিন্তিয়া তাঁহারা ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন এবং রাজপুত্রের জীবনরক্ষার্থ সদুপায় অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের তীক্ষ্ণবুদ্ধি অচিরে সদুপায় উদ্ভাবন করিল। সর্দ্দারগণ রাজধানীস্থ হিন্দুদিগকে মিষ্টান্ন উপঢৌকন দিবার ব্যপদেশে রাশি রাশি সন্দেশ ও নানাবিধ পক্কান্ন চারিদিকে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। সেই সকল পক্কান্ন যে সকল করণ্ডকে বাহিত হইতে লাগিল, তন্মধ্যে একটীতে রাজকুমার অজিত গুপ্ত রহিলেন। এইবার রাঠোরবীরগণ স্বজাতির সম্মান রক্ষা করিতে ধৃতব্রত হইলেন। নিয়মিত পূজাহ্নিক সমাপন করিয়া সকলে দ্বিগুণ পরিমাণে অহিফেন সেবন করিলেন এবং স্ব স্ব রণতুরঙ্গে আরোহণ করিয়া প্রাণপণে রাঠোরকুলের গৌরবগরিমা রক্ষা করিতে উদ্যত হইলেন। এককালে পাঁচটী প্রচণ্ড বীর রণচর ও গোবিন্দদাস, রঘুপুত্র দারাবৎ চন্দ্রভণ এবং নির্ভীক উদাবৎ ভরমল ও সুজাবৎ রঘুনাথ—নিদারুণ রোষ ও জিঘাংসায় উন্মত্ত হইয়া গম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠিলেন "আইস বীরগণ!—আইস আমরা সমর-সাগরে সন্তরণ করি, আইস এই অসুরকুলকে নির্ম্মূল করি; ইহাতে যদি প্রাণবিয়োগ হয়, ক্ষতি নাই, আমরা অপ্সরোদিগের দ্বারা বাহিত হইয়া অন্তে সৌরলোকে স্থান পাইবে।" সকলের এই গম্ভীর বাক্য উচ্চারিত হইবা মাত্র ভট্টকবি শূজা তদনুরূপ গম্ভীরস্বরে উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিলেন, "রাঠোর

বীরগণ! আজি আপনাদের রাজানুগ্রহ ভোগ করা সার্থক হইবে। আজিকার মত দিনে আপনাদের রাজার ও স্বদেশের গৌরব রক্ষার্থ অসিধারে দেহ ত্যাগ করিয়া সদলে স্বর্গারোহণ করিবার জন্যই আপনারা এতদিন ভূমিবৃত্তি ভোগ করিয়া আসিয়াছেন। আসুন, অগ্রসর হউন,—আমিও আপনাদের সহিত যাইতেছি। আমি মহারাজের সরল বন্ধুত্ব ও প্রভূত অনুগ্রহ ভোগ করিয়াছি; আজি তাহার সার্থকতা সম্পাদন করিব; আজি আমি পিতার নাম ও গৌরব রক্ষা করিব, এবং মৃত্যুকে চালিত করিয়া নির্ভয়ে রণক্ষেত্রে বিচরণ করিব। ভবিষ্য কবিগণ অমৃতময় তানে আমার যশোগান করিতে থাকিবেন।" অনন্তর অশোর পুত্র বীর দুর্গাদাস ক্রোধে জ্বলিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন "হিন্দুর অস্থিমাংস চর্ব্বণ করিয়া রাক্ষস যবনদিগের দশনশ্রেণী অতিশয় তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তাহা অল্পদিনের জন্য। আজি আমরা সে সমস্ত দণ্ড ভগ্ন করিব; আজি আমাদিগের শাণিত তরবার হইতে যে জ্বলন্ত বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইবে, তাহাতে সমস্ত দিল্লি দগ্ধ হইয়া যাইবে; আজি দিল্লি স্তম্ভিত হইয়া আমাদের বীরানুষ্ঠান দেখিবে, আজি রাজপুতের রোষানলে যবনের সেনাদল ভস্মীভূত হইয়া যাইবে।"

রাজপুত্রের জীবন রক্ষা করিয়া রাঠোরবীরগণ এইবার আপনাদের সহগামিনী রমণীদিগের সম্মান ও গৌরব রক্ষা করিবার জন্য উদ্যত হইলেন। কিপ্রকারে তাঁহাদের পবিত্র কুলগৌরব রক্ষা পাইবে, কিপ্রকারে তাঁহারা প্রাণসমা মহিলাদিগকে যবনের অপবিত্র স্পর্শ হইতে রক্ষা করিতে পারিবেন; তদুপযোগী উপায় অবলম্বিত হইল। যবনসেনা তাঁহাদের চতুর্দ্দিকে সশস্ত্রভাবে দণ্ডায়মান। তাহাদের মধ্য দিয়া রমণীদিগকে নিরাপদ স্থলে লইয়া যাইবার উপায় নাই। তবে এখন রাঠোররমণীগণের সম্মানরক্ষার একমাত্র উপায়—তাহাদের প্রাণসংহার! এখন ভীষণ জহরব্রত ভিন্ন রাজপুতমহিলার পবিত্রতা-রক্ষার উপায়ান্তর নাই। রাঠোরসর্দ্দারগণ আজি সেই লোমহর্ষণ কাণ্ডের অভিনয়ে প্রবৃত্ত হইলেন। ভবনের অভ্যন্তরস্থ একটী কক্ষামধ্যে রাশি রাশি বারুদ ও ইন্ধন স্তূপীকৃত হইল। বীরবনিতা রাজপুত মহিলাগণ ইষ্টদেবের নাম স্মরণ করিতে করিতে সেই ভীষণ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন;—গৃহদ্বার রুদ্ধ হইল, গৃহের গবাক্ষ দিয়া বারুদে অগ্নি প্রদত্ত হইল; শত সহস্র ভীষণ বজ্রনিনাদে বারুদরাশি জ্বলিয়া উঠিয়া কমলোপমা রমণীদিগকে মুহূর্ত্ত মধ্যে দগ্ধ করিয়া ফেলিল! রূপ, যৌবন, লাবণ্য সকলই মুহূর্ত্ত মধ্যে অনলে ভস্মীভূত হইয়া গেল!

রাঠোরবীরগণ এইবার নিশ্চিন্ত হইলেন; যাহাদের জন্য প্রাণ কাঁদিত,—যাহারা যতনের ধন, আদরের সামগ্রী; যাহাদের শিষ্টাচারের স্বল্পমাত্র ব্যত্যয় হইলে রাজপুতের হৃদয়ে শত বজ্র প্রহৃত হইত, আজি সেই ললামময়ী ললনাগণ জ্বলন্ত অনলে তনুত্যাগ করিয়াছেন। রাঠোরকুলের একমাত্র উত্তরাধিকারী,—মহারাজ যশোবন্তের একমাত্র বংশধর শিশু অজিতও রক্ষা পাইয়াছেন; তবে আর এখন রণক্ষেত্রে মরণে রাজপুতবীরদিগের চিন্তা কি? এক্ষণে সকলে নিশ্চিন্ত হইয়া যবনের বিরুদ্ধে ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। এই লোমহর্ষণ যুদ্ধবিবরণ ভট্টগ্রন্থে যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহারই অনুবাদ নিম্নে প্রকটিত হইল।

"যমসদৃশ রাঠোরগণ হস্তে শূল উদ্যত করিয়া শত্রুদলের বিরুদ্ধে ধাবিত হইলেন। তখনই তরবারের ঝণাৎকার ও ঢালের চট চট শব্দ আরম্ভ হইল। যুদ্ধক্ষেত্র শোণিতস্রোতে প্লাবিত হইয়া গেল। দিল্লির রাজপথে দুহরের * বংশধরগণ যে ভীষণ রণ অভিনয় করিলেন, কপালমালী শঙ্কর স্বয়ং সেই রণক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া স্বীয় বীভৎস কণ্ঠহার পূর্ণ করিয়া লইলেন †। নয় সহস্র শত্রুসৈন্যের সহিত রত্ন যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার তরবার জয়লাভ করিতে পারিল না। সুতরাং তিনি রণস্থলে পতিত হইলেন। অমনি রম্ভা তাঁহাকে লইয়া প্রস্থান করিল। দারাবৎ বীর দুল্ল আত্মজীবন উৎসর্গ করিলেন; প্রভুর লবণ আজি তিনি রণসাগরের লোহিত সলিলে মিশাইয়া দিলেন। চন্দ্রভন অপ্সরোগণ কর্ত্তৃক চন্দ্রপুরে বাহিত হইলেন। ভট্টিবীর শতখণ্ডে ছিন্ন হইয়া শূরতানের পুত্রপার্শ্বে শস্ত্রশয্যায় অনন্ত নিদ্রায় শয়ন করিলেন। প্রভুপরায়ণ উদাবৎ বীর আরক্ত কমলবৎ পরিদৃশ্যমান হইয়া যশোবন্তের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য স্বর্গপুরে যাত্রা করিলেন। কবিবর শব্দ দুইহস্তে দুইখানি তরবার চালনা করিতে করিতে সেনাদলের পুরোভাগে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, অবশেষে দেহত্যাগ করিয়া চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইলেন। প্রত্যেক রাজকুলের ও গোত্রের বীরগণ অসিতরঙ্গে সন্তরণ করিয়া স্ব স্ব কর্ত্তব্য সাধন করিলেন; পরিশেষে দুর্গাদাস দুরন্ত বৈরীদলের গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া স্বীয় সম্মানগৌরব রক্ষা করিতে সক্ষম হইলেন ‡।"

এই যুদ্ধ—রাঠোরকুলের সম্মান রক্ষার্থ এই প্রচণ্ড উদ্যম,—সম্বৎ ১৭৩৬ অব্দের শ্রাবণ মাসের সপ্তম দিবসে সংঘটিত হয়। বীররসামোদী ভট্টকবিগণ এই ভীষণ সংঘর্ষকে

---

* রাও দুহর মারবারের একজন প্রাচীন অধিপতি। এস্থলে ইনি রাঠোরকুলের একটী প্রধান পুরুষরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। অনুপ্রাস অথবা শব্দ লালিত্যের অনুরোধে ভট্টকবিগণ বিলুপ্তপ্রায় এইরূপ অনেক প্রসিদ্ধ পুরুষের নাম অনন্ত বিনাশ হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন।

† মারবারের ভট্টকবি বলেন যে, মহাদেবের নরকপালমালা এত দিন অসম্পূর্ণ ছিল; কিন্তু এই যুদ্ধে শত্রুমুণ্ড গ্রথিত করিয়া তিনি তাহা পূর্ণ করিয়া লইয়াছিলেন।

‡ ভট্টকবিবর্ণিত সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ যুদ্ধবিবরণের অনুবাদ এস্থলে প্রকটিত হইয়াছে। স্বদেশ, স্বধর্ম্ম অথবা স্বদেশীয় নরপতির সম্মানরক্ষার্থ রণক্ষেত্রে জীবন বিসর্জ্জন করিলে বীরগণ যে পরম পুণ্য সঞ্চয় ও শ্রেষ্ঠপদ অর্জ্জন করিয়া থাকেন, তাহার স্পষ্ট বিবরণ এই সারবহুল যুদ্ধবর্ণনার প্রতি পংক্তিতে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহা নূতন নীতি নহে। এই সকল ভট্টগ্রন্থ রচিত হইবার বহুশতাব্দী পূর্ব্বে আর্য্যশাস্ত্রকারগণ কুহকিনী বর্ণনার সাহায্যে যুদ্ধপতিত বীরগণের যেরূপ পরম পুরস্কারের বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে অতি নির্জ্জীব ব্যক্তিও স্বদেশের জন্য রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে উৎসাহিত হইয়া উঠে।

"জিতেন লভ্যতে লক্ষ্মীর্মৃতেনাপি সুরাঙ্গনাঃ
ক্ষণবিধ্বংসিনি কায়ে কা চিন্তা মরণে রণে ?"

এইরূপ জ্বলন্ত উৎসাহে যে সকল শ্লোক পরিপূরিত, তাহা পাঠ করিলে স্বদেশ, স্বধর্ম্ম ও স্বজাতির গৌরবগরিমা রক্ষার জন্য কে না অম্লানবদনে রণস্থলে প্রাণ উৎসর্গ করিতে পারে? ক্ষণভঙ্গুর মানবদেহ ধারণ করিয়া কে অনন্ত ও অক্ষয় স্বর্গসুখ অবহেলা করিতে পারে?—যে পারে করুক, বীররসামোদী রাজপুত তাহা কখনও পারেন না। এই সকল উৎসাহদ্যোতক শ্লোকই রাজপুতের রণবিলাসিতার এক একটী প্রধান উদ্বোধক।

জলদক্ষরে বর্ণন করিয়া রাঠোরবীর শিবজির পবিত্র বংশের অসীম গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন। সেই দিবস রাঠোরকুলের ইতিবৃত্তে একটী পবিত্র দিবস বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সেই পবিত্র দিবসে অত্যাচারী যবনরাজের পৈশাচিক অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার জন্ত তেজস্বী রাঠোরগণ যে এক প্রচণ্ড উদ্যম করিয়াছিলেন, সে উদ্যম সফল হইলে দুরাচার আরঙ্গজীবের সিংহাসন যে চূর্ণ হইয়া যাইত, ভারতের ইতিবৃত্ত যে নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিত, তাহাতে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই। ভারতবাসী চিরকাল রাজভক্ত;—রাজভক্তি ইহাঁদের অস্থিমজ্জায়, শিরায় শিরায়, প্রতি শোণিতবিন্দুতে মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। বিদ্রোহিতা কাহাকে বলে, তাহা ইহাঁরা জানেন না, কখনও জানিতে চাহেন না। কিন্তু তাহা বলিয়া ইহাঁদের দেহ পাষাণে নির্ম্মিত নহে; তাহা বলিয়া ইহাঁরা অত্যাচার সহ্য করিতে পারেন না। তাহা বলিয়া যাঁহাকে ইহাঁরা দেবতার তুল্য সম্মান ও পূজা করেন, তাঁহাকে নৃশংস ও নিষ্ঠুরমূর্ত্তি ধারণ করিতে দেখিলে ইহাঁদের হৃদয়ে সহস্র বজ্রানল প্রজ্বলিত হইয়া থাকে;—সে অনল তাঁহারা সেই রাজাধমের হৃদয়শোণিতে নির্ব্বাণ করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না। এরূপ কার্য্য রাজপুতের ধর্ম্মশাস্ত্র স্পষ্টাক্ষরে অনুমোদন করে। কিন্তু তাহা বলিয়া কি ইহা বিদ্রোহিতা? যাঁহাকে দেবতার ন্যায় পূজা করিব, যাঁহাকে রক্ষক জানিয়া জীবন ও জীবনাপেক্ষা প্রিয়তর স্বাধীনতা ও সম্মান অর্পণ করিব, তিনি যদি পাষাণে হৃদয় বাঁধিয়া, পিশাচ ও পাষণ্ডের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, পাশবী স্বার্থপরতায় প্রণোদিত হইয়া সেই আশ্রিত জনের, সেই উৎসৃষ্টপ্রাণ ব্যক্তির, সেই অনুগ্রহাপেক্ষীর সর্ব্বনাশ সাধন করিতে চেষ্টা করেন, সে চেষ্টার প্রতিরোধ করিবার উদ্যম কি বিদ্রোহিতা? পশুরাজ ভাস্বরকের গ্রাস হইতে ক্ষীণপ্রাণ শশক মৃগদিগের প্রাণরক্ষা করিয়াছিল বলিয়া কি সে বিদ্রোহী হইয়াছিল? সেই হীনজীবন মৃগকুলের সহিত উৎসৃষ্ট-প্রাণ রাজভক্ত রাজপুতদিগের তুলনা করিয়া দেখিলে উভয়ের মধ্যে বিলক্ষণ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যাইবে। রাজপুত চিরজীবনের জন্য সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া আত্মীয় স্বজন ও মাতৃভূমিকে ত্যাগ করিয়া, আরঙ্গজীবের উপর সমস্ত আশা ভরসা ন্যস্ত রাখিয়া তাঁহারই মঙ্গলার্থে প্রাণ উৎসর্গ করিবার জন্য দূর কাবুলে গমন করিলেন। তাঁহাদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, মোগল সম্রাট তাঁহাদের অসীম আত্মত্যাগের উপযুক্ত পুরস্কার দিবেন, তাঁহাদের মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি রাখিবেন।—এই বিশ্বাসে নির্ভর করিয়াই তাঁহারা সেই দুর্দ্ধর্ষ ম্লেচ্ছদিগের মধ্যে নির্ভয়ে প্রবেশ করিলেন এবং প্রভূত রাজপুত শোণিত ব্যয় করিয়া সম্রাটের মহোপকার সাধন করিতে লাগিলেন। কিন্তু সম্রাট তাঁহাদের কৃতোপকারের কি পুরস্কার দিলেন? তিনি সেই মহোপকারী বিশ্বস্ত রাজপুতদিগকে যে পুরস্কার দিলেন, তাহা ভাবিতে গেলে হৃদয় শিহরিত হয় এবং আরঙ্গজীবকে এক নৃশংস নররাক্ষস বলিয়া মনে হয়। আরঙ্গজীব তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ রাজপুত্রকে কাপুরুষের ন্যায় সংহার করিয়া বৃদ্ধ যশোবন্তের হৃদয়ে নিদারুণ শেল প্রহার করিলেন; সে বিষম আঘাতে দূর প্রবাসে রাজার প্রাণবিয়োগ হইল। তাহাও পর্য্যাপ্ত নহে। তাহাতেও আরঙ্গজীবের হৃদয় পরিতৃপ্ত হইল না; শেষে মহাত্মা যশোবন্তের প্রেতাত্মাকে সামান্য জলগণ্ডুষ হইতে

বঞ্চিত করিবার জন্য, তাঁহার একমাত্র উত্তরাধিকারী শিশু অজিতকে সংহার করিতে চাহিলেন। এই কি রাজার কার্য্য? এরূপ নররাক্ষস কি "রাজা" নামের বাচ্য? যে রাজা প্রজার মুখের দিকে চাহিল না; জাতি, বর্ণ ও ধর্ম্ম ভেদে যে ভিন্ন দৃষ্টিতে শাসন করিয়া থাকে, সে কি রাজা নামের যোগ্য? ভারত এরূপ রাজা কখনও চাহে না; ভারতসন্তান এরূপ অযোগ্য রাজাকে অত্যাচারী প্রজাপীড়ক জ্ঞানে তাহার পাপ মস্তকে ভীমদণ্ড প্রহার করাকে বিদ্রোহিতা মনে করেন না।

শিশু অজিত রাক্ষস আরঙ্গজীবের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। সর্দ্দারগণ তাঁহাকে মোদকপূর্ণ করণ্ডকের ভিতর সংগুপ্ত করিয়া একজন বিশ্বস্ত মুসলমানের হস্তে অর্পণ করিলেন। সেই সত্যপরায়ণ মুসলমান অতি যত্নে সন্তর্পণে রাজকুমারকে নির্দ্দিষ্ট স্থলে লইয়া গেলেন। ইহাঁর সত্যপরায়ণতা ও বিশ্বস্ততার বিষয় চিন্তা করিলে ইহাঁকে ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। সেই হিন্দুমুসলমানের প্রচণ্ড সংঘর্ষকালে হিন্দুবিদ্বেষী নিষ্ঠুর অধিপতির রাজ্যে থাকিয়া স্বয়ং মুসলমান হইয়া সেই ব্যক্তি যে, একজন হিন্দু রাজকুমারের জীবন রক্ষা করিতে অগ্রসর হইবেন, ইহা সামান্য চরিত্রের কার্য্য নহে। নিশ্চয়ই তাঁহার হৃদয় মহোচ্চ গুণনিচয়ে বিভূষিত ছিল। দুঃখের বিষয় ভট্টকবিগণ এরূপ উপকারী বন্ধুর নাম প্রকাশ করেন নাই। যাহাহউক, তিনি রাজকুমারকে লইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থলে উপস্থিত হইলে বীরবর দুর্গাদাস অবশিষ্ট সর্দ্দারদলের সমভিব্যাহারে অল্পসময়ের মধ্যেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। বীর্য্যবান্ দুর্গাদাস স্বীয় অমিত ভুজবলেই একাকী অসংখ্য যবনের মধ্যদিয়া বহির্গত হইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার প্রচণ্ড অসির ভীষণ প্রহারে অনেক যবন সৈনিক ভূপতিত হইয়াছিল, অনেকে দূর হইতে তাঁহার শমনোপম মূর্ত্তি দেখিয়াই ভয়ে পথ ছাড়িয়া দিয়াছিল। দুর্গাদাসের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত ও রুধিরাপ্লুত। তথাপি তিনি মুহূর্ত্তের জন্য শ্রান্ত ও ক্লান্ত হয়েন নাই, ক্ষণকালের জন্যও সেই মহৎ ব্রতের উদ্যাপনায় ক্ষান্ত হয়েন নাই। বিধাতা তাঁহাকে এই অসীম আত্মত্যাগের উপযুক্ত ফলভোগ করিতে দিয়াছিলেন। যে রাজকুমারকে তিনি তত আয়াস ও ত্যাগ স্বীকার করিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন, সুস্থ শরীরে স্বীয় উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে মারবারের সিংহাসনে অভিষেক করিতে পারিয়াছিলেন। রাজকুমার অজিত তৎকৃত সেই অসীম উপকারের বিষয় জীবনে ভুলিতে পারেন নাই। তিনি দুর্গাদাসকে কাকা বলিয়া ডাকিতেন এবং পিতৃব্যের উপযুক্ত সম্মান করিতে মুহূর্ত্তের জন্যও ত্রুটী করেন নাই। তাঁহার নিকট দুর্গাদাস যে সম্মানসূচক পদ ও বিপুল ভূমিসম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আজিও তাঁহার বংশধরগণ সেই পদ ও ভূমিসম্পত্তি ভোগ করিয়া আপনাদিগের অমর পিতৃপুরুষের মহীয়সী কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছেন।

রাজকুমারকে লইয়া বীরবর দুর্গাদাস কতিপয় বিশ্বস্ত সর্দ্দারের সহিত আর্ব্বুদ গিরিপ্রদেশে গমন করিলেন এবং তত্রত্য একটী নিভৃত মঠমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে পরম যত্নের সহিত লালনপালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই অসীম যত্নে লালিত হইয়া পিতৃহীন রাজকুমার শুক্লপক্ষের শশিকলার ন্যায় দিনদিন পরিপুষ্ট হইতে

লাগিলেন। তাঁহাকে পাষণ্ড আরঙ্গের বিদ্বেষনয়ন হইতে নিরাপদে রাখিবার জন্ত দুর্গাদাস ছদ্মবেশে বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুকাল অতীত হইল। কিন্তু বহ্নিকণা বসনাঞ্চলে কতক্ষণ আচ্ছাদিত থাকে? অল্পদিনের মধ্যেই রাজপুত সমাজে এই কিম্বদন্তী প্রচারিত হইয়া পড়িল যে, যশোবন্তের একটী পুত্র জীবিত আছেন এবং বীরবর দুর্গাদাস ও কতিপয় রাজপুত সর্দ্দার তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। তীব্র দাবানলের স্থায় এই জনশ্রুতি রাজপুত সমাজে বিস্তারিত হইয়া পড়িবামাত্র রাঠোরগণ দলে দলে রাজকুমারের অন্বেষণে বহির্গত হইল। সর্ব্বাগ্রে সকলে দুর্গাদাসের অনুসন্ধান করিতে লাগিল এবং ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে সেই আবুগিরির পদতলস্থ নিভৃত আশ্রমে উপস্থিত হইল। ক্রুনার সর্দ্দার তখন "ধনী" (প্রভু) উপাধি দ্বারা ছদ্মবেশী রাজকুমারকে পরিচিত করিতেছিলেন; সুতরাং তাঁহাকে চিনিয়া লইতে রাঠোরদিগের বিলম্ব হইল না। এইরূপে রাঠোরগণ আপনাদিগের রাজকুমারকে প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দে পুলকিত হইলেন এবং তাঁহাকে মারবারের সিংহাসনে অভিষেক করিবার নিমিত্ত দৃঢ় একতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া জাতীয়বল সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

সেই শান্তিময় আশ্রম অচিরে বীররসের আবাসভূমি হইয়া উঠিল। তাহার নিভৃত কন্দরে এবং ছায়াতরুতলে বীররসামোদী রাঠোরগণ ভট্ট ও চারণ কবিগণের উদগীত জাতীয় সঙ্গীত শ্রবণ পূর্ব্বক মহোৎসাহে প্রোৎসাহিত হইয়া রাঠোর রাজকুমারের স্বত্ব দৃঢ় রাখিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহাদিগকে একটী প্রচণ্ড জাতির আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার নিমিত্ত যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইল। অতি পুরাকালে ইন্দো * নামক একটী প্রাচীন রাজপুত বংশ মরুভূমিতে রাজত্ব করিত। ইন্দো প্রসিদ্ধ পুরীহর কুলের একটী প্রধান শাখা। রাঠোর বীরগণের অভিগমনের সময় হইতে ইহারা আপনাদিগের পুরাতন রাজ্য হইতে বিদূরিত হইতে থাকে। পরিশেষে রাঠোরবীর চণ্ড আবির্ভূত হইয়া মারবারের বালুকাময় ক্ষেত্র হইতে ইহাদের বংশতরু সমূলে উৎপাটন করিয়া দেন। রাজ্যভ্রষ্ট পুরীহরগণ সেই সময় হইতে বিজিত সামন্তগণের স্থায় দীনভাবে কালযাপন করিতে লাগিল। কিন্তু তাহারা মুহূর্ত্তের জন্তও রাজ্যোদ্ধারের আশা ত্যাগ করিতে পারে নাই; এক্ষণে সুযোগ পাইয়া সেই আশা সফল করিতে কৃতসংকল্প হইল। অচিরে ইন্দোদিগের সঙ্কল্প সিদ্ধ হইল। অল্প সময়ের মধ্যে প্রাচীন মন্দবারের শিরোদেশে পুরীহরকুলের প্রচণ্ড ধ্বজা উদ্যত হইল।

পুরীহরদিগের কৃতকার্য্যতায় উৎসাহিত হইয়া রত্ন নামক জনৈক রাঠোর যোধপুর হস্তগত করিবার চেষ্টা করিলেন। রাঠোরবংশীয় যে অমরসিংহ নিজ ঔদ্ধত্য ও প্রচণ্ড প্রকৃতি জন্ত রাজসিংহাসনে বঞ্চিত হইয়া জনক কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন, এবং যিনি সম্রাট শাজাহানকে হত্যা করিতে গিয়া সভাস্থলে শোচনীয়রূপে নিহত হয়েন, উক্ত রত্ন †

---

* রাজস্থান প্রথম খণ্ড ৫৪ পৃষ্ঠায় ইহাদের বিবরণ দ্রষ্টব্য।

† মহোচ্চহৃদয় মহদাশয় শাজিহান দুর্দ্দান্ত অমরের সে ঔদ্ধত্য মার্জ্জনা করিয়া তদীয় তনয় রত্নকে নাগোরের আধিপত্যে স্থাপন করিয়াছিলেন। উক্ত রাজ্য তাঁহারা চারি পুরুষ ধরিয়া ভোগ করেন।

তাঁহার পুত্র। কথিত আছে, আরঙ্গজীব রত্নকে উক্ত ব্যাপারের অনুষ্ঠানে উত্তেজিত করিয়াছিলেন; যাহা হউক, রত্নের চেষ্টা সফল হইল না। বিশ্বস্ত রাঠোর সর্দ্দারগণ বালক অজিতের স্বত্ব রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। সে যুদ্ধে রত্নের পরাজয় হইল। তিনি নাগোরের দুর্গে পলায়ন করিয়া নিজ প্রাণরক্ষা করিলেন। অতঃপর সর্দ্দারগণ ইন্দোদিগকে আক্রমণ করিয়া মুন্দর হইতে দূর করিয়া দিলেন। আরঙ্গজীব যে উদ্দেশ্যে রত্নকে যোধপুরাধিকারে উৎসাহিত করিয়াছিলেন, তাহা সফল হইল না। ইতিপূর্ব্বে তিনি ছদ্মবেশে স্বীয় দুরভীষ্ট সাধন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সে সমস্ত চেষ্টা নিষ্ফল হইতে দেখিয়া এইবার অবগুণ্ঠন উন্মোচন পূর্ব্বক কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। একটী বিশাল সেনাদল লইয়া তিনি স্বয়ং মারবার রাজ্য আক্রমণ করিলেন। অচিরে যোধপুর অবরুদ্ধ হইল;—কেহই সে আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারিল না, কেহই তাঁহার করাল গ্রাস হইতে রাজধানীকে উদ্ধার করিতে সক্ষম হইল না। যোধপুর আরঙ্গজীবের হস্তগত হইল, যোধপুরের শোভাসৌন্দর্য্য আজি বিনষ্ট হইয়া যবনের পদতলে দলিত হইল। আজি যমসদৃশ দুরন্ত যবনসৈন্যগণ নগরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া রাঠোরকুলের সমস্ত ধনরত্ন অপহরণ করিয়া লইল। অচিরে জনস্থানের তিনটী প্রধান নগর,—মৈরতিয়া, দিদবান ও রোহিত—রাজধানী যোধপুরের দশাই প্রাপ্ত হইল।

মারবার অধিকার করিয়া দুর্দ্ধর্ষ মুসলমানগণ তাহার আর দুর্দ্দশার পরিসীমা রাখিল না। নগর, গ্রাম ও পল্লী দগ্ধ, ভগ্ন ও চূর্ণীকৃত হইয়া চিতাভস্মে পরিণত হইয়া রহিল। দেবমন্দির, স্তম্ভ ও চৈত্যাদি ভূমিসাৎ হইল, দেববিগ্রহাদি ভূতলে অবলুণ্ঠিত হইয়া

শেষে ইন্দ্রসিংহ রাঠোরনৃপতি কর্ত্তৃক উহা হইতে বিচ্যুত হয়েন। অমরের বংশকে নাগরে পুনরভিষেক করিয়া প্রজাবৎসল মোগলসম্রাট যে মাহাত্ম্যের পরিচয় দিয়াছিলেন, ভারত আর কোন বিজাতীয় নরপতির নিকট হইতে সেরূপ উদার ও মহোচ্চব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াছে? মহাত্মা টডসাহেব মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, যদি ভারতে ব্রিটিষসাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার ইচ্ছা থাকে, তবে এইরূপ উদারতা ও মাহাত্ম্যের পরিচয় দেওয়া কর্ত্তব্য। এসম্বন্ধে তিনি গ্রন্থের একস্থলে যাহা বলিয়াছেন, তাহার যথাযথ অনুবাদ প্রকটিত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। "মোগল এমন কি মহারাষ্ট্রীয়গণও যে সকল দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহা এখনও অনুকরণ করিতে সাহস করি নাই; * * * সেই জন্যই আমাদের প্রতিশোধ ভীষণ বজ্রের ন্যায় ধাবিত হইয়া শত্রুকুলের হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া দেয়। রোহিলাদিগের বিরুদ্ধে যেদিন জঘন্য মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হইলাম, সেই দিন হইতে যেদিন ভরতপুরে শেষ সংহারকার্য্য আমরা মধ্যস্থ হইয়া গল্পকথিত সিংহের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলাম, সেই দিন পর্য্যন্ত দেখ, কত সর্দ্দার আপনাপন পিতৃপুরুষগণের বিষয় সম্পত্তি হইতে বিচ্যুত হইয়াছে। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা এরূপ প্রভুতাশালিনী হইয়া উঠিয়াছে যে, আমরা এক্ষণে ক্ষমাশীলতার পরিচয় প্রদান করিতে পারিব। ঈশ্বর না করুন, যদি রাজপুতনাক্ষেত্রে আমাদের এই সদ্বৃত্তির কার্য্যকারিতার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে ইহা যেন প্রচুর পরিমাণে প্রদত্ত হয়; কেননা তথায় ইহার মঙ্গলময় প্রভাবের বিশেষ আদর দেখিতে পাওয়া যায়, এবং তাহা হইলে ইহা শিশিরবিন্দুর ন্যায় আমাদের শিরে আবার ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু যদি আমরা কেবল অনুদিন বিপদের আশঙ্কায় প্রজাকুলকে বিশ্বাস না করিয়া রাজনীতি পরিচালন করি, তাহা হইলে একদা ইহা ভীষণ প্রতিশোধ স্বরূপ আমাদের মস্তকোপরি পতিত হইবে। আমাদের আধুনিক শাসনপদ্ধতি শাসিতদিগের অমঙ্গলে পরিপূরিত হইয়া রহিয়াছে; এরূপ অবস্থায় যদি কোন ক্ষণস্থায়ী পোলিটিকাল এজেন্টের পিত্ত গরম হইয়া উঠে, তাহা হইলে হয়ত এরূপ বিবাদের আবির্ভাব হইতে পারে, যাহাতে একটী দীর্ঘকালের রাজত্ব পর্য্যুদস্ত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।"

পাষণ্ড যবনগণের পদতলে দলিত হইতে লাগিল!—কেহ সেদিকে চাহিয়া দেখিল না,—কেহ সেই সমস্ত পবিত্র দেবমূর্ত্তিকে উদ্ধার করিতে অগ্রসর হইল না। যে কয়েকজন সাহসে ভর করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল, তাহাদের অধিকাংশই যবনহস্তে প্রাণত্যাগ করিল,—যাহারা জীবিত রহিল, দুরন্ত যবনগণ তাহাদিগকে জাতিভ্রষ্ট করিয়া বলপূর্ব্বক মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিল। মারবারের দ্বারে দ্বারে অরাজকতা, প্রজাহত্যা ও মহামারী ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল! আজি যেন সমগ্র মারবক্ষেত্র বীভৎস মহাশ্মশানে পরিণত; নগরের পর নগর,—গ্রামের পর গ্রাম,—পল্লীর পর পল্লী দগ্ধ ও বিধ্বস্ত! কোনটী ভস্মীভূত, কোনটী বা ভূমিতলে অবলুণ্ঠিত। কোথায় নিবিড় ধূমপটল ও জলন্ত অনলশিখা দাহ্যমান অট্টালিকা সমূহের অভ্যন্তর লইতে উদ্গত হইতেছে, কোথায় দুই চারিটি মন্দির ভগ্ন ও চূর্ণীকৃত হইয়াছে এবং তৎসমুদায়ের উপকরণনিচয়ে তত্তৎস্থলে মস্‌জিদ নির্ম্মিত হইতেছে,—মদমত্ত যবনসৈন্যগণ ভূমিপতিত দেববিগ্রহ সমূহের মস্তকে পিশাচের ন্যায় পদাঘাত করিতেছে; কোথায় কতিপয় নিপীড়িত মুমূর্ষু রাজপুত ভূমিতলে পতিত হইয়া হৃদয়বিদারক স্বরে আর্ত্তনাদ করিতেছে। আরঙ্গজীব স্বকৃত পাশব অত্যাচারের এই সকল বীভৎস চিত্র দেখিতে দেখিতে সানন্দমনে স্বনগরে প্রতিগত হইলেন।—তাঁহার হৃদয় মুহূর্ত্তের জন্যও কম্পিত হইল না! নিশ্চয়ই তাঁহার হৃদয় পাষাণে পরিণত হইয়াছিল; নতুবা সেই বীভৎস দৃশ্য দেখিয়া তিনি মুহূর্ত্তের জন্যও কাতর হইলেন না কেন?—কাতর হওয়া দূরে থাকুক বরং সেই অত্যাচার ও উৎপীড়ন দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করিতে সঙ্কল্প করিলেন এবং সমগ্র হিন্দুপ্রজার উপর কঠোর জিজিয়া (মুণ্ডকর) স্থাপন করিয়া সেই পৈশাচিক সঙ্কল্পের সার্থকতা সম্পাদন করিলেন। এই লোমহর্ষণ অত্যাচারকালেই বীরকেশরী রাণা রাজসিংহ শিশোদীয় ও রাঠোরকে একতাসূত্রে আবদ্ধ করিয়া অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন;—এই সময়েই তাঁহার লেখনী হইতে সেই তেজোগর্ভ অসামান্য পত্র বহির্গত হইয়াছিল; সে পত্রের অনুবাদ এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে সন্নিবেশিত হইয়াছে *।

"রাজপুতদিগের † সংহার সাধনে আদিষ্ট হইয়া সপ্ততি সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে টাইবরখাঁ যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তৎপরে আরঙ্গ স্বয়ং আজমিরে গমন করিলেন। মৈরতীয় সামন্ত সদলে সমবেত হইয়া তাঁহার আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য পুষ্করের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ভগবান্ বরাহের পবিত্র মন্দির সম্মুখে যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

---

* রাজস্থান প্রথম খণ্ড, ৩৮১ পৃষ্ঠায় উক্ত পত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে।

† এইস্থল হইতে অজিতের রাজ্যপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত সমস্ত বিবরণ টডসাহেব ভট্টগ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়া তাহার অনুবাদ সন্নিবেশিত করিয়াছেন। এস্থলে তাঁহার সেই অনুবাদিত অংশের যথাযথ অনুবাদ প্রকটিত হইল। এরূপ অনুবাদে যে, মূল গ্রন্থের সৌন্দর্য্য অনেক পরিমাণে বিনষ্ট হইয়া থাকে, তাহা বিজ্ঞ পাঠককে বিদিত করা বাহুল্য। মহাত্মা টডসাহেব বলেন, "ভট্টকবি এই সকল বিবরণ যেরূপ মনোহর নিয়মানুসারে বর্ণন করিয়াছেন, সে নিয়মের অন্যথাচরণ করিলে মূলগ্রন্থের সৌন্দর্য্য ও সারবত্তা সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইবার সম্ভাবনা; সুতরাং এস্থলে সেই নিয়মই অনুসরণ করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রতীত হইতেছে।" এতদনুসারে এইস্থলেও সেই নিয়ম অনুসৃত হইয়াছে।

তথায় বীরাগ্রগণ্য চিরঞ্জয় মৈরতীয়গণের করাল কৃপাণ অবলীলাক্রমে অসুরদিগের মস্তকচ্ছেদন করিল। এই যুদ্ধস্থলে সম্বৎ ১৭৩৬ অব্দের ভাদ্র মাসের একাদশ দিবসে মৈরতীয়গণ প্রাণত্যাগ করিলেন।

"টাইবর ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মুরধরের অধিবাসিগণ প্রাণভয়ে গিরিপ্রদেশে পলায়ন করিল। যবনসেনাপতির গতি প্রতিরোধ করিবার মানসে রূপ ও কুম্ভ নামক ভ্রাতৃদ্বয় আপনাদের সেনাদল লইয়া গুরানামক স্থানে দণ্ডায়মান হইলেন। কিন্তু তাঁহাদের উদ্দেশ্য সাধিত হইল না। পঞ্চবিংশতি জন ভ্রাতার সহিত তাঁহারা রণস্থলে পতিত হইলেন। কালমেঘ যেমন জগতে বারিধারা বর্ষণ করে, আরঙ্গ সেইরূপ নিজ দানব সেনাকে দেশের উপর ঢালিয়া দিল। অজয়দুর্গে সে কেবল পাঁচদিন রহিল; তাহার পর চিতোরের বিরুদ্ধে যাত্রা করিল। চিতোর পড়িল—শোচনীয়রূপে পড়িল, বোধ হইল যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া মাথার উপর পড়িয়াছে। শিশু রাজকুমার অজিত রাণা কর্ত্তৃক রক্ষিত হইলেন, এবং রাঠোরগণ শিশোদীয় সেনার অগ্রভাগ চালিত করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। যবনদিগের বলাধিক্য দেখিয়া তাঁহারা পাত্রস্থ পাবকের ন্যায় শিশু রাজকুমারকে নিভৃতস্থলে লুকাইয়া রাখিলেন। দিল্লিপতি দোবারীর নিকট আসিলেন; এদিকে কুম্ভ, উগ্রসেন ও উদো প্রভৃতি রাঠোরবীরগণ সেই গিরিপথে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার প্রচণ্ড গতি প্রতিরোধ করিলেন *। সেই গিরিবর্ত্ম দিয়া আরঙ্গজীব যখন উদয়পুর আক্রমণ করেন, আজিম তখন চিতোরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। এই সময়ে সংবাদ আসিল যে, দুর্গাদাস ঝালোর রাজ্য আক্রমণ করিয়াছেন। এই সমাচার শুনিবামাত্র সম্রাট জয়লক্ষ্মীর প্রসাদ ত্যাগ করিয়া আজমিরে প্রতিগত হইলেন;—প্রতিগমনকালে মকরাখাঁকে এই আদেশ করিয়া গেলেন যে, যেন তিনি ঝালোরক্ষেত্রে বিহারীর সহায়তা করেন। কিন্তু দুর্গাদাস যুদ্ধপণ সংগ্রহ করিতে করিতে যোধপুরে উপস্থিত হইলেন। গর্ব্বে আরঙ্গশার মস্তক গগনস্পর্শ করিল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, দেশে একটীমাত্র ধর্ম্ম থাকিবে; সে ধর্ম্ম মুসলমান ধর্ম্ম! এ পাশবী প্রতিজ্ঞা তিনি অনেক পরিমাণে পালন করিতে পারিলেন। রাজকুমার আকবর টাইবরখাঁর নিকট প্রেরিত হইলেন। লুণ্ঠন, উৎসাদন, অগ্নিকাণ্ড দেশের সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িল! দেশ শূন্য মহাশ্মশানে পরিণত হইল, সর্ব্বস্থানে এক মহতী বিভীষিকা বিজয়দর্পে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। কিন্তু কি হইবে?—বিধাতার নির্ব্বন্ধে আজি ভারতসন্তানদিগকে এই যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল। ইন্দোগণ যোধপুর অধিকার করিল; কিন্তু কম্পাবৎ বীরগণ উন্মুক্ত অসিহস্তে কৈৎপুরে তাহাদের সম্মুখীন হইয়া তাহাদিগকে সংহার করিলেন। মুরধর দেশাধিপতি রাও উপাধি হইতে তাহারা আর একবার বঞ্চিত হইল। এইরূপে সম্রাট পুরীহরদিগকে মারবারের শাসনকর্ত্তৃত্বে অভিষেক করিতে চেষ্টা করিলেও সম্বৎ

* যে স্থলে এই সমস্ত বীর জীবন উৎসর্গ করিলেন, তথায় এখনও ইহাঁদের এক একটী বেদিকা দেখিতে পাওয়া যায়।

১৭৩৬ অব্দের জ্যৈষ্ঠমাসের ত্রয়োদশ দিবসে বিধির বিধানে তাঁহার সে চেষ্টা বিফল হইল।

"আরাবল্লিগিরি রাঠোরদিগকে আশ্রয়দান করিল। ইহার দুর্গম ও নিভৃত প্রদেশ হইতে সময়ে সময়ে বহির্গত হইয়া তাঁহারা মুসলমানদিগকে শস্যের ন্যায় সংহার করিতেন এবং তাহাদের শবদেহগুলিকে কলসাকারে * রাশীকৃত করিয়া রাখিতেন। আরঙ্গ আর অনুমাত্রও শান্তি পাইলেন না। রাঠোরদিগের স্বামীধর্ম্ম দিন দিন বাড়িতে লাগিল; দিন দিন তাঁহারা স্বদেশের জন্য বিপুল ত্যাগস্বীকার করিতে লাগিলেন। তাঁহারা দুর্বৃত্ত আরঙ্গকে অষ্টপৃষ্ঠে ও ললাটে জ্বালাতন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। একদল ঝালোর আক্রমণ করিলেন। অপর দল শিবানোর আক্রমণে ব্যাপৃত হইলেন। তখন রাণার সহিত যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া দিল্লীশ্বর সমস্ত সেনাকে মারবারে প্রেরণ করিলেন। বীরকেশরী রাণা রাজসিংহ অজিতকে আশ্রয় দিয়া ইতিপূর্ব্বে সম্রাটের রোষানল উদ্রিক্ত করিয়াছিলেন; এক্ষণে আবার তিনি স্বীয় পুত্র ভীমের হস্তে শিশোদীয় সেনাদল অর্পণ করিয়া রাঠোরদিগের সাহায্যার্থ প্রেরণ করিলেন। ইন্দ্রভান ও দুর্গাদাস তৎকালে রাঠোর বাহিনী লইয়া গদবারে অবস্থিতি করিতেছিলেন। শিশোদীয় বীর ভীমসিংহ সদলে সেইস্থলে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের সহিত সম্মিলিত হইলেন। রাজকুমার আকবর এবং সেনাপতি টাইবারখাঁ মোগল-অনিকীনি লইয়া তাঁহাদের সম্মুখীন হইলেন; অচিরে নাদোল নগরে একটী যুদ্ধ হইল। শিশোদীয়গণ রাজপুত বাহিনীর দক্ষিণ বাহু রক্ষা করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া যুদ্ধ চলিল। ইহাতে বিপুল শোণিত পাত হইল। মিবারীদিগের পুরোভাগে থাকিয়া রাজকুমার ভীম রণস্থলে প্রাণত্যাগ করিলেন। তিনি রাঠোরদিগের প্রচণ্ড দুর্গস্বরূপ ছিলেন। বীর ইন্দ্রভান মহান্ ও বিস্ময়কর বীরত্ব প্রকাশ করিয়া উদাবৎ জৈতের সহিত রণস্থলে পতিত হইলেন; এবং শোনিঙ্গ ও দুর্গা সেই দিবস আশ্চর্য্যকর বীরতা ও রণকৌশল প্রদর্শন করিলেন † !"

সেই দিবস রাজপুতের বীরত্বোচ্ছ্বাসের একটী প্রসিদ্ধ দিবস। দিন গিয়াছে, সেই সঙ্গে রাঠোরকুলের গৌরবগরিমা বিলুপ্ত হইয়াছে;—এককালের গৌরবোন্নত মারবার আজি হীন দশায় পতিত হইয়াছে;—তথাপি রাঠোরগণ সেই দিনের কথা ভুলিতে পারে নাই;—বোধ হয় কখনও ভুলিতেও পারিবে না। যে দিন তাহারা ভুলিবে, সেই দিন রাঠোর নাম জগৎ হইতে বিলুপ্ত হইবে। সেই পবিত্র দিবসে রাজপুতবীরগণ স্বদেশের স্বাধীনতা এবং স্বজাতীয় নৃপতির গৌরবরক্ষার জন্য যে অতুল আত্মত্যাগ, যে বিপুল বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া রাজকুমার আকবর মোহিত হইয়াছিলেন,—তাঁহার পাষাণ হৃদয় বিগলিত হইয়াছিল।

* ধান আছড়াইয়া থামারে যেরূপ রাশি বাঁধিয়া রাখিয়া দেওয়া হয়, রাজপুতগণ তাহাকে কলস কহিয়া থাকে।

† মিবারের ভট্টকবিগণ বর্ণন করিয়াছেন যে, রাঠোরদিগের সহিত এই সময়ে যবনদলের আর একটী যুদ্ধ হইয়াছিল; সে যুদ্ধে রাজপুতগণ একটী সুচারু কৌশল অবলম্বন করিয়া জয় লাভ করিয়াছিলেন। [রাজস্থান, প্রথম খণ্ড ৩৯৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

নিজ বলমদে মত্ত হইয়া দুরাকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি বিধানের জন্য তিনি রাজপুতদিগকে ইতিপূর্ব্বে নানা প্রকারে উৎপীড়িত করিয়াছিলেন; এক্ষণে আত্মকৃত সেই সমস্ত অত্যাচারের বিষয় ভাবিয়া মনে মনে অনুতাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার পিতা যে, কেন এরূপ বীরজাতির উপর সেরূপ কঠোরতম অত্যাচার করেন, তাহা আকবর বুঝিতে পারিলেন না। বাস্তবিক, বীর্য্যবান্ রাজপুতদিগের নিগ্রহের বিষয় ভাবিয়া তাঁহার হৃদয়ে অনুকম্পার উদয় হইল; এবং অনুকম্পার স্নিগ্ধ রসাভিষেকে তাঁহাদের হৃদয়ের কঠোর বৃত্তিসমূহ বিগলিত হইয়া গেল। তিনি সেনাপতি টাইবরখাঁর নিকট নিজ হৃদয়ভাব উন্মুক্ত করিয়া দিলেন এবং পিতার নিষ্ঠুরতার উল্লেখ করিয়া দুঃখের সহিত বলিলেন "এরূপ সাহসিক ও বিশ্বস্ত সামন্ত সম্প্রদায়কে মোগলের স্নেহবন্ধন হইতে বিচ্যুত করিয়া সম্রাট ভাল কাজ করেন নাই।" তাঁহার দুঃখে টাইবরের হৃদয় বিগলিত হইল; তিনি তাঁহার সহিত সহানুভূতি প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। অতঃপর রাজকুমার আকবর দুর্গাদাসের নিকট একটী দূত প্রেরণ করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে, রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হইবে, অতএব একবার তাঁহার সহিত রাজপুতদিগের সাক্ষাৎ করা আবশ্যক। রাঠোরবীর দুর্গাদাস রাঠোর সর্দ্দারদিগকে একত্রে আহ্বান করিয়া সর্ব্বসমক্ষে আকবরের এই প্রস্তাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন। কিন্তু সে প্রস্তাবে প্রায় সকলেই অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। কেহ বলিলেন, 'কপটী যবন বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া রাঠোরকুলের সর্ব্বনাশ করিবে;' কেহ মনে মনে করিল দুর্গাদাসেরই বা তাহাতে কিছু স্বার্থ আছে, নতুবা তিনি সন্ধির জন্য তত আগ্রহ প্রকাশ করিবেন কেন? তাঁহাদিগকে ইতস্ততঃ ও নানা প্রকার সন্দেহ করিতে দেখিয়া তেজস্বী দুর্গাদাস বলিয়া উঠিলেন "সর্দ্দারগণ! কেন তোমরা বৃথা ভয়ে ভীত হইয়া নানা প্রকার সন্দেহ করিতেছ? মনোমধ্যে ভয় ও সন্দেহ পোষণ করা কি বীরের কার্য্য? রাঠোরের বাহুবল কি বিলুপ্ত হইয়াছে? শত্রুপক্ষ যখন সন্ধিস্থাপন করিবে বলিয়া আপন হইতে সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছে, তখন তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ না করিলে তাহারা আমাদিগকে ভীরু অপবাদ দিবে। হৃদয়ে বল থাকিতে কেন আমরা এরূপ কলঙ্কারোপের ভাগী হইতে যাইব? আইস, আমরা সকলে সমবেত হইয়া যবন শিবিরে প্রবেশ করি; যদি যবনের দুরভিসন্ধি থাকে, তাহা হইলে কি আমরা সকলে তাহা ব্যর্থ করিতে পারিব না? কে কবে শুনিয়াছে যে, মানবে মেঘমালাকে রোধ করিয়া রাখিতে পারিয়াছে?" বীরবর দুর্গাদাসের তেজোময় ও গম্ভীর বাক্য সর্দ্দারগণের হৃদয়ের সকল অন্ধকার দূর করিল। তাঁহারা যবনরাজকুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। পরস্পরের হৃদয়ভাব পরস্পরের নিকট প্রকাশিত হইল, যুক্তি পরিস্ফুট এবং কর্ত্তব্য স্থিরীকৃত হইল। অচিরে সন্ধিবন্ধনও শেষ হইয়া গেল। তখন উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে আকবরের মস্তকোপরি রাজচ্ছত্র শোভিত হইলে সেই দিবসের জন্য সভাভঙ্গ হইল। অনন্তর আকবর স্বনামে মুদ্রা প্রচার করিলেন এবং রাজ্যের সর্ব্বত্র পরিমাণ স্থির করিয়া দিলেন। আজি আকবর ভারতের সম্রাট, মোগল সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সামন্তগণ তাঁহাকে "ভারতেশ্বর" বলিয়া সম্বোধন করিলেন, বৈতালিকগণ তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতে

লাগিলেন। এই সংবাদ আজমিরে আরঙ্গজীবের কর্ণে বজ্রবৎ প্রবেশ করিয়া তাঁহার হৃদয়ে নিদারুণ আঘাত করিল। তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইল। তিনি কোথায়ও শান্তি পাইলেন না;—যেদিকে নয়ন নিক্ষেপ করিলেন, সেই দিক হইতেই যেন নানা বিভীষিকা আসিয়া তাঁহাকে ভয় দেখাইতে লাগিল। ইহার উপর আবার সমাচার আসিল যে, রাঠোরবীর দুর্গাদাস আকবরের সহিত সম্মিলিত হইয়াছেন। আরঙ্গজীবের আশা ভরসা সমূলে উৎপাটিত হইবার উপক্রম হইল। নিদারুণ রোষ, বিষাদ ও মনোবেদনায় তিনি স্বীয় শ্মশ্রুরাজি ঘন ঘন আকর্ষণ ও সতেজে উৎপাটন করিতে লাগিলেন। এই সকল সংবাদ অল্প দিনের মধ্যেই দেশময় প্রচারিত হইয়া পড়িল। দেশের যেখানে যত রাঠোর ছিল, সকলেই আকবরের স্বার্থরক্ষার্থ তদীয় উদ্যত পতাকামূলে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। ভারত সাম্রাজ্য আজ দ্বিধা ভিন্ন হইয়া দুইজন অধীশ্বরের রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইল। আবার ভগবান্ গোবিন্দের কৃপায় মৃতপ্রায় সনাতন ধর্ম্ম পাষণ্ড আরঙ্গজীবের লৌহনিগড় হইতে উজ্জীবিত হইয়া উঠিল।

আজি আরঙ্গের বিষম বিপদ। আজি সমবেত রাজপুত সমিতির ক্রোধোচ্ছ্বাসে তাঁহার সিংহাসন ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল;—তাঁহার রাজমুকুট ভূপতিত হইবার উপক্রম করিল। তাঁহার ভয় হইল যে, নিশ্চয়ই তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত হইতে হইবে। কেননা তিনি যেদিকে নয়ন নিক্ষেপ করিলেন, সেই দিকেই রাজপুতদিগের রোষবহ্নি প্রচণ্ডতেজে প্রজ্জ্বলিত হইয়া তাঁহাকে প্রতিমুহূর্ত্তে দগ্ধ করিবার উপক্রম করিল। উদ্ধার লাভের আশাও ফুরাইবার উপক্রম হইল;—নিকটেও সেরূপ বন্ধু বান্ধব বা সহায় সম্বল নাই। সুতরাং তিনি বুঝিলেন যে, অচিরে তাঁহাকে অধঃপতিত হইতে হইবে। কিন্তু তাহা বলিয়া আরঙ্গজীব মুহূর্ত্তের জন্যও নিরুৎসাহ হইলেন না। তাঁহার বন্ধু বান্ধব সহায় সম্বল সকলেই তাঁহাকে ত্যাগ করিল;—কিন্তু আশা তাঁহাকে ছাড়িয়াও ছাড়িতে পারিল না; উৎসাহ তাঁহার হৃদয় হইতে বহির্গত হইল না। সেই আশা ও উৎসাহে আশ্বাসিত হইয়া আরঙ্গজীব বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিবার জন্য শঠতা অবলম্বন করিলেন। শঠতা ও কপটতা তাঁহার জীবনের সহচরী; তিনি যখন সঙ্কটে পড়িয়াছেন, তখনই সেই শঠতা ও কপটতার সাহায্যে সেই আসন্ন বিপদ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারিয়াছেন;—তখনই এই দুইটী সহচরী দুইটী বিশাল সেনার ন্যায় তাঁহার সাহায্য করিয়াছে। আজি চতুর মোগল সম্রাট সেই দুইটী বন্ধুর সাহায্যে উপস্থিত সঙ্কট হইতে উদ্ধারলাভ করিতে সক্ষম হইলেন। এই সকল বৃত্তান্ত মোগলের ইতিহাসে এবং মিবার ও মারবারের ভট্টগ্রন্থে সবিস্তারে বর্ণিত আছে। কিন্তু তৎসমুদায়ের মধ্যে বিশেষরূপ ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া আমরা শেষোক্ত রাজ্যের ভট্টগ্রন্থ হইতে উক্ত বিবরণ কথায় কথায় অনুবাদ করিয়া দিলাম।

"অগণ্য রাজপুতের সহিত আকবর আজমিরের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। আরঙ্গ বুঝিতে পারিলেন অচিরে পিতাপুত্রে ভীষণ সংঘর্ষ সমুদ্ভূত হইবে;—তজ্জন্য তিনি প্রস্তুত হইয়া রহিলেন; কিন্তু আকবর টাইবর খাঁর হস্তে সমস্ত ভার অর্পণপূর্ব্বক রমণীমালার

পরিবেষ্টিত হইয়া গীতশ্রবণে কালহরণ করিতে লাগিলেন। আমরা অদৃষ্টের দাস; অদৃষ্টের হস্তে আমরা ক্রীড়াপুত্তলি; অদৃষ্ট সূতা টানিয়া আমাদিগকে যেমন নাচায়, আমরা তেমনই নাচিয়া থাকি। টাইবর বিশ্বাসঘাতকতা কল্পনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার নিকট গোপনে সমাচার আসিল যে, যদি তিনি আকবরকে সম্রাটের হস্তে অর্পণ করিতে পারেন, তাহা হইলে প্রভূত পুরস্কার পাইবেন। এই সংবাদের উপর বিশ্বাস করিয়া তিনি রজনীযোগে গোপনে আরঙ্গজীবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং সেইস্থান হইতে রাঠোরদিগকে লিখিয়া পাঠাইলেন; 'আকবরের সহিত আপনাদিগের সন্ধিবন্ধনের আমি গ্রন্থীস্বরূপ ছিলাম, কিন্তু যে বাঁধ জলরাশিকে বিভাগ করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে;—পিতাপুত্র আবার মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। আমরা পরস্পরে যে পণ করিয়াছিলাম, মনে করুন তাহা প্রতিপালিত হইয়াছে; মনে করিয়া আপনাদের দেশে প্রতিগমন করুন।' পত্রলেখা শেষ হইলে বিশ্বাসঘাতক টাইবর তদুপরি নিজ মোহর অঙ্কিত করিলেন এবং বিশ্বস্ত দূতদ্বারা রাঠোরদিগের নিকট প্রেরণ করিয়া পুরস্কার প্রত্যাশায় সম্রাটের নিকট উপস্থিত হইলেন। কিন্তু দুর্বৃত্তের পাশবী বিশ্বাসঘাতকতার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইল। সম্রাটসমক্ষে বাক্যোচ্চারণ করিতে না করিতেই রাজাজ্ঞা পালিত হইল, অমনি সম্রাটের হস্তস্থিত তরবারের ভীষণ প্রহারে বিশ্বাসঘাতকের মস্তক দ্বিখণ্ডিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল,—তাহার পাপ আত্মা নরকের আশ্রয় গ্রহণ করিল। এদিকে নিশা দ্বিপ্রহরকালে দার্ব্বিশ দূত রাঠোরশিবিরে উপনীত হইয়া তাঁহাদের হস্তে সেই পত্র প্রদান করিল এবং মুখে বলিল যে, টাইবর নিহত হইয়াছে। শিবির মধ্যে মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল; ত্রস্ত রাঠোরগণ সত্বর স্ব স্ব অশ্বপৃষ্ঠে পর্য্যন স্থাপনপূর্ব্বক আরোহণ করিয়া আকবরের শিবির হইতে এক ক্রোশ দূরে প্রস্থান করিলেন। রাজকুমারের সেনাদলের মধ্যে এই সংবাদ বিস্তৃত হইয়া পড়িল; অমনি তাহারা বাত্যাতাড়িত শুষ্ক ইক্ষুপত্রের ন্যায় চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল; কিন্তু তখন আকবরের মোহনিদ্রা ভাঙ্গিল না; তখনও তিনি সেই গায়িকা ও নর্ত্তকীদলে পরিবেষ্টিত হইয়া পাপ আমোদ প্রমোদে মগ্ন হইয়া রহিলেন!"

ভট্টকবি-লিখিত উপরিউক্ত বিবরণটী পাঠ করিলে রাজপুতদিগের হঠকারিতা স্পষ্ট প্রতীত হইয়া থাকে। রাজপুতগণ ঘটনাস্রোতের পক্ষে সামান্য তৃণমাত্র,—তাঁহারা অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়াই প্রায় সচরাচর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। দূতের নিকট সমাচার পাইবামাত্র তাহাতে তাঁহাদের দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিল। যদিও আকবর তাঁহাদের সন্নিকটে অবস্থিত, তথাপি তাঁহারা একবার জানিতে চেষ্টা করিলেন না যে, সেই সংবাদ সত্য কি মিথ্যা। তাঁহারা যাহা শুনিলেন, অবিচারিত চিত্তে তাহাই বিশ্বাস করিলেন এবং সেই ভ্রান্ত বিশ্বাসের আবেগে চালিত হইয়া তন্মুহূর্ত্তেই দূরে পলায়ন করিলেন,—এমন কি যতক্ষণ না দশ ক্রোশ দূরে উপস্থিত হইতে পারিলেন, ততক্ষণ অশ্বপৃষ্ঠ ত্যাগ করিলেন না! কিন্তু এরূপ চরিত্র রাজপুতের স্বভাবজাত নহে। বিশ্বাসঘাতক যবন কর্ত্তৃক বারবার প্রতারিত হইয়া তাঁহারা আর কোন

মুসলমানকেই বিশ্বাস করিতেন না। বিশেষতঃ উপস্থিত বিপ্লবে বিমূঢ় হইয়া কাহাকে বিশ্বাস করিতে হইবে, তাহাও তাঁহারা জানিতেন না। যদিও আকবরকে তাঁহারা ভাল বাসিতেন, যদিও তাঁহার স্বার্থরক্ষার্থ অসি ধারণ করিয়াছিলেন, তথাপি সেই আকবর যে মুসলমান,—সুতরাং তিনিও যে বিশ্বাসঘাতক হইতে পারেন, ইহা তাঁহাদের বিলক্ষণ বিশ্বাস হইল। সেই বিশ্বাস দ্বারা চালিত হইয়াই তাঁহারা সেই রজনীযোগে আকবরের শিবির পরিত্যাগ করিয়া আসিলেন।

রাজকুমার আকবরের মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইল; রাঠোরগণ তাঁহার শিবির পরিত্যাগ করিয়া গেলে এবং তাঁহার নিজের সৈন্যগণ পলায়ন করিলে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, একমাত্র আপনারই দোষে তাঁহাকে সেই বিপদে পড়িতে হইয়াছে। বিশ্বাসঘাতক টাইবর যে উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করিয়াছে, ইহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাহার প্রেতাত্মাকে শত অভিশাপ প্রদান করিতে করিতে পলায়িত সৈন্যগণের অনুসন্ধানে অগ্রসর হইলেন। সে সময়ে সর্ব্বসমেত সহস্র ব্যক্তিও তাঁহার সঙ্গে ছিল না। দীর্ঘকাল ভ্রমণের পর রাজকুমার আকবর পরদিবস পলায়িত সৈন্যগণের নিকট উপস্থিত হইলেম; তৎপরে তাহাদিগকে লইয়া মিত্র রাজপুতদিগের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর তাঁহাদিগকে পাইলে তিনি আপনাকে ও আপনার পরিবারবর্গকে তাঁহাদিগের হস্তে সমর্পণ করিলেন,—বলিলেন "আপনারা ইচ্ছা করিলে রাখিতে পারেন ও মারিতে পারেন।" ইহাতে কি বীরহৃদয় রাজপুতগণ তাঁহাকে আর ত্যাগ করিতে পারেন? তাঁহার যাচ্ঞা প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন?

রাঠোরবীরগণ যেরূপে শরণার্থী রাজপুত্রকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, কবি কর্ণিধন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জীবন্তভাবে তাহা বর্ণন করিয়াছেন। আকবর আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন, তাঁহাকে কি প্রকারে অভ্যর্থনা করিতে হইবে, রাঠোর বীরগণ তাহা স্থির করিতে লাগিলেন। চম্পাবৎ ও কুম্পাবৎ, পত্তাবৎ ও লাক্ষাবৎ, কর্ণোট ও দুঙ্গারোৎ, মৈরতীয় ও বীরসিংহোট এবং উদাবৎ ও বীদাবৎ প্রভৃতি সামন্তগণ স্ব স্ব পদানুসারে মন্ত্রাগারে আসন গ্রহণ করিলেন। সময় পাইয়া ভট্টকবি একে একে তাঁহাদের পিতৃপুরুষগণের গৌরবগরিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। রাঠোর সর্দ্দারগণ যথোপযুক্ত আসনে উপবেশন করিলে আকবরের অভ্যর্থনা বিষয়ে তাঁহাদের মধ্যে নানা তর্ক বিতর্ক হইতে লাগিল। প্রত্যেকেই সারগর্ভ ও তেজস্বিনী বক্তৃতা দ্বারা মুসলমানদিগের আচার ব্যবহার এবং স্ব স্ব মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। বিস্তর তর্কবিতর্কের পর সভা ভঙ্গ হইল। পরিশেষে সকলের ঐকমত্যক্রমে স্থিরীকৃত হইল যে, শরণপ্রার্থী আকবরকে প্রাণপণে রক্ষা করিতে হইবে। চম্পাবৎ সম্প্রদায়ের শিরোমণির কনিষ্ঠ ভ্রাতা জৈৎ আকবরের পরিবারবর্গের রক্ষকরূপে নিয়োজিত হইলেন। এইরূপে সেই দিবসে রাঠোরকুলের জীবননাট্যের একটী বৃহৎ অঙ্ক অভিনীত হইল। বীরবর দুর্গাদাস এই অঙ্কের নায়ক। তাঁহার মহনীয় চরিত্র কবির মোহিনী বর্ণনার প্রভাবে যথার্থ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। অতিশয়োক্তি দ্বারা অনুরঞ্জিত করিয়া কবি, দুর্গাদাসের মহিমা এইরূপে বর্ণন করিয়াছেন;—

"এ! মাতা পুত এসা জিন
যেসা দুর্গাদাস,
বান্দ মূর্দ্রা রোখিও
বিন থাম্বা আকাশ।"

"অয়ি জননি! এই দুর্গাদাসের ন্যায় পুত্র প্রসব করিও, যিনি প্রথম মুর্দ্রের (মরুর) বাঁধকে রক্ষা করিয়া পরে আকাশকে স্তম্ভদ্বারা ধারণ করিলেন।"

বীরবর দুর্গাদাস রাজপুত চরিত্রের একটী আদর্শস্বরূপ; তিনি যেরূপ বীর, সেইরূপ বিজ্ঞ। বিশেষতঃ তাঁহারই অসীম বুদ্ধি ও বিক্রম প্রভাবে মারবারভূমি অনন্ত ধ্বংস হইতে রক্ষা পাইয়াছিল; তিনিই বিপুল আত্মত্যাগ স্বীকার করিয়া রাঠোররাজকুমারের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন, পরিশেষে ভীষণ সমরসাগরে সন্তরণ করিয়া অসংখ্য বিষম সঙ্কট হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। আরঙ্গজীব যে, এই রাঠোরবীরকে অন্তরের সহিত ভয় করিতেন, তৎসম্বন্ধে নানা গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। সে গল্পগুলি অতি মনোরম। তন্মধ্য হইতে একটী এস্থলে সন্নিবেশিত হইল। আরঙ্গজীব তাঁহার ভীষণ শক্রদ্বয় শিবজি ও দুর্গাদাসের প্রতিকৃতি আঁকিতে আদেশ করেন। অনন্তর চিত্রকর তাঁহাদের দুই জনের দুইটী চিত্র অঙ্কিত করিয়া তাঁহার নিকট আনয়ন করিল। উভয়েরই প্রতিকৃতি পূর্ণাবয়বে অঙ্কিত। "শিবজি একখানি আসনে আসীন; দুর্গাদাস নিজ ভল্লের অগ্রভাগে একখানি গোধূমরোটিকা বিদ্ধ করিয়া জনার কাঠের আগুনে তাহা উত্তাপিত করিতেছেন। স্বীয় প্রচণ্ড শক্রদ্বয়ের এই দুইটী ছবি দেখিবামাত্র আরঙ্গজীব চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন "আমি এই লোকটাকে (শিবজিকে) জালে বাঁধিতে পারি; কিন্তু ঐ কুকুর আমার কালস্বরূপ হইয়া জন্মিয়াছে।"

রাজকুমার আকবরের সহিত সম্মিলিত হইলে বীরবর দুর্গাদাস তাঁহার সহিত স্বীয় সেনাদলকে লইয়া আরঙ্গজীবের অনুসরণে অগ্রসর হইলেন;—মনে মনে ইচ্ছা যে, লুনী তীরস্থ উচ্চ উচ্চ বালীয়াড়ীর মধ্যে সম্রাটকে আক্রমণ করিতে সক্ষম হইবেন। কিন্তু চতুর মোগলপতি অভীষ্টসাধনের অন্য কৌশল অবলম্বন করিলেন এবং সেই সকল কৌশলের প্রধান সাধনস্বরূপ দুর্গাদাসকে প্রলোভন দেখাইয়া বশীভূত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সর্ব্বপ্রথম তিনি তাঁহাকে আট হাজার * মোহর পাঠাইয়া দিলেন। চতুর রাজপুতবীর তৎক্ষণাৎ তাহা গ্রহণ করিয়া আকবরের আবশ্যকাদিতে বিনিয়োগ করিলেন। তাঁহার বিশ্বস্ততা ও ত্যাগস্বীকার দেখিয়া যবনরাজকুমার যার পর নাই প্রীত হইলেন এবং সেই প্রাপ্ত অর্থাংশের কিয়ৎ পরিমাণ দুর্গাদাসের সর্দ্দার ও সেনানীগণের মধ্যে বিতরণ করিলেন। আরঙ্গজীবের উদ্দেশ্য সফল হইল না। তিনি দেখিলেন যে, রাজপুতবীর প্রলোভনে বশীভূত হইবেন না; তখন তিনি স্বীয় বিদ্রোহী পুত্রকে হস্তগত করিবার অভিপ্রায়ে একটী সেনাদল প্রেরণ করিলেন। আকবর বিষম ভীত হইলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, পিতৃহস্তে পতিত হইলে অনুগ্রহ লাভের আর প্রত্যাশা নাই,—

* মিবারের ভট্টগ্রন্থে চল্লিশ হাজার বলিয়া উল্লেখ আছে।

তাঁহাকে দলিত হইতে হইবে, তাঁহার ভাবী উন্নতির পথ জন্মের মত অবরুদ্ধ হইবে। মনোমধ্যে এইরূপ ধারণা হওয়াতে তিনি পিতার রোষবহ্নির দূরে অবস্থিতি করিতে উৎসুক হইয়া উঠিলেন। তাঁহার ভয় দেখিয়া দুর্গাদাস তাঁহাকে নানাপ্রকারে আশ্বাসিত করিলেন,—বলিলেন "আপনার জীবনমৃত্যুর জন্য আমি দায়ী রহিলাম, আমাকে অগ্রে সংহার না করিয়া সম্রাট আপনাকে বধ করিতে পারিবেন না" রাজপুতবীর শুধু প্রতিজ্ঞা করিয়া ক্ষান্ত রহিলেন না; যাহাতে সে প্রতিজ্ঞা যথাবিধানে পালিত হয়, তাহারও অনুষ্ঠান করিলেন ;—এমন কি তন্নিমিত্ত যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। জ্যেষ্ঠভ্রাতা শোনিঙ্গদেবের হস্তে শিশু রাজকুমারের রক্ষণভার অর্পণ করিয়া একসহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে তিনি দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যে সকল প্রসিদ্ধ রাজপুতবীর রাজকুমার আকবরের শরীররক্ষক হইয়া সেই ভীষণ কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, কবি কর্ণিধন তাঁহাদের সকলেরই নাম উল্লেখ করিয়া মোহকরী বর্ণনা দ্বারা তাঁহাদের অসীম কীর্ত্তি ঘোষণা করিয়াছেন। সেই সকল রাজপুতবীরের মধ্যে চম্পাবৎগণ সংখ্যায় অধিক ছিলেন। এতদ্ভিন্ন যোধ ও মৈরতিয়া প্রভৃতি দেশীয়, এবং যদু, চৌহান, ভট্টি, দেবর, শনিগুরু, ও মাঙ্গলিয়া প্রভৃতি বিদেশীয় সর্দ্দারগণ বীরবর দুর্গাদাসের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন।

"সম্রাট তাহাদের পশ্চাদনুসরণ করিলেন। তাঁহার সৈন্যগণ রাঠোরদিগকে চারিদিকে পরিবেষ্টন করিল ; কিন্তু দুর্গা এক সহস্র নির্ব্বাচিত সৈনিকের সহিত তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া উত্তরদিক ত্যাগ করিলেন এবং পক্ষীর ন্যায় দ্রুতবেগে তাঁহাদের শিবির ত্যাগ করিয়া গেলেন। পশ্চাদনুসরণ করিতে করিতে আরঙ্গ ঝালোরে উপস্থিত হইলেন ; তন্নগরে উপনীত হইয়াই তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, এতদিন ভ্রান্ত হইয়া আসিয়াছেন,—দুর্গাদাস ঝালোরের দিকে গমন করেন নাই,—পরন্তু গুর্জ্জরকে দক্ষিণে এবং চপ্পনকে বামে রাখিয়া রাজকুমারের সহিত নর্ম্মদাতীরে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার ক্রোধের সীমা রহিল না ; নিদারুণ ক্রোধে অধীর হইয়া তিনি ধর্ম্মকর্ম্ম ভুলিয়া গেলেন,—এমন কি "কোরাণ লইয়া আল্লার মাথা হইবে" বলিয়া সেই পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ দূরে নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর তিনি আজিমকে এই আদেশ করিলেন যে, "উদয়পুর জয় বা অন্য কোন উদ্দেশ্য এখন একদিকে থাকুক, তুমি সর্ব্বাগ্রে দুর্দ্দান্ত রাঠোরকুলকে নির্ম্মূল করিয়া তোমার দুরাচার ভ্রাতাকে হস্তগত কর।" প্রভঞ্জন যেমন জ্যোৎস্নাপ্রতিরোধক মেঘমালাকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেয়, কামুন্দদেবের * বীরানুষ্ঠান তেমনই মিবারের সমস্ত ক্লেশ দূর করিল। আজিমের যাত্রার পরবর্ত্তী দশ দিনের মধ্যেই যোধপুর ও আজমিরে স্বীয় সেনাদল রাখিয়া সম্রাট স্বয়ং অগ্রসর হইলেন। দুর্গানামের মহিমার প্রভাবে শলভকুল দলে দলে ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া গেল। দুর্গা স্বয়ং বাসুকি এবং আকবর মন্দরগিরি; ইহাদের উভয়ের সাহায্যে তাহারা আরঙ্গরূপ সাগরকে মন্থন করিয়া তদ্দ্বারা চতুর্দ্দশটী রত্ন উদ্ভাবিত করাইল। সেই চতুর্দ্দশটী রত্নের মধ্যে আমরা লক্ষ্মী ও ধন্বন্তরীকে পুনঃপ্রাপ্ত হইলাম।

* রাঠোরকুলের অন্যতম অভিধা কামধ্বজের রূপান্তর।

"খীচিবংশীয় শিবসিংহ ও মুকুন্দের অপেক্ষা কে অধিক বিশ্বাসী?—যৎকালে শিশুরাজকুমার অজিত আর্ব্বুধের নিভৃত গিরিনিলয়ে লুক্কায়িত ছিলেন, তখন ইহাঁরা মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ করেন নাই। দুর্গাদাস কেবল ইহাঁদের দুইজনকে এবং বিশ্বস্ত শনিগুরু সর্দ্দারকে তাঁহার নিভৃত নিলয়ের কথা বলিয়াছিলেন। ন-কোটী মারবারের সমস্ত সামন্তই জানিতেন যে, তিনি লুকাইয়া ছিলেন, কিন্তু কোথায় এবং কাহার আশ্রয়ে ছিলেন, তাহা কাহারও বিদিত ছিল না। কেহ মনে করিয়াছিল, তিনি যশল্মীরে, কেহ ভাবিয়াছিল তিনি বিক্রমপুরে, এবং কাহারও বা ধারণা ছিল তিনি শিরোহীতে লুক্কায়িত ছিলেন। রাঠোর সামন্ত সমূহের অষ্ট বিভাগ যথার্থ প্রশংসার পাত্র:—কেননা প্রকৃত বীরের ন্যায়ই তাঁহারা বনবাস ব্রত উদ্যাপন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের শিরা ও ধমনী মরধরের গৌরব রক্ষা করিয়াছিল। তাঁহাদের বীরত্বে বিমোহিত হইয়া রাজা, রাও ও রাণাগণ শতকণ্ঠে তাঁহাদিগকে সাধুবাদ দিয়াছিলেন। সেই প্রচণ্ড যবনবিপ্লবে মুসলমানের পৈশাচিক অত্যাচারে সকলই ধ্বংস সলিলে নিমগ্ন হইয়াছিল;—মরধরের নয় সহস্র এবং মিবারের দশ সহস্র নগরে জনমানবও বিদ্যমান ছিল না। সকলই শূন্য,—শূন্য বীভৎস শ্মশানে পরিণত, সেই বীভৎস শ্মশানের উপর বিচরণ করিয়া ইনায়েৎ খাঁ দশ সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে যোধপুরে প্রবেশ করিলেন এবং তাহা রক্ষা করিবার নিমিত্ত তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কিন্তু চম্পাবৎ সর্দ্দার মরুভূমিতে সুমেরুর ন্যায় অটল এবং দুর্গাদাসের ভ্রাতা শোনিঙ্গ নির্ভীক ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। যবনগ্রাস হইতে যোধপুর উদ্ধার করিবার জন্য আজি রাজপুতবীরগণ ভীষণ কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। কর্ণোট ক্ষেমকর্ণ, যোধবংশীয় সুবল, মাহিচা বিজয়মল, সুজোৎ জৈতমল, কর্ণোট কেশরী এবং যোধবংশীয় শিবদান ও ভীম নামক ভ্রাতৃদ্বয় স্ব স্ব সেনাদল একত্রিত করিলেন এবং যখন তাঁহারা শুনিলেন যে, যবনরাজ আজমীরের চারি ক্রোশ দূরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তখন অমনি যোধপুরের অভ্যন্তরে খাঁ সাহেবকে অবরুদ্ধ রাখিলেন। কিন্তু অচিরে বিংশতি সহস্র মোগল সৈনিক তাঁহার উদ্ধারার্থ উপনীত হইল। যোধপুরের দ্বারে আর একটী ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হইল; তাহাতে যদুবংশীয় কেশরী এবং অনেক রাজপুত সর্দ্দার নিহত হইলেন। যুদ্ধে পতিত হইবার পূর্ব্বে তাঁহারা শত শত শত্রুকে নিপতিত করিয়াছিলেন।

"এই ভয়াবহ সমর সম্বৎ ১৭৩৭ অব্দের ৭ই আষাঢ় দিবসে সংঘটিত হয়। শূরবীর শোনিঙ্গ স্বীয় প্রচণ্ড অসি ও আগ্নেয়াস্ত্র চারিদিকে চালিত করিলেন। আরঙ্গ অগ্রসর হইতেও পারিলেন না, পশ্চাদ্ভাগেও অপসরণ করিতেও সক্ষম হইলেন না;—পরন্তু তিনি একস্থলেই দণ্ডায়মান রহিলেন। গন্ধমূষিককে আক্রমণ করিলে ভুজঙ্গ যেমন বিষভয়ে তাহা গ্রাস করিতে পারে না, অথবা অন্ধ হইবার আশঙ্কায় ত্যাগও করিতে সক্ষম হয় না; আরঙ্গজীব রাঠোরদিগকে আক্রমণ করিয়া সেইরূপই হইলেন। হরনট ও কর্ণসিংহ সুজোতের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন এবং গবাদি পশুগুলিকে পরিবেষ্টন করিয়া দূরে রাখিয়া আসিলেন। ইহাতে অসুরগণ মুক্তি পাইল। অনন্তর এক ভয়াবহ যুদ্ধ আরম্ভ

হইল; সেই যুদ্ধে অসুরকুলের সেনানায়ক ভূপতিত হইল; কিন্তু হরনট ও কর্ণ এবং তাঁহাদের অনেক জ্ঞাতিকুটুম্ব স্ব স্ব হৃদয় শোণিত দিয়া সমরক্ষেত্র অভিষিঞ্চিত করিলেন। সুজোতপুরীর এই ভীষণ শাক সম্বৎ ১৭৩৭ অব্দের শেষ এবং১৭৩৮ অব্দের প্রারম্ভে সংঘটিত হইয়াছিল। এই ভয়াবহ বিপ্লবকালে অসি ও মহামারী * একত্রিত হইয়া রাজ্যকে শূন্য করিয়াছিল।

"বীর শোনিঙ্গ সেই বীভৎস সমরক্ষেত্রে ভীমাকার রুদ্রের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন; তাঁহার বীরানুষ্ঠানে আগরা ও দিল্লি ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল; তিনি আরঙ্গকে ক্ষীণ শশাঙ্কের ন্যায় হইতে দেখিলেন। যবনরাজ তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। তাঁহার দূতপ্রেরণের অভিপ্রায় সন্ধিপ্রার্থনা,—শান্তিকামনা। তিনি রাজকুমার অজিতকে সাতহাজারী মনসব পদে অভিষেক করিলেন এবং তাঁহার সজাতীয় ভ্রাতৃদিগকে অভিলষিত সম্মানস্বরূপ আজমির প্রত্যর্পণ করিয়া শোনিঙ্গকে তাহার শাসনকর্তৃত্বে নিয়োগ করিলেন। সেই সন্ধিপত্রে আরও লিখিত ছিল, "ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া সন্ধিপত্রের অনুমোদনস্বরূপ পাঞ্জা ইহাতে অঙ্কিত হইল।" সেই সন্ধিপত্র লইয়া দেওয়ান আস্‌সদ খাঁ মধ্যস্থস্বরূপ আগমন করিলেন এবং তাঁহার সমভিব্যাহারী আরেমদি সর্ব্বসমক্ষে শপথ করিয়া বলিলেন যে, সেই সন্ধিপত্র যথাযথ পালিত হইবে। সন্ধিবন্ধন শেষ হইয়া গেল; কিন্তু আরঙ্গজীব আকবরকে মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলিতে পারিলেন না; আকবরের চিন্তা শত বিষধরীর ন্যায় তাঁহার হৃদয়ে দংশন করিতে লাগিল; অবশেষে তিনি দক্ষিণাবর্ত্তে যাত্রা করিলেন। আস্‌সদ খাঁ আজমিরে এবং শোনিঙ্গদেব মৈরতা নগরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কিন্তু শোনিঙ্গ আরঙ্গজীবের কণ্টক। সেই কণ্টকের বিনাশার্থ তিনি ব্রাহ্মণদিগকে উৎকোচ প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণগণ মারণমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া শোনিঙ্গকে সূর্য্যমণ্ডলে প্রেরণ করিবার জন্য হোমকুণ্ডে মরীচ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। হোম শেষ হইল। সন্ধিবন্ধনের পরদিবসেই আরঙ্গের মারণমন্ত্র-প্রভাবে শোনিঙ্গের প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। (৬ই আশ্বিন, সম্বৎ ১৭৩৮)।

"আস্‌সদ খাঁ সম্রাটের নিকট এই সমাচার প্রেরণ করিলেন। তাঁহার কণ্টক অপসৃত হইল। আজি তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন, নিশ্চিন্ত হৃদয়ে সন্ধিপত্র হইতে নিজ পাঞ্জা † উঠাইয়া লইলেন এবং সানন্দে দাক্ষিণাত্যের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। শোনিঙ্গের মৃত্যুতে দেশ বিষাদান্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। মৈরতীয় কল্যানের পুত্র মুকুন্দসিংহ নিজ "মনসব"

* ভীষণ বিসূচিকার আক্রমণে এই মহামারীর প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে মিবারের ইতিবৃত্তে আমরা বর্ণন করিয়াছি যে, রাণা রাজসিংহের রাজত্বকালে ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে মিবারভূমি এইরূপ ভয়াবহ মহামারীর আক্রমণে প্রায় উৎসেদ দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল। (রাজস্থান, ১ম খণ্ড ৪০১—২ পৃষ্ঠা।) এক্ষণে মারবারের ইতিবৃত্তে যে মহামারীর বিবরণ প্রকটিত হইল, ইহার ২০ বৎসর পূর্ব্বে মিবারের উক্ত সর্ব্বনাশ সংঘটিত হইয়াছিল। এদিকে অর্মের প্রকটিত বিবরণে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণাবর্ত্তে সেই সংহারিণী রাক্ষসীর বিষদৃষ্টি পড়িয়াছিল।

† পাঞ্জার বিবরণ রাজস্থান, প্রথম খণ্ড, ৩৯৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। যে সন্ধিপত্রে উক্ত পাঞ্জা সমঙ্কিত আছে, তাহার চতুর্থ প্রতিজ্ঞায় মহারাজ যশোবন্ত সিংহের শিশুপুত্রের সম্বন্ধে কিছু নিবদ্ধ আছে।

পরিত্যাগ করিয়া মাতৃভূমির মঙ্গলসাধনে ধৃতব্রত হইলেন। মৈরতার সন্নিকটে আস্‌সদ খাঁর সেনাদলের সহিত একটী ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল। বিটুলদাসের পুত্র অজিত সেনাদলের পুরোভাগে যুদ্ধ করিতে করিতে প্রত্যেক গোত্রের অনেকগুলি বীরের সহিত রণস্থলে পতিত হইলেন। ইহাতে অসুরগণ আনন্দিত হইল, কিন্তু প্রভুপরায়ণ রাজপুতগণের দুঃখের আর সীমা পরিসীমা রহিল না।

"এই তুমুল যুদ্ধ সম্বৎ ১৭৩৮ অব্দের চান্দ্র কার্ত্তিকের দ্বিতীয় দিবসে সংঘটিত হইয়াছিল। রাজকুমার আজিম আস্‌সদ খাঁর সহিত রহিলেন; ইনায়েৎ যোধপুরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহাদের সৈন্যমণ্ডলী দেশের চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল; আজিও তাহাদের সমাধি ইতস্ততঃ পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকে। চণ্ডবলের অধীশ্বর কুম্পাবৎ শম্ভু, বকশি উদঙ্গ সিংহ এবং দুর্গাদাসের পুত্র তেজসিংহের সহিত রাঠোরবাহিনী লইয়া রণস্থলে অবতীর্ণ হইলেন। এই সময়ে ফতেসিংহ ও রামসিংহ যবনরাজকুমার আকবরকে দক্ষিণাবর্ত্তে নিরাপদে রাখিয়া আসিয়া ইহাঁদের সহিত যোগদান করিলেন। তদ্ব্যতীত অন্যান্য অনেক নির্ভীক রাজপুত বীর তাঁহাদের উদ্যত পতাকামূলে সমবেত হইলেন। ইহাঁরা দেশের চারিদিকে, এমন কি মিবার পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলেন এবং পুরমণ্ডল * ধ্বংস করিয়া শাসনকর্ত্তা কাসিম খাঁকে সংহার করিলেন।"

এই সকল ভীষণ ও অবিশ্রান্ত যুদ্ধবিগ্রহে নির্ভীক রাঠোরগণের বীর্য্যবহ্নি প্রচণ্ডতেজে সন্ধুক্ষিত হইয়া উঠিয়াছিল, এবং যবনসেনা অনেক পরিমাণে ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু মরুস্থলীয় বীরকুল প্রায় নির্ম্মূল হইবার উপক্রম হইল। তখন রাঠোরগণ নিবিড় গিরিগহনে পুনর্ব্বার আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। সেই দুর্গম পর্ব্বত-প্রাকারের অভ্যন্তরে লুকায়িত থাকিয়া তাঁহারা উপযুক্ত সুযোগ ও সুবিধার প্রতীক্ষা করিতেন, এবং সময়ে সময়ে শত্রুকুলের উপর নিপতিত হইয়া তাহাদিগকে একবারে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিতেন। এইরূপে কয়েক মাস অতীত হইলে তাঁহারা জয়তারণস্থ সেনাদলের উপর আপতিত হইয়া তাহাদিগকে দলিত, বিত্রাসিত ও তাড়িত করিয়া দিলেন, এবং আবার তখনই গিরিনিলয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এইরূপে সম্বৎ ১৭৮৯ অব্দের সহিত রাঠোরগণের একটী বীরানুষ্ঠান পর্য্যবসিত হইল। এই সময়ে সুজোতের দুর্গ চম্পাবৎ বংশীয় বিজয়সিংহ কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হয়, এবং ইহার ঠিক সমকালেই যোধাবৎ সৈন্য লইয়া

---

* পুরমণ্ডল, দুইটী ভিন্ন ভিন্ন স্থান। এতদুভয়ের স্বতন্ত্র নাম পুর ও মণ্ডল। এই দুইটীই মিবারের অন্তর্গত। পুর মিবারের একটী প্রাচীনতম নগর। কথিত আছে, ইহা বিক্রমাদিত্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত। এই দুইটী নগরই দেখিতে অতি সুন্দর এবং এতদুভয়েরই অভ্যন্তরে স্থানে স্থানে সুবর্ণ ও রৌপ্য নির্ম্মিত পুরাতন দ্রব্যাদি নিহিত দেখিতে পাওয়া যায়। পুরনগর অপেক্ষা মণ্ডল দেখিতে অধিকতর রমণীয়। মণ্ডল একটী সরোবরের মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র দ্বীপ। ইহার চতুর্দ্দিক উচ্চ উচ্চ বাঁধবারা পরিবেষ্টিত; তদুপরি শোভনীয় বিবিধ কুসুমতরু ও উদ্যানবৃক্ষ রোপিত। নিষ্ঠুর মহারাষ্ট্রীয়গণের অত্যাচারপ্রভাবে মণ্ডলদ্বীপের পূর্ব্ব সৌন্দর্য্য অনেক পরিমাণে বিনষ্ট হইয়াগিয়াছে। মণ্ডলে একটী প্রাচীন জয়স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়। আজমিরাধিপতি মহারাজ বিশালদেব গিহ্লোটদিগের উপর জয়লাভ করিয়া উক্ত জয়স্তম্ভ এই দ্বীপে স্থাপিত করিয়াছিলেন।

রামসিংহ উত্তর দেশে নিরন্তর যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকেন। এই সময়ে মিরজা নুর আলি নামক জনৈক যবন চেরাইয়ের শাসনকর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত ছিল; রাঠোরবীর উদয়ভান যোধাবৎ সৈন্যদিগকে লইয়া তাহাকে আক্রমণ করিলেন। "তিন ঘণ্টা ধরিয়া ক্রমাগত ঘোরতর যুদ্ধ হইল; যবনদিগের শবদেহ রণভূমির উপরিভাগে স্তূপীকৃত হইয়া রহিল।"

"যে জয়তারণ-যুদ্ধে চম্পাবৎ উদয়সিংহ এবং মৈরতীয় মাক্মসিংহ রাঠোর বাহিনীকে রণস্থলে চালিত করিয়াছিলেন, তাহার পর্য্যবসান হইলে পূর্ব্বোক্ত বীরদ্বয় গুর্জ্জরের অভিমুখে ধাবিত হয়েন। তাঁহারা ক্ষীরালু নামক নগরে উপস্থিত হইয়াছেন, এমন সময়ে গুর্জ্জরের হাকিম সৈয়দ মহম্মদ তাঁহাদিগের অনুসরণ করিতে করিতে রৈণপুরের গিরিপ্রদেশে তাঁহাদিগকে চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিলেন। তাঁহারা সমস্ত রজনী সশস্ত্র অবস্থায় দণ্ডায়মান রহিলেন। প্রভাত হইবামাত্র তাঁহাদের তরবার অবিরল শোণিত পাত করিয়া অপ্সরাদিগের রথগুলিকে নিহত বীরগণের পবিত্র দেহ দ্বারা পরিপূরিত করিতে লাগিল। কর্ণ, কেশরী ও ভট্টি গোকুলদাস দাওয়ানি বিভাগের সমস্ত কর্ম্মচারীর সহিত রণস্থলে পতিত হইলেন; রামসিংহও উক্ত দিবসে প্রাণ উৎসর্গ করিলেন *। কিন্তু অগণ্য সৈন্যসামন্ত হারাইয়া অসুরকুল অবশেষে রশ্মি সংযত করিল। এই বৎসরেই (১৩৭৯) ভাদ্রমাসে পল্লী পুরী যবনগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। তখন নুরআলির সহিত সংহার কার্য্য আরম্ভ হইল। তিন শত রাঠোর পাঁচ শত যবন সৈনিকের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া তাহাদিগকে নির্ম্মূলিত করিলেন; তাহাদের সেনাপতি আফজলখাঁ কঠোর যুদ্ধের পর রণক্ষেত্রে পতিত হইলেন। যে রাঠোরবীর এই রণক্ষেত্র হইতে যবনদিগকে তাড়িত করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম বল্ল। ইহার পর উদয় সুজোৎপুরীতে সিদিদিগকে আক্রমণ করিলেন। জয়তারণ পুনর্ব্বার নববলে বলীকৃত হইল। বৈশাখে মৈরতীয় মাক্মসিংহ মৈরতা-স্থিত যবনসেনাকে আক্রমণ করিলেন এবং সৈয়দআলিকে সংহার করিয়া যবনদিগকে দূর করিয়া দিলেন।"

এইরূপ অবিরাম যুদ্ধবিগ্রহ ও নরহত্যার সহিত সম্বৎ ১৭৩৯ অব্দ অনন্ত কালসাগরে মিশাইয়া গেল। কালচক্রের একটী আবর্ত্তন হইল; কিন্তু ইহার সহিত রাঠোরদিগের অদৃষ্টচক্র অনেকবার অনেক দিকে পরিবর্ত্তিত হইল। এই দীর্ঘকালব্যাপী সংঘর্ষের মধ্যে রাজপুত ও যবনপক্ষ হইতে বিপুল শোণিত ব্যয়িত হইল; অনেক রাঠোরবীর স্বদেশরক্ষার্থ সমরক্ষেত্রে অম্লানবদনে প্রাণ উৎসর্গ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও যবনকুলকে নির্ম্মূল করিতে পারিলেন না। রাঠোরের অমিত ভুজবিক্রমে প্রত্যহ শত শত যবন নিপতিত হইতে লাগিল, আবার তাহাদের শোণিতবিন্দু হইতে যেন সহস্র সহস্র যবন উদ্ভূত হইয়া মোগলঅক্ষৌহিনীকে পরিপুষ্ট করিতে লাগিল। কিন্তু রাজপুতপক্ষে যে সমস্ত বীর প্রাণত্যাগ করিলেন, তাঁহাদের অভাব আর কিছুতেই পরিপূরিত হইল না; তাঁহাদের অভাব হইতে রাঠোরকুলের যে ক্ষতি হইল, সে ক্ষতি

* যে কতিপয় রাজপুতবীর বীরবর দুর্গাদাসের সহিত গমন করিয়া রাজকুমার আকবরকে পিতার রোষবহ্নি হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, রামসিংহ তাঁহাদের অন্যতম।

আর কেহই পূরণ করিল না। হিন্দুমুসলমানের এই ভীষণ সংঘর্ষে রাজস্থানের প্রায় সমস্ত রাজপুতকুলই রাঠোরের সহিত একতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন; পরন্তু যাঁহারা এতদিন হয়েন নাই, তাঁহারাও ক্রমে ক্রমে সন্নিহিত হইতে লাগিলেন। ১৭৩৯ সম্বতের শেষকালে যশল্মীরের ভট্টিগণ রাঠোরপক্ষে যোগ দিয়া তাঁহাদের সম্মান গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য অম্লানবদনে আপনাদের হৃদয়শোণিত নিঃসারিত করিয়াছিলেন।

দেখিতে দেখিতে নূতন বর্ষ (সম্বৎ ১৭৪০) সমাগত হইল; তৎসঙ্গে যবনদিগের উৎসাহ নবীভূত হইয়া উঠিল;—তাহারা নূতন নূতন জয়লাভের আয়োজন করিতে লাগিল। আজিম ও আস্‌সদ খাঁ দক্ষিণাবর্ত্তে সম্রাটের সহিত সম্মিলিত হইলেন এবং ইনায়েৎ খাঁ আজমীরের শাসনকর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত রহিলেন। তৎকালে তাঁহার প্রতি এই আদেশ অর্পিত হইয়াছিল যে, কিছুতেই রাঠোরদিগের সহিত যুদ্ধে ক্ষান্ত থাকা হইবে না, —এমন কি বর্ষা উপস্থিত হইলেও যুদ্ধব্যাপার চালাইতে হইবে। এই আদেশমত সেনাপতি ইনায়েৎ খাঁ প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। মারবারের সমস্ত নগর ও গ্রামই যবন কর্ত্তৃক অধিকৃত। যবনের পদভরে মরুস্থলী ঘন ঘন কম্পিত;—যেদিকে নয়ন নিক্ষেপ করা যায়, সেই দিকেই অসংখ্য যবনের ভীষণ ভ্রূকুটী যেন নানা বিভীষিকা দেখাইতে থাকে। এই বিপুল যবনবলের বিরুদ্ধে অসি ধারণ করিয়া কতিপয় রাজপুতবীর কি প্রকারে শত্রুবেষ্টিত প্রকাশ্য স্থলে থাকিতে পারেন? সুতরাং দেখিয়া শুনিয়া তাঁহারা মৈরবারাকে একটী নিরাপদ স্থল মনে করিয়া তন্মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে রাঠোরগণ স্ব স্ব পরিবারবর্গের সমভিব্যাহারে সেই মৈরবারার দুর্গম মেরুমালার অভ্যন্তরে একত্রিত হইলেন। এই নিবিড় পর্ব্বতব্যবধানে লুক্কায়িত থাকিয়া তাঁহারা সুবিধা ও সুযোগক্রমে যবনদলের উপর আপতিত হইতেন এবং নগর গ্রাম লুণ্ঠন করিয়া আবার সেই দুর্গম আশ্রয়নিলয়ে প্রবেশ করিতেন। পরন্তু যবনদিগের অসীম অত্যাচারের প্রতিশোধ লইতে তাঁহারা কোন সুযোগই ত্যাগ করিতেন না। এইরূপে পল্লী, সুজোৎ ও গদবার প্রভৃতি কয়েকটী নগর ও জনপদ রাঠোরগণ কর্ত্তৃক দলিত হইল। প্রাচীন সুন্দর নগর খাজাশালে নামক জনৈক যবন সেনাপতি কর্ত্তৃক অধিকৃত ছিল। কিন্তু ভট্টিগণ তাহা আক্রমণ করিয়া মোগলসৈন্যাধ্যক্ষকে তথা হইতে দূর করিয়া দিলেন। বৈশাখ মাসে বগরী নামক স্থানে একটী ঘোর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। উক্ত যুদ্ধে রামসিংহ ও সামন্তসিংহ নামা দুইজন ভট্টিসর্দ্দার সহস্র মোগল সেনাকে সংহার করিয়া দুইশত সৈনিক সমভিব্যাহারে সমরক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন। এদিকে অনুপসিংহ নামা জনৈক সর্দ্দার করমসোট ও কুম্পাবৎগণকে লইয়া লুনীতীরে অবতীর্ণ হইয়া তত্রত্য যবনদিগকে শমনবিক্রমে সংহার করিতে লাগিলেন। তাঁহার অসীম ভুজবিক্রমে অষ্টরো ও গঙ্গানী নামক দুইটী দুর্গ হইতে যবনদল তাড়িত হইল। মাকম স্বীয় মৈরতীয় সেনাদলের সমভিব্যাহারে নিজ পিতৃলোকের আবাসভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া মুসলমানদিগকে অবিরত দলিত করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার উৎপীড়নে ত্যক্তবিরক্ত হইয়া যবনসেনাপতি মহম্মদআলি সদলে তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তেজস্বী রাঠোরগণ সে

আক্রমণে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া সদর্পে তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। তাঁহাদের অমিত সাহস ও বিক্রম দর্শনে যবনসৈন্যাধ্যক্ষ ভীত হইয়া যুদ্ধ স্থগিত রাখিতে অনুরোধ করিলেন। সরলহৃদয় রাজপুতগণ তাঁহার অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। কিন্তু তাঁহারা না বুঝিয়া কপটীর কাপট্যজালে জড়িত হইলেন। সন্ধিবন্ধনার্থ উভয়পক্ষে একত্র সমবেত হইলে দুরাচার যবন মৈরতীয় সম্প্রদায়ের অগ্রনায়ককে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া গুপ্তভাবে বধ করিল।

"যবনের বিশ্বাসঘাতকতায় রাঠোরদিগের ক্রোধবহ্নি দ্বিগুণ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; তাঁহারা প্রতিশোধ লইবার জন্য যবনদিগকে যেখানে সেখানে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। হিন্দুমুসলমানে সংঘর্ষ ক্রমে আরও ঘোরতর হইয়া বাড়িয়া উঠিল। সম্বৎ ১৭৪১ অব্দের প্রারম্ভকালে কি যুদ্ধবিগ্রহ, কি বিভীষিকা, কিছুরই শান্তি হইল না। সুজনসিংহ রাঠোরসেনা লইয়া দক্ষিণাবর্ত্তে যাত্রা করিলেন, এদিকে লাক্ষ চম্পাবৎ ও কেশর কুম্পাবৎ ভট্টি ও চৌহান সৈন্যদিগের সাহায্যে যোধপুরস্থ যবনসেনাকে নিরন্তর ভয় দেখাইতে লাগিলেন। সুজনসিংহ নিহত হইলে ভট্টকবি সেনাপতি সংগ্রামের নিকট গমন করিয়া বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন, "আপনি সজাতীয় ভ্রাতৃদলে সম্মিলিত হউন।" সংগ্রাম * তখন মনসব পদে অভিষিক্ত থাকিয়া কতকগুলি ভূমিসম্পত্তি সম্ভোগ করিতেছিলেন। কবির প্রার্থনা তিনি অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না; অচিরে রাঠোরদল তাঁহার পতাকামূলে আসিয়া সমবেত হইল। তাঁহারা শিবাঞ্চা † আক্রমণ করিয়া তন্নগর এবং ভালোত্র ও পঞ্চভদ্রের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিলেন। এদিকে নগর মধ্যে যবনসেনা অবরুদ্ধ থাকাতে ইহাদের সাহায্যার্থ আসিতে পারিল না। সূর্য্যাস্তের এক ঘণ্টা পূর্ব্বে মরুস্থলীর সমস্ত দ্বার রুদ্ধ হইল। দুর্গগুলি অসুরদিগের হস্তগত রহিল বটে, কিন্তু জনস্থানভূভাগ অজিতের জয়নাদে প্রতিধ্বনিত হইল। বীর উদয়ভান স্বীয় যোধাবৎ সৈন্যদলের সমভিব্যাহারে ভদ্রজুনের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং শত্রুকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের কামানও ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিলেন। যোধপুরস্থ যবনসৈনিকগণ এই সকল জয়লব্ধ দ্রব্যজাত পুনরধিকার করিতে চেষ্টা করিলেও যোধাবৎগণের জয়ের উপর জয়লাভ হইল।

"পুরদিল খাঁ শিবানো এবং নাহর খাঁ মিবাতী ও কুনারী অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য চম্পাবৎদল মকুলসর নামক স্থানে সমবেত হইলেন। এই সময়ে সংবাদ আসিল যে, নুরআলি আশানীকুলের দুইটী যুবতীকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। এই সমাচার শ্রবণ করিবামাত্র তাঁহাদের প্রতিশোধপিপাসা দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল। অচিরে রত্ন রাঠোরসেনা লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। কুনারীতে উপস্থিত হইয়া তিনি পুরদিলখাঁকে আক্রমণ করিলেন। হতভাগ্য যবন সেনাপতি

* সংগ্রাম যে, কোন্ কুলে সমুদ্ভূত, এবং কিরূপ উচ্চপদে অধিরূঢ় ছিলেন, আমরা তাহা অবধারণ করিতে অক্ষম। তবে ইঁহার হৃদয় যেরূপ উচ্চ, তাহাতে বোধ হয় ইনি কোন মহৎ কুল উজ্জ্বল করিয়াছিলেন।

† শিবানো এই জনপদের প্রধান নগর।

তাঁহাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া ছয়শত সৈন্য সমভিব্যাহারে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিলেন। সেই দিন—সেই চৈত্র মাসের নবম দিবসে—রাঠোরগণ কেবল একশত সৈন্য হারাইয়াছিলেন। এই পরাজয় কথা শুনিবামাত্র মিরজা আশানী রমণীদ্বয়কে লইয়া ভয়চকিত নয়নে তোডানগরের অভিমুখে পলায়ন করিলেন। অতঃপর কুচলে উপস্থিত হইয়া তিনি শিবির স্থাপন করিলেন। এই সমাচার ঐশকর্ণের পুত্র সুবলসিংহের কর্ণে প্রবেশ করিল। অমনি তিনি অহিফেন সেবন করিয়া যবন সেনাপতির বিরুদ্ধে ধাবিত হইলেন। মিরজা যদিও স্তম্ভস্বরূপ বীরগণে পরিবেষ্টিত ছিলেন, তথাপি সুবলসিংহের শাণিত তরবার তাঁহার হৃদয়শোণিত পান করিয়া লইল। কিন্তু ভট্টি সর্দার খণ্ডবিখণ্ডিত হইয়া সেই স্থলে পতিত হইলেন *। শোণিতস্রোতে পথঘাট দুর্গম হইয়া উঠিল ; এবং যবনদিগের থানা সমূহ এক একটী বৃহৎ প্রণালীরূপে পরিণত হইল।"

দেখিতে দেখিতে ১৭৪১ অব্দ অতীত হইয়া গেল। তথাপি হিন্দুমুসলমানের তুমুল যুদ্ধবিগ্রহের অবসান হইল না। ইহার পর ১৭৪২ অব্দের প্রারম্ভকালেই লক্ষাবৎ ও আশাবৎগণ † শম্বরে আপতিত হইয়া যবন সেনাকে সমূলে সংহারপূর্ব্বক নববর্ষের পুণ্যাহরূপ মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিলেন। এদিকে অন্যান্য সামন্তগণ গদবার হইতে বহির্গত হইয়া আজমিরের সিংহদ্বার পর্য্যন্ত দলিত করিতে লাগিলেন। এই সকল সামান্য সামান্য যুদ্ধব্যাপারে রাঠোরবীরদিগের প্রতিশোধপিপাসা পরিতৃপ্ত হইল না। অবশেষে মৈরতাক্ষেত্রে তাঁহারা সমবেত হইয়া যবনসেনাকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু সে যুদ্ধে যবনগণ জয়ী হইয়া রাঠোর সেনাকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিল। এই পরাজয় নিবন্ধন সংগ্রামসিংহের রোষানল দ্বিগুণ বৰ্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তাঁহার প্রতিজিঘাংসাবৃত্তি দারুণ বলবতী হইয়া তাঁহাকে অধীর করিয়া তুলিল। তিনি সদলে যোধপুরের পারিপার্শ্বিক পল্লীসমূহে অবতীর্ণ হইয়া তৎসমুদায় অগ্নিসাৎ করিয়া দিলেন। অতঃপর তিনি ধুনার নামক নগরে উপস্থিত হইয়া স্বীয় সৈন্যদিগকে একত্রিত করিলেন। তাঁহার বিকট উৎসাহে রাঠোরসেনা উৎসাহিত হইয়া গগনভেদী রবে সিংহনাদ করিয়া উঠিল। অবিলম্বে তাহারা ঝালোর আক্রমণ করিল। তখন বিহারী সহায়বল প্রাপ্ত না হইয়া তাহাদের হস্তে নগর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। সে অবস্থায় কেহই তাঁহার প্রতি অধৰ্ম্মাচরণ করে নাই। এইরূপে ১৭৪২ অব্দ অনন্তকালসাগরে বিলীন হইয়া গেল।

---

* মহাত্মা টড সাহেব অনুমান করেন যে, যখন একজন ভট্টিবীর এই কঠোর অবমাননার প্রতিশোধ লইয়াছিলেন, তখন বোধ হয় এই আশানী ভট্টির একটী শাখাকুল হইবে।

† ইহারা মারবারের দুইটী প্রাচীনতম সামন্তসম্প্রদায়।

অষ্টম অধ্যায়।

শিশু রাজকুমারকে সর্দ্দারগণের দেখিবার প্রার্থনা ;—রাঠোরদলের সহিত কোটার দুর্জ্জন শালের সম্মিলন —আবুর অভিমুখে তাঁহাদের অগ্রসরণ ;—সর্দ্দারগণের রাজদর্শন ;—সর্দ্দারদিগের সহিত অজিতের স্থানে স্থানে ভ্রমণ ;—আরঙ্গজীবের ভীতি ;—তাঁহার সাহায্যে জনৈক অপনৃপতির আবির্ভাব ;—একীভূত রাঠোর ও হার বিক্রমের প্রভাবে মারবার হইতে মোগল সেনার দূরীকরণ ;—পুরমণ্ডলে বিপ্লব ;—হার রাজার নিধন ;—দক্ষিণাবর্ত্ত হইতে দুর্গাদাসের প্রত্যাগমন ;—তাঁহার হস্তে সেফিখাঁর পরাভব ;—সেফিখাঁর অজিতকে প্রবঞ্চনা করিবার চেষ্টা ;—তাহার অকৃতকার্য্যতা ও অপমান ;—মিবারে রাজকুমার অমরসিংহের বিদ্রোহ ;—রাণাকে রাঠোরদিগের আনুকূল্যদান ;—আকবরের দুহিতার জন্য আরঙ্গজীবের সন্ধিপ্রার্থনা ;—গিরিগহনে পুনর্ব্বার অজিতের আশ্রয় গ্রহণ ;—বিজয়পুরের কাণ্ড ;—রাঠোরদিগের জয়লাভ ;—নিজ পৌত্রীর জন্য আরঙ্গজীবের আশঙ্কা ;—রাণার ভ্রাতুষ্পুত্রীর সহিত অজিতের পরিণয় ;—যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার জন্য পুনর্ব্বার উদ্যোগ ;—রাজকুমারীকে প্রত্যর্পণ ;—রাঠোরদিগের যোধপুর পুনঃ প্রাপ্তি ;—দুর্গাদাসের মহানুভাবুকতা ;—অজিতের রাজ্যাধিকার ;—তাঁহার পুনর্ব্বার দুর্গতি ;—হিন্দুজাতির দুর্দ্দশা ;—অজিতের পুত্রলাভ ;—জুনার সমর ;—আরঙ্গজীবের মৃত্যুতে হিন্দুদিগের আনন্দ ;—অজিতের যোধপুর পুনরধিকার ;—মুসলমানদিগের দুর্গতি ;—বাহাদুরশাহ নাম গ্রহণ পূর্ব্বক আজিমের পিতৃসিংহাসনে আরোহণ ;—আগরা যুদ্ধ ;—সম্রাটের মারবারাক্রমণের উদ্যোগ ;—আজমিরে আগমন ;—বৈবিলারুতে উপস্থিতি ;—অজিতের নিকট দূতপ্রেরণ এবং অজিতের যখন রাজশিবিরে গমন ;—যবনের বিশ্বাসঘাতকতা ;—হঠাৎ যোধপুরাক্রমণ ;—সম্রাটের সহিত অজিতের গমন ;—রাজাগণের অসন্তোষ ;—তাঁহাদের উদয়পুরে গমন ;—রাজ্যের একতাবন্ধন ;—অজিতের পুনর্ব্বার যোধপুর-লাভ ;—অম্বরের সিংহাসনে জয়সিংহকে পুনঃস্থাপনার্থ অজিতের উদ্যম ;—শম্বরের যুদ্ধ ;—অজিতের জয়লাভ ;—জয়সিংহের হস্তে অম্বরার্পণ ;—অজিতের বিকানীর-আক্রমণ ;—নাগোরোদ্ধার ;—রাজাদিগের উপর সম্রাটের ভ্রুকুটি বিক্ষেপ ;—পুনঃ সম্মিলন ;—আজমিরে আগমন ;—তৎসমীপে রাজাদিগের গমন এবং ফার্ম্মণ-প্রাপ্তি ;—কুরুক্ষেত্রে অজিতের তীর্থযাত্রা ;—ত্রিংশদ্বর্ষব্যাপী সমরকাণ্ডের সমালোচনা ;—দুর্গাদাসের গুণকীর্ত্তন ;—অভয়সিংহের জন্মপত্রিকা।

যৎকালে প্রভুভক্ত রাঠোরবীরগণ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যবনরাজের সহিত অবিরাম যুদ্ধ করিতেছিলেন, তখন রাঠোরকুলের ভাবী আশাভরসা রাজকুমার অজিত সেই নিভৃত গিরিনিলয়ে ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হইতেছিলেন। সেই দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধবিগ্রহে যে সমস্ত বীর তাঁহার জন্য অম্লানবদনে শোণিত দান করিয়া আসিলেন, এতদিন তাঁহারা তাঁহাকে দেখেন নাই। নিরন্তর যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থিতি করাতে তাঁহারা ইচ্ছাসত্তেও এতদিন রাজদর্শনের সুবিধা পান নাই ; সেই জন্যই সেই ইচ্ছাকে দমন করিয়া রাখিয়াছিলেন ; কিন্তু আর পারিলেন না। সম্বৎ ১৭৪৩ অব্দের প্রারম্ভ কালেই চম্পাবৎ, কুম্পাবৎ, উদাবৎ, মৈরতীয়, যোধ, করমসোট, এবং মরুভূমির অন্যান্য সর্দ্দারগণ আপনাদিগের রাজাকে দেখিবার নিমিত্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। খীচিবংশীয় মুকুন্দের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া তাঁহারা বলিয়া পাঠাইলেন 'আমরা একবার আমাদের রাজাকে দেখিব।' কিন্তু অতি বিশ্বস্ত মুকুন্দ উত্তর করিলেন "যিনি বিশ্বাস করিয়া রাজাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন

তিনি এখনও দক্ষিণে অবস্থিতি করিতেছেন।” সর্দ্দারগণ কিছুতেই শান্ত হইতে পারিলেন না। খীচিবীরের উক্তরূপ প্রত্যুত্তর শুনিয়া তাঁহারা সকলে সমস্বরে বলিলেন “আমাদিগের অধিপতিকে যতক্ষণ না দেখিতেছি, ততক্ষণ পানভোজনে আমাদের রুচি হইতেছে না।” তাঁহাদের আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া মুকুন্দ তাঁহাদের বাসনা চরিতার্থ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তদনুসারে তাঁহারা সকলে একত্রিত হইয়া সেই আবুগিরিস্থ আশ্রমের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কোটারাজ্যের হার রাজা দুর্জ্জনশাল দুই সহস্র অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে তাঁহাদের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনিও রাজদর্শনে বহির্গত হইলেন। ১৭৪৩ সম্বতের চৈত্রমাসের শেষ দিবসে সর্দ্দারগণ নৃপদর্শন লাভ করিয়া নয়ন সার্থক করিলেন। সৌরকরসংস্পর্শে শতদল যেমন প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে, শিশুরাজাকে দেখিতে পাইয়া রাঠোরদিগের মানসকমল সেইরূপ বিকশিত হইয়া উঠিল এবং অশোজ মাসে পাপিয়া যেমন চম্পকামৃত পান করিয়া থাকে, তাঁহারা সেইরূপ প্রাণ ভরিয়া রাজকুমারের রূপসুধা পান করিতে লাগিলেন। সেই সভাস্থলে উদয়সিংহ সংগ্রামসিংহ বিজয়পাল, তেজসিংহ, মুকুন্দসিংহ ও নাহোর প্রভৃতি চম্পাবৎ, রাজসিংহ, জগৎসিংহ, সামন্তসিংহ প্রভৃতি উদাবৎ এবং রামসিংহ, ফতেসিংহ এবং কেশরী প্রভৃতি কুম্পাবৎ সর্দ্দারগণ উপস্থিত ছিলেন। শুদ্ধজন্মা উহায় সর্দ্দার, পুরোহিত, খীচিমুকুন্দ, পুরীহার এবং জৈন শ্রাবক যতি জ্ঞানবিজয় এই সমবেত রাজন্যমণ্ডলীর শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। শুভক্ষণে অজিত জগৎ সমক্ষে বিদিত হইলেন। প্রথমে হার রাও নূতন রাজাকে অভিবাদন করিলেন। অনন্তর মারবারের সমস্ত সামন্তবর্গ কর্ত্তৃক তাঁহাকে স্বর্ণ, মণিমুক্তা ও অশ্বাদি উপহার প্রদত্ত হইল।

“ইনায়েৎ খাঁ কর্ত্তৃক এই সকল সমাচার আরঙ্গসাহের গোচরিত হইল। রাজসমক্ষে উপস্থিত হইয়া অসুর সেনাপতি আশঙ্কিত স্বরে বলিলেন “মহারাজ! অধিপতি না থাকাতে তাহারা যখন দীর্ঘকাল ধরিয়া আপনার সহিত দ্বন্দ্ব করিল, তখন রাজাকে পাইয়া এখন যে কিরূপ উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা আপনি একবার ভাবিয়া দেখুন। এক্ষণে আরও অধিক সেনাবল না পাইলে তাহাদের সম্মুখীন হওয়া যাইবে না।”

“আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া জয়নাদ ত্যাগ করিতে করিতে রাঠোরসর্দ্দারগণ শিশু রাজাকে আহোরে লইয়া গেলেন। আহোরের অধিপতি মৌক্তিকের সহিত ‘বাধু’ বিধান সমাপন করিয়া অজিতকে অনেকগুলি অশ্ব উপহার দিলেন। সেই রাঠোর সামন্তশিরোমণির মুর্গমধ্যে অজিতসিংহ মহা আড়ম্বরের সহিত সংকৃত হইলেন, এবং সেই স্থল হইতেই টীকাডোরের আয়োজন হইল। তিনি আহোরের দুর্গ হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। পথিমধ্যে রায়পুর, ভিলার ও বারুন্দ তাঁহার করতলগত হইল এবং তত্রত্য সর্দ্দারগণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে পূজোপচার ও বিবিধ উপঢৌকন দান করিলেন। অনন্তর তিনি আশোপদুর্গে উপস্থিত হইয়া কুম্পাবৎ সর্দ্দারের সৎকার গ্রহণ করিলেন। আশোপ হইতে ভট্টিসর্দ্দারের ভূমিবৃত্তি লোবৈরো, লোবৈরো হইতে মৈরতীয়দিগের আবাসভূমি রিয়া এবং রিয়া হইতে করমসোটদিগের কেবনশিরে ক্রমান্বয়ে উপস্থিত হইয়া

তিনি তত্তৎস্থলের সর্দ্দারগণের পূজোপচার প্রাপ্ত হইলেন। অজিত এইরূপে যে স্থলে গমন করিলেন, সেই স্থলেরই সর্দ্দার তাঁহাকে সাদরে ও সসম্ভ্রমে গ্রহণ করিয়া সদলে তাঁহার পতাকামূলে সমবেত হইতে লাগিলেন। কেবনশির হইতে তিনি পাভুরাও * ধণ্ডলের আবাসনিলয় কান্নুনগরে উপনীত হইলেন। তখন পাভুরাও নিজ সৈন্যসামন্ত লইয়া তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন। অবশেষে সম্বৎ ১৭৪৪ অব্দের ১০ই ভাদ্র দিবসে রাজকুমার পোকর্ণপুরীতে উপস্থিত হইলেন। তথায় দুর্গাদাস দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাগত হইয়া তাঁহার দলপুষ্টি সাধন করিলেন।”

বাধুবিধান † ও টীকাডোরকে অজিতের ভবিষ্যৎ গৌরবের মঙ্গলাচরণ বলিতে হইবে। এই দুইটী মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে রাঠোরদিগের উৎসাহ ও সাহস দ্বিগুণতর বাড়িয়া উঠিল। বীর্য্যবান্ দুর্জ্জন শাল ‡ প্রভৃতি বীরগণ যখন আবার সেই প্রদীপ্ত উৎসাহ ও সাহসবহ্নিতে ইন্ধন প্রদান করিলেন, তখন রাঠোরবিক্রম যে নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিল, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে।

“ইনায়েৎ খাঁ বিষম ভীত হইলেন। রাজপুতদিগের এই নবীভূত সেনাবলকে দমন করিবার অভিপ্রায়ে তিনি এক বিশাল বাহিনী সজ্জিত করিলেন। কিন্তু মৃত্যু তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার আশাভরসার মূলোচ্ছেদন করিল। ইহাতে যবনরাজ অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। এক্ষণে তিনি আর একটী কৌশল অবলম্বন করিলেন। মহম্মদ শাহ নামক এক ব্যক্তিকে রাজা যশোবন্তের পুত্র বলিয়া ঘোষণা করিয়া তিনি মারবারের আধিপত্যে অভিষেক করিলেন এবং অজিতকে পাঁচহাজারী মনসব পদে স্থাপন করিয়া তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতে কহিলেন। কিন্তু হতভাগ্য অপনৃপতিকে সে রাজসম্মান ভোগ করিতে হইল না। যোধপুরের অভিমুখে অগ্রসর হইতে হইতে তিনি পথিমধ্যে প্রাণত্যাগ করেন। অনন্তর ইনায়েৎ খাঁর পরিবর্ত্তে সুজৈৎ খাঁ মারবারের শাসনকর্ত্তৃত্বে নিয়োজিত হইলেন। অতঃপর রাঠোর ও হারগণ একতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া মরুভূমিকে শত্রুহস্ত হইতে উদ্ধার পূর্ব্বক যবনদিগকে অন্যস্থলে আক্রমণ করিলেন। মালপুর ও পুরমণ্ডলে যে সমস্ত যবনসৈন্য অবস্থিতি করিতেছিল, তাহারা সকলেই রাজপুতের শাণিত অসিধারে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। এই পুরমণ্ডল দুর্গের অবরোধ

---

* রাঠোর বীর পাভুরাও স্বীয় ভীষণ শূলসাহায্যে যে অদ্ভুত রণনৈপুণ্য দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার পবিত্র নাম আজিও রাঠোরগণের জপ্য হইয়া রহিয়াছে। তিনি মরুদেশের একটী প্রাচীন সামন্তসম্প্রদায়ে সম্ভূত। তাঁহার পূজনীয় বীর পিতৃপুরুষগণ যে ভূমিসম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তিনি তাহা স্বাধীনভাবে সম্ভোগ করিতেছিলেন।

† এই অনুষ্ঠানে এক ব্যক্তি মুক্তাপূর্ণ একখানি পিত্তলপাত্র নবাভিষিক্ত ভূপতির মস্তকের উপর ধরিয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করে।

‡ এই সময়ে বীর দুর্জ্জন শাল চন্দাবৎ সর্দ্দার সুজনসিংহের দুহিতার পাণিগ্রহণার্থ সমাগত হইয়াছিলেন। বিবাহ করিতে আসিয়া তিনি যুদ্ধে যোগ দিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করেন নাই। বলিতে কি সে সময়ে কেহই তাঁহার হৃদয়কে উত্তেজিত করে নাই। স্বাভাবিক সাহস ও স্বদেশানুরাগে প্রণোদিত হইয়া সেই মহোচ্চ হৃদয় আপনা হইতেই উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিল।

কালে হার নৃপতি এক অলন্ত গোলক প্রহারে প্রাণত্যাগ করেন। বিজয়ী রাজপুতগণ এই স্থলে যুদ্ধপণ স্বরূপ আট সহস্র মোহর সংগ্রহ করিয়া মারবারে প্রত্যাগত হইলেন। এদিকে পুরোহিত ও দাওয়ানগণ অজিতের রাজ্য মধ্যে অর্থসংগ্রহ করিয়া তাঁহার সাহায্য করিলেন। এইরূপে সম্বৎ ১৭৪৪ অব্দ অতীত হইল।

"সম্বৎ ১৭৪৫ অব্দের প্রারম্ভ কাল হইতেই সুজৈৎ খাঁ মারবারকে ইজারা দিতে প্রস্তাব করেন। প্রস্তাবকালে তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, রাঠোরগণ যদ্যপি বিদেশীয় বাণিজ্যের আদর করেন, তাহা হইলে পণ্যদ্রব্যাদির বহনানয়ন হইতে যে শুল্ক উঠিবে, তাঁহারা তাহার একচতুর্থাংশ প্রাপ্ত হইবেন। ইহাতে তাঁহারা সম্মত হইলেন। অনন্তর ইনায়েতের পুত্র যোধপুর পরিত্যাগ করিয়া দিল্লির অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তিনি রৈণবল নামক স্থলে উপস্থিত হইয়াছেন, এমন সময়ে যোধ হরনট তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার ধনরত্ন ও সহগামিনী রমণীদিগকে হরণ করিলেন। ভয়ার্ত্ত খাঁ সাহেব আশ্রয়লাভার্থে কচ্ছবাহদিগের নিকট পলায়ন করিলেন। তাঁহাকে সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিবার অভিপ্রায়ে সুজাবেগ আজমির হইতে নির্গত হইলেন, কিন্তু তাঁহাকেও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হইল। চম্পাবৎ মুকুন্দদাস তাঁহাকে আক্রমণ ও পরাস্ত করিয়া অবশেষে তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইলেন।

"সম্বৎ ১৭৪৭ অব্দে সেফি খাঁ আজমিরে হাকিমরূপে অবস্থিত থাকেন। দুর্গাদাস তাঁহাকে আক্রমণ করিতে মনস্থ করিলেন। হাকিম একটি গিরিবর্ত্মের পুরোভাগে সদলে দণ্ডায়মান হইলেন। দুর্গাদাস সেইস্থলেই তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া আজমিরাভিমুখে তাড়িত করিলেন। এই সকল সম্বাদ অচিরে যবনরাজের কর্ণগোচর হইল। তিনি খাঁকে লিখিয়া পাঠাইলেন, "যদি তুমি দুর্গাদাসকে পরাস্ত করিতে পার, তাহাহইলে রাজ্যের সমস্ত খাঁর উপরে তোমার পদ উন্নীত করিব, কিন্তু যদি অপারগ হও, তাহাহইলে তোমার নিকট বালা * পাঠাইয়া দিব এবং তোমাকে পদচ্যুত করিয়া সেইপদে সুজৈৎকে স্থাপন করিব।" সেফি খাঁ বিষম বিপদে পড়িলেন; অভীষ্টসিদ্ধির উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি অজিতকে প্রতারণা পূর্ব্বক নিজপদমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করিলেন এবং অচিরে রাঠোর রাজকুমারকে এই মর্ম্মে একখানি পত্র লিখিলেন "আপনার পিতৃরাজ্য আপনাকে ফিরাইয়া দিবার সনন্দ পাইয়াছি; অতএব রাজার প্রতিনিধিস্বরূপ আপনি এখানে আসিয়া তাহা লইয়া যাইবেন।" এই পত্র পাইবামাত্র অজিত বিংশতি সহস্র রাঠোর সৈন্যের সমভিব্যাহারে আজমিরের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন; কিন্তু শত্রুকুলের কোনরূপ দুরভিসন্ধি আছে কিনা, তাহা জানিবার জন্য অগ্রে তিনি চরস্বরূপ মুকুন্দ চম্পাবৎকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। পর্ব্বতমালার দূরস্থিত সঙ্কীর্ণ গিরিপথের সম্মুখভাগে আসিয়াই মুকুন্দ শত্রুদিগের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেন। তিনি প্রত্যাগত হইয়া অজিতকে সমস্ত জানাইলেন। রাজকুমার তাহাতে অণুমাত্র ভীত না হইয়া সর্দ্দারদিগকে বলিলেন, "সর্দ্দারগণ, যখন আমরা এত নিকটে উপস্থিত হইয়াছি, তখন আইস একবার অজয়দুর্গ

* ইহা একটী ঘৃণাপ্রদর্শনের নিদর্শন।

ভাল করিয়া দেখিয়া খাঁ সাহেবের অভ্যর্থনা গ্রহণ করি।" এইকথা বলিয়াই অজিত সদলে নগরের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তখন অজিতের বশ্যতাস্বীকার ভিন্ন দুর্বৃত্ত সেফিখাঁর উপায়ান্তর রহিল না। তাহার যন্ত্রণা দেখিবার জন্য একজন বলিলেন "আইস, আমরা নগরকে অগ্নিসাৎ করি।" নগর ও আত্মরক্ষার চিন্তায় আকুল হইয়া হাকিম ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন এবং অজিতের মনস্তুষ্টিসাধনার্থ ধনরত্ন ও অশ্বাদি উপহার দিলেন।

"সম্বৎ ১৭৪৮ অব্দের সহিত মিবারে নানা প্রকার বিপ্লবের পুনরাবির্ভাব হইল। রাজকুমার অমর স্বীয় পিতা রাণা জয়সিংহের বিরুদ্ধে অসি ধারণ করিলেন। মিবাররাজ্যের সমস্ত সর্দারই তাঁহার সহিত একত্রিত হইল। রাণা ভয়ে গদবাররাজ্যে পলায়ন করিলেন এবং গামোরে সেনাবল সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। অমর তাহা আক্রমণ করিতে উদ্যুক্ত হইলেন। তখন রাণা জয়সিংহ রাঠোরদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। অচিরে মৈরতীয়গণ তাঁহার সাহায্যার্থ ধাবিত হইলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই অজিত দুর্গাদাস ও ভগবানকে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা উভয়ে যোধবংশীয় রণমল্ল এবং মারবারের অষ্ট রাঠোর সামন্তসম্প্রদায় একত্রিত করিয়া রাণার সাহায্যার্থ মারবার হইতে বহির্গত হইলেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে বলক্ষয় করিতে হইলনা। চন্দাবৎ ও শক্তাবৎ, এবং ঝালা ও চৌহানগণ বিদেশীয় মধ্যস্থের সাহায্য গ্রহণ না করিয়াই পিতাপুত্রের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিলেন। এইরূপে সিংহাসনরক্ষার্থ রাণা মারবারের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হইয়াছিলেন *।"

রাঠোরদিগের অদম্য অধ্যবায় ও অসীম বিক্রম দেখিয়া আরঙ্গজীব মনে মনে নানা প্রকার আশঙ্কা করিয়াছিলেন। এক্ষণে আর একটী নূতন আশঙ্কা তাঁহাকে আক্রমণ করিল। "রাজকুমার আকবরের একটী দুহিতা দুর্গাদাসের আশ্রয়ে ছিল। অজিতকে বয়ঃপ্রাপ্ত হইতে দেখিয়া আরঙ্গজীব এক্ষণে সেই যবনকন্যার সম্মানসম্ভ্রমের জন্য আশঙ্কিত হইলেন এবং রাঠোরদিগের সহিত সন্ধিস্থাপন করিতে মনস্থ করিলেন। নারায়ণ দাস কুলম্বী মধ্যস্থ হইলেন। এই সন্ধিবন্ধনের কথাবার্ত্তা যতদিন চলিতে লাগিল, সেফি খাঁ ততদিন সমস্ত শত্রুভাব ত্যাগ করিয়া রহিলেন। এইরূপ কথাবার্ত্তাতেই ১৭৪৯ অব্দ অতীত হইল।"

কিন্তু যবনগণ নিরস্ত থাকিবার নহেন। "১৭৫০ অব্দে যোধপুর, ঝালোর ও শিবানোর মুসলমান শাসনকর্ত্তাগণ স্ব স্ব সেনাবল একত্রিত করিয়া অজিতকে আক্রমণ করিল। অজিত পুনর্ব্বার গিরিনিলয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। বল্লবংশীয় অক্কো সেই সমবেত যবনসেনার সম্মুখীন হইলেন; কিন্তু মাসে মাসে তাঁহাকে পরাজিত হইতে হইল। এই সময়ে যবনগণ একটী উৎসৃষ্ট পবিত্র বৃষকে † সংহার করাতে চম্পাবৎ বীর

---

* শিশোদীয় রাজকুমার অমরসিংহের বিদ্রোহবিবরণ রাজস্থান, প্রথম খণ্ড ৪০৮—৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

† এই সকল উৎসৃষ্ট বৃষ স্বাধীনভাবে ইতস্ততঃ বিচরণ করে। কেহই ইহাদিগকে কোন প্রকারে আঘাত করিতে পারে না;—করিলে ধর্ম্মের অবমাননা হয়।

মুকুন্দদাস তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। মকুলশির নামক স্থানে উভয় দল পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া দণ্ডায়মান হইল। মুকুন্দদাস জয়লাভ করিয়া চক্রের হাকিম ও তদীয় সৈন্যসামন্তদিগকে বন্দী করিলেন।"

এই পরাজয়কে মুসলমানদিগের কুগ্রহের অগ্রদূত বলিতে হইবে। কেননা ইহার অল্পদিন পরেই "সম্বৎ ১৭৫১ অব্দে তাহারা এরূপ সঙ্কটে পতিত হইল যে, অনেক জনপদ ও নগরের অধিবাসিগণ রাঠোরদিগের বশ্যতা স্বীকার করিল। তন্মধ্যে কেহ চৌথ, কেহ বা কর দিল এবং অনেকেই এই অবিরাম যুদ্ধবিগ্রহে ত্যক্তবিরক্ত হইয়া এবং খাদ্যদ্রব্যাদির সংযোজনা করিতে না পারিয়া রাঠোরদিগের দলে অন্তর্ভুক্ত হইতে লাগিল। এই বৎসর কাশিমখাঁ ও লস্করখাঁ অজিতের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। অজিত তখন বিজয়পুরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য দুর্গাদাসের পুত্র সদলে তাঁহাদের সম্মুখীন হইলেন। অচিরে যে যুদ্ধ সংঘটিত হইল, তাহাতে খাঁকে পরাজিত হইতে হইল। বৎসরের পর বৎসরাগমে অজিতের বয়স যেমন বাড়িতে লাগিল, রাঠোরকুলের আশাভরসা তেমনই পরিবর্দ্ধিত হইতে আরম্ভ করিল। এদিকে আরঙ্গজীব স্বীয় পৌত্রীর বয়োবৃদ্ধির সহিত দিন দিন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইতে লাগিলেন। আকবরের দুহিতার জন্য তিনি মুহূর্ত্তকালও নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না,—মুহূর্ত্তের জন্য তাহার উদ্ধারচেষ্টা ত্যাগ করিলেন না। তিনি যোধপুরের হাকিম সুজৈৎকে লিখিয়া পাঠাইলেন "যে কোন উপায়ে হউক এবং যত ত্যাগস্বীকার করিয়া হউক আমার সম্মান রাখিবে।"

"এই বৎসরেই রাণা স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা গজসিংহের দুহিতার সহিত অজিতের সম্বন্ধ স্থির করিয়া মুক্তামণ্ডিত নারিকেল এবং মূল্যবান্ পর্জ্জনশোভিত দুইটী হস্তী ও দশটী ঘোটক প্রেরণ করিলেন। এই সকল উপহার সাদরে গৃহীত হইল। অনন্তর জ্যৈষ্ঠ মাসে রাঠোর রাজকুমার উদয়পুরে গমন করিয়া শিশোদীয় কুমারীর পাণি গ্রহণ করিলেন। সেই বৎসর আষাঢ় মাসে তিনি আবার দেবলে * আর একটী বিবাহ করিলেন।"

সম্রাট আরঙ্গজীব পৌত্রীর কথা মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলিতে পারিলেন না। সুলতানীর উদ্ধারের জন্য তিনি দিবারাত্রি উদ্বিগ্ন থাকিতেন, সময়ে সময়ে অজিতকে পত্র লিখিয়া পাঠাইতেন, সময়ে সময়ে দূত দ্বারা তাঁহার মুক্তি প্রার্থনা করিতেন। "১৭৫৩অব্দে দুর্গাদাসকে দিয়া বিশ্রব্ধ আলাপ সম্ভাষণ চলিতে লাগিল। অবশেষে সুলতানীকে প্রত্যর্পণ করিয়া অজিত স্বীয় পিতৃসিংহাসন পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। সম্রাট দুর্গাদাসকে পঞ্চ সহস্রের সৈনাপত্যে বরণ করিতে চাহিলেন, কিন্তু দুর্গাদাস তাহা গ্রহণ না করিয়া বলিলেন "বরং আপনি ঝালোর, শিবাঞ্চি, শঞ্চোর ও থিরাৎ আমাদিগের মাতৃভূমিকে প্রত্যর্পণ করুন।" দুর্গাদাস সুলতানীকে যেরূপ যত্ন ও সম্ভ্রম সহকারে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা অবগত হইয়া আরঙ্গ তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিলেন।

---

* প্রতাপগড় দেবল শিশোদীয় সূর্য্যমল্ল কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল। ইহার উৎপত্তি ও প্রতিষ্ঠা-বিবরণ রাজস্থান, প্রথম খণ্ড ২০৮ ও ২০৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

"১৭৫৭ অব্দের * পৌষ মাসে অজিত স্বীয় পিতৃসিংহাসন পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। যোধপুরে উপস্থিত হইয়া তিনি তন্নগরের পঞ্চদ্বারের মধ্যে প্রত্যেকটীতে এক একটী করিয়া মহিষ বলি দিয়াছিলেন। সুজেত খাঁ পরলোকগত হওয়াতে শাজাদা † সুলতান তাঁহার অগ্রে অগ্রে পথ প্রদর্শন করিয়া চলিলেন।

"সম্বৎ ১৭৫৯ অব্দে আজিমশাহ পুনর্ব্বার যোধপুর আক্রমণ করিলেন এবং অজিত ঝালোরে বাস করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার কোন কোন সর্দ্দার শত্রুদিগের পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ রাঠোরের আশ্রয় গ্রহণ করিল। রাণাও তখন বিপন্ন ও নিরুপায়; তখন একমাত্র একলিঙ্গ ভিন্ন তাঁহার আর অন্য আশা ভরসা ছিল না। এদিকে অম্বরেশ্বর দাক্ষিণাত্যে যবনরাজের সেবায় নিরত। অসুরদিগের পাপভার চারিপাদ পূর্ণ হইয়া উঠিল; তাহারা যেখানে সেখানে,—এমন কি মথুরা, প্রয়াগ ও ওকমণ্ডলেও গোহত্যা করিতে লাগিল। নিদারুণ অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া যোগী ও বৈরাগীগণ দেবতাদিগের আশ্রয় প্রার্থনা করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই কোন ফলোদয় হইল না;—হিন্দুজাতির প্রতাপ যত ক্ষীণ হইয়া পড়িল, যবনের অত্যাচার ও অধর্ম্ম ততই বাড়িয়া উঠিল। সেই অসুরকুলের উৎপীড়ন হইতে মেদিনীকে মুক্ত করিবার আশায় হিন্দুগণ সকল স্থলে দিবারাত্রি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এই দুর্ব্বৎসরের মাঘ মাসে অজিতের চৌহানী স্ত্রী একটী পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। দৈবজ্ঞ আসিয়া সেই নবপ্রসূত পুত্রকে অভয়সিংহ নামে অভিহিত করিলেন ‡।

"সম্বৎ ১৭৬১ অব্দে ইসফ যোধপুরের হাকিমত্ব হইতে বিচ্যুত হইলে মুরসিদকুলি সেই পদে অভিষিক্ত হয়েন। যোধপুরে উপস্থিত হইয়াই তিনি অজিতকে মৈরতা প্রত্যর্পণার্থ রাজকীয় সনন্দ দেখাইলেন। মৈয়তীয় সর্দ্দার কুশলসিংহ ও ধগুল গোবিন্দদাসের হস্তে এই ভার সমর্পিত হইল। ইহাতে ইন্দ্রসিংহের পুত্র (মাক্ষম সিংহ) আপনাকে অবমানিত মনে করিয়া মনে মনে অতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেন। তিনি মারবারের সেনাপতিপদ প্রার্থনা করিয়া রাজাকে একখানি পত্র লিখিলেন এবং সেইসঙ্গে বলিয়া দিলেন যে, তিনি হিন্দু ও মুসলমমান উভয় জাতির সন্তোষ উৎপাদন করিয়া স্বকার্য্য উদ্ধার করিবেন।

---

* এস্থলে একেবারে চারিবৎসরের বিবরণ পরিত্যক্ত হইয়াছে। এই চারিবৎসর কেন যে উপেক্ষিত হইয়াছে, তাহা আমরা বলিতে পারি না। মহাত্মা টড বলেন, "কবি কর্ণিধনের মূল গ্রন্থে এই চারিবৎসরের কোন বিবরণ নাই, অথবা তাহা আমিই অনুবাদকালে অনাবশ্যক বোধে ত্যাগ করিয়া গিয়াছি, এখন তাহা মনে পড়িতেছে না।" ভারতের ইতিহাসপাঠে জানা যায় যে, যবনরাজ সেই সময়ে (১৭৫৩—৫৭) দক্ষিণাবর্ত্তের সমরে জড়ীভূত থাকাতে রাজপুতগণ কিছুকালের জন্য শান্তি লাভ করিতে পাইয়াছিলেন। সুতরাং বোধ হয় উক্ত সময়ে মারবারে বর্ণনযোগ্য কোন ঘটনাই সমুদ্ভূত হয় নাই।

† নিশ্চয় রাজকুমার আজিম এস্থলে শাজাদা নামে অভিহিত হইয়াছেন। তৎকালে তিনি গুর্জ্জর ও মারবারের রাজপ্রতিনিধিত্বে অভিষিক্ত ছিলেন।

‡ এই অধ্যায়ের শেষে অভয়সিংহের জন্মপত্রিকা সন্নিবেশিত হইয়াছে।

"১৭৬১ অব্দে শত্রুকুলের গ্রহবৈগুণ্য ক্রমে ক্রমে অপগত হইতে লাগিল। মোগল মুরসিদকুলির স্থলে জাফার খাঁ অভিষিক্ত হইলেন। মাকমের পত্র পথিমধ্যে রোধ পাইল। তিনি স্বদেশীয় রাজার বিরুদ্ধে অসি ধারণ করিয়া যবনরাজের সেনাদলে যোগ দিয়াছেন। অজিত তাহাদের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। দ্রুনার নামক স্থলে উভয়দলে যুদ্ধ হইল। সে যুদ্ধে যবনগণ পরাজিত হইল,—বিদ্রোহী ইয়েন্দবৎ সর্দ্দার প্রাণত্যাগ করিলেন। এই ব্যাপার ১৭৬২ অব্দে সংঘটিত হয়।

"১৭৬৩ অব্দে লাহোরস্থ রাজপ্রতিনিধি ইব্রাহিম খাঁ গুর্জ্জরের ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা আজিমের পদে অভিষিক্ত হইয়া মারবারের অভ্যন্তর দিয়া তৎপ্রদেশে যাত্রা করিলেন। উক্ত বৎসরের চৈত্রমাসের দ্বিতীয় দিবসে অমাবস্যা তিথিতে হিন্দুবিদ্বেষী আরঙ্গজীব পরলোক গমন করেন। এই সুসমাচার শ্রবণে ভারতবাসী মাত্রই আনন্দিত হইল। পঞ্চম দিবসে অজিত অশ্বারোহণে যোধপুরে উপস্থিত হইয়া দ্বারসমূহে দেবতাদিগের উদ্দেশে নানা বলি উৎসর্গ করিলেন। সেই সময়ে অসুরগণ ভয়ে তাঁহার সম্মুখীন হইতে পারিল না। কেহ কেহ ভয়ে আপনাপন বদন আবৃত করিয়া রহিল, কেহ বা দূরে পলায়ন করিল। মিরজা দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া নামিয়া আসিল এবং অজিত স্বীয় পিতৃপুরুষগণের প্রাসাদ-প্রাঙ্গনে আরোহণ করিয়া অতুল আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। রাজপুতগণ আজি যবনের অত্যাচার হইতে মুক্ত। ষড়্‌বিংশতি বর্ষ ধরিয়া তাঁহারা যে উৎপীড়ন ও কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, আজি তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য তাঁহাদের ক্রোধানল উদ্রিক্ত; হতভাগ্য যবনগণ সেই প্রজ্জ্বলিত রোষানলে আজি আর নিষ্কৃতি পাইবে না। আজি আর তাহাদের আশা নাই—তাহাদের আত্মরক্ষার উপায় নাই; হতাশ হৃদয়ে তাহারা ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল,—কেহ একবার নিজ ধন সম্পত্তি ও তৈজস পত্রাদির প্রতি চাহিয়া দেখিল না। লুণ্ঠন ও উৎপীড়নের সাহায্যে তাহারা যে রাশি রাশি ধনরত্ন অপহরণ করিয়াছিল, আজি তাহা স্বত্বাধিকারীর সমৃদ্ধতা বর্দ্ধন করিল। রাজপুতহস্তে অনেক ম্লেচ্ছ বন্দী হইল; অনেকে আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধ করিতে গিয়া হত, আহত ও তাড়িত হইল। কেহ কেহ শরণাগত হইয়া নির্ভয়ে বাস করিতে লাগিল;—এমন কি ম্লেচ্ছ সেনাপতি কুম্পাবৎ সর্দ্দারের প্রকাশ্য আশ্রয়চ্ছায়াতলে সকল ভয় শূন্যে বিসর্জ্জন দিলেন। আজি হিন্দুগণ পূর্ণ জয়লাভ করিলেন; যবনগণ সর্ব্বতোভাবে পরাজিত হইল। তাহারা আত্মরক্ষার্থ ছদ্মবেশে চারিদিকে পলায়ন করিল। "সীতারাম ও হরগোবিন্দ" ভিন্ন সে সময়ে অন্য কোন নাম তাহাদের মুখে শ্রুত হয় নাই। এই নাম জপ করিতে করিতে তাহারা দিবাভাগে খাদ্যদ্রব্যাদি ভিক্ষা করিত, এবং রজনীতে দূর দূরান্তরে পলায়িত হইত। মুল্লা হস্তস্থ জপমালায় রামনাম জপ করিতে থাকিত এবং মুষ্টিমেয় সুবর্ণমুদ্রা পাইলেই নিজ শ্মশ্রুরাজি মুণ্ডন করিয়া ফেলিত। সমগ্র মুরন্ধরের ভিতর ম্লেচ্ছকুলের নৈরাশ্য ও পলায়নের বিবরণ ভিন্ন আর কিছুই শ্রুত হয় নাই। তাহারা মৈরতা পরিত্যাগ করিয়া গেল, এবং আহত মাকম নাগোরে পলায়ন করিল। সুজোৎ ও পল্লি পুনর্লব্ধ হইল এবং যোধরাওয়ের বংশধর স্বদেশ ফিরিয়া পাইলেন। ম্লেচ্ছের অপবিত্র স্পর্শে যোধগড় কলঙ্কিত হইয়াছিল;

কিন্তু আজি গঙ্গাজলে বিধৌত হইয়া তুলসী দ্বারা তাহা পবিত্রীকৃত হইল। অনন্তর রাজকুমার অজিত পিতৃপুরুষগণের সেই পবিত্র আবাসদুর্গে রাজতিলক গ্রহণ করিলেন।

"অতঃপর আজিম পিতৃসিংহাসন অধিকার করিবার উদ্দেশে দক্ষিণ হইতে যাত্রা করিলেন, মৌজাম উত্তর দেশ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। সাম্রাজ্যের জন্য আগরানগরীতে উভয় অসুরে ভীষণ যুদ্ধ হইল। কিন্তু আলমের * ভাগ্য সুপ্রসন্ন—সকলের বিরুদ্ধে তিনিই সিংহাসন লাভ করিলেন। অচিরে সেই নবীন ভূপতির নিকট সম্বাদ গেল যে,অজিত মরুদেশস্থ সমস্ত যবনসেনাকে সংহার করিয়া তাঁহার পিতৃসিংহাসন অধিকার করিয়াছেন।

"এই সংবাদ শুনিয়া রাজা শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না। ১৭৬৪ অব্দের বর্ষা অতীত হইয়া গেল। তখন তিনি বাহিনী সজ্জিত করিয়া আজমিরে আগমন করিলেন। যবনের যুদ্ধসজ্জা দেখিয়া ভগবান দাসের পুত্র হরিদাস, উহর ও মাঙ্গলীয় † সর্দ্দার এবং উদাবৎ সর্দ্দার রত্ন আটশত সৈন্যসামন্তের সহিত দুর্গে উপস্থিত হইলেন এবং অজিতের সম্মুখে সকলে একবাক্যে শপথ করিয়া বলিলেন "আপনার যেরূপ অভিপ্রায় থাকুক, আজি আমরা প্রাণপর্য্যন্ত পণ করিয়া শত্রুর আক্রমণ হইতে দুর্গ রক্ষা করিবই করিব।" যবনরাজ চৈ-বিলার নামক স্থলে স্বীয় স্কন্ধাবার স্থাপন করিলে অজিত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। কিন্তু যুদ্ধবিগ্রহের পরিবর্ত্তে রাজা সন্ধি স্থাপন করিতে মনস্থ করিলেন। সন্ধির প্রস্তাব লইয়া দূত অজিতের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং কথাবার্ত্তা স্থির করিয়া নাহুরখাঁর সহিত রাজশিবিরে প্রতিগমন করিলেন। দূত আবার যথাকালে রাজার সনন্দ লইয়া অজিতের নিকট আসিলেন; কিন্তু সেই অনুজ্ঞালিপি গ্রহণ করিবার অগ্রে অজিত সম্রাটের সেনাকটক দেখিতে চাহিলেন। তদনুসারে ফাল্গুন মাসের প্রথম দিবসে তিনি যোধগড় পরিত্যাগ করিয়া বিশিলপুরে উপস্থিত হইলেন। এইস্থলে রাজপ্রেরিত কতিপয় সম্রান্ত ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে মহাসমাদরের সহিত গ্রহণ করিলেন,—সেই সকল সম্রান্ত ব্যক্তির শিরোভাগে খাঁখানের পুত্র সুজৈৎ খাঁ অবস্থিত। সুজৈৎ খাঁর সহিত বাহুরিয়ার রাজা এবং বুন্দির রাওবুধসিংহ আসিয়াছিলেন। পিপার নগরে ইহাঁদের উভয় দলের সাক্ষাৎ সমালাপ হইল। সেই দিন রাত্রিকাল কেবল সন্ধিপত্রের প্রস্তাবাদি নির্দ্ধারণ করিতেই অতিবাহিত হইল। পরদিন প্রাতে অজিত মরুদেশের সমস্ত সামন্তবর্গের পুরোভাগে রাজদর্শনে যাত্রা করিলেন। আনন্দপুর নামক নগরে ম্লেচ্ছপতির নয়নযুগল ধরণীপতির কমনীয় মুখমণ্ডলে পতিত হইল। তিনি তাঁহাকে "টেগ বাহাদুর" ‡ উপাধি দান করিলেন। কিন্তু বিধাতার কঠোর বিধানানুসারে যোধপুর যবনরাজের উৎক্রোশদৃষ্টিতে পতিত হইল। তন্নগর অধিকার করিবার জন্য তিনি স্বদেশদ্রোহী

* মৌজাম বা শা আলম বাহাদুর শা নাম ধারণ করিয়া দিল্লিসিংহাসনে আরূঢ় হইয়াছিলেন।

† গিহ্লোটকুল যে চতুর্ব্বিংশতি শাখায় বিভক্ত, মাঙ্গলীয় তাহার অন্যতম। এই সম্প্রদায়ভুক্ত রাজপুতগণ মরুভূমিতে বাস করিয়া থাকেন।

‡ "টেগ বাহাদুরের" অর্থ যোদ্ধার তরবার।

মাক্কমের সহিত মৈরবখাঁকে গোপনে প্রেরণ করিলেন। যখন অজিত এই সংবাদ শুনিতে পাইলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। কিন্তু তিনি নিরুপায়—নিরবলম্ব; সুতরাং রাগ করিয়াই বা কি করিবেন? সে রাগ গোপন করিয়া তাঁহাকে আলমের সহিত দাক্ষিণাত্যে গমন করিতে হইল;—তথায় অজিত কমবক্সের অধীনে সেবা করিতে লাগিলেন। অম্বরের রাজা জয়সিংহও * সম্রাটের সহিত গমন করিতেছিলেন; সম্রাটের আচরণে তিনিও অজিতের ন্যায় অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন, কেননা বাহাদুর শাহ অম্বরে একটী সেনাদল রক্ষা করিয়া জয়সিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিজয়সিংহকে রাজগদিতে স্থাপন করিয়াছিলেন। উদ্বেল সাগর সদৃশ যবন-অনীকিনী প্রচণ্ড বেগে ধাবিত হইল। যবনরাজ নর্ম্মদার পরপারে যেমন উপস্থিত হইয়াছেন, অমনি রাজপুত নৃপতিদ্বয় স্ব স্ব সামন্তদলের সহিত রাজবারায় প্রত্যাগত হইলেন †। রাণা অমরসিংহ তাঁহাদের আগমনবার্ত্তা বিদিত হইয়া তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনার্থ কিয়দ্দূর প্রত্যুদ্গমন করিলেন এবং মহা আদর ও সম্ভ্রম সহকারে তাঁহাদিগকে প্রাসাদে লইয়া গেলেন। তথায় রাজসভাস্থলে সুন্দর আসনে সেই নৃপতিত্রয় উপবিষ্ট হইলে, তাঁহাদের মস্তকোপরি চামর ব্যজন হইতে লাগিল। তৎকালে তাঁহারা ব্রহ্মাবিষ্ণু মহেশ্বরের ত্রিমূর্ত্তি সদৃশ শোভা পাইতে লাগিলেন। সেই দিন হইতে অসুরকুলের দুর্ভাগ্যের সূত্রপাত হইল এবং ধর্ম্ম পুনর্ব্বার জগতে দেখা দিলেন। উদয়পুর হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া রাঠোর ও কুশাবহ নৃপতিদ্বয় মারবারের অভিমুখে যাত্রা করিলেন ‡। তাঁহারা যথাকালে আহোব নগরে উপস্থিত হইলে চম্পাবৎ গোত্রীয় উদয়ভানের পুত্র সংগ্রামসিংহ স্বীয় প্রভুর চরণমার্জ্জনী ছড়াইয়া দিলেন।

"১৭৬৫ অব্দের শ্রাবণ মাস উপস্থিত; অসুরের আশাভরসা বিলুপ্ত। মৈরব যখন শুনিল যে, অজিত স্বরাজ্যে প্রত্যাগত হইয়াছেন, তখন তাহার ভয়ের সীমা রহিল না। শ্রাবণের সপ্তম দিবসে ত্রিংশৎসহস্র রাঠোর যোধের প্রাসাদ অবরোধ করিলেন; দ্বাদশ দিবসে "ধর্ম্মদ্বার" মৈরবের জন্য উন্মুক্ত হইল। ঐশকর্ণের পুত্রের ¶ অনুগ্রহে প্রাণ রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়া যবন সেনাপতি তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে করিতে দুর্গ হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। সে সময়ে কেহই তাঁহাকে কোনরূপে অবমানিত করে নাই। তখন অজিত আর একবার মরুস্থলীর রাজধানীতে প্রবেশ লাভ করিলেন।

"জয়সিংহ শূরসাগরের তীরে শিবির স্থাপন করিয়া বাস করিতেছিলেন। তিনি নিতান্ত মন্দভাগ্য;—রাজপুত্র হইয়া রাজ্যধনে বঞ্চিত; ইহা ভাবিয়া তিনি গভীর মনোদুঃখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে দারুণ কষ্টে তাঁহাকে আর অধিকদিন কাল যাপন করিতে হইল না। তাঁহার পরমোপকারী আশ্রয়দাতা অজমল তাঁহাকে

---

* ইনি মিরজা রাজা জয়সিংহ, ইহাঁর পরবর্ত্তী জয়সিংহ শেচে জয়সিংহ নামে প্রসিদ্ধ।

† মুসলমান ইতিহাসলেখক বলেন যে, বাহাদুর তৎকালে শিখদিগের দমনার্থ পঞ্চনদপ্রদেশে যাত্রা করিতেছিলেন। [রাজস্থান, ১ম খণ্ড, ৪১৬-১৭ পৃষ্ঠা।]

‡ এই ত্রিবলাত্মিকা সন্ধি দ্বারা শিশোদীয়, রাঠোর ও কুশাবহের মধ্যে আবার আদান প্রদানে চলিয়াছিল, তাহা মারবারের ভট্টকবি বর্ণন করিতে ভুলিয়াছেন! [রাজস্থান, প্রথম খণ্ড, ৪১৭।]

¶ বীরবর দুর্গাদাস। এই সদাশয় রাজপুত্রই যবনসেনাপতির সন্ধিপ্রস্তাব গ্রাহ্য করিয়াছিলেন।

অম্বররাজ্যে পুনঃস্থাপিত করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। অতঃপর রাঠোর ও কুশাবহ একত্রিত হইয়া মৈরতা নগরে উপস্থিত হইলে আগরা ও দিল্লি সহসা কাঁপিয়া উঠিল। তাঁহারা আজমিরে উপস্থিত হইলেন; তখন তত্রত্য শাসনকর্ত্তা বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার আশায় ফকিরের * শরণ লইলেন, এবং রাজপুতগণ যত পণ চাহিলেন, দিতে স্বীকৃত হইলেন। অনন্তর অজিত শ্যেনপক্ষীর ন্যায় তীব্রবেগে শম্বরের উপর আপতিত হইলেন এবং অম্বরের সামন্তগণ চারিদিক হইতে আসিয়া আপনাদিগের অধিপতির পতাকামূলে সমবেত হইল। দ্বাদশ সহস্র সৈন্য সমাভিব্যাহারে লবণ সরোবরের তীরে যাত্রা করিয়া সৈয়দ অবশেষে অজমলের সম্মুখীন হইলেন। কুম্পাবৎগণ সকলের পুরোভাগে দণ্ডায়মান হইয়া যুদ্ধস্থলে প্রবেশ করিলেন। অচিরে একটী ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল; সে যুদ্ধে হোঁসেন ষট্‌সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে সমরক্ষেত্রে শয়ন করিলেন; অবশিষ্ট সকলে ছত্রভঙ্গে পলায়ন করিয়া দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল †। তাঁহার প্রতিনিধি পুরীহার সেই যুদ্ধে অজিতের হস্তে পতিত হয়েন। ইহাতে অজিত মনে করিলেন যেন মুন্দর পুনরুদ্ধার করিতে পারিয়াছেন। এই সমাচার পাইবামাত্র অসুরগণ অম্বর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়াগেল। অনন্তর অজিত অম্বরে একটী সেনাদল রক্ষা করিয়া মার্গশীর্ষমাসে জয়সিংহকে অম্বরের সিংহাসনে পুনঃ স্থাপন করিলেন। এই শুভানুষ্ঠানের পর রাঠোররাজ বিকানীর রাজ্য আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন। যুদ্ধোপযোগী আয়োজন হইতে লাগিল; এদিকে অজিত রঘুনাথ বিন্দারী নামক জনৈক বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীকে দেওয়ান উপাধিদান পূর্ব্বক তাঁহার হস্তে দাওয়ানী কার্য্যভার অর্পণ করিয়া যুদ্ধযাত্রায় বহির্গত হইলেন। রঘুনাথ যেরূপ যুদ্ধবিশারদ, সেইরূপ একজন রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি; সুতরাং রাজা তাঁহার হস্তে যে কার্য্যভার অর্পণ করিলেন, তিনি তাহার সম্পূর্ণ যোগ্যপাত্র।

"১৭৬৭ অব্দের ভাদ্রমাসে আরঙ্গজীব ‡ কমবক্সের প্রাণ সংহার করিলেন। এই ঘটনার পর জয়সিংহ যবনরাজের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। অজিত এই সময়ে নাগোরের

---

* খাজা কুতবের মসজিদে যে ফকির ছিলেন, এস্থলে তিনিই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন।

† এই ভীষণ সংঘর্ষে রাঠোদিগের ন্যায় গিহ্লোট ও কুশাবহগণও বিশেষ রণদক্ষতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এতদ্বিবরণ রাজস্থান, প্রথম খণ্ড, ৪২০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

‡ আরঙ্গজীবের প্রেতাত্মা আসিয়া কি কমবক্সকে হত্যা করিয়াছিল? আমরা এইমাত্র দেখিলাম আরঙ্গজীব ইহার তিনবৎসর পূর্ব্বে (১)সম্বৎ ১৭৬৩ অব্দে পরলোকগত হয়েন। তবে এখন কমবক্সকে কে সংহার করিল?—এ ভ্রম কাহার?—ভট্ট কবির না টড সাহেবের? অথবা মুদ্রাকরের প্রমাদবশতঃ ইহা জনিত হইয়াছে? যাহা হউক, ইহা যে এক ব্যক্তির ভ্রম, তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। আজিমকে পরাস্ত করিয়া শা আলম বাহাদুর শা পিতৃসিংহাসনে আরূঢ় হইলে কমবক্স তাঁহাকে 'রাজা' বলিয়া স্বীকার করেন নাই। বাহাদুর তাঁহাকে হস্তগত করিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার কোন চেষ্টাই ফলবতী হয় নাই। কিছুতেই তিনি কমবক্সের নিকট রাজসম্মান প্রাপ্ত হয়েন নাই। অবশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া বাহাদুর দুর্বিনীত ভ্রাতাকে দমনার্থ তদ্বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। ১৭০৮ খৃষ্টাব্দ ফেব্রুয়ারি মাসে

---

(১) এতৎসম্বন্ধে ভট্টগ্রন্থের সহিত এলফিনষ্টোন প্রণীত ভারত-ইতিহাসের কিছু মতবিরোধ দেখিতে পাওয়া যায়। পণ্ডিতবর এলফিনষ্টোনের মতে বাহাদুর সিংহাসনারোহণের একবৎসর পরেই কমবক্সকে সংহার করেন।

বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। ইন্দ্রসিংহ নিরুপায়। আত্মরক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি অজিতের পদতলে পতিত হইয়া অনুগ্রহ প্রার্থনা করিলেন। অজিত তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া লাদনু নামক জনপদ ভূমিসম্পত্তিস্বরূপ দান করিলেন। যে ইন্দ্রসিংহ * এককালে নাগোরের অধিপতি ছিলেন, আজি সামান্য লাদমুতে তাঁহায় মন উঠিল না। তখন তিনি দিল্লীশ্বরের নিকট স্বীয় মনোবেদনা নিবেদন করিলেন। যবনরাজের রোষানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, তিনি রাজপুত রাজাদিগকে নানাপ্রকার ভয় দেখাইতে লাগিলেন। তখন তাঁহারা নিরাপদ হইবার জন্য পুনর্ব্বার একতাসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। তাঁহারা দিদবানের নিকটবর্ত্তী কোলিও নামক স্থানে একত্রিত হইলেন। এদিকে সম্রাট আজমিরে আগমন করিলেন। আজমিরে আসিয়াই তিনি রাজাদিগকে পাঞ্জা ও বন্ধুত্বসূচক পত্র পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার চেলা নাহুর খাঁ সেই পত্র সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং আষাঢ় মাসের প্রথম দিবসে উভয়েই আজমিরে যাত্রা করিলেন। জগৎ সমীপে যবনরাজা উক্ত নৃপতিদ্বয়কে আদরের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন। সেই সময়ে তিনি অজিতকে "নকোটী মারবারের" রাজা এবং জয়সিংহকে অম্বরের রাজা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। যবনরাজের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া রাজদ্বয় পূর্ব্বদিকে পুষ্কর হ্রদে যাত্রা করিলেন। এই পবিত্র তীর্থস্থল হইতে তাঁহারা উভয়ে পরস্পরের নিকট বিদায় লইয়া স্ব স্ব রাজ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অজিত ১৭৬৭ অব্দের শ্রাবণমাসে যোধপুরে উপস্থিত হইলেন। এই বৎসর তিনি একজন গররাণীকে বিবাহ করেন। আমখাসে অমরসিংহকে হত্যা করিয়া অর্জ্জুন যে বিবাদের সূচনা করিয়াছিলেন, এই বিবাহ হইতে তাহার মূলোৎপাটন হইল †। এই নবীনা রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়া অজিত পবিত্র কুরুক্ষেত্র তীর্থে গমন করিলেন এবং তত্রত্য ভীষ্মকুণ্ডে ‡ স্নান করিয়া শরীরমন পবিত্র করিয়া লইলেন। এইরূপে ১৭৬৭ অব্দ অতীত হইয়া গেল।"

হাইদ্রাবাদের নিকট একটী যুদ্ধ হয়। কমবক্স সেই যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া বিষম ক্ষতনিবন্ধন সেই পরাজয় দিবসেই প্রাণত্যাগ করেন। এইত স্পষ্ট ঐতিহাসিক সত্য। ইহাতে বিলক্ষণ বুঝা যাইতেছে যে, বাহাদুরের পরিবর্ত্তে আরঙ্গজীব নাম সন্নিবেশিত হইয়াছে।

* রাঠোররাজ যশোবন্তের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যে অমরসিংহ জনক কর্ত্তৃক স্বত্বচ্যুত ও নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন, ইন্দ্রসিংহ তাঁহারই পুত্র। ইন্দ্রের পুত্র মাক্কম। মাক্কম মৈরতার শাসন কর্ত্তৃত্ব না পাওয়াতে রাঠোর পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া যবনরাজের শরণাগত হইয়াছিলেন।

† রাজপুত চরিত্রের ইহা একটী জ্বলন্ত নিদর্শন। অমরসিংহ দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া সম্রাটের অনুগ্রহে নাগোর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; অবশেষে রাজসভায় হার রাজকুমারের হস্তে নিহত হয়েন। তাঁহার পুত্র ইন্দ্রসিংহ এবং পৌত্র মাক্কমসিংহ যতদিন জীবিত ছিলেন, মুহূর্ত্তের জন্যও আপনাদের অগ্রজস্বত্ব পুনঃস্থাপন করিবার চেষ্টা ত্যাগ করেন নাই। ইহার জন্য অজিতের সহিত যে কত বিবাদ বিসম্বাদ হইয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। তথাপি তিনি রাঠোর হইয়া একজন রাঠোরের অবমাননার প্রতিশোধ লইতে ক্রটি করেন নাই।—রাজপুত চরিত্রের আশ্চর্য্য মহিমা!

‡ এই পবিত্র কুণ্ড সম্বন্ধে একটী মনোহর গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। সম্রাট বাহাদুর শাহ কুরুপাণ্ডবের সেই পবিত্র রঙ্গস্থল দেখিতে উৎসুক হইয়া অনুচর ও সম্রাজ্ঞীর সহিত তৎপ্রদেশে গমন করেন। তিনি একটী রাজপুত-মহিলার পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই ক্ষত্রিয় রমণীই তাঁহার সহিত তৎকালে গমন করেন। কুরুক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া তাঁহারা সেই ভীষ্মকুণ্ডের সম্মুখে উপস্থিত হয়েন এবং তাহার তটজাত একটী

তরুণ রাঠোরবীর অজিত সিংহের জীবনীর এক অঙ্ক ভট্টকবিগণের কথা-উপকরণে গ্রথিত হইল। এক্ষণে তাহার দ্বিতীয় ও শেষ অঙ্ক লিপিবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে আমরা মারবারের অতীত ত্রিংশৎ বর্ষের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। যেদিন (সম্বৎ ১৭৩৭) রাঠোরকুলমণি মহারাজ যশোবন্ত সিংহ দূর প্রবাসে দারুণ পুত্রশোকানলে আত্মজীবন আহুতি দিয়া পাষণ্ড আরঙ্গজীবের বিশ্বাসঘাতকা জগৎ সমক্ষে প্রকাশ করিলেন, সেই দিন—সেই দুর্দ্দিন হইতে আরম্ভ করিয়া অজিতের রাজ্যপ্রাপ্তিকাল পর্য্যন্ত ত্রিংশৎ বর্ষ অতীত হইয়া গিয়াছে। এই ত্রিংশৎ বৎসর ধারাবাহিক অগণ্য যুদ্ধব্যাপারে পরিপূরিত;—ইহা জ্বলন্ত স্বদেশপ্রেমিকতা ও নিঃস্বার্থ রাজভক্তির প্রচণ্ড উচ্ছ্বাসের একটী মহাযোগ। নিষ্ঠুর যবনরাজের ভীষণ আক্রমণ হইতে স্বদেশের গৌরবগরিমা এবং পিতৃপুরুষগণের সনাতন ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সেই দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া রাঠোরবীরগণ যে বিস্ময়কর বীরত্ব ও অসীম আত্মত্যাগের উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, জগতের ইতিহাসে আর কোন জাতির বীরত্ব ও আত্মত্যাগের সেরূপ উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায় না। বলিতে কি, সে সময়ে "কোন বীরই শয্যার উপর দেহত্যাগ করেন নাই।" ইহা কবির অতিরঞ্জন, অথবা কল্পনার বিজৃম্ভন নহে; ইহা সত্য,—নিরলঙ্কার, বিশদ সুস্পষ্ট ঐতিহাসিক সত্য। যাঁহাদের মনে মনে এরূপ ধারণা আছে যে, স্বজাতিপ্রেমিকতা কাহাকে বলে, হিন্দুবীরগণ তাহা কখনও জানেন না, তাঁহারা একবার এই প্রদীপ্ত ঐতিহাসিক সত্য অনুশীলন করিয়া দেখুন,—একবার এই ত্রিংশৎ বর্ষের বিপ্লববিবরণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ করিয়া জগতের

ছায়াতরুর তলে পটগৃহ স্থাপন করেন। একদা সম্রাট মহিষীকে লইয়া সেই বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময়ে একটী গৃধ্র স্বীয় চঞ্চুপুটে এক খণ্ড অস্থি ধারণ করিয়া সেই বৃক্ষশাখায় উপবিষ্ট হইল। সে উপবিষ্ট হইবামাত্র তাহার মুখস্থিত অস্থিখণ্ড সেই কুণ্ড মধ্যে পড়িয়া গেল; অমনি শকুনি চীৎকার করিয়া হাসিয়া উঠিল। বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়া যবনরাজ সেই পক্ষীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু সেই গৃধ্র যখন আবার মানুষের ন্যায় স্পষ্টস্বরে কথা কহিল, তখন তাঁহার বিস্ময়বেগ দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল শকুনি বলিল "মহারাজ! আমি পূর্ব্বজন্মে একজন যোগিনী ছিলাম। যে সময়ে কুরুপাণ্ডবে যুদ্ধ হয়, আমি সেই সময়ে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে একটী হত ক্ষত্রিয়বীরের ছিন্ন হস্ত লইয়া পলাইয়া গিয়াছিলাম। সেই হাতে সোনার এক গাছি বড় বালা ছিল এবং সেই বালার উপর রক্ষাকবচের ন্যায় ছোট ছোট তেরটী উজ্জ্বল শিবলিঙ্গ স্থাপিত ছিল। সেই ছিন্ন হস্তের মাংসাস্থি ভক্ষণ করিয়া সেই সুবর্ণবলয় ঐ কুণ্ডমধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম। আজি এই শকুনিজন্মে আমার মুখ হইতে সেইরূপ অস্থি কুণ্ডজলে পতিত হওয়াতে পূর্ব্ব জন্মের সেই ঘটনা ভাবিয়া আমি হাসিয়া ফেলিলাম।" অমনি বাহাদুর শাহ সেই কুণ্ড ছেঁচিয়া ফেলিতে আদেশ করিলেন। তাঁহার আদেশ অচিরে পালিত হইল;—দেখিতে দেখিতে গৃধ্রকথিত সেই বৃহৎ বলয় বহিষ্কৃত হইল। সম্রাট দেখিলেন যে, সেই লিঙ্গমূর্ত্তি গুলি এত বড় যে, তাহাদের এক একটী প্রায় এক এক সের হইবে। সেই সময়ে সম্রাটের সহিত অনেক গুলি হিন্দুনরপতি উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে অজিত ও জয়সিংহ সম্রাটের সেই চপলতা দর্শনে মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, তাঁহারা বাহাদুরের নিকট সেই লিঙ্গমূর্ত্তিগুলি প্রার্থনা করিলেন। তদনুসারে অজিত একটী এবং জয়সিংহ দুইটী প্রাপ্ত হইলেন। জয়সিংহের সেই দুইটী শিবলিঙ্গের মধ্যে একটী জয়পুরস্থ শিলাদেবী এবং অপরটী গোবিন্দের মন্দিরে রক্ষিত হইল। অজিত সেইটীকে যোধপুরে গিরিধারীর মন্দিরে রক্ষা করিলেন। এই লিঙ্গত্রয় আজিও যথাবিধানে পূজিত হইয়া থাকে। মহাত্মা টড্ সাহেবের শিক্ষক ও বন্ধু যতি জ্ঞানচন্দ্র উক্ত তিনটীকেই পূজা করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, বুন্দি ও উদয়পুরে আরও দুইটী আছে। সেই লিঙ্গমূর্ত্তিগুলি স্ফটিকনির্ম্মিত। তত বড় বড় ত্রয়োদশটী স্ফাটিক লিঙ্গ যে সুবর্ণবলয়ে সজ্জিত ছিল, সেই বিরাটবলয় যে মহাবীর স্বীয় প্রকোষ্ঠে ধারণ করিয়া অসিচালনা করিয়াছিলেন না জানি তাঁহার দেহ কত প্রকাণ্ড!

আর কোন জাতির ধারাবাহিক সমরাভিনয়ের সহিত তুলনা করিয়া দেখুন,—দেখিবেন তাঁহাদের সে ধারণা কতদূর ভ্রান্ত ও অমূলক। নিষ্ঠুর আরঙ্গজীবের পাশব আচরণে রাঠোরকুলের গৌরবগরিমা ব্যাহত হইয়া পড়িয়াছিল,—মহারাজ যশোবন্তের বংশধরের জীবন অনেকবার বিপন্ন হইয়াছিল; কিন্তু একমাত্র রাঠোরসর্দ্দারগণের অসীম আত্মত্যাগ, জলন্ত স্বদেশানুরাগ এবং নিঃস্বার্থ রাজভক্তির প্রভাবে সেই গৌরবগরিমা ও সেই অমূল্য জীবন সেই সময়ে অনন্ত বিনাশ হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। চতুর যবনরাজ নানাপ্রকার উচ্চ প্রলোভন দেখাইয়া এই সকল প্রকৃষ্ট গুণ হরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার কোন চেষ্টাই ফলবতী হয় নাই;—ফলবতী হওয়া দূরে থাকুক, বরং ইহাতে ঐ সকল গুণ অধিকতর তীক্ষ্ণ ও মার্জ্জিত হইয়া উঠিয়াছিল। রাঠোর সর্দ্দারদিগকে হস্তগত করিবার অভিপ্রায়ে আরঙ্গজীব যে সমস্ত প্রলোভন দেখাইয়াছিলেন, তাহা সামান্য আর্থিক প্রলোভন নহে,—রাজসরকারে উচ্চতম পদ ও সম্মান সেই প্রলোভনের অঙ্গীভূত। এমন কি, সেই প্রলোভনে বশীভূত হইলে রাঠোর সর্দ্দারগণ আপনাদের রাজার সমান পদ প্রাপ্ত হইতে পারিতেন; কিন্তু তাঁহারা মাতৃভূমি ও রাজার জন্য তৎসমুদায়কে সগর্ব্বে উপেক্ষা করিয়া রাজার সহিত কঠোর বনবাসব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। এতন্নিবন্ধন কত সময়ে তাঁহাদিগকে কত ঘোরতর সঙ্কটে পতিত হইতে হইয়াছে, কতদিন অনাহারে, কতরাত্রি অনিদ্রায় অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে; নিদাঘের প্রখর উত্তাপে, বর্ষার প্রবল প্লাবনে, শীতের উৎকট হিমসেকে কতবার তাঁহাদের শরীর ক্লিষ্ট হইয়াছে, তথাপি সেই রাজগতপ্রাণ স্বদেশপ্রেমিক রাজপুতবীরগণ মুহূর্ত্তের জন্য আপনাদিগের কঠোর উদ্দেশ্য ত্যাগ করেন নাই,—তথাপি তাঁহারা একদিনের জন্যও আরঙ্গজীবের প্রলোভনে বশীভূত হয়েন নাই। এই বীরমণ্ডলীর অসীম পুণ্যপ্রভাবে রাঠোরকুল আবার উজ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছিল। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অতীত হইয়া অনন্তকালসাগরে বিলীন হইয়া গিয়াছে, ভারতের বক্ষের উপর কত প্রচণ্ড বিপ্লব প্রবাহিত হইয়াছে, ভারতের অদৃষ্টচক্রের কত অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তথাপি সেই বীরগণের অতিমানুষ অবদাননিচয় আজিও জলন্ত বর্ণে ভারতের ইতিহাসে বিদ্যমান রহিয়াছে;—তথাপি তাঁহাদের শিরোমণি বীরবর দুর্গাদাসের পবিত্র নাম আজিও ভারতবাসীর জপ্য হইয়া রহিয়াছে;—তাঁহার পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন ভারতবাসীর হৃদয়মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অনন্ত পূজা সম্ভোগ করিতেছে। যতদিন জগতে বীরতা ও স্বদেশানুরাগের আদর থাকিবে, যতদিন এই দীন হীন, পতিত, প্রতারিত, স্বার্থবঞ্চিত আর্য্যসন্তানগণের নাম জগতের ইতিহাসে তিলমাত্রও স্থান পাইবে, ততদিন বীরসন্ন্যাসী দুর্গাদাস ও তাঁহার সহচরগণের অমরোচিত লীলানিচয় কেহই ভুলিতে পারিবে না;—ততদিন তাঁহাদের পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন ভারতবাসীর হৃদয়বেদিকা হইতে কেহই অপসারিত করিতে সক্ষম হইবে না।

দুর্গাদাস রাজপুত চরিত্রের একটী প্রদীপ্ত আদর্শ। বল, বিক্রম, রাজভক্তি, সাহস, সহিষ্ণুতা ও প্রতিজ্ঞানুবর্ত্তিতা প্রভৃতি যে সকল প্রকৃষ্ট গুণে প্রকৃত রাজপুতচরিত্র গঠিত,

দুর্গাদাসের মহোচ্চ হৃদয়ে তাহার একটীরও অভাব ছিল না। তিনি সুপণ্ডিত ও রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন; কোন্ সময়ে কিরূপ পাত্রে কি প্রকার ব্যবহার করিতে হয়, তদ্বিষয়ে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। অতি ভীষণ সঙ্কটে পতিত হইয়াও তিনি কখনও মুহূর্ত্তের জন্য বিমূঢ় ও ভগ্নহৃদয় হয়েন নাই। এই সকল স্বর্গীয় গুণে অলঙ্কৃত ছিলেন বলিয়া বীরবর দুর্গাদাস ভারতবাসীর পূজ্য হইয়া রহিয়াছেন। চতুর মোগল সম্রাট তাঁহাকে হস্তগত করিবার জন্য যে সকল লোভনীয় সামগ্রী তাঁহার সম্মুখে ধরিয়াছিলেন, রক্তমাংসের শরীর ধারণ করিয়া আশা, উৎসাহ ও উচ্চাভিলাষের পূজক মর্ত্ত্য মানব তাহাতে কচিৎ স্পৃহাশূন্য হইতে পারে। কিন্তু মহোচ্চহৃদয় দুর্গাদাস তৎসমস্ত দুর্লভ রত্ন হাতে পাইয়াও উপেক্ষা করিয়াছিলেন রাশি রাশি ধনরত্ন, বিপুল বিষয় বিভব;—ইহাত অতি সামান্য; যুক্তিযুক্ত বোধে বিবেকবান্ ব্যক্তিমাত্রইত ইহা অবহেলা করিতে পারেন; কিন্তু পরাধীন হইয়া রাজসরকারে উচ্চতম "পাঁচ হাজারী মনসবী" পদ কয় জন ব্যক্তি সগর্ব্বে উপেক্ষা করিতে সক্ষম হইয়া থাকে?—মহোদয় দুর্গাদাস তাহা করিয়াছিলেন; সেই শ্রেষ্ঠ সম্মান প্রাপ্ত হইয়াও তিনি তাহা সদর্পে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। ভট্টকবি তাঁহাকে "অমূল্য"ও "অপ্রতিম" বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। দুর্গাদাস ন্যায়বান ও ধর্ম্মপরায়ণ। শত্রু নিরস্ত্র বা আশ্রয়ার্থী হইলে তাহার গাত্রে অস্ত্রাঘাত করা যে শাস্ত্র মহাপাপ বলিয়া বিধান দিয়াছে, দুর্গাদাস সেই প্রকৃষ্ট আর্য্য রাজনীতিশাস্ত্রের একটী সামান্য সূত্রেরও অপব্যবহার করেন নাই। প্রতিশোধ-পিপাসা রাজপুতের একটী প্রচণ্ড প্রবৃত্তি; এই উৎকট প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া অনেকে অনেক সময় রাজনীতিশাস্ত্রের ব্যভিচার করিয়া থাকে বটে; কিন্তু রাজপুতকেশরী দুর্গাদাস দারুণ প্রতিজিঘাংসায় প্রণোদিত হইয়াও মুহূর্ত্তের জন্য রাজপুতধর্ম্মের অবমাননা করেন নাই। তাঁহার প্রিয়তম ভ্রাতাকে অন্যায়রূপে সংহার করিয়া শত্রুকুল তাঁহার হৃদয়ে যে বিষম শোকানল জ্বালিয়া দিয়াছিল, দুর্গাদাস ইচ্ছা করিলে ভ্রাতৃহন্তার শোণিতেসেই উচ্ছ্বসিত শোকবহ্নি নির্ব্বাপিত করিতে পারিতেন, কেননা সেই দীর্ঘকালব্যাপী সমরাভিনয়ের মধ্যে তাহারা অনেকবার তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি কেবল বীরধর্ম্মের অনুরোধে সেই সমস্ত করায়ত্ত নিরস্ত্র বৈরীদিগের দেহে সামান্য কুসুমের আঘাতও করেন নাই। তাঁহার জীবনী আলোচনা করিলে আদ্যোপান্ত এইরূপ মহত্ত্বের অগণ্য উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি আরঙ্গজীবের পুত্র আকবরকে ও তদীয় পরিবারবর্গকে যে বিপুল ত্যাগ স্বীকার করিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন, শত্রুর প্রতি জগতের কয়টী জাতি সেরূপ সদাচরণ করিয়াছে? রাজপুতকুলের সর্ব্বনাশ সাধন করিবার নিমিত্ত আকবর জনক কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া টাইবরের সহিত রাজপুতবিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার অসিপ্রহারে অনেক রাজপুতবীর প্রাণত্যাগ করিলেন। শিশোদীয় বীর কুমার ভীমসিংহ নাদোলক্ষেত্রে সম্বৎ ১৭৩৭ অব্দে তাঁহার সহিত যুদ্ধে নিপাতিত হইলেন। তাঁহার অত্যাচারে দেশ ছারখার হইয়া গেল;—সমগ্র মারবার ভীষণ শ্মশানে পরিণত হইল। তথাপি উদারহৃদয় দুর্গাদাস তৎকৃত অনিষ্টরাশির কথা ভুলিয়া তাঁহাকে আশ্রয় দান করিলেন, তাঁহার দুহিতা ও পরিবারস্থ অন্যান্য ব্যক্তিকে পরম

সমাদরের সহিত গ্রহণ করিলেন। তাঁহার আশ্রয় না পাইলে আকবর নিজ পিতার জ্বলন্ত রোষানল হইতে কখনই নিষ্কৃতি পাইতেন না। তাঁহার আশ্রয়ে যবনরাজকুমারী যেরূপ নিরাপদে ও সসম্মানে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, আগরার ত্রিদল-প্রাচীর-বেষ্টিত অসূর্য্যম্পশ্যা অন্তঃপুরমধ্যে সেরূপ নিরাপদ ও সসম্মান ভাবে থাকিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। শত্রুকুলের প্রতি অন্যান্য সকল সদ্ব্যবহার ছাড়িয়া দিয়া এই একমাত্র বিষয় আলোচনা করিলে দুর্গাদাসের মাহাত্ম্য ও মহানুভাবুকতার পূজা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। সুখের বিষয় তিনি স্বীয় মহনীয় চরিত্রের উপযুক্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। আজিও তাঁহার পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন প্রত্যেক রাজপুতের হৃদয়মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; আজিও ভট্ট ও চারণগণ তাঁহার অনন্তকীর্ত্তি ও যশোগান রাজবারার গৃহে গৃহে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন; আজিও তাঁহার পবিত্র প্রতিকৃতি প্রত্যেক রাজপুতগৃহে দেখিতে পাওয়া যায়; সে প্রতিকৃতি শুভ্র অশ্বপৃষ্ঠে আরূঢ়, তাহা সসজ্জ; রাজপুত মহিলাগণ প্রাতঃস্মরণ্য অন্যান্য রাজপুতবীরের চিত্রের সহিত প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে দুর্গাদাসের প্রতিকৃতির আরতি করিয়া স্ব স্ব সন্তানগণের মঙ্গল কামনা করিয়া থাকেন।

সৌভাগ্যবশতঃ বীরবর দুর্গাদাস অনেক উপযুক্ত রাজপুতবীরের সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন। হিন্দুবিদ্বেষী আরঙ্গজীবের পাশব অত্যাচারে রাজপুতের হৃৎপিণ্ড হইতে যে সমস্ত শোণিতবিন্দু নিঃসৃত হইয়াছিল, সেই এক এক শোণিতবিন্দু হইতে যেন এক একটী রাজপুতবীর উদ্ভূত হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ এমন রাজপুত বংশ, গোত্র বা পরিবারই ছিল না, যাহা হইতে অন্ততঃ একজন বীরও উদ্ভূত না হইয়া স্বজাতির গৌরবগরিমা রক্ষার্থ যুদ্ধস্থলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সেই সমস্ত বীরের অতিমানুষ ক্রিয়াকলাপ ভট্টগণের কুহকিনী বর্ণনার প্রভাবে আজিও তাঁহাদের কাব্যগ্রন্থসমূহে জীবন্ত হইয়া রহিয়াছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া যাইবে, বিশ্বরাজ্যে নানা পরিবর্ত্তন ঘটিবে, কিন্তু যতদিন বীরতা ও সভ্যতার আদিপ্রসূ আজিকার এই পতিত আর্য্যভূমে একজন মাত্র ভট্টকবি জীবিত থাকিবেন, ততদিন সেই অমর রাজপুতবীরগণের পবিত্র নাম জগৎ হইতে কিছুতেই বিলুপ্ত হইবে না।

রাজা অভয়সিংহের জন্ম-পত্রিকা। *
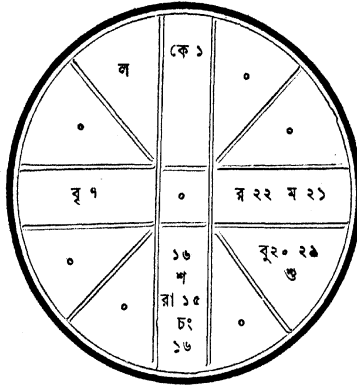
একতুঙ্গে ভবেদ্ভোগী দ্বিতুঙ্গে নৃপবল্লভঃ ত্রিতুঙ্গে নৃপতির্জ্ঞেয়শ্চতুস্তুঙ্গে ধনেশ্বরঃ।

শুভমস্তু সম্বৎ ১৭৬৯। ৯।	৭ ১৬ ১৫	দিনমানং ২৭। ২২
	২১ ৫২ ১৯	নিশামানং ৩২। ৩৮
১৯। ১৫। ২২। ০। ০।	৩৩ ৩ ২১	যোগাঙ্ক ৬০। ০
	২২ ৩ ২০	
	জন্মাহঃ	

অথ জাতশিশোঃ পরমায়ুর্ব্বৃদ্ধ্যর্থং মঙ্গলমাদাবাচরতি। মেঘশ্যামমিত্যাদি * * * * শুভমস্তু সম্বৎ ১৭৬৯। ১৯। ১৫। ২২। এতচ্ছকাব্দীয় সৌর মাঘমাসস্য বিংশতি দিবসে শনিবারাধিকরণকাহসিত পক্ষীয় ষষ্ঠ্যাস্তিথৌ দিবা দ্বাবিংশতিপলাধিকপঞ্চদশ দণ্ডাস্তিমসময়ে শুভবৃষলগ্নেহস্যায়নাংশলগ্ন। মানদণ্ডাদি ৪। ৫। শুক্রস্যক্ষেত্রে রবের্হোরায়াং সূর্য্যস্যদ্রেক্কাণে বুধস্যনবাংশে বাচস্পতের্দ্দশাংশে বুধস্যত্রিংশাংশে এবং শুভাশুভ ষড়্বর্গে শ্রীশ্রীস্বেষ্টদেবতাচরণপরায়ণ দাতৃভোক্তৃ শেষগুণালঙ্কৃতক্ষত্রিয়ান্বগত রাঠোর রাজবংশীয় মহারাজাধিরাজ শ্রীল শ্রীঅজিত সিংহস্য প্রথম পুত্রো জাতঃ তস্যনক্ষত্রং ১৬ বিশাখাতুলারাশৌচন্দ্রে দেবারি-গণোহয়ংক্ষত্রিয়বর্ণশ্চ পরম কল্যানীয় অস্যরাশ্যাশ্রয়ং নাম শ্রীল শ্রীরতন সিংহঃ তস্য জন্মপত্রিকেয়ং। * * * অথ গ্রহযোগাদি ফলম্;—অথ বৃহস্পতিতুঙ্গযোগোহস্তি তৎফলং মন্ত্রি নরেন্দ্রোতিবলপ্রধান প্রচণ্ডবীর্য্যোপি ধনেশ্বরশ্চ, জীবোপিতুঙ্গী যদিকর্ক্কটস্যাৎ সম্মানযুক্ত পুরুষ সদৈব। অস্য রিপুভবনং তুলাখ্যং শুক্রালয়ং তত্র শনিরাহুচন্দ্রোবিদ্যতে। তৎফলং রাহুনা সহিতোমন্দ শত্রুর্ক্ষে শত্রুবিক্ষিতঃ মহাপাতক যোগোহয়ং যদি শত্রু সমোভবেৎ। অস্য দ্রেক্কাণফলং দ্রেক্কাণে দিবসেশ্বরস্য মলিনঃ শূরোঙ্গনাবল্লভো মুগ্ধ সাহসিকঃ কুকর্ম্ম কুশলো মূর্খোবিরূপঃ স্মৃতঃ বহ্বাশী গুরুঘাতকোহতি কৃপণোদ্যূতক্রিয়ায়াংরতঃ পাপাত্মা মুখরঃ খলোতিসধনঃ শস্যাদ ভৃত্যোনরঃ। অথরবের্হোরাফলং বিক্রান্তো মতিমান্শূরঃ সংগ্রামে গজনির্জ্জিতঃ হতবৈরী র্মহোৎসাহো জাতহোরায়াংদিবাকরঃ।

---

* এই জন্মপত্রিকাখানি যোধপুর হইতে আমার কোন বন্ধু প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, রাজপরিবারে অভয়সিংহের যে জন্মপত্রিকা আছে, এখানি তাহারই অনুলিপি। মহাত্মা টড্ সাহেব যাহা স্বপ্রণীত গ্রন্থে সন্নিবেশ করিয়াছেন, এখানি তাহা অপেক্ষা অধিকতর বিস্তৃত বলিয়া, এস্থলে অবিকল উদ্ধৃত হইল; কেবল মঙ্গলাচরণ, কোষ্ঠিপ্রশংসা ও কোষ্ঠিলিখনক্রমাদি এস্থলে নিষ্প্রয়োজন বোধে পরিত্যাগ করা গেল। অভয়সিংহ কোন্ দিবসে ও কোন্ রাশিতে এবং কোন্ কোন্ গ্রহনক্ষত্রাদির প্রভাবে জন্মিয়াছিলেন, তাহার কিরূপ ফলাফল, তৎসমস্তই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ইহাতে বর্ণিত আছে।

নবম অধ্যায়।

সম্রাটের আদেশে বিদ্রোহদমনার্থ অজিতের শিবলোক গিরিপ্রদেশে যাত্রা ;—সম্রাটের মৃত্যু ;—গৃহবিবাদ ;—গুর্জ্জরের প্রতিনিধিত্বে অজিতের অভিষেক ;—সম্রাট সভায় স্বীয় পুত্রকে প্রেরণে অজিতের প্রতি আদেশ ;—নাগোর সর্দ্দারকে আক্রমণ ও তাঁহার প্রাণসংহার ;—প্রতিশোধ ;—রাজকীয় সেনাদল কর্ত্তৃক মারবারাক্রমণ ;—যোধপুর-অবরোধ ;—সন্ধিবন্ধনের কয়েকটী প্রতিজ্ঞা ;—সম্রাট সভায় অভয়সিংহের গমন ;—অজিতের দিল্লিযাত্রা ;—সৈয়দ মন্ত্রীদ্বয়ের সহিত তাঁহার সম্মিলন ;—সম্রাটের হস্তে নিজ দুহিতাকে সম্প্রদান ;—যোধপুরে প্রত্যাগমন ;—জিজিয়া রহিত করণ ;—অজিতের গুর্জ্জরে যাত্রা ;—দ্বারকায় দেবপূজা ;—যোধপুরে প্রত্যাগমন ;—সৈয়দদিগের তাঁহাকে রাজসভায় আহ্বান ;—তাঁহার অনুযাত্রিগণের ঐশ্বর্য্য ;—সৈয়দদিগের সহিত ষড়যন্ত্র ;—অজিতের সহিত সম্রাটের সাক্ষাৎ ;—রাজ্যে নানা দুর্নিমিত্ত দর্শন ;—দক্ষিণাবর্ত্ত হইতে হোষেণ আলি ;—অজিত ও সৈয়দদিগের শত্রুগণের বিপদ ;—রাঠোরসেনা লইয়া অজিতের প্রাসাদ-অবরোধ ;—সম্রাটের প্রাণসংহার ;—তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ ;—মহম্মদ শাহ ;—অম্বরের বিরুদ্ধে তাঁহার যুদ্ধযাত্রা ;—অজিতের নিকট অম্বররাজের আশ্রয়প্রার্থনা ;—তাঁহাকে আহ্মদাবাদ দান ;—যোধপুরে প্রত্যাগমন ;—অম্বররাজের সহিত অজিতের দুহিতার বিবাহ ;—সৈয়দদিগের মৃত্যুসম্বাদশ্রবণে অজিতের বিপদাশঙ্কা ;—আজমির-আক্রমণ এবং তন্নগর জয়ান্তর তত্রত্য মুসলমান ধর্ম্মালয়াদি ভগ্ন করিয়া হিন্দুধর্ম্ম পুনঃস্থাপন ;—অজিতের স্বাধীনতা প্রচার ;—স্বনামে মুদ্রাপ্রচার এবং রাজ্যের সর্ব্বত্র সুনিয়ম সংস্থাপন ;—যবনসেনা কর্ত্তৃক মারবারাক্রমণ ;—ত্রিংশৎ সহস্র রাঠোর সৈন্যের সহিত অভয়সিংহের তদ্বিরুদ্ধে অবতরণ ;—যবনরাজ্য লুণ্ঠন ;—তৎকর্ত্তৃক "ধনকুল" উপাধিপ্রাপ্তি ;—শম্বরযুদ্ধ ;—ভরতপুরের প্রতিষ্ঠাতা চোরমানজাটকে অজিতের আশ্রয়দান ;—সম্রাটের যুদ্ধোদ্যম ;—আজমির রক্ষার্থ যুদ্ধ ;—আজমির প্রত্যর্পণ করিতে অজিতের সম্মতি ;—সম্রাটের শিবিরে অভয়সিংহের গমন ;—তাঁহার অভ্যর্থনা ;—তাঁহার উদ্ধত আচরণ ;—পুত্রহস্তে অজিতের মৃত্যু ;—রাজরূপক গ্রন্থে অজিতের অন্ত্যেষ্টি সৎকারের বিবরণ ;—লোমহর্ষণ সহমরণ ;—অজিতের চরিত্র বর্ণন।

যে হিন্দুবিদ্বেষী নৃশংস আরঙ্গজীবের পাশব অত্যাচারে সমস্ত ভারতবর্ষ নিগৃহীত হইয়াছিল, রাঠোর বীরগণ কঠোর অধ্যবসায় ও অদম্য সাহসের সহিত দীর্ঘকাল ধরিয়া কি প্রকারে তাহার সেই দুরাচরণের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ পূর্ব্ব অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে রাঠোরবীর অজিতের জীবনীর এক অঙ্ক প্রকাশ করা গিয়াছে; এক্ষণে তাহার দ্বিতীয় ও শেষ অঙ্কের সহিত এই ঘটনাপূর্ণ অধ্যায় শেষ করা যাইবে। কবি কর্ণিধন স্বপ্রণীত অমূল্য গ্রন্থে এতৎসম্বন্ধে যাহা বর্ণন করিয়াছেন, এস্থলে তাহারই অবিকল অনুবাদ প্রকটিত হইল।

"১৭৬৮ অব্দে রাঠোর রাজ অজিত নাহ্ন ও হিমগিরির অধিপতিগণের বিরুদ্ধে সদলে প্রেরিত হইলেন। সেই পার্ব্বত্য সর্দ্দারগণ তাঁহার অমিত ভুজবলে পরাজিত হইল। অনন্তর সেই গিরিপ্রদেশ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া তিনি সুরধুনীর পবিত্র তটে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার পূত জলে অবগাহন পূর্ব্বক সন্ধ্যাহ্নিকাদি সমাপন করিয়া বসন্তকালে যোধপুরে প্রত্যাগমন করিলেন।

"১৭৬৯ অব্দে শা আলম স্বর্গধামে প্রস্থান করিলেন। ইহার পর তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে যে বিবাদবহ্নি প্রজ্বলিত হইল, তাহাতে তাঁহারা আপনাদেরই আবাসভবন দগ্ধ করিলেন। আজিম উশ্বান নিহত হইলেন, এবং স্বর্ণময় রাজছত্র মৈজুদ্দীনের মস্তকোপরি উদ্যত হইল। এই নবীন ভূপতির অভিষেককালে অজিত বিন্দারী কৈমসিংহ নামক জনৈক ব্যক্তিকে সম্রাট সদনে প্রেরণ করিলেন, সম্রাট তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং অজিতকে গুর্জ্জরের প্রতিনিধিত্বে বরণ করিয়া তাহার সনন্দ কৈমসিংহ দ্বারা পাঠাইয়া দিলেন। যথাকালে সেই নিয়োগপত্র প্রাপ্ত হইয়া অজিত উক্ত বৎসরের মার্গশীর্ষ মাসে গুর্জ্জরের সপ্তদশ সহস্র নগর অধিকার করিবার নিমিত্ত একটী বাহিনী সজ্জিত করিলেন। এই সময়ে শাকতীয়কুলে নূতন নূতন বিপ্লব উদ্ভূত হইল। সৈয়দেরা মৈজুদ্দীনকে * সংহার করিয়া ফিরকশিয়রকে রাজপদে স্থাপন করিল। জুলফিকার খাঁ নিহত হইলেন। তাঁহার সহিত মোগলের বলবীর্য্য অস্তমিত হইল। অনন্তর সৈয়দদ্বয় নিতান্ত উদ্ধত হইয়া উঠিল। তাহারা অজিতের প্রতি এই আদেশ প্রেরণ করিল যে, তিনি যেন নিজ সপ্তদশ বর্ষ বয়স্ক পুত্র অভয়সিংহকে সামন্তদলের সহিত আগরাতে প্রেরণ করেন। কিন্তু অজিত যখন শুনিলেন যে, বিশ্বাসঘাতক মুকুন্দ তথায় পরম আদরে কালযাপন করিতেছে, তখন তিনি পুত্রের সহিত একটী বিশ্বস্ত সামন্তদল প্রেরণ করিলেন। তাহারা দিল্লির মধ্যস্থলে তাহার প্রাণসংহার করিল। রাঠোরদিগের এই গর্ব্বিত আচরণে সৈয়দ বিষম ক্রোধানলে জ্বলিত হইয়া উঠিল এবং প্রতিশোধ লইবার জন্য একটী সেনাদল সজ্জিত করিয়া যোধপুর আক্রমণ করিল। অজিত স্বনগরের সমৃদ্ধ ব্যক্তিদিগকে শিবানো নগরে এবং নিজ স্ত্রীপুত্র ও পরিবারবর্গকে রর্দ্দুরো † নামক স্থানে রাখিয়া আসিলেন। নগর অবরুদ্ধ হইল। শত্রুগণ রাজকুমার অভয়সিংহকে শরীরবন্ধক স্বরূপ প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে সম্রাটের সভায় যাইতে আদেশ করিল। রাজা ইহার একটীতেও সম্মত হইলেন না; কিন্তু তাঁহার দেওয়ান ও ভট্টকবি কেশরের পরামর্শে তাঁহাকে তাহাতে সম্মতি দান করিতে হইল। অভয়সিংহ রর্দ্দুরো হইতে পুনরাহূত হইলেন। পিতৃ সন্নিধানে উপস্থিত হইয়াই তিনি ১৭৭০ অব্দের আষাঢ় মাসের শেষকালে হোষেণ আলির সহিত দিল্লি যাত্রা করিলেন। তথায় সম্রাট সেই মরুরাজের উত্তরাধিকারীকে পঞ্চ সহস্রের সৈনাপত্যে বরণ করিলেন।

"এই সময়ে দিল্লির প্রাসাদে রাজসভার অধিবেশন হইত। অজিত নিজ তনয়ের সহিত উক্ত নগরে গমন করিয়াছিলেন। তথায় উপস্থিত হইবামাত্র তিনি অনেক গুলি স্মারক স্তম্ভ দেখিতে পাইলেন। যে সকল রাঠোর বীর শিশু অজিতকে দুর্দ্ধর্ষ আরঙ্গের বিষনয়ন হইতে রক্ষা করিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের পবিত্র দেহের

---

* বোধ হয় মৈজুদ্দীন, জাহান্দার শাহের অন্যতম নাম। আততায়ী জুলফিকার খাঁ ও তদীয় পিতা আসদ খাঁর বিশ্বাসঘাতকতায় জাহান্দার শত্রুহস্তে অর্পিত হয়েন। ফিরকশিয়র তাঁহাকে হস্তে পাইয়া ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা ফেব্রুয়ারি দিবসে হত্যা করেন; কিন্তু পাষণ্ড জুলফিকার খাঁ বিশ্বাসঘাতকতার উপযুক্ত প্রতিফল পাইয়াছিল। তাহার শত্রুদল তাহাকে গলাটিপিয়া মারিয়া ফেলিয়াছিল।

† লূনীনদীর পশ্চিমতীরস্থ সমস্ত ভূমি রর্দ্দুরো নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

ভস্মরাশি সেই সকল স্তম্ভের নিম্নদেশে সংরক্ষিত ছিল। অজিত ইহা জানিতে পারিলেন; তাঁহার রোষানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি তৈমুরের রাজবংশকে অভিশাপ দিয়া প্রতিশোধের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। অজমলের সে রোষাবেগের আরও চারিটী কারণ ছিল ঃ—

"১ম। নরোজা;[*]

"২য়। যবনরাজের সহিত রাজপুত কুমারীগণের বলপূর্ব্বক বিবাহ;

"৩য়। গোহত্যা;

"৪র্থ। জিজিয়া অর্থাৎ মুণ্ডকর।" †

যোধপুর আক্রমণ করিয়া মহারাজ যোধের বংশধরের নিকট দুর্বৃত্ত সৈয়দ যে সকল বিষয় দাওয়া করিয়াছিল, তন্মধ্যে যেটী সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর, দুঃখের বিষয় ভট্টকবি সেইটীকেই এস্থলে বর্ণন করেন নাই। সেই কঠোরতম প্রস্তাব—অজিতের দুহিতার সহিত ফিরকশিয়রের বিবাহ ‡। এই অযোগ্য ও বৈজাত্য বিবাহ হইতে যে সকল রাজনৈতিক ফল সমুদ্ভূত হইত, তাহার যথাযোগ্য বিবরণ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে সন্নিবেশিত হইয়াছে; সুতরাং এস্থলে তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। যাহা হউক, এই অন্যায় পরিণয়ে অজিতের প্রতিশোধপিপাসা দ্বিগুণতর বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তিনি সেই প্রচণ্ড প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তি বিধানের উপায়ান্তর না দেখিয়া পিতার কূট নীতি অবলম্বন পূর্ব্বক সৈয়দদিগের সহিত সম্মিলিত হইলেন। ইহাতে তাঁহার স্বার্থ সিদ্ধ হইল। নির্দ্দিষ্ট স্বত্ব ব্যতীত তিনি আরও কয়েকটী সামান্য সামান্য স্বত্ব লাভ করিলেন। সেই সকল স্বত্ব এই—"রাজধানীর যে অংশে রাজপুতগণ বাস করেন, সেই অংশে দেবদেবীর আরাধনার্থ শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনিত হইতে পারিবে এবং সকলে তাঁহাদের মন্দিরাদি পবিত্র জ্ঞান করিবে; অপিচ, তিনি পৈতৃক রাজ্যসকল দৃঢ় ও বলীকৃত করিয়া লইবেন।" এক্ষণে আমরা পুনর্ব্বার ভট্ট-গাথা অবলম্বন করিলাম।

"অভীষ্ট সিদ্ধ হইলে অজিত গুর্জ্জরের প্রতিনিধিত্বে নূতন সনন্দ লইয়া ১৭৭১ অব্দের জ্যৈষ্ঠমাসে রাজসভা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যোধপুরে প্রত্যাগমন করিলেন। এই বৎসর তদীয় সচিব কৈয়মসিংহের সাহায্যে জিজিয়াকর রহিত হইল। সমগ্র হিন্দুসমাজ মরধরের নৃপতির নিকট অনন্ত কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিল। তিনি বিপন্নের আশ্রয়; হিন্দুরাজগণ সঙ্কটে পড়িয়া তাঁহারই শরণাগত হইয়া থাকেন।

"১৭৭২ অব্দে অজিত স্বরাজ্যদর্শনার্থ উদ্যত হইলেন। অভয়সিংহ পিতার সমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন। রাজা সর্ব্বাগ্রে ঝালোরে উপস্থিত হইলেন। তথায় বর্ষাকাল অতিবাহিত করিয়া মিবাসো ¶ আক্রমণ করিলেন। সর্ব্ব প্রথম নিমজ তাঁহার ভুজবলে বিজিত হইল

* নরোজার, বিশেষ বিবরণ রাজস্থান, প্রথম খণ্ড, ৩০১—২পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

† রাজস্থান, প্রথম খণ্ড, ৩৮১ পৃষ্ঠায় জিজিয়ার বিবরণ দ্রষ্টব্য।

‡ এই বিবাহব্যাপার রাজস্থান, প্রথম খণ্ড, ৪২১ পৃষ্ঠায় বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে।

¶ নিবিড় গিরিগহন প্রায় মিবাসো নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সেই সকল গিরিগহনে কোন

এবং দেবরগণ আসিয়া তাঁহাকে কর দিল। তাঁহার সম্মুখীন হইবার অভিপ্রায়ে ফিরোজ খাঁ পহ্লনপুর হইতে অগ্রসর হইলেন। থিরডের রাণ তাঁহাকে একলক্ষ টাকা করস্বরূপ প্রদান করিল। ক্যাম্বে অবরুদ্ধ হইলে তত্রত্য অধিপতি কর দিয়া তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করিল। অনন্তর কোলিরাজ কেমকর্ণ অজিতের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। পূর্ব্ব বৎসরে চম্পাবৎ গোত্রীয় শক্তসিংহ পত্তন শাসনার্থ তন্নগরে প্রেরিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি বিজু বিন্দারীর সহিত রাজসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন।

"১৭৭৩ অব্দে অজিত হুলবুদের ঝালা সর্দ্দার এবং নবনগরের জামরাজকে * পরাস্ত করিলেন। শেষোক্ত নরপতি করস্বরূপ তিন লক্ষ টাকা এবং পচিঁশটী উৎকৃষ্ট ঘোটক দিয়া বিপদ হইতে মুক্ত হইলেন। অনন্তর অজিত উক্ত প্রদেশের সুশাসনোপযোগী নিয়ম প্রণালী নির্দ্ধারণ করিয়া দ্বারকায় ভগবানের পূজা করিলেন। তৎপরে গোমতীতে স্নান করিয়া যোধপুরে প্রত্যাগত হইলেন †। স্বনগরে উপস্থিত হইয়াই তিনি অবগত হইলেন যে, ইন্দ্রসিংহ নাগোর পুনরুদ্ধার করিয়াছেন। ইন্দ্রসিংহ অজিতের সম্মুখে দাঁড়াইবার যোগ্য নহেন।

"কালচক্রের পরিবর্ত্তনের সহিত ১৭৭৪ অব্দ জগতে আসিয়া দেখা দিল। সৈয়দ ও তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বিগণ গৃহবিবাদে জড়ীভূত হইল। হোষেণ আলি দাক্ষিণাত্যে অবস্থিতি করিতেছিল; এদিকে আবদুল্লার মন রাজার উপর বিরক্ত হইয়াছিল। এই সময়ে অজিত রাজধানীতে আহূত হইলেন। সৈয়দের নিকট হইতে তৎসন্নিধানে পত্রের উপর পত্র আসিতে লাগিল। তিনি নাগোর, মৈরতা, পুষ্কর, মারোট ও শম্বরের ভিতর হইয়া দিল্লিতে উপস্থিত হইলেন। যাইবার সময় উক্ত নগর চতুষ্টয়ের সেনাবল দৃঢ়ীকরণ করিয়া গেলেন। মারোটে উপস্থিত হইয়া অজিত স্বীয় পুত্র অভয়সিংহকে যোধপুর রক্ষার্থ প্রেরণ করিলেন। মারবার রাজের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সৈয়দ দিল্লি হইতে তাঁহার প্রত্যুদ্গমনে বহির্গত হইলেন। আলিবর্দ্দির সরাইয়ে পরস্পরের সাক্ষাৎ হইল। অজিত তথায় অবতরণ করিয়া ক্ষণকাল বিশ্রাম সম্ভোগ করিলেন, এবং তৎপরে সৈয়দের সহিত সম্মিলিত হইয়া জয়সিংহ ও মোগলদিগের বিক্রম প্রতিরোধ করিতে মনস্থ করিলেন। এদিকে সম্রাট শরাবদ্ধকুম্ভস্থিত ভুজঙ্গের ন্যায় কুণ্ডলিত হইয়া রহিলেন। পরামর্শ স্থির করিয়া সৈয়দ ও অজিত প্রধান শত্রু জুলফিকর ‡ খাঁকে সংহার করিতে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইলেন।

মীন ও মৈর প্রভৃতি আদিম নিবাসিগণ এবং সময়ে সময়ে রাজপুতগণ আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু এস্থলে শিরোহী ও আবুর দেবরগণের নিবাসো নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। চোহানের শাখাসম্ভূত এই রাজপুতগণ প্রাচীনকাল হইতে রাঠোরকুলকে ত্যক্তবিরক্ত করিয়া আসিয়াছে।

* জাম, যদুকুলের একটী প্রাচীন শাখা। কিন্তু এই শাখাকুলোৎপন্ন নরপতিগণ আপনাদিগকে পারসিক জামশিদের বংশোৎপন্ন বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। যবনের অভিধানে আপনাদের কুলগরিমা পরিচিত না করিয়া যদি ইহাঁরা আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা স্ত্রী জাম্ববতীর গর্ভোৎপন্ন বলিয়া বিদিত করিতেন, তাহা হইলে পবিত্র যদুকুলের কতকটা গৌরব থাকিত।

† এতৎ সমস্তই ওকমণ্ডলের অন্তর্গত।

‡ এ জুলফিকর খাঁ কে? আমরা এই মাত্র দেখিলাম যে, ইহার চারি বৎসর পূর্ব্বে আসদ খাঁর পুত্র

"যখন সম্রাট অবগত হইলেন যে, অজিত দিল্লিতে উপস্থিত হইয়াছেন, তখন তিনি তাঁহাকে রাজসভায় আনয়ন করিবার জন্য কোটার হার রাও ভীম এবং খান্দোরাণ খাঁকে প্রেরণ করিলেন। অজিত তাঁহাদের অভ্যর্থনা অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। সেই সময়ে অনেক রাঠোর বীর তাঁহার সহিত গিয়াছিলেন *। "মতিবাগে" একটী সভার অধিবেশন হয়। সেই দিন সেই সভাস্থলে সম্রাট রাঠোররাজ অজিতকে সপ্ত সহস্রের সৈনাপত্যে অভিষেক করিলেন এবং "মহী মরাতীব" রাজ নিদর্শনের সহিত তৎকরে হস্তী, অশ্ব, একখানি তরবার ও ছুরিকা, একটী হীরার শিরপেঁচ ও তৎসহ চিক্কণ পর, এবং দুই ছড়া মুক্তামালা অর্পণ করিলেন। তদনন্তর সম্রাটের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া অজিত আবদুল্লা খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। তাঁহার অভ্যর্থনার্থ সৈয়দ কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেন। সেই দিন সেই যবন মন্ত্রী তাঁহাকে যেরূপ মহা সমারোহের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনাতীত। ইতিপূর্ব্বে তাঁহারা যে দৃঢ় একতাবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা আবার দৃঢ়তর বন্ধন করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, "হয় একসঙ্গে জয়ী হইব, নয় একত্রে যুদ্ধক্ষেত্রে শয়ন করিব।" এই সম্মিলনের সমাচার শুনিবামাত্র মোগলগণ বিষম ভীত হইল এবং সেই ভীতি হইতে নিষ্কৃতি লাভার্থ অজিতের প্রাণনাশ করিবার অভিপ্রায়ে গোপনে বিচরণ করিতে লাগিল।

"১৭৭৫ অব্দের পৌষী শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে সম্রাট অজিতের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। অজিত তাঁহাকে লক্ষ টাকার উপর আসন দিয়া হস্তী, অশ্ব ও সকল প্রকার বহুমূল্য উপহার প্রদান করিলেন। অজিত তাহার পর সৈয়দের সহিত একত্রিত হইয়া সেই বৎসর ফাল্গুন মাসে সম্রাটকে দেখিতে গেলেন। অনন্তর সভাভঙ্গ হইলে তিনি নিজ কল্পনা প্রকাশ করিয়া হোষেণ আলিকে একখানি পত্র লিখিলেন এবং বলিয়া দিলেন যে, শীঘ্র দক্ষিণদেশ ত্যাগ করিয়া আমাদের সহিত মিলিত হইবেন। এই সময়ে রাজ্যে নানা প্রকার দুর্নিমিত্ত ঘটিতে লাগিল। গগনমণ্ডল এক অশুভসূচক ভাব ধারণ করিল। দিঙ্‌মণ্ডল অগ্নিময় ও আরক্তবৎ প্রতীয়মান হইল। শিবাগণের অশিব চীৎকার, কুক্কুরগণের

প্রসিদ্ধ জুলফিকর খাঁকে সংহার করিয়া ফিরকশিয়র সিংহাসনে আরোহণ করেন। তবে সেই জুলফিকর খাঁ এস্থলে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। যেরূপ বিবরণ পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে বোধ হয় এই শেষোক্ত জুলফিকর খাঁ একজন প্রতাপশালী রাজকর্ম্মচারী ছিলেন; কিন্তু খাফিখাঁ প্রণীত ইতিবৃত্তে এবং মির গোলাম হোষেণ খাঁ সঙ্কলিত শিয়র-উল মুতাক্ষরিন্ গ্রন্থে এই সময়ে কোন জুলফিকর খাঁর নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে বোধ হয় দাউদ খাঁ পান্নির পরিবর্ত্তে এই জুলফিকর নাম প্রকটিত হইয়াছে। দাউদখাঁ সৈয়দদের প্রধান শত্রু। তিনি জুলফিকর খাঁর একজন সহচর সৈনিক। বিশেষতঃ প্রায় এই সময়েই ফিরক শিয়র সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের দমনার্থ উক্ত দাউদ খাঁকে নিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি হোষেণ আলি কর্ত্তৃক ১৭১৬ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধস্থলে নিহত হয়েন। যখন এত সাদৃশ্য রহিয়াছে, তখন বোধ হয় উক্ত দাউদ খাঁর পরিবর্ত্তেই জুলফিকর খাঁ নাম সন্নিবেশিত হইয়াছে।

* যশল্মিরের রাও বিষণ সিংহ, দেরওলের পদ্মসিংহ, মিবারের অন্যতম সর্দ্দার ফতেসিংহ, সীতা মৌর অধিপতি রাঠোর সর্দ্দার মানসিংহ, রামপুরের চন্দ্রাবৎ সর্দ্দার রাও গোপাল, কুণ্ডেলার উদয়সিংহ, মনোহর পুরের শক্তসিংহ, কুলচিপুরের কিষণ সিংহ এবং আরও অনেক সর্দ্দার ও সামন্ত অজিতের সমভিব্যাহারে গমন করিয়াছেন।

অমঙ্গল রোদন এবং বিনামেঘে গভীর বজ্রধ্বনি দিবারাত্রি শ্রুত হইতে লাগিল; যে সভাতলে ইতিপূর্ব্বে আনন্দজ্যোতি বিস্ফূরিত হইত, এক্ষণে তাহা বিষাদতমসাচ্ছন্ন বলিয়া প্রতীত হইল। দিল্লিতে যেন যুগান্তর উপস্থিত। এই সকল দুর্লক্ষণ দেখিয়া নাগরিকগণ বিষম ভয়াকুল হইয়া পড়িল। বিংশতি দিবসের মধ্যে হোষেণ দিল্লিনগরীতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল ভীষণ ও গম্ভীর; পতনোন্মুখ গৌরবের শোকবাদ্যের ন্যায় তাঁহার রণদামামা প্রাসাদের পশ্চাতে ধ্বনিত হইতে লাগিল। অগণ্য তুরঙ্গসেনা তাঁহার সহিত আসিয়াছিল। সেই শত্রু সেনার অশ্ব সমূহের ক্ষুরোদ্ধূত ধূলিরাশিতে সমগ্র দিল্লি সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। নগরের উত্তর দেশে আসিয়া তাহারা স্কন্ধাবার স্থাপন করিল। অনন্তর হোষেণ স্বীয় ভ্রাতা অজিতের সহিত সাক্ষাৎ করিল। এই সমাচারশ্রবণে সম্রাট অত্যন্ত ভীত হইলেন। কম্পমান হৃদয়ে তিনি তাহাদিগকে উপহার দিলেন এবং বিবিধ অনুনন্দন প্রকাশ করিয়া পাঠাইলেন। এই সময়ে মোগল সেনানিগণ নিঃসংশ্রব ভাবে স্ব স্ব গৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিল। সমগ্র মোগল সমিতির হৃদয়ে বিষম ভীতির সঞ্চার হইয়াছিল। শ্যেন পক্ষীকে দেখিয়া ভরুই যেমন সভয়ে তৃণমধ্যে স্ব গাত্র লুকায়িত করে, হোষেণের দিল্লি প্রবেশে মোগলগণ সেইরূপ ভয়াকুল হৃদয়ে স্ব স্ব গৃহমধ্যে লুকায়িত হইয়া রহিল। সেই সময়ে অম্বররাজ তৈলহীন প্রদীপের ন্যায় প্রতীয়মান হইলেন *।

"পূর্ব্বকৃত কল্পনা সকল কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্দেশে দ্বিতীয় দিবসে সকলে যমুনাতীরে অজিতের শিবিরে সমবেত হইল। অজিত অশ্বারোহণ পূর্ব্বক নিজ রাঠোর সেনার পুরোভাগে আসীন হইয়া প্রাসাদাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে নিজের লোক রাখিয়া গেলেন। তৎকালে তিনি প্রলয়ঙ্কর পাবকের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইলেন। যেমন সূর্য্যোদয়ে তমোরাশি জগৎ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করে; যেমন তৈল বিশুষ্ক হইলে প্রদীপ নিবিয়া যায়; রাজক্ষমতার তৈল স্বরূপ ধর্ম্ম ও ন্যায়ের অভাব হইলে সেইরূপ রাজমুকুট রাজার মস্তক হইতে ছিন্ন হইয়া পড়ে। আজি দিল্লীশ্বরের অদৃষ্টে তাহাই ঘটিল; যে বিকট শব্দে দিল্লির রাজছত্র কাঁপিয়া উঠিল, তাহা সমস্ত দেশে প্রতিশব্দিত হইল। রাজকোষের সমস্ত ধনরত্ন লুণ্ঠিত হইল। সেই শোচনীয় আসন্ন অপঘাত মৃত্যুর গ্রাস হইতে ফিরকশিয়রের মুক্তির জন্য কোন মোগলই অগ্রসর হইল না; কেহই সেই হত্যাকাণ্ডের সম্মুখীন হইতে পারিল না। সেই বীভৎস রঙ্গস্থল হইতে জয়সিংহ পলায়ন করিলেন। দিল্লিসিংহাসনে আর একটী রাজা স্থাপিত হইলেন; কিন্তু তিনি ব্যামোহগ্রস্ত হইয়া চারি মাসের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করিলেন। তাহার পর দৌল্লা (রাফি-উদ্দৌলা) সেই সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। কিন্তু দিল্লিস্থ মোগলগণ নিকুশাহ নামক অপর এক ব্যক্তিকে আগরাতে অভিষেক করিলেন। হোষেণ তাহাদিগের দমনার্থ সদলে অগ্রসর হইলেন। অজিত ও আবদুল্লা সম্রাটের নিকটে রহিলেন।

"১৭৭৬ অব্দে, অজিত ও সৈয়দ উভয়েই দিল্লি হইতে আগরার অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তাঁহাদের আর যুদ্ধবিগ্রহের প্রয়োজন হইল না; কেননা মোগলেরা

* এই সকল বিবরণ এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে, ৪৩০ ও ৪৩১ পৃষ্ঠায় সবিস্তারে বর্ণিত আছে।

নিকুশাহকে তাঁহাদের হস্তে সমর্পণ করিল। নিকুশাহ শেলিমগড়ে কারারুদ্ধ হইলেন। এই সময়ে সম্রাট পরলোকগত হইলে অজিত ও সৈয়দদ্বয় আর একজনকে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন;—তাঁহার নাম মহম্মদশাহ। অজিতের বাহুবলে যে সময়ে নৃপতিগণ সিংহাসনচ্যুত হইতেছিলেন, সেই সময়ে অনেক রাজ্য বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল, আবার অনেক রাজ্য শ্রীবৃদ্ধির উচ্চ সোপানে উত্থিত হইতেছিল। ফিরকশিয়রের মৃত্যুর সহিত জয়সিংহের আশাভরসা নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। সৈয়দেরা তাঁহাকে শাস্তি দানে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইল। তাঁহার কিছুমাত্র দৃঢ়তা ছিল না; বস্তুতঃ অম্বররাজ স্থালবাহিত সলিলের ন্যায় সর্ব্বদা ইতস্ততঃ করিতেন। তিনি স্বরাজ্যের অভিমুখে যাত্রা করিয়া পথিমধ্যে শিকড়িস্থিত দুর্গে বিশ্রামলাভ করিলেন। এই স্থলে তাঁহার সর্দ্দারগণ অজিতের শরণাগত হইল। তাহারা মারবাররাজের নিকট সবিনয়ে এই নিবেদন করিল;—"মহারাজ! আপনি যদি কুর্ম্মরাজকে সৈয়দদিগের বিষ-নয়ন হইতে রক্ষা না করেন, তাহা হইলে তাঁহার সর্ব্বনাশ হইবে।" ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেমন অর্জ্জুনকে রক্ষা করিয়াছিলেন, অজিত সেইরূপ অম্বররাজ জয়সিংহকে নিজ আশ্রয়চ্ছায়াতলে রক্ষা করিলেন। জয়সিংহের ভয় দূর করিয়া তাঁহাকে আশ্বাসিত করিবার জন্য তিনি নিজ মন্ত্রী ও চম্পাবৎ সর্দ্দারদিগকে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা অচিরে অম্বররাজকে সঙ্গে লইয়া অজিতের সন্নিধানে প্রত্যাগত হইলেন। জয়সিংহের সকল ভয় দূর হইল; তাঁহার বোধ হইতে লাগিল যেন তিনি প্রলয় হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। অজিতের প্রতাপ দিন দিন বাড়িতে লাগিল। তিনি একজন নৃপতিকে সর্ব্বনাশ হইতে রক্ষা করিলেন, অপরকে রাজসিংহাসনে অভিষেক করিলেন। সম্রাট তাঁহার প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে আহ্মদাবাদ অর্পণ করিয়া স্বরাজ্য দেখিতে অনুমতি দিলেন। অম্বরের জয়সিংহ এবং বুন্দির হাররাজ বুধসিংহের সহিত তিনি যোধপুরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে মনোহরপুরের শিখাবৎ সর্দ্দারের দুহিতার সহিত তাঁহার বিবাহ হইল। অনন্তর আশ্বিন মাসে তিনি যোধগড়ে উপনীত হইয়া স্বগৃহ দর্শনে পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলেন। তৎকালে অম্বররাজ ও হাররাও উভয়েই তাঁহার আতিথ্য সৎকার গ্রহণ করিয়াছিলেন। অম্বররাজ শূরসাগরের তটোপরি স্বীয় শিবির স্থাপন করিলেন এবং হাররাও নগরের উত্তরভাগে পটগৃহ সন্নিবেশ করিয়া সদলে অভিনিবিষ্ট হইলেন।

"শীতকাল অতীত হইয়াছে। বসন্তকাল আসিয়া জগতে দেখা দিল। অমনি প্রকৃতি নবীন সজ্জায় সজ্জিত হইয়া উঠিল। নব পল্লবিত সহকারতরুর সুরভি মুকুলনিঃসৃত অমৃতপানে মত্ত হইয়া কোকিল কোকিলা পঞ্চমতানে গান আরম্ভ করিল; ময়ূর ময়ূরী আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল; মলয় মারুতভরে পরিমল চারিদিকে বাহিত হইল। মকরন্দলোভে অলিকুল মুকুলকলিকামালা বেষ্টন করিয়া গুণ গুণ রবে গান করিতে লাগিল; পাদপ সকল নব কিসলয়দলে সজ্জীভূত হইল; চারিদিকে আনন্দ সঙ্গীত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল; নরামর সকলেরই হৃদয় আনন্দে বিস্ফারিত হইয়া উঠিল এই মধুময় মধুমাসে অম্বররাজ বিবাহযোগ্য পীত বসন ও মনোহর অলঙ্কারাদিতে সজ্জিত

হইয়া অজিতনন্দিনী শ্রীমতী সূর্য্যকুমারীর পাণিগ্রহণার্থ প্রস্তুত হইলেন। এতৎ সম্বন্ধে তিনি চম্পাবৎ সর্দ্দার এবং প্রাচীন প্রথামত কুম্পাবৎ গোত্রীয় আদি প্রধানের পরামর্শ গ্রহণ করেন। সেই সময়ে বিন্দারী দেওয়ান ও গুরুর মন্ত্রণাও সাদরে গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু যদি এই সকল উৎসব লইয়া আলোচনা করি, তাহা হইলে গ্রন্থের কলেবর অযথা বাড়িয়া যাইবে; সুতরাং এ সম্বন্ধে আর অধিক বলিলাম না।

"১৭৭৭ অব্দের বর্ষা আরম্ভ হইয়াছে। জয়সিংহ ও বুধসিংহ অজিতের নিকট অবস্থিতি করিতেছেন; এমন সময়ে দূত আসিয়া নিবেদন করিল যে, মোগলেরা সৈয়দদিগকে হত্যা করিয়াছে এবং অজিতের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছে, এই সংবাদ শ্রবণমাত্র অজিত নিজ অসি নিষ্কাশিত করিয়া গম্ভীরস্বরে শপথ করিলেন যে, "আজমির অধিকার করিবই করিব।" অম্বররাজকে বিদায় দিয়া তিনি মৈরতা নগরে উপস্থিত হইলেন। দিবাভাগে মুসলমানদিগকে আজমির হইতে দূরীকৃত করিয়া অজিত তাহা আত্মসাৎ করিলেন। রাজপ্রতিনিধি তাঁহার হস্তে নিহত হইল এবং তারাগড় তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল। মস্‌জিদে বাঙ্গ * নীরব হইল এবং হিন্দুমন্দির সমূহে শঙ্খঘণ্টাধ্বনি আবার শুনিতে পাওয়া গেল। মসিদের স্থল মন্দির অধিকার করিল এবং ইতিপূর্ব্বে যথায় কোরাণ পঠিত হইত, এক্ষণে তথায় পুরাণের পবিত্র শ্লোকাবলি উদ্গীত হইতে লাগিল। কাজি বেদিকা পরিত্যাগ করিয়া গেল এবং ব্রাহ্মণ আসিয়া তৎপ্রদেশ অধিকার করিলেন। পবিত্র গাভীর শোণিতে যে সকল স্থল অভিষিক্ত হইয়াছিল, এক্ষণে তথায় হোমকুণ্ড খানিত হইল। অনন্তর অজিত শম্বর ও দিদবানের লবণহ্রদ গুলি অধিকার করিলেন এবং অন্যান্য গ্রন্থাদিতে তাঁহার নূতন নূতন জয়বিবরণ শুনিতে পাওয়া যায়। অজিত স্বীয় সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। রাজচ্ছত্র তাঁহার মস্তকোপরি উদ্যত হইল। তিনি স্বনামে মুদ্রা প্রচার করিলেন, স্বাভিমত গজ ও সের প্রচলিত করিলেন এবং রাজ্যের সর্ব্বত্র নিজ ধর্ম্মাধিকরণ প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাজশাসনোপযোগী সমস্ত নিদর্শনসহকারে স্বীয় সর্দ্দারবর্গের নূতন পদ স্থাপিত করিলেন †। সেই দিন আজমিরে অজমল দিল্লিস্থ অশ্বপতির সমকক্ষ হইয়া দাঁড়াইলেন ‡। এই সমাচার দেশের সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িল, এমন কি মক্কা ও ইরাণ পর্য্যন্ত বাহিত হইল। হিন্দুশত্রু যবনগণ সভয়ে শ্রবণ করিল—রাজাধিরাজ অজিত স্বধর্ম্ম উন্নীত করিয়াছেন;—তাঁহার প্রভাবে মরুস্থলীর সর্ব্বত্র ইসলাম ধর্ম্ম নিবৃত্ত হইয়া পড়িয়াছে।

"১৭৭৮ অব্দে সম্রাট আজমির উদ্ধার করিতে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইয়া মজেফরকে সৈনাপত্যে বরণ করিলেন। অনন্তর মজেফর সদলে মারবারাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। এদিকে

---

* মুসলমানদিগের উপাসনার্থ আহ্বান বাঙ্গ নামে অভিহিত হইয়াছে।

† মহাত্মা টড সাহেব বলেন যে, যবন সম্রাটদিগের অনুকরণে এই সকল প্রথা অদ্যাপি যোধপুরে আচরিত হইয়া থাকে।

‡ ভট্টকবি কর্ত্তৃক অজিত অজমল এবং যবন সম্রাট অশ্বপতি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। 'অশ্বপতি' উপাধি সার্ব্বভৌমিক আধিপত্যের দ্বিতীয় ক্রম; 'গজপতি' ইহার প্রথম।

অজিত যুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া সেনাচালনের ভার নির্ভীক অভয়ের হস্তে সমর্পণ করিলেন। অভয় অষ্ট প্রধান সামন্ত এবং ত্রিংশৎ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য সহকারে সমর-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। দক্ষিণে চম্পাবৎ, বামে কুম্পাবৎ এবং মধ্যে করমসোট, মৈরতীয় যোধ, ঈন্দো, ভট্টি, শনিগুরু, দেবর, খীচি, হুণ্ডল ও গোগাবৎ * প্রভৃতি বিবিধ কুলসম্ভূত রাজপুতবীরগণ সেই বিশাল রাঠোর বাহিনীর অঙ্গপুষ্টি করিয়া অভয়সিংহের পতাকামূলে সমবেত হইল। অচিরে রাঠোর ও যবন সেনা পরস্পর সম্মুখীন হইল। কিন্তু মজেফর মাথা হেঁট করিয়া নগর মধ্যে পলায়ন করিলেন। যুদ্ধ করিতে তাঁহার আদৌ সাহস হইল না। যবনসেনাপতির এই কাপুরুষতা দর্শনে অভয়সিংহ অতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া সম্রাটকে শাস্তি দান করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। তিনি শাজাহানপুর আক্রমণ করিলেন, নার্ণোল লুণ্ঠন করিলেন এবং পত্তন (তুয়ারবতী) ও রেবারি হইতে যুদ্ধপণ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। গ্রাম ও পল্লী গুলিকে অগ্নিসাৎ করিয়া তিনি যে অনলকাণ্ড ও বিভীষিকা উদ্ভাবন করিলেন, তাহা আলিবর্দ্দির সরাই পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িল। দিল্লি ও আগরা ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিল। অসুরগণ তাঁহাকে 'ধনকুল' (উৎসাদক) বলিয়া ভয়ে চারি দিকে পলায়ন করিল ; এমন কি সকলে জুতা পরিতেও অবকাশ পাইল না। অনন্তর অভয় সিংহ শম্বর ও লুধানের ভিতর দিয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হইলেন। আসিবার সময় এই লুধান নগরে তিনি নরুকাশ † সর্দ্দারের দুহিতাকে বিবাহ করিলেন।

"১৭৭৯ অব্দ আসিয়া জগতে দেখা দিল। অভয় সিংহ শম্বরে অবস্থিত। উক্ত নগরকে তিনি দুর্গপ্রাকার দ্বারা আবদ্ধ করিয়াছেন। তদীয় পিতা অজিত আজমির হইতে আসিয়া এইস্থলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। পিতা পুত্রের সাক্ষাতে বোধ হইল যেন কশ্যপসূর্য্য একত্রে আসীন হইয়াছেন। অভয় সিংহ সূর্য্যের ন্যায় প্রতাপশালী। তিনি মজেফরের ধনুর্গুণ ছিন্ন করিয়া হিন্দুজাতিকে সুখী করিয়াছেন। অজিতের রোষানল শমিত করিবার নিমিত্ত সম্রাট স্বীয় চেলা নাহুর খাঁকে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তাহার বিরক্তিকর ও রূঢ় আলাপনে অজিতের রোষানল দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল এবং শম্বর ক্ষেত্র ব্যাঘ্রপতি (নাহুরখাঁ) ও তদীয় চারি সহস্র সৈন্যকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। এই সময়ে জাট চোরমানের পুত্র আসিয়া অজিতের শরণাগত হইল। হিন্দু মুসলমানের সংঘর্ষ দিন দিন বাড়িতে লাগিল। হতভাগ্য মহম্মদ শাহ এই অবিরাম বিবাদে নিরতিশয় বিরক্ত হইয়া রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক মক্কাতীর্থে যাইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন ; কিন্তু এ তীর্থযাত্রার পূর্ব্বে নাহুর খাঁর মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতে এক বিরাট সেনাদল সজ্জিত করিলেন। মোগল সাম্রাজ্যের অধীন দ্বাবিংশ সামন্ত সেনা নানা দিগ্দেশ হইতে আসিয়া তাঁহার সমুদ্যত পতাকামূলে সমবেত হইল। অম্বররাজ জয়সিংহ, হাইদার কুলি, ইরাদৎ খাঁ, বঙ্গশ প্রভৃতিকে তিনি তৎসমস্ত

---

* হুণ্ডল ও গোগাবৎ মরুভূমির দুইটী প্রাচীন স্বাধীন রাজপুতকুল। হুণ্ডলগণ রাওগাঙ্গের এবং গোগাবৎগণ বিখ্যাত চৌহানবীর গোগার বংশে সমুদ্ভূত। এই চৌহানবীর মুসলমানদিগের প্রথম অভিযানকালে শতদ্রুতীরে তাহাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়াছেন। তিনি ও তদীয় প্রসিদ্ধ তুরঙ্গ জোবাতিয়া রাজস্থানের রণস্থলে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

† অম্বরের একটী প্রধান সর্দ্দারসম্প্রদায়। ইহাঁদের বিষয় ইতঃপর সবিস্তারে বর্ণিত হইবে।

সেনাদলের অধিনায়কত্বে অভিষেক করিলেন। শ্রাবণ মাসে তারাগড় অবরুদ্ধ হইল। অমরসিংহের হস্তে দুর্গরক্ষার ভার অর্পণ করিয়া অভয়সিংহ তন্মধ্য হইতে বহির্গত হইলেন। চারিমাস ধরিয়া দুর্গ অবরুদ্ধ হইয়া রহিল। অনন্তর তাহারা অম্বররাজ জয়সিংহকে মধ্যস্থ করিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিল এবং সম্রাটের সেনাপতিগণ কোরাণ স্পর্শ করিয়া শপথ করিল যে, সে সমস্ত প্রতিজ্ঞা কিছুতেই অবহেলিত হইবে না। তখন অজিত তাহাদের প্রস্তাব গ্রাহ্য করিয়া আজমির প্রত্যর্পণ করিতে সম্মত হইলেন। অতঃপর অভয়সিংহ জয়সিংহের সহিত রাজশিবিরে উপস্থিত হইলেন। সম্রাট তাঁহাকে আপনার সম্মুখে আসিতে আদেশ করিলেন। অম্বররাজ তাঁহার সম্মানরক্ষার্থে আপনাকে যামিন রাখিলেন; কিন্তু অভয়সিংহ নিজ তরবার স্পর্শ করিয়া সদর্পে বলিলেন, 'ইহাই আমার যামিন'!"

অভয়সিংহ যথাকালে দিল্লিতে উপস্থিত হইয়া সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সম্রাট তাঁহাকে মহা সম্মান সহকারে অভ্যর্থনা করিলেন। কিন্তু তাহাতে তেজস্বী অভয়ের মনস্তুষ্টি সাধিত হইল না। যে উদ্ধত দর্প রাঠোর ও চৌহানের সহজাত প্রধান ধর্ম্ম, তেজস্বী অভয়সিংহ তাহার দ্বিগুণ পরিমাণ অধিকার করিতেন। এই প্রচণ্ড গর্ব্ব-নিবন্ধন সেই দিন সেই সভাস্থলে তিনি স্বীয় পূর্ব্ব পুরুষ অমরসিংহের লোমহর্ষণ হত্যা-কাণ্ডের প্রায় পুনরভিনয় করিয়া ফেলিয়াছিলেন। কেবল সম্রাটের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব হইতেই সেই দিন রক্ষা হইয়াছিল। অজিতসিংহ সম্রাটের অব্যবহিত দক্ষিণ পার্শ্বে সর্ব্বোচ্চ আসনে উপবেশন করিতেন। অভয় তাহা জানিতেন। এক্ষণে আপনাকে পিতার প্রতিনিধি ভাবিয়া তিনি সেই আসন অধিকার করিবার উদ্যোগ করিলেন। যে মোগল সাম্রাজ্য তৎকালে জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাজ্য বলিয়া প্রথিত, গর্ব্বিত অভয় সিংহ তাহার রাজসভার যোগ্য শিষ্টাচারের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিলেন না, একবার সম্রাটের সম্মানের বিষয় ভাবিয়া দেখিলেন না। অশিষ্টভাবে সভাসীন পারিষদবর্গকে ত্বরিতপদে অতিক্রম পূর্ব্বক তিনি একবারে সিংহাসনের একটী সোপানপংক্তির উপর আরোহণ করিলেন। সেই সময়ে একজন সম্ভ্রান্ত সভাসদ তাঁহাকে প্রতিরোধ করাতে উদ্ধত রাঠোর রাজকুমার স্বীয় তরবার কোষোন্মুক্ত করিবার উদ্যোগ করিলেন। অমনি সম্রাট "নিজ কণ্ঠহার উন্মোচন করিয়া তাঁহার গলে অর্পণ করিলেন"। তাঁহার তরবার সেই কোষ মধ্যেই আবদ্ধ রহিল। এইরূপে সম্রাটের অপূর্ব্ব বুদ্ধির সাহায্যে সেই অবশ্যম্ভাবী গণ্ডগোল নিরাকৃত হইল। যদি সম্রাটের সেই সময়োচিত বুদ্ধি সহসা উদিত না হইত, তাহা হইলে সেই বিস্তৃত রাজসভা নিশ্চয়ই নরশোণিতে প্লাবিত হইত। কিন্তু তাহা হইলে রাজ্যের মঙ্গল হইত; তাহা হইলে মারবারের ইতিবৃত্তে একটী অনপনেয় গভীরতম কলঙ্ককালিমা স্থান পাইত না, পবিত্র রাঠোরকুল একটী পিশাচোচিত পাপানুষ্ঠানে কখনই দূষিত হইত না। অদৃষ্টদেব রাঠোরকুলের প্রতি নিতান্ত অপ্রসন্ন; নতুবা মহারাজ অজিত অদম্য অধ্যবসায় ও কঠোর পরিশ্রম স্বীকার করিয়া মারবারের যে উন্নতি বিধান করিলেন, তাহা সহসা প্রতিরুদ্ধ হইবে কেন?—নতুবা তাঁহার অমূল্য জীবন স্বদেশের উদ্ধারের পথ পরিষ্কার করিতে করিতে সহসা পাষণ্ড ঘাতুকের হস্তে নিহত হইবে কেন? লিখিতে

লেখনী শিহরিত হয়, হৃদয় স্তম্ভিত হইয়া পড়ে;—সে নৃশংস ঘাতুক—তাঁহারই জ্যেষ্ঠ পুত্র অভয়!

অজিত সর্ব্বসমেত দ্বাদশ পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে অভয়সিংহ সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, এবং ভক্তসিংহ তৎ কনিষ্ঠ। ইহাঁরা উভয়েই চৌহানী মহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। উভয়েই সমান তেজস্বী, সমান উদ্ধত, সমান গর্ব্বিত। অভয়সিংহ দিল্লিতে এবং ভক্ত-সিংহ পিতৃসন্নিধানে অবস্থিত। ১৭৮০ অব্দের ১২ই আষাঢ় দিবসে অভয়সিংহের নিকট হইতে ভক্ত একখানি পত্র প্রাপ্ত হইলেন। পত্রের অভ্যন্তরে যাহা লিখিত ছিল, তাহা পাঠ করিলে অতি পাষণ্ডেরও হৃদয় কম্পিত হইত; কিন্তু, আশ্চর্য্যের বিষয়, ভক্ত সিংহ তাহা অম্লানবদনে পাঠ করিলেন,—তাঁহার হৃদয় মুহূর্ত্তের জন্যও শিহরিল না, হস্ত অণুমাত্রও কাঁপিল না! "যদি পিতাকে হত্যা করিতে পার, তাহা হইলে তোমাকে নাগোরে স্বাধীন রাজা করিয়া দিব, নাগোরের অন্তর্গত পাঁচ শত পঁয়ষট্টি নগর অর্পণ করিব।" বিষাক্ত তীক্ষ্ণ ছুরিকাবৎ এই কয়েকটী পাপকথা সেই লিপি মধ্যে সন্নিবেশিত ছিল! ভক্ত এই পত্র পড়িল, বারবার পড়িল; যতবার পড়িল, ততই আশা বাড়িতে লাগিল, ততই তাহার জিঘাংসাবৃত্তি উত্তেজিত হইয়া উঠিল! "পিতা পরম গুরু, পিতৃহত্যা মহাপাপ; কিন্তু তাহা বলিলে কি হয়? পিতা ত আমাকে রাজ্য দিবেন না। রাজ্য—রাজ্য—রাজ্যই জীবনের মূলাধার। রাজ্যহীন রাজপুত ত কাপুরুষ। তবে আমি এ সুযোগ কেন ছাড়িব?" ভক্ত! হা কাপুরুষ! কি করিবি? পিতৃহত্যা করিবি? যাঁহা হইতে জগৎ দেখিলি, তুচ্ছ রাজ্যের জন্য তাঁহাকে স্বহস্তে বধ করিবি? ভক্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল। তাহার হৃদয়ের আর সমস্ত বৃত্তিই তখন বিলুপ্ত হইয়া একমাত্র সেই পাশবী প্রবৃত্তিই বলবতী রহিল! সে কেবল রাত্রির প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তাহার জননী তাহাকে অত্যন্ত ভয় করিতেন এবং অজিতকে সর্ব্বদা সতর্ক করিয়া দিতেন, যেন তিনি কখনও সন্ধ্যার পর অথবা অরক্ষিত অবস্থায় ভক্তের সহিত সাক্ষাৎ না করেন। কিন্তু রাজা অজিতের যেমন সাহস, তেমনই অপরিমিত বল। মহিষীর কথা তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন এবং বলিতেন "মহিষি! ভক্ত কি আমার পুত্র নহে? সে ত বালক, তাহাকে আবার ভয় কি? তাহাকে ত এক চপেটাঘাত করিলেই তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইবে।"

আষাঢ় মাসের সুদীর্ঘ দিবাভাগ ভক্তের পক্ষে সুদীর্ঘতর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ক্রমে সূর্য্যদেব একবার শেষ দিবসের জন্য অজিতের উপর জলন্ত জ্যোতিঃ বিক্ষেপ করিয়া যেন দারুণ মনোদুঃখে নয়ন মুদ্রিত করিলেন। নিবিড়তমিস্রা অমাবস্যা আসিয়া জগতে দেখা দিল। ঘন ঘন উল্কাপাত ও বিনা মেঘে বজ্রধ্বনি হইতে লাগিল। কিন্তু অজিত সে সকল কিছুই ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। নিয়মিত সন্ধ্যাবন্দনাদির পর আহারাদি সমাপন করিয়া তিনি শয়নমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। ভক্ত যথানিয়মে তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া শয়নগৃহের পার্শ্বস্থ একটী প্রকোষ্ঠে লুকায়িত রহিল। রজনী দ্বিপ্রহর অতীত;—বিশ্ববাসী নিদ্রায় অচেতন; অমাবস্যার নিবিড় তমিস্রার গাঢ় আবরণে সমস্ত জগৎ

নিঃস্পন্দ; যেন সেই দুরাচার ভক্তসিংহের পৈশাচিক অভিলাষ জানিতে পারিয়া নিঃস্পন্দভাবে স্থিত! সেই অন্ধকারবসনা রজনীর অন্ধকারময় ক্রোড়ে যে কত প্রকার বিভীষিকা সংগুপ্ত রহিয়াছে, কত প্রকার লোমহর্ষণ কাণ্ডের অভিনয় হইতেছে, তাহা কে বলিতে পারে? ভক্ত ধীরে ধীরে নিজ গৃহদ্বার উন্মোচন করিল, ধীরে ধীরে নিঃশব্দে জনকের শয়নগৃহ দ্বারে উপনীত হইল এবং অতি সতর্কভাবে রুদ্ধদ্বার উদ্ঘাটন করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিল! কেহ দেখিতে পাইল না; রাঠোরকুলের সর্ব্বনাশ হইতে চলিল, মারবারের অধঃপতনের সূত্রপাত হইল, কেহ দেখিতে পাইল না। যাঁহার হস্তে লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির অদৃষ্টসূত্র ধৃত, অন্তপুর হইতে বহির্গত হইলে শত শত সশস্ত্র রক্ষক যাঁহার চারিদিক বেষ্টন করিয়া গমন করে, যুদ্ধক্ষেত্রে যাঁহার একমাত্র কটাক্ষে লক্ষ লক্ষ রাঠোর বীর সজ্জিত হইয়া থাকে, আজি তাঁহার নিদ্রিতাবস্থায় তাঁহার অমূল্য জীবন এক পাষণ্ড আততায়ী সংহার করিতে অগ্রসর! তিনি যাহার জন্মদাতা, আজি সেই ব্যক্তি পিশাচেরও ঘৃণিত-মার্গে পদক্ষেপ করিয়া স্বহস্তে তাঁহার প্রাণনাশে উদ্যত! নরক কোথায়? কে বলে নরক এই জগৎ হইতে স্বতন্ত্র? যদি তাহা হয়, তবে এই জগৎ সেই নরক অপেক্ষা ভীষণতর—জঘন্যতর। ইহা নরকের নরক।

রাক্ষস ভক্ত চোরের ন্যায় গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল। গৃহে আলোক জ্বলিতেছে; সেই আলোকের বিমল বিভা অজিত সিংহের সারল্যাধার স্বর্গীয় মুখমণ্ডলে প্রতিফলিত হইয়া তাঁহার নিদ্রিত হৃদয়েরও স্বর্গীয় মহান্ ভাব প্রকাশ করিতেছে। যদি কোন সহৃদয় মানব সেই দীপালোক-পরিশোভিত কক্ষ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অজিতের সেই অনুপম মুখমণ্ডল দেখিত, তাহা হইলে তাহার হৃদয় নিশ্চয়ই মোহিত হইত, নিশ্চয়ই সে সংসার ভুলিয়া যাইত। ভক্ত সে মুখমণ্ডল দেখিল; কিন্তু সে সরল, সুকুমার, স্বর্গীয় ভাব তাহার চক্ষে প্রতিভাত হইল না; সে তাহাতে কুটিলভাব দেখিতে পাইল; তাহার বোধ হইল যেন তাহা ভ্রূকুটিবিকৃত! নিকটে একখানি খট্টার উপর মহারাজের অস্ত্রশস্ত্রাদি রক্ষিত ছিল। পিশাচ তন্মধ্য হইতে একখানি তীক্ষ্ণধার ছুরিকা লইয়া নিজ পৈশাচিক দুরভিসন্ধি সাধন করিল! অজিতের জীবনদীপ নির্ব্বাণ হইল, মারবারের পবিত্র ভূমি ভীষণতম পাপানুষ্ঠানে কলুষিত হইল; রাঠোরকুলের রাজলক্ষ্মী করুণরোলে রোদন করিয়া মারবার হইতে পলায়ন করিলেন। এই লোমহর্ষণ পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড হইতে মহারাজ শিবজির পবিত্র কুলে যে ঘোর মহাপাপসঞ্চয় হইল, তাহার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত দুরাচার অভয় ও ভক্তসিংহকে এবং তাহাদের বংশধরদিগকে ভোগ করিতে হইয়াছিল। দুরাচার ভক্তের সেই পাশব অনুষ্ঠানে সমস্ত রাজস্থান তাহাকে শত অভিশাপ প্রদান করিয়াছিল। সেই দিন—সেই দুর্দ্দিনে শোকাচ্ছন্ন ভট্টকবির মুখ হইতে যে শোকোদ্দীপক শ্লোক বহির্গত হইয়াছিল, রাজপুতের হৃদয়ে হৃদয়ে তাহা প্রতিধ্বনিত হইয়া দূর দূরান্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সে শ্লোক উচ্চারণ করিয়া সকলে পিতৃঘাতী রাক্ষসকে শত অভিশাপ প্রদান করিল; আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে বিষম শোক ও দুঃখে নিপীড়িত হইয়া উচ্চকণ্ঠে সমস্বরে বলিল,—

"ভক্ত, ভক্ত বৈরা,
কেঁও মারা অজমল,
হিন্দুয়ানীকা শিওরা,
তুর্কানীকা শাল?"

ভক্ত,—ভক্ত! হিন্দুর গৌরবস্তম্ভ, তুর্কির শেলস্বরূপ অজমলকে কেন মারিলি?

সূর্য্যপ্রকাশ ও রাজরূপক গ্রন্থে এই লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ডের কোন বিবরণই পাওয়া যায় না। গ্রন্থকারদ্বয় কেন যে এ ব্যাপার ছাড়িয়া দিয়াছেন, তাহা বুঝিয়া উঠা দুষ্কর। কথিত আছে, পিতৃহন্তার আদেশক্রমে উক্ত গ্রন্থদ্বয় লিখিত হইয়াছিল; তবে কি সে নররাক্ষস নিজ পৈশাচিক অনুষ্ঠান লোকলোচন হইতে দূরে রাখিবার নিমিত্ত তদ্বিষয়ের সামান্য উল্লেখ মাত্রও উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে সন্নিবেশ করিতে দেয় নাই? অথবা মারবারের ইতিবৃত্ত পাছে অক্ষাল্য জঘন্য কলঙ্কে কলঙ্কিত হয়, এই ভয়ে কবি স্বেচ্ছাক্রমে তাহা ত্যাগ করিয়াছেন? যাহা হউক এই দুইটী তর্কের মধ্যে কোন্‌টী এস্থলে যুক্তিযুক্ত, তাহা নিরূপণ করা কঠিন। "সূর্য্য-প্রকাশ" গ্রন্থে কেবল এইমাত্র লিখিত আছে যে, "অজিত এই সময়ে স্বর্গ গমন করেন," কিন্তু কোন পাষণ্ড ও আততায়ী ব্যক্তি যে, তাঁহাকে তাঁহার সেই গৌরবময় জীবনের মধ্যাহ্নকালে স্বর্গলোকে প্রেরণ করিয়াছিল, তাহার কিছু মাত্র উল্লেখ নাই। "রাজরূপক" গ্রন্থে ঠিক এইরূপ বিবরণই দেখিতে পাওয়া যায়। কবি কর্ণিধন মারবাররাজের সেই রহস্যময় আকস্মিক মৃত্যু বর্ণন করিতে আদৌ সাহস পান নাই; সেই জন্য সেই লোমহর্ষণ বিবরণ একবারে শূন্যে প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন। এইরূপে অভয়সিংহের দিল্লিযাত্রা হইতে অজিতসিংহের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত "রাজরূপক" গ্রন্থে একখানি শূন্যপত্র রহিয়া গিয়াছে; মারবারের ঘটনাপূর্ণ ইতিহাসের একটী প্রয়োজনীয় অধ্যায় পরিত্যক্ত হইয়া রহিয়াছে। মহাত্মা টডের সাহায্যে আমরা যথাসাধ্য সে অধ্যায় পুনঃসমাবেশ করিয়া সেই শূন্য পত্র পূর্ণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। এক্ষণে অজিতসিংহের মৃত্যুর পরবর্ত্তী ঘটনাবলী রাজরূপক গ্রন্থে যেরূপ বিশদ ও মনোহররূপে বর্ণিত আছে, নিম্নে তাহার অবিকল অনুবাদ প্রকটিত হইল।

"অজিতসিংহের দ্বিতীয় মূর্ত্তিস্বরূপ অভয়সিংহ অশ্বপতির সন্নিধানে প্রেরিত হইলেন। এ সংবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহার পিতা আহ্লাদিত হইলেন। কিন্তু এ জগৎ একটী উপকথা—ইহা একটী অলীক বিবরণ। অচিরে হউক অথবা দীর্ঘকাল পরেই হউক কাল সকল বস্তুকেই আক্রমণ করিবে। কোন্ সম্রাট, কোন্ রাজা অনন্ত বিনাশের পথ অতিক্রম করিতে পারেন? এ পথে আমাদিগকে যতদিন ভ্রমণ করিতে হইবে, তাহা পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্ধারিত থাকে;—বাড়াইতে ইচ্ছা করিলেও আমরা তাহা পারি না। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্মকালে বিধাতা তাহার ললাটে তাহার অদৃষ্টলিপি লিখিয়া দেন;—যাহা লিখিয়া দেন, তাহার আর যোগ বিয়োগ সম্ভবে না। সে বিধিনির্ব্বন্ধ অবশ্যই পরিপূর্ণ হইবে। ভগবান্ গোবিন্দের আদেশ ছিল যে, ইন্দ্রাবতার মহারাজ অজিতসিংহ অমরত্ব লাভ করিবেন, এবং এই মহীতলে নিজ যশ রাখিয়া অমরধামে যাত্রা করিবেন।

শত্রুকুলের কণ্টকস্বরূপ অজিত পরলোকে নীত হইলেন। মুসলমানধর্ম্মকে ডুবাইয়া দিয়া তিনি হিন্দুর সনাতন ধর্ম্মকে ভাসমান রাখিয়াছিলেন। প্রত্যক্ষ দিবাকালে মরুভূমির অধীশ্বর বৈকুণ্ঠের পথ আশ্রয় করিলেন; নগর বিষাদ ও শোকে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল; প্রত্যেক নাগরিক পরস্পরের মুখপ্রতি ভয়বিহ্বল নয়ন নিক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিল "আমাদের সূর্য্য অন্তর্হিত হইলেন।" কিন্তু যমরাজের দিবস উপস্থিত হইলে কে তাহা বন্ধ করিতে পারে? পঞ্চপাণ্ডব কি হিমালয়ের অনন্ত তুষারাগারে আবদ্ধ হয়েন নাই? হরিশ্চন্দ্রও এই বিশ্বজনীন বিধানের হাত হইতে নিষ্কৃতি পান নাই; দেবতা, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব, মানব অথবা উরগ, এমন কি বিক্রম অথবা কর্ণ ও সে বিধিনির্ব্বন্ধ অতিক্রম করিতে পারে না; সকলকেই যমের সম্মুখে নতশির হইতে হয়। তবে অজিত কিপ্রকারে অতিক্রমের আশা করিতে পারেন?

"সম্বৎ ১৭৮০ অব্দ, আষাঢ়মাসের ত্রয়োদশ দিবস অমাবস্যা তিথিতে মারবারের অষ্টসামন্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত সপ্তদশ শত যোদ্ধৃপুরুষ একবার শেষকালের জন্য আপনাদের অধিপতির সম্মুখ হইয়া যাত্রা করিল *। রাজার মৃতদেহ একখানি নৌকায় স্থাপন করিয়া তাহারা তাহা চিতার নিকট আনয়ন করিল। সে চিতা চন্দনকাষ্ঠ ও বিবিধ সুগন্ধী পদার্থ এবং তুলা, তৈল ও কর্পূর প্রভৃতি রাশি রাশি আগ্নেয় দ্রব্যে সজ্জীভূত। কিন্তু ইহা শোকের ব্যাপার; সুতরাং কবি কেমন করিয়া ইহা বাড়াইতে পারে? নাজির অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিয়া যেমন "রাও সিদাও" এই বাক্যদ্বয় উচ্চারণ করিলেন, অমনি চৌহানী মহিষী ষোড়শ সখী সমভিব্যাহারে গৃহের বাহির্গত হইলেন এবং উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "আজি একটী আনন্দের দিন; আজি আমার বংশ উজ্জ্বল হইবে; এ জীবন প্রাণনাথের সহিত একত্রে অতিবাহিত হইয়াছে, তবে কেমন করিয়া তাহাকে ছাড়িতে পারি?"

"ভট্টিনী মহিষী যদুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন; তিনি বীরজঙ্গের দুহিতা;— তাঁহার সে বংশ প্রথিতবার যশলের একটী শাখা। চক্রধর ভগবান্ বিষ্ণুর স্তোত্র পাঠ করিয়া তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন "আমি আনন্দের সহিত জীবিতনাথের সঙ্গে যাই; দেখিও দেব, আমার এ পাতিব্রত্য ধর্ম্ম যেন তিনি গ্রহণ করেন, এ অনুগ্রহ তোমারই উপর নির্ভর করিতেছে।" এইরূপেই দেরবলের † মৃগবতী, পবিত্রকুলোদ্ভবা তুয়ার রাণী, সৌররাণী ‡ এবং শিখাবন্তীরাণী হরিনাম কীর্ত্তনপূর্ব্বক আপনাদের জীবিতেশ্বরের অনুগমনে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইলেন। এই ছয়জন রাজমহিষী মৃত্যুকে ভয় করিতেন না; এতদ্ভিন্ন আরও অষ্টপঞ্চাশৎ মহিষী অগ্নিতে নিজ নিজ জীবন আহুতি দিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। তাঁহারা সকলে সমস্বরে বলিলেন "এরূপ একটী সুযোগ আর কখনও হইতে পারে না। আজি যদি আমরা প্রাণেশ্বরের সহগমন না করি, তাহা হইলে রোগ আমাদিগকে আক্রমণ

---

* এই শোকযাত্রায় যাত্রিগণের পদযুগল ও মস্তক অনাবৃত থাকে।

† দেরবল ভট্টিদিগের প্রাচীন রাজধানী।

‡ তুয়ার ও সৌরকুলের বিবরণ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে।

করিয়া আমাদিগের ভবনের ভিতরেই আমাদিগকে সংহার করিবে। এ মানবকুল দুরন্ত যমের একটি গ্রাস মাত্র; যখন, যে প্রকারে হউক এক সময়ে না এক সময়ে তাঁহার হাতে পড়িতে হইবেই হইবে, তখন কেন আমরা জীবিতনাথের সহবাস ত্যাগ করিব? আইস, আমরা এই কলিযুগ ছাড়িয়া চলিয়া যাই।" অমনি সকলে সজ্জিত হইতে লাগিলেন। ভট্টিনী পবিত্র গঙ্গামৃত্তিকায় তিলক কাটিয়া তুলসীমালা স্বীয় গলদেশে ধারণ করিতে করিতে বলিলেন, "জীবিতনাথ বিহনে এ জীবন মৃত্যুর সমান।" শোকবিধুরা রাজবনিতাগণের বাক্যশেষ হইলে নাজির নাথু সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "জননীগণ! ইহা আমোদ অথবা প্রমোদ নহে। যে চন্দনসারে আপনারা অভিষিক্ত হইতেছেন, তাহা এক্ষণে শীতলস্পর্শ; কিন্তু অনলের লোল জিহ্বা যখন চন্দনাঙ্ক মুছিয়া দিবে, তখন কি আপনারা প্রতিজ্ঞা পালন করিতে পারিবেন? যখন আপনাদিগের সুকুমার দেহ অনলস্পর্শে ঝলসিয়া যাইবে, হয় ত তখন আপনাদের সাহস অপগত হইতে পারে, আপনাদের প্রতিজ্ঞা শিথিল হইয়া পড়িতে পারে; সে সময়ে যদি আপনারা সেই কঠোর কার্য্যক্ষেত্র হইতে পলাইয়া আইসেন, তাহা হইলে আপনাদের স্বর্গীয় স্বামীর বিমল চরিত্রে কলঙ্কস্পর্শ হইবে। ভাবিয়া দেখুন, এবং যেরূপ অবস্থায় আছেন, তাহাতেই থাকুন। এতাবৎ কাল কুসুমসুরভিত সুকুমার সামগ্রীর মধ্যে প্রকৃত ইন্দ্রানীর ন্যায় কাল যাপন করিয়া আসিয়াছেন, অগ্নিশিখা দূরে থাকুক সামান্য আকাশ বায়ুও কখন আপনাদিগের দেহ স্পর্শ করে নাই; তবে আজি জলন্ত অনলে কি প্রকারে প্রবেশ করিবেন?" কিন্তু তাঁহার সমস্ত তর্কই নিষ্ফল হইল। তাঁহারা সকলেই সমস্বরে উত্তর করিলেন "আমরা জগৎ ত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু আমাদের জীবিতেশ্বরকে কখনই ত্যাগ করিতে পারি না।" পবিত্র সলিলে স্নান করিয়া সহমরণোদ্যতা সতীগণ মনোহর বসন পরিধান করিলেন এবং একবার চিরজীবনের জন্য রথারূঢ় স্বামীর সম্মুখে প্রণত হইলেন। মন্ত্রী, ভট্ট ও পুরোহিতগণ পর্য্যায়ক্রমে তাঁহাদের সম্মুখীন হইয়া তাঁহাদিগকে নিবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। চৌহানী রাজমহিষীই মহারাজের পাটরাণী। তাঁহার সম্মুখে একত্রিত হইয়া মন্ত্রী ও পারিষদবর্গ বিনীতভাবে বলিলেন, "জননি! আপনি রাজ্যেশ্বরী; আপনি দেহত্যাগ করিলে রাজ্যে সমূহ অমঙ্গলের আশঙ্কা। আপনি ভিন্ন অভয় ও ভক্তকে কে স্নেহের সহিত লালন পালন করিবে? এক্ষণে আপনি ব্রহ্মচর্য্যায় মনোনিবেশ করিয়া দীন দরিদ্রদিগকে পোষণ করুন, ঋষিতপস্বীদিগের সেবায় নিরত হউন।" কিন্তু মহিষী তাঁহার কথা গ্রাহ্য না করিয়া গম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন, "রাজমহিষী কুন্তী স্বীয় পঞ্চপুত্রের গৌরব দেখিবার আশায় স্বামীর অনুগমন করেন নাই; কিন্তু তাঁহার আশা কি সফল হইয়াছিল? এ জীবন ছায়ার ন্যায় অবাস্তব; এ ভবন কেবল দুঃখযন্ত্রণায় পরিপূর্ণ; এক্ষণে আমরা স্বামীর সঙ্গে অনলে প্রবেশ করিয়া এই অসার জীবন শেষ করিব।"

"অমনি শোকবাদ্য বাজিয়া উঠিল; মহাপ্রস্থানের অনুযাত্রিদল ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল;—সকলের মুখে 'হরিনাম' ধ্বনিত। ধারাপতনের ন্যায় ধনরত্নাদি অবিরল প্রদত্ত

হইল। রাজবনিতাদিগের মুখমণ্ডল সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিল। স্বর্গ হইতে ভগবতী উমা আনন্দের সহিত নিম্নদেশে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সেই অদ্ভুত পতিভক্তি ও আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখিয়া মহাদেবী সন্তুষ্ট হইয়া বরদান করিলেন যে, জন্মজন্মান্তরে তাঁহারা অজিতের সহবাসসুখে কখনও বঞ্চিত হইবেন না। সেই প্রচণ্ড চিতা হইতে অবিরল ধূমপুঞ্জ উদ্গত হইয়া গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল; সমবেত দর্শকমণ্ডলী করতালি দিয়া 'খমান! খমান' (উত্তম! উত্তম!) বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। ক্রমে চিতা ভীষণ আগ্নেয় গিরির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। দিব্যাঙ্গনাগণ মানস সরোবরের সুবিমল সলিলে যেমন পরমানন্দের সহিত কেলি করিয়া থাকেন, আজি পতিপ্রাণা রাজ্ঞীগণ সেইরূপ সানন্দমনে সেই জ্বলন্ত চিতানলে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন! কাহারও মুখে সামান্য ভয় বা বৈরাগ্যের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইল না। সানন্দে দেহত্যাগ করিয়া তাঁহারা নিজ নিজ পিতৃকুল উজ্জ্বল করিলেন। মরামর সকলে চমৎকৃত হইলেন। স্বর্গ হইতে দেবকুল 'ধন্য! ধন্য অজিত! তুমি অসি ধারণ করিয়াছিলে! সার্থক তুমি অসুরকুলকে পরাস্ত করিয়া ধর্ম্মের সম্মান রাখিয়াছিলে!" বলিয়া অবিরল সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। আজি এই সতীগণের যশঃসৌরভে জগৎ পরিপূরিত হইল। আজি সাবিত্রী, গৌরী, সরস্বতী, গঙ্গা গোমতী প্রভৃতি দেবমাতৃগণ ইহাঁদের সম্মান করিবার জন্য একত্রিত হইলেন। পঞ্চচত্বারিংশদ্বর্ষ ত্রিমাস ও দ্বাবিংশতি দিবস মাত্র এজগতে জীবিত থাকিয়া মহারাজ অজিত অমরপুরে প্রস্থান করেন!"

এইখানে অজিতের পবিত্র জীবননাট্যের পর্য্যবসান হইল, এইখানে রাঠোরকুলের রঙ্গভূমে একখানি উজ্জ্বলতম নাটকের অভিনয় শেষ হইল। যে সমস্ত প্রথিতনামা নরপতি মরুস্থলীর রাজাসনে উপবেশন করিয়াছেন, মহারাজ অজিত সিংহ তাঁহাদের অন্যতম। ইহাঁর জীবনী পবিত্র;—ইহা বিবিধ ঘটনামালায় জড়িত। যেদিন নৃশংস আরঙ্গজীবের পাশব অত্যাচারে মর্ম্মাহত হইয়া রাঠোরকুলকেশরী মহারাজ যশোবন্ত সিংহ সুদূর হিন্দুকুশের চরণতলে দেহত্যাগ করিলেন, যেদিন তাঁহার শোকবিধুরা বিধবা পত্নী রাঠোরকুলের ঘনান্ধ ভাগ্যগগনের একমাত্র নক্ষত্র স্বরূপ অজিতকে প্রসব করিয়া স্বামীর অনুগমন করিলেন, সেই দিন সেই রাঠোরকুলের সেই শোচনীয় দুরবস্থা দেখিয়া কে ভাবিয়াছিল যে, সেই সদ্যপ্রসূত শিশু কালে যবনদর্প চূর্ণ করিয়া, যবন-রাজের অত্যাচারসমূহের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়া অধঃপতিত রাঠোরকুলকে আবার উন্নতির উচ্চসোপানে উন্নীত করিবেন, দাসত্বশৃঙ্খলিত মারবারকে আবার স্বাধীন করিয়া তুলিবেন? কে ভাবিয়াছিল তাঁহা হইতে পতিত সহস্র রাজপুতকুল আবার উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিবে? যে ঘনীভূত বিপদরাশির অভ্যন্তর হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া অজিত নিজ মহনীয় চরিত্র সংগঠন করিয়াছিলেন; জগতের ইতিহাস খুলিয়া দেখ,—এ বিশাল বিশ্বসংসারের কয়টী মহাপুরুষ সেইরূপ দীন দশা হইতে অভ্যুদিত হইয়া নিজ চরিত্র গৌরব জগতে দেখাইতে পারিয়াছেন? অজিত শৈশবেই পিতৃমাতৃহীন;

তিনি গর্ব্বোন্নত রাঠোরকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তখন তাঁহার রাজ্য, ধন, বিষয়, বিভব সমস্তই শত্রুকর্ত্তৃক অধিকৃত। তাঁহার এমন স্থল ছিলনা যে, তিনি তথায় দাঁড়াইয়া ক্ষণকালের জন্য স্বাধীনভাবে নিশ্বাস ত্যাগ করেন। রাজ্য যাউক, ধন যাউক, বিষয়বিভবের কথা ছাড়িয়া দাও, সেই দীন অবস্থায় তিনি যে কষ্টেসৃষ্টে প্রাণ লইয়া বাঁচিয়া থাকিবেন, তাহাও তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। পাষণ্ড আরঙ্গজীব নৃশংস কংসের নীতি অবলম্বন করিয়া রাঠোরকুলের জীবনস্বরূপ সেই সদ্যপ্রসূত শিশুর প্রাণসংহার করিতে চেষ্টা করিল! একমাত্র রাঠোর সর্দ্দারগণের অসীম রাজভক্তি ও আত্মত্যাগের প্রভাবে অজিত সেই মহাসঙ্কট হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিলেন। তিনি রাজপুত্র, গৌরবান্বিত রাঠোরকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। যে মারবার-ভূমি তাঁহার পিতৃপুরুষগণের লীলানিকেতন, যথায় তাঁহারা দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে শাসন করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে বিচ্যুত হইয়া নির্ব্বাসিতের ন্যায় তাঁহাকে আর্ব্বুধগিরির বিজন কন্দরে বাস করিতে হইল। এত সঙ্কট, এত বিপদ, এত অত্যাচার কচিৎ দুই চারিটী রাজপুত্র সহ্য করিয়াছেন। তথাপি অজিত পূর্ণাবস্থায় পদার্পণ করিতে না করিতেই সেই নিভৃত নিবাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বজ্রের ন্যায় যবনদলের উপর পতিত হইলেন, এবং বিপুল শোণিতব্যয় ও অসীম বীরত্ব প্রকাশ করিয়া আরঙ্গজীবের অত্যাচারের প্রতিশোধ লইলেন,—সেই নৃশংস যবনরাজের হস্ত হইতে স্বীয় পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিলেন।

সৌভাগ্যবশতঃ অজিতসিংহ অনুরক্ত সামন্তদলের সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার সেই নিঃসহায় অবস্থায় যদি তাঁহারা হৃদয়শোণিত দিয়া তাঁহাকে রক্ষা না করিতেন, তাহা হইলে মহারাজ যশোবন্তের সহিতই রাঠোরকুলের সৌভাগ্যতপন অস্তমত হইত, মারবারের ইতিহাস অন্যমূর্ত্তি ধারণ করিত। কিন্তু সেই বিশ্বস্ত সামন্তগণ সর্ব্বসুখে জলাঞ্জলি দিয়া স্বহস্তে আপনাদের হৃৎপিণ্ড ছেদন করিয়া সেই পিতৃমাতৃহীন রাজকুমারকে ভীষণ বিপদরাশি হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। এমন কি তজ্জন্য তাঁহারা জীবনের জীবনস্বরূপিনী মহিলাগণের প্রাণসংহার করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই। এরূপ জলন্ত রাজভক্তি, স্বদেশপ্রেম, ও আত্মত্যাগ অপেক্ষা উজ্জ্বলতর দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় না। সামন্তগণের এইরূপ মহনীয় চরিত্রদ্বারাই সামন্তপ্রথার কালিমাকলঙ্কিত চিত্র গৌরবজ্যোতিতে উজ্জ্বলিত হইয়া থাকে।

হিন্দু চিরকাল রাজভক্ত। রাজা বালক হইলেও হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র তাঁহাকে দেবতার ন্যায় পূজা করিতে আদেশ দিয়াছে। হিন্দু এ আদেশ প্রাণপণে পালন করিয়া আসিয়াছেন। রাজা হিন্দুর ঐহিক উন্নতিপথের প্রধান নেতা। রাজদর্শনকে হিন্দু মহাপুণ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। হিন্দুর এই প্রগাঢ় রাজানুরাগ রাঠোর সর্দ্দারগণের চরিত্রে কেমন উজ্জ্বলভাবে দেদীপ্যমান রহিয়াছে! "আমাদের অধিপতিকে যতক্ষণ না দেখিতেছি, ততক্ষণ পানভোজনে রুচি হইতেছে না।" কি সরল, কি অকপট হৃদয়ভাব! প্রগাঢ় রাজভক্তির কেমন জলন্ত দৃষ্টান্ত এই কয়েকটী কথার অক্ষরে অক্ষরে জড়িত রহিয়াছে! যে রাজাকে দেখিবার জন্য তাঁহারা এত উৎসুক হইয়াছিলেন,

তাঁহাকে সাত বৎসর দেখিতে পান নাই। তথাপি তাঁহারা তাঁহার জন্য অম্লানবদনে হৃদয়শোণিত অবিরলধারে নিঃসারিত করিয়াছেন। তাহার পর যেদিন তাঁহারা সেই বালক রাজাকে দেখিয়া নয়নমন চরিতার্থ করিলেন, সেই দিন তাঁহাদের আনন্দের আর সীমা রহিল না। সে আনন্দ বিমল,—তাহা স্বর্গীয়। ভট্টকবি তাঁহাদের সেই আনন্দে আনন্দিত হইয়া বীণাতন্ত্রী ধ্বনিত করিয়া সুমধুরতানে গাহিয়া উঠিলেন "সৌরকরসংস্পর্শে শতদল যেমন প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে, শিশুরাজাকে দেখিতে পাইয়া রাঠোরদিগের মানসকমল সেইরূপ বিকশিত হইয়া উঠিল।"

যে ভয়াবহ ধর্ম্মযুদ্ধ অজিত ও তাঁহার সহকারী বীর সন্ন্যাসিগণের প্রধান সাধনা। তাহাতে সংলিপ্ত হইয়া রাজস্থানের প্রত্যেক সামন্ত সম্প্রদায় স্বদেশোদ্ধারের জন্য ক্রমাগত ষড়বিংশতি বৎসর ধরিয়া যে বিপুলপ্রবাহে হৃদয়শোণিত দান করিয়াছিল, তাহার প্রদীপ্ত প্রমাণ ভট্টকবিগণের মোহিনী তুলিকার প্রভাবে আজিও জীবন্ত রহিয়াছে; কিন্তু ইহাই যথেষ্ট প্রমাণ নহে। রাজপুতানার সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিলে সেই সমস্ত বীরসন্ন্যাসিগণের পবিত্র ভস্মরাশির উপর যে সকল স্মারকস্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়, প্রকৃতি সতী স্বয়ং যেন তৎসমুদায়ের অভ্যন্তর হইতে উচ্চগম্ভীরকণ্ঠে সেই স্বদেশপ্রেমিক মহাপুরুষগণের অমরত্ব ঘোষণা করিতেছে। যদি কেহ এতৎসমুদায়ের উপর বিশ্বাস না করেন, যদি কেহ ভট্টকবিদিগকে পক্ষপাতী বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা একবার সেই ভীষণ সংগ্রামের সমসাময়িক মুসলমান ঐতিহাসিকগণের বিবরণ পাঠ করিয়া দেখুন,—দেখুন সেই ভিন্নদেশীয়, ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী ইতিহাসবেত্তৃগণও কেমন মুক্তকণ্ঠে তাঁহাদের বীরত্ব, স্বদেশপ্রেমিকতা ও আত্মত্যাগ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

অজিতসিংহ যেরূপ প্রভূত বলশালী, সেইরূপ একজন হৃদয়বান্ নরপতি ছিলেন। ভুজবিক্রম তাঁহার একটী পৈতৃক ধর্ম্ম। অতি অল্প বয়সে অজিত সেই মহান্ পৈতৃকধর্ম্মের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। একাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে যখন তিনি রাজধানীতে নিজ জাতিবৈরীর সহিত সাক্ষাৎ করেন, তখন সেই সমবেত রাজন্য ও পারিষদমণ্ডলীর সম্মুখে তিনি যে সাহসিকতা ও উচ্চহৃদয়তা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার মহিমা রাজপুত ভিন্ন অন্য কাহারও বোধগম্য নহে। সেই দীর্ঘকালব্যাপী সমরাভিনয়ের মধ্যে প্রতিবর্ষ যে সকল ধারাবাহিক যুদ্ধকাণ্ড অভিনীত হইয়াছিল, অজিত তৎসমুদায়ের অনেকগুলিতেই সমগ্র রাঠোরবলকে অতি বিচক্ষণতার সহিত চালিত করিয়াছিলেন। সেই সমস্ত যুদ্ধব্যাপারের মধ্যে একমাত্র শম্বরযুদ্ধের উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। এই যুদ্ধের পর হইতেই সম্রাটসভায় অজিতের প্রতিষ্ঠা বাড়িয়া উঠে। তথায় তিনি যে স্বীয় প্রভুত্ব প্রচুর পরিমাণে পরিচালন করিয়াছিলেন, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। হতভাগ্য ফিরকশিয়র হইতে মহম্মদ পর্য্যন্ত যে সকল যবন নৃপতি তৈমুরের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলকেই অজিতের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে হইয়াছিল; তাঁহার অনুগ্রহ ভিন্ন কেহই পূর্ণমনোরথ হইতে পারেন নাই। অজিত মুসলমানদিগকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। তিনি জানিতেন যে, মুসলমান

মাত্রই হিন্দুর ধর্ম্ম ও স্বাধীনতার ভীষণ শত্রু। এই ধারণানিবন্ধন অজিত মুসলমান কুলের সর্ব্বনাশ কামনা করিতেন এবং সুবিধা ও সুযোগ পাইলে, যে কোন উপায়ে হউক, সেই কামনা চরিতার্থ করিতে চেষ্টার ক্রটি করিতেন না। যদিও তাঁহার সেই চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হয় নাই, তথাপি তিনি চিরজীবন সে কামনা ত্যাগ করিতে পারেন নাই।

অজিতের মহনীয় চরিত্র সম্পূর্ণ বীরযোগ্য ও সুবিমল; কিন্তু সেই সুবিমল চরিত্রে একটী অনপনেয় কলঙ্কের গভীর কালিমা দেখিতে পাওয়া যায়। রাজরূপকগ্রন্থে এ কলঙ্কের কোন উল্লেখই পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু মহাত্মা টড সাহেব তাহা বিষয়ান্তরে অবগত হইয়া স্বপ্রণীত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সে কলঙ্ক সামান্ত নহে; তাহাতে অজিতের মাহাত্ম্য ও উদারতা অনেক পরিমাণে অধঃকৃত হইয়া পড়িয়াছে। যে দুর্গাদাস অজিতের পরম মিত্র, যিনি তাঁহার শৈশবের রক্ষক, যৌবনের শিক্ষক এবং সংসারক্ষেত্রের একমাত্র পথপ্রদর্শক; কথিত আছে, অজিত সেই মহাপুরুষকে বার্দ্ধক্যে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন! ইহা কি সত্য? সত্যই কি অজিত তৎকৃত অসীম মহোপকার ভুলিয়া তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন? একথা মনে হইলে সকলই স্বপ্নের স্থায় বোধ হয়। যে দুর্গাদাস রাজপুত্রের মঙ্গলার্থ সমূহ ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন; যিনি একমাত্র তাঁহারই মুখ চাহিয়া সম্রাটপ্রদত্ত সমস্ত ধন ও সম্মান উপেক্ষা করিয়াছিলেন,—যাহা গ্রহণ করিলে তিনি রাঠোররাজের সমকক্ষ হইতে পারিতেন—অজিত কৃতজ্ঞতার পবিত্র মস্তকে পদাঘাত করিয়া তৎকৃত সমস্ত উপকার ভুলিয়া গিয়া অবশেষে তাঁহাকেই দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন? যে দেশ তাঁহারই অমানুষিক বীরত্ব, অদম্য সাহস ও অধ্যবসায় এবং অসীম রণদক্ষতার প্রভাবে যবনের করালগ্রাস হইতে মুক্ত হইয়াছিল, সেই দেশ তাঁহার বৃদ্ধাবস্থায় তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিল না! যদি একথা সত্য হয়, তবে পণ্ডিতবর চাণক্যের অমূল্য উপদেশ অনুসরণ করিয়া কেহ যেন রাজকুলকে বিশ্বাস করেন না। কবে যে অজিত এই হেয় ও জঘন্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহার কোন বিবরণই কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। রাণার দপ্তরখানায় পুরাতন বিবরণাবলী অনুসন্ধান করিতে করিতে মহাত্মা টড্ সাহেব একদা কতকগুলি প্রাচীন সম্বাদপত্র প্রাপ্ত হয়েন। সেই সমস্ত সম্বাদ পত্র বাহাদুর শাহের শিবির হইতে লিখিত হইয়াছিল। তন্মধ্যস্থ একখানি পত্রে এই কয়েকটী কথা লিখিত ছিল; "দুর্গাদাস স্বীয় সামন্তবর্গের সমভিব্যাহারে উদয়পুরে পেশোলা সরোবরের তটোপরি শিবির স্থাপন করিয়া বৃত্তিস্বরূপ রাণার নিকট হইতে প্রত্যহ পাঁচ শত টাকা প্রাপ্ত হইতে-ছিলেন। তাঁহাকে সমর্পণ করিতে সম্রাট (বাহাদুর শাহ) রাণার প্রতি আদেশ প্রচার করেন; কিন্তু রাণা সদর্পে সে আদেশ অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন।" এই বিবরণ পাঠ করিবা মাত্র টড মহোদয়ের মনোমধ্যে বিষম কৌতূহল ও উদ্বেগের উদয় হইল। তিনি অমনি একজন বিজ্ঞ যতির উপর তাহার মীমাংসাভার অর্পণ করিলেন। সেই যতি পণ্ডিত মারবারের ঐতিহাসিক বিবরণাবলি বিলক্ষণ বিদিত ছিলেন। সাহেবের নিকট উক্ত বার্ত্তা অবগত হইবামাত্র তিনি অমনি একটী শ্লোক উচ্চারণ করিলেন:

"দুর্গা, দেশ্‌সে করযিয়া
"গোলা, গঙ্গানী!"

"দুর্গা দেশ হইতে বহিষ্কৃত হইলেন এবং গঙ্গানী একজন গোলামের হস্তে অর্পিত হইল!"

গঙ্গানী, লুনীনদীর উত্তরতীরে স্থাপিত; দুর্গাদাস যে কর্ণোট সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ ছিলেন, ইহা তাঁহাদেরই ভূমিবৃত্তির প্রধান নগরী। ইহা এক্ষণে খাসমহলের অন্তর্ভুক্ত। গঙ্গানী কবে যে এরূপ হস্তান্তরিত হইয়াছে, তাহা আমরা অবগত নহি। যদিচ ইহা এক্ষণে কর্ণোটদিগের হস্তচ্যুত, তথাপি তাঁহারা এখনও আপনাদের পিতৃপুরুষগণের সেই প্রাচীন রাজধানীতে গমন করিয়া আত্মীয়স্বজনগণের অন্ত্যেষ্টিবিধান সমাপন করিয়া থাকেন। তথায় তাঁহাদের অনেকগুলি স্মারকস্তম্ভ ও চৈত্যাদি দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সকল স্মারক স্তম্ভের মধ্যে বীরবর দুর্গাদাসের পবিত্র চিতাবেদিকা স্থাপিত আছে কিনা বলা যায় না। কিন্তু তৎসমুদায়কে দেখিবামাত্র বীরসন্ন্যাসী দুর্গাদাসকে মনে পড়ে; অমনি তাঁহার অন্তিম দুর্দ্দশার কথা স্মৃতিপথে উদিত হওয়াতে হৃদয় প্রবল শোকবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে এবং তখনই মনে হয়, মানব অকৃতজ্ঞ,—এ জগৎ অকৃতজ্ঞতা, স্বার্থপরতা ও বিশ্বাসঘাতকতার অন্ধনরককূপ!

দশম অধ্যায়।

অভয়সিংহের পিতৃহত্যাই মারবারের অধঃপতনের প্রধান কারণ;—স্বহস্তে সম্রাটের অভয়সিংহকে অভিষেককরণ;—অভয়সিংহের যোধপুরে প্রত্যাগমন;—তাঁহার অভ্যর্থনা;—তাঁহার পুরোহিত ও ভট্টকবিদিগকে ধনদান;—কর্ণকবি;—অভয়ের নাগোর জয় এবং স্বীয় ভ্রাতা ভক্তের হস্তে তৎপ্রদেশ সমর্পণ;—অভয়সিংহের হস্তে ভূমিয়াদিগের পরাজয়;—সম্রাটের সভাভিমুখে যাত্রা এবং তদুপলক্ষে নগরাদি দর্শন;—বসন্তরোগের আক্রমণ;—সম্রাটসভায় গমন;—গুর্জ্জরের রাজপ্রতিধি এবং দক্ষিণাবর্ত্তের রাজা জঙ্গলির বিদ্রোহিতা;—বিদ্রোহীদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার নিমিত্ত বীরাপ্রদান;—সমবেত সভাসদ্‌গণকে বীরাগ্রহণে অসম্মত দেখিয়া রাঠোররাজের তাহা গ্রহণ;—তাঁহার আজমীর দর্শন;—পুষ্করে অম্বররাজের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ;—সাম্রাজ্যের সর্ব্বনাশ কল্পনা;—মৈরতানগরে বুধি সিংহের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ;—যোধপুরে প্রত্যাগমন;—মঙ্গলাচরণ;—মীনগণের অত্যাচার;—রাজপুতসামন্তসেনার বিবরণ;—শিরোহীর মীনদিগকে অভয় সিংহের দমন;—শিরোহীরাজের সন্ধি প্রার্থনা;—অভয়সিংহের সাহায্যার্থ তাঁহার সেনা সাহায্য;—আহ্মদাবাদের বিরুদ্ধে তাঁহার যুদ্ধ যাত্রা;—তত্রত্য শাসনকর্ত্তাকে আত্মসমর্পণার্থ আহ্বান;—রাজপুতের সমরসভা;—সেনাদলের সম্মুখভাগ পরিচালনার্থ ভক্তের মনোভিলাষ;—যুদ্ধার্থ মঙ্গলাচরণ;—শিরবুলন্দের আত্মরক্ষার্থ কৌশল;—যুদ্ধ;—রাজপুতদিগের জয়লাভ;—শিরবুলন্দের আত্মসমর্পণ;—সম্রাটের নিকট তাঁহাকে বন্দীরূপে প্রেরণ;—অভয়সিংহের গুর্জ্জর শাসন;—তাঁহার যোধপুরে প্রত্যাগমন।

যে দিন দুরাচার অভয়সিংহ পিতৃহত্যারূপ মহাপাপের অনুষ্ঠান করিলেন, সেইদিন রাঠোরকুলের সৌভাগ্য-তপন অস্তমিত হইল, সেইদিন মারবারক্ষেত্রে যে অমঙ্গলের সূত্রপাত হইল, তাহা আর কেহই নিরাকৃত করিতে পারিল না। প্লক্ষপ্ররোহ যেমন

সৌধশিখরে অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত অট্টালিকাকে শতধা বিদারিত করিয়া দেয়, এই অমঙ্গল সেইরূপ ক্রমে ক্রমে বিস্তৃত হইয়া মারবারভূমিকে সহস্রধা স্ফুটিত করিয়া ফেলিল; অবশেষে রাঠোরকুলের সিংহাসন সমূলে উৎপাটিত হইয়া পড়িল। অভয়ের সেই মহাপাপের প্রতিফল তাঁহার বংশধরদিগকে ভোগ করিতে হইয়াছিল। মারবারের নিতান্ত দুর্ভাগ্য, তাই অভয়সিংহের সেই দুর্ম্মতি ঘটিয়াছিল। যদি তাহা না হইত, যদি তিনি রাজ্যলাভার্থ উপযুক্ত অবসরের প্রতীক্ষায় থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহার বংশধরগণ ভারতে শ্রেষ্ঠ প্রতাপশালী নরপতি হইয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রচণ্ড বিক্রমস্রোত প্রতিরোধ করিতে সক্ষম হইতেন।

ভট্টগ্রন্থে কথিত আছে, "মহারাজ অজিৎসিংহ সম্বৎ ১৭৮১ অব্দে অমরধামে যাত্রা করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর সম্রাট মহম্মদশাহ স্বহস্তে অভয়সিংহের ললাটে রাজতিলক, হস্তে তরবার, কটিবন্ধে রত্নমণ্ডিত ছুরিকা এবং শিরোদেশে কীরিটদ্বারা তাঁহাকে সজ্জিত করিয়া মারবারের সিংহাসনে স্থাপন করিলেন এবং ছত্র, চামর, নহবৎ ও মাকরা এবং নানাপ্রকার মহামূল্য উপহারে তাঁহাকে পুরস্কৃত করিলেন;—এমন কি অমরের বংশধরের হস্ত হইতে নাগোর কাড়িয়া লইয়া তাঁহার সনন্দের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিলেন। সম্রাটের এই সকল সুপ্রসাদ লাভ করিয়া রাঠোর রাজা তন্নিকটে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক পিতৃরাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন। নগর, গ্রাম ও পল্লীসকল অতিক্রম করিয়া তিনি রাজধানীর অভিমুখে যত অগ্রসর হইতে লাগিলেন, নাগরিক ও জানপদবর্গ ততই তাঁহাকে নানাপ্রকারে অভ্যর্থনা করিতে লাগিল। তাহারা পূর্ণকলস * ধারণ করিয়া দলে দলে তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিল। অনন্তর যোধপুরে উপস্থিত হইয়া তিনি স্বীয় সর্দ্দার, চারণও ভট্টদিগকে ধনরত্ন এবং কুলপুরোহিতদিগকে ভূমিদান করিয়া সকলকে পরিতুষ্ট করিলেন।"

রাঠোররাজ অভয়সিংহের শাসনকাল আলোচনা করিবার অগ্রে আমরা তাঁহার সভার রত্নস্বরূপ কবিবর কর্ণের সংক্ষিপ্ত জীবনী অনুশীলন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কর্ণ যেরূপ উচ্চকুলে সম্ভূত; সেইরূপ উচ্চ গুণগ্রামে বিভূষিত। যে মহাকবি কনোজের শেষ অধীশ্বর মহারাজ জয়চাঁদের মহতী-সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, যাঁহার মোহিনী তুলিকা জগতে একখানি উজ্জ্বলতম কাব্যরত্ন প্রসব করিয়া গিয়াছে, কবিবর কর্ণ সেই মহাকবির পবিত্রকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কর্ণ যেরূপ কবি, সেইরূপ একজন প্রতিভাসম্পন্ন রাজনীতিজ্ঞ ও রণপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার এই তিনটী মহনীয় গুণের ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। যে প্রচণ্ড অন্তর্বিপ্লব হইতে একদা মারবারের সর্ব্বনাশ হইবার উপক্রম হইয়াছিল, তাহা একমাত্র কর্ণের রাজনীতি

---

* এরূপ সময়ে গ্রামের প্রতিগৃহের এক একটী মহিলা মস্তকে পূর্ণ কলস ধারণ করিয়া গ্রামপতির নিকট গমন করে। তথায় এইরূপে সকলে একত্রিত হইলে শ্রেণীবদ্ধভাবে অভ্যাগত ব্যক্তিকে অভ্যর্থনার্থ মঙ্গল সঙ্গীত গান করিতে করিতে প্রকাশ্য রাজপথে অগ্রসর হয়। ভারতবন্ধু মহাত্মা টড সাহেব অনেকবার এরূপ অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

জ্ঞানের প্রভাবে নিবারিত হয়। তিনি যোদ্ধা; যে অসীম বিক্রম ও রণনৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া একটী দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহার বিবরণ ইতঃপর প্রকাশিত হইবে। তিনি কবি ও পণ্ডিত; সুধাময় সূর্য্যপ্রকাশ গ্রন্থ ইহার একটী জ্বলন্ত নিদর্শনস্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে। তৎপ্রণীত গ্রন্থের সূচনা পাঠ করিলে বিশেষ প্রতীতি জন্মিবে যে, তিনি কেবল স্বীয় পিতৃপুরুষগণের কুহকিনী কবিত্ব শক্তিতে বিভূষিত ছিলেন না, পরন্তু সেই অপূর্ব্বশক্তির গৌরব রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। যশোমন্দিরের সুবর্ণ আসনে প্রতিষ্ঠালাভ করিবার পূর্ব্বে তিনি ব্যাকরণ, কাব্য ও অলঙ্কার প্রভৃতি যে সকল কঠিন শাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার অদ্ভুত কবিত্বশক্তি বিস্ফুরিত হইয়াছিল। একদা তিনি যোধগড়ের তোরণশীর্ষে * উপবিষ্ট হইয়া বীণাবাদনে জগৎকে মোহিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বাস্তবিক কবিবর কর্ণ ভট্টকুলের মনোহর ইতিহাসে একটী নূতন যুগের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। দিন গিয়াছে, সেই সঙ্গে রাঠোরকুলের রঙ্গভূমে গভীর যবনিকা পতিত হইয়াছে, দুর্জ্জয় কালের লৌহহস্তের ভীষণ প্রহারে গর্ব্বোন্নত রাঠোরের গৌরবগরিমা চূর্ণিত হইয়া মরুভূমে অবলুণ্ঠিত হইতেছে; কিন্তু সেই কবিবর,—ভগবতী বীণাপাণির সেই অদ্বিতীয় বরপুত্র রাঠোরের সেই পতনোন্মুখ গৌরবমন্দিরের অভ্যন্তরে উপবেশনপূর্ব্বক জগৎকে যে সুধাময় গাথা শুনাইয়া গিয়াছেন, আজিও তাহা ভারতবাসীর কর্ণকুহরে মধুরনিক্কণে ধ্বনিত হইতেছে; সেই কবিকথা মহারাজ শিবজির আধুনিক অধঃপতিত বংশধরদিগের একমাত্র সান্ত্বনার বস্তু; তাঁহাদের মহনীয় চরিতমালার দরিদ্র আখ্যায়কের একটী প্রধান আদরের সামগ্রী।

নবীন রাজা স্বীয় অভিষেকজনিত আমোদপ্রমোদ আর অধিকদিন ভোগ করিতে পারিলেন না; কেননা সে আনন্দোৎসবে নিবৃত্তি দিয়া অচিরে তাঁহাকে নাগোরের বিরুদ্ধে যুদ্ধসজ্জা করিতে হইল। সম্রাটের সহিত অজিতের বিবাদকালে উক্ত জনপদ মুন্দরের প্রাচীন রাজবংশের হস্তে অর্পিত হইয়াছিল। এক্ষণে অভয়সিংহ তাহা স্বীয় প্রচণ্ড ভুজবলের সাহায্যে উদ্ধার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া ভীষণ যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। এতদ্বিবরণ ভট্টগ্রন্থ হইতে অবিকল অনুবাদিত হইল।

"যেদিন মোগল সাম্রাজ্যের সমস্ত সেনা একত্র সমবেত হইয়া আজমিরনগর অবরোধ করিয়াছিল, সেইদিন জিজিয়া সংগ্রাহক ইরাদৎ খাঁ ইন্দকে স্বহস্তে নাগদুর্গের সিংহাসনে অভিষেক করেন। কিন্তু হোলী † উৎসব অতীত হইবামাত্র যুদ্ধের আয়োজন হইতে লাগিল; জ্বালামুখীর অবতারদিগের ‡ আয়সদেহ পূতজলে বিধৌত হইল; অতঃপর রাজপুতগণ ছাগ পশু উৎসর্গ করিলেন এবং তৈল, সিন্দুর ও তাহাদের শোণিত দিয়া

---

* প্রাসাদের তোরণ দ্বার কবি কর্ণের প্রধান বাসস্থান। সেই তোরণের উচ্চ বারান্দায় বসিয়া তিনি কাব্য রচনা করিতেন।

† এই উৎসবের বিস্তৃত বিবরণ রাজস্থান, প্রথমখণ্ড, ৫৯৫-৯৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

‡ কামানগুলি এস্থলে জ্বালামুখীর অবতার নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে রাজপুতগণ অস্ত্রশস্ত্রসমূহের এইরূপে সৎকার করিয়া থাকেন।

সেই পবিত্র আগ্নেয়াস্ত্রসমূহকে অভিসিঞ্চিত করিয়া লইলেন। পটগৃহের উপকরণাবলি বাহিত হইতে লাগিল। এই যুদ্ধসজ্জার বিবরণ শ্রবণে রাও ইন্দ্র ভীত হইয়া রাজকীয় সনন্দ ও অম্বররাজ জয়সিংহের সাক্ষ্য রাঠোররাজের সম্মুখে ধারণ করিলেন। কিন্তু অভয়সিংহ তাহা গ্রাহ্য করিলেন না। অচিরে নাগোর অবরুদ্ধ হইল। ইন্দো স্বীয় সম্মানসম্ভ্রম ও দুর্গ অভয়সিংহের চরণতলে স্থাপন করিলেন। অনন্তর ভক্ত সেই নবজিত জনপদে স্বীয় অগ্রজ কর্তৃক অভিষিক্ত হইলেন। মিরার, যশল্মীর, বিকানীর ও অম্বরের অধিপতিগণ অভয়ের নিকট অনুনন্দন পত্র প্রেরণ করিলেন। সেই সকল আনন্দলিপি প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় প্রজাবর্গের আনন্দোল্লাসের সহিত তিনি নিজ রাজধানীতে প্রত্যাগত হইলেন। সম্বৎ ১৭৮১ অব্দে এই ব্যাপার সংঘটিত হয়।

"১৭৮২ অব্দে মহারাজ অভয়সিংহ স্বীয় রাজ্যের পশ্চিম প্রান্তস্থিত ভীষণস্বভাব ভূমিয়াদিগকে দমনার্থ অসি উদ্যত করিলেন। তাঁহার সেই জলন্ত বিক্রম প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া সিন্দিল, দেবর, বালা, বোরা, বলিচা ও সোদাগণ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইল।

"১৭৮৩ অব্দে দিল্লিতে সম্রাট সদনে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত অভয়সিংহের প্রতি আদেশ প্রচারিত হইল। সম্রাটের উক্ত আদেশ শিরোদেশে ধারণ পূর্ব্বক তিনি স্বীয় সর্দ্দার ও সামন্তদিগকে একত্রিত করিয়া দিল্লিযাত্রায় বহির্গত হইলেন। রাজ্যসীমা অতিক্রম করিবার পূর্ব্বে তিনি স্বীয় নগর ও জনপদ সমূহে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক রাজ্যের সেনাবল পরিদর্শন, প্রজাকুলের অভাবমোচন এবং বিশৃঙ্খলা দূরীকরণ করিতে লাগিলেন। পর্ব্বতশিরে তিনি বসন্তরোগে আক্রান্ত হয়েন। তাঁহাকে অমঙ্গল হইতে রক্ষা করিবার জন্য রাজপুতগণ জগরাণীকে স্মরণ করিল *।

"১৭৮৪ অব্দে রাঠোর রাজা দিল্লিনগরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার উপস্থিতি-বার্ত্তা অবগত হইবামাত্র সম্রাট প্রধান সামন্তকে তাঁহার প্রত্যুদ্গমনার্থ প্রেরণ করিলেন। অনন্তর তিনি সভাস্থলে উপস্থিত হইলে সম্রাট তাঁহাকে সাদরে নিকটে আহ্বান করিয়া বলিলেন "স্বাগত, খোসবক্ত, মহারাজা রাজেশ্বর, আজি অনেক দিনের পর আমরা একত্রিত হইলাম; আজি আমার পরম সুখ অনুভব হইতেছে; আজি আমখাসের গৌরব দ্বিগুণিত হইল।" অভয়সিংহ সম্রাটের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলে দিল্লীশ্বর তাঁহার অভয়পুর বাসভবনে উত্তর প্রদেশের সুমিষ্ট বিবিধ ফল এবং সুরভিত তৈল ও গোলাপজল পাঠাইয়া দিলেন।"

সম্রাটের অনুগ্রহে মরুভূমির অধীশ্বর রাজ্যের সমস্ত সামন্তবর্গের শিরোদেশে আসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সম্বৎ ১৭৮৪ অব্দের শেষভাগে শিরবুলন্দ খাঁ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। এই বিদ্রোহ রাঠোরদিগের বীরত্ব এবং মারবারের ভট্টগণের কবিত্ব-শক্তির একটী প্রধান উত্তেজক। কেননা এতদুপলক্ষে উভয়েই আপনাপন গৌরববৃদ্ধির সমূহ উপকরণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভট্টকবি তৎসম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন :—

---

* রাজপুতগণ শীতলা দেবীকে প্রায় জগরাণী নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

"দক্ষিণাবর্ত্তের বিবাদ বিষম্বাদ দিন দিন বাড়িতে লাগিল। সাজাদা জঙ্গলী বিদ্রোহী * হইয়া উঠিলেন এবং ষষ্টি সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে মালব, সুরাট ও আহ্মদপুরের শাসনকর্ত্তাদিগকে আক্রমণ করিলেন। তাঁহার হস্তে সম্রাটের প্রতিনিধি গিরিধর বাহাদুর, ইব্রাহিম কুলি, রস্তমআলি এবং মোগল সুজৎ নিপাতিত হইলেন।

"এই সমাচার সম্রাটের কর্ণগোচর হইলে বিদ্রোহদমনার্থ তিনি শিরবুলন্দ খাঁকে পঞ্চাশৎ সহস্র সৈন্যের অধিনায়কত্বে অভিষেক করিলেন। তাহাদের ভরণপোষণার্থ এক ক্রোর টাকা প্রদত্ত হইল। সেই বিশাল সেনাদল লইয়া শিরবুলন্দ বিদ্রোহীর বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। কিন্তু তাঁহার অগ্রগামী দশ সহস্র সৈন্য প্রথম যুদ্ধেই পরাজিত হওয়াতে তিনি বিদ্রোহীদলের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন এবং তৎপ্রদেশের একাংশ গ্রহণে সম্মত হইলেন।"

দুরাকাঙ্ক্ষ সেনাপতি একবার নিজ কর্ত্তব্য ভাবিয়া দেখিলেন না; সম্রাট তাঁহাকে যে উদ্দেশ্যে সৈন্যসহ প্রেরণ করিলেন, সে উদ্দেশ্য সাধন করিয়া অবশেষে সেনাপতি স্বয়ংই তাহার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বিদ্রোহ দমন করিয়া অবশেষে স্বয়ং বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার বিদ্রোহবার্ত্তা অচিরে সম্রাটের কর্ণগোচর হইল। সম্রাট দ্বিসপ্ততি † ওমরা দ্বারা পরিবৃত হইয়া সভাস্থলে সমাসীন আছেন, এমন সময়ে দূত আসিয়া শিরবুলন্দের বিদ্রোহের কথা নিবেদন করিল। সভাস্থ সকলেই চমকিত হইলেন। সম্রাটের নয়নদ্বয় হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। তিনি রোষ ও জীঘাংসায় অধর দংশন করিয়া দূতের প্রতি আদেশ করিলেন, "উচ্চকণ্ঠে এই বিবরণ পাঠ কর।"

অমনি সভার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া গম্ভীর কণ্ঠে রাজদূত সেই বিবরণ সর্ব্বসমক্ষে পাঠ করিতে লাগিল। "শিরবুলন্দ গুর্জ্জর জয় করিয়া আপনাকে স্বাধীন বলিয়া পরিচয় দিয়াছে। তাহার ভুজবলে কোলীগণ চূর্ণ হইয়া ধূলিসাত হইয়াছে; মণ্ডল, ঝালা, চৌরসিমা, ভাগল, ও গোহিলগণ পরাস্ত হইয়া তাহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে এবং বল্লগণ প্রায় উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে। হাল্লর তাহাকে করদানে সম্মত হইয়াছে এবং ভূমিয়াগণ আপনা হইতে স্ব স্ব দুর্গাবাস পরিত্যাগ করিয়া তাহার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। আজি সে আহ্মদাবাদে রাজা হইয়া দাক্ষিণীদিগের সহিত একতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছে। আজি সমগ্র 'সপ্তদশ সহস্র' তাহাকে 'রাজা' বলিয়া মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছে।"

"সম্রাট দেখিলেন যে, এই বিদ্রোহ দমন না করিলে রাজ্যের অন্যান্য প্রতিনিধিগণ নিজ নিজ স্বাধীনতা সংস্থাপন করিতে চেষ্টা করিবে। বাস্তবিক তাঁহার আশঙ্কা অমূলক

* তৎকালের কোন মুসলমান ইতিহাসেই দেখিতে পাওয়া যায় না যে মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রথম বিপ্লবকালে তাহাদের শিরোদেশে একজন মুসলমান রাজকুমার ছিল।

† বাহাত্তর জন আমির ওমরার মধ্যে যাহাঁরা প্রসিদ্ধ, তাঁহাদের নাম নিম্নে প্রকটিত হইল। উজির কুমর-উদ্দিন খাঁ, ইটিমাদ-উদ্দৌলা, প্রধান সেনাপতি খান্দোরান, আমির-উল-ওমরা শুম-সাম উদ্দৌলা, মনস্থর আলি, রৌশন- উদ্দৌলা, তুরা-বাজ খাঁ, খোজা সৈয়দ-উদ্দীন, সৈদৎ খাঁ, বুরহান-উল-মুক, আবদুল সম্মদ খাঁ, দেলির খাঁ, লাহোরের শাসনকর্ত্তা জুকিরিয়া খাঁ, দুলাল খাঁ, মিরজমলা, জাফর জঙ্গ, ইরাদৎ খাঁ, মুরসিদ-কুলি খাঁ, জফির খাঁ, আলিবর্দ্দি খাঁ, এবং আজমিরের শাসনকর্ত্তা মজাফর খাঁ।

নহে। ইতিপূর্ব্বে জগুরিয়া খাঁ উত্তরদেশে, সৈদৎ খাঁ পূর্ব্বে এবং ম্লেচ্ছ নিজাম-উল-মুলুক দক্ষিণে নিজ নিজ দুরভিপ্রায়ের কালিমা জগৎ সমক্ষে প্রকাশ করিয়াছে। তাহাদের অত্যাচারে রাজ্যের জীবনীশক্তি অপগত হইয়াছে।

"অচিরে একখানি সোণার থালে বীরা সজ্জিত হইল। মির তাজুক তাহা স্বহস্তে ধারণ করিয়া সিংহাসনের উভয় পার্শ্বস্থ প্রত্যেক সামন্ত, সর্দ্দার ও সেনাপতির সম্মুখে ধারণ পূর্ব্বক ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলেই মহাপরাক্রমশালী; যাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র দস্যুদিগের হৃদয় শিহরিয়া উঠে, আজি তাঁহারা কেহই সাহস করিয়া বীরা গ্রহণ করিতে পারিলেন না। বৃথা মির তাজুক উভয় পংক্তিতে বিচরণ করিলেন। তাঁহার সেই বীরার দিকে একটী মাত্রও হস্ত প্রসারিত হইল না; কেহ মুখ ফিরাইলেন, কেহবা কম্পিত হইলেন; কিন্তু কেহই সেই বীরার দিকে চাহিলেন না।

"যে সম্রাট সর্ব্বশক্তিমান, যিনি ইচ্ছা করিলে নিঃসম্বল পথের ভিখারীকে দ্বাদশ সহস্রের ওমরা করিতে পারেন এবং দ্বাদশ সহস্রের ওমরাকে নিঃসম্বল পথের ভিখারী করিতে সক্ষম, আজি তিনি নিরুপায় হইলেন। সেই সভাসীন ওমরাগণের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিলেন "যিনি তীক্ষ্ণশূল বজ্রদণ্ডকে ধারণ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি শিরবুলন্দের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউন!" অপর একজন অমনি বলিলেন "যিনি কলসী লইয়া ঘূর্ণীজলে নিমগ্ন হইতে বাসনা করেন, তিনি শিরবুলন্দের বিরুদ্ধে অসিধারণ করুন।" অনন্তর আর একটী তৃতীয় ব্যক্তি বলিয়া উঠিলেন "যিনি সর্পের তীক্ষ্ণধার জিহ্বা ধারণ করিতে সাহসী, তিনি শিরবুলন্দের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হউন।" দারুণ বিষাদে সম্রাটের হৃদয় নিপীড়িত হইল। তিনি বীরা ফিরাইয়া আনিতে মিরতাজুককে আদেশ করিলেন।

"সম্রাটের বিষণ্ণবদন রাঠোররাজের নয়নপথে পতিত হইল। আমখাস পরিত্যাগ করিয়া যাইবার সময় তিনি সদর্পে হস্ত প্রসারিত করিয়া সেই বীরা গ্রহণপূর্ব্বক নিজ উষ্ণীষমধ্যে রক্ষা করিলেন এবং সম্রাটকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন 'জগৎপতে! হতাশ হইবেন না। এই শিরবুলন্দকে আমি ভূতলশায়ী করিব; তাহার দুরাকাঙ্ক্ষাতরুর শাখাপ্রশাখা পত্রশূন্য হইবে, আজি তাহার গর্ব্বোন্নত মস্তক * ধূলায় গড়াগড়ী যাইবে।"

অভয়সিংহের সেই বীরসুলভ ও সাহসব্যঞ্জক বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র সম্রাট আনন্দিত হইয়া তাঁহার হস্তে গুর্জ্জরের ফর্ম্মণ অর্পণ করিলেন। "তদ্দর্শনে সভাস্থ শূরবীরগণের হৃদয় নিদারুণ ঈর্ষায় দাড়িম্বের ন্যায় শতধা ফাটিবার উপক্রম করিল। শাহ সাতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং আনন্দ গদ্গদকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন "ধন্য রাঠোরবীর! এইরূপেই তোমার পূজনীয় পিতৃপুরুষগণ মোগলের সিংহাসন রক্ষা করিয়া গিয়াছেন; এই প্রকারেই জাহাঙ্গিরের সময়ে খুরম ও ভীমের বিদ্রোহিতা দমিত হইয়াছিল এবং দক্ষিণের বিশৃঙ্খলা নিরাকৃত হইয়াছিল। আজি তাঁহাদিগের সেই মহনীয় চরিত্রের বিষয় ভাবিয়া আমার বিলক্ষণ সাহস হইতেছে যে, তোমাদ্বারাই মহম্মদশাহের সম্মান ও সিংহাসন রক্ষিত হইবে।"

---

* শিরবুলন্দের অর্থ গর্ব্বোন্নত মস্তক।

অনন্তর রাঠোররাজের বিদায়কাল উপস্থিত হইলে সম্রাট তাঁহাকে বহুমূল্য পুরস্কার দান করিলেন। সেই পুরস্কারের মধ্যে সাতটী মহামূল্য রত্ন ছিল। কোষাগার উন্মুক্ত হইল এবং যুদ্ধার্থী সৈন্যগণের ভরণপোষণার্থ একত্রিংশৎ লক্ষটাকা অর্পিত হইল। অস্ত্রাগার হইতে কামান ও বন্দুক সকল বহির্দ্দেশে আনীত হইল, এবং আহ্মদাবাদ ও আজমিরের রাজপ্রতিনিধিত্বের নিয়োগপত্র গ্রহণ করিয়া অভয়সিংহ ১৭৮৬ অব্দের আষাঢ়মাসে সম্রাটের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন।"

যেদিন বলদর্পিত শিরবুলন্দ সম্রাটের অধীনতাশৃঙ্খল দূরে নিক্ষেপ করিয়া আপনাকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিলেন, যেদিন তাঁহার দর্প চূর্ণ করিবার নিমিত্ত সম্রাট রাঠোররাজ অভয়সিংহকে সৈনাপত্যে বরণ করিয়া গুর্জ্জর ও আজমিরের শাসনভার তৎকরে সমর্পণ করিলেন, সেই দিন হইতে মোগলের শাসন-শৃঙ্খল অল্পে অল্পে ছিন্ন ও বিভক্ত হইয়া পড়িতে লাগিল; সেই সঙ্গে মারবারের রাজনৈতিক প্রভাব ক্রমে ক্রমে দৃঢ় ও দৃঢ়তর হইতে আরম্ভ করিল। ১৭৩০ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে মারবারপতি অভয়সিংহ সম্রাট সভা পরিত্যাগ করিয়া আজমিরাভিমুখে অগ্রসর হয়েন। বিদ্রোহদমনার্থ অগ্রে গুর্জ্জরে গমন না করিয়া তিনি যে, আজমিরে উপস্থিত হইলেন, তাহাতে তাঁহার দুইটী গূঢ় অভিসন্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম, অজয়মেরুদুর্গ হস্তগত করণ; দ্বিতীয়, অম্বররাজ জয়সিংহের সহিত তৎকালোপযোগী পরামর্শ স্থিরীকরণ। বিশেষ বিচার করিয়া দেখিলে এই দুইটী উদ্দেশ্যই নীতিসিদ্ধ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। আজমির মারবার রাজ্যের প্রধান দুর্গস্বরূপ। শুদ্ধ মারবার কেন, সমগ্র রাজপুতানার বল ইহাতে কেন্দ্রীভূত। মুসলমানগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়া অবধি ইহা রাজস্থানের বক্ষে ভীষণ শেলস্বরূপ প্রবিদ্ধ ছিল। আজি অভয়সিংহ তাহা হস্তগত করিয়া সমস্ত রাজস্থানকে যেন এক নব বলে বলীকৃত করিয়া তুলিলেন। যাহা হউক, রাজা জয়সিংহ যে, কেন সেই সময়ে আজমিরে উপস্থিত ছিলেন, ভট্টগণ তাহার কোন কারণই নির্দ্দেশ করেন নাই। বোধহয় পুষ্কর * তীর্থে স্বীয় স্বর্গীয়

* পুষ্কর ভারতের পবিত্রতম সরোবর। ইহা একটী প্রসিদ্ধ তীর্থস্থল। হিমাগারির উত্তরাস্থিত মানসসরোবর পবিত্রতায় কেবল ইহার সমকক্ষ হইতে পারে। অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতের নানা প্রদেশ হইতে যাত্রিদল এই তীর্থস্থানে গমনাগমন করিয়া থাকে। এমন কি এক সময়ে চীন, তিব্বত ও অন্যান্য দূরদেশ হইতে বৌদ্ধ পরিব্রাজকগণও এই পবিত্র সরোবর দেখিতে আসিয়াছিলেন। পুষ্করের পবিত্র তটোপরি অনেকেরই স্মারকস্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন হিন্দু নরনারী প্রাদুর্ভূত হইয়া ইহার তটোপরি যে সকল মন্দির ও চৈত্য স্থাপন করিয়াছেন, তন্মধ্যে অজয়পাল, বিশালদেব, মাণিকরায়, অম্বররাজ মানসিংহ, হুলকারমহিষী অহল্যাবাই, ভরতপুরের জবহরমল এবং মারবাররাজ বিজয়সিংহেরই বিশেষ প্রসিদ্ধ। কিন্তু এতৎসমুদায় মধ্যে অত্রত্য ব্রহ্মমন্দির বৃহত্তম। প্রায় ষাট বৎসর হইল এই মন্দির সিন্ধিয়ার মন্ত্রী গোকুলপাক কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠাপিত হয়। ইহাতে ১,৩০,০০০ টাকা খরচ হইয়াছিল।

পুষ্করের পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে অনেক প্রাচীন সন্ন্যাসী ও যোগতাপস বাস করেন। কথিত আছে, অজমীরের স্থাপনকর্ত্তা অজপাল অত্রত্য কোন তপস্বীকে প্রত্যহ ছাগদুগ্ধ যোগাইতেন বলিয়া তাঁহার অনুগ্রহে রাজ্যেশ্বর হইতে পারিয়াছিলেন। অজপাল (ছাগরক্ষক) এই স্থলে ছাগল চরাইয়া বেড়াইতেন; পরে মুনির প্রসাদ লাভ করিয়া অজদুর্গ স্থাপন করিয়াছিলেন। পুষ্কর সরোবরের সম্বন্ধে আরও অনেক গল্প শুনিতে পাওয়া যায়; কিন্তু তৎসমুদায়ের অধিকাংশ অলীক বোধে এস্থলে বর্ণিত হইল না।

পিতৃদেবগণের শ্রাদ্ধবিধি সমাপনার্থ তিনি তৎকালে তৎপ্রদেশে যাত্রা করিয়াছিলেন। যখন উভয় নৃপতি একত্রে সমাগত হইলেন, যখন একত্রে ভোজনান্তর একাসনে উপবিষ্ট হইয়া উভয়েই মোগল সাম্রাজ্যের ধংসার্থ মন্ত্রণা করিলেন, সেই সময় সেই অজয়দুর্গের যে অনুপম শোভা হইয়াছিল, কবি কর্ণ তাহা সুন্দররূপে বর্ণন করিয়াছেন।

অতঃপর আজমির দুর্গে স্বীয় বিশাল বাহিনীর কিয়দংশ রক্ষা করিয়া রাজা অভয়সিংহ মৈরতানগরে উপস্থিত হইলেন। তথায় তাঁহার ভ্রাতা ভক্তসিংহের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। এই স্থলে তিনি স্বীয় অনুজকে নাগোরের আধিপত্যে অভিষেক করেন। সেই স্থল পরিত্যাগ করিয়া উভয় ভ্রাতা রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন এবং সর্দ্দার ও সামন্তদিগকে বিদায় দান করিয়া কিছুদিনের জন্য বিশ্রামসুখ সম্ভোগ করিলেন।

সর্দ্দারদিগকে বিদায় দিবার সময় অভয়সিংহ তাঁহাদিগের পুনঃসম্মিলনের জন্য একটী দিন স্থির করিয়া তাঁহাদিগের সেই দিবসে পুনর্ব্বার সমবেত হইতে আদেশ করিয়াছিলেন। দেখিতে দেখিতে সেই নির্দ্দিষ্ট দিবস উপস্থিত হইল। রাঠোর সর্দ্দারগণও স্ব স্ব সৈন্য সমভিব্যাহারে যোধপুরের উচ্চ পর্ব্বত-প্রাকারতলে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। বীরবর যোধের মহানগরী আজি এক নূতন শোভা ধারণ করিল। তাহার প্রান্তস্থিত অনতিবিস্তৃত রাণীতালাও এবং গোলাপসাগর নামক সরোবরদ্বয়ের তীরবিশোভী মনোহর উদ্যান সকল অসংখ্য পটগৃহে অলঙ্কৃত হইয়া একটী ক্ষুদ্র উপনগরের শোভা ধারণ করিল। উন্নত যোধগিরি আজি যেন এক নবজীবনে উজ্জীবিত হইয়া উঠিল। ইহার যেদিকে নয়ন নিক্ষেপ করা যায়, সেই দিকেই যুদ্ধের উদ্যোগ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। কোন স্থলে শকট ও যন্ত্রাদির সাহায্যে ভীষণ কামান সমূহ এক একটী করিয়া বাহিত হইয়া একস্থলে শ্রেণীবদ্ধভাবে স্থাপিত হইতেছে;—সর্দ্দারগণ শুদ্ধদেহে তৎসমুদায় আগ্নেয়াস্ত্রের বিকট মুখগহ্বরের নিম্নদেশে অগণ্য ছাগ উৎসর্গ করিয়া তাহাদের শোণিতে অস্ত্রাবলি অভিসিঞ্চিত করিতেছেন। কোথাও খড়্গ, অসিচর্ম্ম ও ভল্লাদি এবং কোথাও বা মাতঙ্গ ও তুরঙ্গনিচয় বিহিত বিধানে পূজিত হইতেছে। আবার কোথায় বা পটগৃহের বসনদণ্ডাদি বৃষশকটে বাহিত হইতেছে। নগরের চারিদিকে নাকরা বাদ্য, শঙ্খনিনাদ ও তূর্য্যধ্বনি। সেই সকল বাদ্যধ্বনি অন্তে একত্রে মিলিত হইয়া সুদূরে বাহিত হইতেছে। মধ্যে মধ্যে রণোন্মত্ত রাজপুতগণের গম্ভীর কণ্ঠস্বর সেই বহমান বাদ্যনিনাদকে লইয়া যোধগিরির শৃঙ্গে শৃঙ্গে প্রতিহত হইতেছে,—আবার বায়ুবেগে দূরে তাড়িত হইয়া অনন্ত গগনকে কম্পিত করিতেছে *।

* অভয়সিংহের তেজ এই সময়ে এমনই দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছিল যে, মীনগণও তাঁহাকে ভয় করিত। শিরবুলন্দকে দমনার্থ দিন স্থির করিয়া সর্দ্দার ও সামন্তদিগকে বিদায় প্রদান পূর্ব্বক অভয়সিংহ আলস্য ও অহিফেনের সেবায় নিরত হয়েন। এই সময়ে পার্ব্বত্য মীনগণ যোধপুরের প্রান্তভাগে অবতীর্ণ হইয়া অনেকগুলি গোমহিষাদি হরণ করিয়া লইয়া যায়। কিন্তু এতৎ সম্বাদ অভয়ের গোচরিত হইলে তিনি ধীর ভাবে বলিলেন;—"তাহারা লইয়া যাউক, তাহাতে আমাদের কিছু ক্ষতি নাই; আমাদের এখানে উত্তম তৃণাদি পাওয়া যায় না, তাহা তাহারা জানে; সেই জন্যই পশুগুলিকে পর্ব্বত-প্রদেশে চরাইতে লইয়া গিয়াছে।" আশ্চর্য্যের বিষয় রাঠোররাজের যুদ্ধযাত্রাকালে মীনগণ অল্প দিনের মধ্যেই সমস্ত পশুগুলিকে

অল্পদিনের মধ্যেই যুদ্ধের সমস্ত আয়োজন শেষ হইয়া গেল। অনন্তর সম্বৎ ১৭৮৬ অব্দের চৈত্র মাসের শুভ দশম দিবসে শুভক্ষণে রাজা অভয়সিংহ সেই বিরাট রাঠোরবাহিনী লইয়া নগর হইতে বহির্গত হইলেন। ভিন্ন ভিন্ন রাজপুতগণ সেই বিশাল অনীকিনীর অঙ্গপুষ্টি করিয়া স্ব স্ব সামন্তসেনা সমভিব্যাহারে তাহার অন্তর্লীন হইয়া চলিলেন। কোটা ও বুন্দির হারগণ; গাগরৌণের খীচিগণ; শিবপুরের গোরগণ; অম্বরের কুশাবহগণ; এমন কি মরুভূমির শোদাগণও সেই ভীষণ যুদ্ধোদ্যমে রাঠোররাজের সহায়তা করিবার জন্ম তাঁহার অধীনে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন*। রাঠোর সেনা রাজকুমার ভক্তকে পুরোভাগে স্থাপন পূর্ব্বক সেই প্রচণ্ড বাহিনীর দক্ষিণ বাহু রক্ষা করিয়া সদর্পে গমন করিতে লাগিল। কিন্তু সেই ভীষণ সমরসজ্জার প্রধান উদ্দেশ্য সাধনে সর্ব্বাগ্রে অগ্রসর না হইয়া তিনি সেই বিশাল সেনাদল সমভিব্যাহারে শিরোহীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। শিরোহীর দেবররাজ নিজ সেনাবলের উপর নির্ভর করিয়া গর্ব্বে কাহাকেও গ্রাহ্য করিতেন না; তাঁহার সেই প্রচণ্ড গর্ব্বের নিকট রাঠোরের অতুল ভুজবিক্রমও অনেকবার উপেক্ষিত হইয়াছিল। আজি রাঠোররাজ সেই সমস্ত গর্ব্বিত আচরণের প্রতিশোধ লইতে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইয়া প্রচণ্ড উৎসাহের সহিত তাঁহার রাজ্যমধ্যে আপতিত হইলেন।

"অভয়সিংহ ভদ্রজুন ও মালগড়, শিবানো ও ঝালোর হইয়া দেবর রাজ্যের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। রিবারো দুর্গ অবরুদ্ধ হইল; শত্রুকুলের তরবার অনর্গল রাঠোর শোণিতপাত করিতে লাগিল; এবং চম্পাবৎ সর্দ্দার রাশি রাশি শবদেহের উপর অবশেষে পতিত হইলেন। যুদ্ধ ক্রমে ঘোরতর হইয়া উঠিল। রাঠোরের প্রচণ্ড বিক্রমে পরাহত হইয়া দেবরগণ রণে ভঙ্গ দিয়া পর্ব্বতপ্রদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দূরে পলায়ন করিল। গিরিশিখরশোভী পাদপনিচয় ছেদিত হইয়া শৃঙ্গোপরি পাতিত হইল। সেই শৃঙ্গদেশে স্বীয় বিশাল সেনাদলের একাংশ রক্ষা করিয়া অভয়সিংহ অবশিষ্ট সেনার সমভিব্যাহারে পশালিয়োর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। বিরাট আর্ব্বুধাচলও আজি ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল; শিরোহী বিষম যন্ত্রণায় নিপীড়িত; ইহার অধিপতি যখন শুনিলেন যে, রিবারো ও পশালিয়ো † বিধ্বস্ত হইয়াছে, তখন নৈরাশ্য আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তিনি আত্মরক্ষার উপায় উদ্ভাবনে নিবিষ্ট হইলেন। অতঃপর সেনাবলের সাহায্যে অভয়মলের বিক্রম প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করা অপেক্ষা চৌহানবীর নিজ দুহিতাকে তৎকরে অর্পণ পূর্ব্বক তাঁহার ক্রোধ শান্তি করিতে মনস্থ করিলেন।"

রাও নারায়ণ দাস সন্ধিস্থাপনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া সৌরবংশীয় মায়ারাম নামক জনৈক রাজপুতকে মধ্যস্থস্বরূপ নিয়োগ করিলেন। মায়ারাম অভয়সিংহ সমক্ষে উপস্থিত হইয়া

ফিরাইয়া দিয়া গেল। অভয়সিংহ ইহা শুনিয়া অনুচরদিগকে বলিলেন "আমি কি তোমাদিগকে বলি নাই যে, এই মীনগণ বিশ্বস্ত ও অনুগত প্রজা?"

* এই সঙ্গে দুইজন প্রসিদ্ধ মুসলমান সেনাপতি ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের নাম ভট্টগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না।

† এতদুভয় স্থলই শিরোহীর গিরিগহনের মধ্যে প্রসিদ্ধ। মহাত্মা টড সাহেব এই দুই স্থলের রাজনৈতিক ভার প্রাপ্ত হইয়া শান্তি স্থাপন করিতে অনেক কষ্ট পাইয়াছিলেন।

শিরোহী রাজকুমারের মনোভিলাষ জ্ঞাপন পূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! দেবররাজ মানসিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাও নারায়ণদাস নিজ ভ্রাতুষ্পুত্রীকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিয়া আপনাকে জামাতৃত্বে বরণ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন; এক্ষণে অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার বাসনা পূর্ণ করুণ।" অভয়সিংহ সম্মত হইলেন। সেই তুমুল যুদ্ধোদ্যমের সময় শিরোহী হইতে নারিকেল ফল এবং চারিটী হস্তীর মূল্য ও আটটী উৎকৃষ্ট তুরঙ্গ আনীত হইল। রাঠোররাজ সাদরে তৎসমুদায় গ্রহণ করিয়া প্রজাপতির প্রিয় দূতের যথোচিত সম্মান করিলেন। রণবাদ্যের গগনবিদারী গম্ভীর নিনাদ, রণোন্মত্ত রাজপুতবীরের হৃদয়োত্তেজক আস্ফালন এবং রণমাতঙ্গ ও তুরঙ্গকুলের বৃংহন ও হ্রেষারব কয়েক দিবসের জন্য নিবৃত্ত হইল। সৈন্য সামন্তগণ যুদ্ধসজ্জা পরিত্যাগ পূর্ব্বক গলে দিব্য কুসুমমাল্য ধারণ করিয়া রাজার শুভ পরিণয়োৎসবে যোগদান করিলেন। বিবাহব্যাপার যথাকালে সমাপিত হইল। রাজা অভয়সিংহ শিরোহীরাজের সহিত মৈত্রী ও কুটুম্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত কিছুকাল পরমানন্দে অতিবাহিত করিলেন *।

যুদ্ধযাত্রা পুনর্ব্বার আরব্ধ হইল। বিশাল রাঠোরবাহিনী উদ্ধত শিরবুলন্দের দর্প চূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে সরস্বতী তটস্থ পহ্লনপুর ও সিদ্ধপুর হইয়া গুর্জ্জরাভিমুখে অগ্রসর হইল। দেবর সর্দ্দারগণ স্ব স্ব সামন্তসেনা লইয়া এই প্রচণ্ড সেনাদলের সহায়তায় প্রবৃত্ত হইলেন। অভয়সিংহ সিদ্ধপুরের নিকটে শিবির স্থাপন করিয়া শিরবুলন্দের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। যথাকালে দূত তৎসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল "সম্রাটের আদেশক্রমে রাঠোররাজ অভয়সিংহ আপনাকে বিজ্ঞাপন করিতেছেন যে, আপনি রাজকীয় কামান, বন্দুক ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রাদি এবং যানবাহন ও অপরাপর সামগ্রী সমূহ তৎকরে সমর্পণ করুন; রাজস্বের হিসাব দিউন, এবং আহ্মদাবাদ ও রাজ্যের অপরাপর দুর্গ হইতে আপনার সমস্ত সেনাবল উঠাইয়া লউন।" প্রত্যুত্তরে শিরবুলন্দ বলিয়া পাঠাইলেন "আমি স্বয়ংই রাজা, অপর কোন রাজাকে চিনি না; কাহারও নিকট বশ্যতা স্বীকার করিব না।"

যথাকালে দূত রাঠোর শিবিরে প্রত্যাগত হইয়া রাজসন্নিধানে সমস্ত ব্যাপার নিবেদন করিল। শিরবুলন্দের উদ্ধত ও গর্ব্বিত উত্তর শ্রবণে রাঠোররাজ বিষম রোষানলে জ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং তাহার সেই প্রচণ্ড গর্ব্ব চূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে যুদ্ধপ্রণালীর উপযুক্ত মন্ত্রণা স্থির করিতে প্রস্তুত হইলেন। অচিরে একটী বৃহৎ সমরসভা আহূত হইল। মারবারের অষ্ট প্রধান সর্দ্দার এবং অনেকানেক বিচক্ষণ সামন্ত সেই সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া যুদ্ধ সম্বন্ধে নিজ নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন।

"সর্ব্ব প্রথম চম্পাবৎগোত্রীয় আহবপতি হরনটের পুত্র কুশলসিংহ স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন; তাহার পর আশোপপতি কুম্পাবৎ সর্দ্দার কানাইরাম সদর্পে বলিয়া

* ভট্টকবি কহেন যে, এই সকল উপহার ব্যতীতও শিরোহীরাজ গুপ্তভাবে অভয়সিংহকে যুদ্ধপণ প্রদান করিয়াছিলেন।

উঠিলেন "চল, বীরগণ, চল আমরা কিলকিলার * ন্যায় সমরসাগরের জলমধ্যে প্রবেশ করি।" তৎপরে মৈরতীয় শিরোমুকুট কেশরীবিক্রান্ত কেশরী সিংহ এবং রণবিশারদ জ্ঞান বয়োবৃদ্ধ উদাবৎ সর্দ্দার। ইহাঁদের পর থনওয়া-পতি যৌধদল-নায়ক মধ্যাহ্ন-সূর্য্যবৎ দণ্ডায়মান হইয়া ভীমগম্ভীর রবে চীৎকার করিয়া বলিলেন "আমি যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া সর্ব্বাগ্রে অপ্সরাদিগের হস্ত হইতে মন্দারমালা গ্রহণ করিব; অতএব, চল, বীরগণ, চল আমরা পীতবাস পরিধান পূর্ব্বক শত্রুশোণিতে আমাদের ভল্ল রঞ্জিত করিয়া শিরবুলন্দের মস্তকে কন্দুক ক্রীড়া করি।" রোষোন্মত্ত যোধাবৎ সর্দ্দারের উৎসাহবাক্য সভাসীন সকলের ধমনীতে জ্বলন্ত শোণিতস্রোত তাড়িত করিয়া গম্ভীর রবে শিবিরমধ্যে প্রতিধ্বনিত হইল। জৈতাবৎ ফতেসিংহ এবং কর্ণাবৎ অভয়মল উচ্চ কণ্ঠে সেই প্রতিধ্বনিতে যোগদান করিলেন। অমনি সকলে 'রণ' 'রণ' রবে গম্ভীর স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। কেহ রুদ্রতেজে নিজ শূলদণ্ড উদ্যত করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, কেহ বা ভানুলোক লাভ করিবার অভিপ্রায়ে পীতবসন পরিধান করিলেন। তাঁহাদের সকলের জ্বলন্ত উৎসাহবহ্নি দ্বিগুণ তেজে উত্তেজিত করিয়া চম্পাবৎ সর্দ্দার কর্ণ বজ্রনিনাদে বলিয়া উঠিলেন "দেখিও, বীরগণ, দেখিও এই প্রদীপ্ত উৎসাহের যেন অণুমাত্র হ্রাস না হয়; যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত হইলে আমরা উচ্চ সৌরলোকে স্থান পাইব; তথায় দিব্যাঙ্গনা অপ্সরাগণ উজ্জ্বল পানপাত্রদ্বারা † আমাদিগের সেবা করিবেন।" অমনি প্রত্যেক সর্দ্দার, প্রত্যেক সৈনিক, প্রত্যেক কবি উন্মত্ত রবে এই উৎসাহ বাক্য প্রতিধ্বনিত করিলেন। 'রণ' 'রণ' রব আবার সভাগৃহকে উন্মাদিত করিয়া তুলিল।

অনন্তর রাজকুমার ভক্ত জ্বলন্ত হুতাশনবৎ দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহাকে দণ্ডায়মান হইতে দেখিয়া সকলে নীরব হইল। সভাগৃহের সর্ব্বত্র গম্ভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। সেই গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া রাঠোররাজকুমার জ্যেষ্ঠ সহোদরের সম্মুখে সগর্ব্বে বলিলেন "আর্য্য! অনুজ থাকিতে আপনি কেন যুদ্ধক্লেশ সহ্য করিবেন। আমার হস্তে হিরোলভার অর্পণ করিয়া আপনি এই শিবিরে থাকিয়া দেখুন, আমি সেই দুরাচারের উন্নত মস্তক আপনার চরণতলে উপহার দিতে পারি কি না।" সাদরে কনিষ্ঠ সোদরকে স্ফীতবক্ষে আলিঙ্গন করিয়া অভয়সিংহ তাঁহাকে সৈনাপত্যে অভিষেক করিলেন। অমনি কুঙ্কুমসুবাসিত এক কলস জল নবাভিষিক্ত অধিনায়কের সম্মুখে স্থাপিত হইল। তিনি সেই পবিত্র সলিল লইয়া সর্দ্দারদিগকে অভিসিঞ্চিত করিলেন। আনন্দ ও উৎসাহে উন্মাদিত হইয়া তাঁহারা সকলে বলিয়া উঠিলেন "আমরা অমরপুরে বসতি করিব।"

---

* কিলকিলাকে আমরা এদেশে মাছরাঙ্গা বলিয়া থাকি।

† রাজপুতের মধ্যে অনেকে সুরা স্পর্শ করে না। শালুম্ব্রার সর্দ্দারগণ মদিরাকে এত ঘৃণা করিয়া থাকে যে, একদা কোন চন্দাবৎ সর্দ্দার কোন উৎসবে যোগদান করিলে এক বিন্দু সুরা তাঁহার কোন অঙ্গে পতিত হয়; শালুম্ব্রাপতি তখনই সেই কলঙ্কিত অঙ্গ কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা অপ্সরাপ্রদত্ত সুরাপাত্রকে সারাৎসার বলিয়া মনে করিয়া থাকেন।

অতঃপর যথাকালে সভা ভঙ্গ করিয়া রাঠোরবীর যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। এদিকে শিরবুলন্দও আত্মরক্ষণোপযোগী সুচারু উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক কার্য্য করিতে লাগিলেন। নগরের প্রত্যেক দ্বারে তিনি দুই সহস্র সৈনিক এবং পাঁচটী করিয়া কামান রক্ষা করিলেন। সেই সমস্ত কামান ফিরিঙ্গী গোলন্দাজের হস্তে সমর্পিত হইল। অপর একটী সুদক্ষ য়ুরোপীয় বন্দুকধারী সেনাদল তাঁহার শরীর রক্ষকরূপে অবস্থিতি করিতে লাগিল। এইরূপ এবং এতদনুরূপ অন্যান্য সুচারু কৌশল অবলম্বন করিয়া তিনি রাঠোরসেনার প্রচণ্ড আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনদিবস ধরিয়া উভয়পক্ষে গোলাবর্ষণ হইল। কিন্তু তাহাতে উভয়ের কিছু বিশেষ ক্ষতি হইল না। কেবল শিরবুলন্দের পুত্র সেই সময়ে নিহত হইয়াছিল। অবশেষে ভক্ত স্বীয় রণোন্মত্ত রাঠোর-সৈনিকদিগকে প্রচণ্ডবেগে চালিত করিয়া নগরমধ্যে প্রবেশার্থ এক কঠোর উদ্যমে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই উদ্যম সফল করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার সর্দ্দার ও সেনাপতিগণ লোকবিস্ময়কর বীরত্ব ও রণনৈপুণ্য প্রদর্শনপূর্ব্বক এক একটী কালান্তক যমসদৃশ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সর্দ্দার-শিরোমণি চম্পাবৎ বীর কুশলসিংহ অতুল বিক্রম সহকারে অনেকগুলি শত্রুসৈনিক সংহার করিয়া রণস্থলে শস্ত্রশয্যায় শয়ন করিলেন। তাঁহার প্রচণ্ড বীরতা ও রণকুশলতায় শত্রুদল চিভ্রান্ত ও স্তম্ভিত হইয়াছিল; এমন কি "ভগবান্ মরীচিমালীও নিস্তব্ধভাবে হয়নটের পুত্রের অপূর্ব্ব বীরানুষ্ঠান দেখিয়াছিলেন।"

দিবাভাগ যত অতিক্রান্ত হইল, রাজপুতের বীরত্ব ততই দুর্দ্ধর্ষ হইতে লাগিল, শিরবুলন্দের আশাভরসা ততই ক্রমে ক্রমে ফুরাইয়া আসিতে লাগিল। "দিবা আর আটঘড়ি অবশিষ্ট আছে, এমন সময়ে শিরবুলন্দ রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার সৈন্যগণ হতাশ হইল না। বরং ইহাতে অধিকতর উৎসাহিত হইয়া তাঁহার সেনাদলের সম্মুখরক্ষক যবনবীর উলইয়ার রাজপুতের উচ্ছ্বসিত বিক্রম প্রচণ্ডভাবে প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন। সেই দিন ভক্তের হস্তে তিনি যতক্ষণ না পতিত হইয়াছিলেন, ততক্ষণ তাঁহার বীরত্ব সমভাবে ছিল। অবশেষে যবনদল পরাজিত হইল এবং বিজয়ী রাজপুতগণ প্রচণ্ডরবে জয়ঢক্কা নিনাদিত করিলেন। আজি এই রণকুণ্ডের সলিলে নবাব স্বীয় উদ্ধতগর্ব্ব এবং বিস্ময়কর রণনৈপুণ্য বিসর্জ্জন দিলেন। শিরবুলন্দ আহত হইয়াছিলেন; তাঁহার হস্তী শশকবেগে তাঁহাকে লইয়া ধাবিত হইয়াছিল। সেই ভয়াবহ যুদ্ধে সর্ব্বসমেত তাঁহার চারিসহস্র চারিশত ত্রিনবতি জন সৈন্য নিহত হইয়াছিল *।

"এদিকে রাজপুতদিগের মধ্যে অভয়সিংহের সমভিব্যাহারী একশত বিংশতিজন প্রসিদ্ধ সামন্ত এবং পাঁচশত অশ্বারোহী সৈন্য নিহত এবং সপ্তশতজন আহত হইয়াছিল।

"পরদিবস প্রাতে শিরবুলন্দ স্বীয় অস্ত্রশস্ত্রাদি লইয়া অভয়ের করে আত্মসমর্পণ করিলেন। তিনি আগরার অভিমুখে নীত হইলেন; পথিমধ্যে তাঁহার আহত সেনাগণ

* ইহাদের মধ্যে একশত জন প্রাক্তীনশীন, আটজন হাত্তীনশীন এবং তিনশত জন তাজীমনশীন। ইহাদের নামের একটী বিস্তৃত তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে; কিন্তু তাহা বিরক্তিকর হইবে বলিয়া এস্থলে

প্রতিপদে প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল, কিন্তু আত্মীয় কুটুম্বগণের প্রাণনাশ-নিবন্ধন অভয়সিংহ হৃদয়ে সুখ পাইলেন না *।"

শিরবুলন্দের উপর জয়লাভ করিয়া অভয়সিংহ এক্ষণে গুর্জ্জরের সপ্তদশ সহস্র এবং মারবারের নয় সহস্র, তদ্ব্যতীত অপরাপর স্থলে আরও সহস্র নগর নির্ব্বিঘ্নে সম্ভোগ করিতে লাগিলেন। প্রতাপে পরিশোভিত হইয়া তিনি মধ্যাহ্নকালীন মার্ত্তণ্ডের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিলেন। সেই প্রচণ্ড প্রতাপে পরাহত হইয়া ইদর, ভোজ, পাকুর, সিন্ধু, শিরোহী, ফতেপুর, ঝুনঝুনু, যশল্মীর, নাগোর, ডুঙ্গারপুর ভাঁশবারা, লূনাবারা ও হুলাবাদের অধিপতিগণ প্রত্যহ প্রাতকালে অভয়মলের সম্মুখে মস্তক অবনত করিতেন।

"শুক্লপক্ষের যে পুণ্যময় বিজয়দশমীদিবসে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কা জয় করিয়াছিলেন, সেই পবিত্রদিনে মহারাজ অভয়সিংহ দ্বাদশসহস্রের সেনাপতি শিরবুলন্দের উপর জয়লাভ করিয়া বীরসমাজে প্রসিদ্ধ হইলেন।"

জনপদ ও রাজধানীর শান্তিরক্ষার্থ সপ্তদশসহস্র সৈন্য রক্ষা করিয়া বিজয়ী অভয়সিংহ জয়লব্ধ দ্রব্যজাত সমভিব্যাহারে যোধপুরে প্রত্যাগত হইলেন। রাজ্যের নাগরিক ও জানপদবর্গ আনন্দময় বিজয়সঙ্গীত গান করিয়া আপনাদের অধিপতিকে মহা সমারোহের সহিত গ্রহণ করিল। স্বীয় রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া রাঠোররাজা জয়ার্জ্জিত চারিক্রোর টাকা, এবং সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বসমেত এক সহস্র চারিশত কামান ও অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী রক্ষা করিলেন। এই সকল জয়লব্ধ দ্রব্যসামগ্রীর সাহায্যে মারবারপতি স্বীয় রাজ্যকে এক নববলে বলীকৃত করিয়া তুলিলেন। এই নূতন বলাগম মোগলসাম্রাজ্যের দ্রুত অধঃপতনকালে মরুদেশের গৌরবগরিমা অক্ষুণ্ণ রাখিতে অনেক পরিমাণে সক্ষম হইয়াছিল।

প্রকটিত হইবে না; কেবল তন্মধ্যে এক জনের নাম এখানে সন্নিবেশ করিলাম। "নোলাথর্থা আঙ্গলেজ" অর্থাৎ ইংরেজ নোলাথ।

* যে সমস্ত রাজপুতবীর যুদ্ধস্থলে পতিত হইয়াছিলেন, কবি তাঁহাদের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া নাম উল্লেখ করিয়াছেন। চম্পাবৎগণ পল্লির করণ, সিন্ত্রির কিষণসিংহ, ঝালোরের গরধনসিংহ এবং কল্যান। কুম্পাবৎগণ যে সমস্ত বীর হারাইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে নরসিংহ, শুরতানসিংহ ও পদ্মসিংহ। যোধপক্ষে হিতমল, গোমান ও যোগিদাস এবং সাহসিক মৈরতীয় দিগের পক্ষে ভূমসিংহ, কুশলসিংহ ও গোলাপসিংহ পতিত হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত বহু, শনিগুরু, ধণ্ডুল ও খীচিগণ প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

একাদশ অধ্যায়।

ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে পরস্পরের ঈর্ষা ;—ভক্তের রণনৈপুণ্যে অভয়সিংহের আশঙ্কা ;—তাঁহার নীতি ;—যোধপুর পরিত্যাগ করিয়া কবি কর্ণের নাগোরকোটে গমন এবং ভক্তকে কৌশল শিক্ষাদান;—জ্যেষ্ঠের অভিপ্রায় বিফল করিতে কনিষ্ঠের কৌশল ;—অভয়সিংহ কর্ত্তৃক বিকানীর আক্রমণ ;—তাঁহার সর্দ্দারগণের বিচিত্র ব্যবহার ;—অভয়সিংহের সহিত অম্বর নৃপতির বিবাদ বাধাইতে ভক্তের কৌশল ;—অভয়সিংহের অবর্ত্তমানে যোধপুর আক্রমণ করিতে জয়সিংহের প্রতি ভক্তের পরামর্শদান ;—পরামর্শের সার্থকতা ;—জয়পুরে সমর-সভা ;—অভয়সিংহ ও জয়সিংহের বিবাদের সূত্রপাত ;—অম্বরে রণসজ্জা ;—মারবারের অভিমুখে জয়সিংহের বিশাল বাহিনীর যাত্রা ;—বিকানীর অবরোধ ত্যাগ করিয়া জয়সিংহের আক্রমণ প্রতিরোধার্থ রাঠোররাজের উদ্যোগ ;—ভক্তের বিচিত্র আচরণ ;—সামন্তদিগকে শপথ করাইয়া লইয়া অম্বরের সেনাদলের সহিত যুদ্ধার্থ তাঁহার সদলে যাত্রা ;—গাঙ্গেরিয়া যুদ্ধ ;—ভক্তসিংহের কঠোর উদ্যম ;—তাঁহার সেনাদলের ধ্বংস ;—শুদ্ধ ষাট জন সৈনিক লইয়া জয়সিংহকে আক্রমণ ;—জয় সিংহের রণস্থল ত্যাগ ;—অম্বরের ভট্টগণ কর্ত্তৃক ভক্তের যশোগান ;—ভক্তের তৃতীয় আক্রমণের উদ্যোগে কবিকর্ণের বাধা প্রদান ;—সৈন্যনাশে ভক্তের শোক ;—মধ্যস্থ হইয়া রাণার উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধিস্থাপন;—ভক্তের কুলদেবতার অদর্শন;—অভয়সিংহের মৃত্যু ;—তদীয় চরিত্র সম্বন্ধে কয়েকটী গল্প।

মানব স্বার্থের দাস। নরঘাতী দস্যু হইতে সংসার বিরাগী সন্ন্যাসী পর্য্যন্ত এ মরজগতে সকলেই কিছু না কিছু পরিমাণে স্বার্থের পূজা করিয়া থাকে ;—তন্মধ্যে কেহ বা অধিক, কেহ স্বল্প। মানবের এই বিশাল কার্য্যক্ষেত্রে স্বার্থই প্রধান নায়ক ; আশা তাহার সহচরী মাত্র। স্বার্থ তমোগুণান্বিত ; ইহার মহিমা প্রভাবে কেহ জগন্মঙ্গলময় শঙ্কর, কেহ বা সংহারী ত্রিশূলী মূর্ত্তি ধারণ করে। ইহার কুহকে যে একবার মুগ্ধ হয়, তাহার হিতাহিত জ্ঞান একবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়। সে সেই ইষ্টদেবতার পরিতুষ্টিসাধনার্থ স্বহস্তে নিজ পদে কুঠারাঘাত করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। অভয়সিংহ স্বার্থের এই তামসী মূর্ত্তিতে বিমূঢ় হইয়া অম্লান বদনে স্বীয় জন্মদাতার প্রাণসংহার করিয়াছিলেন। তাঁহার যে সহোদর তাঁহাকে সেই নৃশংস ব্যাপারে সহায়তা করিয়াছিলেন, যাঁহাকে তিনি প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর বলিয়া ভাল বাসিতেন ; স্বার্থের পাপমন্ত্রে প্রণোদিত হইয়া অবশেষে সেই ভ্রাতাকে ঈর্ষাবিষ-নয়নে দেখিলেন ; তখন সেই হৃদয়ের আনন্দ ভক্তসিংহ তাঁহার চক্ষুশূল হইলেন। তখন অভয়সিংহ মনে মনে সেই ভক্তের সর্ব্বনাশ কামনা করিতে লাগিলেন।

ভক্তসিংহ স্বভাবতঃ সাহসী ও কার্য্যদক্ষ। ক্রমে বয়সের আধিক্যের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে তিনি বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। তাঁহার সাহস ও রণনৈপুণ্যের বিবরণ রাজস্থানের চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। রাজপুতগণ—এমন কি শত্রুকুলও তাঁহার সমর কুশলতার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল। ভ্রাতার যশঃ অভয়সিংহের হৃদয়ে সহ্য হইল না। লোকে ভক্তের যুদ্ধনৈপুণ্যের যত প্রশংসা করিতে লাগিল, অভয়ের মনোমধ্যে ততই বিভীষিকাময়ী নানাপ্রকার চিন্তার উদয় হইতে লাগিল। তাঁহার প্রতিমুহূর্ত্তে বোধ হইতে

লাগিল যেন, ভক্ত মারবারের সিংহাসন হস্তগত করিবার জন্য সশস্ত্রবেশে তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে; যেন তাঁহার বিরুদ্ধে নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র করিতেছে। এই সকল বিভীষিকাময়ী চিন্তা অনুদিন উদিত হইয়া তাঁহার মনোমধ্যে নানা আশঙ্কা উদ্ভাবিত করিত। সেই আশঙ্কায় অভয়সিংহ নিরতিশয় উদ্বিগ্ন হইতেন, এবং মনে মনে কনিষ্ঠ সহোদরের সর্ব্বনাশ কামনা করিতেন। তিনি ইচ্ছা করিলে ভক্তকে নাগোর হইতে বিচ্যুত করিয়া সেই কামনা সফল করিতে পারিতেন; কিন্তু তাহাতেও তাঁহার সাহস হইত না;—পাছে ভক্ত রুষ্ট হইয়া তাঁহারই বিরুদ্ধে অসি উদ্যত করে; এই ভয়ে তিনি সে অনর্থকরী কামনার সাফল্য সাধনে বিরত হইতেন। এইরূপে কিছুদিন অতীত হইল। ক্রমে শিরবুলন্দের সহিত যুদ্ধব্যাপার সংঘটিত হইল। ক্রমে সে যুদ্ধ শেষ হইয়া গেল। রাজ্যে আবার শান্তি বিরাজিত হইল। অভয়সিংহ মনে করিলেন সেই শান্তি নিরুদ্বেগে সম্ভোগ করিবেন। কিন্তু তিনি নিজ মনের দোষেই সেই শান্তির কুসুম-শয্যাকে অশান্তির কণ্টকশয্যাতে পরিণত করিলেন। তিনি স্বভাবতঃ আলস্যপ্রিয়, বিশেষতঃ তিনি অহিফেন বড় ভাল বাসিতেন। তাঁহার বয়োবৃদ্ধির সহকারে উক্ত দুইটী বিষয়ের অনুরাগ ক্রমে ক্রমে বাড়িতেছিল; কিন্তু, যেদিন তাঁহার মনোমধ্যে সেই অনর্থকরী চিন্তার উদয় হইল, সেইদিন হইতে তিনি আর কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না। সেই দুশ্চিন্তার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার আশায় তিনি ক্রমে অহিফেনের মাত্রা বাড়াইতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না।—যে চিন্তা সেই চিন্তাই রহিয়া গেল,—হৃদয়ও ঈর্ষাবিষে জর্জ্জরিত হইয়া দগ্ধ শ্মশানে পরিণত হইল।

ভক্তসিংহ জ্যেষ্ঠের এই উৎকট মনোবিকার জানিতে পারিলেন। অভয় সিংহ যে, তাঁহার প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়াছেন, তাহা তিনি ক্রমে ক্রমে বুঝিতে পারিলেন;—বুঝিয়া ক্ষুণ্ণ হইলেন—মনে মনে জ্যেষ্ঠকে শত শত ধিক্কার দিলেন;—ভাবিলেন 'অগ্রজ কি লঘুচেতা!—কি বালক! বিশাল মারবার রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া সামন্য নাগোরের শাসনকর্ত্তার প্রতি ঈর্ষান্বিত!' ভক্ত নিজ উদ্ধত প্রকৃতির বিষয় বিদিত ছিলেন,—জানিতেন যে, সেই ঔদ্ধত্যের জন্য রাঠোরগণ তাঁহাকে সদা সশঙ্ক ভাবে দেখিত, অনেকেই তাঁহাকে অবিশ্বাস করিত। স্বদেশবাসিগণের মনোভাব জানিতে পারিয়া তিনি মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন যে,বিশেষ সতর্ক ও বিচক্ষণ না হইলে নাগোরের ত্রিশত ষষ্টি নগর কখনও রক্ষা করিতে পারিবেন না। এরূপ অবস্থায় পতিত হইলে অনেকে হয়ত বিদেশীয় বলের সাহায্যগ্রহণ অথবা গৃহবিবাদ উত্তেজিত করিয়া আত্মরক্ষার্থ তৎপর হইত; কিন্তু ভক্ত এরূপ কৌশল ভাল বাসিতেন না। তিনি জানিতেন যে, যদি আত্মরক্ষা করিতে হয়, তবে স্বকীয় বাহুবলেই করা কর্ত্তব্য;—পরকীয় বলের উপর নির্ভর করা বীরোচিত কার্য্য নহে। এই ধারণার অনুসারে এতদিন তিনি স্বীয় পদমর্য্যাদা রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন; কিন্তু এক্ষণে কবি কর্ণের পরামর্শক্রমে তিনি এক বিচিত্র নীতি অবলম্বন করিলেন। কবি কর্ণ শিরবুলন্দের পরাজয়বিবরণের সহিত স্বীয় কাব্যগ্রন্থের সমাপ্তি করিয়া যোধপুর পরিত্যাগ পূর্ব্বক নাগোরে গমন করিলেন। স্বজাতীয় অপরাপর কবির ন্যায় কর্ণ কূট

মন্ত্রণায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি প্রতিভাশালী ও শুদ্ধচরিত্র; তাঁহার অমৃতময়ী গাথা শ্রবণ করিয়া লোকে তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারিত না। তিনি যাহা বলিতেন, রাঠোরগণ তাহা বেদবাক্য স্বরূপ গ্রহণ করিত; সুতরাং তাঁহার পরামর্শ সর্ব্বদাই সর্ব্বতোভাবে পরিপালিত হইত। যোধপুর পরিত্যাগ পূর্ব্বক নাগোরে উপস্থিত হইলে কবি কর্ণ ভক্ত কর্ত্তৃক সাদরে ও সসম্ভ্রমে অভ্যর্থিত হইলেন। রাজকুমার নিজ অবস্থার বিষয় আদ্যোপান্ত সমস্ত প্রকাশ করিয়া বলিলেন। নিবিষ্ট মনে ভক্তের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ শ্রবণ করিয়া কবি তাঁহাকে পরামর্শ দিলেন;—"অম্বর রাজের সহিত মহারাজের বিবাদ বাধাইয়া দিউন, তাহা হইলে আপনার মঙ্গল হইবে।"

কর্ণের কুটিল মন্ত্রণা রাজকুমার ভক্ত শিরোদেশে ধারণ করিয়া তাহার প্রত্যেক বর্ণ পালন করিবার সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অচিরে সুযোগ আপনা হইতেই উপস্থিত হইল। বিকানীরের রাজকুমার কোন কার্য্যবশতঃ অভয়সিংহের রোষানল উদ্রিক্ত করিলে মারবাররাজ তাঁহাকে শাস্তি দিয়া সেই উত্তেজিত ক্রোধবহ্নি নির্ব্বাণ করিতে কৃতপ্রতিজ্ঞ হয়েন এবং নিজ সৈন্যসামন্ত লইয়া তাঁহার রাজধানী অবরোধ করেন। অবরুদ্ধ বিকানীররাজ কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া নিজ নগরোদ্ধারের চেষ্টা করিলেন; কিন্তু খাদ্যদ্রব্যাদির অনাটন বশতঃ তাঁহার চেষ্টা নিষ্ফল হইবার উপক্রম হইল। রাঠোর সর্দ্দারগণ এই সময়ে অবরুদ্ধ নাগরিকদিগের প্রতি যেরূপ সানুগ্রহ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। কোথায় তাঁহারা অধিপতির সম্মান রক্ষার্থ প্রাণপণে যুদ্ধ করিবেন, তা নয় ভিতরে ভিতরে বিকানীররাজকে অহিফেন, লবণ ও অস্ত্রশস্ত্রাদির সংযোজনা করিয়া দিয়া নিতান্ত নিস্তেজভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ইহাতে বিকানীর পতি আরও কিছু দিন আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইলেন। রাঠোরসর্দ্দারগণ যদি বিকানীর রাজাকে সেরূপ সাহায্য না করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে অভয়সিংহের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে হইত। রাঠোরসর্দ্দারগণের এরূপ ব্যবহারের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইবে যে, সাজাত্য ও সৌহার্দ্দ্যবশতঃ তাঁহারা রাজার অজ্ঞাতসারে অবরুদ্ধ সৈনিকগণের উদ্ধারের সহায়তা করিয়াছিলেন। বিকানীর তাঁহাদের পিতৃপুরুষগণের শোণিতে পরিপুষ্ট, বীকানীরের অধিপতির ধমনীতে যে শোণিত, তাঁহাদেরও ধমনীতে সেই একই শোণিত প্রবাহিত। সেই নিকট শোণিতসম্বন্ধবশতঃ বিকানীরের রাঠোরগণ মারবারের সম্মানগৌরব রক্ষার্থ অনেক সময় আপনাদের হৃদয়শোণিত অম্লানবদনে ত্যাগ করিয়াছেন; আজি সেই বিপদের চিরবন্ধু বিকানীর রাজাকে অভয়সিংহ সামান্য কারণে বিপদে ফেলিতে উদ্যত হইয়াছেন; তাঁহার উদ্ধার যুক্তিযুক্ত বিবেচনায় রাঠোরসর্দ্দারগণ গোপনে তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলেন।

রাজা অভয়সিংহ বিকানীর অবরোধ করিলে কবিকর্ণ ভক্তসিংহকে বলিলেন "কুমার! এমন সুযোগ আর পাইবেন না। এই সুযোগে অম্বররাজের অহংজ্ঞান উদ্রিক্ত করিয়া তাঁহাকে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করুন। আর উত্তেজিত করিবার সুচারু উপায়ও আছে;—আপনার পূজনীয় পিতৃদেব অম্বর রাজ্য আক্রমণ করিয়া কুশাবহ নৃপতির

সে অবমাননা করিয়াছিলেন, সে অবমাননার প্রতিশোধ লওয়া হয় নাই; এই ক্ষণই তাহার উপযুক্ত সুযোগ; জয়সিংহকে বলিয়া পাঠান যেন, এই সুযোগেই তিনি যোধপুর আক্রমণ করিয়া সেই পূর্ব্ব অবমাননার প্রতিশোধ লইতে প্রস্তুত হয়েন।”

পরামর্শ যুক্তিযুক্ত বোধ হওয়াতে ভক্ত অবিলম্বে জয়সিংহকে একখানি পত্র লিখিলেন। এই সময়ে বিকানীরের দূত সময়োপযোগী পরামর্শ জিজ্ঞাসার নিমিত্ত ভক্তের নিকট উপস্থিত হয়েন। ভক্ত তাঁহাকে বিহিত মন্ত্রণাদানে বিদায় দিয়া অম্বররাজের নিকট গমন করিতে আদেশ করিলেন এবং কার্য্যোদ্ধারের সমস্ত গূঢ় কৌশল বলিয়া দিলেন।

অম্বররাজ বার্দ্ধক্যে মদিরাসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন; কিন্তু সুরাসেবনে যে সকল অনিষ্ট হয়, তাহা তিনি বিলক্ষণ জানিতেন। সেই জন্য এই অনুশাসন বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন যে, যতক্ষণ তিনি বারুণীদেবীর পূজায় নিরত থাকিবেন, ততক্ষণ বৈষয়িক কোন কার্য্যই তাঁহার নিকট জ্ঞাপিত হইবে না। যৎকালে বিকানীরের দূত অম্বরের রাজসভায় উপস্থিত হয়েন, তখন রাজা জয়সিংহ বিশ্রামকক্ষে সুরাদেবীর আরতি করিতেছিলেন। সর্দ্দারগণ সকলে একত্রিত হইয়া ভক্তের পত্রপাঠ করিলেন এবং তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করা উচিত কিনা, তৎসম্বন্ধে নানা তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন। অবশেষে মীমাংসা হইল যে, রাঠোরদিগের আক্রমণে হস্তার্পণ করা হইবে না। ভক্তসিংহের উদ্দেশ্য সফল হইল না; কিন্তু সেই দূত সুচতুর ও কার্য্যদক্ষ। সর্দ্দারগণের প্রত্যুত্তরে বিফলমনোরথ হইয়া তিনি স্বয়ং রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার সম্মুখে নিজ মনোভিলাষ প্রকাশ করিতে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইলেন এবং রাজার সহিত নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করিবার সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে বিদ্যাধর * নামা জনৈক বিচক্ষণ ব্রাহ্মণ অম্বররাজের প্রধান দেওয়ানপদে অভিষিক্ত ছিলেন। তিনি দূতের একটী প্রিয় সুহৃদ; এক্ষণে দূত তাঁহারই সাহায্যে রাজদর্শন লাভ করিয়া সবিনয়ে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। জয়সিংহের সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া তিনি বলিলেন “মহারাজ! বিকানীর রাজের ঘোরতর সঙ্কট উপস্থিত, এরূপ অবস্থায় আপনি না রক্ষা করিলে অভয়সিংহের আক্রোশে বিকানীর ছারখার হইয়া যাইবে। আমাদের রাজা আপনাকেই মহারাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন; তিনি স্বপ্নেও মারবাররাজের বশ্যতা স্বীকার করেন নাই; এক্ষণে আপনি ভিন্ন তাঁহার অন্য ভরসাস্থল নাই।” গর্ব্বে জয়সিংহের বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠিল, তাহার উপর আবার মোহকরী মদিরা মায়াজাল বিস্তার করিয়া তাঁহার বিবেকজ্ঞান হরণ করিল। তখনই তিনি অভয়সিংহকে লিখিলেন “আমরা উভয়ে এক মহৎ পরিবারের অন্তর্গত, অতএব বিকানীরের দোষ মার্জ্জনা করিয়া তথা হইতে আপনার কামান উঠাইয়া লইবেন।” এই কয়েকটী কথা লিখিয়াই জয়সিংহ

* ব্রাহ্মণকুলপুঙ্গব পণ্ডিতবর বিদ্যাধর বঙ্গদেশে জন্মিয়াছিলেন। কি জ্যোতিস্তত্ত্ব, কি ভূতত্ত্ব, কি ধর্ম্মশাস্ত্র, কি স্মৃতিশাস্ত্র কি পুরাণতত্ত্ব সকল বিষয়েই বিদ্যাধর পারদর্শী ছিলেন। যে জয়পুর নগর আজি শোভাসৌন্দর্য্যে ভারতের একটী শ্রেষ্ঠ মনোহর নগর বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহার আদর্শ মহানুভব বিদ্যাধরই আঁকিয়া দিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় এই মহাপুরুষের জীবনী দুর্লভ।

আর এক পাত্র পান করিলেন এবং গুম্ফ মর্দ্দন করিতে করিতে চিঠিখানি মুড়িবার জন্য অপরের হস্তে অর্পণ করিলেন। দূত বলিলেন "মহারাজ! কৃপা করিয়া আরও দুইটী কথা ইহাতে যোগ করিয়া দিউন, 'নতুবা জানিবেন, আমার নাম জয়সিংহ।'" তখনই সেই কয়েকটী কথা যুক্ত হইল। উল্লসিত দূত রাজার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া অতি দ্রুতগামী উষ্ট্রে আরোহণ পূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট স্থলের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। দূত রাজবাটী হইতে বহির্গত হইয়াছেন, এমন সময়ে জয়সিংহের প্রধান মন্ত্রী ভাঁস্কো সর্দ্দার উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাকে সেই পত্রের বিবরণ বলিলেন। বৃদ্ধ সর্দ্দার বিরক্ত হইয়া বলিলেন "যদি কচ্ছাবহকুল নির্ম্মূল করিতে ইচ্ছা না থাকে, তবে সেই পত্র এখনই ফিরাইয়া আনিতে আদেশ করুন।" অমনি দূতের পর দূত প্রেরিত হইল, কিন্তু কেহই সেই পত্রবাহীকে দেখিতে পাইল না। সকলে চিন্তিত হইয়া নানাপ্রকার আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। সেইদিন 'রসোরা' গৃহে রাজাকে বেষ্টন করিয়া অম্বরের সমস্ত সর্দ্দারগণ মধ্যাহ্নভোজনে উপবিষ্ট হইলে রাজা তাঁহাদিগকে সেই পত্রের বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। তখন তাঁহাদের সকলের প্রতিনিধিবক্তাস্বরূপ দীপসিংহ উত্তর করিলেন, "মহারাজ! আপনি অতি নিষ্ঠুর কাজ করিয়াছেন, ইহার জন্য আমাদের সকলকে সমূহ কষ্ট পাইতে হইবে।"

অভয়সিংহের নিকট হইতে শীঘ্র সেই পত্রের প্রত্যুত্তর আসিল। জয়সিংহ তাহা উন্মোচনপূর্ব্বক স্বীয় সর্দ্দারগণের সম্মুখে পাঠ করিলেন "আমার দাস ও আমার মধ্যে হস্তার্পণ করিবার ও এরূপ পত্র লিখিবার আপনার ক্ষমতা কি? যদি আপনার নাম 'জয়সিংহ' হয়, তাহা হইলে মনে থাকে যেন যে, আমার নাম 'অভয়সিংহ।'"

সম্ভ্রান্ত দীপসিংহ বলিলেন "মহারাজ যাহা আমি আপনাকে ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছিলাম, দেখুন, এক্ষণে তাহাই ঘটিল; এখন কার্য্যক্ষেত্র হইতে অপসৃত হইবার আর উপায় নাই; এক্ষণে অম্বরের চিরবন্ধু সৈন্যসামন্তদিগকে একত্রিত করিতে হইবে।" অমনি গম্ভীররবে নাকরা ধ্বনিত হইল; সেই রণবাদ্যের গম্ভীরধ্বনি রাজধানীকে কম্পিত করিয়া সর্দ্দার ও সামন্তদিগকে জাগরিত করিয়া তুলিল। সেই সঙ্গে রাজ্যের সর্ব্বত্র এই আদেশ বিঘোষিত হইল যে, যুদ্ধক্ষম কচ্ছাবহমাত্রই উদ্যত পতাকামূলে একত্রিত হইবে। অম্বরের বিশাল বৈজয়ন্তী নগরের বহির্দ্বারে সমুদ্যত হইয়া সুমন্দ বায়ুহিল্লোলে পটপট শব্দে উড্ডীয়মান হইতেছিল। দেখিতে দেখিতে অম্বরের চারিদিক হইতে কচ্ছাবহ সৈন্যসামন্তগণ সশস্ত্রবেশে আসিয়া সেই সমুদ্যত পতাকামূলে সমবেত হইতে লাগিল। বুন্দির হারগণ, কেরৌলির যাদবগণ, শাপুরের শিশোদীয়গণ, এবং খীচি ও জাটগণ অম্বররাজের সাহায্যার্থ অম্বরের সেই বিশালজাতীয় সমিতিতে যোগদান করিল। এইরূপে একলক্ষ সৈন্য অম্বরদুর্গের প্রাকারতলে একত্রিত হইল। এই বিশালবাহিনী প্রচণ্ড পদভরে মেদিনীকে কম্পিত করিয়া ক্রমে ক্রমে মারবারের অভিমুখে অগ্রসর হইল। মুরদ্ধরের সম্মুখস্থিত গঙ্গবানী নামক পল্লীতে উপস্থিত হইয়া অম্বররাজ স্বীয় প্রচণ্ড সেনাকটক স্থাপিত করিলেন এবং যথোচিত শিষ্টাচারের সহিত অভয়সিংহের আগমন প্রতীক্ষা

করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগকে অধিকদিন অপেক্ষা করিতে হইল না। রোষান্বিত রাঠোররাজ বিকানীর হইতে স্বীয় সেনাদল উঠাইয়া লইয়া দ্রুতবেগে তাঁহাদের সম্মুখীন হইলেন।

ভক্ত শঙ্কিত হইলেন। তিনি কখনও মনে ভাবেন নাই যে, সেই ষড়যন্ত্র হইতে তাঁহার মাতৃভূমি সেইরূপ সঙ্কটে পাতিত হইবে। তিনি শুদ্ধ উভয় নৃপতির মধ্যে একটু বিবাদ বাধাইয়া দিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু সেই ইচ্ছা যে, অবশেষে সজাতির মধ্যে একটী বিষম সমরানল জ্বালিয়া দিবে, তাহা তিনি আদৌ বুঝিতে পারেন নাই। পাছে তাঁহার ষড়যন্ত্র প্রকাশিত হইয়া পড়ে, তদ্বিষয়িনী আশঙ্কা ইতিপূর্ব্বে তাঁহার মনে উদিত হইয়াছিল, কিন্তু এই উপস্থিত আশঙ্কার নিকট সে আশঙ্কা সামান্য বলিয়া প্রতীত হইল। "স্বর্গাদপি গরীয়সী" জননী জন্মভূমির এইরূপ সঙ্কট দেখিয়া কে নিশ্চিন্ত ও নিরাতঙ্কভাবে অবস্থিতি করিতে পারে? বিশেষতঃ ভক্ত রাজপুত্র, মারবার তাঁহার পিতৃপুরুষগণের লীলানিকেতন,—তাঁহাদের পবিত্র কর্ম্মভূমি। ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিবাদ আছে বলিয়া কি এই বিপদের সময় তাঁহারা একত্রিত হইবেন না? আজি ভক্ত মাতৃভূমির এই আসন্ন সঙ্কটকালে ভ্রাতার বিকট বিদ্বেষানল ভুলিয়া গিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং বিনীতভাবে বলিলেন "আর্য্য! অবরোধ হইতে সেনাবল উঠাইয়া লইবেন না; আমাকে আদেশ করুন, আমি একাকীই নাগোরের সামন্তগণের সাহায্যে সেই ভাক্তের সম্মুখীন হই এবং ঈশ্বরাশীর্ব্বাদে তাহাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া আসি।" ভ্রাতা নিজ আচরণের উপযুক্ত শাস্তিভোগ করেন, তাহাতে অভয়সিংহের অনিচ্ছা ছিল না। তিনি মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন যে, ঘোরতর যুদ্ধের সময়ে ভক্তকে সদলে শত্রুমুখে ত্যাগ করিয়া আসিবেন; তথাপি কি জানি কি ভাবিয়া এক্ষণে ভক্তের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন।

অগ্রজ বিদ্বেষবশতঃ কনিষ্ঠের প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন না। ভক্ত মনে মনে ক্ষুব্ধ হইলেন। কিন্তু তিনি সেই ভীষণ সংঘর্ষকালে নিঃসংস্রবভাবে থাকিতে পারিলেন না। তিনি নাগোরে প্রতিগত হইলেন এবং দিল্লিতোরণে উপবেশন করিয়া গম্ভীরশব্দে নাকরা ধ্বনিত করিলেন। অমনি নাগোরের সর্দ্দারগণ স্ব স্ব সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে সেই বিশাল-সিংহদ্বারে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। ভক্তের সম্মুখে দুইটী পিত্তলপাত্র স্থিত; তন্মধ্যে একটীতে অহিফেনদ্রব, অপরটীতে কুঙ্কুমবাসিত বারি। এক একজন সর্দ্দার যেমন তাঁহার সম্মুখে আগমন করিলেন, অমনি ভক্ত তাঁহাকে কিঞ্চিত অহিফেন দিয়া এবং সেই সুবাসিত সলিলে স্বীয় দক্ষিণহস্ত সিঞ্চিত করিয়া তাঁহার হৃদয়ে স্থাপন করিতে-লাগিলেন। এইরূপে তিনি অষ্টসহস্র রাজপুতবীরকে কঠোর রণব্রতে দীক্ষিত করিয়া লইলেন;—সেই অষ্টসহস্রের মধ্যে সকলেই জীবনমুমুক্ষু,—সকলেই স্বদেশের জন্য প্রাণত্যাগে উদ্যত। কিন্তু ভক্ত তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকতম সাহসিক ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বীরদিগকে বাছিয়া লইতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। সেই প্রচণ্ড সেনাদল সমভিব্যাহারে একখানি বিশাল জনারক্ষেত্রের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া রাঠোররাজকুমার সকলকে

সম্বোধনপূর্ব্বক বজ্রগম্ভীর রবে বলিলেন "বীরগণ! তোমাদের মধ্যে যদি কেহ যুদ্ধক্ষেত্রে জয়লাভ বা দেহত্যাগ করিতে প্রস্তুত না থাকে, তবে সে যেন আমার অনুগমন না করে; যদি কাহারও ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা থাকে, তবে ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া এই বেলা যাউক।" এই কথা বলিবামাত্র তিনি সেই ঘননালসমাবৃত বিস্তৃত ক্ষেত্রের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। যাহারা সাহসিকতম, তাহারা তাঁহার অনুগমন করিল; অবশিষ্ট সকলে সেই জনারক্ষেত্রকে পশ্চাতে রাখিয়া অবনতমুখে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইল। ভক্ত সেই নিবিড় শস্যব্যবধানে থাকিয়া তাহাদের কলঙ্কিত মুখ দেখিলেন না। ক্ষেত্র হইতে বহির্গত হইয়া রাঠোরবীর দেখিলেন যে, পঞ্চসহস্রেরও অধিক সৈন্য তাঁহার অনুগমন করিয়াছে। তিনি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন এবং সেই সমস্ত বীরের সমভিব্যাহারে ভীষণ সমরসাগরে ঝম্পপ্রদান করিলেন।

অম্বররাজ সদলে গঙ্গবানীতে শক্রপক্ষের প্রতীক্ষায় সজ্জিত হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। দূরে ভক্তের প্রচণ্ড তুরঙ্গসেনাকে দেখিতে পাইয়া তিনি নিজ বিশালবাহিনীকে তাহাদিগের অভিমুখে চালিত করিলেন। ভক্ত আদেশ দিলেন; অমনি তাঁহার সর্দ্দার ও সামন্তগণ তরবার ও ভল্ল উদ্যত করিয়া প্রচণ্ড গিরিনদের ন্যায় শত্রুসেনার উপর পতিত হইল। দেখিতে দেখিতে উভয় দলে ঘোর যুদ্ধ বাধিয়া গেল। ভক্ত সমভিব্যাহারী বীরদিগকে লইয়া অম্বরের বিকট চমূর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং ভীষণ মহাকালরূপে অগণ্য শত্রুসেনা সংহার করিতে করিতে তাড়িততেজে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে শত্রুসেনা ঘোরতর মথিত ও বিত্রাসিত করিয়া যখন তিনি তাহাদের পশ্চাদ্ভাগে গিয়া পড়িলেন, তখন সেই পঞ্চসহস্রের মধ্যে কেবল ষাটজন মাত্র তাঁহার সঙ্গে ছিল! এই সময়ে তাঁহার সর্দ্দারগণের শিরোমণি গজসিংহপুরপতি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন "আমাদের পশ্চাতে একটী জঙ্গল রহিয়াছে এইবেলা—" সর্দ্দারের বাক্য শেষ হইতে না হইতে রাঠোরবীর সদর্পে বলিয়া উঠিলেন, "পশ্চাতে বন, কিন্তু সম্মুখে কি? দুর্ভেদ্য শত্রুসেনা?—কিন্তু তাহা আমরা ভেদ করিয়াছি;—ভেদ করিয়া যে পথ দিয়া আসিয়াছি, সেই পথ দিয়া পুনর্ব্বার যাইব।" ভক্তের বাক্য শেষ হইয়াছে, এমন সময়ে অম্বরের "পঞ্চরঙ্গিনী পতাকা" তিনি দেখিতে পাইলেন। তাঁহার হৃদয় স্ফীত হইয়া উঠিল, নয়নযুগল হইতে জলন্ত অনলশিখা বহির্গত হইল; সেই জলন্ত নয়নে সেই হতাবশিষ্ট কয়েকটী বীরের দিকে চাহিয়া তিনি বজ্রগম্ভীরস্বরে বলিলেন "বীরগণ! প্রতিজ্ঞা পালন কর, লজ্জাবনতমুখে গৃহে ফিরিয়া যাইব না; ঐ দেখ স্বর্গে রম্ভা মন্দারমলা লইয়া আমাদিগকে আহ্বান করিতেছে।" অমনি সেই কতিপয় বীর শ্রবণভৈরব রবে সিংহনাদ ত্যাগ করিয়া আবার সেই বিশাল শত্রুবাহিনী মধ্যে প্রবেশ করিতে ধাবিত হইলেন! এদিকে সতর্ক খুম্বানীসর্দ্দার * যুদ্ধ ত্যাগ করিতে স্বীয় রাজাকে মন্ত্রণা দিলেন। অম্বররাজ তাঁহার মন্ত্রণায় কিছুতেই সম্মত হইলেন না। পরিশেষে যখন ডাঁঙ্গোসর্দ্দার বারবার তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, তখন তিনি অতিকষ্টে যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ করিলেন; কিন্তু

* অম্বরের ডাঁঙ্গোসর্দ্দার এস্থলে খুম্বানী সর্দ্দার নামে অভিহিত হইয়াছেন।

প্রতিজ্ঞা—প্রাণান্তে শত্রুকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবেন না। তদনুসারে শত্রুসেনার দিকে সম্মুখ করিয়া উত্তরস্থ কুচৌলার দিকে তিনি স্বীয় সেনাদল চালিত করিলেন। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে এইরূপে অপসৃত হইবার কালে মর্ম্মাহত রাজা জয়সিংহ বলিয়া উঠিলেন "এ জীবনে আজি পর্য্যন্ত সপ্তদশ যুদ্ধ দেখিলাম, কিন্তু অদ্যাবধি অসির সাহায্যে একটীরও মীমাংসা হইল না।" এইরূপে রাজবারার বিজ্ঞতম ও শ্রেষ্ঠ প্রতাপশালী নরপতি গৌরবের সহিত দীর্ঘজীবন অতিবাহিত করিয়া মুষ্টিমেয় রাঠোরসেনার সম্মুখে রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। সেই দিন সেই গঙ্গবানীর সমরক্ষেত্রে তাঁহার অতুল বিক্রম ও গৌরব লাঞ্ছিত হইল, তাঁহার শুভ্রযশোবিভা কলঙ্কিত হইয়া গেল। সেই দিন ইতিহাসের পাষাণফলকে লৌহলেখনীদ্বারা খোদিত হইল যে, "একজন রাঠোর দশজন কচ্ছাবহের সমান।"

সেই ভীষণ সমরাঙ্গনে রাঠোররাজকুমার ভক্ত যে বিস্ময়কর বীরত্ব ও রণনৈপুণ্য দেখাইয়াছিলেন, জয়সিংহের নিজ কবিগণও তাহা কীর্ত্তন না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। যখন ভক্ত সেই কতিপয় বীর সমভিব্যাহারে বিকট সিংহনাদ ত্যাগ করিয়া যুদ্ধস্থলে মহাকাল সদৃশ প্রবেশ করিলেন, অম্বরের ভট্টকবি সেই সময়ে তাঁহার জ্বলন্ত তেজ ও শ্রবণভৈরব গর্জ্জন বর্ণন করিতেছেন "একি মুণ্ডমালিনী কালীর, না বীরশ্রেষ্ঠ হনুমন্তের, বিকট রণনাদ?—একি শেষনাগ শ্রবণবিদারী রবে গর্জ্জন করিতেছে?—না কপিলেশ্বর ভীমরবে জগৎকে তাড়না করিতেছেন? একি নরসিংহের অবতার?—না মার্ত্তণ্ডের তীক্ষ্ণ ময়ূখরেখা?—একি ডাকিনীর বিকট কটাক্ষ?—না ত্রিনেত্রের ললাটজাত জ্বলন্ত অনলশিখা? যখন ভক্তের হস্তস্থ তরবার কালের কর্ত্তরিকারূপে পরিণত হইল, তখন সেই অস্ত্ররূপ আগ্নেয়গিরির দিক্‌দাহী অনলরাশি কে সহ্য করিতে পারিবে?"

গঙ্গবানীর সেই ভয়াবহ যুদ্ধে যে কতিপয় বীর রাঠোররাজকুমার ভক্তের সহিত প্রাণরক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন, কবিবর কর্ণ তাঁহাদের অন্যতম। সেই সময়ে কর্ণ না থাকিলে ভক্ত আবার তৃতীয়বার শত্রুসেনাসাগরে ঝম্প প্রদান করিতেন। রণমদে মত্ত হইয়া তিনি একবার ভাবিয়া দেখেন নাই যে, সেই পঞ্চসহস্রের মধ্যে কেবল ষাটজন মাত্র তাঁহার সঙ্গে বাঁচিয়া আসিতে পারিয়াছেন। ক্রমে শত্রুসেনা সমরক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া গেলে যখন সেই বিকট উন্মত্ততা দূর হইল, তখন তাঁহার জ্ঞান নেত্র উন্মীলিত হইল, তখন তিনি সেই অবশিষ্ট কয়েকটী সৈনিককে দেখিয়া নিজ বিষম ক্ষতি বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার হৃদয় মথিত হইল;—নয়নযুগল হইতে অবিরল অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। যে বীর ইতিপূর্ব্বে জীবনের মায়ামমতা ত্যাগ করিয়া প্রচণ্ড বিক্রম সহকারে প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়াছেন, এক্ষণে তিনি নিজ বলাপচয় দর্শনে একটী বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। সেই বালসুলভ ক্রন্দন হইতে তাঁহাকে কেহই নিবর্ত্তিত করিতে পারিল না। পরিশেষে তাঁহার অগ্রজ আসিয়া যখন তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন "আজিকার যুদ্ধে তোমার বীরত্বে আমি গৌরবান্বিত হইয়াছি।" তখন ভক্ত রোদন সম্বরণ করিয়া প্রকৃতিস্থ হইলেন। আবার তিনি উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন এবং সোৎসাহে সিংহনাদ ত্যাগ করিয়া

সদর্পে বলিয়া উঠিলেন "আমি এখনও সেই 'ভাক্তকে' তাহার অম্বরদুর্গ হইতে টানিয়া বাহির করিতে পারি।"

কুক্ষণে জয়সিংহ মদিরামত্ত হইয়া অভয়সিংহকে পত্র লিখিয়াছিলেন ; সেই অনর্থকরী লিপি হইতে রাজস্থানে যে বিষম গৃহবিবাদ প্রজ্বলিত হইল, তাহাতে রাজপুতহস্তে রাজপুতশোণিত প্রভূত পরিমাণে নিঃসারিত হইল। জয়সিংহ স্বীয় অবিমৃষ্যকারিতার উপযুক্ত ফল প্রাপ্ত হইলেন বটে ; কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইল না। তিনি বিকানীর রাজ্যের উদ্ধারের নিমিত্ত সেই অনল জ্বালিয়াছিলেন, আজি তাহার উদ্ধার হইল। উভয়পক্ষের বিবাদ অধিক দিন রহিল না। রাণা তাঁহাদের মধ্যস্থ হইয়া সেই বিবাদ ভাঙ্গিয়া দিলেন। যখন উভয়পক্ষই নিজ নিজ উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছে, তখন সেই বিবাদভঞ্জনে মিবারেশ্বরকে কষ্ট পাইতে হইল না।

বর্ণিত আছে যে, ভক্তসিংহের কুলদেবতা কোন প্রকারে অম্বররাজের হস্তগত হইয়াছিলেন। জয়সিংহ তাঁহাকে অম্বরে লইয়া গিয়া স্বগৃহস্থ একটী স্ত্রীদেবতার সহিত তাঁহার বিবাহ দেন এবং অবশেষে ভক্তের নিকট ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। রাজপুত বীরদিগের এইরূপই শিষ্টাচার বটে। যাহাহউক, সেই যুদ্ধের পরই তাঁহাদের পরস্পরের বিবাদ বিসম্বাদ মিটিয়া গেল ; তখন আবার তাঁহারা মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হইলেন এবং রাণা দুইটী শিশোদীয় মহিলাকে তাঁহাদের উভয়ের করে অর্পণ করিয়া সেই সৌহার্দ্দ্যসূত্রের গ্রন্থী দৃঢ়তর করিয়া দিলেন। সেই শুভ পরিণয়োৎসবে স্ব স্ব সর্দ্দারগণের সহিত যোগদান করিয়া তাঁহারা "মানওয়ার পিয়ালার" মহিমায় সকল বিবাদ, সকল শত্রুতা, সমস্ত অনৈক্য ভুলিয়া গেলেন। অবার পরস্পর পরস্পরকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া অতুল আনন্দ উপভোগ করিলেন।

রাঠোররাজ অভয়সিংহের জীবনীতে ইহাই তাঁহার শেষ অনুষ্ঠান বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ইহার পর সম্বৎ ১৮০৬ (খৃ ১৭৫০) অব্দে তিনি যোধপুরে লীলাসম্বরণ করেন। তিনি স্বভাবতঃ অতিশয় আলস্যপ্রিয় ছিলেন। সেই আলস্যপ্রিয়তা তাঁহার বয়সের সহিত বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং এই প্রবৃত্তি হইতেই তাঁহার প্রচণ্ড ঔদ্ধত্য অনেক পরিমাণে শমিত হইয়া পড়িয়াছিল। অভয়সিংহের আলস্যপ্রিয়তার সম্বন্ধে অনেকগুলি গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। ভট্টগ্রন্থে বর্ণিত আছে ; "যৎকালে অজিত চৌহানীর পাণিগ্রহণার্থ গমন করেন, পথিমধ্যে দুইটী সিংহশিশু তাঁহার নয়নগোচর হয়। তন্মধ্যে একটী নিদ্রিত, অপরটী জাগ্রত। তাঁহার সমভিব্যাহারে একজন শকুনবিদ্ পুরুষ ছিল। সে ব্যক্তি সেই সিংহশাবক যুগলকে দেখিবামাত্র বলিল "চৌহানীমহিষী দুইটী সন্তান প্রসব করিবেন। তন্মধ্যে একজন সুস্তাখাঁ (অলস), অপর দক্ষযোদ্ধা হইবেন।" যদি সেই শাকুনিক ভবিষ্যতের অন্ধতম গর্ভে প্রবেশ করিয়া বলিতে পারিত যে, সেই ভ্রাতৃদ্বয় পিতৃশোণিতে হস্ত কলঙ্কিত করিবে, তাহা হইলে বোধ হয় মহারাজ অজিতকে সেই কঠোর অপঘাতমৃত্যু ভোগ করিতে হইত না এবং মারবারেরও সেইরূপ শোচনীয় অধঃপতন হইত না।

অভয়সিংহের অন্তিম জীবন সম্বন্ধে একটী মনোহর গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। রাঠোরগণ কুশাবহদিগকে সৈনিক বলিয়া অত্যন্ত ঘৃণা করিয়া থাকেন। ইহা রাঠোরদিগের একটী চিরন্তনী প্রবৃত্তি। দুঃখের বিষয় অভয়সিংহও এই প্রবৃত্তি পোষণ করিয়াছিলেন। যদিচ তিনি অম্বররাজ জয়সিংহের শ্বশুর; তথাপি জামাতা কুশাবহ কুলে সম্ভূত বলিয়া তিনি তাঁহাকে ঘৃণা করিতেন। জয়সিংহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে তিনি প্রায় তাঁহার সম্মুখেই বলিতেন "তুমি কুশাবহ অর্থাৎ কুশকুলে উৎপন্ন, সুতরাং তোমার তরবারে কুশতৃণের ন্যায়ই ধার।" এই প্রকার তীক্ষ্ণ শ্লেষ-শর জয়সিংহের হৃদয়ে বিষদিগ্ধ বাণবৎ প্রবিদ্ধ হইত। তিনি তাহাতে সময়ে সময়ে অধীর হইয়া পড়িতেন; কিন্তু সাহস করিয়া শ্বশুরের সেই কঠোর বাক্যের উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দান করিতে পারিতেন না। এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে জয়সিংহ অভয়সিংহের সেই শ্লেষবাক্যের প্রতিশোধ লইবার জন্য তাঁহার ছিদ্র অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। রাঠোররাজ প্রচণ্ডবলশালী ছিলেন; জয়সিংহ যে কোন উপায়ে হউক, তাঁহার বল লাঘব করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। তিনি তৎকালে ভারতের বিজ্ঞতম নৃপতি; ভগবতী বীণাপাণির বরে প্রাচীন আর্য্যদিগের সমস্ত শাস্ত্রই তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। তিনি পরম চতুর ও বুদ্ধিমান্; এক্ষণে সমস্ত চাতুর্য্য ও বুদ্ধি নিজ অভীষ্টসাধনে নিয়োগ করিলেন। তৎকালে কৃপারাম নামে জনৈক রাজপুত যবনরাজের অধীনে বেতনাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত ছিলেন। কৃপারাম দাবাখেলায় বিশেষ পটু; এই জন্য সম্রাট তাঁহাকে বড় ভাল বাসিতেন এবং তাঁহার সঙ্গে সময়ে সময়ে খেলা করিতেন। কৃপারাম সমস্ত সামন্তরাজগণের অপেক্ষা উচ্চ সম্মান ভোগ করিতেন। কেননা যখন তিনি রাজার সহিত একাসনে বসিয়া খেলায় নিরত থাকিতেন ; তখন রাজপুত নৃপতিগণ তাঁহাদের চারিদিকে দণ্ডায়মান থাকিয়া তাঁহাদের ক্রীড়া দেখিতেন; কেহ একবার আসন পরিগ্রহ করিতে পারিতেন না। চতুর জয়সিংহ এই কৃপারামের সাহায্যে নিজ অভিলাষ সাধন করিতে মনস্থ করিলেন। কোন প্রকারে তাঁহার মনোরঞ্জন করিয়া তিনি তাঁহার নিকট স্বীয় মনোভিলাষ প্রকাশ করিয়া বলিলেন। কৃপারাম সাধ্যানুসারে তাঁহার সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন। সেই দিবস হইতে তিনি সম্রাটের নিকট প্রায়ই বলিতে লাগিলেন "রাঠোররাজ ভীষণ বলশালী, বিশেষতঃ তিনি এমন সুচারু কৌশলের সহিত খড়্গ চালনা করিয়া থাকেন যে, এক আঘাতেই একটী প্রকাণ্ড মহিষের শিরশ্ছেদন করিতে পারেন।" এইরূপে অভয়সিংহের অসিচালনার প্রশংসা শুনিতে শুনিতে যবনরাজ একদিন স্বচক্ষে তাহা দেখিতে ইচ্ছা করিলেন এবং অভয়সিংহকে ডাকিয়া বলিলেন, "রাজেশ্বর! আপনার অসিচালনকৌশলের অনেক প্রশংসা শুনিয়াছি।" অভয়সিংহ বিনয়নম্রবদনে উত্তর করিলেন, —"হাঁ হজরৎ! আমি যে সময়ে হউক তাহা দেখাইতে পারি।"

অচিরে একটী দিন স্থির হইল। সেই নির্দ্দিষ্ট দিবসে রাঠোররাজের বিক্রম দেখিবার জন্য রাজ্যের নানা দিগ্‌দেশ হইতে লোক আসিতে লাগিল। জনস্রোতে রাজধানীর রথ্যাসমূহ পূর্ণ হইয়া গেল। সকলে রঙ্গস্থলের চারিদিক বেষ্টন করিয়া সোৎসুকে

দণ্ডায়মান হইল। সম্রাট পাত্রমিত্রগণের সমভিব্যাহারে সেই রঙ্গস্থলের আসন গ্রহণ করিলেন। অভয়সিংহ মল্লবেশে সজ্জিত হইয়া একখানি প্রচণ্ড খড়্গহস্তে সকলের সম্মুখে দেখা দিলেন। তাঁহার বীরোচিত আকার দর্শনে দর্শকমণ্ডলী তাঁহার ভাবী সাফল্য সম্বন্ধে একপ্রকার নিশ্চিন্ত হইয়া রহিল। দেখিতে দেখিতে একটী প্রকাণ্ড মহিষ কয়েকটী বলিষ্ঠ সৈনিক কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া সেই রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিল। তাহার প্রকাণ্ড দেহ ও প্রচণ্ড বিষাণ দেখিয়া রাঠোররাজ সম্রাটের দিকে ফিরিয়া বলিলেন "সম্রাট! আমায় ক্ষণকাল অবসর দিন, আমি একটু বিশ্রাম করি।" অনন্তর দ্বিগুণমাত্রা অহিফেন সেবন করিয়া তিনি রঙ্গভূমে পুনর্ব্বার অবতীর্ণ হইলেন। জয়সিংহ তাঁহাকে বিপদে ফেলিবার জন্য যে সেই কৌশলজাল বিস্তার করিয়াছেন, তাহা তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন। জানিতে পারাতে তাঁহার ক্রোধের আর সীমা পরিসীমা ছিল না। একে ক্রোধোচ্ছ্বাস, তাহাতে আবার তিনি দ্বিগুণমাত্রা অহিফেন সেবন করিয়াছেন; তাঁহার নয়নযুগল আরক্ত হইয়া উঠিল, তাহা হইতে যেন জ্বলন্ত অনলশিখা বহির্গত হইতে লাগিল। জয়সিংহের প্রতি সেই প্রদীপ্ত নয়নে বিকট ভ্রূকুটি একবার বিক্ষেপ করিয়া অভয়সিংহ মহিষকে আক্রমণ করিলেন। অমনি মহিষ বিকট গর্জ্জন সহকারে স্বীয় ভীষণ শৃঙ্গদ্বয় উদ্যত করিয়া তাঁহার দিকে ছুটিয়া আসিল। রাঠোররাজ অসি ধারণ করিয়া হিমাচলের ন্যায় স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। তাঁহার সেই বিলোল নয়নযুগলের জ্বলন্ত তেজ নিরীক্ষণ করিয়াই যেন সেই প্রচণ্ড জন্তু তাঁহার দিক হইতে মুখ ফিরাইল। অভয়সিংহ তাহাকে জয়সিংহের দিকে পুনর্ব্বার তাড়িত করিলেন। তাঁহার গূঢ় অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া চতুর অম্বররাজ সম্রাটকে নিম্নস্বরে বলিলেন "আর অধিক অগ্রসর হইবেন না।" পুনশ্চ মহিষ অভয়সিংহের সম্মুখীন হইল। তখন রাঠোররাজ স্বীয় প্রচণ্ড খড়্গ দুইহস্তে ধারণ করিয়া এরূপ ভীষণ বল সহকারে তাহার স্কন্ধদেশে আঘাত করিলেন যে, মহিষের মুণ্ড দ্বিধা বিভক্ত হইয়া রাজার জানুর উপরিভাগে পতিত হইল। অমনি তিনি তাহার ভরে পড়িয়া গেলেন। সকলে উচ্চৈঃস্বরে তাঁহাকে অনর্গল সাধুবাদ দান করিল। তিনি সুস্থ শরীরে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। কিন্তু ভট্টগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, "সম্রাট আর কখনও রাজাকে মহিষের মুণ্ডচ্ছেদ করিতে অনুরোধ করেন নাই।"

রাজা অভয়সিংহের শাসনকালেই দুর্দ্ধর্ষ নাদিরশা ভারতবর্ষ আক্রমণ * করিয়াছিল। তাহার প্রচণ্ড রণতূর্য্যনিনাদ ভারতের পশ্চিমদ্বারে শ্রুত হইবা মাত্র তৈমুরের সিংহাসন সমূলে কাঁপিয়া উঠিল, যবনসম্রাটের মুকুট সহসা ভূমিতলে পড়িয়া গেল। সমগ্র ভারত বিকট ভূকম্পনে কম্পিত হইল। সেই নৃশংস আক্রমকের শোণিতপিপাসু অসি হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য সম্রাট রাজপুতনৃপতিদিগের সাহায্য যাচ্ঞা করিলেন; কিন্তু তাঁহার যাচ্ঞা কেহই গ্রাহ্য করিল না। সেই ভয়াবহ বিপ্লব হইতে ভারতভূমির রক্ষার্থ কোন বিশিষ্ট রাজাই অগ্রসর হইলেন না। কর্ণালক্ষেত্রে হতভাগ্য মহম্মদশাহের

* নাদির শাহের অভিযান এবং তৎকর্ত্তৃক ভীষণ অত্যাচার, গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ৪৪৬ পৃষ্ঠা হইতে ৪৫০ পৃষ্ঠার মধ্যে দ্রষ্টব্য।

কঠোর অদৃষ্টলিখন পূর্ণ হইল; তাঁহার চরণে কঠিন লৌহনিগড় অর্পিত হইল; তিনি জয়নিদর্শন স্বরূপ নাদির কর্ত্তৃক রাজধানীতে নীত হইলেন। মহম্মদশাহের পতনে দিল্লি বিজয়ী নাদিরের হস্তে পতিত হইল। আফগানবীর তাহার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠনপূর্ব্বক অগণ্য নরনারীর শোণিতে হস্ত কলুষিত করিয়া স্বদেশে প্রতিগমন করিল। সেই দিন বীরবর বাবরের সিংহাসন যে প্রচণ্ড আঘাত প্রাপ্ত হইল; তাহা হইতে তাহার অধঃপতন শনৈঃ শনৈঃ আরম্ভ হইল; সেই অনিবার্য্য অধঃপতন হইতে আর কেহই তাহাকে রক্ষা করিতে পারিল না। রাজপুতগণ যদি সেই সুযোগে ভারতের সিংহাসন হস্তগত করিতে চেষ্টা করিত, তাহা হইলে আজি ভারতের পবিত্র বক্ষে আর্য্যসন্তানের বিজয়পতাকা উড্ডীন থাকিত, তাহা হইলে ভারত সন্তানগণ স্বাধীনতাসুখ সম্ভোগ করিয়া মাতৃভূমির জয়গানে জগৎকে কাঁপাইয়া তুলিত; কিন্তু ভারতের দুর্ভাগ্য, তাই তাঁহারা স্বদেশের মায়ামমতা ভুলিয়া গিয়া বাহাদুরশাহের হীনজীবন নির্ব্বোধ বংশধরদিগের ন্যায় তৎকালে নির্জ্জীব ভাবে কালযাপন করিয়াছিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

রামসিংহের অভিষেক;—তাঁহার উদ্ধত আচরণ;—তাঁহার অভিষেক-কালে তদীয় পিতৃব্য ভক্তের অনুপস্থিতি;—ধাত্রীকে ভক্তের নিজ প্রতিনিধিস্বরূপ প্রেরণ;—তাহাতে রামসিংহের অপমান-বোধ;—অপমানের প্রতিশোধ;—রামসিংহের বিশ্বস্ত পাত্র;—চম্পাবৎ ও কুম্পাবৎ সর্দ্দারকে তাঁহার অপমান;—অপমানিত সর্দ্দারদ্বয়ের রাজসভা পরিত্যাগ করিয়া ভক্তের নিকট গমন;—ভীষণ গৃহযুদ্ধ;—মৈরতা সমর;—রামসিংহের পরাজয়;—ভক্তসিংহের রাজসিংহাসনাধিকার;—তাঁহাকে আস দিয়া বগরি সর্দ্দারের সজ্জিত করণ;—পদচ্যুত রামসিংহের প্রতি পুরোহিতের অনুরাগ;—মহারাষ্ট্রীয়দিগের নিকট সাহায্যলাভার্থ তাঁহার দক্ষিণাবর্ত্তে গমন;—রাজা ভক্ত ও পুরোহিতের মধ্যে কবিতায় প্রশ্নোত্তর;—ভক্তের গুণাবলী;—মারবার ধ্বংসকরণার্থ মহারাষ্ট্রীয়দিগের ভীতি প্রদর্শন;—ভক্তের পতাকামূলে রাঠোর সর্দ্দারগণের আগমন;—তাঁহার সদলে যুদ্ধযাত্রা;—মহারাষ্ট্রীয়দিগের অনভিলাষ;—আজমীরের গিরিবর্ত্মে তাঁহার অবস্থিতি;—অম্বরমাহষীর বিষপ্রয়োগে তাঁহার মৃত্যু;—ভক্তের চরিত্র বর্ণন;—রাঠোর ও কুশাবহ নৃপতির সম্বন্ধে কবির শ্লোক;—সতীর অভিশাপ;—অভিশাপের সার্থকতা।

অভয়সিংহের পরলোকগমনে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র রামসিংহ মারবারের গদিতে আরোহণ করেন। যে বয়সে পুত্র পিতামাতার শাসনে থাকিবার যোগ্য, রামসিংহ সেই অল্প বয়সে পিতৃসিংহাসনে অভিষিক্ত হয়েন। যেদিন প্রজাপতির অনুগ্রহে শিরোহির সহিত মারবারের বিবাদ নির্ব্বাণ হইল, যেদিন দেবররাজ মানসিংহের দুহিতা রাঠোররাজ

অভয়সিংহের গলে বরমাল্য প্রদান করিয়া পিতৃরাজ্যের দগ্ধ হৃদয়ে শান্তিবারি সেচন করিলেন, সেই দিন হইতে ঠিক বিংশতি বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। আজি তাঁহাদের শুভ পরিণয়ের প্রথম ফল রামসিংহ মারবারের সিংহাসনে সমারূঢ়। রাঠোরের দর্প এবং চৌহানের ঔদ্ধত্য রামসিংহে সম্পূর্ণ সংক্রামিত হইয়াছিল। এই দুইটী উৎকট হৃদ্বৃত্তি হইতে যে বিষময় ফল উৎপন্ন হয়, তাহা তাঁহাকে ভোগ করিতে হইয়াছিল। রাজসিংহাসনে আরূঢ় হইয়াই তিনি উক্ত উৎকট বৃত্তির পরিচয় প্রদান করেন। তাঁহার অভিষেক-কালে মরুভূমির সমস্ত সর্দ্দার ও সামন্ত বিবিধ উপহার লইয়া নবীন ভূপতির সম্মানার্থ সমাগত হইলেন; কিন্তু ভক্তসিংহ স্বয়ং না আসিয়া স্বীয় ধাত্রীকে প্রেরণ করিলেন। রাজপুতসমাজে ধাত্রী একটী বিশেষ সম্মানের পাত্রী; রাজপুতগণ ধাত্রীকে জননীর ন্যায় সম্মান করিয়া থাকে। কিন্তু রামসিংহ পিতৃব্যের ধাত্রীকে দেখিবা মাত্র ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং উপহার দ্রব্যাদি দূরে নিক্ষেপ করিয়া কর্কশ স্বরে বলিলেন "কাকা কি আমাকে বানর মনে করিয়াছেন, তাই টীকা দিবার জন্য স্বয়ং না আসিয়া একটা বুড়া ডাকিনীকে পাঠাইয়া দিয়াছেন।" তাঁহার নয়নদ্বয় আরক্ত হইয়া ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। ধাত্রীকে দূর করিয়া দিয়া তিনি ভক্তের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন এবং বলিয়া দিলেন "এখনই ঝালোর প্রত্যর্পণ করুন।"

অবমানিত ধাত্রী ভক্তের নিকট প্রতিগত হইয়া রোদন করিতে করিতে সমস্ত বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। ভক্ত তাহাতে ক্ষুণ্ণ হইলেন এবং দূত দ্বারা প্রত্যুত্তর পাঠাইয়া দিলেন "ঝালোর ও নাগোর উভয়ই আপনার হাতে, আপনি ইচ্ছা করিলে উভয় জনপদই ফিরাইয়া লইতে পারেন।"

রামসিংহের গর্ব্বিত ও উদ্ধত আচরণের আরও দুই একটী উদাহরণ সন্নিবেশ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। রাজপদে আরূঢ় হইয়া তিনি দর্পে এতদূর বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, কাহার কিরূপ সম্মান ও পদগৌরব, তদ্বিষয়ে একবার ভ্রূক্ষেপও করিতেন না; এমন কি চম্পাবৎ ও কুম্পাবৎ সর্দ্দারদ্বয়কেও ঘোরতর অপমান করিতেও ক্ষান্ত থাকিতেন না। মারবারের শ্রেষ্ঠ সর্দ্দার চম্পাবৎ কুশলসিংহ দেখিতে খর্ব্বাকার; তাঁহার বদনমণ্ডল ব্রণাঙ্কে বিকৃত; এই জন্য রামসিংহ তাঁহাকে 'গুর্জ্জিগণ্ডক' নামে ডাকিতেন; অবমানসূচক এই হেয় উপাধি শ্রবণে সর্দ্দারশিরোমণি জ্বলিত হইতেন; কিন্তু বালক বলিয়া বড় গ্রাহ্য করিতেন না। একদা রামসিংহ কুশলসিংহকে নিকটে আগমন করিতে দেখিয়া "আসুন গুর্জ্জি" বলিয়া অভ্যর্থনা করিল। সর্ব্বসমক্ষে সেই অবমান সহ্য করিতে না পারিয়া চম্পাবৎ সর্দ্দার উত্তর করিয়াছিলেন "হাঁ, এই গুর্জ্জ (কুক্কুর) সিংহকে দংশন করিতে পারে।" রামসিংহ সেদিন আর কিছু বলিতে পারিলেন না; কিন্তু তিনি কুশলসিংহকে ঘোরতর অবমান করিবার অভিপ্রায়ে সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। একদা মুন্দরের রাজোদ্যানে রাঠোররাজ সর্দ্দার ও সামন্তগণের সমভিব্যাহারে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে তিনি কুশলসিংহকে একটী বৃক্ষের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। চম্পাবৎ সর্দ্দার উত্তর করিলেন "যেমন রাজপুত কুলের গৌরব চম্প, সেইরূপ উহা এই

উদ্যানের গৌরব চম্প।" অমনি রামসিংহ বলিয়া উঠিলেন "কাটিয়া ফেল, উন্মুলিত কর, চম্পনাম মারবারে থাকিবে না।" কেবল মারবারের মুখ চাহিয়া সর্দ্দারশিরোমণি এই উৎকট অবমানও সহ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু অচিরে এরূপ একটী ঘটনা উপস্থিত হইল, যাহাতে তিনি রামসিংহের সহিত সকল বন্ধন ছেদন করিয়া তাঁহার ঘোর শত্রু হইয়া দাঁড়াইলেন। যেদিন উদ্ধত রামসিংহ পিতৃব্য ভক্তসিংহের নিকট ঝালোর ফিরাইয়া চাহেন, সেইদিন তাঁহার সৌভাগ্যতপন অস্তমিত হয়। তিনি ঝালোর ফিরাইয়া চাহিয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই, এমন কি পিতৃব্যকে শাস্তি দিবার অভিপ্রায়ে সেনাদল সজ্জিত করিতে আদেশ প্রদান করেন। এই বালোচিত অন্যায় ব্যবহার কুশলসিংহের কর্ণগোচর হয়। মারবারের মঙ্গলাভিলাষে রামসিংহের অতীত দুরাচরণ উপেক্ষা করিয়া তিনি রাজসভায় উপস্থিত হইলেন—মনে মনে ইচ্ছা যে, রাজাকে সেরূপ মূর্খোচিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে দিবেন না। কিন্তু তাঁহার মনের ইচ্ছা মনেই রহিল। সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া আসন গ্রহণ করিতে না করিতেই তিনি রামসিংহের শ্লেষবাণে বিদ্ধ হইলেন। চপলমতি রাজা তাঁহাকে দেখিবামাত্র বলিয়া উঠিলেন "গুর্জ্জি গণ্ডক! আবার কি মনে করিয়া? আপনার ওবিকট মুখ যত কম দেখি, ততই ভাল।" এই তীব্র অবমান বৃদ্ধ চম্পাবৎ সর্দ্দারের হৃদয়ে ভীষণ বজ্রবৎ প্রহার করিল; তিনি আর তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না; নিদারুণ ক্রোধ ও জিঘাংসায় অধীর হইয়া হস্তস্থ ঢাল সতেজে বিস্তৃত গালিচার উপর উল্টাইয়া ফেলিয়া দিলেন এবং দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া চর্ব্বিতস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "বালক! তুমি যে রাঠোরের হৃদয়ে কঠোর বেদনা দিয়াছ, তিনি ইচ্ছা করিলে ঐ ঢালের ন্যায় সমস্ত মারবারকে বিপর্য্যস্ত করিতে পারেন।" অমনি তিনি আসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং সভা পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় সামন্তদিগকে একত্রিত করিয়া মুন্ধিয়াবারের * অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

রজনী দ্বিতীয় যামে পদার্পণ করিয়াছে; এমন সময়ে ভক্ত সংবাদ পাইলেন যে, সর্দ্দারচূড়ামণি কুশলসিংহ নাগোরের প্রান্তভাগস্থ মুন্ধিয়াবারে উপস্থিত হইয়া বিশ্রাম করিতেছেন। অমনি রাঠোর রাজকুমার তাঁহার অভ্যর্থনার্থ নিজ আবাসভবন পরিত্যাগ করিয়া ভট্টকবির আলয়ে উপস্থিত হইলেন; উপনীত হইয়া দেখিলেন কুশলসিংহ নিদ্রিত। ভক্তকে দেখিয়া চম্পাবৎ সর্দ্দারের অনুচরগণ তাঁহাকে জাগরিত করিবার উদ্যোগ করিল; কিন্তু ভক্ত বারণ করিয়া সর্দ্দারের শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। যথাকালে কুশলসিংহের নিদ্রাভঙ্গ হইল। নয়ন উন্মীলন করিয়াই তিনি ধূমপানার্থ হুঁকা চাহিলেন, এমন সময় তাঁহার পরিচারক অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া রাজকুমারকে দেখাইয়া দিল। অমনি সর্দ্দার শশব্যস্তে শয্যাত্যাগ করিয়া উত্থিত হইলেন। বিরামদায়িনী নিদ্রার সুখালিঙ্গনে তাঁহার রোষ ও জিঘাংসা শমিত হইয়া পড়িয়াছে; এক্ষণে তাঁহার

---

* ইহা কবিবর কর্ণের আবাস-নিকেতন। কর্ণ যে, রাঠোর সমাজে বিশেষ সম্মান ও আদরের পাত্র ছিলেন, তাহা তাঁহার ভূমিসম্পত্তির আয় শুনিলেই জানিতে পারা যায়। তাঁহার ভূমিসম্পত্তির বৎসরে এক লক্ষ টাকা আয়।

নিজ অবস্থা তাঁহার মানসদর্পণে পূর্ণভাবে প্রতিবিম্বিত হইল। কিন্তু তিনি কি করিবেন? যে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন, তথা হইতে আর ফিরিবার উপায় নাই। তখন তিনি ভক্তকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "রাজকুমার! এ মস্তক এক্ষণে আপনার কার্য্যে নিয়োগ করিব।"

চম্পাবৎ সর্দ্দার যোধপুর পরিত্যাগ করিয়া আসিলেও নির্ব্বোধ রামসিংহের জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইল না। তিনি বুঝিতে পারিলেন না যে, অচিরে তাঁহাকে কি এক ঘোর সঙ্কটে পতিত হইতে হইবে। অথবা তাঁহার বুঝিবার ক্ষমতা ছিলনা। তিনি কাঞ্চন ভুলিয়া কাচের আদর করিয়াছিলেন, কোকিলকে দূরে ত্যাগ করিয়া কাকের কর্কশস্বরে মোহিত হইয়াছিলেন। উমিয়া নাকরাচিনামক জনৈক লঘুচেতা হীনপদস্থ সর্দ্দার তৎকালে যোধপুরে বাস করিত। এই নীচ ব্যক্তির কুমন্ত্রণায় তিনি এতদূর মোহিত হইয়াছিলেন যে, সে ব্যক্তি যাহা বলিত, তিনি তাহাই বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার বুদ্ধির যে কিছু হীনজ্যোতিঃ ছিল, তাহাও সেই শঠের শঠতাজালে সমাবৃত হইয়া নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছিল। কুশলসিংহ ঘোরতর অবমানিত হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন, তিনি একবার তাঁহাকে নিবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা করিলেন না,—একবার নিজ দুরাচরণের বিষয় ভাবিয়া মনে মনে লজ্জিত হইলেন না। আশ্চর্য্যের বিষয় তিনি প্রকাশ্য সভাস্থলে মারবারের দ্বিতীয় প্রধান সামন্ত কুম্পাবৎ সর্দ্দারকেও এরূপে অবমানিত করিলেন, তাহা শ্রবণ করিলে শ্রবণপথ রোধ করিতে ইচ্ছা হয়। আশোপ-পতি কানাইরাম সভাস্থলে প্রবেশ করিয়াছেন, এমন সময়ে রামসিংহ তাঁহাকে "আও, বুড়া বাঁদর!" বলিয়া সরস অভ্যর্থনা করিলেন! এই ঘোরগ্লানিকর আহ্বান শ্রবণে কুম্পাবৎসর্দ্দার ক্রোধে জলিয়া উঠিলেন এবং রোষকষায়িতলোচনে কঠোর বচনে বলিলেন "যখন এই বানর নাচিতে আরম্ভ করিবে, তখন তুমি আমোদ পাইবে।" অমনি সভাস্থল পরিত্যাগ করিয়া আত্মীয় পরিজন ও সৈন্যসামন্তগণের সমভিব্যাহারে নাগোরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আগমন বার্ত্তা শুনিবামাত্র ভক্ত যথোচিত সম্মানসহকারে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন এবং নানাপ্রকারে তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে লাগিলেন। সেই স্থলে যখন আবার কুশলসিংহ আসিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন, তখন তাঁহার অভিমান ও রোষ দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল। চতুর ভক্ত তাঁহাদের রোষানল নির্ব্বাণ করিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাঁহারা কিছুতেই আশ্বস্ত হইলেন না; বরং ক্রোধোন্মত্ত স্বরে বলিলেন "রামসিংহকে এজীবনে আর আমরা রাজা বলিয়া মানিতে পারিব না। আমরা আপনাকে মহারাজ যোধের সিংহাসনে স্থাপন করিতেছি। যদি আপনি আমাদের অনুরোধ না রাখেন, তাহা হইলে আর আমরা মারবারে থাকিব না, আর মারবারের জন্য ভাবিব না, মারবারের সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া ভিন্ন রাজ্যে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিব।" অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া ভক্ত তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

এই সকল ব্যাপার অচিরে রামসিংহের গোচরিত হইল। কিন্তু যখন তিনি শুনিলেন যে, সর্দ্দারদ্বয় ভক্তসিংহ কর্ত্তৃক সাদরে গৃহীত হইয়াছেন; তখন আবার পিতৃব্যকে পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন "এখনই ঝালোর প্রত্যর্পণ করুন।" এই কঠোর অনুশাসনে ভক্ত

অণুমাত্র ভীত হইলেন না, তিনি আরও শীলতাসহকারে উত্তর পাঠাইলেন, "আমার রাজার সহিত আমি বিবাদ করিতে সাহস করি না। তবে যদি তিনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসেন, তাহা হইলে আমি পূর্ণঘট লইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিব।"

এই পত্র প্রাপ্ত হইয়া রামসিংহের বিদ্বেষবহ্নি ভীষণ উচ্ছ্বাসে জ্বলিয়া উঠিল। তিনি আর তাহা নিবারণ করিতে পারিলেন না। অচিরে যোধগিরির উচ্চ সৌধশিরে প্রচণ্ড নির্ঘোষে রণদামামা শব্দিত হইল; অমনি অস্ত্রের ঝণাৎকারে এবং প্রমত্ত বীরগণের শ্রবণভৈরব সিংহনাদে মারবারভূমি কম্পিত হইয়া উঠিল। রাঠোরের দুইটী প্রধান বল ছিন্ন হইয়াছে, তথাপি যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহারই উৎসাহ ও উদ্দীপনার অভাব নাই। যে মৈরতীয় সর্দ্দারগণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাহসিক ও রাজভক্ত, রাজার মঙ্গলের জন্য যাঁহারা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পারেন, আজি তাঁহারা সকলেই যোধদুর্গের প্রাকারতলে সমবেত হইলেন; করে অসিধারণ করিতে পারেন, এমন এক ব্যক্তিও গৃহকোণে রহিলেন না। এতদ্ব্যতীত রিয়া, বুধসু, মেহত্রী, খেলুর, ভোড়াবর, কোচামন, অলিনাবাস, জুশুরি, ঘোকরি, ভরুণ্ডা, ইয়ারবো ও চন্দারুণ প্রভৃতি নগরের সর্দ্দারগণ স্ব স্ব সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে রামসিংহের পতাকামূলে একত্রিত হইতে লাগিলেন। যোধাবৎকুলের সর্দ্দারগণ পবিত্র স্বামীধর্ম্মের অনুরোধে মৈরতীয়গণের সহিত যোগদান করিলেন। ক্ষীরবা, গোবিন্দগড় ও ভদ্রজুনের সর্দ্দারগণ রাজার লবণের সার্থকতা সম্পাদন করিতে সচেষ্ট হইলেন। অবশিষ্ট সকলে ভক্তসিংহের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। ইহাতে রামসিংহ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন বটে; কিন্তু পঞ্চসহস্র জারিজা সৈনিকের বিচ্ছেদে তাঁহাকে যে গুরুতর ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছিল, তাহার সহিত তুলনায় উক্তপ্রকার ক্ষতি সামান্য বলিয়া বোধ হয়। ভোজনগরের জারিজা রাজার কন্যাকে বিবাহ করাতে তিনি শ্বশুরের নিকট সেই সেনাসাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রচণ্ড দর্প ও ঔদ্ধত্যই তাঁহার কাল হইল। এই দুইটী উৎকট প্রবৃত্তির দোষে তিনি বন্ধুবান্ধবের চক্ষুশূল হইলেন, নিজ সহায়সম্বল হারাইলেন, অবশেষে সিংহাসন হইতে বিচ্যুত হইয়া অশেষ কষ্টে নিপতিত হইলেন।

নগরের বহির্দ্দেশে শিবির সন্নিবেশিত হইলে, একদা একটী অশুভশংসী কাক পটগৃহের বসনপ্রাচীরে উপবিষ্ট হইল। সেই পটাবাসের অভ্যন্তরে জারিজা মহিষী বসিয়া ছিলেন। তিনি শকুনভাষায় বিশেষ দক্ষ। কাককে কনাতের উপর উপবিষ্ট হইতে দেখিয়াই তিনি হস্তে একটী সজ্জিত বন্দুক তুলিয়া লইলেন এবং সেই পক্ষী তিনবার 'কা কা' ধ্বনি করিতে না করিতেই তাহাকে মারিয়া ফেলিলেন। বন্দুকের স্ফোটনধ্বনি শ্রুত হইবামাত্র উদ্ধত রামসিংহ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং বিশেষ অনুসন্ধান না লইয়াই তন্মুহূর্ত্তেই আদেশ করিলেন "যে বন্দুক ছুড়িল, তাহাকে এখনই আমার সম্মুখে ধরিয়া আন।" পরিচারকেরা রাণীর নাম করিলেও তাঁহার ক্রোধের শান্তি হইল না। তিনি কঠোরস্বরে বলিলেন "রাণীকে বল, তিনি এই মুহূর্ত্তেই আমার রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া পিতৃরাজ্যে ফিরিয়া যাউন। আমি অমন স্ত্রীর মুখাবলোকন করিব না।" জারিজা রাজকুমারী চমকিত

হইলেন। স্বামীর ক্রোধ শান্তি করিতে তিনি অনেক চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাঁহার কোন চেষ্টাই ফলবতী হইল না। রাজা তাঁহাকে দেখিতে চাহিলেন না। অনেক অনুনয়বিনয়ে রাণী তাঁহার সাক্ষাৎলাভ করিলেন এবং পতির পদপ্রান্তে পতিত হইয়া করুণস্বরে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রামসিংহ তাঁহার কোন কথাই গ্রাহ্য না করিয়া সেইরূপ কঠোরস্বরে বলিলেন;—"তুমি এই মুহূর্ত্তেই আমার রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া যাও।" যখন কিছুতেই রাজা তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন না; তখন জারিজ্জারাজকুমারী লগুড়তাড়িতা কুপিতা ফণিনীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন "আমাকে আপনি ত্যাগ করিলেন, কিন্তু দেখিবেন, ইহাতেই আপনাকে মারবারের সিংহাসন হইতে বিচ্যুত হইতে হইবে।" তিনি আর বিলম্ব করিলেন না,—আর সেই উদ্ধত স্বামীর মুখের দিকে চাহিলেন না; দারুণ মনোদুঃখে বিকল হইয়া অভিমানিনী ভামিনী সেই পঞ্চসহস্র জারিজ্জা সৈনিক সমভিব্যাহারে পিতৃরাজ্যে প্রতিগত হইলেন। সেইদিন রামসিংহের সিংহাসন সহসা কাঁপিয়া উঠিল, তাঁহার মুকুট স্খলিত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইল। ঘোর গর্ব্বমদে মত্ত হইয়া তিনি যে অপকর্ম্ম করিলেন, তাহার প্রতিফল তাঁহাকে অচিরে ভোগ করিতে হইল।

এদিকে ভক্তসিংহ যুদ্ধোপযোগী আয়োজন করিতে লাগিলেন। তাঁহার গৃহ-সর্দ্দার ব্যতীত অনেক সর্দ্দার ও সামন্ত তদীয় উদ্যত পতাকামূলে সমবেত হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে চম্পাবৎ, কুম্পাবৎ, উদাবৎ ও করমসোটগণই বিশেষ প্রসিদ্ধ। নিমজ, রাইপুর, ও রাউনগরের সর্দ্দারত্রয়, উদাবৎদিগকে এবং কেবনশিরের ঠাকুর, করমসৌটদিগকে চালিত করিয়া ভক্তের সাহায্যার্থ রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন।

রামসিংহের সেনাবল ইতিপূর্ব্বে প্রায় ভক্তসিংহের সমানই ছিল; কিন্তু যেদিন জারিজ্জা সৈনিকগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেল, সেইদিন তাহা অধঃকৃত হইয়া পড়িল। তথাপি উদ্ধত রাঠোররাজ কিছুমাত্র নিরুৎসাহ হইলেন না। 'রাজা' নামের যে একটী মোহিনী শক্তি আছে, তাহা তিনি জানিতেন। তাঁহার বিলক্ষণ বিশ্বাস ছিল যে, সেই মোহিনী শক্তির প্রভাবে তিনি রণক্ষেত্রে জয়লাভ করিতে পারিবেন। কিন্তু হায়, এ বিশ্বাস তাঁহার ভ্রান্ত। তিনি যদি 'রাজা' নামের যোগ্য হইতেন; রাজসম্মান যে কি অপূর্ব্ব পদার্থ, তাহা যদি তিনি জানিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে এ ঘোর সঙ্কটে জড়ীভূত হইতে হইবে কেন? তাহা হইলে মারবারের সেই অধঃপতনকালে রাঠোর রাঠোরের হৃদয়-শোণিত পাত করিয়া,—বন্ধু বন্ধুর হৃদয়ে ছুরিকা প্রবেশিত করিয়া দিয়া সেই অধঃপতনের পথ পরিষ্কৃত করিয়া দিবে কেন?

রণদামামা বাজিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে অগণ্য সৈনিক উৎসাহে জয়নাদ ত্যাগ করিয়া রাঠোরের পঞ্চরঙ্গিনী পতাকামূলে একত্রিত হইল। মহান্ উৎসাহ ও সাহসের সহিত রামসিংহ মৈরতার আজমির নামক তোরণদ্বারের নিকটে স্কন্ধাবার স্থাপন করিলেন। সেইস্থলে অবস্থিত থাকিয়া তিনি শত্রুপক্ষের প্রতীক্ষায় রহিলেন। দেখিতে দেখিতে দূরে অগণ্য অস্ত্রফলক রবিকিরণে সহস্র বিদ্যুৎ বিভাসিত করিয়া দিগন্তরেখা আলোকিত

করিতে করিতে মৈরতার নাগোরদ্বার নামক উত্তর তোরণের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। রামসিংহ জ্বলন্ত নয়নে নিজ সেনাদলের দিকে চাহিলেন। অমনি তাহারা প্রচণ্ডরবে সিংহরব করিয়া উঠিল। ভক্ত যেস্থলে স্বীয় স্কন্ধাবার স্থাপন করিলেন, তাহা পবিত্র;—রাজস্থানে তাহা "মাতাজিকা স্থান" নামে প্রসিদ্ধ। সেই স্থল আজমির-তোরণ হইতে তিন মাইল দূর। তথায় কালিকাদেবীর একটী প্রাচীন কুণ্ড আছে। কথিত হয়, উক্ত কুণ্ড পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

ভক্তসিংহ যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। নিজ শিবিরশ্রেণী পশ্চাতে রাখিয়া তিনি সদলে রামসিংহের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন;—কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই স্বীয় মুকুটধারী ভ্রাতুষ্পুত্রকে গোলাবর্ষণ পূর্ব্বক অভিবাদন করিলেন। অমনি রামসিংহও সেইরূপ জ্বলন্ত গোলক নিক্ষেপ করিয়া পিতৃব্যের সম্মুখীন হইলেন। উভয় পক্ষে ঘোরতর গোলাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। সমস্ত দিবস অনর্গল কেবল গোলাবর্ষণই হইতে লাগিল; কোন পক্ষই অসিযুদ্ধে প্রবিষ্ট হইল না। ধূমে ধূমে সমগ্র মৈরতাভূমি আচ্ছন্ন হইল, তন্মধ্যে অগণ্য জ্বলন্ত গোলক অগণ্য বজ্রের ন্যায় শ্রবণভৈরব রবে ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে লাগিল। সেই নিবিড় ধূমপটলের মধ্যে যে কত শত বীর অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইলেন,—তাহার ইয়ত্তা নাই। তাঁহাদের দিকে কেহই সে সময়ে চাহিয়া দেখিল না,—কেহই তাঁহাদের বিষয় ভাবিল না। সকলেরই হৃদয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, হস্তে অমিত বল, নয়নে বিকট জ্যোতিঃ। সম্মুখে প্রিয়তম বন্ধু গোলকস্পর্শে গতজীবন হইয়া ভূমিতলে পতিত হইতেছে,—সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই; সেই প্রাণসুহৃদের শবদেহ পদতলে দলিত করিয়া উভয় পক্ষের বীরগণ পরস্পরের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিল। দিবা অবসান প্রায়; সূর্য্যদেব অস্তাচলচূড়া অবলম্বন করিয়াছেন; তাঁহার আরক্ত মুখ ধূমপুঞ্জের ভিতর হইতে যেন আর একটী আরক্ত গোলার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। ক্রমে সেই আরক্ত তাম্র গোলক পশ্চিমাচলের সানুদেশে অন্তর্হিত হইলে সন্ধ্যার নিবিড় ছায়া জগতে বিসারিত হইয়া পড়িল,—তাহার সংস্পর্শে মৈরতা ক্ষেত্রের নিবিড় ধূমরাশি নিবিড়তর হইল; তথাপি বিরতি নাই; শ্রান্তি নাই—বাহ্যপ্রকৃতির দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই! সান্ধ্য অন্ধকারের সহিত তাঁহাদের উৎসাহ যেন দ্বিগুণিত হইতে লাগিল; কিন্তু তাহা আর অধিকক্ষণ থাকিল না। অচিরে একটী ঘটনা উপস্থিত হইয়া সেই রজনীর জন্য তাঁহাদের রণরঙ্গভূমে যবনিকা পাতিত করিল।

যে বাজিপা সরোবরের বিস্তৃত তটোপরি যুদ্ধাভিনয় হইতেছিল, তাহার একপার্শ্বে দাদুপন্থী সন্ন্যাসিগণের একটী আশ্রম ছিল। রাঠোর রাজা শূরসিংহ উক্ত আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সেই মঠ প্রতিদ্বন্দ্বী উভয় দলের মধ্যস্থলে থাকাতে ইহার উদ্যানের অভ্যন্তরে মধ্যে মধ্যে অগণ্য গোলা আসিয়া পড়িতেছিল। ইহাতে বিষম ভীত হইয়া আশ্রমস্থ সন্ন্যাসিগণ আশ্রমাধ্যক্ষ বাবা কিষণদেবকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। বাবা কিষণদেব স্বীয় শিষ্যগণের ন্যায় পলায়ন করিতে ঘৃণাবোধ করিয়া অদৃষ্টদেবের উপর নির্ভর পূর্ব্বক সেই অনলবৃষ্টির নিম্নে নির্ভয়ে রহিলেন। ' সম্মুখে ব্রহ্মহত্যা হয় দেখিয়া উভয় দলই

তাঁহাকে আশ্রম ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিল। কিন্তু তিনি তাহাদের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া নির্ভয়ে বলিলেন "যদি বিধাতা গোলার আঘাতেই আমার মৃত্যু লিখিয়া থাকেন, তাহা হইলে কেহই তাহা নিবারণ করিতে পারিবে না; আর যদি তাহা না হয়, তবে সহস্র গোলক ব্যর্থ হইয়া যাইবে।" কিন্তু কিষণদেব যদিও নিজের জন্য ভাবেন নাই, তথাপি তাঁহার আশ্রমতরুর জন্য অত্যন্ত চিন্তা হইয়াছিল। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে তিনি তাঁহাদিগকে যুদ্ধ স্থগিত রাখিয়া সে স্থল পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন। পবিত্রচেতা বৃদ্ধ দাদুপন্থীর আদেশ কেহই অগ্রাহ্য করিতে পারিল না;—এদিকে রজনীকেও শনৈঃ শনৈঃ উপস্থিত হইতে দেখিয়া তাঁহারা যুদ্ধ স্থগিত রাখিয়া স্ব স্ব শিবিরে প্রতিগত হইলেন।

রজনী প্রভাত হইল। উষার রক্তিম রাগে পূর্ব্ব গগন রঞ্জিত হইবামাত্র প্রতিদ্বন্দী রাঠোর বীরদ্বয় স্ব স্ব সেনাদল লইয়া যুদ্ধসজ্জায় দণ্ডায়মান হইলেন। তরুণ দিবাকরের বালার্কমালা সৈনিকদিগের উদ্যত শাণিত শূলফলকে প্রতিবিম্বিত হইয়া কোটী সূর্য্য প্রকাশ করিতেছিল। সেই প্রভাত সবিতাকে প্রণাম করিয়া বীরগণ ভীষণ উৎসাহের সহিত ভয়াবহ যুদ্ধে পুনর্ব্বার প্রবৃত্ত হইলেন। অদ্য রাজা রামসিংহ সর্ব্বাগ্রে সমরানল সন্ধুক্ষিত করিয়া তুলিলেন। সেনাদলের পুরোভাগে আসীন হইয়া তিনি স্বীয় পিতৃব্যকে আক্রমণ করিলেন। অমনি ভক্তসিংহ উৎসাহে উন্মাদিত হইয়া সিংহনাদ ত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখীন হইতে আসিলেন। এদিকে চম্পাবৎ সর্দ্দার কুশলসিংহ দারুণ অবমাননার প্রতিশোধ লইবার জন্য স্বীয় সেনাদলকে রামসিংহের দিকে চালিত করিলেন। রাজভক্তি ও আত্মোৎসর্গের পবিত্র মন্ত্রে প্রণোদিত হইয়া মৈরতীয় বীরগণ অসিহস্তে সেই ক্রোধোন্মত্ত চম্পাবৎ সর্দ্দারের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার অভিপ্রায়ে তদভিমুখে ধাবিত হইলেন। যে ভ্রাতা, যে বন্ধু, যে প্রিয়তম কুটুম্ব, এককালে পরস্পরের সুখ দুঃখের অর্দ্ধভাগী, একদা জীবনের সান্ত্বনা ছিলেন, আজি তাঁহারা সেই দুশ্ছেদ্য প্রণয়বন্ধন ছেদন করিয়া সেই বন্ধুত্ব ভ্রাতৃত্ব, আত্মীয়ত্ব ভুলিয়া পরস্পরের হৃদয়শোণিতপাত করিতে উদ্যত! সকলেরই হৃদয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যে, "হয় জয়ী হইব, নয় যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন ত্যাগ করিব।" এই কঠোর প্রতিজ্ঞায় প্রোৎসাহিত হইয়া প্রতিদ্বন্দী বীরগণ পরস্পরকে আক্রমণ করিলেন। যে মৈরতীয় সেনা মরুস্থলীর শ্রেষ্ঠ বীর বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ; আজি তাহাদের অধিনায়ক শেরসিংহ চিরগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। বীর্য্যবান্ চম্পাবৎ সর্দ্দারও ইহাঁ অপেক্ষা কিছুমাত্র ন্যূন নহেন। মদগর্ব্বিত রামসিংহ সভাস্থলে অপমান করিয়া তাঁহার হৃদয়ে যে অনল জ্বালিয়া দিয়াছিল, আজি কুশলসিংহ অবমানকর্ত্তার হৃদয়শোণিতে সেই প্রজ্বলিত অনল নির্ব্বাণ করিবেন, কে তাঁহার প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ করিতে সাহসী হইবে? তিনি যতক্ষণ জীবিত থাকিবেন, ততক্ষণ সে প্রতিজ্ঞা পালন করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন। রামসিংহ তাঁহাকে "কুক্কুর" বলিয়া ঘৃণা করিয়া আসিয়াছেন, আজি তিনি দেখাইবেন যে, সেই "কুক্কুর" রাজপদ দংশন করিতে পারে কিনা। বিকট উৎসাহে তাঁহার বিকৃত মুখমণ্ডল ভীষণ হইয়া উঠিল; তাঁহার নয়ন হইতে জ্বলন্ত

অগ্নিশিখা বহির্গত হইতে লাগিল। বীরবর শেরসিংহ আজি ভীষণ আস্ফালনপূর্ব্বক নিজ প্রচণ্ড রণতুরঙ্গকে তাড়িত করিয়া সদলে চম্পাবৎদলের সম্মুখীন হইলেন। এইরূপে উভয়দলে ঘোরতর যুদ্ধ হইল। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সর্দ্দারগণ পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিকে পরস্পরে নাম ধরিয়া আহ্বানপূর্ব্বক ভীষণ উৎসাহের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর মৈরতীয়সর্দ্দার শেরসিংহ শস্ত্রশয্যায় অনন্তকালের জন্য শায়িত হইলেন। তাঁহাকে পতিত হইতে দেখিয়া চন্দাবৎগণ শ্রবণভৈরব রবে জয়নাদ ত্যাগ করিল এবং দ্বিগুণতর উৎসাহসহকারে মৈরতীয়দিগের প্রতি ধাবমান হইল। কিন্তু তাহা বলিয়া মৈরতীয়গণ নিরুৎসাহ হইল না, বরং তাহাদের উৎসাহ ও সাহস দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল।

শেরসিংহ পতিত হইলে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা আসিয়া তৎপদে অভিষিক্ত হইলেন। জ্যেষ্ঠের মৃত্যুতে তাঁহার রোষ ও জিঘাংসা প্রচণ্ডতেজে সন্ধুক্ষিত হইয়া উঠিল। তিনি জলন্ত উৎসাহবাক্যে স্বীয় সৈন্যসামন্তদিগকে উত্তেজিত করিয়া ভ্রাতৃঘাতীর হৃদয়শোণিতে শোকানল নির্ব্বাণ করিবার অভিপ্রায়ে নিজ রণতুরঙ্গকে চম্পাবৎ সর্দ্দারের অভিমুখে তাড়িত করিলেন। অমনি উভয়প্রতিদ্বন্দ্বী পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া অদ্ভুত রণনৈপুণ্য প্রদর্শনপূর্ব্বক তাড়িতবেগে স্ব স্ব অসি চালনা করিতে লাগিলেন। ইহাঁরা উভয়েই জয়পুর রাজপরিবারের দুইটী ভগিনীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; সুতরাং সম্পর্কে উভয়েই পরস্পরের ভ্রাতা। কিন্তু সে ভ্রাতৃভাব আজি ভীষণ শত্রুভাবে পরিণত হইয়াছে। যে হৃদয়ে একদা উভয়েই পরস্পরকে ধারণ করিয়া স্বর্গসুখ অনুভব করিতেন, আজি সেই হৃদয়ের শোণিতপাত করিতে পরস্পরে উদ্যত। এখন আর সে মধুময় ভ্রাতৃ-সম্বোধন নাই;—সে নির্ম্মল স্নেহোচ্ছ্বাস নাই; প্রচণ্ড প্রতিযোগিতার কঠোর করস্পর্শে তাহা ভীষণ বিদ্বেষ ও শত্রুতার স্থল অধিকার করিয়াছে। অনেকক্ষণ ধরিয়া উভয়ের মধ্যে ঘোরতর দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইল। পরিশেষে চম্পাবৎসর্দ্দার কুশলসিংহ রণস্থলে পতিত হইলেন। অধিনায়কের মৃত্যুতে চম্পাবৎগণ কিছুমাত্র হতাশ বা নিরুৎসাহ হইল না। ইতিপূর্ব্বে তাহারা যে স্থলে দণ্ডায়মান ছিল, এক্ষণে সর্দ্দারের অধঃপতনে তাহা হইতে সূক্ষ্ম কেশপরিমাণ ভূমিও পশ্চাদপসৃত হইল না। উভয়দলই অনেকক্ষণ ধরিয়া সমস্ত্রভাবে যুদ্ধ করিল; কেহই একপদ অগ্রসর বা অপসৃত হইল না। কিন্তু ভক্তসিংহের পক্ষ ক্রমে ক্রমে বলবৎ হইয়া উঠিল। ভ্রাতুষ্পুত্র রামসিংহকে ইতস্ততঃ তাড়িত ও বিত্রাসিত করিতে করিতে তিনি নায়কশূন্য চম্পাবৎদিগের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সমগ্র সেনাচালনের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া রামসিংহের সমস্ত সেনার উপর পতিত হইলেন। এতক্ষণ একপ্রকার দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইতেছিল, কিন্তু এইবার দ্বন্দ্বযুদ্ধ ভাঙ্গিয়া প্রকৃত দলযুদ্ধ আরব্ধ হইল। মৈরতীয় বীরগণ যে প্রতিজ্ঞায় হৃদয়বন্ধন করিয়া রণস্থলে প্রবেশ করিয়াছে, সে প্রতিজ্ঞা আজি প্রাণপণে পালন করিবে। প্রাণ যায়—যাউক, তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু প্রাণ থাকিতে শত্রুকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিবে না। ভক্তসিংহের প্রচণ্ড বল প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া এক একটী করিয়া ক্রমে অগণ্য মৈরতীয় বীর সমরক্ষেত্রে

পতিত হইলেন; কিন্তু অবশিষ্ট কতিপয় সৈনিক তাহা দেখিয়া অণুমাত্র হতাশ হইলেন না; চরম সাহসে নির্ভর করিয়া শরীরের সমস্ত বল একত্রে আকর্ষণপূর্ব্বক সেই মুষ্টিমেয় মৈরতীয় সেনা প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ক্রমে বীরবর ভক্তের প্রচণ্ড সেনা ভীষণ জয়নিনাদে উদ্বেল সাগরবৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল; সেই ভয়াবহ রণকল্লোলে কয়েকটী মৈরতীয় বীরের বিকট আস্ফালন বিলীন হইয়া গেল; তাঁহাদের সঙ্গে ইয়ারবা, শিবুরো, জুশোরি ও মেহত্রীর উপসামন্তগণ স্বামীধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনপূর্ব্বক সমরক্ষেত্রে শয়ন করিলেম।

এই ভয়াবহ গৃহবিবাদে মৈরতীয় সম্প্রদায়ের অন্তর্গত মেহত্রী সর্দ্দারের যুবা পুত্র স্বীয় ভ্রাতৃগণ ও জনকের সহিত সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। যেদিন এই অনর্থকর গৃহযুদ্ধের আরম্ভ হয়, সেই দিন তিনি নিরুকা সর্দ্দারের দুহিতার পাণিগ্রহণ করিতেছিলেন। সুকোমল কুসুমমালিকায় বরকন্যার হস্ত একত্র সংবদ্ধ হইয়াছে, এমন সময়ে সংবাদ আসিল যে, বিদ্রোহীদল মৈরতাক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া যুদ্ধের আয়োজন করিতেছে। মেহত্রীকুমার আর বিলম্ব করিলেন না, নবোঢ়া পত্নীর মুখের দিকে একবার চাহিলেন না, —পুরোহিত ও আত্মীয়কুটুম্বের নিষেধবাক্য গ্রাহ্য করিলেন না। সমরক্ষেত্রে সুরসুন্দরীদিগের স্বর্গীয় প্রেম সম্ভোগ করিবার জন্য তিনি সেই নবীনা পত্নীকে ত্যাগ করিয়া সেই বীরবেশেই যুদ্ধস্থলে অবতীর্ণ হইতে গেলেন। কোথায় মৈরতাক্ষেত্র, আর কোথায় তাঁহার শ্বশুরালয়; উভয়স্থলের মধ্যে অন্যূন অশীতি ক্রোশ ব্যবধান হইবে। বীরযুবক মেহত্রীকুমার অশ্বারোহণে সেই দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় দিবসে মৈরতাপক্ষে যোগদান করিলেন এবং সমরে বিস্ময়কর বীরত্ব প্রকাশ করিয়া অনন্তনিদ্রায় শস্ত্রশয়নে শায়িত হইলেন। সেই দিন মারবারের ভট্টকবিগণ তাঁহার সেই অপূর্ব্ব যোদ্ধবেশ ও বীরত্ব দেখিয়া যে শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন, আজিও তাহা মরুস্থলীর সর্ব্বত্র শুনিতে পাওয়া যায়। আজিও তাহারা মেহত্রীকুমারের সেই অদ্ভুত বীরত্বে অণুপ্রাণিত হইয়া বীণাবাদন পূর্ব্বক সোৎসাহে বলিয়া থাকে,—

"কাণে মতি ঝলবলা
"গলে সোণি এ মালা
"আশি কোশ করো হো আয়া
"কোঙার মেহত্রীওয়ালা।"

অর্থাৎ, কর্ণযুগলে উজ্জ্বল মৌক্তিক এবং গলদেশে সুন্দরমালা ধারণ পূর্ব্বক অশীতি ক্রোশ অতিক্রম করিয়া মেহত্রীকুমার রণস্থলে অবতীর্ণ হইলেন।

পতিপ্রাণা নীরুকীকুমারী পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া প্রাণপতির অনুগমন করিলেন। তাঁহার মনে মনে আশা ছিল যে, মেহত্রীকুমার যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া জয়োৎফুল্লহৃদয়ে তাঁহাকে ধারণ করিবেন; কিন্তু বিধাতা তাঁহার সে আশা পূর্ণ করিল না। তিনি শ্বশুরালয়ের বহির্ভাগে উপস্থিত হইয়াছেন, এমন সময়ে করুণ বিলাপধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। অমনি তাঁহার আশাভরসা সমস্তই ফুরাইয়া গেল। বিবাহের চন্দনাঙ্ক

অঙ্গে বিলুপ্ত হইতে না হইতেই তাঁহার সীমন্তের সিন্দুর চিরকালের জন্য ঘুচিয়া গেল। তাঁহার নিতান্ত দুর্ভাগ্য, নতুবা তিনি বিবাহের পর দিবসেই বিধবা হইবেন কেন? নবোঢ়া বালিকা পতিশোকে কিয়ৎকাল রোদন করিয়া স্বামীর অনুগমনে মনস্থ করিলেন। অচিরে চিতা সজ্জিত হইল। নিরুকীনন্দিনী জীবিতনাথের উষ্ণীষ ও তোড়া ধারণ করিয়া অম্লানবদনে সেই জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশ করিলেন। দেখিতে দেখিতে সেই শিরিষকুসুম সদৃশ সুকুমার দেহ অনলের প্রচণ্ড তাপে ভস্মে পরিণত হইল।

পরাজিত রামসিংহ ভগ্নহৃদয়ে পলায়ন করিয়া যোধপুরের অভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং নগরদ্বার রুদ্ধ করিয়া রণশ্রান্তি দূর করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। ভক্তের রোষানল যেন সেই উচ্চ প্রাচীর ভেদ করিয়া তাঁহাকে দগ্ধ করিতে লাগিল। নানা প্রকার বিভীষিকাময়ী চিন্তায় আকুলিত হইয়া তিনি সেই নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক দ্বিপ্রহর রজনীযোগে দক্ষিণাবর্ত্তে পলায়ন করিলেন এবং উজ্জয়িনী নগরীতে উপস্থিত হইয়া মহারাষ্ট্রীয় বীর জয় আপ্পাসিন্ধিয়ার সাহায্য লাভার্থ উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। যেদিন হতভাগ্য রামসিংহ সিন্ধিয়ার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন, সেই দিন মারবারক্ষেত্রে অনর্থের উপর আবার যে এক ঘোরতর অনর্থের আক্রমণ হইল, তাহা কেহই নিরাকৃত করিতে পারিল না;—তাহাতে মারবারের সর্ব্বনাশ হইল; অবশেষে মারবারভূমি ঘোর শোচনীয় মরুশ্মশানে পরিণত হইয়া পড়িল।

এদিকে বিজয়ী ভক্ত যোধপুর অধিকার করিলেন। অচিরে অভিষেকের আয়োজন হইল। মারবারের প্রায় সমস্ত সর্দ্দার ও সামন্ত আভিষেচনিক বিবিধ উপহার লইয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিলেন। সেই সমবেত রাজপুতমণ্ডলীর সমক্ষে ভক্তসিংহ বগরির অধিপতি জৈতাবৎ সর্দ্দার কর্ত্তৃক মারবারের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াই রাজ্যের সুখসমৃদ্ধি বর্দ্ধন এবং আত্মবল দৃঢ়ীকরণ করিতে মনোনিবেশ করিলেন। যদিও মারবারের প্রধান প্রধান রাজপুরুষ ও সামন্তগণ তাঁহাকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি সুদক্ষ রাজনীতিজ্ঞের ন্যায় অবশিষ্ট সকলের অভ্যর্চ্চনা লাভ করিতে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইলেন। অর্থ ও সুমিষ্ট বাক্যের সাহায্যে তাঁহার প্রতিজ্ঞা সফল হইল। যে দুই চারি জন রাজকর্ম্মচারী তাঁহাকে রাষ্ট্রাপহারক জ্ঞান করিয়া তাঁহার অভিষেক-সময়ে উপস্থিত হয় নাই, তাহারা সকলেই তৎপ্রদত্ত অর্থ অথবা মধুর আলাপনে মোহিত হইয়া তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিল। এইরূপে দাওয়ান, মন্ত্রী ও অন্যান্য রাজপুরুষ ভক্তের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। কিন্তু এক ব্যক্তিকে তিনি কোন প্রলোভনেই মোহিত করিতে পারিলেন না। সেই ব্যক্তি—রাঠোরকুলের পুরোহিত জগধর। জগ স্বীয় রাজার প্রধান মন্ত্রদাতা,—তাঁহার পুত্রগণের প্রধান শিক্ষক। সেই বিপ্লবকালে প্রায় সমস্ত রাঠোর, ভক্তসিংহের পক্ষ অবলম্বন করিলেও সহস্র প্রলোভনেও জগধরের মন টলিল না। যে সময়ে রামসিংহ জয়পুরে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময়ে সেই বিশ্বস্ত পুরোহিত প্রিয়তম রাজপুত্রকে মারবারের সিংহাসনে পুনঃস্থাপন করিবার অভিপ্রায়ে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সাহায্যলাভার্থ দক্ষিণাবর্ত্তে যাত্রা করেন। ভক্ত তাঁহাকে হস্তগত

করিবার অভিপ্রায়ে স্বহস্তে একটী সুন্দর শ্লোক লিখিয়া পাঠাইলেন। সেই শ্লোকের অবিকল অনুবাদ নিম্নে প্রকটিত হইল।

"হে মধুকর! যে কুসুমের সৌরভ তোমাকে আমোদিত করিয়াছিল, আজি ঝটিকা তাহাকে আক্রমণ করিয়াছে; সে সুন্দর গোলাপতরুর একটী পত্র মাত্রও বিদ্যমান নাই; তবে কেন আর তাহাতে বসিয়া কণ্টকের আঘাত সহ্য কর?"

যথাকালে ইহার উপযুক্ত প্রত্যুত্তর আসিল। "মধুকর এই আশাতে সেই পত্রহীন গোলাপতরুতে বসিয়া আছে যে, আবার মধুমাস আসিতে পারে; শুষ্ক শাখা মঞ্জরিত হইয়া আবার অভিনব কুসুমনিচয়ে শোভিত হইতে পারে।"

এই সুদৃঢ় অনুরাগ দেখিয়া ভক্তসিংহ চমৎকৃত হইলেন। পুরোহিতের প্রগাঢ় রাজভক্তির তিনি প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। সেইদিন হইতে ভক্ত জগধরকে আর কোন প্রলোভন দেখান নাই।

ভক্তসিংহ স্বভাবতঃ সাহসিক ও উদার। তাঁহার হৃদয় সর্ব্বদা আনন্দময়। এইরূপ গুণনিচয়ে বিভূষিত থাকাতে তাঁহাকে রাজপুত চরিত্রের একটী আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। তাঁহার আকৃতিও তাঁহার গুণাবলির সদৃশ ছিল। উন্নত দেহ, গৌরকান্তি, আজানুলম্বিত বাহু; যেন প্রত্যক্ষ বলদেব। দেখিলে হৃদয় ভক্তিরসে স্বতঃই আপ্লুত হয়। এতদ্ব্যতীত তিনি একজন সুপণ্ডিত ও কবি; তাঁহার রচিত কবিতাকলাপ ভট্টকবিগণের আদরের সামগ্রী; আজিও তাহারা ভক্তের দুই একটী কবিতার উল্লেখ করিয়া তাঁহার কবিত্বশক্তি ও পাণ্ডিত্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকে। কিন্তু সেই একমাত্র পৈশাচিক পাপানুষ্ঠানে তাঁহার সমস্ত গুণ নিষ্ফল হইয়া পড়িয়াছে। যদি সেই অক্ষাল্য পাপপঙ্কে তাঁহার চরিত্র কলুষিত না হইত, তাহা হইলে ভক্তসিংহ রাজবারার একটী শ্রেষ্ঠ নরপতির আসনে স্থান পাইতে পারিতেন। রাজাসনে আসীন হইয়া তিনি যখন পূর্ব্বোক্ত সুন্দর গুণনিচয়ের পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন, তখন অধিকাংশ রাজপুত তৎপ্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া উঠিল এবং দেশে বিদেশে মুক্তকণ্ঠে তাঁহার যশোগান গাহিয়া বেড়াইতে লাগিল। ক্রমে তাহাদের অনুরাগ এত বাড়িয়া উঠিল যে, যখন পরাজিত রামসিংহের দূত সিন্ধিয়ার সাহায্যলাভার্থ দক্ষিণাবর্ত্তে যাত্রা করিল, তখন সেই সমস্ত অনুগত রাজপুত মহারাষ্ট্রীয় আক্রমণ হইতে যোধপুর রক্ষার্থ স্বেচ্ছাক্রমে অসিধারণ করিয়া ভক্তের উদ্যত পতাকামূলে সমবেত হইতে লাগিল। এমন কি সিন্ধিয়া যখন সদলে যোধপুরে আপতিত হইলেন, তখন রাঠোর রাজের সেনাবল দেখিয়া তিনি স্তম্ভিত ও ভীত হইলেন; তিনি দেখিলেন যে, রাজস্থানের প্রধান প্রধান সর্দ্দারগণ মারবার রক্ষার্থ সমাগত হইয়াছেন।

সিন্ধিয়াকে সদলে অগ্রসর হইতে শুনিয়া ভক্ত নিজ সৈন্য সামন্ত লইয়া তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। আজমির তাঁহার রঙ্গভূমি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল। সেই নির্দ্দিষ্ট রঙ্গক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া মহারাষ্ট্রীয় বীরের সম্মুখীন হইবার পূর্ব্বে তিনি অম্বররাজ ঈশ্বরসিংহকে পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন "হয় আমার সহিত সম্মিলিত হইয়া মহারাষ্ট্রীয়

আক্রমণ প্রতিরোধ করুন, নতুবা প্রকাশ্য শত্রুতায় অবতীর্ণ হউন।” ঈশ্বরসিংহ রামসিংহের শ্বশুর; সুতরাং তিনি জামাতাকে পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না, কিন্তু ভক্তের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে তাঁহার সাহস হইল না। তিনি ভক্তকে অন্তরের সহিত ভয় করিতেন। এক্ষণে কি কর্ত্তব্য, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া ঈশ্বরসিংহ বিষম বিপদে পতিত হইলেন। তাঁহার উভয়সঙ্কট উপস্থিত। একবার ভাবিলেন “অদৃষ্টে যাহাই থাকুক, জামাতাকেই সাহায্য করিব, পিতৃঘাতী ভক্তকে মারবার সিংহাসনে কিছুতেই থাকিতে দিব না।” আবার তৎপর মুহূর্ত্তেই ভক্তের বিকট ভ্রূকুটি মনে পড়িল, তখনই ভাবিলেন, “জামাতার জন্য কি শেষে ধনেপ্রাণে যাইব?” কিন্তু যাহা হউক, একপক্ষ অবলম্বন না করিলেই নয়। এইরূপ উভয় সঙ্কটে পতিত হইয়া অম্বররাজ আত্মরক্ষার উপযুক্ত উপায় অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তিনি ইদরের রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন; ইদর তৎকালে অজিতের অন্যতম পুত্র আনন্দসিংহের হস্তে সমর্পিত ছিল। সুতরাং ঈশ্বরসিংহের মহিষী, ভক্তসিংহের ভ্রাতুষ্পুত্রী। ঈশ্বরসিংহ এক্ষণে সেই রাঠোর রাজকুমারীর সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, “মহিষি! ভক্ত পাপিষ্ঠ;—ভক্ত পিতৃঘাতী; সেই পিতৃঘাতী পাষণ্ড যে যোধপুরের পবিত্র সিংহাসনে সমারূঢ় থাকিবে, তাহা আমার প্রাণে সহ্য হইবে না। কিন্তু এক্ষণে কি করি?—কোন্ পক্ষই বা অবলম্বন করি? আর ভাবিয়া দেখ, যে পক্ষেই যাই না কেন, অসি ধারণ করিতে হইবেই হইবে; কিন্তু অসির সাহায্যে কি দুর্দ্ধর্ষ ভক্তের উপর জয়লাভ করিতে পারিব?—কখনই না; আমার এমন আশাও নাই যে, ভক্ত যুদ্ধে পরাস্ত হইবে? আর যদি রামসিংহকে ত্যাগ করিয়া ভক্তের পক্ষই অবলম্বন করি, তাহা হইলে লোকে আমায় কি বলিবে? পিতৃঘাতী ও দস্যুকে সাহায্য করিতে গেলে জগতে আমার মুখ দেখান ভার হইবে। এখন ভক্তকে কোন প্রকারে হত্যা করা ব্যতীত অন্য উপায় দেখি না। কিন্তু, মহিষি, তাহা তোমার সাহায্য না হইলে হইবে না। ভাবিয়া দেখ, ভক্ত তোমার কি উপকার করিয়াছে? তোমার পিতামহকে হত্যা করিয়াছে, তোমার জামাতাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া সেই অপহৃত রাজ্য তোমার ও আমার চক্ষুর উপর ভোগ করিতেছে; ইহা কি তোমার সহ্য হয়? আজি সেই পিতৃহন্তার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত বিধান কর এবং জামাতাকে যোধপুরের সিংহাসনে পুনঃস্থাপন করিয়া জগতে সুখ্যাতি ভোগ করিতে থাক।”

স্বামীর পরামর্শে রাঠোররাজকুমারী আজি পিতৃব্যের প্রাণসংহার করিতে সম্মতা হইলেন। রমণী সুকুমার হস্তে কি ছুরিকা ধারণ করিয়া গুপ্তভাবে একজনকে সংহার করিতে পারে?—পারে; কিন্তু ঈশ্বরসিংহের বনিতা ততদূর ঘোরতর পৈশাচিক কার্য্যের অনুষ্ঠান না করিয়া বিষপ্রয়োগে নিজ অভীষ্ট সাধনে মনস্থ করিলেন। অচিরে একটী বিষাক্ত অঙ্গরাখা প্রস্তুত হইল। সেই গরলময়ী সজ্জা লইয়া অম্বররাজ্ঞী আজমিরে স্বীয় পিতৃব্যের শিবিরে উপস্থিত হইলেন;—উপস্থিত হইয়াই সেই কালকূটপূর্ণ পোষাক উপহার স্বরূপ দান করিলেন। শিষ্টাচারের অনুরোধে ভক্ত তাহা তৎক্ষণাৎ পরিধান

করিলেন। অমনি তাঁহার মস্তক সহসা ঘূর্ণিত হইল; সর্ব্বাঙ্গে এক প্রকার বিকট জ্বালা অনুভূত হইতে লাগিল। তিনি জ্বরাক্রান্ত হইলেন। অচিরে উপযুক্ত চিকিৎসক আসিল। বৈদ্য ভক্তের নাড়ী পরীক্ষা করিয়া দেখিল; তাহার মুখ মলীন হইল; দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সেই চিকিৎসক সবিষাদে নিজ মাথা নাড়িল। সম্মুখে সর্দ্দারগণ উপবিষ্ট ছিলেন। বৈদ্যের বিষণ্ণ বদনও শিরঃকম্পন দেখিয়া তাঁহাদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিলেন; "কেন, মহাশয়, নিশ্বাস ফেলিলেন কেন?" কবিরাজ উত্তর করিল "মহাবিপদ, রাজা যে রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন তাহার ঔষধ নাই; স্বয়ং মহাদেব আবির্ভূত হইলেও মহারাজকে রক্ষা করিতে পারিবেন না; এইবেলা ইহাঁর আত্মার সদ্গতির উপায় চিন্তা করুন।"

বৈদ্যের নৈরাশ্য ব্যঞ্জক কথা ভক্তের কর্ণে প্রবেশ করিল; অমনি তিনি গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কি, শূদ্রা, এ রোগের ঔষধ নাই? যদি তুমি আমার রোগ আরাম করিতে না পারিবে, তবে আমার ভূমি ভোগ কর কেন?—তোমার চিকিৎসাশাস্ত্র তবে কোন্ কাজে আইসে?" বৈদ্য সেই পটগৃহের অভ্যন্তরে একটী গর্ত্ত খনন করিল এবং তাহা জলে পরিপূর্ণ করিয়া তন্মধ্যে কি একটী দ্রব্য নিক্ষেপ করিল। দেখিতে দেখিতে সেই বিলস্থ সলিল তুষারবৎ শীতল হইয়া পড়িল। তখন কবিরাজ ভক্তকে বলিল "মহারাজ! এরূপ কার্য্য মানুষের সাধ্যায়ত্ত; কিন্তু আপনার বিষয় ইহার অতীত; এক্ষণে নিবেদন আর বিলম্ব করিবেন না; আত্মার সদ্গতির জন্য শীঘ্র শাস্ত্রমত অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত হউন।" বৈদ্যকে ভক্ত আর কিছুই বলিলেন না; তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, অন্তিম কাল উপস্থিত; অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহাকে সংসার ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। তাঁহার প্রিয়তম পুত্র বিজয়সিংহ তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া ছিলেন; বিজয়সিংহ তাঁহার জীবনের জীবন, তাঁহার সংসারসাগরের ধ্রুবনক্ষত্র। সেই বিজয়সিংহ তখন বালক; বালক কিপ্রকারে বিশাল মারবাররাজ্য রামসিংহের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে পারিবে? কিপ্রকারে তাঁহার বিদ্বেষনয়ন হইতে আত্মজীবন রক্ষা করিতে সক্ষম হইবে? এই সকল চিন্তা যুগপৎ ভক্তের হৃদয়ে উদিত হইয়া হৃদয় আলোড়িত করিয়া তুলিল। তিনি যন্ত্রণায় অধীর হইয়া চারিদিক অন্ধকারময় দেখিলেন। নয়নযুগল হইতে অজস্র অশ্রুধারা নিঃসৃত হইয়া বক্ষস্থল প্লাবিত করিল। সেই অশ্রুসিক্ত বক্ষে বিজয়সিংহের অশ্রুপ্লাবিত বদন ধারণ করিয়া একবার জন্মের শোধ চুম্বন করিলেন, আবার তখনই নয়নজল মোচন করিয়া নিজ সর্দ্দারদিগকে নিকটে আহ্বান করিলেন। সর্দ্দারগণ উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "সর্দ্দারগণ! তোমরা শোক করিও না, আমার অদৃষ্টে যাহা ছিল, তাহাই ঘটিল, তজ্জন্য শোক করিয়া কি হইবে। শোক করিলে অদৃষ্টলিখন খণ্ডন করিতে পারিবে না। এক্ষণে সকলে শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক শান্তভাবে শ্রবণ কর;—সর্দ্দারগণ! আজি এজীবনের মত তোমাদের নিকট বিদায় লইলাম। তোমরা আমার জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করিয়াছ, কিন্তু আমি তোমাদের ত্যাগ স্বীকারের উপযুক্ত পুরস্কার দিতে পারি নাই; মনে ছিল যবনরাজ্য উন্মূলিত করিয়া

ভারতে আবার হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিব; তোমাদিগকে উচ্চ উচ্চ রাজ্যে অভিষেক করিব, কিন্তু সে আশা পূর্ণ হইল না। এক্ষণে আমার এই অনুরোধ—আমার নয়নের মণি বিজয়কে দেখিও; বিজয়কে আমি তোমাদের হস্তে সমর্পণ করিলাম; তোমরা ভিন্ন বিজয়ের বন্ধু বান্ধব নাই। দেখিও রামসিংহ যেন বিজয়কে পদচ্যুত না করে। তোমরা যতক্ষণ না আমাকে সাহস দিতেছ, ততক্ষণ আমার জীবন বাহির হইতেছে না;—বল—আমার সম্মুখে শপথ করিয়া বল—বিজয়কে তোমরা প্রাণপণে রক্ষা করিবে।” ভক্ত ক্ষণকালের জন্য নীরব হইলেন; ক্ষণকালের জন্য তাঁহার দেহযষ্টি বিকট দীর্ঘশ্বাসভরে কম্পিত হইল। তাঁহার বাক্য শেষ হইবা মাত্র রাঠোরসর্দ্দারগণ সকলে সমস্বরে বলিলেন “মহারাজ! এই আমরা আমাদের অসিস্পর্শ করিয়া আপনার সম্মুখে বলিতেছি যে, প্রাণ থাকিতে রাজকুমার বিজয়সিংহকে সিংহাসনচ্যুত করিতে দিব না।” ভক্ত সন্তুষ্ট হইলেন; অতঃপর কুলপুরোহিতকে আহ্বান করিয়া দেবত্বস্বরূপ কয়েকখানি ভূমি দান করিলেন। তখনও তিনি নির্ভয়;—তখনও তাঁহার হৃদয় দৃঢ়,—আধ্যাত্মিক চিন্তায় নীরত। কিন্তু সে ভাব আর অধিকক্ষণ রহিল না; অল্প সময়ের মধ্যে নানা বিভীষিকাময়ী চিন্তা উদিত হইয়া তাঁহার হৃদয়কে আলোড়িত করিল। সেই কাল অমাবস্যা রজনীর বিকট দৃশ্য তাঁহার মানসদর্পণে প্রতিফলিত হইল। অমনি তিনি দেখিলেন যেন তাঁহার পিতার প্রেতাত্মা আসিয়া তাঁহার প্রতি বিকট ভ্রূকুটি বিক্ষেপ করিতেছে; যেন সেই সহমৃতা বিমাতারা কঠোরস্বরে চীৎকার করিয়া অভিসম্পাৎ করিতেছেন, “ভক্ত পিতৃঘাতি, আর তোর রক্ষা নাই; এইবার তোর পাপদেহ মারবারের বহির্দ্দেশে দগ্ধ হইবে।” ভক্ত ক্ষিপ্তের ন্যায় বিকট চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং সেই সতীগণের অভিশাপবচন উচ্চারণ করিয়া উন্মত্তস্বরে বলিলেন “ভক্ত, পিতৃঘাতি, আর তোর রক্ষা নাই; এইবার তোর পাপদেহ মারবারের বহির্দ্দেশে দগ্ধ হইবে।” আর মুখে বাক্য নাই,—শরীরে সাড় নাই; নয়নের জীবন্ত ভাব নাই। মুহূর্ত্তের মধ্যে সকলই চিরকালের জন্য ফুরাইয়া গেল। ভক্তের প্রাণবায়ু তাঁহার দেহ পরিত্যাগ করিয়া গেল। তাঁহার শবদেহ সেই স্থলেই ভস্মীভূত হইল। সেই ভস্মরাশির উপরিভাগে যে স্মারকস্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছিল, অদ্যাপি তাহা বিদ্যমান আছে। সেই চৈত্য এখন “বুরা দেউল” (পাপ মন্দির) নামে অভিহিত!

যদি সেই একটীমাত্র অক্ষাল্য কলঙ্কে ভক্তসিংহের চরিত্র কলুষিত না হইত, তাহা হইলে তিনি স্বজাতীয় প্রধানতম নৃপতিগণের মধ্যে একখানি উচ্চ আসন পাইতে পারিতেন। বীরপূজ্য শিবজির পবিত্র কুলে ভক্তের অপেক্ষা অধিকতর সাহসিক পুরুষ কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই। তিনি যেরূপ সাহসিক, সেইরূপ একজন পরম পণ্ডিত ছিলেন। পিতৃশোণিতে হস্ত কলুষিত করিয়া আত্মাকে অপবিত্র করিবার পূর্ব্বে তিনি রাজপুত মাত্রেরই পূজার পাত্র ছিলেন। গুর্জ্জর হইতে যে সকল নগর ও জনপদ জিত হইয়াছিল, তৎসমস্তেরই অর্জ্জনে তিনি বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ তাঁহারই অদ্ভুত ভুজবিক্রমের সাহায্যে অভয়সিংহ শিরবুলন্দের উন্নত মস্তক পদতলে

দলিত করিতে পারিয়াছিলেন। ভক্ত যে উদ্ধত প্রকৃতি চপলমতি রামসিংহকে পদচ্যুত করিয়া সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে "রাষ্ট্রাপহারক" বলিয়া কখনই নিন্দা করিতে পারা যায় না। কেননা বালক রামসিংহ রাজা নামের ও সিংহাসনের সম্পূর্ণ অযোগ্য পাত্র। রাজা রাজপুতের আরাধ্য দেবতা; সে রাজা বালক হইলেও তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ তাঁহাকে সমান সম্মান ও পূজা অর্পণ করিতে বিধান দেয় বটে; কিন্তু যদি তিনি রাজা নামের যোগ্য না হয়েন, যদি তিনি আত্মপদের মর্য্যাদা না রাখিতে পারেন, তাহা হইলে রাজ্যের মঙ্গলের জন্য তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া তৎপদে উপযুক্ত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা রাজপুতগণ অধর্ম্ম মনে করেন না। বিশেষতঃ ভক্তসিংহ স্বয়ং তাহা অধিকার করেন নাই। অযোগ্য রামসিংহকে পদচ্যুত করিয়া সর্দ্দারগণ তাঁহাকে মারবারের সিংহাসনে অভিষেক করিয়াছিলেন। তিনি রাজপদের সম্পূর্ণ যোগ্য; কি প্রকারে রাজ্যপালন ও প্রজারঞ্জন করিতে হয়, তৎসমস্তই তিনি সর্ব্বতোভাবে জ্ঞাত ছিলেন এবং রাজনীতির প্রকৃষ্ট বিধানানুসারে স্বরাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি এবং প্রকৃতিবর্গের হিতানুষ্ঠান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সেই জন্য বলিতেছি রাজা ভক্তসিংহ "রাষ্ট্রাপহারক" রূপ কলঙ্কিত অভিধার যোগ্য নহেন।

ভক্তসিংহ সর্ব্বসমেত তিন বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। যে সময় অন্যান্য রাজা রাজ্যের শাসনবিধি প্রণিধান করিতেই অতিবাহিত করিয়া থাকেন, ভক্ত সেই স্বল্প কালের মধ্যেই অনেকগুলি কীর্ত্তি স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। মারবাররাজ্যের সমস্ত দুর্গগুলির দৃঢ়ীকরণে এবং যোধগড়ের অবশিষ্ট দুর্গপ্রাকারের সংগঠনে তিনি কীর্ত্তিপ্রিয়তার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। আহ্মদাবাদ জয় করিয়া তিনি যে সকল ধনরত্ন লাভ করিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশই স্বীয় প্রাসাদাবলির সৌষ্টবসাধনে ব্যয়িত হইয়াছিল। তিনি দুর্বৃত্ত মুসলমান নৃপতিগণের অত্যাচারের প্রতিশোধ লইতে ক্ষান্ত হয়েন নাই; তাহাদের মস্‌জিদ ধ্বংস করিয়া তিনি তৎসমুদায়ের উপকরণে হিন্দুমন্দিরাদি স্থাপন করেন, এবং রাজ্যের মধ্যে এই নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া দেন যে, যে মুসলমান বাঙ্গ পাঠ করিবে, তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। এই নিয়ম অদ্যাবধি মারবারে সর্ব্বতোভাবে পালিত হইয়া থাকে, অদ্যাপি কোন মুসলমান প্রাণদণ্ডভয়ে ঈশ্বরস্মরণ কালে তথায় চীৎকার করিতে পায় না। ভক্ত যদি আরও কয়েক বৎসর জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় মোগলসাম্রাজ্যের দ্রুত অধঃপতন-কালে কৃষ্ণাতীরবাসী রাখালরাজাকে পরাস্ত করিয়া রাজপুতের পূর্ব্বগৌরব পুনঃস্থাপন করিতে সক্ষম হইতেন। তাহা হইলে বোধ হয়, সুরধুনীর সৈকতভূমি হইতে রাঠোরের যে পঞ্চরঙ্গিনী পতাকা পঞ্চশতাব্দী পূর্ব্বে উৎপাটিত হইয়া মরুভূমির অনন্ত বালিয়াড়ীর উপর প্রোথিত হইয়াছিল, আবার তাহা সগৌরবে উড্ডীন হইয়া মহারাজ নয়নপালের বংশধরদিগের পূর্ব্বগৌরব জগতে প্রচার করিতে পারিত। কিন্তু ভারতের নিতান্ত দুর্ভাগ্য, নতুবা বীরকেশরী মহারাজ অজিতসিংহ অসীম ত্যাগস্বীকার করিয়া স্বজাতির উদ্ধারের পথ পরিষ্কার করিতে করিতে সহসা এ জগৎ হইতে অন্তরিত হইবেণ কেন?—নতুবা তাঁহার প্রাণহন্তা ভক্ত অনুশোচনার

পবিত্র সলিলে স্বীয় অক্ষাল্য পাপকলঙ্ক কিয়ৎপরিমাণে ক্ষালিত করিয়া স্বদেশের গৌরব উদ্ধার করিতে করিতে আততায়ীর অত্যাচারে অকালে ইহলোক হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেন কেন?

মোগলকুলের অধঃপতনের সহিত রাজপুতের বীর্য্যবহ্নি কোথায় আবার পূর্ব্বের ন্যায় জলন্ত তেজে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে, না তাহা আরও নির্জ্জীব হইয়া পড়িল। বীর্য্যবহ্নির তেজ-অভাবে হৃদয়ও নিস্তেজ হইল; সেই নিস্তেজ হৃদয় দলিত ও নিষ্পিষ্ট করিয়া নিষ্ঠুর মহারাষ্ট্রীয়গণ ভারতের সর্ব্বত্র দস্যুতা ও নরহত্যার অনুষ্ঠান পূর্ব্বক বিচরণ করিতে লাগিল। মুসলমানের দীর্ঘকালব্যাপী অত্যাচার সহ্য করিয়াও যে হৃদয় অক্ষুণ্ণ ছিল আজি মহারাষ্ট্রীয়কুলের পাশব উৎপীড়নে তাহা শতধা ভগ্ন হইয়া পড়িল।

পাপের উপর পাপ অনুষ্ঠিত হইল;—পিতৃহন্তার হৃদয়শোণিতে নিহত পিতার নিধনের প্রতিশোধ হইল;—ইহা রাজপুত ইতিহাসের একটী অভূতপূর্ব্ব ঘটনা। এরূপ রোমহর্ষণ ব্যাপার রাজস্থানক্ষেত্রে অল্পই সমাচরিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা অপেক্ষা ঘোরতর ও অধিকতর হৃদয়স্তম্ভন ব্যাপারের অনুষ্ঠান পাশ্চাত্য জগতে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। একবার সেই প্রতীচ্য রাজন্য সমাজের তদানীন্তন চিত্রের সহিত রাজপুতানার সামাজিক চিত্রের তুলনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইবে যে, দুরিতাবলম্বনে রাজপুতগণ রাজ্য করায়ত্ত করিতে অল্প সময়ই চেষ্টা করিয়াছে। যে সময়ে রাঠোরকুলমণি শিবজি মরু-ভূমিতে উপনিবিষ্ট হইয়া রাঠোরের মৃতকল্প দেহে অমৃতকুণ্ডের জলসেচন পূর্ব্বক আবার তাহাকে পূর্ব্বতেজে উজ্জীবিত করিয়া তুলিলেন, সেই সময় হইতে পাশ্চাত্য জগতের অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হইতে আরম্ভ করে। সেই অজ্ঞান-তমসার গাঢ় আবরণে লুক্কায়িত থাকিয়া য়ুরোপের মধ্য যুগে য়ুনানী নরপতিগণ যেসকল মহাপাপের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা মনে হইলে তাঁহাদিগকে পশু বলিয়া ঘৃণা হয়। তদানীন্তর পাশ্চাত্যমণ্ডলের হৃদয়স্তম্ভন পাপচিত্র জগতের ইতিহাসে জ্বলন্তবর্ণে লিখিত আছে। এস্থলে তাহার আলোচনায় আমাদের প্রয়োজন নাই; তবে তাহার তুলনায় এস্থলে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, মারবারের ইতিহাস ক্রমান্বয়ে দুইটী ঘোরতর পাপচিত্রে কলঙ্কিত হইল বটে; তথাপি মারবার মধ্যযুগের য়ুরোপের ন্যায় একবারে প্রচণ্ড পাপস্রোতে ভাসিয়া যায় নাই।

রাজাসনে অভিষিক্ত হইয়া ভক্তসিংহ রাজ্যের হিতানুষ্ঠান দ্বারা প্রকৃতি বর্গের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন, সত্য; কিন্তু তাহা বলিয়া রাজপুতগণ তৎকৃত লোমহর্ষণ পাপের বিষয় কখনও ভুলিতে পারে নাই;—সেই পাপানুষ্ঠান হইতে মারবারের যে শোচনীয় অধঃপতন হইয়াছিল, তাহা হইতে রাঠোরকুল অদ্যাপি পুনরুত্থিত হইতে পারিল না;—সুতরাং মারবারীগণ সে ভীষণ পাপের কথা কেমন করিয়া ভুলিবে? মারবারের ইতিবৃত্তে ভট্টকবিগণ সেই পাপের যে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, তাহা সামান্য হইলেও অনন্তরসনায় ভক্তসিংহের দুষ্কর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছে। কিন্তু অভয়সিংহেরও হস্ত সেই পাপে কলঙ্কিত হইয়াছিল; তাঁহাকেও সেই মহাপাপের সমান অংশ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল; একথা কোন রাঠোরই অস্বীকার করেন না। এতৎসম্বন্ধে যে দুইটী শ্লোক গ্রথিত হইয়াছে,

তন্মধ্যে একটী ইতিপূর্ব্বে বর্ণন করা গিয়াছে, অপরটী এইস্থলে প্রকটিত হইল। যৎকালে অভয়সিংহ ও অম্বররাজ জয়সিংহ পবিত্র পুষ্করতীর্থে তর্পণাদিকার্য্যে নিরত ছিলেন, সেই সময়ে একদা সন্ধ্যাকালে তাঁহারা উভয়ে স্ব স্ব সামন্তগণের সমভিব্যাহারে একটী বিস্তৃত পটগৃহের অভ্যন্তরে বসিয়া নানাপ্রকার আমোদপ্রমোদ করিতেছেন। আনন্দোল্লাস নানামূর্ত্তিতে চারিদিকে উচ্ছ্বসিত হইতেছে, এমন সময়ে অভয়সিংহ কবিবর কর্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "কবীশ্বর! একটী সময়োচিত কবিতা রচনা করিয়া আমাদিগকে আনন্দিত কর।" অমনি কর্ণ দণ্ডায়মান হইয়া জলদ-গম্ভীররবে চীৎকার করিয়া বলিলেন:—

"যোধপুর, আউর অম্বর,
"দুনো থাপ উথাপ;
"কুর্ম্ম মারা দিকরো,
"কামধ্বজ মারা বাপ।"

অর্থাৎ যোধপুর ও অম্বর সিংহাসনারূঢ় নরপতিকে সিংহাসনচ্যুত করিতে পারেন; কুর্ম্ম* পুত্রকে হত্যা করিয়াছেন, এবং কামধ্বজ† পিতার শোণিতে হস্ত কলঙ্কিত করিয়াছেন!

এই অচিন্তিতপূর্ব্ব প্রতিবাদ শ্রবণ করিয়া নরপতিদ্বয় বজ্রাহতপ্রায় হইলেন, আমোদ প্রমোদ সমস্তই তখনই স্তম্ভিত হইয়া পড়িল; কিন্তু তাঁহারা কবিবরকে কিছুই বলিতে পারিলেন না; আশ্চর্য্যের বিষয় সভাসীন সকলেই সেই শ্লোক তখনই প্রতিধ্বনিত করিল। সেইদিন হইতে সেই কঠোর প্রতিবাদাত্মক শ্লোক রাজস্থানের সর্ব্বত্র গীত হইতে লাগিল।

---

* কুর্ম্ম (কচ্ছাবহ নরপতি) স্বীয় পুত্র শিবসিংহকে হত্যা করিয়াছিলেন।

† কামধ্বজ যে রাঠোরকুলের অন্যতম অভিধা, তাহা ইতিপূর্ব্বে অনেকবার বর্ণিত হইয়াছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

বিজয়সিংহের রাজ্যাভিষেক ;—মৈরতানগরে স্বীয় সর্দ্দারগণের নিকট তাঁহার পূজাপ্রাপ্তি ;—রাজধানীর অভিমুখে তাঁহার যাত্রা ;—পদচ্যুত রাজা রামসিংহের মহারাষ্ট্রীয় ও কচ্ছাবহদিগের সহিত সন্ধিবন্ধন ;—মিত্রসেনার একত্র সম্মিলন ;—মৈরতাক্ষেত্রে বিজয়সিংহের সেনাদল সমবেত করণ ;—সিংহাসন-প্রত্যর্পণার্থ তৎপ্রতি আদেশ ;—তাঁহার প্রত্যুত্তর ;—যুদ্ধ ;—বিজয়সিংহের পরাজয় ;—রাঠোর কবচী সেনার বিনাশ ;—সমরকৌশল ;—বিজয়সিংহের পলায়ন এবং নাগোরে আশ্রয় গ্রহণ ;—শত্রুকর্ত্তৃক নাগোর অবরোধ ;—শত্রুর সেনানিবেশ ভেদ করিয়া তাঁহার স্থানান্তরে গমন ;—বিকানীর ও জয়পুরে সাহায্য প্রার্থনা ;—জয়পুরাধিপতির বিশ্বাসঘাতকতা ;—মৈরতীয় সর্দ্দারকর্ত্তৃক সেই বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিরোধ ;—আপ্পাসিন্ধিয়ার হত্যা ;—"মুণ্ডকাটী" অর্থাৎ হত্যার প্রায়শ্চিত্ত ;—আজমিরত্যাগ ;—চৌথ স্থাপন ;—মহারাষ্ট্রীয়গণের রামসিংহকে পরিত্যাগ ;—এতদ্বৃত্তান্ত সূচক একটী শ্লোক ;—জয় আপ্পাসিন্ধিয়ার স্মরণার্থ স্তম্ভ ;—রায়সিংহের মৃত্যু ;—তাঁহার চরিত্রবর্ণন ;—মারবারে অরাজকতা ;—রাঠোর প্রজাতন্ত্র ;—পোকর্ণ সর্দ্দারের দত্তক বিধান ;—তৎকর্ত্তৃক রাজাবমাননা ;—বেতনভোগী সৈন্যের নিয়োগে রাঠোর সামন্ত প্রথার অধঃপতন ;—সামন্ত সমিতির হ্রাসকরণে রাজার উদ্যোগ ;—সর্দ্দারগণের দরবার ;—গরধন খীচি ;—রাজার প্রতি মন্ত্রণা ;—রাজা ও সামন্তগণের মধ্যে হীনকর সন্ধি ;—বেতনভোগী সেনার দলভঙ্গ ;—রাজগুরুর মৃত্যু ;—তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী ;—সর্দ্দারদিগকে জালবদ্ধ করিবার নিমিত্ত কৌশল ;—পোকর্ণের দেবীসিংহের উদ্ধত আচরণ ;—তাঁহার চরম উক্তি ;—অগ্রজ স্বপ্নের প্রত্যবায় ;—ইহার ফলাফল ;—পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণার্থ সুবলসিংহের রণসজ্জা ;—তাঁহার মৃত্যু ;—সর্দ্দারগণের বিক্রমরোধ ;—তাহাদিগকে চালিত করিয়া মরুভূমিস্থ দস্যুদিগের বিরুদ্ধে রাঠোর রাজার রণযাত্রা ;—সিন্ধুরাজ্য হইতে অমরকোট আচ্ছিন্ন করণ ;—মিবার হইতে গদবার গ্রহণ ;—মহারাষ্ট্রীয়দলের বিরুদ্ধে মারবার ও জয়পুরের একীভূত আক্রমণ ;—টঙ্গযুদ্ধ ;—ডিবইনের প্রথম আবির্ভাব ;—রাঠোর কর্ত্তৃক আজমির পুনরধিকার ;—পত্তন ও মৈরতা যুদ্ধ ;—আজমিরের শাসন কর্ত্তার আত্মহত্যা ;—মানসিংহকে বিজয়সিংহের উপপত্নীর দত্তকপুত্রস্বরূপে গ্রহণ ;—সর্দ্দারদিগের আক্রোশ ;—রাজোপপত্নীর প্রাণনাশ ;—বিজয়সিংহের মৃত্যু।

ভক্তসিংহের পরলোকগমনে তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র বিজয়সিংহ পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। বিজয়সিংহের বয়ঃক্রম তখন বিংশতিবর্ষ মাত্র ; কিন্তু সেই অল্প বয়সেই তিনি রাজোচিত প্রায় সমস্ত গুণে বিভূষিত হইয়াছিলেন। তিনি মৈরতানগরের অভিমুখে গমন করিতেছিলেন, এমন সময় পথিমধ্যে মারোট নামক নগরে পিতার মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিলেন। সেই মারোট নগরেই তাঁহার সর্দ্দারগণ আসিয়া তাঁহাকে অভিষেক করিল। সেই অভিষেক ব্যাপারে শুদ্ধ সম্রাট নহে, এমন কি রাজস্থানের প্রায় সমস্ত নৃপতিগণও অনুমোদন করিয়াছিলেন। মৈরতানগরে উপনীত হইয়া বিজয়সিংহ পিতার অশৌচ-কাল অতিবাহিত করিলেন। এইস্থলে বিকানীর, কিষণগড় ও রূপনগরের নৃপতিত্রয় একত্রে সমাগত হইয়া তাঁহার নবাভিষেকে আনন্দ প্রকাশ করিলেন। অনন্তর মৈরতা পরিত্যাগ করিয়া বিজয়-সিংহ রাজধানীতে উপনীত হইলেন এবং শ্রাদ্ধাদি সমাপনান্তর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। আভিষেচনিক ব্যাপার সেই স্থলে যথাবিধানে সংসাধিত হইল এবং নবাভিষিক্ত নরপতি দীন দরিদ্র ব্যক্তিদিগকে ধনরত্ন দান করিয়া সকলের বাসনা চরিতার্থ করিলেন।

ভক্তসিংহ আততায়ীর বিশ্বাসঘাতকতায় প্রাণত্যাগ করিলেন, রামসিংহের কণ্টক অপসৃত হইল, তাঁহার সৌভাগ্যদ্বারের অর্গল মুক্ত হইল। তিনি সেই সুযোগে নিজ স্বত্ব পুনর্লাভ করিতে সচেষ্ট হইলেন এবং অম্বররাজের সাহায্যে মহারাষ্ট্রীয়গণের সহিত এক সন্ধিস্থাপন * করিলেন। সন্ধির প্রতিজ্ঞাদি যথাবিধি পালন করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া দাক্ষিণীগণ কোটা ও জয়পুরের নিকট দিয়া রাজধানীর অভিমুখে অগ্রসর হইল। জয়পুরে রামসিংহ স্বীয় কতিপয় অনুচর এবং অম্বররাজপ্রদত্ত একটী বলিষ্ঠ বাহিনী লইয়া মহারাষ্ট্রীয় সেনানীদিগের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রীয় সেনাবলের সাহায্য পাইয়া নির্ব্বোধ রামসিংহ মনে করিয়াছিলেন যে, সেই দাক্ষিণী দস্যুগণ নির্ব্বিরোধে তাঁহার অভীষ্টসাধনে সহায়তা করিবে; কিন্তু তিনি ভ্রান্ত; দস্যুতা ও লুণ্ঠনপ্রিয়তা যাহাদের জীবনের মুখ্যধর্ম্ম, সেই ঘোর স্বার্থপর মহারাষ্ট্রীয়গণ কি শান্তভাবে তাঁহাকে সাহায্য করিবে? আজমিরে উপস্থিত হইয়া তাহারা তন্নগর লুণ্ঠন করিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু রামসিংহ তাহাদিগকে যথোচিত ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করিয়া তাহাদের সেই পাপচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিলেন। সেই সময়ে মহারাষ্ট্রীয়গণ ধীরভাবে তাঁহার ভর্ৎসনা সহ্য করিয়া আপনাদের প্রতিজ্ঞা-পালনে তৎপর হইল।

রামসিংহের এই ভীষণ সমরসজ্জা অচিরে বিজয়সিংহের গোচরিত হইল। রামসিংহ যে, মহারাষ্ট্রীয়গণের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাতে রাঠোর মাত্রেরই হৃদয় সংক্ষুব্ধ হইল। তাহারা রামসিংহকে অতি কাপুরুষ বলিয়া মনে মনে শত ধিক্কার প্রদান করিল এবং দাক্ষিণীদিগের আক্রমণ হইতে রাঠোরকুলের গৌরবসম্ভ্রম অব্যাহত রাখিবার অভিপ্রায়ে সকলে রণসজ্জায় সজ্জিত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে মারবারের সমস্ত সর্দ্দারগণ বিজয়সিংহের উদ্যত পতাকামূলে রণবেশে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। তাহাদের সকলেরই হৃদয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যে, প্রাণ থাকিতে মহারাষ্ট্রীয়দিগকে জয়লাভ করিতে দিবে না। এই প্রতিজ্ঞায় হৃদয় দৃঢ়তর বন্ধন পূর্ব্বক স্বদেশপ্রেমিকতা ও আত্মোৎসর্গের জ্বলন্ত মন্ত্রে প্রণোদিত হইয়া সেই রাঠোর বীরগণ রাঠোররাজ বিজয়সিংহের সাহায্যার্থ ভীষণ সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে ধাবিত হইলেন। ইহাঁদের সকলেরই গোত্র ও নামোল্লেখ ভট্টগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। ভট্টকবি ইহাঁদের বিষয় বর্ণন করিয়া স্বাধীন পত্তাবৎদিগের উৎসাহ ও বীরত্বের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন।

এদিকে কচ্ছাবহ ও মহারাষ্ট্রীয় সেনা পুষ্করে আসিয়া উপনীত হইল। পুষ্করের পবিত্র সলিলে স্নান করিবার অভিপ্রায়েই হউক, অথবা শ্রান্তিদূরকরণার্থেই হউক, তাহারা তথায় একদিবস বিশ্রাম করিল। রামসিংহ সেইস্থল হইতে বিজয়সিংহকে পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন,—"পত্রপাঠমাত্র মারবারের সিংহাসন আমাকে সমর্পণ কর।" প্রকাশ্য

* এই সন্ধিপত্র হলদি অথবা বলপত্র নামে অভিহিত হইয়াছে। যে সকল সর্দ্দার ও সেনানী তাহাতে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে জানকীসিন্ধিয়া, সিন্ধিয়ামালজি, তান্‌সিয়া চিতু, রঘুপাগিয়া, ঘোবুলিয়া যদুন, মুল্লা ইয়ার আলি, ও ফিরোজ খাঁ প্রসিদ্ধ। ইহাঁরা প্রত্যেকেই তদানীন্তন মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে এক একটী প্রধান সেনানায়ক ছিলেন।

সমরসভায় সমবেত সর্দ্দারমণ্ডলির সমক্ষে বিজয়সিংহ এই পত্র পাঠ করিলেন। অমনি সকলে "রণ! রণ!" রবে চীৎকার করিয়া উঠিল। "কি, মহারাষ্ট্রীয় দস্যু মহারাজ যোধরাওয়ের পবিত্র সিংহাসন হস্তগত করিতে চাহে? শৃগাল হইয়া কেশরীর রাজপদ-দংশনে অভিলাষী! কে সেই হাপ্পা?—আমাদিগকে এরূপ ভয় দেখাইবার সে কে? মহারাজ! আপনি কিছুমাত্র চিন্তিত হইবেন না; এই আমরা আপনার সম্মুখে অসি স্পর্শ করিয়া বলিলাম, যদি আমাদের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে, তথাপি আমাদের মস্তক আপনার রক্ষার্থ স্তম্ভস্বরূপ উদ্যত থাকিবে।" রাঠোরবীরগণ আপনাদের এই কঠোর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

যথাকালে রামসিংহ স্বীয় পত্রের প্রত্যুত্তর পাইলেন। বিজয়সিংহ সাধ্যপক্ষে যোধপুর তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিবেন না। তিনি বীর, বীরের ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় স্বত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করিবেন। সুতরাং যুদ্ধের সাহায্যে পরস্পরের অদৃষ্ট পরীক্ষা করিতে হইবে। অচিরে উভয়পক্ষে রণদামামা বাজিয়া উঠিল; রাঠোর ও মহারাষ্ট্রীয়গণ সিংহনাদ ত্যাগ করিয়া অনর্গল গোলাবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। প্রথম দিবসের অধিক ভাগ কেবল গোলাযুদ্ধেই অতীত হইল; পরিশেষে অসি যুদ্ধের সহিত সেই দিবসের রণাভিনয় শেষ হইল; কিন্তু কোন পক্ষেরই জয়পরাজয়ের কোন লক্ষণ দেখিতে পাওয়া গেল না। পরদিন প্রত্যূষেই উভয়দল পুনর্ব্বার রণসজ্জায় দণ্ডায়মান হইল। বিজয়সিংহ পঞ্চসহস্র নির্ব্বাচিত অশ্বারোহী সৈন্যের সহিত স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হইলেন। সেই পঞ্চসহস্র বীরের অঙ্গ কঠিন কবচে রক্ষিত; তাহারা প্রচণ্ড বিক্রান্ত এবং নির্ভীক। রামসিংহের বিশাল অনীকিনীর বিরুদ্ধে বিজয়সিংহের সেই কতিপয় সৈনিক সামান্য;—সাগরের তুলনায় গোষ্পদ। কিন্তু সেই পঞ্চসহস্রের বাহুতে যে প্রচণ্ড বল, হৃদয়ে যে প্রচণ্ড তেজ নিহিত ছিল, তাহা রোধ করা সামান্য কথা নহে। মহারাষ্ট্রীয়গণ তাহা ব্যর্থ করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিল; তাহাতে তাহাদের অনেক সৈন্য রণস্থলে পতিত হইল; কিন্তু তাহাদের চেষ্টা সফল হইল না। নৈদাঘ মধ্যাহ্নকালীন মার্ত্তণ্ডের ময়ূখমালার ন্যায় সেই পঞ্চসহস্র রাঠোরবীরের প্রচণ্ড তেজ ক্রমে ক্রমে দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিল। সেই জ্বলন্ত তেজোবহ্নির সম্মুখে কত মহারাষ্ট্রীয় বীর পতঙ্গের ন্যায় বিদগ্ধ হইয়া গেল। কিন্তু সে দিবসেও কাহারও অদৃষ্টের মীমাংসা হইল না।

বিজয়সিংহ একজন চতুর যোদ্ধা। স্বীয় সেনাবলের উপর তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল বটে; কিন্তু তাহা বলিয়া তিনি সে বিশ্বাসে সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন নাই। শত্রুদলের আধিক্যদর্শনে মনে মনে শঙ্কিত হইয়া তিনি আত্মরক্ষার পথ পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছিলেন; তাঁহার মনে-মনে সঙ্কল্প,—যদি বিধাতার কঠোর বিধানে তাঁহাকেই পরাস্ত হইতে হয়, তাহা হইলে সেই উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক পলায়ন করিবেন। সেই জন্য তিনি প্রথমও দ্বিতীয় দিবসের যুদ্ধে নিজ যানবাহনাদি দিবারাত্রি সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তৃতীয় দিবসে বিজয়সিংহের সৈনিকগণ সেই সমস্ত সজ্জিত পশুগুলিকে সেনানিবেশের পশ্চাদ্ভাগস্থ একটী তটিনীতে জলপান করাইতে লইয়া গেল। পশুগুলি

জলপানার্থ তরঙ্গিনীর পুলিনে অবতীর্ণ হইয়াছে, এমন সময়ে দূরে তুরঙ্গের অনর্গল ক্ষুরধ্বনি শ্রুত হইল; রাঠোরসৈনিকগণ চমকিত হইয়া দেখিল কতকগুলি অশ্বারোহী সৈন্য তাহাদিগের দিকে অগ্রসর হইতেছে। সেই অশ্বারোহী সৈনিকগণকে রামসিংহের দলবলভ্রমে তাহারা "দাগ্‌গা! দাগ্‌গা!" করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। অমনি সকলে স্ব স্ব বন্দুক উদ্যত করিয়া তাহাদিগের প্রতি ঘোরতর গুলি বর্ষণ করিল;—তাহারা যথার্থই শত্রু কি মিত্র, তাহা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিল না; কেবল ধারণার উপর নির্ভর করিয়া আত্মনাশে প্রবৃত্ত হইল। তাহাদের উক্তপ্রকার শত্রুতাচরণ দেখিয়া সেই আক্রান্ত সৈনিকগণ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল "রাঠোর সৈন্যগণ! নিরস্ত হও!—নিরস্ত হও! ভ্রমে পতিত হইয়া আত্মহত্যা করিওনা! আমরা তোমাদের শত্রু নহি—শত্রু নহি!" কেহই একবার কর্ণপাত করিল না; বরং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উৎসাহের সহিত গুলিবর্ষণ করিতে লাগিল। অল্পসময়ের মধ্যেই তাহারা আপনাদের ভ্রম বুঝিতে পারিল,—বুঝিতে পারিল যে, অলীক আশঙ্কায় বিভ্রান্ত হইয়া মিত্রনাশে প্রবৃত্ত হইয়াছে; অমনি সকলে "হায়! কি করিলাম" বলিয়া অস্ত্র ত্যাগ করিল এবং তটিনী উত্তীর্ণ হইয়া সেই হতাবশিষ্ট অশ্বারোহী সৈন্যের নিকট উপস্থিত হইল;—দেখিল যে পঞ্চসহস্র অশ্বারোহী বীর প্রচণ্ড ভুজবলে মহারাষ্ট্রীয় সেনাকে দলিত ও বিত্রাসিত করিয়াছিলেন, ইহাঁরা তাঁহাদেরই অবশিষ্ট। শত্রুসেনাকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া সেই কতিপয় কবচীবীর শিবিরে প্রত্যাগত হইতেছিলেন;—মনে ছিল, কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া আবার শত্রুদলকে আক্রমণ করিবেন। কিন্তু তাঁহাদের সে আশা পূর্ণ হইল না। শত্রুর প্রচণ্ড প্রহরণ হইতে যে শরীর রক্ষিত হইয়াছিল, আজি মিত্রের আক্রমণে তাহা বিনষ্ট হইল। সেই আক্রমক মিত্রসৈনিকগণ নিকটে উপনীত হইলে সেই হতাবশিষ্ট কতিপয় রাঠোরবীরের হৃদয় যুগপৎ শোকে ও দুঃখে মথিত হইল, তাঁহারা বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "হা মূর্খগণ! কি করিলে? আত্মপর না ভাবিয়া স্বহস্তে নিজপদে কুঠারাঘাত করিলে?" তাহারা কোন উত্তর করিতে পারিল না; কেবল নীরবে দণ্ডায়মান রহিল; পরিশেষে সেই সমস্ত হত ও আহত সৈনিকদিগকে লইয়া সকলে শিবিরে উপনীত হইল। অচিরে এই অশুভ সমাচার শত্রুদলের কর্ণগোচর হইল। তাহারা ইচ্ছা করিলে সেই মুহূর্ত্তেই রাঠোরসেনার উপর আপতিত হইয়া সকলকে বিনাশ করিতে পারিত; কিন্তু বিজয়সিংহের কবচীসেনা তাহাদিগকে এরূপ বিত্রাসিত করিয়াছিল যে, তাহারা আর তখন রাঠোরদিগকে আক্রমণ করিতে সাহস করিল না।

সেইদিন সেই হত ও আহত কবচীবীরগণের দেহ শিবিরে নীত হইলে শিবির মধ্যে এক মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল; সকলেরই বদনমণ্ডলে নৈরাশ্য ও ভীতির গভীর ছায়া পরিলক্ষিত হইল। সকলেই ভয়াকুল নেত্রে ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। আজি বিজয়সিংহ বিষম সঙ্কটে পতিত। সেই সঙ্কট হইতে উদ্ধারলাভ করিবার অভিপ্রায়ে তিনি অচিরে একটী সমর-সভা আহ্বান করিলেন। তাঁহার প্রধান প্রধান সর্দ্দার ও সামন্ত, তদ্ব্যতীত বিকানীর ও কিষণগড়ের নৃপতিদ্বয় সেই সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া

সঙ্কটোদ্ধারের উপায় সম্বন্ধে নানা তর্কবিতর্ক করিতে লাগিলেন। সর্ব্বপ্রথম বিকানীর রাজা মারবারপতি বিজয়সিংহকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "মহারাজ! উপস্থিত সঙ্কট দেখিয়া আমার প্রতীতি হইতেছে যে, বিধাতা যেন আমাদিগকে যুদ্ধে নিবর্ত্তিত করিবার অভিপ্রায়ে এই বিপদে ফেলিয়াছেন। অতএব যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া এইবেলা পলায়নের পথ দেখা কর্ত্তব্য।" অনেকেই তাঁহার মতের অনুমোদন করিল। বিজয়সিংহ কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। সর্দ্দার ও সহকারী নৃপতিদিগকে যুদ্ধের বিরোধী দেখিয়া তিনি ক্ষণকাল গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। একদিকে মারবারের সিংহাসন, অপর দিকে তাঁহার অমূল্য জীবন; আজি যদি পরাজিত হইয়া সেই সিংহাসন হারাইতে হয়, জীবিত থাকিলে হয় ত আর একদিন তাহা উদ্ধার করিতে পারিবেন; কিন্তু জীবন গত হইলে আর তাহার উদ্ধারের উপায় নাই। আর এখন কাহাকে লইয়াই বা যুদ্ধ করিবেন? সর্দ্দারগণ যুদ্ধে ক্লান্ত; সহকারী নৃপতিগণ যুদ্ধ স্থগিত রাখিয়া স্ব স্ব সেনাদল লইয়া স্বদেশগমনে প্রস্তুত; তবে কাহাকে লইয়া সেই বিশাল শত্রুসেনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবেন? একাকী অসংখ্য মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যের গতিরোধ করা কি সম্ভব? এই সকল চিন্তা ঝটিতি তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইয়া তাঁহাকে আকুলিত করিয়া তুলিল। এই সময়ে বিজয়সিংহ স্বীয় পিতাকে মনে করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ভক্তের সেই গভীর রাজনীতিজ্ঞতা, সেই অভ্রান্ত বিচারক্ষমতা, সেই অদম্য সাহস ও সহিষ্ণুতা যদি বিংশতিবর্ষ বয়স্ক বিজয়সিংহের হৃদয়ে সংক্রামিত হইত, তাহা হইলে তিনি সেই সকল চিন্তা হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া উপযুক্ত উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি বালক, রাজনীতিশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করেন নাই; কোন বৃদ্ধ সর্দ্দার যে সে সময়ে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সঙ্কটোদ্ধারের সুগমপথ দেখাইয়া দিবেন, তাহাও তখন হইল না। যাঁহারা রাজনীতিজ্ঞ, তাঁহারা অনেকেই সমরক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন; যাঁহারা অবশিষ্ট, তাঁহারা প্রায় সকলেই বিকানীররাজের পরামর্শের সমর্থন করিলেন। বিকানীররাজ নিজ দলবল লইয়া স্বরাজ্যে প্রস্থান করিলেন, কিষণগড়ের নৃপতিও তাঁহার আদর্শের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। সুতরাং বিজয়সিংহের পক্ষ অনেক পরিমাণে দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। তথাপি তাঁহার যে কয়েকটী সর্দ্দার ও সামন্ত ছিল, তাহারা সকলেই যদি সেই সময়ে পূর্ব্ব উৎসাহ ও সাহসের সহিত যুদ্ধ করিত, তাহা হইলে সেই বিরাট মহারাষ্ট্রীয় বল নিশ্চয়ই পরাহত হইয়া পড়িত; কিন্তু বিকানীররাজ যে কুসংস্কারের মন্ত্র এইমাত্র তাহাদিগকে শিক্ষা দিলেন, তাহার কুহকে তাহাদের সেই সমস্ত সাহস ও উৎসাহ মন্দীভূত হইয়া পড়িল এবং সেই সঙ্গে বিজয়সিংহের সৌভাগ্যপথ কিছুদিনের জন্য রুদ্ধ হইল।

রাঠোর সেনার এই সার্ব্বজনীন নিরুৎসাহভাবের বিবরণ রামসিংহের কর্ণগোচর হইল। তিনি সুযোগ বুঝিয়া কতকগুলি রাজপুত ও মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যের সহিত সেই কতিপয় রাঠোর সর্দ্দার ও সামন্তের উপর আপতিত হইলেন। কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। তাঁহাকে সদলে পুনঃসম্মুখীন হইতে দেখিয়া রাঠোর সর্দ্দারগণ উৎসাহে সিংহনাদ ত্যাগ করিলেন এবং স্ব স্ব অস্ত্র শস্ত্র লইয়া তাহাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার

নিমিত্ত প্রচণ্ডবেগে তদভিমুখে অগ্রসর হইলেন। যে রাঠোর সর্দ্দারগণ ইতিপূর্ব্বে কুসংস্কারের মোহে নিরুৎসাহ ও নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহারাও নবীন উৎসাহ ও উদ্দীপনায় উন্মাদিত হইয়া আপনাদের অধিপতির সম্মান রক্ষার্থ প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের ভীষণ ভুজবিক্রমের প্রভাবে শক্রসেনা ঘোরতর বিত্রাসিত হইল; তাহারা পশ্চাদপসৃত হইবার উপক্রম করিল; কিন্তু সর্দ্দারসিংহ নামা জনৈক রাজপুতের কৌশলে তাহারা বিজয়সিংহের উপর জয়লাভ করিতে সক্ষম হইল।

সর্দ্দার সিংহ রূপনগরের অধিপতি সামন্তসিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র। কিষণগড়ের রাজা ইতিপূর্ব্বে রূপনগর কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। রাজ্যচ্যুত সামন্তসিংহ রাজ্যোদ্ধারের কোন প্রকার চেষ্টা না করিয়া স্ত্রীপুত্রসমভিব্যাহারে বৃন্দাবনে তীর্থযাত্রা করেন। তাঁহার একান্ত অভিলাষ যে সংসারজ্বালা হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া জীবনের অবশিষ্টকাল কেবল শ্রীকৃষ্ণের পূজাতেই অতিবাহিত করেন। এই আধ্যাত্মিক ভাব তাঁহার হৃদয়ে একান্ত প্রবল হওয়াতে সামন্তসিংহ নিজ পুত্রকেও সেই ব্যাপারে দীক্ষিত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া যুবা সর্দ্দারসিংহ উত্তর করিলেন "পিতঃ! আপনি রাজ্যসুখ দীর্ঘকাল ধরিয়া ভোগ করিয়াছেন, আপনার এখন তাহাতে স্পৃহা না থাকিতে পারে; কিন্তু আমি এজীবনে সে সুখের কিছুমাত্রই আস্বাদ পাই নাই। অনুমতি করুন, আমি রূপনগরের উদ্ধার চেষ্টায় ব্যাপৃত হই।" জনকের অনুমতি লইয়া তিনি রামসিংহের দূতের সহিত মহারাষ্ট্রীয় শিবিরে গমন করিলেন। আপ্পা সিন্ধিয়া তাঁহাকে আশ্রয় দান করিয়া তাঁহার রাজ্যোদ্ধারের আশ্বাস দিলেন। তাহার পর সেই দ্বিতীয় দিবসে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার প্রাক্কালে রাঠোরবীরগণের অসীম বিক্রম ও রণনৈপুণ্য ভাবিয়া সিন্ধিয়া মনে মনে চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে সর্দ্দারসিংহ তৎসমীপে গমন করিয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ইহাতে সিন্ধিয়া উত্তর করিলেন "যুবক! তোমার গ্রহ রামসিংহের সহিত একসূত্রে আবদ্ধ; অদৃষ্টদেব বুঝি তোমাদের প্রতি প্রসন্ন হইবেন না; এক্ষণে যাত্রার পূর্ব্বে আর কি করিব? বলের সাহায্যে বিজয়সিংহকে পরাস্ত করিতে পারিব না।" চতুর সর্দ্দার অমনি বলিয়া উঠিলেন, "বলে না হউক ছলে হইতে পারে; আমাকে অনুমতি করুন, আমি চেষ্টা করিয়া দেখি।" সিন্ধিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন, কিন্তু সেই যুবকের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। সর্দ্দারসিংহ কৌশলের সাহায্যে কার্য্যোদ্ধার করিতে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইয়া সগোত্রীয় একজন সৈনিককে আহ্বান করিলেন এবং তাহাকে সকল বিষয় জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন "মৈনোট মন্ত্রী যে স্থলে যুদ্ধ করিতেছেন, তুমি তথায় বিজয়সিংহের সৈনিকবেশে গমন কর এবং তাঁহাকে কল্পিত শোকের সহিত বল যে, আর যুদ্ধ করিয়া কি হইবে, বিজয়সিংহ যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।" সর্দ্দারসিংহের উপদেশ মত সেই সৈনিক সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিল। রাঠোরসেনার যে অংশ মহারাষ্ট্রীয়দিগকে প্রচণ্ড বিক্রমের সহিত দলিত করিতেছিল, মৈনোট মন্ত্রী তাহার শিরোদেশে অবস্থিত ছিলেন। সর্দ্দার প্রেরিত সৈনিক তাঁহার পশ্চাতে উপস্থিত হইয়া কল্পিত শোক সহকারে চীৎকার স্বরে বলিলেন

"মন্ত্রিবর! আর কাহার জন্য যুদ্ধ করিতেছেন? মহারাজ বিজয়সিংহ শক্রর গোলকাঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রের এক পার্শ্বে পতিত রহিয়াছেন।" মৈনোট মন্ত্রী অমনি অস্ত্র ত্যাগ করিলেন এবং অশ্রুজল মোচন করিতে করিতে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রস্থান করিলেন। এই অলীক দুঃসমাচার দাবানলতেজে রাঠোরসেনার চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। অমনি সকলে অশ্ব ফিরাইয়া রণস্থল পরিত্যাগপূর্ব্বক স্ব স্ব গৃহাভিমুখে পলায়ন করিল। বিজয়সিংহ যেস্থলে যুদ্ধ করিতেছিলেন, ক্রমে এই সমাচার তথায় বাহিত হইল। তিনি বিস্মিত হইলেন এবং নিজ হতাশ সৈন্যদিগকে আশ্বাসিত করিবার নিমিত্ত কতকগুলি সৈনিক প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তাহাদের কথায় কেহই বিশ্বাস করিল না। বিজয়সিংহ যদি কোন উপযুক্ত সর্দ্দারের হস্তে সৈনাপত্য-ভার অর্পণ করিয়া স্বয়ং সেই সমস্ত ত্রস্ত সৈনিকগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিতেন; তাহা হইলে তাহারা আবার নবীন উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া উঠিত;—সে উৎসাহের সম্মুখে সহস্র মহারাষ্ট্রীয় পতঙ্গবৎ বিদগ্ধ হইয়া যাইত; কিন্তু তিনি বালক; এ বুদ্ধি তাঁহার মনোমধ্যে তৎকালে উদিত হইল না। তথাপি যে কতিপয় সর্দ্দার তাঁহার নিকট রহিলেন, তাঁহারা আপনাদের বালক রাজাকে বেষ্টন পূর্ব্বক প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। শক্রসেনার বলাধিক্য দর্শনে তাঁহারা বিজয়সিংহের প্রাণরক্ষার্থ উৎসুক হইলেন এবং নিকটস্থ মৈরতাদুর্গে আশ্রয়লাভার্থ তদভিমুখে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা ফলবতী হইল না। বিশাল মহারাষ্ট্রীয় অনীকিনী উচ্ছ্বসিত সাগরবৎ প্রচণ্ডবেগে সেই কতিপয় রাঠোরবীরের উপর আপতিত হইয়া তাঁহাদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। বিজয়সিংহ দূরে থাকিয়া সেই মুষ্টিমেয় রাঠোরসেনার অদ্ভুত বীরত্ব প্রত্যক্ষ করিলেন;—দেখিলেন তাঁহারা শক্র-কর্তৃক শতগুণে অতিক্রান্ত হইলেও বিস্ময়কর বীরত্ব সহকারে অনেক মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যকে সংহার করিয়া অবশেষে সমরক্ষেত্রে শয়ন করিলেন। বিজয়সিংহ আর তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইলেন না; তখন তাঁহাদিগকে সহস্র ধন্যবাদ দিয়া তিনি আত্মরক্ষার্থ সমরক্ষেত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক দূরে পলায়ন করিলেন। সে সময়ে শক্রপক্ষের কোন সৈনিকই তাঁহাকে দেখিতে পাইল না *।

পাঁচজন অশ্বারোহী কবচী সৈনিক এবং একজন মাত্র সর্দ্দার বিজয়সিংহের সঙ্গে চলিলেন। সেই সর্দ্দারের নাম লালসিংহ। রৈণ † নামক নগর ইহাঁর ভূমিসম্পত্তি; সেই জন্যই তিনি "রৈণের ঠাকুর" নামে প্রায়ই অভিহিত হইয়া থাকেন। দিবাভাগে কোন গুপ্তস্থানে লুক্কায়িত থাকিয়া রজনীযোগে বিজয়সিংহ নাগোরের অভিমুখে পলায়ন

---

* এই অনর্থকর ভীষণ অন্তর্বিপ্লবে অনেক বিদেশীয় সামন্তও বিজয়সিংহকে সাহায্যদান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে মিবারের শক্তাবৎগণ বিশেষ প্রসিদ্ধ। ভট্টকবি বিজয়সিংহের গৃহসর্দ্দার ও সহকারী রাজন্যগণের উল্লেখ করিয়া সকলেরই বীরত্বের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। কুম্পাবৎ সর্দ্দার রায়সিংহ, শিশাবৎ সর্দ্দার লালসিংহ এবং কীতাবৎদিগের অধিনায়ক শেষ দিবসের যুদ্ধে বিস্ময়কর রণনৈপুণ্য দেখাইয়া সমরক্ষেত্রে শয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সকলেরই স্মরণার্থ স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

† মৈরতা হইতে অহিল যাইবার পথে এই রৈণনগর স্থাপিত। রৈণ সচরাচর রহিন নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

করিলেন। নিশীথ কাল,—সমস্ত জগৎ এক নিবিড় অন্ধকারে আবৃত; অনন্ত নৈশ গগন স্থানে স্থানে সূক্ষ্ম জলদজালে আচ্ছন্ন। সেই অগভীর মেঘমালা ভেদ করিয়া নক্ষত্র সমূহ অগণ্য খদ্যোৎপুঞ্জের ন্যায় শোভা পাইতেছে; নিকটে ওষধিমালা ক্ষীণ জ্যোতিঃ বিতরণ করিয়া শিখাহীন সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অগণ্য অনলবর্ত্তিকার ন্যায় বিরাজ করিতেছে। সেই অনতিগভীর অন্ধকারে পথ দেখাইয়া লালসিংহ অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিলেন। বিজয়সিংহ ও সেই পঞ্চ কবচী সৈনিক তাঁহার অনুগমন করিলেন। অনেক দূর অগ্রসর হইয়া বিজয়সিংহ দেখিলেন যে, বিপথে পতিত হইয়াছেন। তিনি তখনই রৈণসর্দ্দারকে বলিলেন, "লালসিংহ! বুঝিতে পারিয়াছ, আমরা কোন্ পথে আসিয়া পড়িয়াছি,—ইহা যে তোমার রৈণে যাইবার পথ; এইবেলা প্রকৃত পথ আশ্রয় করি।" বোধ হয় লালসিংহ স্বেচ্ছা পূর্ব্বক রাজাকে সেই পথে লইয়া গিয়াছিলেন; কেননা তিনি তৎক্ষণাৎ বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন "মহারাজ! আমি বাটীর নিকট আসিয়া পৌঁছিয়াছি; অতএব, অনুমতি করুন, একবার পরিবারবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসি।" বিজয়সিংহ কোন উত্তর না করিয়া সেই পঞ্চ কবচী সৈন্যের সহিত স্বীয় গন্তব্য পথ পুনরাশ্রয় করিলেন; রৈণের ঠাকুর কিয়ৎকাল ইতস্ততঃ করিয়া স্বীয় আবাসনিলয়ে প্রবিষ্ট হইলেন। বিজয় মনে করিয়াছিলেন যে, তথায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিবেন; কিন্তু বিপদের আশঙ্কায় তাহা পারিলেন না। তিনি কুজবানের সম্মুখস্থ উচ্চ প্রাকার উত্তীর্ণ হইয়াছেন, এমন সময় তাঁহার বিপদের বন্ধু, তৎকালের সম্বল প্রিয়তম অশ্বটী কঠোর পথশ্রমে প্রাণত্যাগ করিল। তখন তাঁহার সমভিব্যাহারী একটী সৈনিক নিজ অশ্বটী রাজাকে দিয়া পদব্রজে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল। এইরূপে তিন মাইল অতিক্রম করিয়া রাজা দেশওয়াল নামক স্থলে উপনীত হইলেন। কঠোর পথশ্রমে নিতান্ত কাতর হইয়া তুরঙ্গগুলি আর পদমাত্রও অগ্রসর হইতে পারিল না। বিজয়সিংহ তখন বিষম সঙ্কটে পতিত হইলেন; কোথায় যাইবেন, কোথায় যাইলে আশ্রয় পাইবেন, তাহার কিছুই নিরাকরণ করিতে পারিলেন না। একবার মনে করিলেন সকলকে ত্যাগ করিয়া পদব্রজে নাগোরে গমন করেন; কিন্তু নাগোরও নিকটে নহে, দেশওয়াল হইতে সেই নগর ষোল মাইল হইবে; এদিকে রজনী প্রভাত হইতে অল্প সময় অবশিষ্ট আছে। সেই অল্প সময়ের মধ্যে সেই দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া নির্ব্বিঘ্নে নাগোরে উপস্থিত হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি অবশেষে সমভিব্যাহারী সৈনিকদিগকে ত্যাগ করিলেন এবং নিজ রাজকীয় বেশবিন্যাস লুক্কায়িত করিয়া জনৈক জাটকৃষকের নিকট গমন পূর্ব্বক বলিলেন "তুমি যদি আমাকে রাত্রি পোহাইবার পূর্ব্বে নাগোরে পৌঁছাইয়া দিতে পার, তাহা হইলে তোমাকে পাঁচটী টাকা দিব।" জাট তাহাতেই সম্মত হইয়া একখানি বলদবাহ্য শকট আনয়ন পূর্ব্বক বিজয়সিংহকে সত্বর তদুপরি আরোহণ করিতে কহিল। পরে তিনি আরূঢ় হইলে শকটাধ্যক্ষ বলিল "দেখ আমি কিন্তু "চলন সহি" টাকা নইলে লইব না।" বিজয়সিংহ তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। অমনি বলীবর্দ্দদ্বয় লগুড়তাড়িত

হইয়া প্রাণপণে দ্রুতবেগে ধাবিত হইল। কিন্তু রাজার তাহাতে মনস্তুষ্টি হইল না; তিনি কৃষককে ক্রমাগত "হাঁক! হাঁক!" করিয়া উত্ত্যক্ত করিতে লাগিলেন। কৃষক তাহাতে যথার্থই নিরতিশয় বিরক্ত হইল। বলদ দুইটী প্রাণপণে গাড়ী টানিতেছে, তথাপি আরোহী "হাঁক! হাঁক!" করিয়া চীৎকার করিতেছেন। বিষম বিরক্ত হইয়া জাট রুক্ষস্বরে বলিল "'হাঁক! হাঁক!' কেহে বাপু তুমি? তোমার এত তাগিদ কেন? এরূপ চোরের মত নাগোরের দিকে যাওয়া অপেক্ষা তোমার মত বর্ব্বরের মৈরতাক্ষেত্রে বিজয়সিংহের কাছে যাওয়া উচিত। তোমার ভাব দেখিয়া বোধ হয় যেন তুমি দাক্ষিণীদিগের ভয়ে পলাইয়া যাইতেছ। যাহা হউক, এখন চুপ করিয়া থাক; তুমি নিশ্চয় জানিও ইহা অপেক্ষা একতিল বেশি জোরে চালাইব না।'" নির্ব্বোধ কৃষক! সে জানিত না যে, মারবারের অধীশ্বর প্রাণরক্ষার্থে তাহার শকটমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন; জানিলে কখনও তৎপ্রতি সেইরূপ কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিতে পারিত না। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই জাট নিজ ভ্রম বুঝিতে পারিল।

দেখিতে দেখিতে শকট নাগোরের একক্রোশ নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। এদিকে উষার রক্তিম রাগে পূর্ব্ব গগন রঞ্জিত হইয়াছে; সূর্য্যদেব সেই আরক্ত গগনে আরক্ত মূর্ত্তিতে অল্পে অল্পে আবির্ভূত হইতেছেন; শকটচালক একবার সেই অধীর আরোহীকে দেখিবার জন্য তদ্দিকে মুখ ফিরাইল;—অমনি শকট হইতে লম্ফ দিয়া ভূমিতলে পতিত হইয়া বিনীত ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিল;—"মহারাজ! আমি চিনিতে না পারিয়া অতি কুকর্ম্ম করিয়াছি; ক্ষমা করুন, নতুবা আপনার চরণতলে প্রাণত্যাগ করিব।" রাজা স্নিগ্ধস্বরে বলিলেন "ভয় নাই,—ক্ষমা করিয়াছি—এক্ষণে যত দ্রুত পার শকট চালিত কর।" জাট শকটোপরি আসন পুনর্গ্রহণ করিয়া বলদ দুইটাকে কঠোর আঘাতে তাড়িত করিতে লাগিল। কিন্তু সেই শকট যতক্ষণ না নাগোরে উপস্থিত হইল, ততক্ষণ সেই "হাঁক! হাঁক!" ধ্বনি থামিল না। অনন্তর নাগোরদ্বারে উপস্থিত হইয়া বিজয়সিংহ ভূমিতলে অবতরণ করিলেন এবং জাটকৃষককে চুক্তিমত গাড়ীভাড়া দিয়া তখনই বিদায় দিলেন। বিদায়কালে শকটাধ্যক্ষকে তিনি ভবিষ্যতে উপযুক্ত পুরস্কারের আশা দিয়াছিলেন *।

রাজাকে নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যাবৃত্ত হইতে দেখিয়া নাগরিকগণ উল্লাসসহকারে সিংহনাদ ত্যাগ করিল;—অমনি দুর্গশিরে বিশাল পতাকা উদ্যত হইল। বিজয়সিংহ দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়াই রণদামামা তাড়িত করিলেন। ঢক্কা প্রচণ্ড নির্ঘোষে গর্জ্জন করিয়া সর্দ্দারদিগকে জাগরিত করিয়া তুলিল। তাহারা রণসাজে সজ্জিত হইয়া প্রচণ্ড উৎসাহের সহিত দুর্গের অভ্যন্তরস্থ প্রশস্ত প্রাঙ্গনতলে একত্রিত হইতে লাগিল। কিয়ৎকাল পরেই সংবাদ আসিল যে, শত্রুকুল দুর্গ আক্রমণ করিতে আসিতেছে। এই অমঙ্গলসূচক

* "বিজয়বিলাস" নামক ভট্টগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, রাজা বিজয়সিংহ সেই জাটকে পাঁচশত বিঘা জমি একবারে চিরকালের জন্য দান করিয়াছিলেন। সেই জাটকৃষকের সন্তানসন্ততিগণ আজিও তাহা ভোগ করিতেছে।

সমাচার শ্রবণমাত্র বিজয়সিংহ একবার নিজ বলাবলের বিষয় ভাবিয়া দেখিলেন ;—যে নাগদুর্গ এককালে পঞ্চসহস্র প্রচণ্ড বীর প্রসব করিয়াছিল, আজি তাহা হইতে সহস্র বীর সংগ্রহ করা কঠিন। এই অল্পসংখ্যক সৈনিক লইয়া কি বিজয়সিংহ সম্মুখযুদ্ধে বিশাল শত্রুবাহিনীর ভীষণ বল প্রতিরোধ করিতে পারিবেন?—সুতরাং ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি দুর্গদ্বার রুদ্ধ রাখিতে আদেশ করিলেন। এদিকে শত্রুসেনা আসিয়া দুর্গ অবরোধ করিল। ক্রমাগত ছয়মাস ধরিয়া দুর্গ অবরুদ্ধ রহিল; কিন্তু শত্রুগণ বিজয়সিংহের কিছুই বিশেষ ক্ষতি করিতে পারিল না ;—বরং আপনারাই ক্ষতিগ্রস্ত হইল ; কেননা তাহারা অবরোধ-সমরে অভ্যস্ত নহে। এ দিকে বিজয়সিংহ সেই দীর্ঘকালের মধ্যে সময়ে সময়ে দুর্গদ্বার উন্মোচন পূর্ব্বক সদলে শত্রুসেনার উপর আপতিত হইতেন এবং সম্মুখে যাহাকে পাইতেন, সংহার করিয়া দুর্গমধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিতেন। মহারাষ্ট্রীয়গণ তাঁহাকে আক্রমণ করিতে চেষ্টা করিত, কিন্তু তিনি এরূপ সুচারু কৌশল ও সতর্কতার সহিত তাহাদিগের উপর আপতিত হইতেন যে, তাহাদের কোনচেষ্টাই সফল হইতনা। এইরূপে ছয়মাস অতীত হইয়া গেল। সামান্য সামান্য যুদ্ধে শত্রুদলের অনেক সৈন্য নিপতিত হইল ; কিন্তু তাহাদের বিরাট অনীকিনীর ভীষণ বল সম্পূর্ণই অক্ষুণ্ণ রহিল ; এদিকে ক্রমিক সংঘর্ষে দুই একটী করিয়া বিজয়ের অনেকগুলি সৈনিক রণক্ষেত্রে পতিত হইল। তাঁহার আশাভরসা ক্রমে ক্রমে ফুরাইয়া আসিতে লাগিল। কিন্তু তিনি অনুমাত্র নিরুৎসাহ হইলেন না, বরং আত্মপক্ষের দুর্ব্বলতা দর্শনে অধিকতর উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। নগর মধ্যে আর অধিক দিন অবরুদ্ধ থাকা, তাঁহার মতে যুক্তিযুক্ত হইল না। কিন্তু কি উপায়েই বা তিনি সেই অসীম মহারাষ্ট্রীয় সেনার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন। তাঁহাকে নিকটে পাইলে তাহারা কি নির্ব্বিরোধে ত্যাগ করিবে? শত্রুসেনা নগরের চারিদিক অবরুদ্ধ করিয়া রহিয়াছে ;—এমন পথ নাই যে, নিরাপদে পলায়ন করিয়া অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণ করেন। বিজয়সিংহ বিষম সঙ্কটে পতিত হইলেন। শত্রুপরিবেষ্টিত হইয়া দুর্গমধ্যে অনাহারে প্রাণত্যাগ করা তাঁহার মতে কাপুরুষের কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, "জীবন যায়,—তাহাও বরং ভাল, তথাপি গৃহে এরূপ রুদ্ধ থাকিয়া মরিব না।" অতঃপর বিজয়সিংহ একবার নাগদুর্গের উচ্চতম সৌধশিখরে আরোহণ করিয়া চারিদিক মনোনিবেশ সহকারে দর্শন করিলেন ;—দেখিলেন শত্রুসেনা একটী প্রকাণ্ড সাগরের ন্যায় নগরকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে ;—তন্মধ্যে কেহ নৃত্য, কেহ গীত, এবং কেহ বা বাদ্যে নিমগ্ন রহিয়াছে,—কেহ কেহ বা নানা প্রকার ভোজ্য প্রস্তুত করিতেছে ; নিকটে নিকটে প্রহরীগণ সশস্ত্রবেশে দলে দলে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে। বিজয়সিংহ সমস্তই তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলেন ; কিন্তু তাঁহার মনে কিছুমাত্র ভয়ের সঞ্চার হইল না ;—তাঁহার বোধ হইল যেন শত্রুসেনা একপ্রকার নিস্তেজ হইয়া রহিয়াছে। হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল ; সেই আশার সোহাগে উৎসাহিত হইয়া তিনি উদ্ধারের উপায় স্থির করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার পাঁচশত বলিষ্ঠ উষ্ট্র ছিল ; তাহাদের পৃষ্ঠে সহস্র দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাজপুতবীর স্থাপন করিয়া বিজয়সিংহ গভীর রজনীতে দুর্গদ্বার উন্মোচন করিলেন এবং নির্ব্বিঘ্নে

মহারাষ্ট্রীয় সেনানিবেশ ভেদ করিয়া বিকানীর রাজ্যের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন; মনে মনে ইচ্ছা যে, বিকানীর রাজের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিবেন।

এক দিবসের মধ্যে বিজয়সিংহ বিকানীরে উপস্থিত হইলেন; রাজা তাঁহাকে যথোচিত সম্ভ্রম সহকারে অভ্যর্থনা করিয়া নিজ সিংহাসনে উপবেশিত করিলেন। অনন্তর বিজয়সিংহ নিজ মনোভিলাষ প্রকাশ করিয়া বলিলেন; বিকানীর রাজ তাঁহাকে সাহায্যদানে সম্মত হইলেন না। দারুণ ক্ষোভ ও অভিমানে বিজয়সিংহের হৃদয় আলোড়িত হইল। বিকানীররাজ তাঁহার নিকট আত্মীয়, পরস্পরের ঘনিষ্ঠ শোণিত সম্বন্ধ; সেই বিকানীরপতি যে, আজি বিপদকালে জ্যেষ্ঠ কুলোৎপন্ন মারবাররাজাকে আনুকূল্যদানে পরাঙ্মুখ হইবেন, তাহা বিজয়সিংহ একবার স্বপ্নেও ভাবেন নাই। তিনি আর বিকানীরে রহিলেন না,—আর তত্রত্য রাজার শূন্যগর্ভ আলাপন গ্রাহ্য করিলেন না; সেনাদল পুনর্ব্বার সজ্জিত করিয়া আর একটী কঠোরতর ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রধান পৃষ্ঠপূরক অম্বররাজ ঈশ্বরসিংহের নিকট আনুকূল্য প্রার্থনা করিতে মনস্থ করিলেন। অচিরে সেই বলিষ্ঠ উষ্ট্রসেনা জয়পুরের অভিমুখে চালিত হইল। "মরুপোতগণ" প্রাণপণে ধাবমান হইয়া তাঁহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট স্থলে বহন করিল। পরদিন প্রত্যূষে বিজয়সিংহ জয়পুরের মনোহর উচ্চ প্রাকার দেখিতে পাইলেন। কিন্তু তিনি একবারে নগরাভ্যন্তরে প্রবেশ না করিয়া নগর প্রাচীরতলে বিশ্রাম করিলেন এবং তথা হইতে দূত দ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন "এ সঙ্কটে আমাকে সাহায্য প্রদান করিতেই হইবে; সেই জন্য আমি স্বয়ং আপনার দ্বারে অতিথি হইয়াছি; দেখিবেন রাজপুত হইয়া পবিত্র আতিথেয়তার অবমাননা করিবেন না।"

অতিথি রাজপুতের পক্ষে দেবতার ন্যায় পূজার পাত্র। অতিথিকে রাজপুতগণ যেরূপ আদর ও সম্ভ্রমের সহিত অভ্যর্থনা করেন, জগতের আর কোন জাতি সেরূপ কখনও করিয়াছে কিনা সন্দেহ। এককালে যেব্যক্তি রাজপুতের ভীষণ শত্রু, বিপদে পতিত হইয়া সে যদি তাঁহার শরণাগত হয়, তাঁহার নিকট সাহায্য যাচ্ঞা করে, তাহা হইলে রাজপুত তাহার সকল শত্রুতা,—সকল বিদ্বেষভাব,—সমস্ত দুরাচরণ ভুলিয়া গিয়া তাহাকে বন্ধুভাবে আলিঙ্গন করিবেন, এবং তাহার উদ্ধারার্থ প্রাণপর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন না; ইহাই রাজপুতের চিরন্তনী আতিথেয়তা। এই আতিথেয়তার উপর বিশ্বাস করিয়াই বিজয়সিংহ শত্রুর প্রধান মিত্র ঈশ্বরসিংহের শরণাগত হইয়াছিলেন। কিন্তু রাজপুতাধম সেই কাপুরুষ নরপতি অতিথি সৎকারের যে পবিত্র উদাহরণ দেখাইয়াছিল, তাহা মনে পড়িলে তাহার প্রতি বিজাতীয় ঘৃণা জন্মে;—তাহাকে রাজপুত বলিয়া স্বীকার করিতে আদৌ ইচ্ছা হয় না। তাহার সেই ক্ষত্রিয়ধর্ম্মবিগর্হিত দুরাচরণের কথা লিখিতে গেলেও লেখনী কলঙ্কিত হইয়া যায়। সেই কাপুরুষ ঈশ্বরসিংহ তাঁহাকে স্বনগরে পাইয়া বন্দী করিতে চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু একমাত্র মৈরতাসর্দ্দার যুবনসিংহের * অসীম প্রভুভক্তির প্রভাবে তাহার সেই পাপচেষ্টা ফলবতী হয় নাই।

---

* ভক্তসিংহের সহিত যুদ্ধে যে শেরসিংহ রামসিংহের পক্ষ অবলম্বন করিয়া প্রাণত্যাগ করেন, ইনি

বিজয়সিংহের দূত যথাকালে অম্বররাজসভায় উপস্থিত হইয়া সমস্ত বিষয় বিজ্ঞাপন করিল। ঈশ্বরসিংহ তথনই অতিথিসৎকারের সমস্ত আয়োজন করিতে আদেশ করিয়া রাজ অতিথিকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত জয়পুরের অন্যতম প্রধান সর্দ্দার আচরোলপতিকে প্রেরণ করিলেন। যৎকালে আচরোল সর্দ্দার সভা হইতে বিদায় গ্রহণ করেন, তখন অম্বররাজ তাঁহাকে আহ্বান কবিয়া আবার কি কাণে কাণে বলিলেন; সর্দ্দার "যথা আজ্ঞা" বলিয়া সভাস্থল হইতে বিদায়গ্রহণ করিলেন। এই সর্দ্দারের দুহিতার সহিত মৈরতাসর্দ্দার যুবনসিংহের বিবাহ হইয়াছিল। বিজয়সিংহকে অতিথিশালার উপযুক্ত আসনে উপবেশিত করিয়া আচরোলপতি স্বীয় জামাতার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং বাটীর কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া বিদায়কালে নিম্নস্বরে বলিলেন "সতর্ক থাকিবে, বিজয়সিংহকে রাজা বন্দী করিতে আমার প্রতি আদেশ করিয়াছেন। কিন্তু সাবধান, এগূঢ় কথা আপাততঃ কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না।" অল্প সময়ের মধ্যে জয়পুরাধিপ অতিথির অভ্যর্থনার নিমিত্ত অতিথিশালায় উপস্থিত হইলেন। বিজয়সিংহ অমনি গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন;—পরে উভয়েই একাসনে উপবিষ্ট হইলেন। পরস্পর পরস্পরের কুশল সমাচার জিজ্ঞাসা করিয়া আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন। উভয়ের নানা প্রকার কথপোকথন হইতে লাগিল। ইত্যবসরে মৈরতীয়সর্দ্দার ধীরে ধীরে ঈশ্বরসিংহের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইলেন;—অম্বররাজের প্রলম্বিত অঙ্গরাখার একাংশ ভূমিতলে কিঞ্চিৎ বিস্তৃত হইয়া ছিল; যুবনসিংহ সহসা তদুপরি চাপিয়া বসিলেন;—এরূপ কৌশল ও সতর্কতার সহিত বসিলেন যে, কেহই তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিল না। তিনি শ্বশুরের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, সে কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না,—সে প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া আসিয়াছেন। মৈরতীয়সর্দ্দারগণ রাজার দক্ষিণদিকে আসন গ্রহণ করেন, কিন্তু তাঁহাকে পশ্চাতে বসিতে দেখিয়া ঈশ্বরসিংহ তদভিমুখে ফিরিয়া বলিলেন "কেন, ঠাকুর, আজি যে আপনি পশ্চাদ্ভাগে আসন গ্রহণ করিলেন?" "মহারাজ! আজি প্রয়োজন হইয়াছে।" যুবনসিংহ প্রশান্তভাবে উত্তর করিলেন; তৎপরে নিজ অধিপতির দিকে ফিরিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন "মহারাজ! উঠুন, এখনই এস্থান পরিত্যাগ করিয়া যাউন, নতুবা আপনার জীবন ও স্বাধীনতা বিপন্ন হইবে।" অমনি বিজয়সিংহ সত্বর গাত্রোত্থান করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। বিশ্বাসঘাতক ঈশ্বরসিংহ তাঁহাকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু যুবনসিংহ তাহার অঙ্গরাখার উপর উপবিষ্ট হওয়াতে প্রতিরোধ পাইয়া আসন ত্যাগ করিতে পারিল না। তাহাকে উঠিতে চেষ্টিত দেখিয়া মৈরতাসর্দ্দার নিজ ছুরিকা কোষোন্মুক্ত করিয়া তাহার বক্ষের উপর ধারণ করিলেন এবং কঠোরস্বরে বলিলেন "সাবধান! মহারাজের গমনে বাধা দিতে চেষ্টা করিবেন না,—করিলে এখনই এই তীক্ষ্ণ ছুরিকা আপনার হৃদয়শোণিত পান

তাঁহার নিকট আত্মীয়! ভক্তসিংহ জয়লাভ করিয়া শেরসিংহের রিয়া কাড়িয়া লয়েন এবং যুবনসিংহকে তাহা অর্পণ করেন। যুবনসিংহ সেই উপকারের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার জন্য উপকারী রাজার পুত্রের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন।

করিব।" তৎপরে বিজয়সিংহকে বলিলেন "মহারাজ! অশ্বে আরোহণ করিয়াই আমাকে সমাচার দিবেন।" সভাস্থ সকলে বজ্রাহতপ্রায় বসিয়া রহিল; স্বয়ং ঈশ্বরসিংহ অথবা তাহার কোন সর্দ্দারই যুবনসিংহের প্রতিবাদ করিতে সাহস করিল না। অচিরে অতিথিশালার বহির্দ্দেশ হইতে কে চীৎকার করিয়া বলিল "যুবনসিংহ! মহারাজা এক্ষণে কেবল আপনার জন্যই অপেক্ষা করিতেছেন।" অমনি মৈরতীয় সর্দ্দার ছুরিকা কোষস্থ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং অম্বররাজের সম্মুখে আসিয়া তাঁহাকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন পূর্ব্বক তীব্রবেগে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। এই অসীম প্রভুভক্তি দর্শনে ঈশ্বরসিংহ চমৎকৃত হইলেন;—তাঁহার মন মোহিত হইল; তিনি যুবনসিংহকে প্রত্যভিনন্দন না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। অনন্তর সেই রাজভক্ত মৈরতীয়সর্দ্দার প্রস্থিত হইলে তিনি স্বীয় সর্দ্দারবর্গের প্রতি জলন্ত নয়ন নিক্ষেপ করিয়া চীৎকারস্বরে বলিয়া উঠিলেন "দেখ!—দেখ—প্রভুপরায়ণতার কি জলন্ত চিত্র দেখ। এরূপ লোকের বিরুদ্ধে জয়লাভের আশা করা মূঢ়ের কর্ম্ম।"

বিজয়সিংহের কোন উদ্যমই সফল হইল না। তিনি যাহারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে গমন করিলেন, সেই ব্যক্তিই মহারাষ্ট্রীয়দিগের ভয়ে তাঁহাকে আনুকূল্যদানে সম্মত হইল না। বারবার হতোদ্যম হইয়াও বিজয়সিংহ অনুমাত্র নিরুৎসাহ হইলেন না। অভীষ্টসিদ্ধির উপায়ান্তর না দেখিয়া অবশেষে তিনি নাগোরে প্রতিগমন করিতে মনস্থ করিলেন এবং সেইরূপ কৌশল সহকারে সেই গভীর নিশীথকালে তন্নগরে উপস্থিত হইলেন। তিনি যে, কবে দুর্গ পরিত্যাগ করিলেন এবং কখনই যে, তাহাতে পুনর্ব্বার উপস্থিত হইলেন, মহারাষ্ট্রীয়গণ তাহার কিছুই জানিতে পারিল না। এইরূপে আরও ছয় মাস অতীত হইল। তথাপি শত্রুকুল নগর পরিত্যাগ করিল না। বিজয়সিংহ বিষম সঙ্কটে পতিত হইলেন। একদা তিনি একান্তে বসিয়া সেই সঙ্কটোদ্ধারের উপযুক্ত উপায় চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার অধীনস্থ দুইটী পদাতিক সৈন্য * উপস্থিত হইয়া সবিনয়ে নিবেদন করিল, "মহারাজ! অনুমতি করুন, আমরা আপনাকে এই সঙ্কট হইতে উদ্ধার করি।" বিজয়সিংহ হাসিলেন; কিন্তু সেই সৈনিকদ্বয় আগ্রহ সহকারে বলিল "রাজন্! উপহাস করিবেন না, আপনার অনুমতি পাইলে আমরা এখনই সেই দুষ্ট দাক্ষিণী হাপ্পাকে বধ করিতে পারি।" বিজয়সিংহের মুখ গম্ভীর হইল। তিনি শান্ত গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "সিন্ধিয়া অসংখ্য সৈন্যের মধ্যে অবস্থিত, তোমরা কি প্রকারে তাহাকে সংহার করিবে?" তাহারা উত্তর করিল "আপনি যদি আমাদের পরিবারবর্গকে প্রতিপালন করেন, তাহা হইলে আমরা সেই অসংখ্য শত্রুর মধ্যস্থলে তাহাকে হত্যা করিতে পারি।" বিজয়সিংহ সম্মত হইলেন। অনন্তর সেই সৈনিকদ্বয় মোদকের বেশ ধারণ পূর্ব্বক কল্পিত গণ্ডগোলে প্রবৃত্ত হইয়া বিবাদ করিতে করিতে আপ্পা সিন্ধিয়ার শিবির সন্নিধানে উপস্থিত হইল। মহারাষ্ট্রীয় বীর তৎকালে স্বীয় পটগৃহের বহির্দ্দেশে স্নান করিতেছিলেন। তাহারা ক্রমে ক্রমে তাঁহার নিকটস্থ হইল; যত নিকটস্থ হইতে লাগিল,

* ইহাদের মধ্যে একজন রাজপুত, অপর জন আফগান।

ততই তাহাদের গণ্ডগোল বাড়িয়া উঠিল। স্নান করিতে করিতে সিন্ধিয়া তাহাদিগের দিকে নয়ন নিক্ষেপ করিলেন; তখন তাহারা এক বাণ্ডিল হিসাবের কাগজ তাঁহার সম্মুখে নিক্ষেপ করিয়া বিনয়নম্রভাবে নিবেদন করিল "মহারাজ! আপনি বিচার করিয়া দিউন।" এইরূপে তাহারা ক্রমে ক্রমে তাঁহার অতি নিকটে উপস্থিত হইল এবং আপ্পা যেমন সেই কাগজ তুলিয়া লইতে যাইবেন, অমনি রাজপুত সৈনিক তাঁহার দক্ষিণ হৃদয়ে ছুরিকাঘাত করিয়া বলিয়া উঠিল "এই আঘাত নাগোরের জন্য!" পরমুহূর্ত্তেই সেই আফগান সৈনিক বাম হৃদয়ে তীক্ষ্ণ ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া দিয়া সেইরূপ উচ্চৈস্বরে বলিল "ইহা যোধপুরের জন্য!" শিবিরমধ্যে মহা গণ্ডগোল পড়িয়া গেল *। মহারাষ্ট্রীয় সৈনিকগণ হাহাকাররবে চারিদিক হইতে ধাবিত হইয়া সেই মুসলমান ঘাতুককে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল; কিন্তু সেই চতুর রাজপুত সৈনিক "চৌর" "চৌর" রবে চীৎকার করিয়া মহারাষ্ট্রীয় দলবলের মধ্যে মিশিয়া গেল এবং একটী বিশাল পয়ঃপ্রণালীর ভিতর দিয়া একবারে নাগোরের অভ্যন্তরে উপস্থিত হইল। বিজয়সিংহ সেই লোমহর্ষণ হত্যার পুরস্কার দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু জীবনে সেই হতাবশিষ্ট রাজপুতের মুখাবলোকন করেন নাই।

বিজয়সিংহ কিছুতেই মহারাষ্ট্রীয়দিগকে পরাস্ত করিতে পারিলেন না। তাঁহার উপদ্রবে দুইচারিটী করিয়া প্রত্যহ যে সকল মহারাষ্ট্রীয় সৈনিক পতিত হইতে লাগিল, নূতন নূতন সেনাবল আসিয়া আবার সেই ক্ষতির চতুর্গুণ পূরণ করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতে তাহারাও কোন ফললাভ করিতে পারিল না। ক্রমাগত দ্বাদশ মাস ধরিয়া তাহারা দুর্গ অবরোধ করিয়া রহিল বটে; কিন্তু কিছুতেই তাহা অধিকার করিতে সক্ষম হইল না। অবরোধযুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়গণ পটু নহে। এতদিন তাহারা একপ্রকার নিস্তেজভাবে কালযাপন করিতেছিল, কিন্তু সিন্ধিয়ার অন্যায় হত্যাতে তাহাদিগের হৃদয় বিষম রোষ ও জিঘাংসায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; তখন সেই রোষোত্তপ্ত মহারাষ্ট্রীয়গণ সেই হত্যার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। আবার নবীন উদ্যমে মার্হাট্টাদল সজ্জিত হইতেছে; তাহাদের ক্রোধানল হইতে কে নাগোরকে রক্ষা করিবে? বিজয়সিংহ এই সংবাদ শুনিতে পাইলেন। আত্মরক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি তাহাদিগের সহিত সন্ধিস্থাপন করিতে মনস্থ করিলেন। সন্ধিস্থাপনের

* এতদ্বিবরণ বিজয়বিলাস গ্রন্থে আরও বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে। তৎপাঠে জানা যায় যে, অবরোধকালে আপ্পা সিন্ধিয়া পীড়িত হইয়াছিলেন। তাঁহার পীড়ার বিবরণ শুনিয়া বিজয়সিংহ রাজচিকিৎসক শুরজমলকে ডাকিয়া সিন্ধিয়ার চিকিৎসার্থ তাহাকে মহারাষ্ট্রশিবিরে যাইতে কহেন; কিন্তু কবিরাজ উত্তর করিয়াছিল "সে কি, মহারাজ, আমাকে বরং বলুন যে, আমি তাহাকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করিয়া আসি।" কিন্তু বিজয়সিংহ গম্ভীরস্বরে বলিলেন "না, শুরা, তাহা নহে, বরং তুমি যথাসাধ্য যত শীঘ্র পার তাঁহাকে নিরাময় করিতে চেষ্টা করিবে। যে রোগ নিবারণ করিতে তোমার চারিদিন লাগে, তাহা দুই দিনে আরাম করিবে, আমি তোমাকে উপযুক্ত পুরস্কার দিব।" রাজার উদারতা দেখিয়া রাজচিকিৎক চমৎকৃত হইল এবং অবিলম্বে আপ্পার নিকট গমন করিল। সিন্ধিয়া তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া নিঃসংশয়ে তাহার ঔষধ সেবন করিলেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ নিরাময় হইয়া উঠিলেন।

সমস্ত আয়োজন হইল; বিজয়সিংহ আজমির উৎসর্গ করিয়া একটী নিরূপিত ত্রৈবার্ষিক করদানের সহিত সিন্ধিয়ার হত্যাজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিলেন। ইহাই রাজপুতের "মুণ্ডকাটী।" এই মুণ্ডকাটীতে মহারাষ্ট্রীয়গণ সন্তুষ্ট হইয়া রামসিংহের পক্ষ পরিত্যাগ করিল *। পরিত্যক্ত রামসিংহের সৌভাগ্যতপন আবার অস্তমিত হইল।

যেদিন বিজয়সিংহ মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত সেই অনর্থকর সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়া রাজস্থানের দুর্গস্বরূপ অমূল্য রত্ন আজমির তাহাদিগের হস্তে অর্পণ করিলেন; সেইদিন রাজস্থানের হৃদয়ে একটী প্রচণ্ড বিষবৃক্ষ রোপিত হইল, সেইদিন মারবারের ভাবী স্বাধীনতার পথে একটী ভীষণ প্রতিরোধ স্থাপিত হইল। মহারাজ অজিতের অন্যায় নিধন হইতে ক্রমাগত শতবর্ষ ধরিয়া যে মারবার অগণ্য বিপ্লব ও অসীম শোণিতপাত সহ্য করিয়া উন্নতিলাভের যে চেষ্টা করিতেছিল, তাহা এই আজমিরত্যাগের সহিত অতল নিখাতে নিমগ্ন হইল;—আর মারবারের সহস্র উদ্যমও সফল হইল না।

সিন্ধিয়া নিহত হইলে মার্হাট্টাগণ রাজপুতদিগের প্রতি অত্যন্ত সন্দিহান হইল; তাহারা যে কোন রাজপুতকে সম্মুখে পাইল, তাহাকেই আক্রমণ করিতে লাগিল †। সর্দ্দারসিংহ সেই সময়ে সিন্ধিয়ার শিবিরে উপস্থিত ছিলেন; তিনি নিজ কৌশলের সাফল্যদর্শনে নিরতিশয় আহ্লাদিত হইয়া অনুনন্দন প্রকাশ করিবার জন্য আপ্পার নিকট অবস্থিতি করিতেছিলেন ‡। উন্মত্ত মহারাষ্ট্রীয়গণ তাঁহাকেও আক্রমণ করিল; কিন্তু

---

* মহারাষ্ট্রীয়ের করে আজমির সমর্পণ পূর্ব্বক সন্ধি স্থাপন করাতে বিজয়সিংহ কি রাঠোর, কি কুশাবহ সকলেরই গ্লানির পাত্র হইয়াছিলেন। মারবারের ভট্টগণ দুঃখার্ত্ত হইয়া ছন্দবন্ধে তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়াছিল, অম্বরের কবিগণ যদিচ দুঃখিত হইয়াছিল, তথাপি শত্রুতা বশতঃ তাঁহাকে ও তদীয় সহযোগী বিকানীর ও কিষণগড়ের নৃপতিদ্বয়কে জগৎসমক্ষে নিতান্ত অপদার্থ প্রমাণ করিবার অভিপ্রায়ে সদম্ভে বলিয়াছিল :—

"ইয়াদ ঘন্না দিন আওসি
"হাপ্পা ওয়ালা হিল,
"ভাগা তিন-ও ভূ-পতি
"মাল খাজানা মিল।"

অর্থাৎ যেদিন নৃপতিত্রয় স্ব স্ব দ্রব্যাদি পরিত্যাগ করিয়া হাপ্পার সম্মুখে পলায়ন করিল, সেই দিনের কথা তাহারা আর ভুলিতে পারিবে না।

এইরূপ তীব্র শ্লোক শত্রুতাকে আরও সন্ধুক্ষিত করিয়া তুলে। এইরূপ প্রথা দ্বারা রাজপুতসমাজের যে, কত অনিষ্ট হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

† এমন কি মার্হাট্টাগণ রাজপুতদূতদিগকেও আক্রমণ করিয়াছিল। এই সময়ে মিবারেশ্বর রাণা দ্বিতীয় জগৎসিংহ সন্ধিবন্ধনার্থ স্বরাজ্যের প্রধান সর্দ্দার কবীরসিংহকে মহারাষ্ট্রীয় শিবিরে দূতস্বরূপ প্রেরণ করিয়াছিলেন; দুঃখের বিষয় তিনিও উন্মত্ত মার্হাট্টাগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। কবীর একজন বিখ্যাত রাজপুতসর্দ্দার। তাঁহাদ্বারা রাজপুতসমাজের যে সকল মহোপকার সাধিত হইয়াছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি মধুসিংহ ও ঈশ্বরসিংহের মধ্যে বিবাদ ভঞ্জন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং সিন্ধিয়া নাগোর হইতে যাহাতে সেনাদল উঠাইয়া লয়েন, তদ্বিষয়ে অনুরোধ করিবার জন্য তৎসমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

‡ নিজ কৌশল সম্পূর্ণ সফল হইতে দেখিয়া সর্দ্দার সিংহ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন এবং অনুনন্দন প্রকাশ করিবার নিমিত্ত মহারাষ্ট্রীয় শিবিরে উপস্থিত হইয়া সিন্ধিয়াকে হাসিতে হাসিতে রূপকচ্ছলে বলিলেন "আপনি দেখিলেন, আমি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কেমন সরিষা বুনিলাম।" আপ্পা সাদরে তাঁহার

সিন্ধিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিয়া নিজ সেনানীদিগের প্রতি আদেশ করিলেন "সর্দ্দারের পিতৃরাজ্য তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া দিবে।" সিন্ধিয়ার দেহ তৌষ-সর নামক স্থলে সংকৃত হইল এবং তাঁহার ভস্মরাশির উপর একটী চৈত্য নির্ম্মিত হইল। রাজপুত ও মহারাষ্ট্রীয়গণ সেই চৈত্যকে আজিও পবিত্র জ্ঞান করিয়া থাকে।

মহারাষ্ট্রীয়গণ রামসিংহকে পরিত্যাগ করিয়া গেল, তাঁহার আশাভরসা সমূলে উৎপাটিত হইল। পিতৃরাজ্য পুনর্লাভ করিবার নিমিত্ত তিনি দ্বাবিংশতি বার যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন সুফল ফলিল না; হতভাগ্য রামসিংহেরও মনোবেদনার সীমা রহিল না। দারুণ মর্ম্মপীড়ায় নিরতিশয় কাতর হইয়া তিনি অবশেষে জয়পুরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সেই স্থলেই ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়। রামসিংহের দেহ বিলক্ষণ বলিষ্ঠ ও উন্নত ছিল। যে উদ্ধতস্বভাব নিবন্ধন বাল্যকালে তিনি অনেকের ঘৃণার পাত্র হইয়াছিলেন, তাহা দুর্ভাগ্যের শৈত্যস্পর্শে মন্দীভূত হইয়া পড়িয়াছিল। পরিশেষে তিনি এতদূর শান্ত, শিষ্টাচারী ও দয়াবান্ হইয়াছিলেন যে, রাঠোরগণ তাঁহার যৌবনের প্রগল্‌ভ ও কঠোর ব্যবহার ভুলিয়া গিয়াছিল। তাঁহার বিচারক্ষমতা উৎকৃষ্ট ও পরিমার্জ্জিত। এই সকল সদ্গুণের সাহায্যে তিনি অভীষ্টসাধন করিতে সক্ষম হইতেন; কিন্তু তাঁহার অব্যবস্থিত চিত্তই তাঁহার কাল হইয়াছিল। ঔদ্ধত্য ভুলিয়াও তিনি এই প্রচণ্ড প্রবৃত্তি ভুলিতে পারেন নাই। এই অস্থির প্রবৃত্তির দাস হওয়াতেই তাঁহাকে সংস্থারসম্বল হারাইতে হইয়াছিল, অবশেষে স্বরাজ্য হইতে দূরীকৃত হইয়া নির্ব্বাসন-ক্লেশে জীবন ত্যাগ করিতে হইল। তাঁহার উদ্ধত ও চপলচিত্ততার জন্য রাঠোর সর্দ্দারগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল, কিন্তু এরূপও অনেক ছিল, যাহারা সম্পদে বিপদে মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করে নাই; ইহাঁদের মধ্যে মৈরতীয় সর্দ্দার শেরসিংহ সর্ব্বোচ্চ আসনে স্থাপিত হইবার সম্পূর্ণ যোগ্য। সেই মৈরতীয় বীর নিজ রাজার সম্মান গৌরব উদ্ধার করিবার নিমিত্ত যে অতুল বিক্রম প্রকাশ এবং অসীম আত্মত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা রামসিংহ জীবনে ভুলিতে পারেন নাই; আজিও রাঠোরগণ সেই বীরত্ব ও আত্মোৎসর্গের বিবরণ উল্লেখ করিয়া রাজভক্ত শেরসিংহের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকে। এ বিষয়ে আর একটী সর্দ্দার তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারেন; তাঁহার নাম রূপসিংহ। রূপসিংহ পত্তাবৎকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যখন প্রায় সমস্ত সর্দ্দার বিজয়সিংহের বশ্যতা স্বীকার করিল, রূপসিংহ তখন প্রাণান্তেও রামসিংহের পক্ষ পরিত্যাগ করেন নাই। বিজয়সিংহ তাঁহার ফিলোডী নামক দুর্গ অবরোধ করিলেন। দীর্ঘকালব্যাপী অবরোধে দুর্গের অবশিষ্ট খাদ্যদ্রব্যাদি নিঃশেষ

বাক্যে অনুমোদন করিলেন এবং বলিলেন "আপনি ইচ্ছা করিলেই এক্ষণে রূপনগর পাইতে পারেন।" কিন্তু সর্দ্দারসিংহ তখন তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন "রামসিংহ বিপদ হইতে সম্পূর্ণ উদ্ধার না পাইলে আমি রূপনগর গ্রহণ করিব না।" এক্ষণে সেই প্রতিজ্ঞা দৃঢ় রাখিয়া উত্তর করিলেন "না তাহা হইলে অন্যায় হয়, আপনি মহারাজ রামসিংহকে বিপদ হইতে উদ্ধার করুন, তাহা হইলে আমার সব হইবে। তিনি জয়ী হইলেই আমি জয়ী হইব।"

হইল; আর ভোজ্যসামগ্রী নাই; অনাহার মৃত্যু তাঁহাকে প্রতিক্ষণে নানা বিভীষিকা দেখাইতে লাগিল; তথাপি তেজস্বী রূপসিংহ বিজয়ের পক্ষ অবলম্বন করিলেন না। ভক্ষ্য সামগ্রী নিঃশেষ হইলে তিনি অবশেষে দুর্গস্থ উষ্ট্রগুলিকে সংহার করিয়া নিজ সামন্তগণের সমভিব্যাহারে তন্মাংস ভক্ষণ করিলেন, তথাপি প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিলেন না। তাঁহার বীরত্ব ও মহানুভাবুকতা গীতাকারে গ্রথিত হইয়া আজিও মরুভূমির কবিগণ কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হইয়া থাকে; আজি সেই রূপসিংহের বর্ত্তমান সন্তানসন্ততিগণ সেই যশোগান শ্রবণ করিয়া উল্লাসে স্ফীত হইয়া উঠে।

আর অধিক আড়ম্বর ত্যাগ করিয়া আমরা ভট্টকবির বাক্যে রামসিংহের চরিত্রবর্ণনা শেষ করিতে পারি। প্রতিদ্বন্দ্বী বিজয়সিংহের সহিত তুলনা করিয়া কবি বলিতেছেন, "অদৃষ্টদেব যুদ্ধক্ষেত্রে বিজয়সিংহের প্রতি কখনও সানুগ্রহ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন নাই; লক্ষ সৈন্যের শিরোদেশে থাকিয়াও তিনি কখনও জয়লাভ করিতে পারেন নাই; কিন্তু রামসিংহ স্বীয় বিক্রম ও চরিত্রের সাহায্যে মুষ্টিমেয় সেনা লইয়াও জয়ী হইতে পারিয়াছিলেন।"

রামসিংহের মৃত্যুতেও মারবারের কষ্টের অবসান হইল না। অন্তর্বিপ্লবের পীড়নে অন্তঃসার শূন্য হইয়াও যে মারবার একপ্রকার দাঁড়াইয়াছিল, আজি দুর্দ্ধর্ষ মহারাষ্ট্রীয়দিগের পৈশাচিক অত্যাচারে তাহার শোচনীয় অধঃপতন হইল; সমগ্র রাজ্য ভীষণ শ্মশানের মূর্ত্তি ধারণ করিল। নগর, গ্রাম ও পল্লীর সর্ব্বত্রই অরাজকতা বিরাজ করিতে লাগিল। শস্যক্ষেত্রসমূহ অকৃষ্ট অবস্থায় পড়িয়া রহিল;—কৃষকমণ্ডলী হলগোধন বিক্রয় করিয়া দেশান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিল; বণিকের অভাবে বিপণি সকল স্তূপীকৃত ভগ্নাবশেষে পরিণত হইল। সেই শ্মশানক্ষেত্রের বীভৎস ভাব শতগুণে বর্দ্ধিত করিয়া দুর্দ্দান্ত মার্হাট্টাগণ সদর্পে বিচরণ করিতে লাগিল। কে তাহাদের গতি রোধ করিবে? বিজয়সিংহ অল্পবয়স্ক;—অদূরদর্শী। তাঁহার পিতৃপুরুষগণ যে অসীম ধনরত্ন সংগ্রহ করিয়া রাঠোরকুলের কোষাগার পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিলেন, অন্তর্বিগ্রহের অন্তর্দাহকর নিশ্বাসে, অথবা অনর্থকর সন্ধিবন্ধন ব্যাপারে তাহার সমস্ত ব্যয়িত হইয়া গিয়াছে; আজি সেই রাজকোষ শূন্য। সুতরাং বিজয়সিংহও সম্বলহীন; তাঁহার এমন সম্বল নাই যে, তাহার সাহায্যে দাক্ষিণীদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। দুঃখের বিষয় সেই সময়ে তাঁহার সর্দ্দারগণও তাঁহার মুখ চাহিল না; একবার মারবারের বিষয় ভাবিয়া দেখিল না। নিকৃষ্ট পাশবী স্বার্থপরতার বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা সদলে ইতস্ততঃ ভ্রমণ পূর্ব্বক দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিতে লাগিল। তাহাদের ভয়ে পথিক পথভ্রমণ ত্যাগ করিল, বণিকের পণ্যদ্রব্য-বহন প্রতিরুদ্ধ হইল; সরকারী ডাক আর চলিল না। ফলতঃ মারবাররাজ্য একবারে অশান্তির অন্ধ নরককূপ হইয়া পড়িল।

রাজস্থানের মধ্যে মারবারের সামন্তসমিতি যে প্রকার ক্ষমতা পরিচালন করিয়া আসিয়াছে, মিবার বা অন্যান্য প্রদেশের সামন্তগণ সেরূপ ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েন নাই। যেদিন শিবজি মরুভূমিতে উপবিষ্ট হয়েন, সেই দিন রাঠোরসর্দ্দারগণ এই ক্ষমতা প্রাপ্ত

হইয়াছিলেন। ক্রমে কালচক্রের প্রচুর পরিবর্ত্তনে সেই ক্ষমতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কিন্তু পরিশেষে তাঁহারা সেই ক্ষমতায় অপব্যবহার করিয়া রাজ্যের অনিষ্ট উৎপাদন করিলেন। এই অনিষ্ট দত্তক-বিধান হইতে জনিত হইয়াছিল।

মারবারের মধ্যে পোকর্ণ নামে একটী জনপদ আছে; তাহা তৎকালে মহাসিংহ নামক জনৈক প্রচণ্ড প্রতাপশালী সর্দ্দার কর্ত্তৃক অধিকৃত ছিল। মহাসিংহ চম্পাবতের অন্যতম শাখাকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পুত্রলাভ তাঁহার অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে নাই। ভবিষ্যতে বংশলোপের ভয়ে তিনি মৃত্যুকালে নিজ বনিতাকে এই আদেশ করিয়া যান যে, তিনি বংশরক্ষার্থ একটী দত্তক পুত্র গ্রহণ করিতে পারেন। তদনুসারে সর্দ্দারপত্নী মহারাজ অজিতের অন্যতম পুত্র দেবীসিংহকে দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। এই ঘটনা হইতে মারবারে যে মহা অনিষ্টের সূত্রপাত হয়, তাহা অল্পে নিবারিত হয় নাই। দেবীসিংহ নিজ জন্মস্বত্ব ত্যাগ করিলেন; যেদিন মহাসিংহের উষ্ণীশ তাঁহার মস্তকে স্থাপিত হইল, সেই দিন হইতে তিনি আর অজিতসিংহের পুত্র বলিয়া প্রকাশ্যে পরিচয় দিতে পারেন নাই। সেই দিন হইতে পালকপিতা ভিন্ন অন্য পিতাকে ভুলিয়া যাওয়া তাঁহার উচিত ছিল; কিন্তু দেবীসিংহ তাহা পারেন নাই। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, মহারাজ অজিতসিংহের পুত্র বলিয়া আপনাকে মনে করিয়াছিলেন, এবং উত্তরাধিকারিত্বের চিরন্তন নিয়মের মস্তকে পদাঘাত করিয়া পিতৃসিংহাসন হস্তগত করিতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন। অগ্রজ অভয় ও ভক্তসিংহের সেই পাশব পাপানুষ্ঠানের বিষয় যখন তাঁহার মনে পড়িত, তখন তাঁহার রাজ্যলিপ্সা বলবতী হইয়া উঠিত; তখন কে যেন তাঁহার কাণে কাণে বলিত "অভয়সিংহ পিতৃহত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করিল, ভক্ত ও সেই পাপে যোগ দিল, তুমি নিষ্পাপ; অতএব মহারাজ যোধরাওয়ের পবিত্র সিংহাসনের তুমিই উপযুক্ত পাত্র।" ইহার পর যখন অভয়সিংহের মৃত্যুতে সিংহাসন লইয়া রাজ্যে ঘোরতর অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত হইল; তখনও দেবীসিংহের সে আশা প্রচণ্ড বলবতী হইয়া উঠিল। কিন্তু সে আশা কে পূরণ করিবে? রাজপুত দত্তক প্রণালীর এমনই বিধি যে, দেবীসিংহ জনৈক সামন্ত কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হইলেন বলিয়া সমস্ত স্বত্ব হারাইলেন, কিন্তু তাঁহার অন্যতম ভ্রাতা আনন্দসিংহ ইদরের স্বাধীন অধিপতি কর্ত্তৃক গৃহীত হইলে স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হয়েন নাই *।

দেবীসিংহ উত্তরাধিকার স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হইলেন; কিন্তু তিনি জীবিত থাকিতে যে অপর কোন ভ্রাতা বা ভ্রাতুষ্পুত্র সিংহাসন অধিকার করিবেন, তাহা তাঁহার সহ্য হইবে না। তিনি যে কুলে গৃহীত হইয়াছেন, তাহার ধুরন্ধরগণ জন্মভূমি ও স্বদেশীয় রাজার উপর আপনাদের ক্ষমতা পরিচালন করিয়া আসিয়াছেন, আজি তিনি সেই ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নিজ অভীষ্টসাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন এবং চম্পাবৎ গোত্রের অন্যান্য শাখাকুলের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া অপর অপর সিংহাসনার্থীদিগের পথে প্রতিরোধ স্থাপন

* রাঠোররাজ শিবজির জনৈক সহোদর কর্ত্তৃক যে, ইদররাজ্য জিত হইয়াছিল তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। এস্থলে মহারাজ অজিতসিংহের একখানি আংশিক বংশপত্রিকা দ্বারা এই বিষয় ব্যাখ্যাত হইল। অজিত সিংহ চতুর্দ্দশ পুত্র লাভ করিয়াছিলেন; তাহাদিগের মধ্যে কেবল পাঁচ জনের বিবরণ পাওয়া যায়।

করিতে উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। দেবীসিংহের একান্ত ইচ্ছা রাজা তাঁহার সম্পূর্ণ করায়ত্ত থাকেন। এই ইচ্ছার সার্থকতা সাধনার্থ তিনি দলবলকে দুইভাগে বিভক্ত করিলেন।—সেই দুইভাগই রাজার শরীর-রক্ষকস্বরূপ নিয়োজিত হইল। তন্মধ্যে একভাগ দুর্গমধ্যে রহিল,—অপরভাগ নিম্নে নগরমধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিল। বিজয়সিংহ প্রথমতঃ দেবীসিংহের গূঢ় অভিপ্রায় কিছুমাত্র বুঝিতে পারেন নাই। রাজ্যের শোচনীয় দুরবস্থা এবং সর্দ্দারগণের দুর্ব্বৃত্ততার উল্লেখ করিয়া তিনি যখন পোকর্ণসর্দ্দারের নিকট বিলাপ করিয়াছেন, তখনই সেই কুটিলমতি দেবীসিংহ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিয়াছেন, "মারবারের বিষয় ভাবিয়া কেন আপনি বৃথা কষ্টভোগ করেন? মারবার আমার অসিকোষের ভিতর রহিয়াছে।" ইহাতে বিজয়সিংহের হৃদয় আরও আকুলিত হইত; তিনি বিরলে অশ্রুমোচন করিতেন এবং "ধাইভাইয়ের" নিকট দুর্ভর মনোদুঃখ লাঘব করিয়া অনেক পরিমাণে আশ্বস্ত হইতেন। তাঁহার ধাইভাইয়ের নাম জগ। জগ যেমন চতুর, সেইরূপ একজন বহুদর্শী ব্যক্তি। পোকর্ণসর্দ্দারের গূঢ় দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া তিনি তাহা ব্যর্থ করিতে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইলেন। কৌশলক্রমে দেবীসিংহের প্রীতিলাভ করিয়া তিনি তাঁহার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক কতকগুলি সৈন্ধবি সৈন্যকে নগর-রক্ষকরূপে নিয়োগ করিলেন; কেহই তাঁহাকে বাধা দিল না। তিনি শুদ্ধ নিয়োগ করিয়া ক্ষান্ত হইলেন না,—এমনকি যাহাতে তাহাদের ভরণপোষণ নিয়মিতরূপে সংসাধিত হয়, তদুপযোগী বৃত্তিও স্থির করিয়া লইলেন। এইরূপে মারবারে সর্ব্বপ্রথমে বেতনভোগী সৈন্যের প্রচলন হইল। ইহারা সকলেই পদাতিক, পাশ্চাত্য যুদ্ধনৈপুণ্যে ইহাদের অল্পই অভিজ্ঞতা ছিল। সৈন্ধবি, পূরবীয় রাজপুত, আরব অথবা রোহিলগণ এই বেতনভোগী সেনার পুষ্টি বিধান করিত। পদাতিক
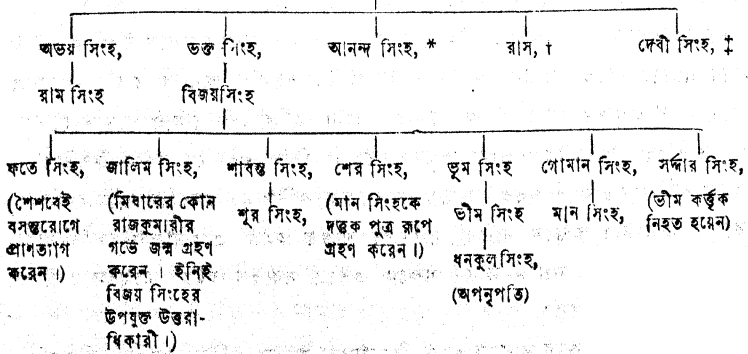
* ইদর রাজকুলে দত্তক পুত্ররূপে গৃহীত হয়েন। † মালবের অন্তর্গত জাবোয়ার অধিপতি কর্ত্তৃক দত্তক পুত্ররূপে গৃহীত হয়েন। ‡ পোকর্ণ সর্দ্দার কর্ত্তৃক দত্তক পুত্র রূপে গৃহীত হইয়াছিলেন।

হইলেও ইহাদিগকে সর্দ্দারদিগের আজ্ঞা বহন করিতে হইত না। রাজা নিজ দাওয়ানের দ্বারা ইহাদিগের প্রতি আদেশ প্রচার করিতেন এবং ইহারা তাহা পালন করিত। সকল প্রকার প্রয়োজনীয় ও আশুসংসাধ্য বিষয়ই ইহাদের দ্বারা সাধিত হইত। ইহাদের প্রতি রাজার অনুরাগ দর্শনে সর্দ্দারগণের মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইল; তাহারা দেখিল যে, রাজা ও তাহাদিগের মধ্যে একটী প্রচণ্ড প্রাচীর স্থাপিত হইয়াছে; তখন তাহাদের ঈর্ষা স্বতঃ উদ্রিক্ত হইয়া উঠিল। তাহারা সেই ভৃত সেনাদলের উন্মূলনের চেষ্টা করিতে লাগিল। যাহা হউক এক্ষণে আমরা প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণে পুনঃপ্রবৃত্ত হইলাম।

সুচতুর জগ এইরূপে সপ্তশত বেতনভোগী সৈন্য সংগ্রহ করিলেন এবং তাহাদের ভরণপোষণার্থে সর্দ্দারদিগের নিকট হইতে উপযুক্ত আনুকূল্য প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে তাহাদিগকে দুর্গদ্বারে প্রহরীরূপে নিয়োগ করিলেন। রাজা অনেক পরিমাণে নিশ্চিন্ত হইলেন। এতদিন তিনি সর্দ্দারগণের ভ্রূকুটিতে মুহূর্ত্তের জন্যও চিন্তার বিষদংশন হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারেন নাই; কিন্তু এতদিনে একবার স্বাধীন ভাবে নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। এক্ষণে রাজ্যের শান্তিস্থাপন ও শ্রীবৃদ্ধিসাধনার্থ তিনি জগ ও দাওয়ান ফতেচাঁদের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার এমন সম্বল নাই, যদ্দ্বারা তিনি সেই সমস্ত উদ্দেশ্যের সাধনোপযোগী ব্যয় নির্ব্বাহ করেন। এই সঙ্কটকালে ধাইভাই নিজ জননীর নিকট উপস্থিত হইয়া পঞ্চাশত সহস্র টাকা চাহিলেন। তাঁহার মাতা বিজয়সিংহের ধাত্রী; বিজয়সিংহের জন্মকালে তিনি ঐ টাকা পুরস্কারস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আজি পুত্রকে তাহা প্রথমতঃ দিতে তিনি সম্মত হইলেন না; কিন্তু যখন জগ বলিলেন "না দিলে আমি তোমার সম্মুখেই আত্মহত্যা করিব!" তখন না দিয়া থাকিতে পারিলেন না। জগ বিজয়সিংহকে সেই অর্থ উপহার দিলেন। রাজার আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি প্রিয়তম ধাইভাইকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া মুহূর্ত্তের জন্য সকল দুঃখ বিস্মৃত হইলেন। অতঃপর পার্ব্বত্যদিগকে দমন করিবার ব্যপদেশে তিনি স্বীয় তুরঙ্গসেনাকে নাগোরে প্রেরণ করিলেন এবং বাহনোপযোগী ঘোটক না থাকাতে সেই সমস্ত সৈনিককে শকটে করিয়া লইয়া গেলেন। তথায় যথাকালে সকলে উপনীত হইলে নগর প্রাকার হইতে কামানগুলি নিম্নে অবতারিত হইল। অচিরে একটী সেনাদল রাজ্যের প্রান্তভাগস্থ পার্ব্বত্যদিগের বিরুদ্ধে যাত্রা করিল এবং সামান্য যুদ্ধে তাহাদিকে পরাস্ত করিয়া রাজধানীর অভিমুখে অগ্রসর হইল। কিন্তু একবারে নগরে উপস্থিত না হইয়া পথিমধ্যে রাজা শীল-বকরি নামক দুর্গ আক্রমণ করিলেন। সেইদিন রাঠোরসর্দ্দারগণ তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া সাতিশয় শঙ্কিত হইল এবং রাজধানীর বিশমাইল পূর্ব্বস্থিত বীরশিলপুর নামক নগরে সকলে একত্রে সমবেত হইয়া আত্মরক্ষার্থ উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল।

সর্দ্দারদিগকে একত্রে সমবেত হইয়া বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র করিতে দেখিয়া বিজয়সিংহ সাতিশয় শঙ্কিত হইলেন এবং সেই বিদ্রোহদমনার্থ গরধন নামক জনৈক রাজপুতের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। গরধন খীচিকুলে সমুদ্ভূত; তিনি একজন বিখ্যাত ও সাহসিক

পুরুষ। তাঁহার বিক্রম ও রাজভক্তি দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া রাজা ভক্তসিংহ মৃত্যুকালে বিজয়ের হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ করিয়া যান। রাজার উপস্থিত সঙ্কট দেখিয়া গরধন তাঁহাকে সাহস দিয়া বলিলেন "মহারাজ! চিন্তিত হইবেন না; সর্দ্দারগণের সম্মানের প্রতি বিশ্বাস রাখিবেন। আপনি একাকী অরক্ষিতভাবে তাহাদের নিকটে যাইয়া উপযুক্ত যুক্তি দ্বারা তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে চেষ্টা করিবেন; তাহারা আপনাকে কিছুই বলিবে না; আমি অগ্রে যাইয়া আপনার অভ্যর্থনাযোগ্য আয়োজন করিয়া রাখি।" পরদিন প্রাতঃকালে গরধন সর্দ্দারগণের শিবিরে উপস্থিত হইয়া কহিলেন "সর্দ্দারগণ! রাজা আপনাদের রাজভক্তির উপর বিশ্বাস করিয়া আপনাদিগকে দেখিতে আসিতেছেন; অতএব তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য সত্বরে অগ্রসর হউন।" কেহই তাঁহার বাক্য গ্রাহ্য করিল না;—কেহই তাহার উত্তর দিল না। তিনি বার বার তাহাদিগকে মিনতি করিলেন, সুমিষ্ট বাক্যে ভর্ৎসনা করিলেন, কিন্তু কেহই পদমাত্র অগ্রসর হইল না। দেখিতে দেখিতে বিজয়সিংহ সকলের সম্মুখে উপনীত হইলেন; কিন্তু কোন সর্দ্দারই তাঁহার দিকে একবার ফিরিয়া দেখিল না। গরধন আর তাহাদিগের কাহাকে কিছু না বলিয়া রাজার সহিত আহোব সর্দ্দারের পটগৃহে গমন করিলেন। তথায় ক্রমে সকল সর্দ্দারই উপস্থিত হইল। সকলেরই মুখমণ্ডল গম্ভীর, এবং দৃষ্টি ভূমিলগ্ন। সকলেই নীরব; তৎকালে শিবিরের সর্ব্বত্র গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। রাজা বিজয়সিংহ সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া চম্পাবৎ সর্দ্দারকে সম্বোধন পূর্ব্বক সর্ব্বপ্রথম আর্ত্তস্বরে বলিলেন "সর্দ্দারশিরোমণি! কেন আপনি আমাকে ত্যাগ করিলেন?"

আহোবপতি উত্তর করিলেন "মহারাজ! আমাদের একটী মাত্র মস্তক; আর একটী থাকিলে ইহা আপনার জন্য উৎসর্গ করিতে পারিতাম।" রাজা তাহাদের সহিত অনেক তর্ক বিতর্ক করিলেন; কিন্তু কিছুতেই তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলেন না; পরিশেষে নিরতিশয় ক্লান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন;—"ভাল, আপনারা কিসে সন্তুষ্ট হইবেন?—কি হইলে আমার দলে ফিরিয়া আসিতে পারেন?" তখন তাহারা তিনটী প্রস্তাব উথাপন করিল:—

১ম। ধাইভাইয়ের সেনাদল ভাঙ্গিতে হইবে;

২য়। পাট্টাবহিগুলি তাহাদের (সর্দ্দারগণের) হস্তে অর্পণ করিতে হইবে;

৩য়। রাজসভার অধিবেশন দুর্গমধ্যে না হইয়া নগরে হইবে।

এই তিনটী প্রস্তাবে যদি তিনি সম্মতি দান করেন, তাহা হইলে তাহারা সকলে তৎপক্ষ পুনরবলম্বন করিবে; নতুবা অন্তর্বিবাদ আবার প্রচণ্ড তেজে জ্বলিয়া উঠিবে। প্রথম প্রস্তাবটী অবশ্য পালনীয় বলিয়া স্থির হওয়াতে অচিরে পালিত হইল। শেষোক্ত প্রস্তাবটীও নিতান্ত মন্দ নহে; কিন্তু দ্বিতীয় প্রস্তাবের বিষয় চিন্তা করিয়া রাজা সাতিশয় দুঃখিত ও বিস্মিত হইলেন। রাজ্যের একটী প্রধানতম স্বত্ব কেমন করিয়া তিনি ত্যাগ করিবেন; যাহা হউক, অভীষ্টসাধনের উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি সর্দ্দারগণের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। অচিরে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল এবং সর্দ্দারগণ দলভঙ্গ করিয়া

স্ব স্ব অভীষ্ট প্রদেশের অভিমুখে অগ্রসর হইল, অনেকে নিজ নিজ ভূমিবৃত্তিতে প্রতিগত হইল। এদিকে চম্পাবৎগণ আপনাদের রাজার উপর পূর্ব্ব ক্ষমতা পরিচালন করিবার আশায় তাঁহার সহিত রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

অদৃষ্টের প্রতিকূল স্রোতে পতিত হইয়া মারবার এইরূপ মন্থরগতিতে ভাসিয়া যাইতেছিল, এমন সময়ে বিজয়সিংহের গুরু আত্মারাম কঠোর রোগে আক্রান্ত হয়েন। রোগের গ্রাস হইতে গুরুর প্রাণরক্ষার উপায় নাই দেখিয়া বিজয় প্রায়ই তাঁহার শয্যাপার্শ্বে অবস্থিতি করিতেন। একে রাজ্যের নানাপ্রকার বিপদ, তাহাতে আবার গুরুনাশ; বিজয়সিংহ নিজ অদৃষ্টকে শতধিক্কার দিয়া মুমূর্ষু আত্মারামের সম্মুখে প্রায়ই বিলাপ করিতেন; কিন্তু তাঁহার কুলগুরু তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিতেন "রাজন! ভাবিও না, আমি মরিয়া তোমার সমস্ত দুঃখযন্ত্রণা ও আধিব্যাধি লইয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করিব।" অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। রাজা বিজয়সিংহ তাঁহার জন্য অসীম কল্পিত শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। যাহাতে তাঁহার অন্তরের কপটতা কেহ জানিতে না পারে, তজ্জন্য তিনি এই আদেশ প্রচার করিলেন যে, "গুরুর অন্ত্যেষ্টিবিধান দুর্গের অভ্যন্তরেই সংসাধিত হইবে। অতএব সকল সর্দ্দার ও সামন্তই কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিবে।" অনুশাসনের মধ্যে যে এক কুটিল ভাব নিহিত ছিল, তাহা তৎকালে কেহই বুঝিতে পারিল না। এদিকে রাজপত্নীগণ আপনাদের কুলগুরুকে শেষ অর্চনা করিবার ব্যপদেশে রক্ষক ও সৈনিকদিগকে লইয়া দুর্গপ্রাঙ্গনে অবতরণ করিলেন। এইরূপ পবিত্র অনুষ্ঠানের সময়ে কাহারও অন্তঃকরণে সন্দেহ থাকিতে পায় না। এমন কি সন্দেহের প্রচুর কারণ থাকিলেও রাজপুতগণ তদ্বিষয়ে ভ্রূক্ষেপও করেন না। সর্দ্দারগণের হৃদয়ে সন্দেহ স্থান পাইয়াছিল কিনা বলিতে পারা যায় না; কিন্তু তাঁহারা কেহই প্রথমতঃ অণুমাত্র সন্দেহ প্রকাশ করেন নাই। রাজগুরুর শেষ সৎকারে সম্মিলিত হইবার জন্য তাঁহারা সকলে একত্রে যোধগড় আরোহণ করিলেন এবং গিরিক্ষুন্ন কুণ্ডলিত পথ অতিক্রমপূর্ব্বক ক্রমশঃ উপরে উঠিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর উঠিয়াই দেবীসিংহ সহসা উদ্বিগ্ন হইলেন; তাঁহার হৃদয় অকস্মাৎ শিহরিয়া উঠিল। পার্শ্বস্থ জনৈক সর্দ্দারের প্রতি নয়ন নিক্ষেপ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে বলিয়া উঠিলেন "আজিকার দিন বড় ভাল বোধ হইতেছে না।" কিন্তু সেই ব্যক্তি তাঁহার তোষামোদ করিয়া কহিল "আপনি মরুস্থলীর স্তম্ভস্বরূপ। কাহার সাধ্য আছে যে, আপনার প্রতি একবার চাহিয়া দেখে?" অনেকগুলি দ্বার ও প্রাঙ্গন অতিক্রম করিয়া অবশেষে তাঁহারা নাকরা-দ্বারে * উপস্থিত হইলেন;—

* এই দ্বারের শিরোদেশে একটী বড় নাকরা স্থাপিত থাকে। ইহা ধ্বনিত করিয়াই সর্দ্দারদিগকে রাজদরবারে আহ্বান করা হয়। এই বাদ্যভাণ্ড তাড়িত হইয়া যখন প্রচণ্ড নির্ঘোষে গর্জ্জন করিয়া উঠে তখন সর্দ্দারগণ যে যেখানে থাকুক না, শীঘ্র রাজসমীপে উপস্থিত হইবেই হইবে। মহাত্মা টড সাহেব যখন ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তার প্রতিনিধি হইয়া বিজয়সিংহের বংশধর রাজা মানের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, তখন রাঠোররাজ তাঁহাকে উক্ত নাকরাদ্বারে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসের চতুর্থ দিবসে টড্ সাহেব যোধপুরে উপস্থিত হয়েন। তদুপলক্ষে রাজা মান তাঁহার যেরূপ অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, তাহা তদীয় "পরিদর্শন-বৃত্তান্ত" হইতে অনুবাদিত হইল। "নগর হইতে

দেখিলেন দ্বার রুদ্ধ! অমনি আহোব সর্দ্দার "বিশ্বাসঘাতকতা!" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং নিজ তরবার কোষোন্মুক্ত করিয়া হত্যাকাণ্ড আরম্ভ করিলেন। অনেকে নিহত হইল! কিন্তু তাঁহার দলবল অবশেষে অতিক্রান্ত হইয়া পড়িল; ধাইভাই তাহাদিগকে বন্দী করিলেন এবং সর্দ্দারদিগকে পলায়নের চেষ্টা করিতে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "সর্দ্দারগণ! বৃথা চেষ্টা, আজি তোমাদের জীবন যাইবে।" এই কঠোর বাক্য শ্রবণ করিয়া সর্দ্দারগণ উন্মত্ত স্বরে বলিল "আমরা মরি তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু তোমার প্রতি আমাদের শেষ অনুরোধ যে, নিকৃষ্ট সৈন্ধবিদিগের গুলিতে যেন আমাদিগকে মরিতে না হয়; আমরা রাজপুত, তরবার ভিন্ন অপর অস্ত্রে মরিলে আমাদের আত্মার সদ্গতি হইবে না।" তাহাদের এই শেষ অনুরোধ রক্ষিত হইয়াছিল কিনা, ভট্টগ্রন্থে তাহার বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহা হউক একে একে সকল সর্দ্দারই রাজদ্রোহিতা ও বিশ্বাসঘাতকতার প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করিল;—আহোবের জৈৎসিংহ; পোকর্ণের দেবীসিংহ, এবং হরশোলপতি প্রভৃতি চম্পাবৎ সর্দ্দারত্রয়; কুম্পাবৎ ছত্রসিংহ; চন্দ্রেনপতি কেশরীসিংহ নিমজের উত্তরাধিকারী এবং উদাবৎদিগের ভূমিবৃত্তি রোষনগরের অধিপতি দেখিতে দেখিতে ইহলোক হইতে অন্তরিত হইলেন। দেবীসিংহের মৃত্যু সম্বন্ধে একটী বিচিত্র কথা শুনিতে পাওয়া যায়। মহারাজ অজিতসিংহের ঔরসজাত পুত্র বলিয়া তাঁহার শোণিতপাত করিতে কেহই সম্মত হইল না। তখন একভাণ্ড অহিফেনদ্রবের সহিত তাঁহার মৃত্যুদণ্ড তৎপ্রতি আদিষ্ট হইল। দেবীসিংহ কারাগারে শৃঙ্খলিত অবস্থায় থাকিয়া ধীর ও প্রশান্তভাবে নিজ মৃত্যুদণ্ডের প্রতীক্ষা করিতেছেন,—এমন সময় সেই অহিফেনভাণ্ড তাঁহার সম্মুখে স্থাপিত হইল। তিনি গভীর প্রশান্তহৃদয়ে নিজ মৃত্যুদণ্ড পাঠ করিলেন;—তাঁহার হৃদয় মথিত হইল;—নয়ন হইতে জ্বলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। মৃণ্ময় অহিফেন ভাণ্ড পদাঘাতে সজোরে দূরে নিক্ষেপ করিয়া প্রচণ্ডস্বরে বলিয়া উঠিলেন "কি! দেবীসিংহ একটা মৃৎপাত্রে অহিফেন সেবন করিবে? আমার স্বর্ণপাত্রে লইয়া আইস, এখনই সাদরে তাহা পান করিব।" তাঁহার সেই অন্তিম অনুরোধ কেহই রক্ষা করিল না; বরং কোন নির্দ্দয় ব্যক্তি তাঁহার মর্ম্মস্থল ভেদ করিয়া শ্লেষসহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন;—"যে অসিকোষের ভিতর মারবারের ভাগ্য ধৃত, তাহা এখন কোথায়?" দেবী সিংহ সদর্পে উত্তর করিলেন "পোকর্ণে সুবলের কটিবন্ধে।" শৃঙ্খলিত সিংহের ন্যায় তিনি ক্ষণকাল ধীরভাবে বসিয়া রহিলেন; কিন্তু যখন দেখিলেন যে, কেহই তাঁহার অনুরোধ

অবতরণের দ্বিতীয় বার অতিক্রম করিয়া রাজা ৪র্থ দিবসে আমাদিগকে যথাবিধানে গ্রহণ করিলেন। অনন্তর পরস্পরের অভ্যর্থনা ও অভিবাদনের পর তিনি প্রচলিত প্রথানুসারে নগরে ফিরিয়া গেলেন। যাহাতে তিনি সমস্ত আয়োজন শেষ করিতে পারেন, তদুপযোগী সময় দিবার জন্য আমরা ধীরে ধীরে উপরে উঠিতে লাগিলাম। আমাদের দুই পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধভাবে রাঠোরসামন্তগণ দণ্ডায়মান। সকলেই স্থির ও গম্ভীর ভাবে স্থিত;—তাহাদের বদনমণ্ডলে নীরব আনন্দজ্যোতিঃ বিস্ফুরিত হইতেছে;—সোণা ও রূপার আশাসোটা ধরিয়া অগণ্য লোক থাকিয়া থাকিয়া মধ্যে মধ্যে কেবল "রাজ রাজেন্দ্র।" শব্দে চীৎকার করিয়া আমাদের শ্রবণ বিদারিত করিতে লাগিল। অবশেষে আমরা রাজসন্নিধানে উপস্থিত হইবামাত্র রাজা আসন হইতে উঠিয়া দুই এক পদ অগ্রসর হইয়া দূত ও তাঁহার পারিষদদিগকে গ্রহণ করিলেন।"

রাখিল না; তখন প্রচণ্ড তেজ সহকারে ভিত্তিগাত্রে উন্মত্তের ন্যায় নিজ মস্তক আঘাত করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন! তাঁহার সেই বীভৎস প্রাণোৎসর্গ দেখিয়া সকলে বজ্রাহতপ্রায় স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

যে দেশে সামন্তপ্রথা প্রচলিত আছে, সেদেশে রাজা ও সামন্তসমিতির মধ্যে প্রায়ই সংঘর্ষ চলিয়া থাকে; রাজা সামন্তদিগের আক্রমণ হইতে নিজ স্বত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সচেষ্ট এবং সামন্তগণ তাঁহাকে করায়ত্ত রাখিতে ব্যস্ত। সামন্ততন্ত্র রাজ্য এইরূপ প্রতিকূল তরঙ্গের মধ্যে স্থাপিত। মিবার ও মারবার এইরূপ সংঘর্ষের রঙ্গস্থল; অগ্রজস্বত্বের উৎসর্গে এই সংঘর্ষ আবার দ্বিগুণিত হইয়া উঠিয়াছিল।

দেবীসিংহের অন্তিম অনুশাসন মরুস্থলী উত্তীর্ণ হইয়া পোকর্ণে সুবলসিংহের কর্ণগোচর হইল। পিতার শোচনীয় মৃত্যুবিবরণ শুনিয়া যুবকবীর বিষম প্রতিশোধ-পিপাসায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন; এবং বিজয়সিংহের শোণিতে সেই প্রচণ্ড প্রতিশোধতৃষা নিবারণ করিবার অভিপ্রায়ে অমনি সদলে নগর হইতে বহির্গত হইলেন। প্রথমতঃ সুবলসিংহ পল্লী নগরীকে লুণ্ঠন ও অগ্নিসাৎ করিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা ফলবতী হইল না। তখন তিনি লূনীতীরস্থ ভিলবারা হস্তগত করিবার অভিপ্রায়ে তদভিমুখে অগ্রসর হইলেন; কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টাই বিফল হইল, শেষে তাঁহার জীবনের সহিত তাঁহার আশাপিপাসার পর্য্যবসান হইল। নগর অবরোধ করিয়া তিনি প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিতে চেষ্টা করিতেছেন, এমন সময়ে দুইটী জ্বলন্ত গোলক নগরপ্রাচীর হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া তাঁহাকে একবারে ভূপাতিত করিল; সেই সঙ্গে তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। দেবীসিংহের বংশধর পিতার ভবিষ্যদ্বচন পূরণ করিতে না করিতেই অকালে ইহলোক হইতে অন্তরিত হইলেন।

রাজা ও সামন্তে সংঘর্ষ কিছুকালের জন্য থামিয়া গেল; শান্তিবারির স্নিগ্ধ অভিষেকে রাজ্যের বিপ্লব পরম্পরা মন্দীভূত হইল; আবার মারবারের শস্যক্ষেত্র সমূহ শ্যামল শস্যরাজির নয়নস্নিগ্ধকর হিল্লোলে তরঙ্গায়িত হইল; বিপণি ও হাটবাজার আবার বিবিধ পণ্যদ্রব্যে পরিপূরিত হইল; ভগবতী কমলা মারবারের প্রতি আবার কৃপাদৃষ্টি বিতরণ করিলেন। এই উন্নত অবস্থা বর্ণনচ্ছলে ভট্টকবি বলিয়াছেন, "রাজ্যের প্রকৃতিবর্গ শান্তি সম্ভোগ করিল এবং মেষ ও ব্যাঘ্র একত্রে এক প্রস্রবণে জলপান করিতে লাগিল।" নিজ সর্দ্দারদিগকে কার্য্যে ব্যাপৃত রাখিয়া বিজয়সিংহ তাহাদিগের মনস্তুষ্টি সাধন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি মরুভূমির দুর্দ্ধর্ষ খোসা ও শাহরেশদিগের বিরুদ্ধে স্বীয় বিজয়িনী সেনা চালিত করিলেন; ইহাতে সিন্ধুরাজের সহিত তাঁহার বিবাদ সংঘটিত হইল। সে বিবাদে বিজয়সিংহই জয়ী হইলেন; সিন্ধুনদতটস্থ প্রসিদ্ধ অমরকোট তাঁহার হস্তগত হইল। অমরকোট জয় করিয়া তিনি যশল্মীরে আপতিত হইলেন; তৎপ্রদেশের দক্ষিণপূর্ব্ব প্রান্তস্থিত অনেক ভূভাগ বিজয়সিংহের হস্তে পতিত হইল। এই সকল জয়লাভে তাঁহার হৃদয় উৎসাহিত হইয়া উঠিল, তাঁহার জিগীষাবৃত্তি দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। সেই দারুণ জয়লিপ্সার তৃপ্তি বিধানের জন্য তিনি সমৃদ্ধ গদবার রাজ্য অধিকার করিতে উৎসুক হইয়া

উঠিলেন। গদবার তৎকালে শিশোদীয় নৃপতির হস্তগত ছিল; জিগীষু বিজয়সিংহ কৌশলক্রমে তাহা হস্তগত করিয়া লইলেন। এইরূপে বিজয়সিংহ স্বরাজ্যের শ্রীবৃদ্ধির একটী প্রধান অবলম্বন প্রাপ্ত হইলেন। যোধপুর স্থাপিত হইবার অনেক পূর্ব্বে গিহ্লোট নৃপতি রাহুপ সম্মানসূচক "রাণা" উপাধির সহিত উক্ত গদবার জনপদ মুন্দরের পুরীহর রাজার নিকট হইতে জয় করিয়াছিলেন। সেইদিন হইতে ক্রমাগত পঞ্চশত বৎসর তাঁহার বংশধরগণ তাহা ভোগ করিয়া আসিয়াছেন; কিন্তু রাণা অরিসিংহ ভীষণ অন্তর্বিপ্লবে জড়ীভূত হইয়া ভ্রমবশতঃ রাঠোররাজ বিজয়সিংহের হস্তে তাহা সমর্পণ করিলেন। এইরূপে গদবাররাজ্য অর্জ্জিত হইয়াছিল।

জয় আপ্পার পরলোকগমনে মহারাষ্ট্রীয়সেনার অধিনেতৃত্ব তাঁহার আত্মীয় মাধাজির হস্তে অর্পিত হইল। মাধাজি চতুর ও রাজনীতিজ্ঞ; সেই উচ্চপদে অভিষিক্ত হইয়াই তিনি স্বীয় তীক্ষ্ণবুদ্ধির সাহায্যে মহারাষ্ট্রীয়কুলের অবস্থা একবার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলেন। তাঁহার দৃঢ় ধারণা হইল যে, মহারাষ্ট্রীয় তুরঙ্গসেনা কখনই রাজপুতের সমকক্ষ হইতে পারিবে না; অতএব এরূপ একটী উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য যাহার সাহায্যে রাজপুতদিগের উপর সহজে জয়লাভ করা যাইতে পারে। মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া অবশেষে তিনি যে উপায় অবলম্বন করিলেন, তাহাতেই তাঁহার অভীষ্ট পূর্ণরূপে সফল হইল। এই সময়ে য়ুরোপীয়গণ ভারতভূমে আপতিত হইয়া লুণ্ঠন ও উৎসাদনের পাপমন্ত্রে স্বার্থপরতার পরিতৃপ্তি বিধান করিতেছিল; তাহাদের রণকৌশল ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ঘৃণ্য হইলেও মহারাষ্ট্রীয়গণ তাহা অবলম্বন করিল। এইরূপে পাশ্চাত্য রণনীতি ক্রমে ক্রমে ভারতে পরিস্ফুট হইতে লাগিল। মাধাজি সিন্ধিয়া সেই কুটিল সমরকৌশল অবলম্বন করিয়া রাজপুতের উপর জয়লাভে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি দেখিলেন যে, মহারাষ্ট্রীয়ের সৌভাগ্যলক্ষ্মী রাজস্থানের প্রধান প্রধান রাজ্যে বিরাজ করিতেছেন;—মহারাষ্ট্রীয়ের আশালতা মিবার, মারবার ও জয়পুরে ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হইতেছে। এক্ষণে বলসংগ্রহ করিতে না পারিলে সেই সৌভাগ্যলক্ষ্মী অর্জ্জিত হইবেন না;—সযত্নে জলসেচন না করিলে সে আশালতা ফলফুল প্রসব করিবে না। রাজপুতনার প্রধান নৃপতিগণের মধ্যে পরস্পরের একতা ও সৌহার্দ্দ্য নাই; অন্তর্বিপ্লবের অগ্নিময় নিশ্বাসে তৎসমুদায়ের অন্তঃসার শূন্য হইয়া গিয়াছে; এই সময়ে তাহাদিগের উপর আপতিত হইতে পারিলে অভীষ্টসিদ্ধির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। রাজস্থানের উক্তচিত্র মাধাজির মানসদর্পণে প্রতিফলিত হইলে, তিনি একটী বিশাল সেনাদল সজ্জিত করিয়া জয়পুররাজ্য আক্রমণ করিলেন। সিংহাসন লইয়া মধুসিংহ ও ঈশ্বরসিংহের মধ্যে যে সংঘর্ষ সমুদ্ভূত হইয়াছিল, তাহাতে অম্বরের আভ্যন্তরীন্ বল অনেক পরিমাণে ব্যাহত হইয়া পড়িয়াছিল। মধুসিংহ পরলোকগত;— এক্ষণে প্রতাপসিংহ অম্বরের সিংহাসনে অধিরূঢ়। রাজ্যের বিগত অন্তর্বিপ্লবকালে চতুর মহারাষ্ট্রীয়গণ তন্মধ্যে প্রবেশলাভ করিয়া যে অনর্থের বীজ রোপণ করিয়া গিয়াছিল;— তাহা ধীরে ধীরে অজ্ঞাতভাবে অঙ্কুরিত হইতেছিল; কিন্তু প্রতাপসিংহ তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন;—জানিতে পারিয়া তাহাকে অঙ্কুরেই দলিত করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন;

এক্ষণে মাধাজিকে সিন্ধিয়ার রণসজ্জার বিবরণ শুনিয়া তিনি অভীষ্টসাধনে তৎপর হইলেন। অত্যাচারী মোগল নৃপতিগণের দর্পহরণার্থ রাজস্থানের যে ত্রিবল সময়ে সময়ে একীভূত হইত; যে প্রধান রাজ্যত্রয় একতাসূত্রের দৃঢ়গ্রন্থীতে আবদ্ধ হইত, তাহা অনেক দিন হইল ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে;—সেই গ্রন্থীও শিথিল হইয়াছে। আজি একটী প্রচণ্ড শত্রু ভীষণ ধূমকেতুর ন্যায় রাজস্থানের ভাগ্যগগনে উদিত হইয়াছে; তাহাকে দমন না করিলে রাজবারা দগ্ধ হইয়া যাইবে। সুতরাং এক্ষণে একতাবন্ধন বিশেষ প্রয়োজনীয়। মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া কুশাবহরাজ প্রতাপসিংহ রাঠোররাজের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। সদাশয় বিজয়সিংহ তাঁহার অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। অম্বররাজ ঈশ্বরসিংহের নিকট তিনি যে অসদ্ব্যবহার পাইয়াছিলেন তাহা তখন সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া গেলেন এবং অম্বরকে স্বরাজ্যনির্ব্বিশেষে রক্ষা করিবার জন্য স্বীয় সেনাদল লইয়া প্রতাপের সহিত যোগদান করিলেন। আবার রাঠোর ও কুশাবহে এক হইল। *

বিজয়সিংহ পরম বিশ্বস্ত বীর রিয়াপতিকে সৈনাপত্যে বরণ করিয়া রাঠোরসেনা প্রেরণ করিলেন। টঙ্গা নামক স্থলে সিন্ধিয়া একীভূত রাজপুত বলের সম্মুখীন হইলেন। ইসমায়েল বেগ ও হামদানী নামক প্রসিদ্ধ মোগলসেনাপতিদ্বয় রাজপুতদিগের সহিত যোগদান করিলেন। এদিকে সিন্ধিয়া প্রসিদ্ধ ফরাসীবীর দি-বইনের হস্তে সেনাচালন ভার সমর্পণ করিয়া সেই সমবেত রাজপুতবলের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। রিয়াপতি সর্দ্দার যুবনসিংহ স্বীয় তুরঙ্গসেনাকে একটী নিবিড় ব্যূহের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া দি-বইনের দিকে অগ্রসর হইলেন। সিন্ধিয়ার উৎকৃষ্ট সৈনিকগণ যুবনসিংহের অব্যর্থ তীক্ষ্ণ তরবার মুখে পতিত হইতে লাগিল। রাঠোরবীর ক্রমে অধিকতর বীরত্ব ও উৎসাহের সহিত শত্রুসেনার কামানশ্রেণীর নিকট অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে ঘোরতর দলিত ও বিত্রাসিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার জ্বলন্ত তেজ প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া মহারাষ্ট্রীয় সেনা ছত্রভঙ্গে চারিদিকে পলায়ন করিল। আজি সুশিক্ষিত যুনানীবীরের রণনৈপুণ্য রাজপুতের নিকট পরাহত হইল। লজ্জা ও মর্ম্মবেদনায় ম্রিয়মান হইয়া মাধাজি রণস্থল পরিত্যাগপূর্ব্বক মথুরানগরীতে পলায়ন করিলেন। এই সুযোগে আজমির উদ্ধার করিবার নিমিত্ত বিজয়সিংহ স্বীয় ধাইভাইকে প্রেরণ করিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইল। অচিরে আজমিরের উন্নত দুর্গশিরে রাঠোরের পঞ্চরঙ্গিনী পতাকা উড্ডীন হইয়া বিজয়সিংহের

---

* এতদুপলক্ষে যে সকল গান গীত হইয়াছিল, তন্মধ্যে একটী এস্থলে সন্নিবেশিত হইল—

"পত রেখো প্রতাপ কা
ন-কোটী কা নাথ
আগলা গুণা বকস্ দিয়া
আবৃকি পাকড়ো হাত।"

অর্থাৎ ন-কোটী-পতি, প্রতাপের সম্মান রাখিলেন। তিনি তাঁহার পূর্ব্ব অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া তাহাকে হাতে ধরিয়া অভ্যর্থনা করিলেন।

জয়ঘোষণা করিতে লাগিল। এইরূপে তিন বৎসর অতীত হইয়া গেল; মাধাজি সিন্ধিয়া সেই সময়ের মধ্যে আর যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ না হইয়া স্বীয় প্রণষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধার করিবার জন্য একটী ভয়াবহ সমরের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় বৎসর অতীত। যে দিন টঙ্গাক্ষেত্রে মাধাজি ও দি-বইন রাজপুতের বীরত্বে পরাস্ত হইয়া শৃগালের ন্যায় পলায়ন করেন, সেইদিন হইতে দ্বিচত্বারিংশৎ মাস অতীত কালসাগরে বিলীন হইয়া গিয়াছে। আজি চতুর্থ বৎসরের মধ্যকাল উপস্থিত। মাধাজি সিন্ধিয়া টঙ্গাযুদ্ধে যে দারুণ অবমাননা সহ্য করিয়াছিলেন, আজি তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য একটী প্রচণ্ড সেনাদল লইয়া রাজপুতদিগের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। এরূপ প্রচণ্ড ও বলিষ্ঠ দল লইয়া কেহই ইতিপূর্ব্বে রাজস্থানে আপতিত হয় নাই। সিন্ধিয়ার ভয়াবহ সমরসজ্জার বিবরণ শ্রবণ করিয়া রাঠোরগণ প্রচণ্ড উৎসাহে উন্মাদিত হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহার আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার নিমিত্ত জয়পুরের উত্তরভাগে যাত্রা করিলেন। এদিকে কুশাবহ সেনা তাহাদের সহিত যোগদানার্থ নগর হইতে বহির্গত হইল। পত্তন (তুয়ারবতী) নামক নগরে রাঠোর ও কচ্ছাবহসেনা একত্রিত হইয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের সম্মুখীন হইল। এই ভীষণ সমরকালে একীভূত রাজপুতদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য রাঠোর ভট্টগণ যে সকল তেজস্বিনী কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, আজিও মারবারে তৎসমুদয় শুনিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান চারণগণ যখন সেই সমস্ত উন্মাদিনী গাথা গান করিতে থাকে, তখন অতি নির্জ্জীব হৃদয়ও স্বদেশপ্রেমে উৎসাহিত হইয়া উঠে। কিন্তু একটী শ্লোক হইতে রাঠোর ও কচ্ছাবহকুলের ঘোরতর পরাজয় হইল এবং সেই সঙ্গে রাজস্থানক্ষেত্রের সৌভাগ্যসূর্য্য গভীর সাগরে নিমগ্ন হইল:—

"উহ্বল তিন অম্বররা রাখে রাঠোরান্।"

রাঠোরগণ অঙ্গরাখা হইয়া অম্বরকে রক্ষা করিয়াছিলেন। পত্তন যুদ্ধে রাজপুতগণ জয়ী হইলে একজন চারণ যুবক রাঠোরের গৌরব কীর্ত্তন করিয়া এই শ্লোকার্দ্ধ রচনা করিয়াছিল। বীরবিক্রমে ও যুদ্ধনৈপুণ্যে কুশাবহগণ আপনাদিগকে রাঠোরদিগের সমকক্ষ বলিয়া সদা দম্ভ করিয়া থাকে; কিন্তু এই কবিতায় তাহাদের সে দম্ভ অধঃকৃত হইয়া পড়িয়াছে। পত্তনযুদ্ধক্ষেত্র হইতে মহারাষ্ট্রীয়গণ অবনতমুখে পলায়ন করিলে সেই তরুণ চারণকবি এই শ্লোক গান করিল, তখন কুশাবহসৈন্যগণ অপ্রতিভ হইল। রাঠোরগণ যে, জগৎসমক্ষে তাহাদিগের উপর যশোলাভ করিবে, তাহা তাহাদিগের সহ্য হইবে না। সেই দিন হইতে রাঠোরগণ কুশাবহদিগের চক্ষুশূল হইল; সেই দিন হইতে অম্বর মারবারের গর্ব্ব অধঃকৃত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। কিন্তু সেই দিন রাজপুতজাতির যে নিদারুণ অধঃপতন হইল, তাহা হইতে আর তাহারা উত্থিত হইতে পারিল না। দীর্ঘকালব্যাপী পরপীড়নে নির্জ্জীব ও নিস্তেজ হইয়া পড়িলেও যে রাজস্থান ধীরে ধীরে পূর্ব্ববল ও তেজ পুনরুপচয় করিতেছিল, জয়পুরসেনার সেই একমাত্র অপকর্ম্মে সেই বল ও তেজ পুনর্ব্বার অতল নিখাতে পতিত হইল। মহারাষ্ট্রীয়গণের সৌভাগ্যের পথ পরিষ্কৃত হইল;—ভারতমাতার কঠোর দুঃখ যন্ত্রণার আর একটী নূতন উপসর্গ দেখা দিল।

কুশাবহগণ যখন পত্তনক্ষেত্রে রাঠোরদিগের সহিত সম্মিলিত হয়, তখন তাহাদের মনোমধ্যে সেইরূপ দুরভিসন্ধি জাগরূক ছিল কিনা, তৎসম্বন্ধে ভট্টগ্রন্থে কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহারা প্রথমতঃ মহোৎসাহের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল, কিন্তু যুদ্ধ না করিয়া গোপনে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত সন্ধি স্থাপন করিল। সন্ধিতে স্থির হইল যে, কুশাবহসেনা যুদ্ধকালে কার্য্যক্ষেত্র হইতে দূরে অবস্থিতি করিবে। ইহাতে মহারাষ্ট্রীয়গণ সম্মত হইয়া বলিল "যদি আমরা জয়লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে জয়পুরের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করিব না।" দুঃখের বিষয় রাঠোরবীরগণ এই পিশাচোচিত ষড়যন্ত্রের বিষয় ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারেন নাই ; জানিতে পারিলে তাঁহারা তাহা ব্যর্থ করিতে চেষ্টা করিতেন। জয়পুরাধিপের সরল মৈত্রী ও বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারা মহোৎসাহের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন এবং দি বইনের সেনাদলকে দলিত ও বিত্রাসিত করিতে করিতে ভীষণ যমদূতের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের বজ্রসম অসিপ্রহারে অনেক মহারাষ্ট্রীয় সেনা সমরক্ষেত্রে পাতিত হইল ; কিন্তু দি-বইনের অব্যর্থ আগ্নেয়াস্ত্রের সম্মুখে রাঠোরদিগের অসীম বীরত্ব ও রণনৈপুণ্য ব্যর্থ হইয়া গেল। অনর্গল গোলকাঘাতে রাঠোরবাহিনী একবারে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। সেই ভীষণ সঙ্কটকালে মারবারের সর্দ্দারগণ কুশাবহসেনার সাহায্য প্রত্যাশায় পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন ;—কিন্তু তাহাদের কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। বিষম রোষ ও ঘৃণায় তাঁহাদের হৃদয় আলোড়িত হইল। তাঁহারা স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, কুশাবহগণ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে। যাহাদের স্বার্থরক্ষার্থ তাঁহারা প্রথমতঃ মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহাদের এই কার্য্য ? রাঠোরসর্দ্দারগণ কচ্ছাবহ নামে শত অভিশাপ প্রদান করিলেন,—সেই সঙ্কটকালে একবার আপনাদের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলেন ;—জয়লাভের আর আশা নাই ; যে সমস্ত বীর টঙ্গাযুদ্ধে অমিত বিক্রম প্রকাশ করিয়া জয়লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই যুদ্ধক্ষেত্রে শয়ন করিয়াছেন; মহারাষ্ট্রীয়ের আগ্নেয়াস্ত্রস্পর্শে রাঠোরসেনা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে ; তবে আর কাহার সাহায্যে সেই অসীম মহারাষ্ট্রীয় অনীকিনীর প্রচণ্ড বল প্রতিরোধ করা যাইতে পারে ? ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশিষ্ট রাঠোরবীরগণ যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। তাঁহাদের মনোবেদনার আর সীমা রহিল না ; যে বীরত্বের প্রভাবে মহারাষ্ট্রীয় সেনা প্রথমতঃ বিত্রাসিত ও দলিত হইয়াছিল, যদি কচ্ছাবহগণ তাহাতে যোগদান করিত, তাহা হইলে মহারাষ্ট্রীয় বীরের ভাবী উন্নতিপথ সেই স্থলেই প্রতিরুদ্ধ হইত। কিন্তু রাঠোরদিগের সহিত সম্মিলিত হওয়া দূরে থাকুক, তাহারা তাঁহাদের পরাজয়ে আনন্দিত হইয়া সিংহনাদ ত্যাগ করিল। অমনি কুশাবহ ভট্টকবি গম্ভীরস্বরে সেই সমরক্ষেত্রেই গাহিয়া উঠিল ;—

"ঘোড়া, জোড়া, পাগড়ি,
মোচা, খড়্গ, মারবার,
পাঁচ রেকমে মেলদিদা
পত্তন মে রাঠোরি।"

অর্থাৎ পত্তনক্ষেত্রে মারবারের রাঠোরগণ ঘোটক, রণসজ্জা, উষ্ণীষ, গুম্ফ ও খড়্গ—এ পঞ্চ দ্রব্য হারাইয়া আসিল।

পত্তনযুদ্ধের শোচনীয় পরাজয়সম্বাদ অচিরে বিজয়সিংহের কর্ণগোচর হইল। তিনি নিরতিশয় দুঃখিত হইলেন, তাঁহার জয়লাভের সমস্ত আশা ফুরাইয়া গেল। এক্ষণে কর্ত্তব্যাবধারণার্থ তিনি একটী সমরসভা আহ্বান করিলেন। সেই সভাস্থলে সমস্ত রাঠোরসর্দ্দার এবং বিকানীর, কিষণগড় ও রূপনগরের নৃপতিত্রয় উপস্থিত হইলেন। বিজয়সিংহ সর্ব্বপ্রথম নিজ মত প্রকাশ করিয়া বলিলেন "রাঠোরের স্তম্ভস্বরূপ অনেক প্রধান প্রধান বীর সমরক্ষেত্রে শয়ন করিয়াছেন, তবে আর কাহাদের সাহায্যে বিশাল মহারাষ্ট্রীয় অক্ষৌহিণীর সম্মুখীন হইব? আমার মতে দাক্ষিণীদিগের সহিত আবার সন্ধিবন্ধন করিয়া আজমির তাহাদিগকে অর্পণ করা শ্রেয়।" তাঁহার বাক্য শেষ হইবামাত্র রাঠোরসর্দ্দারগণ উচ্চকণ্ঠে একবাক্যে বলিয়া উঠিল, "না মহারাজ! জীবন থাকিতে দাক্ষিণী দস্যুর সহিত সন্ধিবন্ধন করিব না। আমরা যুদ্ধ করিব।" তাঁহাদের জ্বলন্ত উৎসাহবহ্নি সভাস্থল হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। বিজয়সিংহ তাঁহাদিগকে নিরুৎসাহ করিতে পারিলেন না। অচিরে মারবারের সর্ব্বত্র এই মর্ম্মে ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইল "যে অস্ত্রধারণে সক্ষম, তাহাকেই রাঠোরকুলের পঞ্চরঞ্জিনী পতাকামূলে সমবেত হইতে হইবে।" শোণিতসিক্ত মৈরতাক্ষেত্রের মধ্যস্থলে সেই প্রচণ্ড রাঠোর বৈজয়ন্তী উদ্যত হইল। বিকট উৎসাহে উন্মাদিত হইয়া যুদ্ধক্ষম রাঠোর মাত্রই স্বদেশরক্ষার্থ সেই পতাকামূলে আসিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে ১৭৯০খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের দশমদিবসে ত্রিংশৎসহস্র রাঠোরসৈন্য ভীষণ মৈরতাক্ষেত্রে সমবেত হইল।

মৈরতার বিস্তৃত প্রান্তর রাঠোরসর্দ্দারগণের নয়নপথে পতিত হইবামাত্র তাঁহারা ভীষণ উৎসাহে উন্মাদিত হইয়া উঠিলেন; এই মৈরতা একটী পবিত্র ক্ষেত্র; ইহা রাঠোরবীরগণের শোণিতে কতবার অভিসিঞ্চিত হইয়াছে; বিদেশীয় আক্রমণ ও অন্তর্বিপ্লবের অনর্থকর তেজ হইতে রাজার সম্মানগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য কত বিক্রান্ত শূরবীরগণ অম্লানবদনে ঐস্থানে দেহত্যাগ করিয়াছেন; তাঁহাদের সেই অসীম বীরত্ব ও পুণ্যসঞ্চয়ের জীবন্ত নিদর্শন স্বরূপ অগণ্য চৈত্য আজিও মৈরতাক্ষেত্রে বিরাজিত রহিয়াছে। এই সকল স্মারক স্তম্ভ দেখিলে কোন্ স্বদেশপ্রেমিক বীরের হৃদয় উত্তেজিত না হইয়া উঠে? কে না সেই অমর বীরগণের ন্যায় স্বদেশ রক্ষার্থ অম্লান বদনে জীবন উৎসর্গ করিতে পারে? সম্মুখে সেই চৈত্য ও স্তম্ভসমূহকে অনন্ত যশের অগণ্য অক্ষয় পরিচায়কস্বরূপ উন্নত মস্তকে উদ্যত দেখিয়া রাঠোরবীরগণ উৎসাহে সিংহনাদ ত্যাগ করিল। সেই গম্ভীর শব্দ অনন্তগগনে উত্থিত হইয়া দূরে দি-বইন ও সিন্ধিয়ার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইল; ভয়ে তাঁহাদের হৃদয় মুহূর্ত্তের জন্য কাঁপিয়া উঠিল। সেই দিন সেই জ্বলন্ত উৎসাহ যদি তন্মুহূর্ত্তেই কার্য্যে প্রযুক্ত হইত, তাহা হইলে মহারাষ্ট্রীয় ও ফরাসিস্ বীরের সমস্ত উদ্যম ব্যর্থ হইয়া যাইত; কিন্তু এক পাষণ্ড বিশ্বাসঘাতক ও আততায়ী স্বদেশের সর্ব্বনাশ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া সেই প্রচণ্ড উৎসাহ ব্যর্থ করিয়া দিল। যতদিন রাজপুত নাম জগতে থাকিবে, ততদিন সেই

বিশ্বাসঘাতক স্বদেশদ্রোহী রাজপুতাধমের নাম অনন্ত অভিশাপের পাত্র হইয়া রহিবে। সেই পাপাচারীর নাম—বাহাদুর সিংহ। বাহাদুর কিষণগড়ের অধিপতি। রূপনগরের অধিপতির সহিত সে একত্রে দুইশত দশটী নগরের উপর শাসনদণ্ড পরিচালন করিত; তন্মধ্যে একটীও মারবার রাজ্যের বহির্ভুক্ত নহে। অভিষেককালে সেই দুইটী রাজ্যের অধিপতিগণ মারবারপতির অনুমতি লইত এবং অধিকৃত ভূমিভাগকে সামন্ত প্রথার অনুসারে ভোগ করিত। দুরাচার বাহাদুর সেই সময়ে রূপনগরের অধিপতিকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকার করে। ইহাতে রাজ্যমধ্যে এক মহতী বিশৃঙ্খলার উদয় হয়। সেই বিশৃঙ্খলা দূর করিবার জন্য বিজয়সিংহ রূপনগরে যাত্রা করিয়া পদচ্যুত রাজাকে তাহাতে পুনঃস্থাপন করেন। দুর্বৃত্ত বাহাদুরের আশা পূর্ণ হইয়াও ব্যর্থ হইয়া গেল। সে মনে করিয়াছিল নির্ব্বিঘ্নে রূপনগর ভোগ করিবে, কিন্তু রাজা বিজয়সিংহ তাহার অভিলাষ বিফল করিয়া দিলেন। তাহার হৃদয়ে আঘাত লাগিল। সেই দুরাচার স্বদেশের মায়া মমতা ভুলিয়া গিয়া ভবিষ্যতের বিষয় ভাবিয়া না দেখিয়াই অধিপতি বিজয়সিংহের আচরণের প্রতিশোধ লইতে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। দুরভিসন্ধির বশবর্ত্তী হইলে লোকে তাহার তৃপ্তিবিধানের অনেক সুযোগ পাইয়া থাকে। দুষ্ট বাহাদুরসিংহের পক্ষে সুযোগের অভাব নাই। সেই দুর্বৃত্ত রাজপুতাধম ফরাসীবীর দি-বইনের নিকট গমন করিল এবং নিজ দুরভিসন্ধি সাধনের জন্য তাঁহার সহায়তা প্রার্থনা করিল। অচিরে দি-বইন স্বীয় প্রচণ্ড গোলন্দাজ সেনা লইয়া রূপনগরের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। এক দিবসের মধ্যেই তাহা তাঁহার হস্তগত হইল। তিনি বাহাদুরকে তাহাতে পুনঃস্থাপন করিয়া নিজ বিজয়িনী সেনা আজমিরের অভিমুখে চালিত করিলেন। আজমির দুর্গ অবরুদ্ধ হইল। বিজয়সিংহ রক্ষা করিবার উপায় না দেখিয়া দুর্গপতি দমরাজের প্রতি আদেশ পাঠাইলেন "দুর্গ সমর্পণ কর।" দমরাজ একজন সাহসিক পুরুষ; তাঁহার আদৌ ইচ্ছা ছিল না যে, নির্ব্বিবাদে মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তে আজমির অর্পণ করেন; এক্ষণে কি করিবেন? রাজা আদেশ দিয়াছেন; সে আদেশ লঙ্ঘন করা কি তাঁহার সাধ্য? তিনি বিষম সঙ্কটে পড়িলেন। একদিকে কাপুরুষোচিত আত্মসমর্পণ,—অপরদিকে রাজার কঠোর আদেশ। তিনি প্রভুভক্ত; জীবন পরিত্যাগ করিতে পারেন, তথাপি প্রভুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারেন না। কিন্তু তেজস্বী পুরুষের পক্ষে অপমান মরণাপেক্ষা কঠোরতর। সিন্ধিয়ার হস্তে দুর্গ সমর্পণ করিলে যে ঘোরতর অপমান হইবে, তাহা দমরাজ প্রাণান্তেও সহ্য করিতে পারিবেন না। এরূপ অবস্থায় জীবন ধারণ বিড়ম্বনা মনে করিয়া দমরাজ হীরক চূর্ণ ভক্ষণ করিলেন এবং মৃত্যুকালে বলিয়া গেলেন "রাজাকে বলিও তাঁহার আদেশ পালনের আমি অন্য উপায় পাইলাম না। আমি জানি যে, আমি না মরিলে দাক্ষিণীগণ আজমিরে প্রবেশ করিতে পারিবে না; সেই জন্যই মরিলাম *।"

---

* দমরাজ রাজপুত নহেন। তিনি সিঙ্ঘবীকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দমরাজ একজন রাওরানী কর্ম্মচারী।

এইরূপে আজমির মারবারের মুকুট হইতে আবার খসিয়া পড়িল। মাধাজি সেই পুনর্জ্জিত নগরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন;—লাকুবা, জীবদাতা, সদাশিব ভাও ও অন্যান্য মহারাষ্ট্রীয় সেনানীগণ তাঁহার প্রচণ্ড অনীকিনী লইয়া মৈরতার অভিমুখে যাত্রা করিলেন;—অশীতি কামান ও বিশাল গোলন্দাজ সেনা লইয়া দি-বইন তাঁহাদের সহিত সম্মিলিত হইতে গেলেন; কিন্তু এক দিনের পথ পশ্চাতে পড়িয়া নিত্রিয়া নামক স্থলে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। এদিকে রাঠোরসেনা মৈরতাক্ষেত্রে একটী প্রচণ্ড ব্যূহ রচনা করিয়া শত্রুর প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান হইল,—তাহাদের একভাগ দঙ্গিবাস নামক গ্রামে অবস্থিত রহিল। মহারাষ্ট্রীয়গণ ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিল; কিন্তু মৈরতা হইতে তাহারা এখনও পাঁচ মাইল দূরে স্থিত,—দি-বইন আরও পশ্চাতে। লূনী নদীর বালুকাময় সৈকতভূমি তাঁহার কামান-শকটাবলির চক্রসমূহকে গ্রাস করিয়াছে, তিনি তাহার উদ্ধারে একবারে ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন। এই সুযোগে রাঠোরগণ যদ্যপি তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারিত, তাহা হইলে মহারাষ্ট্রীয়ের সমস্ত উদ্যম ব্যর্থ হইয়া পড়িত। কিন্তু রাঠোররাজের নিতান্ত দুর্ভাগ্য, তাই তাঁহার মন্ত্রিগণ সেই অমূল্য সুযোগ উপেক্ষা করিয়া আপনাদের পরাজয়ের পথ আপনারাই পরিষ্কার করিয়া দিল।

রাজমন্ত্রিগণ পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন। তাঁহারা একজন অপরের শ্রীবৃদ্ধি দেখিতে পারেন না,—অপরের মতে পোষকতা করিতে চাহেন না; কোন বিষয়ের তর্ক হইলে সকলে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। রাজকর্ম্মচারিগণের মধ্যে এই দারুণ অনৈক্য ও বিদ্বেষ রাজ্যের অমঙ্গলের একটী প্রধান কারণ এবং সমালোচ্য যুদ্ধব্যাপারে তাহাই রাঠোররাজের সর্ব্বনাশ সাধন করিল। রাজপুত নৃপতিদিগের মধ্যে এরূপ একটী নিয়ম আছে যে, রাজা যখন স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ না হয়েন, তখন তাঁহার একজন দাওয়ানী মন্ত্রী রাজপ্রতিনিধিস্বরূপ সমরব্যাপার নির্ব্বাহ করেন। সর্দ্দারগণ তাঁহার আদেশ পালন করিতে বাধ্য; কিন্তু তাঁহার মন্ত্রীসমিতির একজনও তাঁহাকে মান্য করে না;—যদি করে তবে তাহা বিপুল শোণিতপাত বা দারুণ গণ্ডগোলের পর। যে সময়ে মহারাষ্ট্রীয়গণ রাঠোরদিগকে পুনর্ব্বার আক্রমণ করে, রাজার প্রধান মন্ত্রী খুবচাঁদ সিঙ্গবী তৎকালে নৃপতির সমভিব্যাহারে রাজধানীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। অপর মন্ত্রিদ্বয় গঙ্গারাম বিন্ডারী ও ভীমরাজ সিঙ্গবী রাঠোরসেনার সহিত সমরক্ষেত্রে যাত্রা করিয়াছিলেন। শত্রুকুলের নিকটাগমন বৃত্তান্ত অবগত হইয়া প্রধান রাঠোর সর্দ্দারদ্বয় আহোবপতি শিবসিংহ এবং আশোপ-পতি মহীদাস মন্ত্রিদ্বয়ের নিকট গমন পূর্ব্বক সোৎসাহে বলিলেন "মন্ত্রিবর! শত্রুসেনা নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু দি-বইনের কামানগুলি লূনীর বালুকারাশিতে বসিয়া গিয়াছে, এই সুযোগে তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারিলে নিশ্চয়ই জয়লাভ হইবে;—বিলম্ব করিলে বিপদের সম্ভাবনা।" মন্ত্রীদ্বয় তাঁহাদের উৎসাহে সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন না। তাঁহাদের সেই নিরুৎসাহ ভাব দর্শনে সর্দ্দারদ্বয় সাতিশয় বিরক্ত হইলেন এবং সর্দ্দারশিরোমণি শিবসিংহ বিরক্তি সহকারে বলিলেন, "সেকি? আপনারা যে নীরবে

রহিলেন? এ কি নীরবে নিরুৎসাহভাবে থাকিবার সময়? শত্রু যাহার শিয়রে দাঁড়াইয়া, সে কি কখনও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে?" তাঁহার তীব্র অথচ সুমিষ্ট ভর্ৎসনায় ভীমরাজের মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল; শিবসিংহ ও মহীদাসের স্থায় অপরাপর সর্দ্দারদিগকে যুদ্ধের জন্য নিতান্ত উৎসুক দেখিয়া তিনি প্রধান সচিব খুবচাঁদের স্বাক্ষরিত একখানি পত্র তাঁহাদিগের সম্মুখে ধারণ করিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "যদি আপনাদের রাজার প্রতি ভক্তি থাকে, তাহা হইলে এই পত্র মান্য করিবেন; এবং ইসমাইল বেগ নাগোর হইতে যতক্ষণ না আসিয়া রাঠোরসেনার পুষ্টিসাধন করিতেছেন, ততক্ষণ যুদ্ধে নিবৃত্ত থাকিবেন।" এই বাক্য সর্দ্দারগণের কর্ণে বজ্রবৎ ধ্বনিত হইল। শত্রুকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া তাঁহারা কখনই নিশ্চেষ্টভাবে শিবিরমধ্যে থাকিতে পারেন না; কিন্তু কি করিবেন,—রাজাজ্ঞা; অবশ্যই তাহা পালন করিতে হইবে। সেই সময়ে যদি তাঁহারা মন্ত্রীবরের গূঢ় দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিতেন, যদি জানিতে পারিতেন যে, একমাত্র বিদ্বেষ বশতঃ তিনি রাঠোরকুলের সর্ব্বনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এবং বুঝিয়া যদি তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে ফরাসি বীরের মস্তক লূনীতীরস্থ বিশাল বালীয়াড়ীর উপর বিলুণ্ঠিত হইত। কিন্তু রাঠোরকুলের নিতান্ত দুর্ভাগ্য, তাই তাঁহারা সেই গূঢ় দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেন না। প্রচণ্ড উৎসাহে নিরুৎসাহ হইয়া তাঁহারা গভীর দুঃখের সহিত স্ব স্ব শিবিরে প্রতিগত হইলেন। এদিকে দি-বইন বালুকাস্তূপ হইতে স্বীয় কামানগুলিকে উদ্ধার করিয়া শনৈঃ শনৈঃ প্রধান সেনাদলে আসিয়া যোগদান করিলেন।

রাঠোরমন্ত্রীর সেই গূঢ় দুরভিসন্ধি ভেদ করিয়া বিকানীরপতি মারবারের ভাবী অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছিলেন; মারবার যে নিশ্চয়ই পরাস্ত হইবে, ইহা তাঁহার দৃঢ় ধারণা। এই ধারণা নিবন্ধন নিজের বিষয় ভাবিয়া তিনি মনে মনে ভীত হইলেন; ভাবিলেন "মহারাষ্ট্রীয়গণ জয়ী হইলে যখন শুনিবে যে আমি ইহাঁদের সহায়তা করিতে আসিয়াছি, তখন কি আমাকে ক্ষমা করিবে? নিশ্চয়ই আমার রাজ্য আক্রমণ করিয়া ছারখার করিয়া দিবে। অতএব এই বেলা স্বরাজ্যে ফিরিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য।" মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া ভীরু বিকানীররাজ রাঠোরদল পরিত্যাগ পূর্ব্বক রজনীযোগে স্বরাজ্যে প্রতিগমন করিলেন। সেই রজনী-প্রভাতের প্রায় এক ঘণ্টা পূর্ব্বে দুর্দ্ধর্ষ দি-বইন নিজ প্রচণ্ড গোলন্দাজসেনা লইয়া অসতর্ক রাঠোরদিগকে আক্রমণ করিল। তাহারা কেহই জানিত না যে, শত্রুকুল ভত প্রাতে তাহাদিগকে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিবে; সেই জন্য তাহারা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত ছিল না। এক্ষণে বজ্রবৎ গোলাবর্ষণ দেখিয়া সকলে ত্রস্তভাবে অস্ত্রগ্রহণ করিতে লাগিল; কিন্তু আর অস্ত্রগ্রহণ করিয়া কি হইবে? রাঠোরসেনা বিশৃঙ্খলভাবে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত; সেই সমস্ত ছিন্ন ভিন্ন সৈনিকদিগকে একত্র দলবদ্ধ করিবার আর অবসর কোথায়? প্রতিমুহূর্ত্তে শত্রু কর্তৃক অগণ্য জলন্ত গোলক নিক্ষিপ্ত হইয়া তাহাদিগের শত শত সৈন্যকে সংহার করিতেছে। আর উপায় নাই;—রাঠোরসৈন্যগণ হতাশ হইল, এবং প্রাণরক্ষার্থ ছত্রভঙ্গে চারিদিকে পলায়ন

করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে গঙ্গারাম ও ভীমদাস শিবির ত্যাগ করিয়া দূরে পলায়ন করিল।

সেই যুদ্ধক্ষেত্রের কিঞ্চিৎ দূরে আহোব ও আশোপের সর্দ্দারদ্বয় স্ব স্ব শিবিরে নিদ্রিত ছিলেন। শত্রুকুলের কামানাবলি অনন্ত গোলকপুঞ্জ উদ্গার করিয়া শ্রবণভৈরব রবে গর্জ্জন করিবা মাত্র চম্পাবৎসর্দ্দার শিবসিংহের নিদ্রাভঙ্গ হইল। ত্রস্তভাবে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক শয়নাগার হইতে বহির্গত হইয়া দেখিলেন রাঠোরসৈন্যগণ ঊর্দ্ধমুখে পলায়ন করিতেছে। তাঁহার হৃদয় মথিত হইল, তিনি মুহূর্ত্তের জন্য চারিদিক শূন্যময় দেখিলেন; পর মুহূর্ত্তেই আবার প্রচণ্ড তেজে উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন এবং সত্বর কুম্পাবৎসর্দ্দারের শিবিরে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জাগরিত করিলেন। অশোপ-পতি অপরিমিত অহিফেন সেবন করিতেন; সুতরাং গভীর মত্ততায় তিনি তৎকালে গাঢ় নিদ্রায় নিমগ্ন ছিলেন। শিবসিংহ তদীয় শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া অতি কষ্টে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করাইতে সক্ষম হইলেন এবং মহীদাস সুপ্তোত্থিত হইলে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন "সর্ব্বনাশ হইয়াছে,—সর্ব্বনাশ হইয়াছে; সৈন্যসামন্ত সকলই পলায়ন করিয়াছে,—আমরা একা পড়িয়া রহিয়াছি।" আশোপসর্দ্দার চমকিত হইলেন। বন্ধুকে উৎসাহিত করিয়া তিনি তখনই বলিলেন "তবে, ভাই, চল আমরা অশ্বারোহণ করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হই।" অমনি অশ্ব সজ্জিত হইল। রণদক্ষ দ্বাবিংশতি সর্দ্দার অমনি একত্রিত হইয়া শেষ জীবনের জন্য অহিফেন সেবন করিলেন। দেখিতে দেখিতে অন্যান্য সামন্তগণ তাঁহাদিগের সহিত সম্মিলিত হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে রিয়া, অলিনবাস, ইয়ারবা, চানোদ ও গোবিন্দগড়ের মৈরতীয়গণ সর্ব্বপ্রধান। এইরূপে চারি সহস্র রাঠোরবীর শত্রুর আক্রমণ হইতে মাতৃভূমিকে রক্ষা করিবার জন্য সেই সমরাঙ্গনে সমবেত হইল। সকলে অশ্বারোহণে একত্র দলবদ্ধ হইলে আহোবপতি শিবসিংহ তাহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক সংক্ষেপে বলিলেন, "রাঠোর বীরগণ! এখন কি আমরা পলায়ন করিতে পারি? বীরধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া এখন কি আমাদের পলায়ন করা কর্ত্তব্য?—না, তাহা কখনও নহে; পলায়ন করিলে শত্রুকুল লজ্জা দিবে,—কাপুরুষ বলিয়া ঘৃণা করিবে। রাঠোরকুলে এমন কোন্ অপদার্থ পুরুষ আছে যে, শত্রুর লজ্জা ও ঘৃণা ভয় না করে? চল, স্ত্রীপুত্রের মায়া মমতা ত্যাগ করিয়া স্বজাতির জন্য—মাতৃভূমির জন্য সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই। যদি এ সময়ে কাহারও স্ত্রীপুত্রের জন্য প্রাণ কাঁদিয়া থাকে, তাহা হইলে সে এখনই আমাদের সম্মুখ হইতে দূর হউক।" রাঠোরসৈন্যগণ নীরবে দণ্ডায়মান রহিল; তাহাদের প্রত্যেকের নয়ন হইতে অনন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। অনন্তর সকলেই যেমন সোৎসাহে স্ব স্ব হস্ত ললাটদেশে স্থাপন করিল, অমনি আহোবপতি "অগ্রসর হও" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং নিজ রণতুরঙ্গ চালিত করিয়া দি-বইনের গোলন্দাজসেনার অভিমুখে ধাবিত হইলেন। অশীতি কামান দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া ফরাসীবীর তাঁহাদের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, এক্ষণে তাঁহাদিগকে সম্মুখীন্ হইতে দেখিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। শত্রুসেনার সম্মুখীন হইয়া রাঠোরসর্দ্দারগণ ভীম-

গম্ভীররবে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন "পত্তন মনে রাখিও!" এই উৎসাহব্যঞ্জক বাক্য সমগ্র রাঠোরসেনাকর্ত্তৃক প্রতিধ্বনিত হইল; "পত্তন মনে রাখিও!" বলিয়া চীৎকার করিয়া ভীষণ উৎসাহ সহকারে দি-বইনের গোলন্দাজ সেনার উপর আপতিত হইল। জীবনের প্রতি মমতা নাই,—আত্মীয়স্বজনের দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই,—সম্মুখে প্রিয়তম বন্ধু শত্রুর জলন্ত গোলকাঘাতে ছিন্নভিন্নাঙ্গ হইয়া প্রাণত্যাগ করিতেছে, সে দিকে দৃক্‌পাত নাই; কেবল সেই বিকট রণনাদ "পত্তন মনে রাখিও!" অবিরত উচ্চারিত করিয়া শত্রুর দিকে এক একটী শমনদূতের ন্যায় অগ্রসর হইতেছে! দেখিতে দেখিতে রাঠোরসেনা প্রচণ্ড গিরিনদের ন্যায় ভীষণ তেজে দি-বইনের গোলন্দাজ দলের উপর আপতিত হইল। রাঠোরের ভীষণ অসিপ্রহারে রণনিপুণ অগণ্য য়ুনাণীবীর দ্বিধা বিভক্ত হইয়া সমরশয্যায় শয়ন করিল। দি-বইন যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। জলন্ত উৎসাহে উন্মাদিত হইয়া রাঠোরবীরগণ গোলন্দাজসেনার পশ্চাৎস্থিত মহারাষ্ট্রীয় অশ্বারোহীদিগকে আক্রমণ করিলেন; সেই সুবিশাল মহারাষ্ট্রীয় অনীকিনীর পক্ষে সেই কতিপয় রাঠোরবীর গণনায় অতি সামান্য, কিন্তু যে কঠোর বিক্রম তাঁহাদের প্রত্যেকের ভুজে বিরাজ করিতেছিল, তাহা কে প্রতিরোধ করিতে পারিবে? অল্প সময়ের মধ্যে অগণ্য মহারাষ্ট্রীয়সেনা রাঠোর হস্তে নিপাতিত হইল। তদ্দর্শনে অবশিষ্ট সকলে রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। রাঠোরবীরগণ অমনি উৎসাহে জয়নাদ ত্যাগ করিলেন। সেই সময়ে যদি তাঁহারা দি-বইনের কামানাবলি হস্তগত করিতে পারিতেন, তাহা হইলে মৈরতা সমর জয়গৌরবে টঙ্গাক্ষেত্রকে অতিক্রম করিত। কিন্তু তাঁহারা ফিরিয়া আসিতে না আসিতেই চতুর দি-বইন ছিন্ন ভিন্ন গোলন্দাজসেনাকে পুনর্ব্বার একত্রিত করিয়া কামানগুলির মুখ ফিরাইয়া রাঠোরদিগের উপর গোলা বর্ষণ আরম্ভ করিলেন। আর কত সহ্য হইবে? সেই চারি সহস্রের মধ্যে যে কতিপয় রাজপুতবীর জীবিত ছিলেন, তাঁহারা আর কি প্রকারে অশীতি কামানের সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিবেন? তথাপি তাঁহারা রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন না। তাঁহারা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, হয় জয়ী হইবেন, নতুবা বীরের ন্যায় রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করিবেন, তথাপি প্রাণান্তে শত্রুকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবেন না; আজি সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন। দেখিতে দেখিতে মহারাষ্ট্রীয় কামানাবলি শ্রবণভৈরব রবে গর্জ্জন করিয়া উঠিল; সে বিকটরবে চরাচর কাঁপিয়া উঠিল; সূর্য্যমণ্ডল যেন খসিয়া পড়িবার উপক্রম হইল;—সমগ্র মৈরতাক্ষেত্র নিবিড় ধূমপুঞ্জে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। সেই সঙ্গে কতিপয় রাঠোরবীরের উন্মত্ত আস্ফালন অনন্তে বিলীন হইয়া গেল; মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহাদের প্রায় সকলেরই লীলাখেলা ফুরাইল। ধূমপুঞ্জ শূন্যে বিলীন হইলে রণস্থলের বীভৎস দৃশ্য সকলের নয়ন সমক্ষে প্রতিভাত হইল। রোমহর্ষণ, হৃদয়স্তম্ভন, ঘোর বীভৎস দৃশ্য! কোথাও ছিন্নভিন্নাঙ্গ অগণ্য শবদেহ একত্রে একস্থলে স্তূপীকৃত; কাহার হস্তপদ খণ্ডবিখণ্ডিত, কাহার মুণ্ড ছিন্ন,—কাহার দেহ দ্বিধা বিভক্ত! কেহ ঘোটকের উপর, আবার কাহারও উপর ঘোটক, পতিত,—অবলুণ্ঠিত,—শোণিতদিগ্ধ! বিশাল মৈরতাক্ষেত্র

আজি ভয়াবহ মহাশ্মশানে পরিণত! তাহার সর্ব্বস্থল শোণিতে কর্দ্দমিত। অগণ্য মহারাষ্ট্রীয়, ফরাসী ও রাঠোরসৈনিক সেই শোণিত-কর্দ্দমিত আরক্ত শয্যার উপর রক্তাক্ত কলেবরে অনন্ত নিদ্রায় শায়িত; আর কেহ তাহাদিগকে জাগরিত করিবে না। আর কেহ তাহাদিগের হৃদয়ে বিকট উৎসাহবহ্নি সন্ধুক্ষিত করিয়া রণস্থলে প্রেরণ করিবে না। যে নয়ন জ্বলন্ত উৎসাহ ও জিগীষায় এককালে অগ্নিকণা উদ্গার করিয়া, বিশ্ব দাহন করিত, আজি তাহা নিষ্প্রভ। মৈরতা মহাশ্মশানে আজি যেন মহাপ্রলয় উপস্থিত! সেই মহাশ্মশানে আজি চতুঃসহস্র রাঠোরবীর স্বদেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন; আশোপ, ইয়ারবা, চানোদ, গোবিন্দগড়, অলীনবাস, মৌরিরো ও অন্যান্য জনপদ ও নগরের সর্দ্দারগণ দুর্দ্ধর্ষ মহারাষ্ট্রীয় আক্রমণ হইতে মাতৃভূমিকে রক্ষা করিবার জন্য শস্ত্র-শয্যায় শয়ন করিয়াছেন; কেহই জীবিত নাই—কেবল একমাত্র অহোবপতি শিবসিংহ। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ সর্ব্বসমেত সপ্তবিংশতি স্থলে ক্ষতবিক্ষত, ও শোণিতস্নাত। নিজ সৈনিকগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া আজি তিনি রাশি রাশি শবদেহের উপর বিচেতিত অবস্থায় পতিত! সাড় নাই—সংজ্ঞা নাই—জড় ও নিঃস্পন্দভাবে শায়িত; যেন নিশ্চিন্তমনে রণশ্রান্তি দূর করিতেছেন!

রাঠোরের ভাগ্যতরঙ্গে একটী প্রচণ্ড আবর্ত্তের সৃষ্টি করিয়া সেই কাল দুর্দ্দিন অতীত কাল সাগরে মিশাইয়া গেল;—সেই মৈরতা মহাশ্মশানের বীভৎস দৃশ্য যেন লোকলোচন হইতে ঢাকিয়া রাখিবার জন্য রজনী দেখা দিল;—সে রজনী প্রভাত হইল; আবার দিন আসিল; কিন্তু সেই নিশ্চেষ্ট নির্জ্জীব শিবসিংহকে কেহই উজ্জীবিত করিতে আসিল না। দ্বিতীয় দিবসের প্রদোষকালে প্রবল বৃষ্টি পতিত হইয়া তাঁহার ক্ষতশূল দ্বিগুণ বাড়াইয়া তুলিল; তিনি সেইরূপ নিশ্চেষ্ট অবস্থায় পতিত রহিলেন। আবার রজনী আসিল;—সেই রজনীর দ্বিতীয় যামে একজন ব্যক্তি একটী জ্বলন্ত উল্কা হস্তে সেই হৃদয়স্তম্ভন রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিল এবং পতিত বীরগণের মুখের উপর আলোক ধরিয়া কাহাকে যেন খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল; মানুষের উপর মানুষ, তাহার উপর অশ্ব; তদুপরি আবার মানুষ ছিন্নহস্তে, ছিন্নমস্তকে, অথবা বিকৃতমুখে,—জড়িত,—প্রসারিত অথবা আলিঙ্গিতভাবে ইতস্ততঃ পতিত রহিয়াছে। সেই ব্যক্তি মশাল লইয়া সকলের মুখের কাছে বিচরণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল; কিন্তু যাহাকে খুঁজিতেছে, তাহাকে পাইল না বলিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে যেস্থলে শিবসিংহ মূর্চ্ছিত অবস্থায় পতিত আছেন, তথায় আসিল এবং অনেকক্ষণ ধরিয়া অনুসন্ধানের পর অবশেষে সেই রাশীকৃত শবদেহের ভিতর হইতে তাঁহাকে টানিয়া বাহির করিল;—দেখিল তাঁহার সংজ্ঞা নাই;—শরীরে সাড় নাই, ক্ষত, রক্তাক্ত ও নিমীলিত নেত্রে পড়িয়া রহিয়াছেন। সে অমনি কিঞ্চিৎ অহিফেন দ্রব মূর্চ্ছিত সর্দ্দারের মুখে দিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁহার মূর্চ্ছা অপনোদিত হইল, সংজ্ঞা লাভ করিয়া তিনি ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেহে মিত্র আমার প্রাণদান করিলে?" তখনই সেই ব্যক্তি আনন্দ গদ্গদস্বরে উত্তর করিল "প্রভো! চাহিয়া দেখুন,—আপনার অনুগত ভৃত্য শূরজমল।" শিবসিংহ চক্ষুরুন্মীলন করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। তিনি

অন্ধ হইয়াছেন। বিশ্বস্ত শূজা সেই অন্ধ ও ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ সর্দ্দারকে অতি সন্তর্পণে শিবিরে লইয়া চলিল। পথিমধ্যে লাকুবার হরকরাদিগের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। তাহারা প্রভুর আদেশক্রমে আহত সেনানী ও সৈনিকগণের অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়াছে। অনন্তর শিবসিংহ মৈরতার সেনানিবেশে বাহিত হইলেন। তাঁহার ক্ষতস্থলগুলি সীবন করিবার নিমিত্ত লাকুবা একজন শল্য-চিকিৎসককে প্রেরণ করিলেন; কিন্তু তেজস্বী চম্পাবৎ সর্দ্দার মহারাষ্ট্রীয় বীরের সকল শিষ্টাচার অগ্রাহ্য করিয়া সদম্ভে বলিলেন "যতক্ষণ না আমার সামান্য সৈনিকগণের চিকিৎসা হইতেছে, ততক্ষণ আমার অঙ্গ স্পর্শ করিতে দিব না।" তাঁহার উদারতা ও মহত্বে লাকুবা চমৎকৃত হইলেন, এবং যাহাতে সেই রাজপুতবীরের সন্তোষ বিধান হয়, তদুপযোগী কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে তিলমাত্র ত্রুটি করিলেন না। অল্প দিনের মধ্যে শিবসিংহ অনেক পরিমাণে নিরাময় হইয়া উঠিলেন; তাঁহার নয়নদ্বয় আবার পূর্ব্ব জ্যোতিঃ পুনঃপ্রাপ্ত হইল। অনন্তর শরীরে প্রচুর বল পাইলে তিনি রাজদর্শনে মনস্থ করিলেন। এদিকে রাজা বিজয়সিংহ তদ্বিবরণ অবগত হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত রাজধানী হইতে বহির্গত হইলেন। রাজদর্শনযোগ্য সজ্জা পরিধান করিবার পূর্ব্বে শিবসিংহ ক্ষৌরকার্য্য সমাপন ও স্নান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু স্নানকালে তাঁহার ক্ষতমুখগুলি আবার খুলিয়া গেল; খরস্রোতে শোণিত নিঃসৃত হইল;—সর্দ্দারশিরোমণি শিবসিংহ রাজদর্শনের পূর্ব্বেই প্রাণত্যাগ করিলেন!

ভীমরাজ শিঙ্গবী নাগোরে পলায়ন করিয়াছিলেন। রাজা তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া একখানি পত্র লিখেন। সেই পত্র পাঠ মাত্র মর্ম্মাহত ভীমরাজ বিষপানে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার দীর্ঘসূত্রতা, অমনোযোগিতা ও অযোগ্য পলায়ন প্রযুক্ত রাঠোরসেনা পরাজিত হইল বটে, তথাপি বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে প্রধান মন্ত্রী খুবচাঁদকেই প্রথম ও প্রধান দোষী বলিতে হইবে। খুবচাঁদ সেই যুদ্ধে রাজার স্থলে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন বলিয়া সর্দ্দার ও সামন্তগণ তাঁহার আদেশ প্রতীক্ষা করিয়াছিল; নতুবা যে সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা যথাকার্য্যে প্রয়োগ করিতে পারিলে সিন্ধিয়ার ভবিষ্যৎ উন্নতিস্রোত সেই মৈরতাক্ষেত্রে যে প্রতিরোধ প্রাপ্ত হইত, তাহা হইতে আর তাঁহাকে উঠিতে হইত না। কিন্তু রাঠোরকুলের নিতান্ত দুর্ভাগ্য, তাই খুবচাঁদ বিদ্বেষবশতঃ ভীমরাজকে সেই অনর্থকর পত্র প্রেরণ করিলেন। তাঁহার মনে মনে ভয় হইয়াছিল পাছে ভীমরাজ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া সগর্ব্বে রাজ্যে প্রত্যাগত হয়েন। তিনি ভীমরাজের চিরবিদ্বেষী; ভীমরাজের উন্নতি দেখিলে তিনি ঈর্ষানলে একবারে বিদগ্ধ হইতে থাকিতেন। কিন্তু সেই পাশবী ঈর্ষা যে, অবশেষে মারবারের সর্ব্বনাশ সাধন করিবে, তাহা দুরাচার খুবচাঁদ একবার ভাবিয়া দেখে নাই!

এইরূপে রাঠোরের প্রধান মন্ত্রীর বিদ্বেষবশতঃ রাঠোর বীরগণের একটী প্রচণ্ড উদ্যম নিষ্ফল হইল,—তাঁহাদের অসীম আত্মত্যাগ ও বিস্ময়কর রণনৈপুণ্য ব্যর্থ হইয়া পড়িল। মহারাজ অজিতসিংহের অন্যায় নিধন, পিতৃঘাতী পুত্রদ্বয়ের জীবন সংঘর্ষ এবং রাজ্যলিপ্সু রাজকুমারগণের প্রচণ্ড বিপ্লবের পর যে মারবার দুর্দ্ধর্ষ মহারাষ্ট্রীয়গণের সকল চেষ্টা বিফল

করিয়া উন্নতিলাভের উপক্রম করিতেছিল, এমন সময়ে শঠের শঠতায়,—বিশ্বাসঘাতকের বিশ্বাসঘাতকতায়—আততায়ীর দুরাচরণে তাহা আবার অধঃপতিত হইল। সেই নিদারুণ অধঃপতন হইতে মারবার আর উঠিতে পারিল না;—কখন পারিবে কি?—বলিতে পারি না। সুখ দুঃখ, সম্পদ বিপদ চক্রের ন্যায় পরিবর্ত্তন করিতেছে,—ইহা অবশ্যম্ভাবী নিয়ম। কিন্তু রাজস্থানের ভাগ্যদোষে এই চিরন্তন বিধানের কি ব্যভিচার হইবে? সেই হল্‌দিঘাট, সেই দেবীর, সেই মৈরতাক্ষেত্র,—যেখানে অগণ্য রাজপুতবীর স্বদেশের স্বাধীনতা ও গৌরবগরিমা অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন; যথায় তাঁহাদের পবিত্র দেহের পবিত্র ভস্মরাশি স্মারকস্তম্ভের নিম্নে প্রোথিত হইয়া কালমাহাত্ম্যে মৃত্তিকায় পরিণত হইতে চলিয়াছে; আর কি কখনও রাজপুতের সেই কয়েকটী সাধনক্ষেত্র প্রতাপের ন্যায় বীরকে হৃদয়ে ধারণ করিবে না? তাঁহার ন্যায় আর কি কোন মহাপুরুষ অবতীর্ণ হইয়া অমৃতকুণ্ডের জলসেচনে সেই সমস্ত পতিত আর্য্যবীরদিগকে তাঁহাদের ভস্মরাশি হইতে পুনরুজ্জীবিত করিতে পারিবেন না? রাজপুত স্বাধীনতা হারাইয়াছে,—দাসত্বশৃঙ্খলে দীর্ঘকাল আবদ্ধ থাকিয়া অসীম যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে,—কিন্তু পিতৃপুরুষগণের সেই অসীম গুণাবলী হারায় নাই;—দাসত্বের কঠোর শৈত্যস্পর্শে সেই তেজস্বিতা, সেই বীর্য্যমত্তা, সেই স্বদেশানুরাগ, সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তা নিঃস্পন্দ হইয়া রহিয়াছে; কিন্তু কে বলিতে পারে সেই সমস্ত স্বর্গীয় গুণাবলী কালে আবার সন্ধুক্ষিত হইয়া উঠিবে না?

মৈরতার মহাশ্মশানে মারবারের গৌরবগরিমার অন্ত্যেষ্টিবিধান হইল; কিন্তু ইহাতেও তাহার দুঃখের অবসান হইল না। সর্দ্দার ও মন্ত্রিগণের দুর্বৃত্ততা বশতঃ তাহার যে শোচনীয় দুর্দ্দশা হইয়াছিল, পরিশেষে রাজা বিজয়সিংহের ইন্দ্রিয়দোষে তাহা দৃঢ়ীকৃত হইয়া পড়িল। রাজা বিজয়সিংহ বার্দ্ধক্যে অশোয়ালকুলের একটী রমণীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়েন। তাঁহার ইন্দ্রিয়াসক্তি এত বাড়িয়া উঠিল যে, তিনি রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া প্রায়ই সেই সুন্দরীর নিকট কালযাপন করিতে লাগিলেন। বিবাহিতা পত্নীদিগের প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য, তিনি সেই নিকৃষ্টা উপপত্নীকে তাহা প্রদান করিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহার সর্দ্দারগণ তৎপ্রতি সাতিশয় অসন্তুষ্ট হইল। কিন্তু সেই অশোয়ালরমণী তাঁহার সেই প্রগাঢ় প্রেমের যে নিকৃষ্ট প্রতিদান করিত, তাহা শুনিলে বিজয়সিংহের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক হয়। কথিত আছে, তাঁহার প্রণয়িনী তাঁহাকে পাদুকাপ্রহারে সম্মুখ হইতে দূর করিয়া দিত। কাপুরুষ বিজয়সিংহ সেই পবিত্র প্রেমোপহার পাইয়াও তাহাকে ত্যাগ করিতে পারেন নাই। মারবার-রাজের এই নিকৃষ্ট ও জঘন্য আচরণে রাজ্য অচিরকাল মধ্যে মহা অনর্থের রঙ্গভূমি হইয়া উঠিল; যথেচ্ছাচার ও অরাজকতা মারবারের সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে লাগিল এবং রাঠোরকুলের অধঃপতনের যে একপাদ অবশিষ্ট ছিল,—সেটীও ভাগ্যদোষে পূর্ণ হইল।

বিজয়সিংহ সেই পাপীয়সী রমণীর প্রেমে এতদূর উন্মত্ত হইলেন যে; তাঁহার হিতাহিত জ্ঞান একবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল। কিছুদিনের মধ্যে তাঁহার উপপত্নীর সন্তান বিনষ্ট

হইলে তিনি নিজ পৌত্র মানসিংহকে আনয়ন করিয়া দত্তকপুত্ররূপে তাহার ক্রোড়ে স্থাপন করিলেন। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা যে, মানসিংহই মারবারের গদিতে অভিষিক্ত হয়েন; এই ইচ্ছার সাফল্য সাধনার্থ তিনি সর্দ্দারদিগকে এই আদেশ প্রচার করিলেন যে, তাহারা যেন মানসিংহের অভিষেকে উপস্থিত হইয়া উপঢৌকন প্রদান করে। এই ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইবামাত্র রাঠোরসর্দ্দারগণ একত্রে সমবেত হইয়া সমস্বরে বলিল "আমরা প্রাণান্তে এক গোলামের পুত্রকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিতে পারিব না।" মানকে বিজয়সিংহ স্বীয় উত্তরাধিকারী স্থির করিয়া প্রণয়িনীর হস্তে দত্তকপুত্ররূপে সমর্পণ করিয়াছেন; সে মানকে যে, সর্দ্দারগণ রাজা বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে, ইহা কি তাঁহার প্রাণে সহ্য হয়? তিনি আত্মমত দৃঢ় করিবার নিমিত্ত আবার নূতন করিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। পাশবানী রমণী ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া বালক মানকে স্বালোরদুর্গে প্রেরণ করিল। বিজয়সিংহের চতুর্থ পুত্র শেরসিংহ মানকে দত্তকপুত্ররূপে ইতিপূর্ব্বে গ্রহণ করিয়াছিলেন; তিনি চতুর ও কার্য্যদক্ষ; তাঁহার দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার বিষয় ভাবিয়া পাশবানী মনে মনে ভয় করিল, পাছে শেরসিংহ তাহার অভীষ্টসিদ্ধির পথে প্রতিরোধ স্থাপন করেন। এই আশঙ্কানিবন্ধন অশোয়ালকুলসুন্দরী মানকে ফিরিয়া আসিতে বলিল। মানসিংহ অচিরে প্রত্যাগত হইয়া তাহার গৃহমধ্যে অবস্থিতি করিলেন। সেই পাশবানীর অন্তঃপুরমধ্যে নিকৃষ্ট পরিচারিকাকুলে পরিবেষ্টিত হইয়া মারবারের ভাবী উত্তরাধিকারী দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন।

সেই উপপত্নীর প্রেমে বিমুগ্ধ হইয়া বিজয়সিংহ ক্রমে ক্রমে এত অপদার্থ হইয়া পড়িলেন যে, রাজ্যের বিষয় একবার ভাবিয়া দেখিতেন না। তাঁহার সেইরূপ অকর্ম্মণ্যতা দর্শনে রাঠোরসর্দ্দারগণ তৎপ্রতি সাতিশয় বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে মনস্থ করিলেন। ইহার উপর সেই নিকৃষ্ট পাশবানীর অযথা প্রভুতা ও দর্প তাঁহাদের সহ্য হইল না। তাঁহারা দেখিলেন যে, বিজয়সিংহকে সিংহাসনচ্যুত না করিলে রাজ্যরক্ষা দুষ্কর হইয়া উঠিবে; অতএব সিংহাসনে অপর ব্যক্তিকে অভিষেক করা কর্ত্তব্য। মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া তাঁহারা মালকাশূনী নামক স্থলে সমবেত হইলেন এবং রাজার পদচ্যুতির সম্বন্ধে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। এ সংবাদ অল্প সময়ের মধ্যে বিজয়সিংহের কর্ণগোচর হইল। স্বার্থরক্ষায় তৎপর হইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ সর্দ্দারগণের শিবিরে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এদিকে সর্দ্দারগণ রাউস সর্দ্দারের নিকট দুর্গমধ্যে গোপনে দূত প্রেরণ করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন "ভীমসিংহকে লইয়া শীঘ্র দুর্গ হইতে নামিয়া আসিবেন।" এই সমাচার পাইবামাত্র রাউসপতি সত্বর পাশবানীর নিকট গমন করিয়া বলিলেন "রাজা শিবিরে আপনার প্রতীক্ষা করিতেছেন এবং আপনার সম্ভাষণযোগী সম্ভাষণ করিবার জন্ত একদল সৈনিক দুর্গমধ্যে অপেক্ষা করিতেছে, তাহাদিগের সহিত আপনি শীঘ্র রাজশিবিরে গমন করুন।" এ সংবাদে রমণী কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিল না এবং নিজ শরীররক্ষকদিগকে না লইয়াই প্রাসাদ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক

একখানি শিবিকা মধ্যে আরোহণ করিল। অমনি কে গুপ্তভাবে থাকিয়া তাহাকে এক আঘাতেই সংহার করিল। হতভাগিনী পাশবানীর দ্রব্যাদি তখনই ক্রোক করা হইল এবং রাউস সর্দ্দার কুমার ভীমসিংহকে লইয়া দুর্গ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক রাজধানীর নাগোরতোরণে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার অভীষ্ট ব্যর্থ হইয়া গেল। দুর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়াই যদি তিনি পথিমধ্যে বিশ্রাম না করিয়া একবারে সর্দ্দারগণের শিবিরে উপস্থিত হইতে পারিতেন, তাহা হইলে বিজয়সিংহ সেই মুহূর্ত্তেই পদচ্যুত হইতেন।

রাউস সর্দ্দার ও ভীমের যাত্রার বিবরণ যে মুহূর্ত্তে সর্দ্দারগণের কর্ণগোচর হইল, বিজয়সিংহও সেই মুহূর্ত্তেই তাহা শুনিতে পাইলেন। অমনি অবিলম্বে তিনি সেই নাগোর-তোরণের সম্মুখস্থ শিবিরে উপস্থিত হইয়া রাজ্যলিপ্সু ভীমসিংহকে আক্রমণ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহাদের সকলের আশা ফুরাইয়া গেল; সেই মুহূর্ত্তেই ভীমসিংহ বুঝিতে পারিলেন যে, রাজ্যলিপ্সা বিড়ম্বনা মাত্র। নৈরাশ্য আসিয়া তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। কিন্তু রাজা তাঁহাকে একবারে নিরাশ না করিয়া সুজোত ও শিবানো নামক দুইটী জনপদ অর্পণ পূর্ব্বক শেষোক্ত জনপদে তাঁহাকে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু ইহাতেও তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। জ্যেষ্ঠ জালিমসিংহকে তিনি যে, অতি অন্যায়রূপে স্বত্ব হইতে বিচ্যুত করিয়াছেন, এ চিন্তা তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, এই অযথাব্যবহারে জালিম সাতিশয় ক্ষুণ্ণ ও ক্ষুব্ধচিত্ত হইয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার ক্ষোভ ও মনোমালিন্য দূর করিবার জন্য তিনি তাঁহাকে গদবার রাজ্য অর্পণ করিলেন এবং গোপনে বলিয়া দিলেন "শীঘ্র ভীমকে আক্রমণ করিবে।" তিনি যাহা গোপনে বলিলেন, তাহা অচিরে ভীমের কর্ণগোচর হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ আত্মরক্ষার্থ উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিয়া সতর্ক হইয়া রহিলেন। কিন্তু তাঁহার কোন উপায় সফল হইল না; জালিমসিংহ তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। সে আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া ভীমসিংহ পোকর্ণে পলাইয়া গেলেন এবং সে স্থলেও নিরাপদ না হইতে পারিয়া যশল্মীরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

এইরূপে পারিবারিক সংঘর্ষে উত্তেজিত হইয়া সর্দ্দারবর্গের বিদ্বেষানলে দগ্ধ হইতে হইতে রাজা বিজয়সিংহের জীবন শনৈঃ শনৈঃ পরলোকের নিকটস্থ হইতে লাগিল। তাঁহার রাজ্যসীমা অনেক পরিমাণে সংক্ষিপ্ত, সর্দ্দারগণ তাঁহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত; তাঁহার পুত্র ও পৌত্রগণ পরস্পরের শোণিতপানে উদ্যত! তাঁহার হৃদয়ের প্রীতিদায়িনী পাশবানীও নিষ্ঠুররূপে ইহলোক হইতে বিচ্ছিন্ন! এ দুঃখ অন্তিম বয়সে তাঁহাকে নিদারুণ যন্ত্রণায় নিপীড়িত করিতে লাগিল; কিন্তু তাঁহাকে আর অধিক দিন সে যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল না। একত্রিংশদ্বর্ষব্যাপী রাজ্য শাসনের পর তিনি সম্বৎ ১৮৫০ অব্দের আষাঢ়মাসে দেহত্যাগ করিয়া সকল যন্ত্রণা ও সমগ্র কষ্ট হইতে নিস্তার পাইলেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

রাজা ভীম কর্ত্তৃক গদি-আক্রমণ ;—তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী জালিমের পরাভব ;—অপরাপর প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের প্রাণসংহার ;—একমাত্র মানসিংহের প্রাণরক্ষা ;—ভীমকর্ত্তৃক ঝালোর অবরোধ ;—সেনাবলসংগ্রহার্থ চেষ্টা ;—তাঁহার বিপদ ;—আহোর সর্দ্দার কর্ত্তৃক রক্ষা ;—রাজা ভীম কর্ত্তৃক সর্দ্দারদিগের অবমাননা ;—তাহাদের ক্ষোভ ;—মারবার পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের অন্যত্র গমন ;—নিমজ-আক্রমণ ;—ঝালোরের সঙ্কট ;—ভীমসিংহের আকস্মিক মৃত্যু ;—ইহার সম্ভবনীয় কারণ ;—রাজা মানসিংহের অভিষেক ;—পোকর্ণের শোবেসিংহের বিদ্রোহ ;—চম্পাশূনীর ষড়যন্ত্র ;—ভীমসিংহের বিধবা পত্নীর গর্ভ লক্ষণ প্রকাশ ;—রাজা মানের সহিত বন্দোবস্ত ;—ভীমের বিধবা পত্নীর গর্ভে একটী পুত্রের জন্ম ;—সদ্যপ্রসূত শিশুকে গোপনে পোকর্ণে প্রেরণ ;—তাহার অজ্ঞাতবাস ;—তাহার নামকরণ ;—মানসিংহের অযোগ্য পক্ষপাতিতা ;—ধঙ্কুলের জন্ম-প্রচার ;—চম্পাবৎদিগের সম্বন্ধ ত্যাগ ;—আত্মকৃত প্রতিজ্ঞা-পালনার্থ মানসিংহের প্রতি সর্দ্দারগণের অনুরোধ,—জননীর পুত্রকে অস্বীকার ;—ক্ষেত্রীর অভয়সিংহের আশ্রয়ে ধঙ্কুলকে রক্ষা ;—শোবের চক্রান্ত ;—অম্বর ও মিবারের অধিপতিদ্বয়ের সহিত মানসিংহকে জড়ীভূতকরণ ;—ধঙ্কুলকে লইয়া তাঁহার জয়পুরে গমন ;—ধঙ্কুলকে মারবারের রাজা বলিয়া জয়পুরাধিপের স্বীকার ;—অপনৃপতিকে অধিকাংশ সর্দ্দারের সহায়তা দান ;—বিকানীররাজের তৎপক্ষ সমর্থন ;—সমরক্ষেত্রে সেনাসজ্জা ;—হুলকারের নিকৃষ্ট ব্যবহার ;—প্রতিদ্বন্দ্বী সেনাদলের পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া অবস্থিতি ;—সর্দ্দারগণের মানসিংহকে পরিত্যাগ ;—মানসিংহের আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা ;—তাঁহার পলায়ন ;—যোধপুরে গমন ;—আত্মরক্ষার্থ উদ্যোগ ;—স্বজাতির প্রতি তাঁহার সন্দেহোদ্রেক ;—তাহাদিগকে বঞ্চনা ;—বঞ্চিত সর্দ্দারগণের ধঙ্কুলের পক্ষ অবলম্বন ;—নগরাধিকার ও লুণ্ঠন ;—অবরোধকদিগের কষ্ট ;—মির খাঁর কৌশল ;—মারবার হইতে পলায়ন ;—তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ জয়পুর সেনাপতির অনুসরণ ;—যুদ্ধ ;—কচ্ছাবহ সেনার বিনাশ এবং জয়পুরাবরোধ ;—রাজার সঙ্কট ;—যোধপুরের অবরোধ ত্যাগ ;—আত্মরক্ষার্থ উৎকোচদান ;—কচ্ছাবহদিগের নিকট হইতে যোধপুরের লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি কাড়িয়া লওন ;—মানসিংহের অধীনে মিরখাঁর পদগ্রহণ এবং সর্দ্দার চতুষ্টয়ের সমভিব্যাহারে যোধপুরে প্রত্যাগমন।

বিজয়সিংহের মৃত্যুসংবাদ সত্বর বশন্মীরে ভীমসিংহের নিকট বাহিত হইল। অমনি তিনি রাজধানীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং দ্বাবিংশতি ঘটিকার মধ্যেই যোধপুরে উপস্থিত হইয়া একবারে দুর্গারোহণ পূর্ব্বক রাজসিংহাসনে উপবেশন করিলেন। যৎকালে ভীমসিংহ গদিতে আরূঢ় হয়েন, তৎকালে মারবারের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী জালিমসিংহ রাজধানীর মৈরতাদ্বারে শিবির স্থাপন করিয়া অধিবাসের আয়োজন করিতেছিলেন ; কিন্তু তাঁহার অধিবাসই সার হইল ; তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিতে পারিলেন না। ভীম অতি গোপনে যোধপুরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। জালিম কখন স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, তিনি তত শীঘ্র আসিতে পারিবেন। সেই জন্য নিশ্চিন্ত হইয়া অভিষেকোপযোগী শুভ লগ্নের প্রতীক্ষায় বসিয়া ছিলেন। কিন্তু সে শুভলগ্ন তাঁহার অদৃষ্টে আর ঘটিল না। তাঁহার দীর্ঘসূত্রতাই তাঁহার সর্ব্বনাশের পূর্ব্ব সূচনা

স্বরূপ হইল। ভীমের অভিষেকবার্ত্তা গোচরিত হইবা মাত্র তিনি হতাশহৃদয়ে নগর পরিত্যাগ করিয়া ভিলারের অভিমুখে পলায়ন করিলেন। কিন্তু তাহাতেও তিনি নিস্তার পাইলেন না; ভীম তাঁহার অনুসরণ পূর্ব্বক তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। সে আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া জালিমসিংহ উদয়পুরে পলায়ন করিলেন। রাণা তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া তাঁহার ভরণপোষণোপযোগী প্রচুর ভূমিসম্পত্তি দান পূর্ব্বক তাঁহাকে আশ্রয়চ্ছায়াতলে স্থান দান করিলেন। তাঁহার আশাভরসা সমস্তই শূন্যে বিলীন হইল। রাঠোররাজকুমার রাজপুতের কঠোর বৃত্তিতে জলাঞ্জলি দিয়া নিরীহ জীবন অবলম্বন পূর্ব্বক কেবল বিদ্যাচর্চ্চাতেই জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিলেন। তিনি যৌবনের প্রারম্ভেই দেহত্যাগ করেন। স্বহস্তে নিজ শরীরের একটি শিরা খুলিতে যাইয়া তিনি একটী ধমনী কাটিয়া ফেলেন; তাহাতেই বিপুল শোণিত মোক্ষণে তাঁহার মৃত্যু হয়। জালিমসিংহ অনেকগুলি শারীরিক ও মানসিক গুণে বিভূষিত ছিলেন। রণনৈপুণ্য ব্যতীত ভগবতী বীণাপাণির কৃপায় তিনি * একজন যোগ্য কবিও ছিলেন।

এইরূপে নিজ উন্নতিপথের একটী কণ্টক উন্মূলন করিয়া ভীমসিংহ নিজ স্বার্থ অব্যাহত রাখিবার জন্য মায়ামমতায় জলাঞ্জলি দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি ন্যায়ানুসারে বিজয়সিংহের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী নহেন; কিন্তু যাহার বাহুবল আছে, তাহার নিকট ন্যায়বন্ধন লূতাতন্তুর ন্যায় ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়। ভীম এক্ষণে সেই বাহুবলের সাহায্যেই প্রাপ্তরাজ্যে নিষ্কণ্টক হইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সর্ব্বসংহারক শমন এ উদ্যোগের সাফল্যবিষয়ে সহায়তা করিয়াছিল। তাঁহার অভিষেকের পূর্ব্বে তদীয় পিতা ও পিতৃব্যত্রয় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। এক্ষণে যে কয়েক ব্যক্তি তাঁহার উন্নতিপথে প্রতিরোধস্বরূপ দণ্ডায়মান আছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে তাঁহার কনিষ্ঠ পিতৃব্য সর্দ্দারসিংহ এবং পালক পিতা শেরসিংহ প্রধান। হতভাগ্য সর্দ্দারসিংহ তাঁহার রোষানলে অচিরকাল মধ্যে পতঙ্গবৎ বিদগ্ধ হইলেন এবং শেরসিংহের নয়নদ্বয় উৎপাটিত হইল। অন্ধ অবস্থায় পরের গলগ্রহ হইয়া জীবন ধারণ করা অপেক্ষা তিনি তাহা স্বহস্তে নাশ করিলেন। ইহার পর ভীমসিংহের বিদ্বেষনয়ন শূরসিংহের উপর পতিত হইল; অমনি সেই দুর্ভাগ্য রাজপুত্র অল্প সময়ের মধ্যেই ইহলোক হইতে অন্তরিত হইলেন।

পিতা ভ্রাতা ও আত্মীয়স্বজনের শোণিতে হস্ত কলুষিত করিয়াও দুর্দ্ধর্ষ ভীমসিংহ মুহূর্ত্তের জন্য নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। তাঁহার সকল প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে একমাত্র মানসিংহ এক্ষণে তদ্বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান। ইহাঁকে বিনাশ করিতে পারিলেই ভীম সম্পূর্ণ নিষ্কণ্টক হয়েন। কিন্তু তিনি ঝালোরে স্থিত। ভীমের রক্তপিপাসু ছুরিকা

* মহাত্মা টড সাহেবের মাননীয় প্রধান শিক্ষক যতি জ্ঞানচন্দ্র কবিতার আবৃত্তি বিষয়ে উদয়পুরের সমস্ত ভট্টগণের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। তিনি স্বার্থবঞ্চিত রাঠোররাজকুমারের নিকট সেই সুন্দর আবৃত্তি প্রণালী এমন কি অধিকাংশ বিদ্যাই শিক্ষা করিয়া ছিলেন।

সেই ঝালোরের প্রচণ্ড প্রাচীর ভেদ করিতে পারিল না। বিধাতা যদ্যপি এই মানকে ভীমের সহিত ইহলোক হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিতেন, তাহা হইলে পিতৃহন্তা অভয় ও ভক্তসিংহের পাপকুল নির্ম্মূল হইত, এবং ইদর হইতে * আনন্দসিংহের বংশধর আসিয়া মারবারকে কঠোর পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত করিতে পারিতেন। মহারাজ যোধরাওয়ের পবিত্র লীলানিকেতন মারবাররাজ্য শ্রীসৌন্দর্য্যে সুশোভিত হইয়া আবার হাস্য করিত; সে সৌন্দর্য্য নরঘাতী ভীমের মৃতানুজ পুত্র ধন্থুলের ন্যায় শত শত অপনৃপতি আবির্ভূত হইলেও নাশ করিতে পারিত না।

* পিতার হৃদয়শোণিতে হস্ত কলঙ্কিত করিয়াও অভয়সিংহ নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। আপনার এবং নিজ বংশধরদিগের প্রভুতা মারবারের সিংহাসনে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তিনি নিজ কনিষ্ঠ ভ্রাতা আনন্দসিংহকেও হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। তিনি আনন্দসিংহের জীবননাশে কৃতসঙ্কল্প হইয়া মিবারের অধীশ্বর সংগ্রামসিংহকে যে সকল পত্র দ্বারা নিজ পৈশাচিক অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তৎসমস্তই মহাত্মা টড সাহেবের হস্তগত হইয়াছিল। এস্থলে তন্মধ্যস্থ একখানি পত্রের অবিকল অনুবাদ নিম্নে প্রকটিত হইল। এই পত্র অম্বররাজ জয়সিংহ মারবারপতি অভয়সিংহের সহিত একত্রিত হইয়া লিখিয়াছিলেন।

"শ্রীরাম জি।"

"শ্রীসীতারামজি,"

"প্রচলিত প্রথানুসারে রাজা স্বহস্তে পত্রের এই অংশটুকু লিখিয়াছিলেন।"

"আমার মুজরা অর্পিত হইল।* দেওয়ানের সম্মুখে তিনি আজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, ইদর মারবারের বারাণ্ডা ও চত্বর তাহার দেউড়ী; এবং তাহা অধিকার করা আবশ্যক। আমি ইহা মনে রাখিয়াছি এবং শ্রীদেওয়ানজির শুভাদৃষ্টক্রমে সে আদেশ পালিত হইয়াছে।"

"উদয়পুরে যখন আমি আপনার নিকট উপস্থিত ছিলাম, আপনি আজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, মিবার আমার মাতৃভূমি এবং ইদর মিবারের দেউরীস্বরূপ। অপিচ তাহার উদ্ধারের উপযুক্ত সুযোগ অনুসন্ধান করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে আমি সুযোগের মুখ চাহিয়া রহিয়াছি। আপনার কার্য্যাধ্যক্ষ মায়ারাম তৎসম্বন্ধে আমায় লিখিয়াছেন। দলপতরায় পত্রখানি অবিকল পাঠ করিয়া আমাকে শুনাইলেন এবং মহারাজ অভয়সিংহের সহিত আমি এ বিষয়ে পরামর্শ করিলাম। তিনি আপনার অভিপ্রায়ে সম্পূর্ণ সম্মতি দিয়া উক্ত পরগনা আপনাকে নজর দিয়াছেন। এতৎসম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য এই পত্রেতেই নিবদ্ধ হইল।

মহারাজ অভয়সিংহ নিবেদন করেন যে, আপনি এরূপ যোগাড় করিয়া লইবেন, যাহাতে অধিকারী আনন্দসিংহ প্রাণ লইয়া না পলায়ন করিতে পারে। কেননা সে না মরিলে আপনার অধিকার চিরস্থায়ী হইবে না; ইহাতে আপনারই হস্ত। অতএব আমার একান্ত বাসনা যে, আপনি স্বয়ং, অথবা স্বয়ং যাওয়া যদি অসুবিধা হয়, তবে খাইভাই নাগোজে একটী উপযুক্ত সেনাদলের নায়কত্বে অভিষেক করিয়া তাহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিবেন। তিনি যেন সমস্ত পথ রোধ করেন, তাহা হইলে আনন্দসিংহ নিহত হইতে পারিবে। সর্ব্বাপেক্ষা এইটীই দেখা কর্ত্তব্য যে, সে যেন প্রাণ লইয়া পলায়ন না করে। তাহার পলায়নের পথ অগ্রে প্রতিরোধ করুন। ইতি ৭ই আষাঢ়, সম্বৎ ১৭৮৪ অব্দ।"

মানসিংহ জীবিত থাকিতে ভীম মুহূর্ত্তের জন্যও নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। তিনি ঝালোর দুর্গ অবরোধ করিলেন। কিন্তু সে অবরোধ বিশেষ কিছু ফলদায়ক হইল না। কয়েকটী সর্দ্দার বা বেতনভোগী সৈন্যের সাহায্যে দুর্জ্জয় ঝালীন্দ্র জয় করা কি সামান্য ব্যাপার? ভীম অনেক দিন অবধি দুর্গ অবরোধ করিয়া রহিলেন। তাঁহার সৈন্যসামন্তগণ ক্রমে বিরক্ত ও নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল। মানসিংহ সেই সুযোগে সদলে দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া নগরাদি লুণ্ঠন পূর্ব্বক অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে একদা তিনি পল্লীনগরীতে আপতিত হয়েন; কিন্তু ব্যর্থমনোরথ হইয়া ঝালোরের অভিমুখে প্রতিগমন করিতেছেন, এমন সময়ে পথিমধ্যে ভীমসিংহ তাঁহাদিগকে আক্রমণ করেন। অচিরে একটী সামান্য যুদ্ধ সংঘটিত হইল। সে যুদ্ধে ভীমের বল প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া মানসিংহ অশ্বারোহণে পলায়ন করিলেন। হঠাৎ তিনি অশ্ব হইতে পতিত হইলেন; তদ্দর্শনে ভীমের সৈন্যসামন্তগণ তাঁহাকে আসিয়া আক্রমণ করিয়াছে, এমন সময় আহোর সর্দ্দার সেইস্থলে উপস্থিত হইয়া মানসিংহকে নিজ পশ্চাদ্ভাগে অশ্বপৃষ্ঠে স্থাপন পূর্ব্বক বিদ্যুদ্বেগে ধাবমান হইলেন। যদি আহোর সর্দ্দার তৎকালে সেইস্থলে উপস্থিত না থাকিতেন, তাহা হইলে মানকে ভীমসিংহের হস্তে বন্দী হইয়া পিতৃব্য ও ভ্রাতৃগণের দশা ভোগ করিতে হইত। তাঁহার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন বলিতে হইবে, তাই তিনি সেদিন ভীমের রক্তপিপাসু ছুরিকা হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন।

ভীমসিংহের পক্ষ ক্রমে ক্রমে বলবৎ হইতে লাগিল; কিন্তু তাঁহার সর্দ্দারগণের ঔদ্ধত্য তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। গর্ব্বিত সর্দ্দারগণ তাঁহার উপর ক্ষমতা পরিচালন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু তিনি তাহাদের কোন চেষ্টা সফল হইতে দিলেন না; বরং তাহাদিগকেই আবার অপমানিত করিলেন। ঝালোর দুর্গের অবরোধ কিছুই ফলদায়ক না হওয়াতে ভীম একদা নিজ সর্দ্দারদিগকে বলিলেন "তোমাদের ঘোড়া কাড়িয়া লইয়া ষাঁড় চড়িতে দিব।" এই অবমানকর বাক্য শ্রবণে সর্দ্দারগণ নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তখনই ভীমকে পরিত্যাগ করিল; তাহাদের ইচ্ছা যে, তাহারা মানসিংহের পক্ষ অবলম্বন করে। যাহা হউক কর্ত্তব্য অবধারণের জন্য সকলে গদবারের অন্তর্গত গানোরে উপস্থিত হইল। নানা তর্কবিতর্কের পর স্থিরীকৃত হইল যে, কোন পক্ষই অবলম্বন করা হইবে না, দেশ পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। মানসিংহ তাহাদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন, কিন্তু তাহারা তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য না করিয়াই দেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পারিপার্শ্বিক রাজন্যগণের নিকট আশ্রয়গ্রহণ করিল। সর্দ্দারগণের উক্তরূপ আচরণে ভীম তাহাদের প্রতি বিরক্ত হইলেন এবং তাহাদের অনেকেরই ভূমিবৃত্তি কাড়িয়া লইতে লাগিলেন। উদাবৎদিগের প্রধান আবাসনিলয় নিমজ নগর অবরুদ্ধ হইল; নগরবাসিগণ দ্বাদশ মাস ধরিয়া নগরকে রক্ষা করিল; কিন্তু আর পারিল না। সুতরাং নিমজ ভীমের হস্তগত হইল। এই অবরোধে অধিকাংশ বিদেশীয় বেতনভোগী সৈন্য নিযুক্ত হইয়াছিল; তাহারা নিষ্ঠুরভাবে নিমজের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া দুর্গপ্রাকারগুলি অতি পাষণ্ডের ন্যায় ভাঙ্গিয়া ফেলিল।

নিম্নজ হস্তগত হইলে ভীমসিংহ স্বীয় বিজয়িনী সেনা লইয়া ঝালোরের অবরোধে নূতন বল যোজনা করিলেন। মানের সহায় বল ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইয়া পড়িতে লাগিল। অবশেষে যখন নগরের নিম্নতল শত্রুর হস্তগত হইল,—তখন তাঁহার আশাভরসা একবারে নিঃশেষ হইল। একে সেনাবলের অপচয়, তাহাতে আবার খাদ্যদ্রব্যের অনাটন; দুর্গমধ্যে এমন ভোজ্য নাই যে, ক্ষুৎকাতর অবশিষ্ট সৈন্যগণ আর একদিন খাইয়া জীবন ধারণ করিবে। যে স্বল্প পরিমাণ শক্তু অবশিষ্ট আছে, তাহাতে কচিৎ দুই চারি জনের ক্ষুধা নিবৃত্তি হইতে পারে। অবশিষ্ট সকলের ক্ষুৎ-শান্তির উপায় কি? মানসিংহ বিষম চিন্তিত হইলেন; সেই সঙ্কটকালে যখন তিনি স্বীয় ক্ষুৎকাতর সৈন্যসামন্তগণের নিষ্প্রভ মুখমণ্ডলের দিকে চাহিলেন, তখন তাঁহার হৃদয় মথিত হইল। তিনি আত্মরক্ষায় হতাশ হইলেন। শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ ভিন্ন সে সময়ে তিনি জীবন রক্ষার উপায়ান্তর দেখিলেন না। এই গভীর নৈরাশ্য ও বিষম সঙ্কটের সময়ে সম্বৎ ১৮৬০ অব্দের কার্ত্তিক মাসের দ্বিতীয় দিবসে ভীমসিংহের প্রধান সেনাপতির নিকট হইতে সম্বাদ আসিল "ভীমসিংহ প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, এক্ষণে আপনিই রাঠোরকুলের অধীশ্বর, আপনার সেবাতেই আমরা প্রবৃত্ত হইলাম।" মানসিংহ বিস্মিত ও চমৎকৃত হইলেন। তাঁহাকে হস্তগত করিবার জন্য একি শত্রুকুলের ছলনা? ক্রমাগত একাদশ বৎসর ধরিয়া তিনি যে প্রচণ্ড শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারিলেন না; সে শত্রু কি অকস্মাৎ লোকান্তরিত হইবে? অদৃষ্টদেব মানসিংহের প্রতি কি এতই সুপ্রসন্ন?—মানের বিশ্বাস হইল না। তিনি কখনও আশা করেন নাই যে, বিধাতা তাঁহাকে হঠাৎ সেই বিষম সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিবেন। সেনাপতির পত্রের সহিত যদিও প্রধান মন্ত্রী ইন্দুরাজ সেইভাবেই পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, তথাপি মানের বিশ্বাস হইল না। তাঁহার এই সন্দেহের সময় তদীয় দীক্ষাগুরু দেবনাথ ভীমের শিবির হইতে প্রত্যাগত হইয়া আনন্দোৎফুল্ল মুখে বলিলেন "মহারাজ! আপনার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন; শিবিরে এক ব্যক্তিরও গুম্ফ * দেখিতে পাওয়া যায় না।" তখন মানসিংহের সকল সন্দেহ দূর হইল; তিনি দেবতাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া সগৌরবে সেই রাঠোর শিবিরে গমন করিলেন। তথায় সমবেত সর্দ্দার ও সৈনিকগণ তাঁহাকে রাজা বলিয়া পরম সমাদরের সহিত গ্রহণ করিল। "জয় মহারাজ মানসিংহের জয়!" রবে মারবারক্ষেত্র কম্পিত হইল।

ভীমের এ অকস্মাৎ মৃত্যুর কারণ কি? এ প্রশ্ন পাঠকের মনে উদিত হইতে পারে। সামান্য গৃহস্থ লোকের মৃত্যু হইলে লোকে তত গ্রাহ্য করে না; তাহার আত্মীয় স্বজনই শোক ও বিলাপ করিয়া থাকে; এবং ইতর ব্যক্তিগণ "ঈশ্বরের ইচ্ছা" বলিয়া নীরবে আত্মবিষয়ে মনোনিবেশ করে। কিন্তু একজন রাজা, রাজপুত্র, অথবা শ্রেষ্ঠ রাজকর্ম্মচারীর আকস্মিক মৃত্যু হইলে জগৎ কখনও নীরবে থাকে না। সে মৃত্যু সম্বন্ধে নানা প্রকার জনশ্রুতি দূষিত বাষ্পের ন্যায় বায়ুবেগে ইতস্ততঃ তাড়িত হইয়া থাকে। ভীম অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন; জগৎ অন্ধে তাহা ভুলিল না। শিবির হইতে আরম্ভ করিয়া

* হিন্দুগণ অশৌচকালে কেশশ্মশ্রু মুণ্ডন করিয়া ফেলেন; এস্থলে তাহাই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

মারবারের সর্ব্বত্র নানা প্রকার কিম্বদন্তী উদ্গত হইতে লাগিল;—সেই সমস্তই ক্রমে সমগ্র রাজস্থানে ছড়াইয়া পড়িল। কেহ বলিল "ভীমসিংহকে গুপ্তহত্যা করিয়াছে;" কেহ বলিল "তিনি রোগে মরিয়াছেন।" এইরূপ নানা প্রকার জনশ্রুতি প্রবাহিত হইতে লাগিল। যাহাদের বিশ্বাস হইল, রাজা গুপ্তভাবে নিহত হইয়াছেন, তাহারা অনেকেই কুলগুরু দেবনাথকে ঘাতুক বলিয়া সন্দেহ করিল। কথিত আছে, মানসিংহের সেই নৈরাশ্যের সময়ে দেবনাথ তাঁহাকে আশ্বাস দিয়াছিলেন, "কুমার! আপনার অদৃষ্ট শীঘ্র সুপ্রসন্ন হইবে।" আত্মকথিত এই ভবিষ্যদ্বচন রাজগুরু যে, কিপ্রকারে সফল করিয়াছিলেন, তাহার কোন সত্য বিবরণ কুত্রাপি পাওয়া যায় না। ভারতবর্ষীয় হিন্দুনরপতিগণ যে সকল গুরু, ভট্ট, দৈবজ্ঞ ও বৈদ্য প্রভৃতি ব্যক্তি দ্বারা প্রায় পরিবেষ্টিত থাকেন, যাহাদের বাক্য তাঁহারা বেদবাক্যরূপে গ্রহণ করেন, তাহাদিগদ্বারা সময়ে সময়ে রাজসংসারে সমূহ অনিষ্ট সাধিত হইয়া থাকে। আপনাদিগকে ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়া পরিচয় দিয়া আত্মকথিত বাক্যাবলিকে সফল করিবার নিমিত্ত তাহারা অতি নৃশংস ব্যাপারের অনুষ্ঠানেও সঙ্কুচিত হয় না।

ভীমসিংহের মৃত্যুর সহিত দেবনাথের ভবিষ্যদ্বচন সফল হইল। অদৃষ্টদেব মানসিংহের প্রতি সুপ্রসন্ন হইলেন; তাঁহার সমস্ত বিপদ ও বিঘ্ন অন্তরিত হইল। সম্বৎ ১৮৬০ (খৃঃ ১৮০৪) অব্দের মার্গশীর্ষ মাসের পঞ্চম দিবসে তিনি পিতামহ বিজয়সিংহের সিংহাসনে আরূঢ় হইলেন। কিন্তু বিধাতা তাঁহার অদৃষ্টে সুখ লিখেন নাই। তত বিপদ ও কষ্টের পর রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াও তিনি নির্ব্বিবাদে তাহা ভোগ করিতে পারিলেন না। তাঁহার সিংহাসনারোহণের কিছুকাল পরেই পোকর্ণের শোবেসিংহ তৎপ্রতি বিরক্ত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। দেবীসিংহ মৃত্যুকালে যে কঠোর প্রতিজ্ঞা উচ্চারণ করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার সার্থকতা অদ্যাবধি কেহ সম্পাদন করিতে পারে নাই। যদি প্রতিশোধ লওয়া একটী পুণ্য বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহা হইলে শোবেসিংহ অবশ্যই একজন প্রধান পুণ্যবান্ ব্যক্তি। তেজস্বী দেবীসিংহ যে তীক্ষ্ণ ছুরিকা নিজ পুত্রকে সমর্পণ করিয়াছিলেন, তাহা তদীয় পৌত্র শোবেসিংহের হস্তে সামান্য কাল্পনিক অস্ত্ররূপে বিদ্যমান ছিল না। সেই অস্ত্রের ভয়ে মানসিংহ একদিনের জন্যও সুখে নিদ্রা সম্ভোগ করিতে পারেন নাই। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, সেই তীক্ষ্ণ তরবার ততদিন সূক্ষ্ম কেশে নিবদ্ধ হইয়া তদীয় মস্তকোপরি লম্বিত ছিল।

রাজা মানসিংহের অভিষেকের স্বল্পকাল পরেই শোবেসিংহ রাজধানী পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহার পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী চম্পাশুনী নামক স্থলে সদলে উপস্থিত হইলেন। তথায় অনেক সর্দ্দার আসিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করিল। সেই সমবেত সর্দ্দারগণের সহিত তিনি মানসিংহের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, স্বর্গীয় রাজা ভীমসিংহের মৃত্যুকালে তাঁহার মহিষী অন্তর্বত্নী ছিলেন, আজি তিনি আসন্নপ্রসবা হইয়া উঠিয়াছেন। যদি তাঁহার গর্ভে পুত্রসন্তান প্রসূত হয়, তাহা হইলে তাহাকে যোধরাওয়ের সিংহাসনে অভিষেক করিতে হইবে। অচিরে

একখানি প্রতিজ্ঞাপত্র প্রস্তুত হইল। সভাসীন সকলেই সেই পত্রে স্বাক্ষর করিল। অতঃপর তাহারা একত্রে দলবদ্ধ হইয়া রাজধানীতে প্রত্যাগত হইল এবং ভীমসিংহের অন্তঃসত্বা বিধবা মহিষীকে দুর্গ হইতে লইয়া নগরের মধ্যস্থিত প্রাসাদ মধ্যে রক্ষণপূর্ব্বক আপনারাই তাহা সতর্কে রক্ষা করিতে লাগিল। ইহাতেও তাহারা ক্ষান্ত হইল না। সেই প্রতিজ্ঞাপত্রে মানসিংহের স্বাক্ষর লইবার জন্ম তাহরা এক প্রকাশ্য সভাস্থলে তাঁহাকে আহ্বান করিল। রাজা তথায় উপস্থিত হইলেন এবং সকলের সম্মুখে এই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যদি ভীমসিংহের বিধবা পত্নীর গর্ভে পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তাহা হইলে সে মারবারের ভাবী উত্তরাধিকারীরূপে পরিগণিত হইবে এবং নাগোর ও শিবানো ভূমিসম্পত্তি স্বরূপ তাহার হস্তে সমর্পিত হইবে। রাজা মানসিংহকে এইরূপ প্রতিজ্ঞাসূত্রে বন্ধন করিয়া লইয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শোবেসিংহ কিছুদিনের জন্ম নিশ্চিন্ত হইয়া রহিলেন।

যথাকালে ভীমের বিধবা পত্নী একটী পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন এবং অপর কাহাকেও কিছু না বলিয়া একটী বিশ্বস্ত ভৃত্যের হস্তে সেই সদ্যপ্রসূত শিশুকে সমর্পণ করিয়া বলিলেন “বৎস! কাহাকেও কিছু না বলিয়া আমার প্রাণকুমারকে লইয়া অতি গোপনে পোকর্ণে যাও, যাইয়া তথায় শোবেসিংহের হস্তে সমর্পণ করিও;—দেখিও অপর কেহ যেন বিন্দুবিসর্গও জানিতে না পারে।” বিশ্বস্ত ভৃত্য সেই সদ্যজাত শিশুকে একটী করণ্ডক মধ্যে স্থাপন করিয়া অতি গোপনে পোকর্ণে উপস্থিত হইল। কেহ তাহার অণুমাত্রও জানিতে পারিল না। পোকর্ণসর্দ্দার শোবেসিংহের মনোভিলাষ অনেক পরিমাণে সফল হইল। তিনি যে মনে করিয়াছিলেন ভীমসিংহের গর্ভবতী বিধবা পত্নীর গর্ভে পুত্রসন্তান প্রসূত হইলে মানের দর্প চূর্ণ করিতে সক্ষম হইবেন; এক্ষণে সে আশা কিয়ৎপরিমাণে ফলবতী হইল ভাবিয়া উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন; এবং সময়ানুক্রমে সেই নবপ্রসূত কুমারের নাম ‘ধঙ্কুল’ রাখিলেন। কথিত আছে, সেই দিন হইতে ক্রমাগত দুই বৎসর তিনি ধঙ্কুলের সমস্ত বিবরণ সংগুপ্ত রাখিয়াছিলেন, এমন কি সর্দ্দারদিগকেও তাহার বিন্দুবিসর্গ জানিতে দেন নাই। যদি মানসিংহ প্রজাহিতৈষিণী রাজনীতি অনুসরণ করিয়া ন্যায়ানুসারে রাজ্য পালন করিতেন, তাহা হইলে বোধহয় ধঙ্কুলের নাম সেই পোকর্ণ দুর্গের প্রাচীর ভেদ করিয়া অন্যত্র কাহার কর্ণগোচর হইত না; তাহা হইলে সেই জন্মরাত্রেই তাঁহার উপর যে গাঢ় আবরণ অর্পিত হইয়াছিল, তাহা আর সে জীবনে অপসারিত হইত না। কিন্তু রাঠোরকুলের নিতান্ত দুর্ভাগ্য, তাই মানসিংহ রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গলের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া পাশবী স্বার্থপরতার পরিতৃপ্তি বিধানের জন্ম দুর্নীতিমার্গে পদক্ষেপ করিলেন। তাঁহার একের দুর্ব্বুদ্ধিতা বশতঃ মারবাররাজ্যের অধঃপতন ক্রমে হইয়া পড়িল। যে সকল সর্দ্দার রাজপক্ষ পরিত্যাগ করিয়া ঝালোরে তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিল, তিনি তাহাদিগকেই ভাল বাসিতেন, অপরাপর সকলকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন, এমন কি তাহাদিগের মুখাবলোকনও করিতে চাহিতেন না। এতন্নিবন্ধন রাজ্যমধ্যে এক মহান্ অনর্থ সংঘটিত হইল। যাহারা ন্যায় ও বিবেককে

বিসর্জ্জন দিয়া তৎপক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে দুই চারিটীমাত্র প্রসিদ্ধ। দুঃখের বিষয় সেই দুইচারি জনের মধ্যে কেবল দুইটী ব্যক্তি তাঁহার সগোত্রীয়। তাঁহার অবশিষ্ট আত্মীয় কুটুম্বগণ তদীয় দুর্ব্যবহারে নিতান্ত মর্ম্মাহত হইয়া গর্ভাগ্নিক ভূধরের ন্যায় মনের আগুন মনে লুকাইয়া ধীরভাবে কাল যাপন করিতেছিলেন। ইঁহাদের অনেকেই শোবেসিংহের পক্ষ অবলম্বন করিলেন।

দেখিতে দেখিতে দুই বৎসর অতীত হইল। অনন্তর শোবেসিংহ স্বদলস্থ সর্দ্দারদিগকে ধন্কুলের জন্মবিবরণ জ্ঞাপিত করিলেন। তাহারা সকলে মানসিংহকে বলিয়া পাঠাইলেন, "মহারাজ! ভীমসিংহের বিধবা পত্নী একটী পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছেন। অতএব ধন্কুলকে নাগোর ও শিবানো অর্পণ করিয়া আত্মকৃত প্রতিজ্ঞা পালন করুন।" প্রত্যুত্তরে মানসিংহ বলিলেন "অনুসন্ধান দ্বারা যদি প্রমাণিত হয় যে, ধন্কুল ভীমসিংহের ধর্ম্মমত তনয়, তাহা হইলে আমি সেই প্রতিজ্ঞা এখনই পালন করিতেছি।" সর্দ্দারগণ ইহাতে সম্মত হইলেন। রাজা স্বয়ং অনুসন্ধানের ভার লইলেন। ভীমপত্নী তৎকালে যোধপুরেই অবস্থিতি করিতেছিলেন। মানসিংহ যে তাঁহার পুত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান লইতে অগ্রসর হইয়াছেন, ইহা শ্রবণ করিয়া রাণী নিরতিশয় ভীত হইলেন। পরে রাজাকে উপস্থিত দেখিয়া তাঁহার ভয় দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল। সেই ভয়ের নিকট সরল অপত্যস্নেহ তিরোহিত হইল। ভয়ার্ত্তা রমণী সর্ব্বসমক্ষে ধন্কুলকে নিজ পুত্র বলিয়া স্বীকার না করিয়া আপনার অদৃষ্টদ্বারে স্বহস্তে অর্গলবদ্ধ করিলেন! অচিরে এই সমাচার সর্দ্দারদিগের নিকট বাহিত হইল। তাঁহারা বিস্মিত হইলেন। যে পুত্রের প্রাণরক্ষার্থ জননী সহাস্য বদনে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে পারেন, আজি রাণী আত্মরক্ষার্থ সে পুত্রকে পুত্র বলিয়া স্বীকার করিলেন না! কিন্তু তাঁহারা নিরুৎসাহ হইলেন না, বরং অধিকতর উৎসাহের সহিত মানসিংহের অনিষ্ট সাধনে তৎপর হইলেন। তবে ধন্কুলের সম্বন্ধ কিছুদিনের জন্য ত্যাগ করিয়া উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে হইল। ভীমপত্নীর সেইরূপ ব্যবহার শ্রবণে তাঁহাদেরও মনে সন্দেহ হইল। আরও তিনি যে, ধন্কুলকে প্রসব করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে কোন সন্তোষকর প্রমাণ তদবধি প্রদর্শিত হয় নাই।

মানসিংহ অনেক পরিমাণে নিরুদ্বেগ হইলেন। তিনি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, প্রয়োজন মত তাহা পালন করিতে হইল না। সর্দ্দারদিগের একটী প্রধান উদ্যম ব্যর্থ হইয়া গেল। ধন্কুল ভীমসিংহের পুত্র নহেন, ইহার প্রতিকূলে শোবে সিংহ কোন সন্তোষকর প্রমাণ দেখাইতে পারিলেন না। সুতরাং তিনি কি প্রকারে তাঁহার স্বত্ব সংরক্ষা করিতে পারেন? এখন বল ভিন্ন আর উপায়ান্তর নাই। কিন্তু পোকর্ণ সর্দ্দার আশু অস্ত্রশস্ত্রাদির সাহায্য না লইয়া একটী দুর্জ্জের কূট কৌশল অবলম্বন করিলেন। সেই নিগূঢ় উপায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে যদি তিনি তাহার ভবিষ্যৎ ফলাফল একবার ভাবিয়া দেখিতেন, যদি বুঝিতে পারিতেন যে, সেই কূট কৌশল কার্য্যে পরিণত হইলে তাঁহার জীবনের সহিত মাতৃভূমির অবশিষ্ট সুখশান্তি রসাতলে যাইবে, তাহা হইলে অল্পদিনের মধ্যেই মারবারের হৃদয়বিদারণ শোচনীয় দুরবস্থা

সংঘটিত হইত না। ভীষণ অন্তর্বিপ্লব ও পরপীড়নে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াও যে মরুস্থলী এতদিন স্থিরভাবে দণ্ডায়মান ছিল, শোবেসিংহের সেই দুর্নীতি হইতে তাহা সমূলে উৎপাটিত হইয়া পড়িল। তখন এক বিধর্ম্মী ও বিজাতীয় প্রচণ্ড শত্রু আসিয়া মারবারের চরণে যে কঠোর দাসত্বনিগড় বন্ধন করিল, তাহাতে মরুভূমির অস্থিমালা চূর্ণিত হইয়া গেল ;—মহারাজ শিবজির সাধনার ধন,—বীরকেশরী যোধরাওয়ের লীলানিকেতন বীরজননী মারবারভূমি নিতান্ত নির্জ্জীব ও নিস্পন্দ হইয়া পড়িল ;—তাহার সর্ব্বস্থল শোচনীয় মরুশ্মশানে পরিণত হইল। শোবেসিংহ ধন্ধুলের সম্বন্ধে তখন আর কোন আন্দোলন করিলেন না বটে ; কিন্তু তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। পোকর্ণে থাকিলে পাছে সেই বালক মানসিংহের হস্তে পতিত হয়েন, এই ভয়ে তিনি তাঁহাকে অধিকতর নিরাপদ স্থলে লইয়া গেলেন। ছত্রসিংহ নামা জনৈক ভট্টি সর্দ্দারের হস্তে তাঁহাকে অর্পণ করিয়া ক্ষেত্রীর অভয়সিংহের নিকট লইয়া যাইতে কহিলেন। ছত্রসিংহের সহিত ধন্ধুল ক্ষেত্রীনগরে উপস্থিত হইলে অভয়সিংহ তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া নিজ আশ্রয়চ্ছায়াতলে স্থান দান করিলেন। এইরূপে এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইয়া দুর্জ্জয় শোবেসিংহ স্বাভিমত কূট উপায় অবলম্বন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

পোকর্ণসর্দ্দার যেরূপ বীর, সেইরূপ চক্রী। তাঁহার কূটবুদ্ধি তদীয় রণদক্ষতা হইতে কিছুমাত্র ন্যূন নহে। মারবারের পূর্ব্ব অধিপতি ভীমসিংহ শিশোদীয় রাজনন্দিনী ললনারত্ন কৃষ্ণকুমারীর পাণি গ্রহণার্থ রাণার নিকট প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই প্রস্তাব গৃহীত হইতে না হইতে তিনি ইহলোক হইতে অন্তরিত হয়েন। চতুর চম্পাবৎসর্দ্দার এই সামান্য বিষয়কে নিজ অভীষ্টসিদ্ধির প্রধানতম সাধন বলিয়া গ্রহণ করিলেন। এই সময় জগৎসিংহ অম্বরের আধিপত্যে অধিরূঢ় ছিলেন। তিনি অতিশয় বিলাসপ্রিয়। শোবেসিংহ তাঁহারই নিকট গমন করিলেন এবং কৃষ্ণকুমারীর অসীম রূপলাবণ্যের বিষয় উল্লেখ পূর্ব্বক তাঁহার হৃদয়ে বিবাহতৃষা উদ্রিক্ত করিয়া দিয়া বলিলেন "মহারাজ! মৃত রাঠোররাজা ভীমসিংহ কৃষ্ণার পাণি গ্রহণার্থ উৎসুক হইয়া রাণার নিকট প্রস্তাব করিয়াছিলেন ; আপনি তাঁহা অপেক্ষা কোন অংশেই হীন নহেন ; অতএব আপনিও রাণার নিকট বিবাহপ্রস্তাব প্রেরণ করুন।" ইন্দ্রিয়াসক্ত জগৎসিংহ কৃষ্ণকুমারীর অলোকসামান্য রূপলাবণ্যের বিবরণ শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। অচিরে মহার্হ বিপুল উপঢৌকনের সহিত মিবারপতি ভীমসিংহের নিকট বিবাহপ্রস্তাব প্রেরিত হইল। চতুঃসহস্র সশস্ত্র সৈনিক সেই সমস্ত উপহারদ্রব্য রক্ষা করিতে করিতে প্রজাপতির দূত সমভিব্যাহারে উদয়পুরের অভিমুখে অগ্রসর হইল। এদিকে চতুর চম্পাবৎসর্দ্দার মানসিংহের নিকট উপস্থিত হইয়া জগৎসিংহের বিবাহপ্রস্তাব উল্লেখ পূর্ব্বক বলিলেন "রাজন্! আপনি মারবারের সিংহাসনে সমারূঢ় থাকাতে জগৎসিংহ যদি কৃষ্ণাকে লইয়া আইসেন, তাহা হইলে অনন্ত কালের জন্য আপনার নামে গভীর কলঙ্ক পড়িবে। আপনাকে বলা বাহুল্য যে, কৃষ্ণকুমারীর

বিবাহ সম্বন্ধ মরুস্থলীর সিংহাসনের সহিত স্থিরীকৃত হইয়াছিল. সে সিংহাসনে যে কেহ থাকিবেন, তিনিই সেই অমূল্য রমণীরত্নের অধিকারী।” মানসিংহ সদর্পে নিজ গুম্ফ মর্দ্দন করিয়া বলিলেন, “মানসিংহ জীবিত থাকিতে তুচ্ছ কচ্ছপ যাইয়া কৃষ্ণকুমারীকে হস্তগত করিবে; আমি এখনই তাহার সমস্ত সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিতেছি।” অচিরে যোধগড়ের সৌধশিরে প্রচণ্ড নির্ঘোষে নাকরা ধ্বনিত হইল। দেখিতে দেখিতে তিন সহস্র অশ্বারোহী সৈনিক দুর্গের প্রাচীরতলে সমবেত হইল। সেই সময়ে হীরাসিংহ নামা জনৈক রাজপুত মিবারের প্রান্তভাগে সদলে অবস্থিতি করিতেছিল। মানসিংহ তাহার সহিত একত্রিত হইয়া তদীয় বেতনভোগী সেনাদলের সহিত রাঠোরবাহিনীকে একত্রিত করিলেন এবং অম্বর সেনাদলের সম্মুখে আপতিত হইয়া তাহাদের গতিরোধ করিলেন। উপহারদ্রব্যাদি রাঠোরগণ কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইল। এই অচিন্তিতপূর্ব্ব দারুণ অবমাননায় নিরতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া জগৎসিংহ রাঠোররাজকে শাস্তিদানে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অল্পকাল মধ্যেই রাজ্যের সর্ব্বত্র এই মর্ম্মে ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইল যে, “যে কেহ অস্ত্রধারণে সক্ষম, যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া অবিলম্বে নগরতোরণে উপস্থিত হউক।”

রাজস্থানের রঙ্গভূমে এইরূপে একখানি শোকোদ্দীপক নাটকের প্রথম অঙ্কের অবতারণা করিয়া কূটমন্ত্রী শোবেসিংহ নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। আর কাহাকে ভয়? তিনি যে কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে যে অভীষ্ট সুচারুরূপে সিদ্ধ হইবে, তদ্বিষয়ে তাঁহার আর সন্দেহ রহিল না। এক্ষণে তিনি প্রকাশ্যভাবে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন এবং অচিরে ক্ষেত্রীনগরে উপস্থিত হইয়া ধঙ্কুলকে লইয়া জগৎসিংহের নিকট গমন করিলেন। অম্বররাজ তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া তাঁহার সহিত একপাত্রে ভোজন করিলেন। তখন ধঙ্কুলের শুদ্ধ জন্ম সম্বন্ধে কাহারও অণুমাত্র সন্দেহ রহিল না। জগৎসিংহের একটী ভগিনীর সহিত ভীমসিংহের বিবাহ হইয়াছিল। মারবার সিংহাসনে ধঙ্কুলের স্বত্ব সর্ব্বসমক্ষে সপ্রমাণ করিবার জন্য জগৎসিংহ নিজ বিধবা ভগিনীর ক্রোড়ে তাঁহাকে স্থাপন করিলেন।

সেই প্রকাশ্য সভাস্থলে সমবেত কুশাবহসর্দ্দারগণের সমক্ষে ধঙ্কুলের শুদ্ধ জন্ম ও স্বত্ব প্রমাণিত হইলে জগৎসিংহ তাঁহাকে নিজ ভাগিনেয় বলিয়া গ্রহণ করিয়া তাঁহার স্বত্ব সংরক্ষা করিতে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইলেন। তখন বিকানীরের অধিপতি এবং মারবারের প্রধান প্রধান সর্দ্দারগণ অপনৃপতির পক্ষ অবলম্বন করিলেন। বিকানীর রাজবংশ তৎকালে রাঠোরকুলের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। এক্ষণে সেই কুলের ধুরন্ধরকে অপনৃপতির পক্ষ অবলম্বন করিতে দেখিয়া প্রায় সমস্ত রাঠোরসর্দ্দারই রাজা মানসিংহের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া আসিল। মানসিংহ এক প্রকার নিঃসহায় হইয়া পড়িলেন। তথাপি তিনি নিরুৎসাহ হইলেন না। উৎসাহ ও অধ্যবসায় তাঁহার পিতৃপুরুষগণের দুইটী প্রধান গুণ। রাজা মান উপস্থিত সঙ্কটকালে সেই দুইটী গুণ অবলম্বন পূর্ব্বক যথাসাধ্য সেনাদল সংগ্রহ করিয়া শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার নিমিত্ত নগর হইতে বহির্গত হইলেন।

জগৎসিংহের বিশাল অনীকিনীর পক্ষে মানসিংহের সেনাদল মুষ্টিমেয়। অম্বররাজের প্রচণ্ডবাহিনী একলক্ষেরও অধিক সৈনিকে সংগঠিত। সেই লক্ষাধিক সৈন্যের উপর স্বয়ং জগৎসিংহ ও ধঙ্কুল অবস্থিত হইয়া রাঠোররাজকৃত কঠোর অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য ভীষণ উৎসাহের সহিত সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। এই ভয়াবহ সমরোদ্যোগের বিবরণ ভারতের মধ্যে এরূপ তুমুল আন্দোলন সমুদ্ভাবিত করিল যে, ভারতভূমির দূরতম প্রদেশ হইতে রাজন্যগণ সমাগত হইয়া এই প্রচণ্ড রণাভিনয়ে যোগদান করিতে লাগিল। কৃষ্ণার স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যের বিবরণ শ্রবণে অতি সামান্য রাজাও তল্লাভে সমুৎসুক হইয়া উঠিল, এবং আশার সোহাগে নানা সুখস্বপ্ন দেখিতে দেখিতে যথেচ্ছাক্রমে সেই প্রতিদ্বন্দ্বী নরপতিদ্বয়ের পক্ষ অবলম্বন করিল। এমন কি অর্থগৃধ্নু ও লুণ্ঠনপ্রিয় মহারাষ্ট্রীয়গণও অর্থলালসা ত্যাগ করিয়া, যাহার যে পক্ষ ইচ্ছা, দলে দলে পরিপুষ্ট করিতে লাগিল। জয়পুর মারবারাপেক্ষা সমৃদ্ধতর। অর্থাধিক্য দেখিয়া অথবা সেনাবল গণনা করিয়া হউক অধিকাংশ বিদেশীয় রাজন্য জগৎসিংহের পক্ষ অবলম্বন করিল। মানসিংহ তাহা দেখিলেন। তিনি ধীর ও অকম্পিত হৃদয়ে একবার নিজ বর্ত্তমান অবস্থা ভাবিয়া দেখিলেন;—দেখিলেন তাঁহার অদৃষ্টগগন ক্রমে ক্রমে ঘোর ঘনজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে;—তাঁহার বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজন প্রায় সকলেই ধঙ্কুলের পক্ষ সমর্থন করিয়াছে;—তাঁহার পঞ্চরঙ্গিনী পতাকা সান্ধ্য রবিরেখার ন্যায় অতি ম্লানভাবে তদীয় স্বল্প সেনাদলের উপর বিরাজ করিতেছে। এ নিরুৎসাহকর দৃশ্য দেখিয়াও মানসিংহ কিছুমাত্র হতাশ হইলেন না। সে সময়ে একজন বিপুল বলশালী রাজার প্রতি তাঁহার আশাভরসা নির্ভর করিতেছিল। সেই প্রতাপান্বিত নরপতি—হুলকার। ইংরাজবীর লর্ড লেকের ভ্রূকুটি ভয়ে মহারাষ্ট্রীয় বীর আত্মরক্ষার্থ সুদূর আটকপারে পলায়ন করিলে মানসিংহ তাঁহার স্ত্রীপুত্র ও পরিবারবর্গকে নিজ রাজ্য মধ্যে আশ্রয় দিয়াছিলেন। এই মহোপকারের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার অভিপ্রায়ে হুলকার রাজা মানকে আশ্বাস দিয়া পাঠাইলেন যে, আগামী কল্য তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইবেন। এই আশ্বাস বচনে নির্ভর করিয়া মানসিংহ শত্রুর বিপুল বলদর্শনেও নিরুৎসাহ হয়েন নাই। কিন্তু তাঁহার পরম বৈরী শোবেসিংহ সে আশা পূর্ণ হইতে দিলেন না। হুলকার সদলে মানসিংহের নবক্রোশ নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, এমন সময় শোবে ও জগৎসিংহ তাঁহার নিকটস্থ হইয়া বলিলেন "যদি আপনি এক্ষণে মানসিংহের পক্ষ পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে আপনাকে দশ লক্ষ টাকা অর্পণ করিব। আপনি কোটানগরে এ টাকা প্রাপ্ত হইবেন।" অর্থপিশাচ মহারাষ্ট্রীয়ের অর্থলিপ্সা বলবতী হইয়া তাঁহার হৃদয়ের ক্ষীণপ্রভা কৃতজ্ঞতাকে নিবাইয়া দিল। পাশবী প্রবৃত্তির নিকট স্বর্গীয়া প্রবৃত্তির বলিদান হইল। অমনি হুলকার দক্ষিণমুখ ফিরিয়া কোটার পথ আশ্রয় করিলেন। মানের আশালতা অঙ্কুরে বিদলিত হইল।

এইরূপে মানের সৌভাগ্যের দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া শোবে ও জগৎসিংহ তাঁহাকে দলিত করিবার জন্য তাঁহার সামান্য সেনাদলের উপর আপতিত হইলেন। রাজা মান

তখন গিঙ্গোলি নামক স্থানে শত্রুপক্ষের আগমন প্রতীক্ষায় সজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান ছিলেন। উভয় পক্ষে পরস্পরের সম্মুখীন হইবামাত্র রাঠোররাজের সর্দ্দারগণ অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল। ইহাতে তিনি মনে করিলেন বুঝি তাহারা স্ব স্ব সৈন্য সামন্ত লইয়া শত্রুর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে। কিন্তু কার্য্যে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ঘটিল। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া দূরে থাকুক, তাহারা তাঁহাকে বিদায়সূচক নমস্কার করিয়া জগৎসিংহের পক্ষ অবলম্বন করিল।

কামান গর্জ্জিয়া উঠিল। তদুদ্গীর্ণ নিবিড় ধূমপুঞ্জে রণস্থল আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। ক্রমে সেই অন্ধকার অপগত হইলে মানসিংহ সবিস্ময়ে দেখিলেন যে, চারিজন ভিন্ন আর সমস্ত রাঠোরসর্দ্দারই ধঙ্কুলের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে। এমন কি যে মৈরত্তীয়গণ রাঠোর রাজ্যের প্রধান সহায়; যাহাদের এই কঠোর চিরপ্রতিজ্ঞা যে, "রাঠোর সিংহাসনে যেকেহ থাকুক না কেন, আমরা প্রাণপণে সেই সিংহাসন রক্ষা করিব।" শতসহস্র কঠোর বিপদ সহ্য করিয়াও যাহারা এই প্রতিজ্ঞা এতকাল পালন করিয়া আসিয়াছে,—আজি রাজ্যের এই অনিবার্য্য অধঃপতন সময়ে তাহারাও রাঠোরপক্ষ পরিত্যাগ করিয়া গেল! সেই সময়ে কেবল কুচামন, আহোর, ঝালোর ও নিমজের সর্দ্দারচতুষ্টয় তাঁহার পক্ষে দৃঢ় রহিল। ধন্য মানসিংহের সাহস ও নির্ভীকতা! তিনি সেই চারিটী সামন্তসেনা এবং বুন্দিরাজ প্রেরিত সৈন্যদিগকে লইয়াই শত্রুর সেই প্রচণ্ড অনীকিনীর বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে চাহিলেন। কিন্তু তাঁহার সহকারী সর্দ্দারগণ তাঁহাকে আশু সংগ্রাম হইতে নিবর্ত্তিত করিল। ইহাতে মানসিংহের হৃদয়ে বিষম আত্মদ্রোহিতার উদয় হইল। শোকে—দুঃখে—কঠোর মর্ম্মবেদনায় তিনি একবারে অধীর হইয়া পড়িলেন, উন্মত্তের ন্যায় নিজ অদৃষ্টকে শত ধিক্কার প্রদান করিলেন এবং হস্তস্থ বন্দুক উদ্যত করিয়া আত্মহত্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন! তিনি আত্মনাশ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে কুচামনসর্দ্দার শিবনাথ তাঁহার হাত হইতে বন্দুকটী কাড়িয়া লইলেন। মানসিংহ একটি হস্তীর উপর আরূঢ় ছিলেন। শিবনাথ তাঁহাকে সেই গজাসন হইতে অবতারিত করিয়া নিজ তুরঙ্গটী অর্পণ করিলেন এবং তাঁহাকে যুদ্ধস্থল হইতে পলায়ন করিতে পরামর্শ দিয়া আপনারা তাঁহার রক্ষার্থ কৃতপ্রতিজ্ঞ হইলেন।

কুশাবহের সম্মুখে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে হইবে; এ চিন্তা রাঠোররাজ মানসিংহের হৃদয়ে কালবিষধরীর ন্যায় দংশন করিল। তাঁহার নয়ন হইতে দুইটী অশ্রুবিন্দু অলক্ষে পতিত হইল। শিবনাথের দিকে ফিরিয়া তিনি ভগ্নস্বরে বলিলেন "কাপুরুষ মানসিংহ রণস্থলে কচ্ছাবহকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া আজি সর্ব্বপ্রথম রাঠোর নাম কলঙ্কিত করিল" এবং বিলম্ব অবিধেয় বোধে এবং সর্দ্দারগণের উত্তেজনায় অবশেষে অশ্বে কষাঘাত করিয়া সমরক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলেন। সেইদিন প্রাতঃকালে তিনি যে স্থলে স্বীয় সেনাদল সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা পর্ব্বতশির নামক গিরিপথের অর্দ্ধ ক্রোশ সম্মুখে থাকাতে তাঁহার পলায়নের বিশেষ সহায়তা করিল। মানসিংহ

সেই সঙ্কীর্ণ গিরিবর্ত্মের দিকে অগ্রসর হইলেন। এদিকে শত্রুদল তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হওয়াতে তাঁহার সহকারী বুন্দি এবং বেতনভোগী হুন্দল খাঁর সেনাদল তাঁহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া অনুসরণের পথ প্রতিরোধ করিল। সেইস্থলে রাঠোরের সহকারী সেনাদলের অধিনায়ক উনিয়ারা সর্দ্দার অনুসরণকারী সৈন্যগণের সহিত অনেকক্ষণ ধরিয়া যুদ্ধ করিলেন। সেই অবসরে মানসিংহ নিরাপদে মৈরতা নগরে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু তাঁহার ধারণা হইল যে, তন্নগর দীর্ঘকালব্যাপী আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারিবে না। এই সংস্কার নিবন্ধন তিনি মৈরতা পরিত্যাগ করিয়া পিপারের অভ্যন্তর হইয়া রাজধানীতে উপনীত হইলেন। সে সময়ে সেই চারিজন মাত্র বিশ্বস্ত সর্দ্দার ও কতিপয় সৈনিক তাঁহার সঙ্গে আগমন করিয়াছিল। তাঁহার শিবির শত্রুগণ কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইল। সিন্ধিয়ার অন্যতম সেনাপতি বল্লরাও ইঙ্গলিয়া তৎপরিত্যক্ত অষ্টাদশ কামান হস্তগত করিল, এবং তাম্বু, গজ, ও সামান্য সামান্য তৈজস পত্রাদি মির খাঁর হস্তে পতিত হইল। এদিকে পর্ব্বতশির ও নিকটস্থ পল্লিসমূহ ভস্মে পরিণত হইয়া মানসিংহের শোচনীয় দুরবস্থার নিদর্শন স্বরূপ হইয়া রহিল

কূটমন্ত্রী শোবেসিংহের কুটিল কৌশল এইরূপে শনৈঃ শনৈঃ সাফল্য লাভ করিতে লাগিল। পলায়মান রাঠোররাজের পশ্চাদনুসরণ করিতে করিতে সেই সমবেত জয়পুর সেনা মৈরতা নগরে উপস্থিত হইলে জয়োৎফুল্ল জগৎসিংহ শোবেসিংহকে বলিলেন "অদৃষ্টদেব আপনার প্রতি সুপ্রসন্ন; এক্ষণে আপনারা তাঁহার সুপ্রসাদ ভোগ করুন; আমি আমার ভাগ্যধরী কৃষ্ণাকে লাভ করিতে উদয়পুরে যাত্রা করি।" তিনি গন্তব্যপথ আশ্রয় করিলেন, এদিকে শোবে মৈরতা নগরে দিবসত্রয় কাল যাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রতিশোধ-পিপাসা অনেক পরিমাণে পরিতৃপ্ত হইল। আজি পোকর্ণ সর্দ্দারের আনন্দের সীমা নাই; কিন্তু সেই আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্যেও তিনি ধঙ্কুলের কথা বিস্মৃত হয়েন নাই। মানসিংহ জীবিত থাকিতে ধঙ্কুল মারবারের সিংহাসন প্রাপ্ত হইবেন না। কিন্তু সেই মানসিংহ এক্ষণে আত্মরক্ষার্থ দূরে পলায়ন করিয়াছেন। তিনি যে যোধপুরে আবার আশ্রয় গ্রহণ করিবেন, তাহা শোবেসিংহ আদৌ মনে করেন নাই। তিনি ভাবিয়াছিলেন, মানসিংহ অরক্ষিত যোধপুরে আত্মরক্ষা অসম্ভব জানিয়া একবারে ঝালোরে পলায়ন করিবেন। এই ধারণা নিবন্ধন তিনি মৈরতাক্ষেত্রে তিন দিবস অতিবাহিত করিলেন। বস্তুতঃ তাঁহার ভাবীদর্শন সম্পূর্ণই সফল হইল। ঝালোরে আশ্রয় গ্রহণ করিবার অভিপ্রায়েই রাজা মানসিংহ তদভিমুখে ধাবমান হইলেন। তিনি বীরশিলপুর নামক নগরে উপস্থিত হইয়াছেন; এমন সময়ে তাঁহার সমভিব্যাহারী দাওয়ান জ্ঞানমল সিঙ্গবী বলিল "মহারাজ! ঝালোরে যাইলে নিরাপদ হইতে পারিবেন না। আর ঝালোরে যাইতেও অনেক বিলম্ব হইবে, কেননা তাহা এস্থান হইতে ষোল ক্রোশ;—কিন্তু যোধপুর নয় ক্রোশ মাত্র দূরে স্থিত। বিশেষতঃ যোধপুর রাজধানী; সেই রাজধানীতে যদি আপনি আত্মরক্ষা করিতে না পারেন, তবে আর কোথায় সক্ষম হইবেন? রাজধানীতে

থাকিয়া নিজ সিংহাসন রক্ষায় প্রবৃত্ত হইলে আপনি কখনই ব্যর্থমনোরথ হইবেন না।” এই উপদেশ যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রতীত হওয়াতে রাজা মানসিংহ পূর্ব্ব সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন এবং রাজধানীর অভিমুখে অগ্রসর হইয়া অল্প সময়ের মধ্যেই যোধপুরে উপস্থিত হইলেন। যোধপুরে উপস্থিত হইয়াই তিনি আত্মরক্ষার্থ আয়োজন করিতে লাগিলেন। পোকর্ণ সর্দ্দার যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহা সফল হইয়াও হইল না। তিনি যদি সেই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া মৈরতা নগরে বিলম্ব না করিতেন, তাহা হইলে মানসিংহকে আর যোধগিরির পাদপ্রস্থে পদার্পণ করিতে হইত না।

রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াই রাজা মানসিংহ আত্মরক্ষার্থ সেনাবল সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। হুন্দল খাঁর গোলন্দাজ সেনা হইতে তিন সহস্র, কৈমদাসের অধীনস্থ বৈষ্ণবী সেনা হইতে এক সহস্র এবং চৌহান, ভট্টি ও ইয়েন্দ প্রভৃতি অন্যান্য বিদেশীয় রাজপুতদিগকে একত্রিত করিয়া আরও এক সহস্র সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। এইরূপে পঞ্চসহস্র সৈন্য সংগৃহীত হইল। এই নবগঠিত সেনাদলের উপর তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। ইহাদের বল ও ভক্তির উপর নির্ভর করিয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সর্ব্বতোভাবে সক্ষম হইবেন। এই ধারণা ক্রমে এত দৃঢ় হইয়া উঠিল যে, তিনি হুন্দলের সেনাদল হইতে একাংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া ঝালোরদুর্গের দৃঢ়ীকরণ এবং সুদূর সিন্ধুনদতটস্থ অমরকোট নগরকে সৈন্ধবিদিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য এক এক ভাগকে উক্ত দুই স্থলে প্রেরণ করিলেন। অবশিষ্ট সেনা যোধদুর্গেই রহিল। শত্রুকুলের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য তাহারা দিবারাত্রি সজ্জিত হইয়া রহিল। মানসিংহ এক্ষণে সম্পূর্ণ নির্ভয় হইলেন এবং নির্ভীক চিত্তে শোবেসিংহের আক্রমণ প্রতিমুহূর্ত্তে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। আত্মীয় স্বজনবর্গের ব্যবহার দর্শনে তিনি তাহাদের সকলেরই প্রতি এতদূর বিরক্ত হইয়াছিলেন যে, স্বজন নামে শত অভিশাপ প্রদান করিতেন;—তাহাদের মুখাবলোকন করিতেও তাঁহার ইচ্ছা হইত না। সেই জন্যই তিনি বিদেশীয় সেনাদলের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাঠোর নামে তাঁহার এত ঘৃণা হইয়াছিল যে, যে সর্দ্দার চতুষ্টয় সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে এতদিন দিবারাত্রি তাঁহার সহিত একত্রে কাল যাপন করিয়া আসিলেন, আর সকলে শত্রুপক্ষ অবলম্বন করিলে যাঁহারা তাঁহাকে প্রাণান্তেও পরিত্যাগ করেন নাই; আজি রাজা মানসিংহ বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তাঁহাদিগেরও মুখাবলোকন করিতে চাহিলেন না। শত্রুকুল কর্তৃক নগর আক্রান্ত হইলে তাঁহারা তাঁহাকে সবিনয়ে নিবেদন করিলেন, “মহারাজ! অনুমতি করুন আমরা যোধরাওয়ের পবিত্র কাঙ্গরাগুলিকে রক্ষা করি।” কিন্তু রাজা তাঁহাদিগের কোন অনুনয় বিনয়ই গ্রাহ্য করিলেন না; বরং প্রত্যুত্তরে এই বলিলেন “তোমাদের ইচ্ছা হয়ত তোমরা নগর রক্ষা করিতে পার।” অকৃত্রিম প্রভুভক্তি ও বিপুল ত্যাগস্বীকারের কি এই পরিণাম? যাঁহারা শত্রুপ্রদত্ত শত সহস্র প্রলোভন অতিক্রম করিয়া, সমূহ ত্যাগ স্বীকার করিয়া তাঁহার প্রাণরক্ষার্থ অম্লান বদনে হৃদয়-শোণিত ত্যাগ করিলেন; যাঁহাদের সাহায্য না পাইলে সেই পর্ব্বতশিরের

গিরিবর্ত্মে তাঁহার মস্তক শৃগাল কুকুরের পদতলে অবলুণ্ঠিত হইত, আজি সময় পাইয়া সেই অসময়ের বন্ধুদিগকে রাজা মানসিংহ অকৃতজ্ঞ হৃদয়ে ত্যাগ করিলেন! সরল মৈত্রী ও অকপট প্রভুপরায়ণতার কি এই প্রতিদান! রাঠোর সর্দ্দার চতুষ্টয় নিরতিশয় মর্ম্মাহত হইলেন এবং রাজনামে শত অভিশাপ প্রদান করিয়া বিপক্ষ পক্ষের পুষ্টিসাধন করিলেন। এইরূপে রাজা মানসিংহ চারিটী পরমোপকারী মিত্র হারাইলেন।

অল্পদিনের মধ্যেই যোধপুর অবরুদ্ধ হইল। নগরের রক্ষণোপযোগী তত কিছু বিশেষ উপায় ছিল না; সুতরাং সামান্য উদ্যমেই শত্রুগণ তাহা অধিকার করিয়া লইল এবং লুটপাঠ করিয়া তাহার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিল। যোধপুরের পর ফিলোদী এবং তৎপরে অন্যান্য দুর্গ ও নগর ধঙ্কুলের হস্তগত হইল। ফিলোদীর সর্দ্দার তিনমাস ধরিয়া বিস্ময়কর বীরত্বের সহিত নিজ দুর্গ রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু আর অধিকদিন পারিলেন না। ধঙ্কুল তাহা হস্তগত করিয়া বিকানীররাজের পুরস্কার স্বরূপ তৎকরে সমর্পণ করিলেন। এইরূপে কেবল ফিলোদী ভিন্ন মারবারের আর সর্ব্বত্রই অপনৃপতির আধিপত্য স্থাপিত হইল; এবং তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণ আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া একমাত্র রাজধানীকে হস্তগত করিবার সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিল। তাহাদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস যে, যোধগড় তাহাদের হস্তে পতিত হইবে; তখন মানসিংহকে পদচ্যুত করিয়া ধঙ্কুলকে তাহারা মারবারের আধিপত্যে অভিষেক করিবে। এই আশার মোহনমন্ত্রে উৎসাহিত হইয়া তাহারা উৎফুল্ল হৃদয়ে মানসিংহের অধঃপতন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তাহাদের আশা পূর্ণ হইবার অনেক লক্ষণও দেখিতে পাওয়া গেল; কিন্তু একটী অচিন্তিতপূর্ব্ব ঘটনা সমুদ্ভূত হইয়া তাহাদের সকল চেষ্টা, সকল উদ্যম ব্যর্থ করিয়া দিল। তাহাদের আশালতা সমূলে উৎপাটিত হইল এবং তাহারা মানসিংহের নিধনার্থ যে কূটজাল রচনা করিয়াছিল, তাহা অবশেষে তাহাদিগেরই সংহার সাধন করিল।

ক্রমাগত ছয়মাস ধরিয়া যোধগড় অবরুদ্ধ হইয়া রহিল। দীর্ঘকালব্যাপী অবরোধেও রাজা মান কিছুমাত্র ভীত হইলেন না, বরং নিত্য নূতন উৎসাহের সহিত নানা প্রকার রণকৌশল অবলম্বন করিয়া অবরোধকদিগের সমস্ত চেষ্টা ও উদ্যম ব্যর্থ করিতে লাগিলেন। ছয়মাস পূর্ণ হইবার উপক্রম হইয়াছে, এমন সময়ে অপনৃপতির সেনানিক্ষিপ্ত ভীষণ গোলক প্রহারে দুর্গের ঈশান কোণ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাহারা সেই রন্ধ্রপথে আরোহণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু সেই ছিদ্র এত উচ্চে স্থিত যে, তাহাতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে চতুঃপঞ্চাশৎ হস্ত উচ্চ একটী দুরারোহ গিরিকূট আরোহণ করিতে হইবে। যাহা হউক, শত্রুগণ সেই দুর্গম প্রদেশেই আরোহণ করিতে উদ্যুক্ত হইল; কিন্তু তাহাদের সেনাদল বেতনের জন্য বিষম গণ্ডগোল উত্থাপন করিল। ঘোটকাদির খাদ্যদ্রব্য সমস্তই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। ভাণ্ডারে যব গোধূম বা তৃণাদি কিছুই নাই। অশ্বারোহীগণ স্ব স্ব তুরঙ্গগুলিকে লইয়া দক্ষিণবর্ত্তী দূর দূরান্তর জনপদসমূহে বিচরণ করিতে লাগিল। ইত্যবসরে আমির খাঁ নামক জনৈক ক্রুরচরিত মুসলমান সুযোগক্রমে রাজ্যের সমূহ অনিষ্টসাধন করিতে আরম্ভ করিল। অপনৃপতির সহকারী রাঠোর সর্দ্দার

ও সৈনিকদিগকে প্রধান সেনাদল হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে দেখিয়া সেই দুরাচার যবনসেনাপতি পল্লী, পীপার ও ভিলার প্রভৃতি নগরের অন্তর্বর্তী রাজকীয় ভূমিসমূহের উপর আপতিত হইয়া নিষ্ঠুর হৃদয়ে যুদ্ধপণ সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইল। যেসকল সর্দ্দার অপনৃপতির পক্ষ পরিপুষ্ট করিয়াছিল, তাহাদেরও ভূসম্পত্তি সমুদায় কঠোররূপে নিপীড়িত হইতে লাগিল। ইহাতে তাহারা নিতান্ত দুঃখিত হইয়া জগৎসিংহের নিকট স্ব স্ব মনোবেদনা জ্ঞাপন করিল। কিন্তু কে সেই দুরাচারের দৌরাত্ম্যের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিতে সক্ষম হইবে? রাজপুতজাতির দুরদৃষ্ট বশতঃ সেই পাষণ্ড মুসলমান রাজস্থানের ভাগ্যগগনে এক প্রচণ্ড ধূমকেতুরূপে উদিত হইল। দুঃখের বিষয় তৎকালে কেহই তাহার দুরাচরণের প্রতিরোধ করিতে পারিল না।

অবরোধক সৈন্যগণের অসন্তোষ দিন দিন বাড়িতে লাগিল। তাহারা বেতনের জন্য ক্রমে নিতান্ত উদ্ধত মূর্ত্তি ধারণ করিল। জগৎসিংহ বিষম সঙ্কটে পতিত হইলেন; কি উপায়ে যে, তাহাদের গণ্ডগোল নিবারণ করিবেন, তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে তাঁহার কোষাগার শূন্য হইয়া পড়িয়াছে; তাঁহার অনুপস্থিতি নিবন্ধন তদীয় রাজ্যও নানা প্রকার অমঙ্গলের আবাসস্থল হইয়াছে। নিজের ভবিষ্যৎ চিন্তায় আকুল হইয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন "কেনই বা পরের জন্য এত অনর্থকে আপনা হইতে গৃহে ডাকিয়া আনি?—এসকল অনর্থের মূল কে?—শোবেসিংহ।" জগৎসিংহ পোকর্ণ সর্দ্দারের প্রতি নিরতিশয় বিরক্ত হইলেন এবং তাঁহাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন "সৈন্যদিগের গণ্ডগোল আপনাকেই নিবারণ করিতে হইবে।" শোবে-সিংহ আপনার এবং নিজ অনুগত সর্দ্দার ও সামন্তগণের যথা সর্ব্বস্ব ব্যয়িত করিলেন, কিন্তু তাহাতেও সেই অগণ্য সৈন্যগণের বেতন সঙ্কুলান হইল না। অতঃপর তিনি অপরাপর সর্দ্দারের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। যে চারিজন সর্দ্দার মানসিংহের কৃতঘ্নতাবশতঃ তৎপক্ষ পরিত্যাগ করিয়া অপনৃপতির দলে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল; শোবে এক্ষণে উপায়ান্তর না দেখিয়া তাহাদিগের নিকট অর্থানুকূল্য যাচ্ঞা করিলেন; কিন্তু তাহারা এক কপর্দ্দকও দিতে স্বীকৃত না হইয়া অপনৃপতির পক্ষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক একবারে আমির খাঁর শিবিরে উপস্থিত হইল। আমির খাঁ এতদিন ধন্থুলের পক্ষে নিবিষ্ট ছিল; কিন্তু সেই সর্দ্দার চতুষ্টয়ের প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া সেই অর্থপিশাচ যবনসেনাপতি রাজা মানসিংহের পক্ষ অবলম্বন করিল। সর্দ্দারগণ তাহাকে বলিল যে, জয়পুর অরক্ষিত; সেই অবকাশে সে যদি তন্নগরকে আক্রমণ করিতে পারিত, তাহা হইলে বিপুল অর্থ ও মহামূল্য দ্রব্যাদি পাওয়া যাইত। দুর্বৃত্ত আমির খাঁর লালসা বাড়িয়া উঠিল। সে জয়পুর আক্রমণ করিবার নিমিত্ত গুপ্তভাবে আয়োজন করিতে লাগিল।

অচিরে এই জঘন্য ষড়যন্ত্র জগৎসিংহের কর্ণগোচর হইল। তিনি অমনি তাহাদের কুচক্র ব্যর্থ করিবার নিমিত্ত নিজ সেনাপতি শিবলালকে আদেশ করিলেন। শিবলাল অবিলম্বে সিংহবিক্রমে দুরাচার মিরখাঁর উপর আপতিত হইয়া তাহাদের কুতর্ক ভাঙ্গিয়া

দিলেন, এবং তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া লুনীনদীর অপর পারে তাড়িত করিলেন; পুনশ্চ গোবিন্দগড়ে * যাইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। তাঁহার সে আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া তাহারা হরশুরী নামক স্থলে পলায়ন করিল। গভীর রজনীযোগে শিবলাল সেস্থলেও তাহাদিগের উপর আপতিত হইলেন। সে স্থল হইতে পলায়ন করিয়া দুর্বৃত্ত যবনসেনাপতি জয়পুরের প্রান্তভাগস্থিত ফাগুগি নামক গ্রামে প্রবেশ করিল। বিজয়ী শিবলাল তাহার অনুসরণ পূর্ব্বক সে স্থলেও উপস্থিত হইলেন এবং শত্রুদিগকে পরাস্ত ও বিতাড়িত করিয়া আনন্দের সহিত জয়পুরের আনন্দোৎসবে যোগ দান করিলেন। দুর্দ্ধর্ষ যবনসেনাপতি আমির খাঁর উপর বারবার জয়লাভ করিয়া তিনি আত্মবিক্রমের সফলতায় আপনি চমৎকৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই আত্মপ্রসন্নতাই তাঁহার কাল হইল। আমির খাঁকে মারবার হইতে বিতাড়িত করিয়া শিবলাল মনে করিয়াছিলেন যে, নিজ কর্ত্তব্য সাধন করিয়াছেন; কিন্তু তিনি একবার স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, সেই চতুর যবনবীর তখনও দমিত হয় নাই। শিবলাল ফাগুগিগ্রামে নিজ সেনানিবেশ স্থাপন করিয়া যখন রাজধানীতে প্রতিগত হয়েন; আমির খাঁ তৎকালে টঙ্কের নিকটস্থ পীপ্লু নামক গ্রামে অবস্থিতি করিতেছিল। জয়পুরসেনাপতির রাজধানী-গমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সে মহম্মদ শা এবং রাজা বাহাদুরের প্রচণ্ড গোলন্দাজ সেনার সাহায্য গ্রহণ করিল এবং “হাইদ্রাবাদ রেশেলা” নামক সেনাদলকে হস্তগত করিয়া কুশাবহদিগের সেনানিবেশের উপর আপতিত হইল। রেশেলার বিচ্ছেদ এবং আপনাদের সেনাপতির অনুপস্থিতি নিবন্ধন জয়পুরসেনা অনেক পরিমাণে সহায়হীন হইয়াছিল বটে, তথাপি তাহারা প্রচণ্ড বিক্রমের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর বীর হীরাসিংহের গোলন্দাজ সেনা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। কুশাবহ সেনা পরাস্ত হইয়া ছত্রভঙ্গে ইতস্ততঃ পলায়ন করিল। তখন মির খাঁ তাহাদিগের শিবির লুণ্ঠন করিয়া অস্ত্র শস্ত্র এবং নানা দ্রব্যসামগ্রী অপহরণ করিয়া লইল।

কুশাবহ শিবির লুণ্ঠন করিয়াও দুর্দ্ধর্ষ মির খাঁ নিবৃত্ত হইল না। তাহার সমভিব্যাহারী সেই রাঠোর সর্দ্দার চতুষ্টয় তাহাকে জয়পুর আক্রমণ করিতে কহিল। ঐ চারিজন সর্দ্দারেরই ভুজবিক্রমে আমির খাঁ সেই যুদ্ধে জয়লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। সুতরাং সে তাহাদিগের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিল না। অচিরে জয়পুরের সিংহদ্বারে দুর্দ্ধর্ষ পাঠানের প্রচণ্ড তূর্য্যনিনাদ শ্রুত হইল। ভয়ে সমস্ত জয়পুর কাঁপিয়া উঠিল, নাগরিকগণ বিষম ভয়ার্ত্ত হইয়া আত্মরক্ষার্থ চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। জয়পুর বিজয়ী আমির খাঁকে মুক্তিপণ দিয়া তাহার সর্ব্বধ্বংসকর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিল।

---

* গোবিন্দগড় আজমিরের তিন ক্রোশ দূরে অবস্থিত। আকবরের সমসাময়িক মূলতমু রাঠোর উদয়সিংহের অন্যতম পৌত্র গোবিন্দসিংহ কর্ত্তৃক এই নগর স্থাপিত হইয়াছিল।

চতুর শোবেসিংহ স্তত যত্ন, পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করিয়া যে কৌশলজাল রচনা করিলেন, অবশেষে তাহাতে আপনিই ঘোরতর আবদ্ধ হইয়া বিপন্ন হইলেন। যেদিন দুর্বৃত্ত আমির খাঁ তাঁহাদের সমবেত মিত্রসেনা পরিত্যাগ করিয়া সেই রাঠোর সর্দ্দার চতুষ্টয়ের সহিত সম্মীলিত হইল, সেই দিন তাঁহার অদৃষ্টগগন গভীর ঘনজালে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। ক্রমে তাহা গভীরতর হইয়া বজ্রাগ্নি উদ্গীরণ পূর্ব্বক তাঁহারই সর্ব্বনাশ সাধন করিল। যে সকল নরপতি তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনের সহায়তা করিতে আসিয়াছিলেন, ত্যক্ত বিরক্ত হইয়া তাঁহারা অবশেষে তৎপক্ষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্ব স্ব সেনাদল লইয়া নিজ নিজ রাজ্যে প্রতিগমন করিলেন। বিকানীর ও শাপুরের রাজদ্বয় ইতিপূর্ব্বে স্ব স্ব রাজ্যে ফিরিয়া গিয়াছেন। এইরূপে দুই একজন করিয়া প্রায় সমস্ত রাজন্য ধঙ্কুলের পক্ষ পরিত্যাগ করিলে জয়পুরাধিপ জগৎসিংহ হঠাৎ শুনিতে পাইলেন যে, তাঁহার সেনাদল উন্মূলিত হইয়াছে এবং কতিপয় রাঠোর সৈনিক লইয়া দুর্দ্ধর্ষ মির খাঁ জয়পুর অবরোধ করিয়াছে। এই সমাচার জয়পুরের রাজমাতা কর্ত্তৃক অনেক দিন পূর্ব্বে জয়পুরের প্রধান মন্ত্রী রায় চাঁদের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল; কিন্তু তিনি চতুর শোবের কুহকে পতিত হইয়া এতদিন জগৎসিংহকে তাহা জ্ঞাপিত করেন নাই। কিন্তু সত্য বিবরণ আর কতদিন প্রচ্ছন্ন থাকিবে? রাজধানী অবরুদ্ধ হইল; দূতের পর দূত তীব্রগামী তুরঙ্গে আরোহণ করিয়া জগৎসিংহের নিকট আসিতে লাগিল। একদিন,—দুইদিন—তিনদিন গোপন করিতে করিতে অবশেষে চতুর্থ দিবসে সমস্ত সমাচার রাজার গোচরিত হইল। ক্রুদ্ধ—বিরক্ত—আত্মরক্ষার্থ ভীত হইয়া তিনি অবরোধ ত্যাগ করিলেন এবং যোধপুর-লব্ধ লুণ্ঠিত দ্রব্যসামগ্রী স্বীয় সর্দ্দারদিগের সহিত অগ্রে প্রেরণ করিয়া মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতিদিগকে * নিকটে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাহাদিগের সহায়তা ভিন্ন আত্মরক্ষা অসম্ভব জানিয়া ভীরুস্বভাব জগৎসিংহ তাহাদিগকে সাগ্রহে বলিলেন "আমাকে নিরাপদে আমার রাজধানীতে রাখিয়া আসুন, আমি আপনাদিগকে বার লক্ষ টাকা পুরস্কার দিব।" আপনার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তিনি এতদূর ভীত ও ব্যাকুল হইয়াছিলেন যে, যাহার তাহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এমন কি যে পাষণ্ড পাঠান তাঁহার সেই দুর্দশার প্রধানতম কারণ, তিনি তাহাকেই ৯০০,০০০ নয়লক্ষ টাকা দিয়া বিনয় করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে, যেন সে তাঁহার পলায়নের পথ রোধ না করে। বাস্তবিক, সে সময়ে তাঁহার দুর্দশার সীমা ছিল না। তাঁহার বিশাল সেনাদলের অধিকাংশ শত্রুহস্তে পতিত। যে কতিপয়

---

* বাপু সিন্ধিয়া ও বলরাও ইঙ্গলিয়া তৎসহ জিন ব্যাপ্টিষ্টের গোলন্দাজ সেনা; ইহারা সকলেই সিন্ধিয়ার অনুগত। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভকালেই এই ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। মহাত্মা টড সাহেব সেই সময়ে সিন্ধিয়ার শিবিরে উপস্থিত ছিলেন এবং স্বচক্ষে সেই মহারাষ্ট্রীয় সেনাকে যাত্রা করিতে দেখিয়াছিলেন। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে তিনি একটী ভৌগলিক পর্য্যটনে বহির্গত হইয়া জয়পুরে প্রবেশ পূর্ব্বক জয়পুর সেনার শোচনীয় ধ্বংসাবশেষ অবলোকন করেন। তিনি বলেন যে, সেই নগরের চতুঃপার্শ্বস্থ বালুকারাশির উপর সেই সমস্ত হতভাগ্য অশ্বারোহিদিগের ভস্মরাশি এবং তাহাদের বাহনগণের অস্থিমালা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। হায়! তাহারা বেতনাভাবে অনশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল।

সৈন্য অবশিষ্ট ছিল; তাহারাও প্রতি পদে দলিত ও বিত্রাসিত; স্বরাজ্যের অভিমুখে ধাবিত হইয়া তিনি যেখানে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছেন, দুরন্ত শত্রুদল তাঁহার উপর আপতিত হইয়া তাঁহার দ্রব্যসামগ্রী লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছে,—তাঁহার পটগৃহসমুদায়কে অগ্নিসাৎ করিয়াছে। ক্রমে তাঁহার নিজের জীবনপর্য্যন্তও বিপন্ন হইয়া উঠিল। তিনি যে হস্তিতে আরূঢ় ছিলেন, তাহার মন্দগতি নিবন্ধন তিনি নিরতিশয় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন এবং তাহাকে দ্রুতবেগে চালিত করিবার জন্য বারম্বার কঠোর অঙ্কুশাঘাত করিতে লাগিলেন। বিষম প্রহারে বিকট আর্ত্তনাদ ত্যাগ করিয়া সেই প্রচণ্ড রণমাতঙ্গ যথাসাধ্য দ্রুতবেগে ধাবিত হইল। কিন্তু জগৎসিংহের তাহাতে তৃপ্তি হইল না। অবশেষে কোন উপায় না দেখিয়া তিনি স্বহস্তে সেই নিরীহ হস্তীকে সংহার করিলেন।

কিন্তু ইহাতেও তাঁহার শোচনীয় দুর্দ্দশার অবসান হইল না; ইহাতেও তাঁহার শত্রুগণের রোষবহ্নির শান্তি হইল না। যে চারিজন রাঠোরসর্দ্দার মানসিংহের অদৃষ্ট স্রোত স্বহস্তে ফিরাইয়া দিল, তাহারা দেখিল যে, জগৎসিংহ যোধপুরের লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি লইয়া যদি স্বরাজ্যে প্রবেশ করেন, তাহা হইলে রাঠোরকুলের কলঙ্কের সীমা পরিসীমা থাকিবে না। যে কুশাবহদিগকে তাঁহারা হীনসাহস ও দুর্ব্বল বলিয়া ঘৃণা করেন, সেই কুশাবহগণ রাঠোরের অনন্ত কলঙ্ক নিদর্শন লইয়া যে, জয়পুরে প্রবেশ করিবে, ইহা রাঠোরসর্দ্দারগণের সহ্য হইবে না। অতএব যাহাতে তাহারা সেই সমস্ত লুণ্ঠিত দ্রব্য লইয়া আপনাদের রাজধানীতে প্রবেশ করিতে না পারে, তাহাই করিবার নিমিত্ত সেই সর্দ্দার চতুষ্টয় স্ব স্ব সৈন্যসামন্ত একত্রিত করিয়া মৈরতা নগরের দশক্রোশ পূর্ব্বস্থিত একটী গ্রামে জগৎসিংহের পথ রোধ করিয়া দণ্ডায়মান হইল। রাঠোরকুলের পূর্ব্বতন দেওয়ান ইন্দুরাজ সিঙ্গবী * রাঠোরসেনার অধিনায়কত্বে স্থাপিত হইয়া কুশাবহদিগকে আক্রমণ করিলেন। সেই পথিমধ্যে উভয়দলে কিছুক্ষণের জন্য ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হইল। কচ্ছাবহগণ রাঠোরদিগের প্রচণ্ড বিক্রম প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া ছত্রভঙ্গে চারিদিকে পলায়ন করিল। অপহারকের অপহৃত চল্লিশটী কামান ও অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী বিজয়ী রাঠোরগণের হস্তে পতিত হইল। তাহারা তৎসমস্ত পুনর্লব্ধ দ্রব্যজাত কুচামন দুর্গে রক্ষা করিল।

জয়োল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া রাঠোরগণ মিরখাঁর উদরপূর্ত্তির জন্য কিষণগড়ের অধিপতির নিকট অর্থানুকূল্য প্রার্থনা করিলেন। কিষণগড়াধিপতি যদিও রাঠোর, তথাপি তিনি বিগত বিপ্লবকালে সম্পূর্ণ নিঃসংস্রব ভাবে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে তিনি রাঠোরসর্দ্দারগণের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। অচিরে দুই লক্ষ মুদ্রা

* রাজা মানের পূর্ব্ববর্ত্তী দুইটী নরপতির সময়ে ইনি দেওয়ান পদে অভিষিক্ত ছিলেন। কিন্তু মানসিংহের অবিশ্বাস বশতঃ মর্ম্মাহত হইয়া সেই সর্দ্দার চতুষ্টয়ের ন্যায় তৎপক্ষ পরিত্যাগ করিয়া শত্রুপক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইহাতে যে পাপ হইয়াছিল, এক্ষণে তিনি মানসিংহের শত্রুকুলের হৃদয়-শোণিতে তাহা ধৌত করিয়া রাজানুগ্রহ লাভ করিলেন।

আমির খাঁর হস্তে অর্পিত হইল। কিষণগড়ের নৃপতি প্রদত্ত এই বিপুল অর্থ প্রাপ্ত হইয়া অর্থগৃধ্নু আমির খাঁ সন্তুষ্ট হইল এবং রাজা মানসিংহের স্বার্থসংরক্ষণে প্রতিজ্ঞা করিয়া যোধপুরে আগমন করিল। সেই সর্দার চতুষ্টয় তাহার পূর্ব্বে রাজধানীতে উপস্থিত হইল। রাজা মান তাহাদের প্রগাঢ় রাজভক্তির আর একটী দৃঢ়তর নিদর্শন দেখিয়া আনন্দাশ্রুসিক্ত হৃদয়ে সাদরে তাহাদিগকে ধারণ করিলেন এবং তাহাদিগের সমস্ত দোষ মার্জ্জনা করিয়া তাহাদিগের সমস্ত ভূমিসম্পত্তি প্রত্যর্পণ করিলেন। সিঙ্ঘী ইন্দুরাজ ও রাজার নিকট ক্ষমা প্রাপ্ত হইয়া রাঠোর সেনার অধিনায়কপদে অভিষিক্ত হইলেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

যোধপুরে মিরখাঁর অভ্যর্থনা ;—পোবের দল-উন্মূলনার্থ উদ্যম ;—রাজার সহিত উষ্ণীশ পরিবর্ত্তন ;—নাগোরে তাহার গমন ;—পোবের সহিত সাক্ষাৎ ;—অপনৃপতির রক্ষার্থ শপথ গ্রহণ ;—রাজপুত সর্দ্দারগণের হত্যা ;—অপনৃপতির পলায়ন ;—আমিরখাঁর নাগোর লুণ্ঠন ;—রাজা মানসিংহের নিকট ১০,০০,০০০ টাকা প্রাপ্তি ;—জয়পুর বিপ্লব ;—বিকানীর আক্রমণ ;—মারবারে মিরখাঁর প্রভুত্ব ;—নিজ পাঠান সেনা দ্বারা নাগোরকে দৃঢ়ীকরণ ;—নিজ সেনাপতিদিগকে ভূমিসম্পত্তি দান ;—নওয়া ও শম্বরের লবণ হ্রদ হস্তগতকরণ ;—মন্ত্রী ইন্দুরাজ এবং পুরোহিত দেবনাথের হত্যা ;—রাজা মানসিংহের চিত্তবিকার ;—তাঁহার নিভৃত নিবাস ;—নিজ পুত্র ছত্রসিংহের অভিষেকার্থ রাজ্য ত্যাগ ;—দুষ্প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার মৃত্যু ;—রাজা মানের উন্মাদ রোগ বৃদ্ধি ;—ইহার কারণাবলী ;—রাজ্যে সামন্ততান্ত্রিক শাসন ;—ব্রিটিষের সার্ব্বজনীন প্রভুতা ;—ছত্রসিংহের শাসনকালে মারবারের সহিত ব্রিটিষের সন্ধি ;—ছত্রসিংহের মৃত্যুর পর ইদরের রাজকুলে রাজ্যশাসন ন্যাস ;—প্রত্যাখ্যান ;—কারণ ;—শাসনভার পুনগ্রহণার্থ রাজা মানের প্রতি প্রার্থনা ;—তাঁহার কল্পিত উন্মাদ রোগের প্রমাণ ;—সন্ধিপত্রের কয়েকটী প্রতিজ্ঞায় তাঁহার অসন্তোষ ;—যোধপুরে জনৈক ব্রিটিষ কর্ম্মচারীর আগমন ;—দাওয়ানী বিভাগের অলিচাঁদ ;—পোকর্ণের সলিমসিংহের প্রধান মন্ত্রিপদে অভিষেক ;—ফতেরাজের প্রতিবাদ ;—রাজার অধীনে ব্রিটিষ সেনা রাখিবার প্রস্তাব ;—রাজার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করণ ;—ইহার হেতু ;—আজমিরে ব্রিটিষ এজেন্টের প্রতিগমন ;—রাজা মানের সভায় একজন চিরস্থায়ী এজেন্টের অভিষেক ;—এজেন্টের যোধপুরে আগমন ;—রাজধানীর অবস্থা ;—রাজার সহিত সাক্ষাৎ ;—যোধপুর হইতে এজেন্টের বিদায় গ্রহণ ;—সামন্ত সমিতির ভূমি সম্পত্তির ক্রোক ;—রাজা মানসিংহের পুনর্মনোবিকার ;—তাঁহার কুটিল কপটতা ;—ষড়যন্ত্রী দলের প্রতিবাদ ;—তাহাদের সম্পত্তি ক্রোক ;—তাহাদের লোমহর্ষণ মৃত্যু ;—ক্রোক হইতে বিপুল ধনোদ্ধার ;—রাজা মানের শোণিততৃষা ;—সর্দ্দারদিগকে কারাবদ্ধ করিবার অপারগতা ;—নিমজ সর্দ্দারকে আক্রমণ ;—তাঁহার বিক্রান্ত আত্মরক্ষা ;—তাঁহার বিনাশ ;—পোকর্ণ সর্দ্দারের পলায়ন ;—ফতেরাজের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ ;—তৎপ্রতি রাজা মানের উপদেশ ;—নিমজ আক্রমণ ;—নিমজ অধিকার ;—রাজা মানের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ;—বেতন ভোগী সেনাপতির মহানুভাবুকতা ;—মারবারের সর্দ্দারগণের স্বেচ্ছাপূর্ব্বক নির্ব্বাসন স্বীকার ;—পারিপার্শ্বিক নৃপতিগণের নিকট আশ্রয় প্রাপ্তি ;—আনরসিংহের প্রতি রাজা মানের ঘোর কৃতঘ্নতা ;—ব্রিটিষ গবর্ণমেন্টের নিকট নির্ব্বাসিত সর্দ্দারগণের আবেদন ;—স্বরাজ্য বিধিবদ্ধকরণে মানের সুযোগ ত্যাগ ;—সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

অপনৃপতি ধন্থুলের অদৃষ্টদ্বারে অর্গলবদ্ধ করিয়া দুরন্ত আমির খাঁ যোধপুরে আগমন করিল। রাজা মান তাহাকে বিশেষ আদর ও সম্মানের সহিত গ্রহণ করিলেন ; তাহার

বাসার্থ দুর্গমধ্যে একটী প্রাসাদ নির্দ্দিষ্ট হইল; তাহার হস্তে মহামূল্য উপহার দ্রব্যাদি অর্পিত হইল। ইহাতেও মান রাজা ক্ষান্ত হইলেন না। আমির খাঁকে উৎসাহিত করিবার জন্য তিনি আশ্বাস দিয়া বলিলেন "যদি আপনি শোবেকে দমন করিতে পারেন, তাহা হইলে আপনাকে ভবিষ্যতে আরও পুরস্কার দিব।" আমির খাঁ তাঁহার সম্মুখে শপথ করিয়া বলিল যে, সে শোবেসিংহের বিদ্রোহের শাস্তি দান করিবেই করিবে। তাহাকে শপথ গ্রহণ করিতে দেখিয়া রাজা মান তৎপ্রতি যারপর নাই সন্তুষ্ট হইলেন, এবং সেই পাঠান, শোবেসিংহের বিনাশোপযোগী, যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিল, তাহা সম্পূর্ণ সমীচিন বলিয়া বোধ হওয়াতে মান তাহাকে বন্ধুভাবে আলিঙ্গন করিলেন। অমনি পরস্পরের মধ্যে উষ্ণীশ পরিবর্ত্তন হইল; এবং আমির খাঁ নিজ খৎ গুলির পরিশোধ করিবার নিমিত্ত রাঠোর রাজের নিকট অগ্রিম স্বরূপ তিন লক্ষ টাকা পাইল।

যে দিন মানসিংহ দুর্দ্ধর্ষ পাঠান আমির খাঁর সহিত এইরূপ বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন, সেইদিন শোবেসিংহের আশালতা সমূলে উৎপাটিত হইয়া পড়িল, এবং তিনি মির খাঁকে জড়িত করিবার অভিপ্রায়ে যে কৌশলজাল রচনা করিতেছিলেন, তাহা অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিতে লাগিল। যোধপুরের অবরোধ ত্যাগ করিয়া পোকর্ণ সর্দ্দার অপনৃপতিকে নাগোরদুর্গে লইয়া গেলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া তিনি ভবিষ্যৎ সাফল্যের উপায় কল্পনা করিতেছিলেন, এমন সময়ে একদা আমির খাঁর নিকট হইতে একটী দূত আসিয়া জ্ঞাপন করিল আমির খাঁ নাগোরের পাঁচ ক্রোশ দূরবর্ত্তী মুণ্ডিয়াবার নামক নগরে অবস্থিতি করিতেছেন; এক্ষণে তিনি নিবেদন করিয়াছেন যে, "যদি আপনারা তাঁহাকে নাগোরের পির টর্কিনের * মস্‌জিদে একবার ঈশ্বরারাধনা করিতে দেন, তাহা হইলে তাঁহাকে বড়ই বাধিত করা হয়।" শোবেসিংহ যবন সেনাপতির অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। অনন্তর আমির খাঁ কতিপয় অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে নিজ শিবির পরিত্যাগ পূর্ব্বক নাগোরে প্রবেশ করিল এবং ভজনাদি সমাপনান্তর শোবেসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল। নানা বিষয়ের কথোপকথনের পর আমির খাঁ বিদায় লইবার সময় কল্পিত দুঃখ সহকারে ধীরে ধীরে বলিল "আমি প্রতারিত হইয়াছি; রাজা মান যে, আমাকে এরূপ সামান্য পুরস্কার দিবেন, তাহা আমি ভাবি নাই। আগে জানিলে আমার সেনাদলকে উপযুক্ত লোকের সাহায্যে নিয়োগ করিতে পারিতাম।" শোবের লালসা বাড়িয়া উঠিল। তিনি আগ্রহে খাঁকে বলিয়া উঠিলেন "আপনি কিরূপ পণ প্রার্থনা করেন, প্রকাশ করিয়া বলুন; আমি তাহা দিতে প্রস্তুত আছি এবং আপনার সম্মুখে বলিতেছি যে, যে দিন আপনি ধঙ্কুলকে যোধপুরের গদিতে স্থাপন করিবেন, সেই দিন আপনাকে বিশ লক্ষ টাকা দিব।" খাঁ এই প্রস্তাবে সম্মত হইল এবং কোরাণের দিব্য লইয়া প্রতিজ্ঞা-পত্র স্বাক্ষর করিল, এমন কি পাছে তাহার প্রতি শোবে কোন প্রকারে সন্দেহ করেন, এই আশঙ্কায়

* রাঠোরবীর ভক্তসিংহ মারবারের সমস্ত মস্‌জিদগুলিকেই ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলেন, একমাত্র এই টর্কিন মস্‌জিদটী তাঁহার রোষানল হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিল।

তাঁহার সহিত উষ্ণীষ পরিবর্ত্তন করিল। অনন্তর পোকর্ণ সর্দ্দার তাহাকে ধঙ্কুলের নিকট লইয়া গেলেন। তথায় নানা প্রকার উপহার প্রাপ্ত করিয়া পাঠানবীর সগর্ব্বে বলিল "আপনার জন্য আমি জীবন পর্য্যন্ত পণ করিলাম; আমাকে মনে রাখিবেন।" তাহার এই আপাতমধুর মধুমাখা বাক্যে ধঙ্কুল মোহিত হইলেন। উল্লাসে তাঁহার হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। প্রতিক্ষণে মনোমধ্যে আশার নানা প্রকার মোহিনী মূর্ত্তি উদিত হইতে লাগিল। অতঃপর বিদায় লইয়া হতভাগ্য ধঙ্কুলের সর্ব্বনাশ কল্পনা করিতে করিতে দুরাচার আমির খাঁ নিজ শিবিরে প্রতিগত হইল।

পরদিন প্রাতে (১৯শে চৈত্র সম্বৎ ১৮৬৪) আমির খাঁ শোবে ও ধঙ্কুলকে নিমন্ত্রণ করিল। ধঙ্কুল ও শোবে প্রধান প্রধান সর্দ্দার ও প্রায় পঞ্চশত অশ্বারোহী সৈনিক সমভিব্যাহারে মুন্দিয়াবারে উপস্থিত হইলেন। দুরাচার আমির খাঁ যে, বিশ্বাসঘাতকতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া তাঁহাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিবে, তাহা তাঁহারা আদৌ জানিতে পারেন নাই। উৎসবে সংলিপ্ত হইয়া তাহার মনস্তুষ্টি সাধন করিবেন বলিয়াই তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক নিঃসন্দেহ চিত্তে তদীয় শিবিরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাহার শিবিরের মধ্যে একটী বিস্তৃত পটগৃহ স্থাপিত। সেই তাম্বুর চারিদিকে কামান সজ্জিত; কামানগুলি বারুদ ও গোলায় পরিপূর্ণ। পবিত্র ও বিশ্রব্ধ হৃদয়ের এইরূপ জঘন্য প্রতিদান করিবার সমস্ত পৈশাচিক আয়োজন করিয়া পাপিষ্ঠ পাঠান স্বীয় পটগৃহের বহির্দ্বারে বিচরণ করিতেছিল, এমন সময়ে শোবেসিংহ সদলে যাইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। আমির খাঁ সহাস্য বদনে প্রসারিত হস্তে অতি সমাদর সহকারে তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিল। তাহার সসম্মান অভ্যর্থনায় ধঙ্কুল ও পোকর্ণ সর্দ্দার যারপর নাই প্রীত হইলেন; কিন্তু তাঁহারা ঘুণাক্ষরে বুঝিতে পারিলেন না যে, সেই আপাতমধুর অভ্যর্থনার ভিতর বিষাক্ত তীক্ষ্ণ ছুরিকা সংগুপ্ত রহিয়াছে। বিশ্বাসঘাতক মির খাঁ তাঁহাদিগকে সকল প্রকারে সন্তুষ্ট করিবার জন্য পুনর্ব্বার ধঙ্কুল ও শোবেসিংহের সহিত উষ্ণীষ পরিবর্ত্তন করিল।

যথাকালে উৎসব আরব্ধ হইল। সুসজ্জিত সভাস্থলে নিজ সর্দ্দার ও অন্যান্য দর্শকদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া ধঙ্কুল বিশিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলেন। দুর্বৃত্ত পাঠান তাঁহার অতি নিকটে সমাসীন। দেখিতে দেখিতে নৃত্যকুশলা কোকিলকণ্ঠী নর্ত্তকী ও গায়িকাগণ সেই সুন্দর সভাস্থলে প্রবেশ করিয়া নৃত্যগীত আরম্ভ করিল। তাহাদের কলকণ্ঠনিঃসৃত মনোমোহন গীতালাপনে সকলেই মোহিত হইয়া তাহাদিগকে অসংখ্য সাধুবাদ দান করিতে লাগিল। ইত্যবসরে আমির খাঁ গাত্রোত্থান করিয়া বিনয়নম্রবচনে মুহূর্ত্তকালের জন্য নিজ অতিথিদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল। কিন্তু সে যে, সকলের সর্ব্বনাশ করিবার অভিপ্রায়ে সেই সময়ে সভাস্থল হইতে বহির্গত হইল, তাহা কেহ বুঝিতে পারিল না। তাহারা সকলেই সেই উৎসবে নিমগ্ন হইয়া রহিল। ক্ষণকাল পরেই বাদ্যকরগণ অকস্মাৎ "দাগ্‌দা" "দাগ্‌দা" করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। অমনি সেই পটগৃহ সহসা উৎখাত অট্টালিকাবৎ সেই সুবিশ্বস্ত রাজপুতগণের মস্তকোপরি পতিত

হইল। অমনি কামানাবলি অনন্ত গোলকপুঞ্জ উদ্গার করিয়া ভীমরবে গর্জ্জিয়া উঠিল; ধূমে ধূমে সমস্ত প্রদেশ সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। সেই নিবিড় ধূমপটলের মধ্যে ছিন্ন পটগৃহের বিস্তৃত ঘন বসনে জড়িত হইয়া নিরপরাধ বিশ্বস্ত রাজপুতগণ প্রাণ ত্যাগ করিলেন। এইরূপে বেয়াল্লিশ জন সর্দার নিহত হইলেন। পাষণ্ড আততায়ী যবন গোবে প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সর্দারগণের ছিন্নমুণ্ড রাজা মানের চরণে উপহার দিল! তাঁহাদের অনুচরগণ প্রাণরক্ষার্থ দূরে পলায়ন করিল, কিন্তু সেই বিশ্বাসঘাতক মুসলমানের রক্তপিপাসু হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইল না। সে দুরাচার তাহাদিগের অনুসরণ করিয়া অসিপ্রহারে অথবা গোলকাঘাতে তাহাদিগকে সদলে সংহার করিল। তাহার সর্ব্বসংহারক হস্ত হইতে দুর্ভাগ্য অগনৃপতি ও কতিপয় সৈনিক রক্ষা পাইয়াছিলেন। ধকুল সেই পাপ মুন্দিয়াবার হইতে পলায়ন করিয়া নাগোরে উপস্থিত হয়েন; কিন্তু শত্রুবিরুদ্ধে সেস্থলে আত্মরক্ষা অসম্ভব জানিয়া তন্নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থানান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পাপিষ্ঠ আমির খাঁ তাঁহার অনুসরণ পূর্ব্বক নাগোরে প্রবেশ করিল এবং তত্রত্য সমস্ত ধনরত্ন ও দ্রব্যজাত লুণ্ঠন করিয়া লইল। এইরূপে ধকুলের সমস্ত সামগ্রী, এমন কি রাজা ভক্তসিংহের বিপুল ধন ও নানা প্রকার অস্ত্রশস্ত্র এবং তৎসম্বলিত তিনশত কামান হস্তগত করিয়া দুর্বৃত্ত পাঠান নিজ অধিকৃত শম্বর ও অপরাপর দুর্গে প্রেরণ করিল।

পাপাবী বিশ্বাসঘাতকতার অবলম্বনে আতিথেয়তার এইরূপ একটী জঘন্য ও লোমহর্ষণ আদর্শ জগৎ সমীপে স্থাপন করিয়া পাপিষ্ঠ আমির খাঁ যোধপুরে উপস্থিত হইল। রাজা মান তাহাকে আনন্দাশ্রুসিক্ত বক্ষে ধারণ করিয়া তাহার সেই পৈশাচিক আচরণের পুরস্কার স্বরূপ দশ লক্ষ টাকা এবং মুন্দিয়াবার ও কুচিলাবাস নামক দুইটী নগর অর্পণ করিলেন। উক্ত দুইটী নগরই বিশেষ সমৃদ্ধ;—উহাদিগের বার্ষিক আয় ত্রিশ হাজার টাকা। এতদ্ভিন্ন তাহার ভরণার্থ প্রত্যহ এক শত মুদ্রা নির্দ্ধারিত হইল। এইরূপে অতি জঘন্য দুরাচরণের জঘন্য পুরস্কার দান করিয়া রাজা মান একপ্রকার নিষ্কণ্টক হইলেন। তাঁহার পরম বৈরী গোবে সিংহ নিজ দলবলের সহিত নিহত হইলেন; তাঁহার সমস্ত বিঘ্ন বিপদ যেন কোন দৈববলে সহসা অন্তরিত হইল; কিন্তু যে পিশাচোচিত উপায় অবলম্বন করিয়া তিনি শত্রু নাশ করিলেন, তাহাতে তাঁহার আপনার ও স্বদেশের শিরে অনন্ত অমঙ্গল পাতিত হইল। গোবের মৃত্যুতে তিনি আপাততঃ নিষ্কণ্টক হইলেন বটে, কিন্তু যে ভীষণ কণ্টক তাণবক্ষের আবরণে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হইতেছিল, তাহা তিনি জানিতে পারিলেন না। হীনতম জঘন্য উপায়ে গোকর্ণসর্দ্দার ও তদীয় বন্ধুবান্ধবদিগকে সংহার করিয়া তিনি তাঁহার সহকারী অন্যান্য রাজাদিগকে শাস্তিদানে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অনতিবিলম্বে মির খাঁ সদলে জয়পুর নগর আক্রমণ করিল। জয়রাজ তাহার আক্রমণ ব্যর্থ করিতে পারিলেন না। তাঁহার হাস্যময় বিশাল রাজ্য নিষ্ঠুর পাঠানের দুর্বৃত্ততায় অচিরে একটী বীভৎস মরুশ্মশানে পরিণত হইল। অতঃপর মানসিংহ বিকানীর রাজের শোণিতে স্বীয় প্রচণ্ড

প্রতিশোধ-পিপাসা প্রশমিত করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার বিরুদ্ধে দ্বাদশ সহস্র সেনা প্রেরণ করিলেন। পঁয়ত্রিশটী কামান লইয়া মির খাঁ ও হুলল খাঁর কতিপয় গোলন্দাজ সৈনিক সেই সেনাদলের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া চলিল। ইন্দুরাজ সিঙ্গবী এই প্রচণ্ড বাহিনীর অধিনায়ক হইয়া বিকানীরের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। বিকানীর-নৃপতি এই কঠোর আক্রমণের বিবরণ অবগত হইয়া রাঠোর বাহিনীর অনুরূপ একটী সেনাদল সমভিব্যাহারে শত্রুকুলের সম্মুখীন হইতে অগ্রসর হইলেন। বিকনীর রাজ্যের অন্তর্গত বাপ্রিনামক স্থলে উভয়দল পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া দণ্ডায়মান হইল। কিয়ৎকাল যুদ্ধের পর বিকানীর পক্ষে দুইশত সৈনিক নিহত হইলে রাজা রণে ভঙ্গ দিয়া স্বনগরে পলায়ন করিলেন; কিন্তু বিজয়ী ইন্দুরাজ তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়া গুজনেরে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর বিকানীররাজ আত্মরক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া জেতৃকুলের সহিত সন্ধিস্থাপন করিতে বাধ্য হইলেন। অচিরে সন্ধির প্রতিজ্ঞাদি নিরূপিত হইল। বিকানীরের অধিপতি যুদ্ধের ব্যয়স্বরূপ দুই লক্ষ টাকা প্রদান করিয়া বিবাদের মূলীভূত কারণ ফিলোদীনগর শত্রুহস্তে প্রত্যর্পণ করিলেন।

শোবেসিংহের শোচনীয় ও লোমহর্ষণ অধঃপতনে মারবারের অমঙ্গল চারি পাদ পূর্ণ হইল; শিবজির সাধনার ধন, যোধরাও, যশোবন্ত ও অজিত সিংহের লীলানিকেতন পবিত্র মারবারভূমি পাপিষ্ঠ পাঠানের বিলাসভোগ্যা হইল;—দুরাচার ম্লেচ্ছ পুণ্যময় শালগ্রামশিলা অধিকার করিল! আমির খাঁ আজি সমগ্র মরুস্থলীর একমাত্র অধিনেতা;—কোটী কোটী রাঠোরের ভাগ্যসূত্র আজি তাঁহার করধৃত। রাজা মানসিংহ রাঠোর রাজাসনে উপবিষ্ট বটে; কিন্তু তিনি সেই দুরন্ত পাঠানের হস্তে ক্রীড়াপুত্তলি; তাঁহার এমন সাহস নাই—এমত ক্ষমতা নাই যে, তিনি সেই দুর্দ্ধর্ষ মির খাঁর প্রচণ্ড প্রভুতার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হয়েন। মির খাঁ এক্ষণে সেনার সহিত গাফুর খাঁকে নাগোরে স্থাপন করিয়া মৈরতার অন্তর্গত সমস্ত ভূমিসম্পত্তি স্বীয় অনুচরদিগকে ভাগ করিয়া দিলেন। সে ইতিপূর্ব্বে সণ্ডয়া ও শম্বরের লবণহ্রদ দুইটীকে হস্তগত করিয়াছিল; এক্ষণে উক্ত দুই সরোবরকে দৃঢ়রক্ষিত করিবার অভিপ্রায়ে সণ্ডয়া দুর্গে একটী সেনাদল স্থাপন করিল। এই সময়ে ইন্দুরাজ ও প্রধান পুরোহিত দেবনাথ ভিন্ন আর কেহই রাজা মানের মন্ত্রী ছিলেন না। এই দুই ব্যক্তির প্রতি মারবারের অধিবাসিগণ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিল; কেননা তাহারা জানিত যে, ইন্দুরাজ ও দেবনাথই মরুস্থলীর সেই শোচনীয় দুরবস্থার প্রধান কারণ। তাঁহাদেরই প্ররোচনাতে বিদেশীয় শত্রুগণ মারবারে প্রবেশ করিয়া দেশকে নিরন্তর নিপীড়িত করিতেছে। এক্ষণে সেই কুচক্রী ব্যক্তিদ্বয়ই রাঠোর রাজের মন্ত্রদাতা! ইহা কি সামান্য দুঃখের বিষয়? রাঠোর সর্দারগণ প্রতিমুহূর্ত্তে উক্ত ইন্দুরাজ ও দেবনাথের মৃত্যু কামনা করিতে লাগিল। ক্রমে তাহারা উহাদের সংহারসাধনে এতদূর ব্যগ্র হইয়া উঠিল যে, অভীষ্টসিদ্ধির উপায়ান্তর না দেখিয়া অবশেষে পাপিষ্ঠ আমির খাঁরই আনুকূল্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল এবং তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল "যদি আপনি দেবনাথ ও ইন্দুরাজকে হত্যা করিতে পারেন, তাহা হইলে আপনাকে

সাত লক্ষ টাকা দিব।” অর্থগৃধ্নু আমির খাঁর অর্থপিপাসা বলবতী হইয়া উঠিল। সে তাহাদিগের মনোভিলাষ পূর্ণ করিতে প্রতিজ্ঞা করিল এবং প্রতিপালনোপযোগী উপায় অনুসন্ধান করিতে লাগিল। অল্প সময়ের মধ্যেই উপায় স্থিরীকৃত হইল। অনন্তর মির খাঁর অধীনস্থ কতিপয় পাঠান সৈনিক বকেয়া মাহিনার জন্য ইন্দুরাজের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইল। বিবাদ ক্রমে ঘোরতর হইয়া উঠিল এবং সেই শোণিত-পিপাসু পাঠানগণ হতভাগ্য প্রধান মন্ত্রীকে সংহার করিল।

ইন্দুরাজের হত্যার পরেই দেবনাথ * তাহাদের হস্তে প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার শোচনীয় নিধনে রাজা মানসিংহ নিদারুণ শোক প্রকাশ করিয়া নিভৃত গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেইরূপ ভাব দেখিয়া সকলেরই দৃঢ় ধারণা হইল যে, তাঁহার চিত্তবিকার সংঘটিত হইয়াছে। তিনি সর্ব্বদা নির্জ্জনে থাকিতেন, কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতেন না, কাহারও মুখাবলোকন করিতে চাহিতেন না। এইরূপে কিছুকাল অতীত হইল। তাঁহার অমনোযোগিতানিবন্ধন ক্রমে রাজ্য মধ্যে মহতী বিশৃঙ্খলার উদয় হইল। রাজাসনে রাজা নাই, মন্ত্রাগারে মন্ত্রী নাই, রাজ্যের প্রধান পুরোহিত বিনষ্ট; রাজনৈতিক ও ধর্ম্মনৈতিক সমস্ত কার্য্যই ক্রমে বন্ধ হইয়া আসিল। তখন রাঠোর সর্দ্দারগণ রাজা মানসিংহের নিকট উপস্থিত হইয়া বিনয়নম্র বচনে

---

* প্রধান পুরোহিত দেবনাথের চরিত্র ইতিপূর্ব্বে সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। এস্থলে প্রয়োজন বোধে আরও কিছু বর্ণন করা গেল। বলিতে গেলে, দেবনাথ মানসিংহের অদৃষ্টের প্রধান নেতা ছিলেন। ভীমসিংহের হত্যা হইতে তাঁহার নিজের মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি রাজা মানকে যে মোহিনী মায়ায় মোহিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা মানসিংহ ভেদ করিতে পারেন নাই। তিনি পুরোহিতকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতেন। যেদিন দেবনাথ স্বহস্তে বিষ প্রয়োগে ভীমসিংহকে হত্যা করিয়া আপনার ভবিষ্যদ্বচন সফল করিলেন এবং মানসিংহের নিকট আসিয়া তাঁহাকে আশ্বাসিত করিলেন; সেইদিন রাজা মান তাঁহার চরণ-তলে পতিত হইয়া আনন্দে গদ্‌গদ স্বরে বলিলেন “ভগবন্‌! আজি আপনি আমাকে যে ঋণ পাশে আবদ্ধ করিলেন;—সমস্ত অমরাবতী দিলেও তাহার পরিশোধ হইতে পারে না।” এমন কি তিনি দেবনাথকে নিজ সিংহাসনের অর্দ্ধাংশে স্থান দিতে স্বীকৃত হইলেন। সেই দিন মারবারের প্রত্যেক জনপদে ভূমিসম্পত্তি তাঁহাকে প্রদত্ত হইল। এইরূপে তিনি এত বিপুল ভূমি লাভ করিলেন যে, তাহার তুলনায় প্রধানতম সর্দ্দারগণেরও ভূমিসম্পত্তি অধঃকৃত হইয়া পড়িল। সেই সমস্ত ভূমির আয় মারবার রাজ্যের আয়ের দশমাংশ হইয়া দাঁড়াইল। এতদ্ভিন্ন দেবনাথ বিস্তর ধনরত্ন লাভ করিলেন। সেই সমস্ত অর্থের সাহায্যে তিনি চতুরশীতি দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রত্যেক মন্দিরের সহিত এক একটী মঠ সংলগ্ন করিলেন। তথায় অগণ্য শিষ্য বিনাব্যয়ে গ্রাসাচ্ছাদন লাভ করিয়া মনোমত বিদ্যা অর্জ্জন করিতে লাগিল। দেবনাথ পরম পণ্ডিত, চতুর ও কার্য্যদক্ষ। নিজ প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের কল্যাণে তিনি সকলের নিকট পূজা প্রাপ্ত হইতেন। কিন্তু সে সম্মান তিনি অধিক দিন ভোগ করিতে পারেন নাই। মানসিংহকে রাজাসনে স্থাপন করিবার পরেই তিনি ইন্দুরাজের সহিত সম্মিলিত হইয়া নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন এবং সকলের উপর অযথা প্রভুতা পরিচালন করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাতে সকলেই তৎপ্রতি বিষম বিরক্ত হইয়া উঠিল। এই সকল দুরাচরণই দেবনাথের অধঃপতনের প্রকৃত কারণ। কথিত আছে, দেবনাথের অন্যায় প্রভুতায় রাজা মানসিংহও মনে মনে বিরক্ত হইয়া তাঁহার হত্যায় গোপনে সম্মতি দান করিয়াছিলেন। কিন্তু এতদ্বিবরণ যে গভীর রহস্যে আবৃত, তাহা মানসিংহের নিজের এবং আমির খাঁর বুদ্ধি ভিন্ন কেহই ভেদ করিতে পারে নাই! ভবিষ্যতে কেহ পারিবেও না। এ বৃত্তান্ত চিরকালই নিবিড় রহস্যে নিহিত থাকিবে।

নিবেদন করিলেন "মহারাজ! আপনি যদি রাজ্যভার বহনে অনিচ্ছুক, তবে আপনার একমাত্র পুত্র ছত্রসিংহকে রাজপদে স্থাপন করিতে অনুমতি করুন। নতুবা মারবার অরাজক হইবার উপক্রম হইয়াছে।" রাজা ইহাতে সম্মত হইলেন এবং পুত্রকে নিকটে ডাকিয়া স্বহস্তে তাঁহার ললাটে রাজতিলক অর্পণ করিলেন। কিন্তু যৌবনের সহচরী নানা প্রকার বিলাসবাসনা উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে উন্মার্গে লইয়া গেল। তিনি রাজকার্য্যে সম্পূর্ণই অবহেলা করিলেন। ক্রমে সেই সকল জঘন্য প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তি বিধান করিতে গিয়া তিনি অকালে ইহলোক হইতে অন্তরিত হইলেন। ছত্রসিংহের মৃত্যু সম্বন্ধে দুই প্রকার সংবাদ শুনিতে পাওয়া যায়। কেহ বলে তিনি পাপ বিলাস ভোগে রত হইয়া অকালে সাংঘাতিক রোগের হস্তে আত্ম সমর্পণ করেন; কাহারও মুখে শুনিতে পাওয়া যায় যে, তিনি দুষ্প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া কোন সর্দ্দারের দুহিতাকে অন্যায় উপায়ে হস্তগত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাতে সেই উৎপীড়িতা রাজপুতমহিলার পিতা স্বহস্তে তাঁহাকে সংহার করিয়াছিল।

অপ্রাপ্তব্যবহার পুত্রের অকাল মৃত্যুতে রাজা মানসিংহের ভগ্ন হৃদয়ে বিষম শোকশেল প্রহৃত হইল। সাংসারিক ব্যাপারে তাঁহার বিতৃষ্ণা ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিল। সমস্ত জগৎ সংসারের প্রতি তাঁহার অবিশ্বাস হইল। তিনি যাহাকে দেখিতেন, তাহাকেই অবিশ্বাসী বলিয়া ঘৃণা করিতেন;—যেদিকে নয়ন নিক্ষেপ করিতেন, সেই দিকেই বোধ হইত যেন সকলে তাঁহাকেই সংহার করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছে;—এমন কি নিজ বনিতাকেও অবিশ্বাসিনী বোধে দেখিতে চাহিতেন না,—তাঁহার আনীত খাদ্যদ্রব্যও ভক্ষণ করিতেন না। সেই বিপুল রাজসংসারের মধ্যে কেবল একজন মাত্র পাচক ব্রাহ্মণকে তিনি বিশ্বাস করিতেন। সেই দ্বিজ স্বহস্তে পাক করিয়া অন্নব্যঞ্জনপূর্ণ ভোজনপাত্র নিজ উষ্ণীষের ভিতর স্থাপন পূর্ব্বক বহন করিত। তদ্ভিন্ন অপর কাহারও স্পৃষ্ট দ্রব্য রাজা স্পর্শ করিতেন না। তিনি ক্ষৌরকারকেও অঙ্গ স্পর্শ করিতে দিতেন না; কেশ শ্মশ্রু মোচন করিতেন না; স্নান পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছিলেন। তৈল ও সংস্কারবিরহে মস্তকের কেশরাজি রুক্ষ ও জটাবদ্ধ হইয়া পড়িল, শ্মশ্রুসমূহ ধূলিধূসরিত ও তাম্রবর্ণ ধারণ করিল। অবশেষে লোকে তাঁহাকে প্রকৃত উন্মাদরোগী বলিয়া গ্রহণ করিল। তাঁহার উক্তরূপ অবস্থা দেখিয়া তদীয় সামন্তগণ রাজ্যরক্ষা ও শাসনকার্য্য পরিচালন করিতে লাগিলেন। রাজা মান কাহারও সহিত কথা কহিতেন না, কাহারও কোন কথায় কর্ণপাত করিতেন না; তাঁহার মন্ত্রী অথবা সর্দ্দারগণ যখন বৈষয়িক কোন কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেন, তখন তিনি নিতান্ত অমনোযোগীর ন্যায় তাঁহাদের প্রস্তাবে অনাস্থা প্রদর্শন করিতেন; কখনও হাসিয়া উঠিতেন, কখন নীরবে বসিয়া থাকিতেন, আবার কখনও বা আপন মনে নানা প্রকার প্রলাপ বাক্য উচ্চারণ করিতেন। এই উন্মাদভাব প্রকৃত কি কল্পিত, তাহা কেহ স্থির করিতে পারে নাই। কেহ মনে করেন যে, তাঁহাকে বিপদে পাতিত করিবার নিমিত্ত তদীয় শত্রুকুল যে জাল বিস্তার করিয়াছিল, তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্যই তিনি ভাণ করিয়া পাগল

সাজিয়াছিলেন, কেহ বলেন, মানসিংহ ইন্দুরাজের হত্যার ভিতরে ভিতরে নিশ্চয়ই সংলিপ্ত ছিলেন ; কিন্তু তাহার সহিত দেবনাথকে নিহত হইতে দেখিয়া শোকে, দুঃখে, বিষম অনুশোচনায় কাতর হইয়া প্রকৃত উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। বাস্তবিক, তিনি দুর্বৃত্ত আমির খাঁর দুর্নীতির যেরূপ প্রশ্রয় দিয়াছিলেন, এবং সেই সকল ঘটনার পরে যে মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রতি প্রায় সকলেই সন্দেহ করিয়াছিল। যাহা হউক, কল্পিত হউক বা প্রকৃত হউক, রাজা মান উক্তরূপ অবস্থায় অনেক দিন যাপন করিলেন। তৎকালে শোবেসিংহের পুত্র সলিমসিংহ সেই সামন্ততন্ত্রের শিরোদেশে থাকিয়া রাজ্যের শাসনসংক্রান্ত সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে ঘটনাস্রোত শ্বেতদ্বীপ হইতে কতিপয় ইংরাজকে আনিয়া যেদিন মারবারে মধ্যস্থরূপে স্থাপন করিল, সেইদিন মরুস্থলীর শাসননীতি অন্য মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইল।

বিশাল ভারতসাম্রাজ্যে নিজ আধিপত্য স্থাপন করিয়া ইংরাজ বাহাদুর ভারতের দগ্ধহৃদয়ে শান্তিবারি সেচন করিতে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইলেন। তৎকালে ভারতের মধ্যপ্রদেশসমূহে অরাজকতা বিরাজিত ; সমগ্র ভারত পাষণ্ড দস্যুদলের প্রচণ্ড উৎপীড়নে প্রপীড়িত ; প্রজাকুলের ধনসম্পত্তি অপহৃত, দুর্ব্বলের পক্ষে সম্মান সম্ভ্রম আকাশকুসুমে পরিণত। যে সবল সেই প্রভু, যে নির্ব্বল সে বিপুল ধনের অধিকারী হইলেও নিকৃষ্ট ক্রীতদাসসম পদদলিত। ফলতঃ তৎকালে বলবিক্রমই অদৃষ্টের একমাত্র নিয়ামক। ইহার উপর আবার রাজস্থানের সর্ব্বাঙ্গ অন্তর্বিপ্লবের ভীষণ দাবানলে দগ্ধ হইতেছিল। ভারতের এই সার্ব্বজনীন শোচনীয় দুরবস্থাকালে ব্রিটিষসিংহ নিপীড়িত রাজপুতজাতিকে মিত্রভাবে আহ্বান করিলেন এবং যাহাতে তাহারা লুণ্ঠনপ্রিয় রাক্ষসদিগের সহিত সকল সম্বন্ধ ত্যাগ পূর্ব্বক সমগ্র ভারতের শান্তিস্থাপনে ব্রিটিষের সহায়তা করেন, তদ্বিষয়ে বিশেষ অনুরোধ করিলেন। যথাকালে সেই আমন্ত্রণ পত্র মারবারে আনীত হইল। অনন্তর রাঠোরসর্দ্দারগণ দিল্লিতে দূত প্রেরণ করিলেন। তৎকালে বালক ছত্রসিংহ রাঠোর রাজগদিতে আসীন। সর্দ্দারগণ মনে করিয়াছিলেন যে, সেই শিশু রাজাকে সিংহাসনে রাখিয়া স্বেচ্ছামত রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিবেন ; কিন্তু ব্রিটিষশাসনের সহিত সেই সন্ধিবন্ধন আবদ্ধ হইতে না হইতেই বিলাসপ্রিয় ছত্রসিংহ প্রাণত্যাগ করিলেন। ইহাতে রাঠোরসর্দ্দারগণ ভয় করিলেন, পাছে মানসিংহ শাসনদণ্ড পুনর্ব্বার গ্রহণ করেন। এই ভয় হইতে নিষ্কৃতি পাইবার অভিপ্রায়ে তাঁহারা ইদরের রাজার নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহার পুত্রকে মারবারের রাজসিংহাসনে অভিষেক করিতে অনুমতি চাহিলেন। কিন্তু ইদররাজের সেই একমাত্র পুত্র ; রাঠোরসর্দ্দারগণের অনুরোধ প্রকাশ্যে অগ্রাহ্য না করিয়া তিনি বলিলেন যে, মারবারের সমস্ত সর্দ্দারই যদি একমত হইয়া তাঁহার পুত্রকে রাজা বলিয়া স্বীকার করে, তাহা হইলে তিনি তাহাকে অর্পণ করিতে পারেন। ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী রাজপুতদিগের মধ্যে ঐকমত্য সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাঁহারা প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও সকলের সম্মতি পাইলেন না। সুতরাং ইদর নৃপতি নিজ পুত্রকে কিছুতেই সমর্পণ করিলেন না। রাজা

সম্পূর্ণ অরাজক হইয়া উঠে, এক্ষণে অগত্যা রাজা মানকে সিংহাসনে স্থাপন না করিলে রাজ্যরক্ষার আর উপায় নাই। তখন তাহারা তাঁহার নিকট মারবার রাজ্যের শোচনীয় দুরবস্থার বিবরণ এবং ইংরাজদিগের সন্ধিবন্ধনের কথা উল্লেখ করিয়া বিনয়নম্র বচনে বলিল "মহারাজ! রাজ্যশাসনের ভার আপনি স্বহস্তে পুনর্গ্রহণ না করিলে মারবারের দুর্দশার সীমা পরিসীমা থাকিবে না।" তিনি ভ্রান্তের স্থায় হাসিয়া উঠিলেন; পরক্ষণেই সর্দারদিগের প্রতি বিকট ভ্রূকুটি বিক্ষেপ করিয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন। কিন্তু তাহারা কিছুতেই নিরস্ত হইল না। রাজা তাহাদিগের সকল প্রস্তাব বার বার হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন; তথাপি তাহারা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল না। এইরূপ অবিরত চেষ্টার পর অল্প দিনের মধ্যেই রাঠোর সর্দারগণ মানসিংহকে প্রকৃতিস্থ করিতে সক্ষম হইল। তিনি তখন "রাজ্যের সমস্ত অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছি," বলিয়া স্বীকার করিলে সর্দারগণ তাঁহাকে সেই নিভৃত কারাবাস পরিত্যাগ করিতে প্রার্থনা করিল। অনন্তর তিনি যেন অনিচ্ছাবশতঃ রাজকার্য্য পুনর্গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন এবং ব্রিটিশশাসনের সহিত সন্ধির প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া সন্ধিপত্রের * প্রতিজ্ঞা সকল পাঠ করিতে চাহিলেন। তখনই

---

* ভারতের তদানীন্তন শাসন কর্ত্তা মাননীয় মহানুভব লর্ড হেষ্টিংসের অনুমতি ক্রমে চারলস্ থিয়োফিলস মেটকাফ সাহেব ইংরাজ পক্ষে এবং মহারাজ মানসিংহের প্রতিনিধি স্বরূপ যুবরাজ ছত্রসিংহের অনুমতি ক্রমে ব্যাস বিষণ রাম ও ব্যাস অভিরাম রাঠোর পক্ষে প্রকাশ্য সভা স্থলে উপস্থিত হইয়া এই সন্ধিপত্রে সাক্ষর করিয়াছিলেন। এই সন্ধিপত্রের প্রত্যেক প্রতিজ্ঞা নিম্নে অবিকল অনুবাদিত হইল।

"১ম। মাননীয় ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সহিত মহারাজা মানসিংহ এবং তদীয় উত্তরাধিকারী ও বংশধরদিগের চিরকালের জন্ত বন্ধুত্ব, সমবেদনা ও একীভাব সম্বন্ধ থাকিবে; এবং এক পক্ষের শত্রু ও মিত্র অন্ত পক্ষের শত্রু ও মিত্র বলিয়া পরিগণিত হইবে।

২য়। যোধপুর রাজাকে বিপদ হইতে রক্ষা করিতে ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট প্রবৃত্ত হইলেন।

৩য়। মহারাজা মানসিংহ এবং তদীয় উত্তরাধিকারী ও বংশধরগণ ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের অধস্তন সহযোগীরূপে কার্য্য করিবেন, ইহার অধীনতা স্বীকার করিবেন এবং অন্ত কোন রাজা বা রাজ্যের সহিত কোন সম্বন্ধ রাখিবেন না।

৪র্থ। ব্রিটিষগবর্ণমেণ্টের অনুমতি না লইয়া এবং তাহাকে না জানাইয়া মহারাজা এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী ও বংশধরগণ কোন রাজা বা রাজ্যের কোন সন্ধির প্রস্তাব বা সন্ধিবন্ধন করিতে পারিবেন না। তবে তিনি তাঁহার বন্ধু ও জ্ঞাতি কুটুম্বগণের সহিত পত্রাদি দ্বারা যেরূপ আলাপ সম্ভাষণ করিয়া থাকেন, সেইরূপই করিতে পারিবেন।

৫ম। মহারাজা স্বয়ং ও তাঁহার উত্তরাধিকারী ও বংশধরগণ কাহারও উপর অত্যাচার করিতে পারিবেন না। যদি ঘটনাক্রমে কাহারও সহিত তাঁহার কোন বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সেই বিবাদের মীমাংসা ও বিচারের ভার ব্রিটিষগবর্ণমেণ্টের উপর অর্পিত হইবে।

৬ষ্ঠ। এতাবৎকাল যোধপুর রাজা সিন্ধিয়াকে যে কর দিয়া আসিয়াছে, (যাহার একটী স্বতন্ত্র তালিকা এতৎসহ সন্নিবিষ্ট হইল) তাহা এইক্ষণ হইতে চিরকালের জন্ত ব্রিটিষগবর্ণমেণ্টকে প্রদত্ত হইবে; এবং এই কর সম্বন্ধে সিন্ধিয়ার সহিত যোধপুরের যে সম্বন্ধ আছে, তাহা ছিন্ন হইবে।

৭ম। মহারাজা যখন প্রকাশ করিলেন যে, একমাত্র সিন্ধিয়া ব্যতীত আর কাহাকেও যোধপুর কর দিত না এবং স্বীকার করিলেন যে, উক্ত কর ব্রিটিষগবর্ণমেণ্টকে প্রদত্ত হইবে, তখন যদি সিন্ধিয়া অথবা অন্ত কোন ব্যক্তি সেই কর দাওয়া করে, তাহা হইলে ব্রিটিষগবর্ণমেণ্ট সেই দাওয়ার উত্তর দিবে।

৮ম। প্রয়োজন হইলে যোধপুর রাজা ব্রিটিষগবর্ণমেণ্টের সেবার্থ পঞ্চদশ শত অশ্বারোহী সৈন্ত সংযোজনা করিবে; এবং যদি আবশ্যক হয়, তবে দেশরক্ষার উপযোগী সেনাবল রাখিয়া আর সমস্ত সেনা ব্রিটিষসেনার সহিত সম্মিলিত হইবে।

সন্ধিপত্র তাঁহার সম্মুখে স্থাপিত হইল। রাজা মানসিংহ নিবিষ্টমনে সেই সন্ধিপত্রের আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেন। তাঁহার মনস্তুষ্টি হইল না; বিশেষতঃ তাহার অষ্টম প্রতিজ্ঞাটী তাঁহার আদৌ মনোনীত হইল না। তিনি দেখিলেন যে, তাহাতে বিবাদের বীজ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। যাহা হউক, স্বরাজ্যকে আপাততঃ অধঃপতন হইতে রক্ষা করিবার উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি সেই সন্ধিপত্র স্বীকার করিলেন। তদনুসারে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে দিল্লি নগরে ব্যাস বিষণ নামা জনৈক ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারী উপস্থিত হইয়া তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপ সেই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। সেইদিন মুষ্টিমের ব্রিটনের হস্তে কোটী কোটি রাঠোরের অদৃষ্টচক্র অলক্ষ্যে অর্পিত হইল; সেইদিন বিধাতা অদৃশ্যে বসিয়া মারবারের চরণে আর একটী কঠোর নিগড় ধীরে ধীরে স্থাপন করিলেন। যে রাঠোর নৃপতিগণ এতদিন মোগলের অধীনতা সম্ভোগ করিয়া আসিয়াছেন, সেইদিন হইতে তাঁহাদের সেই পুরাতন কীর্ত্ত্যঙ্কের উপর আবার নূতন কলঙ্ক অঙ্কিত হইতে লাগিল। সন্ধিবন্ধন সমাপিত হইলে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরমাসে একজন ইংরাজ রাজকর্ম্মচারী* মারবারে আগমন করিয়া রাজ্যের প্রকৃত অবস্থা পরিদর্শন করিয়া গেলেন। রাজ্য মধ্যে নানা বিশৃঙ্খলা সংঘটিত হইলেও রাঠোরের শাসননীতির কিছুই ব্যতিক্রম হয় নাই,—রাজসভা ইহার প্রাচীন সৌন্দর্য্য হইতে অণুমাত্রও বিচ্যুত হয় নাই। কেননা রাঠোর মাত্রই মহারাজ যোধরাওয়ের গদির সম্মান এবং শাসননীতি ও বিধিপ্রণালীকে অব্যাহত রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রজাকুল রাজাকে অযোগ্য জানিয়া অবমানিত করিয়াছে; কিন্তু কেহই প্রাণান্তে সিংহাসনের অবমাননা করিতে পারে নাই। সুতরাং প্রাচীন প্রথা ও আচার ব্যবহারাদি সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রহিয়া গিয়াছে। সেই মহারাজ যোধরাও এবং যশোবন্তসিংহের সময়ে রাজসরকারে যতগুলি কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিল, যতপ্রকার পর্ব্ব ও উৎসবাদি আচরিত হইত, আজি মারবারের অধঃপতিত অবস্থাতেও ততগুলি কর্ম্মচারী নিযুক্ত রহিয়াছে এবং ততপ্রকার আচার ব্যবহার অনুষ্ঠিত হইতেছে। ইহাতে রাজসভার গৌরব ও চাকচিক্য পূর্ব্ববৎ সমান রহিয়াছে সত্য, কিন্তু দীনদশাতেও যে, সমৃদ্ধ অবস্থার গুরু ব্যয়ভার বহন করিতে হইতেছে, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে।

৯ম। মহারাজা এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী ও বংশধরগণ স্বদেশের একমাত্র শাসনকর্ত্তা থাকিবেন, এবং ব্রিটিষশাসন তাঁহাদের রাজ্যে প্রচলিত হইবে না।

১০ম। দশ প্রতিজ্ঞা-সম্বলিত এই সন্ধিপত্রখানি দিল্লি নগরীতে এবং মেঃ চার্লস থিওফিলাস মেটকাফ এবং ব্যাস বিষণরাম ও ব্যাস অভয়রাম কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত ও মোহরদ্বারা অঙ্কিত হইল। অদ্য হইতে ছয় মাসের মধ্যে মহামান্ত মহানুভব গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর এবং রাজরাজেশ্বর মহারাজা মানসিংহ বাহাদুর ও যুবরাজ মহারাজ কুমার ছত্রসিংহ বাহাদুর কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইবে।

১৮১৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের ষষ্ঠ দিবসে দিল্লি নগরীতে এই সন্ধিপত্র বিধিবদ্ধ হইল।

(স্বাক্ষরিত) সি, টি, মেটকাফ, রেসিডেণ্ট।
ব্যাস বিষণ রাম।
ব্যাস অভয় রাম।"

* মেঃ উইল্ডার; ইনি আজমিরের তত্ত্বাবধায়ক।

যে সময়ে ইংরাজ দূত মারবারের অবস্থা পরিদর্শনার্থ আগমন করেন, তখন অখিচাঁদ দেওয়ান এবং সলিমসিংহ সামন্তসমিতির প্রতিনিধিরূপে অবস্থিত হইয়া মন্ত্রাগারে আসন অধিকার করিয়া ছিলেন। রাজ্যের মধ্যে যেখানে যত সৈন্য ও কর্ম্মচারী ছিল, তাহারা সকলেই উক্ত দুই ব্যক্তির হস্তে ক্রীড়নক সম স্থাপিত। উহাঁদের অনুমতি ভিন্ন একপদমাত্রও তাহারা অগ্রসর হইত না। এতদ্ভিন্ন নিহত ইন্দুরাজের ভ্রাতা ফতেরাজের হস্তে নগররক্ষার ভার সমর্পিত ছিল। ফতেরাজ স্বীয় ভ্রাতার অন্যায় নিধনের প্রতিশোধ লইবার জন্য যে, মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায়। চতুর রাজা মান তৎ সমস্ত বুঝিতে পারিয়াছিলেন। রাজাসনে পুনঃস্থাপিত হইয়া তিনি একবার নিজ অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলেন;—দেখিলেন যে, মন্ত্রাগার হইতে রক্ষকশালা পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত কর্ম্মচারীই সলিমসিংহের করতলগত। তিনি রাজা, কিন্তু তাঁহার পক্ষে কয়জন রহিয়াছে? রাজা মান নিজ সঙ্কট বুঝিতে পারিলেন; কিন্তু ব্রিটিষসিংহের কল্যাণে তিনি সেই সঙ্কট হইতে শীঘ্র মুক্তিলাভ করিলেন। পরিদর্শনের পর প্রতিগত হইয়া ইংরাজ দূত শাসকসমিতির নিকট মারবারের সমস্ত অবস্থা আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিয়া বলিলেন "ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট রাজা মানসিংহকে সেনা সাহায্য না করিলে তাঁহার রাজ্য সুশৃঙ্খল হইবে না।" ইহার পরবর্ত্তী তৃতীয় দিবসে ইংরাজ বাহাদুর রাজার হস্তে কতকগুলি সৈন্য সমর্পণ করিতে চাহিলেন। এই সময়ে রাজা মানের হৃদয়ে একটী গভীর চিন্তার উদয় হইল। তিনি ভাবিলেন; "ইংরাজের সাহায্যে সমস্ত ষড়যন্ত্র মুহূর্ত্তের মধ্যে চূর্ণ করিতে পারি; কিন্তু সাধ্যপক্ষে উহাদের সাহায্য লইব না;—লইলে রাঠোরসর্দ্দারগণ বিরক্ত হইবে; তাহারা আর আমাকে বিশ্বাস করিবে না। সর্দ্দারগণের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করিতে না পারিলে আমার উদ্দেশ্য সফল হইবে না। ইংরাজেরা আমাকে সাহায্য করিবে;—ভাল ইহা কথাতেই থাকুক, এখন কার্য্যে পরিণত করিবার প্রয়োজন নাই। এখন আমি ইংরাজের সাহায্য লইব না।" মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি সমুহ শিষ্টাচারের সহিত ব্রিটিষের সেই সানুগ্রহ আনুকূল্য প্রত্যাখ্যান করিলেন।

ব্রিটিষ দূত তদীয় রাজ্যের বিপন্ন অবস্থার উল্লেখ করিয়া ইংরাজের সাহায্য লইতে অনুরোধ করিলেও তিনি উত্তর করিলেন "আমার রাজ্যকে আমিই বিপদ হইতে রক্ষা করিব।" তাঁহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া এবং কথাবার্ত্তা শুনিয়া সকলের দৃঢ় প্রতীতি হইল যে তিনি যেন অতীত বৃত্তান্ত বিস্মৃতির জলে বিসর্জ্জন দিতে ব্যস্ত হইয়াছেন। মধুর বাক্যে ও হাস্যময় আলাপনে তিনি সকলকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন; সর্দ্দারদিগকে নিকটে আহ্বান করিয়া নানাপ্রকার সান্ত্বনা বাক্যে আশ্বাসিত করিলেন এবং উভয় পক্ষের কতিপয় ব্যক্তিকে মন্ত্রাগারের অধস্তন পদ সমূহে নিয়োগ করিলেন। রাজা মানসিংহের এইরূপ আপাতমধুর ব্যবহারে অতি-সন্দিগ্ধ ব্যক্তিগণেরও মন হইতে সকল সন্দেহ তিরোহিত হইল; সকল কর্ম্মচারীই সন্তুষ্ট হইয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্য সাধন করিতে লাগিলেন। অল্প কাল পরেই ব্রিটিষ এজেণ্ট আজমিরে প্রতিগত হইলেন। "ব্রিটিষ

সার্ব্বভৌমিক প্রভুতার প্রত্যক্ষ সাহায্য না লইলে মারবার রাজ্যে কখনই শান্তি ও সুশৃঙ্খলা স্থাপিত হইবেনা।” ইংরাজ দূত বারবার রাজা মানকে এই কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু রাঠোর রাজা তাহার কোন কথাই গ্রাহ্য করিলেন না। ব্রিটিষ কর্ম্মচারী তাঁহাকে যতই প্রবোধিত করিতে চেষ্টা করিলেন, তিনি ততই বলিতে লাগিলেন “রাজ্যের যেরূপ ভাবগতি দেখিতেছি, তাহাতে আমার নিশ্চয় বিশ্বাস হইতেছে যে, সে কার্য্য আমি স্বয়ংই করিতে পারিব। তবে আর কেন আপনাদের কষ্ট দিই?”

এই সময়ে ভারতের গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর স্বহস্তে ক্ষমতা দিয়া একজন দূতকে * রাজা মানসিংহের নিকট প্রেরণ করিলেন; কিন্তু নানা কারণ † বশতঃ তিনি কয়েক মাস পরে রাজ সভায় উপনীত হইলেন। রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া তিনি দেখিলেন রাজ্যের অবস্থা প্রায় ঠিক সেইরূপই রহিয়াছে। তাঁহার পূর্ব্বতন কর্ম্মচারী ফেব্রুয়ারী মাসে রাজ্য হইতে বিদায় লইবার সময় মারবারের যেরূপ অবস্থা দেখিয়াছিলেন, আজি নবেম্বর মাসে প্রায় সেইরূপই রহিয়াছে। সেই চক্রই রাজা মান ও সমস্ত কর্ম্মচারী দিগের অদৃষ্ট নিয়মন করিতেছে। সেই রাজা হইতে সামান্য কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত সকলেই সেই চক্রচালকদিগের হস্তে ক্রীড়নক সম স্থাপিত। তাহাদের কার্য্যাবলিতে স্বয়ং রাজা অল্পই মনোনিবেশ করিতেন; তবে তাহারা যখন তাঁহার সম্মতি গ্রহণ করিতে আসিত, তখন তিনি তাহাতে নিজ মতামত প্রকাশ করিতেন। বৈতনভোগী সৈন্ধবি ও পাঠান সৈন্যগণ ক্রমাগত তিন বৎসর বেতন না পাইয়া অতি দীন দশায় নিপতিত; ক্ষুন্নিবৃত্তির উপায়ান্তর না দেখিয়া তাহারা অবশেষে তৃণ ও ইন্ধন কাষ্ঠ মস্তকে বহন পূর্ব্বক পথে পথে বিক্রয় করিয়া বেড়াইতে বাধ্য হইয়াছিল; কেহ বা ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছিল। ব্রিটিষ এজেন্ট রাজধানীতে উপস্থিত হইলে তাহাদের হিসাব কিতাব একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা হইল। এক এক জনের বিপুল বেতন প্রাপ্য হইল। তাহারা তখন সকলেই নিজ নিজ প্রাপ্য বেতনের এক তৃতীয়াংশ লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে চাহিল। কিন্তু তাহা কেবল স্তোকমাত্র। কেননা এজেন্ট

---

* ১৮১৯ খৃঃ অব্দ ফেব্রুয়ারি মাসে মহাত্মা কর্ণেল টড মারবারের পোলিটিকেল এজেন্টের ভার প্রাপ্ত হয়েন।

† যে সকল কারণ বশতঃ ব্রিটিষ দূত রাঠোররাজের সভাস্থলে উপস্থিত হইতে পারেন নাই, তন্মধ্যে একটী এস্থলে লিখিত হইল। রাথারফোর্ড নামক জনৈক ইংরাজ স্বদেশীয় কতকগুলি পণ্যদ্রব্য লইয়া বিক্রয়ার্থ পালীর নগরের হাটে উপস্থিত হয়। ইহাতে পল্লীর প্রাচীন বণিকগণ আপনাদের একচেটিয়া ব্যবসায়ের ব্যাঘাত হইবে জানিয়া সেই সাহেবকে নগর হইতে দূর করিতে চেষ্টা করে। তাহারা সকলেই জৈন, সুতরাং জীবহত্যার বিষম বিরোধী। সে সময়ে পল্লীর মধ্যে কেহই কোন জীবকে হত্যা করিতে পারিত না। কিন্তু রাথারফোর্ড সাহেব নিজ উদরপূর্ত্তির জন্য নগরের মধ্যে প্রত্যহ দুই একটী করিয়া ছাগ হনন করিতে লাগিল। ইহাতে জৈন বণিকগণ আরও ব্যথিত হইল। অচিরে তাহারা সকলে একত্রিত হইয়া মানসিংহের নিকট সেই সাহেবের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করিল। মহাত্মা টডসাহেব তৎকালে উদয়পুরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। মানসিংহ ব্যাস বিষণরামের দ্বারা এক অভিযোগ মীমাংসার্থ তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। এই জন্যই তাঁহার আসিতে বিলম্ব হইয়াছিল।

সাহেব রাজধানী হইতে তিন সপ্তাহের মধ্যে বিদায় লইলে হতভাগ্যেরা সে আশাতেও বঞ্চিত হইল।

কুচক্রীগণের অত্যাচারগর্ভ কার্য্যনিচয়ে মারবার রাজ্য অসুখের আবাসভূমি হইয়া উঠিল। আপনাদের দুরভীষ্টসাধনের জন্য তাহারা যে সকল উপায় অবলম্বন করিতে লাগিল, তাহাতে আপামর সাধারণ সকলেই নিরতিশয় ক্লেশ পাইতে লাগিল। কিন্তু কেহই প্রকাশ্যে সেই সমস্ত দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদ করিতে পারিল না। তাহাদের একান্ত ইচ্ছা যে রাজা তাহাদের হস্তে ক্রীড়াপুত্তলি স্বরূপ থাকেন। এই অনর্থকরী বাসনার পরিতৃপ্তি সাধনের জন্য তাহারা সাধ্যপক্ষে তাঁহাকে স্বল্প স্বাধীনতাও দিত না, এমন কি, যে কার্য্যের দ্বারা তিনি মুহূর্ত্তের জন্য তাহাদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন, তাহাতেও বাধা স্থাপন করিত। যে তিন সপ্তাহ এজেণ্ট সাহেব রাজধানীতে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, রাজা মানসিংহের সহিত তাঁহার অনেকবার গোপনে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ইংরাজ কর্ম্মচারী রাঠোরকুলের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ অবগত ছিলেন। কি অবস্থায় মহারাজ শিবজি মরুভূমিতে উপনিবিষ্ট হইলেন, কি অবস্থায় বীরবর যোধরাও রাঠোরকুলের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিলেন এবং যশোবন্ত ও অজিতসিংহ কি উপায়ে সেই জীবনীশক্তিকে উজ্জীবিত করিয়া তুলিলেন; ক্রমে সেই জীবনীশক্তির হ্রাস,—মারবারের অধঃপতন,—রাজা মানসিংহের বর্ত্তমান অবস্থা;—এই সকল বিষয় লইয়া উভয়ের মধ্যে নানা তর্কবিতর্ক হইল। কিরূপ শাসননীতি অবলম্বন করিয়া রাজা মানসিংহের পূজনীয় পিতৃপুরুষগণ মারবার শাসন করিয়া গিয়াছেন এবং উপস্থিত সময়ে কিরূপ উপায় আশ্রয় করা যুক্তিসিদ্ধ; এই সকল বিষয়েরও বিস্তর আলোচনা হইল। এজেণ্ট সাহেবের গভীর ধীশক্তি দেখিয়া এবং সুন্দর যুক্তি শ্রবণ করিয়া রাজা তাঁহার কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিলেন। অনন্তর ব্রিটিষ কর্ম্মচারীর প্রতিগমনের কাল উপস্থিত হইলে তিনি এই কয়েকটী কথা বলিয়া তাঁহার নিকট বিদায় লইলেন "আপনি যে সকল বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছেন, তৎসমস্তই আমি জানি এবং আপনি কিরূপে যে, আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন তাহাও আমার অবিদিত নাই। আপনি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহার প্রভাবে আপনার প্রকাণ্ড শত্রু সকল বিনষ্ট হইল; ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে আপনার মিত্র; সাহস করিয়া বিশ্বস্ত হৃদয়ে ইহার উপর আপনি নির্ভর করুন; দেখিবেন অল্প সময়ের মধ্যেই আপনার আশানুরূপ ফল উদ্ভূত হয় কি না।"

রাজা মানসিংহ সাগ্রহে ব্রিটিষ এজেণ্টের এই সকল সারগর্ভ বাক্য শ্রবণ করিলেন। তাঁহার হৃদয় আনন্দিত হইয়া উঠিল। আশৈশব আন্তরিক ভাব গোপনে যদিও তিনি বিশেষ পটু, তথাপি সেই আনন্দ তাঁহার সুন্দর মুখমণ্ডলে ক্ষীণভাবে প্রতিভাত হইল। তিনি এজেণ্ট সাহেবকে উত্তর দিলেন "একবৎসরের মধ্যে সমস্ত কার্য্য বন্ধুর বাসনামত সাধিত হইবে।" ইহাতে ব্রিটিষ কর্ম্মচারী পুনর্ব্বার বলিলেন "মহারাজ! যদি আপনি কৃতপ্রতিজ্ঞ হয়েন, তাহা হইলে অর্দ্ধেক সময়ের মধ্যেই

সকল সুসম্পন্ন হইবে।" রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধনের জন্য যে কয়েকটী বিষয় কর্ত্তব্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইল, যদিও তৎসমুদায় সংখ্যায় অল্প ও সামান্য নহে, তথাপি ইংরাজ দূতের মনে দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল যে, রাজা মান কৃতপ্রতিজ্ঞ হইলে তাহা অল্পকালের মধ্যেই সাধন করিতে সক্ষম হইবেন।

১। উপযুক্ত শাসননীতির সংগঠন।

২। রাজ্যের আয়ব্যয়ের ব্যবস্থা; খাসজমিগুলির অবস্থা পরিদর্শন; এবং প্রায়ই অন্যায় ও অধর্ম্মের সহিত যে সামন্তিক ভূমিভাগ ক্রোক করা হইয়াছে, তদ্বিষয়ের আলোচনা।

৩। বিদেশীয় সেনাদলের পুনঃ প্রতিষ্ঠা।

৪। রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে যে সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন জাতি, যথা—মৈরগণ দক্ষিণে, লার্ক্ষানীগণ উত্তরে এবং মরুভূমিস্থ শাহি ও খোসাগণ পশ্চিম হইতে রাজ্য মধ্যে আপতিত হইয়া নগরগ্রাম লুণ্ঠন করিত, তাহার দমনার্থ তত্তৎপ্রদেশে বলিষ্ঠ শান্তিরক্ষিণী সেনার সংস্থাপন; পণ্যদ্রব্যজাতের উপর যে গুরুভার শুল্ক নির্দ্ধারিত ছিল, তাহার সংস্কার সাধন।

উক্ত কয়েকটী বিষয় অতিকর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইলে এজেন্ট সাহেব যোধপুর হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তিনি রাজধানীর প্রান্ত সীমা পরিত্যাগ করিতে না করিতেই রাজ্যের অনর্থসমূহ আবার নবীভূত হইয়া উঠিল। কুচক্রী দল তাঁহাকে আপনাদের দুরভিসন্ধির অন্তরায় জানিয়া এক্ষণে তাঁহার প্রস্থানে যারপর নাই আনন্দিত হইল এবং সেই দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলা পুনর্ব্বার উদ্ভাবিত করিতে লাগিল। অর্থলালসা অথবা প্রতিশোধপিপাসা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত, কিম্বা অন্য কোন্ প্রবৃত্তির তৃপ্তি বিধানার্থ যে, তাহারা সেই রূপ কার্য্য আরম্ভ করিল, তাহা নিরূপণ করা যায় না। অচিরে গদবারের অন্তর্গত সমৃদ্ধ জনপদ গানোর তাহাদের উৎক্রোশদৃষ্টিতে পতিত হইল। অমনি দেওয়ান তাহা স্বতন্ত্র করিয়া লইলেন এবং যতক্ষণ না উক্ত প্রদেশের বার্ষিক আয় অপেক্ষা অধিক টাকা পণস্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন, ততক্ষণ তাহা প্রত্যর্পণ করিলেন না। এইরূপে উক্ত ধনসম্পন্ন রাজ্যের অন্যান্য সর্দারগণও অখি চাঁদ ও তদীয় অনুচরগণের বিদ্বেষনয়নে পতিত হইয়া অসীম যন্ত্রণা ভোগ করিল। দেওয়ান তাহাদের সকলের ভূমিসম্পত্তি অপহরণ করিয়া নিজ ভ্রাতার হস্তে সমর্পণ করিলেন। চণ্ডবল ও বিচ্ছিন্ন হইল; এবং তত্রত্য সর্দার যতক্ষণ না বিপুল পণ অর্পণ করিল, ততক্ষণ তাহা ফিরিয়া পাইল না। ইহাতেও সেই কুচক্রীদলের দুরাশা পরিতৃপ্ত হইল না। তাহাদের দুর্লিপ্সা দিন দিন বাড়িতে লাগিল; এমন কি সেই দুরাকাঙ্ক্ষ দেওয়ান অবশেষে মারবারের প্রধান ভূমিবৃত্তি আহোব আক্রমণ করিতে সাহসী হইলেন। কিন্তু তাঁহার দুরভীষ্ট সফল হইল না। বীরবর চম্পের বংশধর তাঁহার সেইরূপ আচরণে মর্ম্মাহত হইয়া কঠোর স্বরে বলিলেন "আমার আহোব স্পর্শ করিতে পাইবেন না। এ আহোব আজিকার সম্পত্তি নহে; ইহাকে আমি অল্পে পরিত্যাগ করিব না।"

ফতেসিংহ ও তদীয় সহচরদিগের অত্যাচার দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। প্রজাকুল বিশেষতঃ সর্দ্দারগণ বিষম মর্ম্মাহত হইলেন। সমগ্র সামন্তসমিতির সর্ব্বত্র বিষাদ, অবিশ্বাস, রোষ ও অভিমান বিরাজ করিতে লাগিল। যে সামন্তগণ রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ, যাঁহাদের সাহায্য না পাইলে দুর্দ্দর্ষ মুসলমানদিগের আক্রমণ হইতে মারবারভূমি কিছুতেই রক্ষিত হইত না, তাঁহাদের সম্পত্তি কি একটা জঘন্য কুচক্রের বিলাসভোগ্য হইবে? তাঁহাদের সম্মান সম্ভ্রম কি সেই কুচক্রের কতিপয় দুষ্ট লোককর্ত্তৃক পদদলিত হইবে? সর্দ্দারগণের মর্ম্মবেদনার আর সীমা রহিল না। তাঁহাদের মনে দৃঢ় ধারণা হইল যে, রাজা মান ভিতরে ভিতরে তাহাদের সহিত সংলিপ্ত থাকিয়া অদৃশ্য ভাবে সেই চক্র চালিত করিতেছেন। সকলেরই মনে এই ধারণা ক্রমে দৃঢ়তর হইতে লাগিল। যাহাহউক, তাহাদের সেই ধারণা অমূলক কিনা তাহার কোন বিবরণ পাওয়া যায় না এবং যদিই রাজার এরূপ কার্য্য প্রকৃত হয়, তাহা হইলে তিনি অতি সাবধানে ও সতর্ক ভাবে কাজ করিয়াছিলেন; কেননা ব্রিটিষ এজেণ্টের অনুপস্থিতিকালে তিনি নিভৃত নিবাস পুনর্ব্বার অধিকার করিলেন এবং রাজ্যের শাসনকার্য্যে নিতান্ত অমনোযোগিতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি রাজকার্য্যে অনবধানতা প্রকাশ করিলেন বটে; কিন্তু অখি চাঁদ ও ফতে রাজের বিবাদভঞ্জনে বিশেষ চেষ্টিত হইলেন। ইহাতে তৎপ্রতি অনেকেরই সন্দেহ হইল। ফতে রাজ নিহত ইন্দুরাজের সহোদর ভ্রাতা; ইতিপূর্ব্বে তিনি নগরপাল পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। রাজ্যের প্রধান প্রধান সর্দ্দারগণ তাঁহার সপক্ষ, তদ্ব্যতীত রাজার প্রিয়তমা মহিষী তাঁহার সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন। কিন্তু অখি চাঁদ সে প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া কল্পিত রোষ সহকারে বলিলেন "আমার প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র হইতেছে, অতএব আমি নগরের মধ্যে থাকিব না।" তিনি দুর্গমধ্যে আবাস গ্রহণ করিলেন এবং যাহাতে তাঁহার শত্রুকুল রাজার ত্রিসীমায় পদার্পণ করিতে না পারে, তজ্জন্য বিশেষ সতর্ক হইয়া রহিলেন।

ছয় মাস অতীত হইল। অর্দ্ধ বৎসর ধরিয়া অখিচাঁদের প্রচণ্ড প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রহিল; কেহই তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান থাকিতে পারিল না। সেই রহস্যময় চক্রের মধ্যে তিনিই কেবল দৃশ্যমান রহিলেন;—তদ্ভিন্ন আর কাহাকেও প্রকাশ্যে কার্য্য করিতে দেখা গেল না;—তদ্ব্যতীত আর কাহারও আদেশ পালিত হইল না। রাজা মান যেন কেহই নহেন;—যেন তিনি সেই দুর্দ্দর্ষ দেওয়ানের হস্তে ক্রীড়াপুত্তলি। বাস্তবিক, প্রজাগণ মানসিংহকে অতি অপদার্থ মনে করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের সে ভ্রম দূর হইল,—মায়াজাল ছিঁড়িয়া পড়িল; মানসিংহ নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। সর্দ্দারগণের শত সহস্র অভিশাপ ভোগ করিয়া, নিপীড়িত প্রজাকুলের দীর্ঘনিশ্বাসে নিরন্তর বিদগ্ধ হইয়া রাজধনে আপনার ও নিজ সহচরদিগের উদর পূর্ত্তি করিয়া দুর্দ্দর্ষ অখিচাঁদ পরম সুখে কাল যাপন করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার মস্তকে ভীষণ দণ্ড প্রস্তুত হইল;—তাঁহার সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল; তিনি সেই উচ্চ উন্নতিশেখর হইতে অতল নিখাতে

নিপতিত হইলেন। তাঁহার পাপ-চারিপাত্র পূর্ণ হইয়াছে;—আর কত সহিবে? চতুর মানসিংহের উন্মত্ততা দূর হইয়াছে; এখন তিনি অখিচাঁদের হস্তে আর ক্রীড়নক নহেন;—অখিচাঁদ এখন তাঁহার হস্তগত,—শৃঙ্খলবদ্ধ—মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত! জল্লাদের শাণিত খড়্গ এখন সেই হতভাগ্য দেওয়ানের মস্তকোপরি উদ্যত! নাগরিকগণ দেখিয়া চমৎকৃত হইল যে, রাজা ভাণ ক্ষিপ্ততাকে কেমন চতুরতার সহিত এতদিন সমভাবে রাখিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু এখন সে ক্ষিপ্ততা কোথায়? সেই কল্পিত উন্মাদভাব, সেই বিষয় কার্য্যে ঔদাসীন্য, সেই নির্জ্জনপ্রিয়তা একবারে কোথায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাঁহার বর্ত্তমান ভীষণ মূর্ত্তি দেখিলে কে তাঁহাকে বলিতে পারে যে, তিনি দুই দিবস পূর্ব্বে উন্মত্ত ছিলেন। সকলই ভাণ,—সকলই কল্পিত,—সমস্তই ছলনা! আত্মরক্ষার্থ এই জগতের রঙ্গভূমে রাজা মানসিংহ উন্মাদ চরিত্রের যে সুন্দর অভিনয় দেখাইয়াছেন; রাজকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া অতি অল্প লোকেই সেরূপ পারে। ইহা মেকিয়াবেলীর কূটমন্ত্র,—চাণক্যের কুটিল নীতি;—না, না, তাহা অপেক্ষা ভীষণতর। তাঁহাদের নীতি এতদূর শোণিতপিপাসু ছিল না,—এতদূর পাশবী ছিল না।

ভাণ উন্মত্ততার গাঢ় আবরণে নিজ ভীষণ হৃদয়ভাব প্রচ্ছন্ন রাখিয়া কূটমন্ত্রী রাজা মান স্বীয় শত্রুগণের সর্ব্বনাশ সাধনার্থ যে কূট জাল ধীরে ধীরে বিস্তার করিয়াছিলেন, আজি তাহাতে তাহারা প্রায় সকলেই জড়িত হইয়াছে। অখিচাঁদ বধ্যভূমিতে নীত হইলেন, তাঁহার সহচর ও অনুচরগণ শৃঙ্খলবদ্ধ হইয়া রাজাজ্ঞার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কোথায় তাহাদের সেই উদ্ধত ও গর্ব্বিত ভাব? কোথায় তাহাদের জীবনতোষিণী আশার সেই নব নব মূর্ত্তি? আজি তাহাদিগকে শৃঙ্খলিত দেখিয়া সেই আশা নানা প্রকার মরীচিকা দেখাইয়া বিদ্রূপ করিতেছে! অখিচাঁদের পাপমন্ত্রে প্রণোদিত হইয়া তাহারা রাজার ও প্রজাকুলের যে সমস্ত ধন আত্মসাৎ করিয়াছিল, আজি রাজার অনুচরদিগের কঠোর পীড়নে তৎসমস্তই বাহির করিয়া দিতে বাধ্য হইল। এইরূপে চল্লিশ লক্ষ টাকার একটী তালিকা প্রস্তুত হইল। শৃঙ্খলিত দেওয়ান ও তদীয় অনুচরদিগের কুক্ষি বিদারিত করিয়া সেই অপহৃত বিপুল অর্থ সংগৃহীত হইল। তখন রাজা তাহাদিগের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ করিলেন। সে আদেশ অচিরে পালিত হইল। হতভাগ্য অখিচাঁদ শোচনীয় ও বীভৎস মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া সদলে ইহলোক হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেন। কেল্লাদার নগজিই রাজকুমার ছত্রসিংহের অকাল মৃত্যুর প্রধান কারণ। সেই ব্যক্তিই যুবরাজকে পাপপথে লইয়া গিয়াছিল। মানসিংহের কুটিল দৃষ্টি এক্ষণে তাহার ও তদীয় অন্যতম সহচর মুলজি দণ্ডুলের উপর পতিত হইল। যুবরাজ ছত্রসিংহের মৃত্যুর পর ইহারা দুইজনে রাজসরকার হইতে বিদায় গ্রহণ করে এবং ছত্রসিংহকে পাপপথে লইয়া গিয়া যে বিপুল অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিল, তৎসাহায্যে দুইটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে বাস করিতেছিল। রাজা মানসিংহ রাজাসনে পুনরারোহণ করিয়া যখন অনেক বিশ্বাসঘাতক ও রাজদ্রোহীকে ক্ষমা করিলেন, সেই সময়ে নাগজি ও মুলজিও রাজার নিকট ক্ষমা প্রাপ্ত হইয়া নিজ নিজ পূর্ব্বতন পদে পুনঃস্থাপিত হইল। কিন্তু রাজা যে, তাহাদিগকে

কৌশলজালে জড়িত করিবার অভিপ্রায়ে সেইরূপ অনুগ্রহ দেখাইতেছিলেন, তাহা তাঁহারা আদৌ জানিতে পারে নাই। মানসিংহ তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিয়া পূর্ব্বপদে পুনরভিষেক করিলেন, তাহাদিগের বেতন বাড়াইয়া দিলেন এবং নিত্য নূতন নূতন উপহার প্রদান করিতে লাগিলেন; পরে যখন দেখিলেন যে, তাঁহাদের মনে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই, তখন একদিন তাঁহাদিগের উভয়েরই গলদেশে শৃঙ্খল অর্পণ করিলেন। স্বল্পকালস্থায়ী শাসনের মধ্যে যুবরাজ ছত্রসিংহ উক্ত দুই ব্যক্তিকে বিপুল ধনরত্ন প্রদান করিয়াছিলেন; অচিরে তৎসমস্তই সংগৃহীত হইল। অতঃপর হতভাগ্যদ্বয়ের প্রতি মৃত্যুদণ্ড আদিষ্ট হইলে উভয়ের সম্মুখে দুইটী বিষপাত্র সংস্থাপিত হইল। হতভাগ্য নাগজি ও মূলজি ধীর ও অকম্পিত হস্তে সেই বিষ পান করিল;—দেখিতে দেখিতে মৃত্যুর বিকট ছায়া তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গে প্রসারিত হইয়া পড়িল; তাঁহাদের শবদেহ ফতেপোলের (জয় তোরণ) শিরোদেশ হইতে দুর্গতলে নিক্ষিপ্ত হইল;—কেহ তাহার সৎকার করিল না! অনন্তর খীচি বিহারিদাস ও একজন সূচিধরের সহিত হতভাগ্য মূলজির অন্যতম ভ্রাতা জীবরাজ মানসিংহের সম্মুখে নীত হইল। রাজা আদেশ করিলেন "উঁহাদিগের মস্তক মুণ্ডিত করিয়া উঁহাদিগকে দুর্গপরিখাতে নিক্ষেপ কর।" এই কঠোর আদেশ অচিরে পালিত হইল! কিন্তু ইহাতে ও শান্তি নাই;—মানসিংহের শোণিত পিপাসু কঠোর হৃদয়ের ইহাতেও পরিতৃপ্তি নাই। প্রত্যহ নূতন নূতন বলি ছাগপশুর ন্যায় তাঁহার সম্মুখে নিহত হইতে লাগিল; হতভাগ্যদিগের শবদেহে দুর্গের এক প্রান্ত আবৃত হইয়া পড়িল, তথাপি মানসিংহ সেই সংহার ব্যাপারে নিবৃত্ত হইলেন না! এমনকি ব্রাহ্মণ ও দৈবজ্ঞগণও তাঁহার রক্তপিপাসু হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইল না। বেদব্যাখ্যাতা ব্যাস শিবদাস এবং জ্যোতিষি কিষণ সেই হতভাগ্যগণের অন্তর্গত হইয়া বীভৎস মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন! এইরূপে অনেক দুর্ভাগা অতি শোচনীয়রূপে ইহলোক হইতে বিচ্ছিন্ন হইল। রাজা মানের এরূপ উচ্চ কৌশলের সহিত এই ষড়যন্ত্র রচিত হয় যে, অতি দূর প্রদেশেও অধিচাদের যে সকল অনুচর ছিল, তাহারা তাঁহার সহিত ঠিক এক সময়েই ধৃত ও দণ্ডিত হইয়াছিল। সুতরাং কেহই তাঁহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই। তবে রাজা সকলকেই হত্যা করেন নাই; অনেকে নিজ নিজ ধনসম্পত্তি তৎকরে অর্পণ করিয়া প্রাণরক্ষা করিতে পারিয়াছিল। এই রূপ জঘন্য উপায়ে পাশবী প্রতিশোধ-পিপাসা প্রশমন করিতে গিয়া রাজা মান এক ক্রোর টাকা সংগ্রহ করিলেন। অগণ্য প্রজার হৃদয়শোণিত নিঃসারিত করিয়া যে অর্থ সংগৃহীত হয়, তাহাতে প্রয়োজন?—পাশবী প্রবৃত্তির পরিতোষণার্থ পাশব উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিয়া রাজা মান একজন জঘন্য অত্যাচারীর নাম জগতে রাখিয়া গেলেন; আজিও রাজপুতগণ তাঁহার নামে শত অভিশাপ প্রদান করিয়া থাকে। রাজ পরিবারের কয়েকটী উচ্চ কর্ম্মচারী এবং দাওয়ান অধিচাদকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া এবং কতিপয় বিদ্রোহী সর্দ্দারের সম্পত্তি ক্রোক করিয়া যদি তিনি সেই পৈশাচিক ব্যাপারে নিবৃত্ত হইতেন, তাহা হইলে অবশিষ্ট সকলে তৎপ্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার দলে

নিবিষ্ট হইতে পারিত এবং প্রজাকুল তাঁহাকে উপযুক্ত রাজা বলিয়া ভক্তি করিত; কিন্তু তিনি নিজ দোষে সকলের ভক্তি ও সহানুভূতি হইতে বিচ্যুত হইলেন এবং দারুণ মনো-বেদনায় দিনযামিনী যাপন করিতে লাগিলেন।

ভোগে পাপাসক্ত ব্যক্তিদিগের ভোগবাসনা চরিতার্থ হয় না, বরং আরও বাড়িয়া উঠে। দিন দিন দুই চারিটী করিয়া হতভাগ্য ব্যক্তি রাজা মান সিংহের হস্তে নিজ ধনসম্পত্তি ও জীবন সমর্পণ করিয়া ইহলোক হইতে অন্তরিত হইতে লাগিল, তাহাতে রাজার শোণিত-পিপাসা ও ধনলিপ্সা দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল। তখন সামান্য সামান্য ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া তিনি বড় বড় লোকের প্রতি উৎক্রোশ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। স্বীয় জঘন্য উদ্দেশের ক্রমিক সাফল্যের সহিত তাঁহার জঘন্য শঠতা ও কপটতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কপট বন্ধুত্ব ও স্নেহে দুই দিন অনুগৃহীত করিয়া তিনি তৃতীয় দিবসে তাহাদিগকে ইহলোক হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে লাগিলেন। পোকর্ণের সালিমসিংহ, নিমজের শূরতান সিংহ, এবং আহোরের আনর সিংহ ও তাঁহাদের সগোত্রীয় অপ্রাপ্ত ব্যবহার কুমারগণ তাঁহার বিদ্বেষ নয়নে পতিত হইলেন। রাজা তাঁহাদিগের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন বলিয়া তাঁহাদিগকে প্রত্যহই রাজসভায় উপস্থিত থাকিতে হইত। এতদিন তাঁহারা কোন বিষয়ে সন্দেহ করেন নাই, কিন্তু যে দিন তিনি দেওয়ান অখিচাঁদকে কারারুদ্ধ করিলেন, সেই দিন তাঁহাদের মনোমধ্যে বিষম সন্দেহের উদয় হইল। চতুর মান ইহা জানিতে পারিলেন এবং তাঁহাদের সেই সন্দেহ দূর করিবার জন্য কতিপয় কর্ম্মচারীকে প্রেরণ করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন "অখিচাঁদ দুষ্ট, রাজদ্রোহী, সুতরাং তাঁহাকে দণ্ড দেওয়া অতি কর্ত্তব্য; কিন্তু আপনারা নির্দ্দোষী; ইহাতে আপনাদের কোন ভয়ের কারণ নাই। তাহাকে শাস্তি দেওয়াতেই আমার সকল উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে।" এই কপট বাক্য এরূপ মধুর নিক্বণে ধ্বনিত হইল যে, সলিমপ্রমুখ সর্দ্দারগণ তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। কিন্তু তাঁহারা সতর্ক হইয়া রহিলেন। সেই দিন রজনীযোগে মানসিংহের অনুমতিক্রমে প্রায় আট সহস্র সৈন্ধবি ও অন্যান্য বেতনভোগী সৈন্য বন্দুক ও কামান লইয়া নিমজের সর্দ্দার শূর সিংহের আবাসভবন আক্রমণ করিল। সগোত্রীয় একশত আশী জন মাত্র সৈনিক সমভিব্যাহারে শূরতান নিজ বাটীর প্রাচীরোপরি থাকিয়া সেই অষ্ট সহস্র সৈন্যের ভীষণ আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন; ক্রমে অগণ্য গোলক প্রহারে তাঁহার অট্টালিকা পতনোন্মুখ হওয়াতে বীর শূরসিংহ অসি হস্তে সদলে ভবন হইতে বহির্গত হইলেন এবং নিজ ভ্রাতা ও অশীতি জন আত্মীয় স্বজনের সহিত শত্রু সেনামধ্যে বীরের ন্যায় প্রাণ ত্যাগ করিলেন। অবশিষ্ট সকলে আপনাদের শিশু সর্দ্দারকে রক্ষা করিবার জন্য অস্ত্রশস্ত্র লইয়া নিমজের অভিমুখে ধাবিত হইল। বীর শূরতান আত্মরক্ষার্থে যে ভয়াবহ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাতে অগণ্য শত্রু সৈন্য ও অনেকগুলি নাগরিক নিহত হইয়াছিল; ইহাতেই মানসিংহ সেই রাত্রিতে পোকর্ণ সর্দ্দারকে আক্রমণ করিতে পারেন নাই। সলিমসিংহ সমস্ত রজনী সশস্ত্র অবস্থায় জাগ্রত ছিলেন এবং সেই দিন হইতে সদা সতর্ক ভাবে কাল যাপন

করিয়া পলায়নের সুযোগ ও সুবিধা অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে সুযোগ উপস্থিত হইলে তিনি সদলে মরুভূমির স্বীয় আশ্রয়নিকেতনে পলায়ন করিলেন। যদি তিনি আত্মরক্ষার্থ সেই রূপ কৌশল অবলম্বন না করিতেন, তাহা হইলে যোধদুর্গের বহির্ভাগে তাঁহার মস্তক শৃগাল কুক্কুরের পদতলে অবলুণ্ঠিত হইত। তাহা হইলে যে অসিকোষের অভ্যন্তরে মারবারের ভাগ্য সংগুপ্ত ছিল, সেই দিন তাহা দেবীসিংহের বংশধরদিগের হস্ত হইতে অনন্ত কালের জন্য বিচ্ছিন্ন হইত; তাহা হইলে যে বিকট প্রতিশোধ-বাসনা তাঁহারা চারিপুরুষ ধরিয়া পোষণ করিয়া আসিতেছেন, তাঁহার জীবনের সহিত তাহার শান্তি বিধান হইত।

রাজা মানের কলঙ্কিত চরিত্রের আর অধিক আলোচনা করিতে ঘৃণা বোধ হয়। এ পাপ চরিত্র যত অনুশীলন করা যায়, ততই তাঁহার অগণ্য পাপানুষ্ঠানের এক একটী জঘন্য চিত্র আবিষ্কৃত হইতে থাকে;—শরীরে রোমহর্ষণ হয়, হৃদয় বিষম ঘৃণা ও বেদনায় অধীর হইয়া উঠে! অধিক আড়ম্বর না করিয়া কয়েকটী কথাতেই তাহার সুচারু সমালোচন হইতে পারিবে। যেদিন সলিমসিংহ প্রাণভয়ে নিজ দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, যে দিন এই সকল হৃদয়স্তম্ভন ব্যাপারের অভিনয় শেষ হইল, তাহার পরদিবসে রাজা মানসিংহ ফতেরাজকে নিকটে আহ্বান করিয়া ঈষৎ হাস্য সহকারে বলিলেন "আমি যে কেন তোমাকে শীঘ্র দেওয়ান পদে অভিষেক করি নাই, তাহার কারণ তুমি এতদিনে বুঝিতে পারিলেত?" এই কয়েকটী কথার প্রত্যেক অক্ষরে তাঁহার কুটিল চরিত্র পূর্ণভাবে প্রতিভাত হইতেছে। অনন্তর ফতেরাজ দেওয়ান পদে অভিষিক্ত হইলেন এবং রাজা মান কর্ত্তৃক অপহৃত বিপুল ধনের সাহায্যে সৈন্যগণের প্রাপ্য বেতন পরিশোধ করিয়া তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিলেন। এদিকে রাজ্যমধ্যে এক জনশ্রুতি প্রচারিত হইল যে, রাজ্যের অশান্তি নাশ করিবার নিমিত্ত রাজা মান ব্রিটিষ সেনাবলের সাহায্য গ্রহণ করিতেছেন। এই কিম্বদন্তী অচিরকাল মধ্যে সমস্ত দেশে প্রচারিত হইবা মাত্র প্রজাকুল বিষম ভয়ে আকুলিত হইল;—এমন কি যে রাঠোর সামন্তগণ ইচ্ছা করিলে সেই নৃশংস প্রজাপীড়ককে সিংহাসন হইতে দূরে নিক্ষেপ করিতে পারিতেন, সেই দিন তাঁহারা বিষম ঘৃণা, ভয় ও মনোবেদনায় উদ্বেজিত হইয়া সেই রাজাধমের পাপরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া গেলেন।

বীর সুরসিংহের আত্মীয়স্বজনগণ নির্ব্বিঘ্নে পলায়ন করিয়াও নিষ্কণ্টক হইতে পারিল না; রাজা মানের বিকট বিদ্বেষ বহ্নি তাহাদের পশ্চাদনুসরণ পূর্ব্বক সেইদুর দুর্গেও উপস্থিত হইল। সুরসিংহের শিশু কুমার আক্রান্ত হইলেন। তাঁহার অভিভাবকগণ বিস্ময়কর বীরত্বের সহিত শত্রুর প্রচণ্ড আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের কোন চেষ্টাই ফলবতী হইল না। মুষ্টিমেয় সেনা বিশাল শত্রুবাহিনীর ভীষণ আক্রমণ আর কতক্ষণ রোধ করিবে? একে একে সমস্ত সৈন্য নিপতিত হইল; এদিকে রাজা মানসিংহ স্বীয় সেনাপতি দ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন যে, সদিয়ের পুত্র যদি আত্ম সমর্পণ করে, তাহা হইলে তাহাকে ক্ষমা করা যাইবে এবং তাহার সমস্ত ভূমিসম্পত্তি

পুনরর্পিত হইবে। এই আশ্বাস বাক্যে নির্ভর করিয়া পোকর্ণের শিশুসর্দ্দার যুদ্ধ ত্যাগ করিলেন এবং সদলে রাজা মানসিংহের সেনানিবেশে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু মানসিংহ নিজ প্রতিজ্ঞা পালন করিতে পারিলেন না। শূরতানের পুত্র তাঁহার শিবিরে উপস্থিত হইবামাত্র দেওয়ান রাজার স্বাক্ষরিত অনুশাসন পত্র তাঁহাকে দেখাইয়া বলিল "আপনি বন্দী, এক্ষণে আপনাকে রাজার নিকট উপস্থিত হইতে হইবে।" কাপুরুষোচিত এই জঘন্য ব্যবহারে বেতনভোগী সৈন্ধবি সেনাপতিরও মনে বিষম ঘৃণার উদ্রেক হইল। তিনি সেই দণ্ডাজ্ঞা দূরে নিক্ষেপ করিয়া সদর্পে বলিলেন, "না, তাহা কখনই হইতে পারে না; ইনি আমার বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছেন; এখন কি ইহাঁকে বন্দী করা উচিত? ভাল, যদি রাজা নিজ প্রতিজ্ঞা পালন নাই করেন, তাহা হইলে আমার প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন হইবে না; আর কিছু না পারি, আমি ইহাঁকে কোন নিরাপদ স্থলে রাখিয়া আসিব।" সৈন্ধবি সেনাপতি নিজ বাক্য পালন করিতে ক্রটি করিলেন না। তিনি তখনই সেই বালককে লইয়া আরাবল্লির পাদপ্রস্থে উপস্থিত হইলেন। শূরতানের শিশুকুমার সেস্থল হইতে মিবারে গমন করিয়া রাণার নিকট আশ্রয় প্রাপ্ত হইলেন।

রাজা মানসিংহের উক্তরূপ জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতা ও কাপুরুষোচিত নৃশংস ব্যবহারে রাঠোর সর্দ্দারগণ নিরতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন যে, মারবারে আর তাঁহাদের মঙ্গল নাই। পদে পদে নিষ্ঠুর নরপতির বিদ্বেষবিষ পান করিতে হইবে;—পদে পদে নিকৃষ্ট বেতনভোগী সৈন্যগণের তাড়না সহ্য করিতে হইবে। তাঁহাদের আপনাদেরও এরূপ সহায়বল নাই যে, তদ্দারা সেই রাজাধমকে সিংহাসন হইতে বিচ্যুত করিতে পারেন। মানসিংহের বিপুল সেনাবল,—দশসহস্র বেতনভোগী গোলন্দাজ সৈন্য, তদ্ব্যতীত সামন্ত সেনা। সেই সকল সৈন্যের বিরুদ্ধে কি তাঁহারা আত্মরক্ষা করিতে পারিবেন! তাঁহারা নিজ নিজ দুর্গেও থাকিতে সাহস করিলেন না। কেননা তাঁহাদের মনে ভয় হইল পাছে, ইংরাজ সেনা আসিয়া তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। এই সকল কারণে ক্ষুব্ধ, বিরক্ত ও শঙ্কিত হইয়া রাঠোর সর্দ্দারগণ জন্মভূমি ত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। যে মারবার তাঁহাদের পিতৃপুরুষগণের লীলানিকেতন, শত্রুর আক্রমণ হইতে যাহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহারা অম্লানবদনে জীবন উৎসর্গ করিয়া অমরলোকে গমন করিয়াছেন, পাষণ্ড নরপতির নৃশংস ব্যবহারে আজি সেই জীবনের জীবন মারবারভূমি ত্যাগ করিয়া যাইতে হইল! কোথায় তাঁহারা বিদেশীয় আক্রমণ হইতে তাহাকে রক্ষা করিবেন, না আজ বিদেশীয়ের ন্যায় সেই মারবার হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইল! ইহা কি সামান্য পরিতাপের বিষয়! আপনার ধনে বঞ্চিত হইয়া পরের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে; মহারাজ শিবজির গর্ব্বিত রাঠোরকুলে জন্মিয়া অপর রাজপুতকুলের নিকট অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতে হইবে; রাঠোরের গর্ব্ব,—তেজস্বিতা—গৌরবগরিমা চিরকালের জন্য কলঙ্কিত হইবে। এই সকল চিন্তা বৃত্তি তাঁহাদের মনোমধ্যে উদিত হইয়া

তাঁহাদিগকে একবারে আকুলিত করিয়া তুলিল। সপরিবারে মারবার ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তাঁহারা একবার স্ব স্ব সতৃষ্ণনয়ন মারবারের দিকে নিক্ষেপ করিলেন। হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল—নয়ন হইতে অশ্রুবিন্দু নিপতিত হইল। রুদ্ধকণ্ঠে—উচ্চৈঃস্বরে—হৃদয়ভেদি রবে "বিদায়" "বিদায়" বলিয়া চীৎকার করিয়া সেই নিপীড়িত রাঠোর সর্দ্দারগণ মাতৃভূমিকে ত্যাগ করিলেন!

এইরূপে মারবারভূমি দুই এক মাসের মধ্যেই পশু ও পিশাচগণের আবাসভূমি হইয়া পড়িল,—যে মরুভূমি সেই মরুভূমিতেই পরিণত হইল! এদিকে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া সেই বীরগণ মিবার, অম্বর, কোটা ও বিকানীর প্রভৃতি নিকটস্থ রাজ্যসমূহে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া উক্ত প্রদেশ সকলের নৃপতিগণ সাদরে তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের বাসোপযোগী স্থল নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। কিন্তু ইহাতেও নৃশংস মানসিংহের কঠোর দুরাচরণের শান্তি নাই! পাশবী স্বার্থপরতায় প্রণোদিত হইয়া তিনি এতদূর বিমূঢ় হইয়াছিলেন যে, বিপদের চিরবন্ধু পরমবিশ্বস্ত আনরসিংহকেও আক্রমণ করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন! যে আনরসিংহ তাঁহার বিপদের চিরসহচর, যিনি নিজ পৃষ্ঠ দিয়া তাঁহাকে ভীমের ছুরিকা হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, ঝালোরের অবরোধকালে মান সর্ব্বস্বচ্যুত হইলে যিনি আপনার যথাসর্ব্বস্ব, নিজ বনিতার সমস্ত অলঙ্কার,—এমন কি তাঁহার "নত" পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া স্বীয় রাজার ভরণপোষণ ও প্রাণরক্ষার উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন; পল্লীনগর আক্রমণ করিতে গিয়া মানসিংহ অশ্বচ্যুত ও শত্রুহস্তে পতিত হইলে যিনি তাঁহাকে নিজ অশ্বে স্থান দিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন; আর সমস্ত রাঠোরসর্দ্দার ধঙ্কুলের পক্ষ অবলম্বন করিলে যিনি শত সহস্র প্রলোভন অতিক্রম করিয়াও তাঁহার পক্ষ ত্যাগ করেন নাই; কুশাবহ সেনা যোধপুরের দ্রব্যজাত লুণ্ঠন করিলে যিনি বিস্ময়কর বীরত্ব ও রণনৈপুণ্য দেখাইয়া সেই সমস্ত লুণ্ঠিত সামগ্রী উদ্ধার করিয়াছিলেন;—এমন কি যাঁহার উদ্যোগ ব্যতিরেকে তিনি পুনর্ব্বার রাজাসন প্রাপ্ত হইতে পারিতেন না,—রাজা মান এই সমস্ত মহোপকার ভুলিয়া—পাষাণে হৃদয় বাঁধিয়া—কৃতজ্ঞতার পবিত্র মস্তকে পদাঘাত করিয়া—সেই পরম বিশ্বস্ত, চিরমঙ্গলাভিলাষী, রাজগতপ্রাণ উদারহৃদয় আনরসিংহকেও সংহার করিতে স্বীয় শোণিতপিপাসু হস্ত বিস্তার করিয়াছিলেন! ধিক, তাঁহার রাজ্যে!—ধিক, তাঁহার ঐশ্বর্য্যে!—ধিক, তাঁহার পাপকলঙ্কিত রাজ নামে! তাঁহার পাপস্পর্শে মহারাজ যোধরাওয়ের পবিত্র সিংহাসন কলঙ্কিত হইয়াছে, সুপবিত্র রাঠোরকুলে অনপনেয় কলঙ্ককালিমা অঙ্কিত হইয়াছে, রাঠোরের অতীত বীরত্ব, মহত্ব ও উদারতা আজি অলীক বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

সুখে দুঃখে অষ্টাদশ মাস অতীত! মারবারের সর্দ্দারগণ নির্ব্বাসিত—পরান্নে প্রতিপালিত—পরগৃহে শায়িত। যাহারা সূচ্যগ্রপ্রমাণ ভূমির জন্ত প্রাণদানে প্রস্তুত, তাহারা আজ দীর্ঘকাল ধরিয়া আপনাদের আবাসভূমে বঞ্চিত। দুর্ভিক্ষের ভীষণ কশাঘাত এবং অত্যাচারী শত্রুর লোমহর্ষণ প্রপীড়নে মৃতপ্রায় হইলেও যাহারা মাতৃভূমিকে ত্যাগ

করে না, আজি তাহারা নৃশংস রাজার কঠোর রোষ ও বিদ্বেষ ভয়ে বিদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, আশ্রয়দাতা বন্ধুগণের অনুগ্রহে তাহাদের অশনবসনের ক্লেশ নাই বটে, কিন্তু তাহাদের হৃদয়ে সুখ কোথায়? দিনের মধ্যে শতবার সেই মরুময়ী মাতৃ-ভূমির মনোহর চিত্র তাহাদের মানসদর্পণে প্রতিফলিত হইতেছে;—সেই রৌদ্রপ্রতপ্ত অনন্ত বালুকাসাগর সুবর্ণকণিকাময় সমুদ্রবৎ তাহাদের মনে উদিত হইতেছে—সেই দীর্ঘনাল সমাবৃত জনার ক্ষেত্র শোভমান ধান্য ও গোধূম ক্ষেত্রের ন্যায় অনন্ত হাস্যে তাহাদের সম্মুখে যেন নৃত্য করিতেছে—সেই লবণসলিলা ক্ষীণাঙ্গী লূনী নদী প্রশস্তা পয়স্বিনীর ন্যায় যেন অনন্ত কলনাদে তাহাদের পিতৃ পুরুষগণের অমর কীর্ত্তিকলাপ গান করিতে করিতে প্রবাহিত হইতেছে। কোথায় সেই জীবনতোষিণী, সেই আশার কেন্দ্রস্থল,—সেই অনন্ত সুখের উৎস, জন্মভূমি কোথায়?—আর কোথায় সেই রাঠোর সর্দ্দারগণ?—তাহাদের ভাগ্যদোষে আজি তাহারা সেই মাতৃভূমি হইতে দূরে বিক্ষিপ্ত! নৃশংস—প্রজাপীড়ক—ঘোর স্বার্থপর রাজার দৌরাত্ম্যে শোচনীয়রূপে অতি হীন দশায় দূরে বিক্ষিপ্ত! আজি তাহাদের সেই উৎসাহ—সেই আনন্দ কোথায়?—সকলই ফুরাইয়াছে। দুর্ভাগ্যের কঠোর শৈত্যস্পর্শে সমস্তই নিবিয়া গিয়াছে? কিন্তু এরূপ নিরুৎসাহ ও নিরানন্দ অবস্থায় তাহারা আর কত দিন থাকিবে? মাতৃভূমি হইতে বিচ্যুত হইয়া আর কত কাল যাপন করিবে?—ক্রমে সেই নিরুৎসাহ ভাব বীরহৃদয় তেজস্বী রাঠোরসর্দ্দারগণের অসহ্য হইয়া উঠিল। সে শোচনীয় দুরবস্থা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য ১৮২১ খৃষ্টাব্দে তাহারা ইংরাজ বাহাদুরের আনুকূল্য পাইবার চেষ্টা করিল; কিন্তু এক বৎসরের মধ্যে তদ্বিষয়ের তত কিছু বিশেষ আয়োজন হইল না। আপনাদের শোচনীয় দুরবস্থায় নিরতিশয় মর্ম্মাহত হইয়া সেই তেজস্বী রাঠোরসর্দ্দারগণ ব্রিটিষ কর্ম্মচারীকে যে হৃদয়ভেদি পত্র * লিখিয়াছিল, তাহা পাঠ করিলে অতি নৃশংস

---

* মর্ম্মাহত রাঠোর সর্দ্দারগণ ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের পোলিটিকেল এজেণ্ট মহাত্মা টড সাহেবকে আপনাদের মর্ম্মবেদনা জানাইয়া যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার অবিকল অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

[সম্ভাষণান্তর।]

"আমরা আপনার নিকট যে বিশ্বস্ত পাত্রকে পাঠাইয়াছি, তিনি আমাদের সমস্ত কথা বর্ণন করিবেন। সরকার কোম্পানি এক্ষণে হিন্দুস্থানের অধীশ্বর, এবং আপনি আমাদের অবস্থা ভালরূপই বিদিত আছেন। আমাদের ও আমাদের দেশের কোন বিষয়ই যদি ও আপনার নিকট গুপ্ত নাই, তথাপি আমাদের সম্বন্ধে এমন একটী বিষয় আছে, যাহা আমরা না জানাইয়া থাকিতে পারিনা।

"শ্রীমহারাজা ও আমরা এককুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি,—সকলেই রাঠোর। তিনি আমাদের শীর্ষস্থানীয়, আমরা তাঁহার সেবক। কিন্তু এক্ষণে তিনি রোষাক্রান্ত হইয়াছেন এবং আমরা আমাদের মাতৃভূমি হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। আমাদের পৈতৃক সম্পত্তি ও আবাস বাটীর মধ্যে কতকগুলি খালিশা করা হইয়াছে এবং যাহারা দূরে থাকিতে চেষ্টা করে, তাহাদেরও অদৃষ্টে ঐরূপই ঘটে। কেহ কেহ অতি গুরুতর প্রতিজ্ঞার উপর নির্ভর করিয়া প্রতারিত ও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে;—কেহ কেহ কারা ক্লেশ সহ্য করিতেছে। মুৎসুদ্দী, রত্নকারী, কর্ম্মচারী এবং স্বদেশীয় বা বিদেশীয় সকলেই আক্রান্ত হইয়াছে; এবং তাহাদের প্রতি এরূপ অশ্রোতব্য ও রোমহর্ষণ অত্যাচার করা হইয়াছে যে, আমরা তাহা লিখিতেও পারিবনা। তাঁহার মনের যেরূপ ভাব হইয়াছে আমরা সেরূপ ভাব যোধপুরের আর কোন রাজার

পাষণ্ডেরও পাষাণহৃদয় বিগলিত হইয়া যায়। সেই পত্র পাঠ করিয়া মহাত্মা টড্‌সাহেব বলিয়াছিলেন যে, যদি যথাকালে ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট তাহাদের কোন চেষ্টা না করে, তাহা হইলে তাঁহারা আপনারাই আপনাদের উদ্ধার করিবে; কেহ তাহাদিগকে দোষ দিবে না!

দেখি নাই। তাঁহার পিতৃ পুরুষেরা দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছেন, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ তাঁহাদের সচিব ও মন্ত্রীর কাজ করিয়া গিয়াছেন; এবং যাহা কিছু অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহা আমাদের সর্দ্দারদিগের সমবেত বুদ্ধির বলে সাধিত হইয়াছে। তাঁহার পিতৃপুরুষগণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমাদের পিতৃপুরুষগণ অম্লান বদনে আপনাদের জীবন ত্যাগ করিয়াছেন এবং শত্রুকে সংহার করিয়াছেন। রাজার পরিচর্য্যা করিতে-গিয়াই তাঁহারা যোধপুরকে বর্ত্তমান অবস্থায় উন্নীত করিয়া গিয়াছেন। যেখানে অন্য রাজের সহিত মারবারের সংঘর্ষ সমুদ্ভূত হইয়াছে, সেইখানেই তাঁহারা উপস্থিত হইয়াছেন, এবং আপনাদের জীবনের উৎসর্গে মাতৃভূমিকে রক্ষা করিয়াছেন। কখন কখন ও বালকে আমাদের অধিপতি হইয়াছেন; কিন্তু তখনও আমাদের পিতৃপুরুষগণের বিজ্ঞতা ও রাজভক্তির প্রভাবে আমাদের দেশ রক্ষা পাইয়াছে; এইরূপে বংশপরম্পরানুক্রমে ইহা চলিয়া আসিতেছে। তাঁহার (রাজা মানের) চক্ষুর উপর আমরা অনেক কাজ করিয়াছি; সেই সঙ্কটকালে যে দিন জয়পুরের বিশাল বাহিনী যোধপুরকে অবরোধ করিল, আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে তাহাদের সম্মুখীন হইলাম। আমাদের জীবন ও সৌভাগ্য বিপন্ন হইল, পরে ঈশ্বরানুগ্রহে আমরা জয়লাভ করিলাম। সর্ব্বশক্তিমান জগদীশ্বর ইহার সাক্ষী। এক্ষণে সে কাল গিয়াছে; অবিবেকী ব্যক্তিগণ এখন আমাদের রাজার নিকটে অবস্থিত; তাহাতেই এই বিপরীত ভাব। যতক্ষণ আমাদের সেবা গৃহীত হয়, ততক্ষণ তিনি আমাদের প্রভু; কিন্তু যখন না হয়, তখন আমরা তাঁহার আবার সেই ভ্রাতা ও কুটম্ব, সেই স্বত্বাধিকারী ও ভূমিপ্রার্থী।

"তিনি এক্ষণে আমাদিগকে বঞ্চিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু আমাদের জীবন থাকিতে কি কেহ আমাদিগকে বঞ্চিত করিতে পারিবে? ইংরাজগণ সমগ্র ভারতের অধিপতি। * * * * * * ঠাকুর নিজ দূতকে আজমিরে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে দিল্লিতে যাইতে বলা হইয়াছিল। তদনুসারে তিনি তন্নগরে উপস্থিত হয়েন; কিন্তু তাঁহার কোন উপায় করা হয় নাই। যদি ইংরাজসেনাপতি গণ আমাদিগের কথায় কর্ণপাত না করেন, তাহা হইলে আর কে করিবে? ইংরাজগণ কাহাকেও অপরের ভূমি অপহরণ করিতে দেন না। মারবার আমাদের মাতৃভূমি; সুতরাং মারবার হইতেই আমরা আমাদের সাহায্য সংগ্রহ করিব। এই লক্ষ রাঠোর কোথায় যাইবে? ইংরাজ বাহাদুরের সম্মান রাখিবার জন্যই আমরা এতদিন ধৈর্য্য ধরিয়া আসিয়াছি। আপনাদের গবর্ণমেণ্টকে না জানাইলে আপনারা পরে দোষ লইতে পারেন, সেইজন্য আমরা জানাইলাম এবং সকল দোষ হইতে মুক্ত হইয়া রহিলাম। মারবার হইতে আমরা যাহা সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলাম, তাহা নিঃশেষিত হইয়াগিয়াছে; এখন ঋণ করিয়া গ্রাসাচ্ছাদনের সংযোজনা করিতেছি; কিন্তু তাহাতেও আর চলে না। এক্ষণে যখন দেখিতেছি যে, অন্নাভাবে আমাদিগকে মরিতে হইবে; আমরা প্রস্তুত; এক্ষণে আমরা কোন কাজই করিতে পরাঙ্মুখ নহি।

"ইংরাজ বাহাদুর আমাদের শাসনকর্ত্তা—আমাদের প্রভু। শ্রীমান আমাদের সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়াছেন; আপনারা যদি মধ্যস্থ হয়েন, তাহা হইলে এ সমস্ত কষ্ট দূর হইতে পারে; আর কাহারও উপর আমাদের বিশ্বাস নাই। আমাদের এই আবেদনের প্রত্যুত্তর দানে কার্পণ্য করিবেন না। ধীর ও শান্ত ভাবে আমরা প্রত্যুত্তরের প্রতীক্ষায় রহিলাম। কিন্তু যদি আমরা কিছুই উত্তর না পাই, তাহা হইলে আর আমাদের দোষ নাই; কেন না সকল স্থলেই বিজ্ঞাপন করিলাম। ক্ষুধায় কাতর হইয়া মানব উদ্ধারোপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইবে। একমাত্র আপনার সরকার বাহাদুরের সম্মান রাখিয়া আমরা এতদিন নীরবে সহ্য করিয়া আসিয়াছি; আমাদের সরকার বাহাদুর আমাদের বিলাপে কর্ণপাত করিলেন না। কিন্তু আর কত দিন অপেক্ষা করিয়া থাকিব? আমাদের আশা ভরসা পূর্ণ করিবেন। ইতি শ্রাবণ ১৮৭৮ সম্বৎ।"

দেখিতে দেখিতে ১৮২২ খৃষ্টাব্দ কালচক্রের একটী আবর্ত্তনের সহিত অনন্ত কালসাগরে মিশিয়া গেল। তথাপি সেই স্বার্থবঞ্চিত—প্রতারিত—উৎপীড়িত রাঠোর সর্দ্দারগণের ভাগ্যচক্রের পরিবর্ত্তন হইল না। ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট মধ্যস্থ হইয়া তাহাদের সমস্ত বিবাদ বিষম্বাদ মীমাংসা করিয়া দিবেন, এ আশ্বাস তাহারা পাইয়াছে; ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে এই আশ্বাস সফল হইবে, এই আনন্দময়ী চিন্তায় তাহারা কথঞ্চিৎ সুখে কাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। হায়! নিষ্ঠুর রাজার দোষেই তাহাদের তত দুরবস্থা! মারবারের সেই অযোগ্য নৃপতি হইতে রাজ্যের যে কত অনর্থ সংঘটিত হইয়াছিল, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। কপটতা, বিশ্বাসঘাতকা ও নিষ্ঠুরতার সাহায্যে রাজা মান মহারাজ যোধরাওয়ের পবিত্র সিংহাসন হস্তগত করিয়াছিলেম বটে; কিন্তু নিজ দোষে তাহার সম্মান রক্ষা করিতে পারেন নাই। তাঁহা হইতেই মারবারের পূর্ণ অধঃপতন এবং রাঠোর কুলের শোচনীয় দুরবস্থার চারি পাদ পূর্ণ হইয়াছিল। রাজা মানসিংহ যদি সেইরূপ পাশবী প্রতিশোধপিপাসায় অন্ধ না হইতেন, তাহা হইলে সুবিধাক্রমে স্বীয় ও স্বরাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে পারিতেন। তিনি অনেক সুযোগ ও সুবিধা পাইয়াছিলেন; কিন্তু মারবারের নিতান্ত দুর্ভাগ্য, তাই তাঁহার সেইরূপ দুর্ম্মতি ঘটিয়াছিল; তাই তিনি সামন্ত সমিতিকে দমন না করিয়া একবারে সংহার করিতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন। তাঁহার একের দুরাচরণে যে বিষময় ফল উদ্ভূত হইয়াছিল, আজিকার বর্ত্তমান রাঠোরগণ তাহা ভোগ করিতেছে। উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস ও অশ্রুবিন্দুর সহিত তাহারা সেই রাজাধমের নামে শত অভিশাপ প্রদান করিতেছে!

রাঠোরকুলের গৌরবময় ইতিহাসের এই খানেই পরিসমাপ্তি হইল,—বীরবর শিবজির বংশধরদিগের লীলানিকেতন মারবারের রঙ্গভূমে এই খানেই যবনিকা পাতিত হইল। যে দিন সেই মহাপুরুষ রাঠোরকুলের পঞ্চরঙ্গিনী পতাকা সুরধুনীর সৈকতভূমি হইতে উৎপাটিত করিয়া লুনীতটস্থ অনন্ত বালিয়াড়ির উপর রোপণ করিলেন, সেইদিন হইতে সমালোচ্য কাল পর্য্যন্ত ছয় শতাব্দীরও অধিক কাল অতীত হইয়া গিয়াছে। এই দীর্ঘকালের মধ্যে তাঁহার পবিত্র বংশের কত অমানুষিক কীর্ত্তিকলাপের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইল। শেষে অযোগ্য ও রাজাধম মানসিংহের কলঙ্কিত জীবনীর সহিত রাঠোরকুলের ইতিহাসের সমাপ্তি করিতে হইল। একদা যে "লাখ তরোয়ার রাঠোর রণের" প্রচণ্ড ভুজবলে মোগল সম্রাটের বিরাট সিংহাসনও কম্পিত হইয়াছিল, যাহাদের একটীমাত্র নৃপতির বীর্য্যবহ্নি জলন্ত স্রোতে ও অপ্রতিহত প্রভাবে সুদূর হিন্দুকুশের পাদতল পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়াছিল, আজি তাঁহাদের অনেক বংশধর সান্ধ্যগগনে ক্ষীণ রশ্মিরেখার ন্যায় বিরাজ করিতেছে! আর সে তেজ নাই—সে দর্প নাই—সে বিশ্বদাহী প্রতাপ নাই! সকলই নিবিয়া গিয়াছে,—সমস্তই শীতল হইয়া পড়িয়াছে। গৌরববহ্নি নির্ব্বাণ হইয়াছে—কিন্তু তাহার ভস্মমাত্র বিদ্যমান্ আছে! যে যোধরাও বীর অদ্ভুত সম্যাসবলে রাঠোরকুলের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, আজি তাঁহার সিংহাসন জীর্ণ অট্টালিকার ন্যায় সামান্য বায়ুভরেও কম্পিত হইতেছে;—তাঁহার বিজয়কিরীটিনী

পঙ্করঙ্গিনী প্রভাতগগনে শশিলেখার ন্যায় নিতান্ত ম্লানভাবে অবনত শিরে ইতস্ততঃ আন্দোলিত হইতেছে! কালচক্রের কি অদ্ভুত আবর্ত্তন! কি বিচিত্র বিধান! প্রচণ্ড অত্যাচারী মুসলমানদিগের ধারাবাহিক উৎপীড়ন সহ্য করিয়াও যে রাঠোরকুল অক্ষুণ্ণ ছিল,—বরং উৎপীড়নের আতিশয্যে যাহাদের জাতীয় জীবন বাড়িয়া উঠিয়াছিল; আজি সাম্য, একতা ও উদারতার প্রথিতপূজক সভ্যতাভিমানী ব্রিটনের সার্ব্বভৌমিক শাসনকালে সেই রাঠোরকুল কি নিদ্রা যাইতেছে? তাহারা কি আপনাদের অবস্থা সমস্ত ভুলিয়া গিয়াছে? কোথায় সেই উৎপীড়কগণ? সেই গজনান ও ঘোরী,—সেই খিলিজি ও লোডী,—সেই পাঠান ও মোগলগণ এখন কোথায়?—কালচক্রের আবর্ত্তনে কোন্ কালে তাহারা সমাধিনিহিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের সহিত কি রাঠোরের গৌরব ও প্রতাপ নির্ব্বাপিত হইয়াছিল?—না! ইতিহাস সহস্র রসনায় বলিতেছে—"না।" এক বংশ অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া অনন্তকাল সাগরে বুদ্বুদের ন্যায় মিলাইয়া গিয়াছে,—আবার অপর বংশ উদ্ভূত হইয়া সেই পূর্ব্বকৃত অত্যাচাররাশি দ্বিগুণিত করিয়া তুলিয়াছে! কিন্তু তাহাতে রাঠোরের জাতীয় জীবন কিছুমাত্র বিনষ্ট হয় নাই, বরং স্থিতিস্থাপক পদার্থের ন্যায় প্রত্যেক অত্যাচারে তাহা উল্লম্ফিত হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপে দুই একটী করিয়া সমস্ত মুসলমান বংশ ভারতের সিংহাসন হইতে অতল কালসাগরে বিক্ষিপ্ত হইয়া কোথায় বিলীন হইয়া গেল,—কিন্তু রাঠোরের প্রতাপ যেমন তেমনই রহিল। শেষে বিধাতার কঠোর লিপি পূরণ করিবার জন্য হতভাগ্য রাঠোরগণ ভীষণ অন্তর্বিপ্লবে জড়ীভূত হইয়া আপনাদের পদে আপনারাই কুঠারাঘাত করিল;—লুণ্ঠনপ্রিয় নৃশংস মহারাষ্ট্রীয় ও রক্তপিপাসু পাঠানগণ অদৃশ্যে তাহাদের সর্ব্বনাশ করিতে লাগিল;—রাঠোরকুলের যে জীবনীশক্তি মুসলমান নৃপতিগণের প্রপীড়নেও অক্ষুণ্ণ ছিল, মাহারাট্টা ও পাঠানদিগের অত্যাচারে তাহা নিস্তেজ হইল! মারবার নিজ দোষে অসীম কষ্ট ভোগ করিল। তথাপি আশা ছিল যে, ব্রিটনের সহিত সখ্যভাবে মারবারের সে দুরবস্থা দূরীকৃত হইবে। যে জাতি গর্ব্ব করিয়া বলে যে, বিজ্ঞতা, ন্যায় ও দয়াই তাহাদের প্রভুতার প্রধান উপাদান, যাঁহারা রক্ষণীয় ও শরণাগত ব্যক্তির রক্ষণোপযোগী ব্যয় ব্যতীত আর এক কপর্দ্দকও লইতে চাহেন না, ধর্ম্মবন্ধন যাঁহাদের প্রধান বন্ধন;—রাঠোরকুল তাঁহাদের সহিত সৌহার্দ্দ্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়া উপকারলাভের যে সকল আশা করিয়াছিল, তাহা কি সফল হইয়াছে? রাঠোরদিগের সহিত সন্ধিবন্ধন করিয়া ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, মারবারের অশান্তি নিবারণ করিয়া রাঠোরদিগের দগ্ধ হৃদয়ে শান্তিবারি সেচন করিবেন, তাহা কি পালিত হইয়াছিল? বৎসরের পর বৎসর মারবারীদিগের শোকাশ্রুর সহিত কালসাগরে বিলীন হইল, তথাপি ন্যায়পর সত্যসন্ধ ব্রিটন হতভাগ্যদিগের প্রতি মনোযোগ করিলেন না। ইহা কোন ভারতীয় ভ্রাতার উন্মাদ কল্পনা নহে। ব্রিটিষ পোলিটিকেল এজেণ্ট মহাত্মা টড্ সাহেব নিজমুখে ইহা স্বীকার ও করিয়া গিয়াছেন। এতৎসম্বন্ধে তিনি আর যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন

তাহার অবিকল অনুবাদ নিম্নে প্রকটিত হইল। "যদি বলিতে হয় যে, তাহাদের আভ্যন্তরীন্ শাসন ব্যাপারের মীমাংসায় তাহাদিগকেই স্বাধীনতা দিয়া আমরা হাত গুটাইয়া রাখিয়াছি, তাহা হইলে তাহাদিগের অধিপতিকেও সাহায্য দিয়া কাজ নাই। রাঠোর রাজা ও সামন্তের স্বত্ব সমান; তাহারা আপনারাই তবে নিজ নিজ স্বত্ব সংরক্ষা করুক। ভাল, মধ্যস্থ হইয়াও যদি কিছু না করিতে পারি, তবে তাহাদের আপনাদের শাসননীতির অনুষ্ঠানে কেন বাধা দিতে যাইব? তাহারা আপনাদের শাসনকার্য্য আপনারাই করুক এবং যদি স্বাধীনতা দিতে হয়, তবে প্রকৃত স্বাধীনতাই দান কর। এক্ষণে যদি অধিকতর বিজ্ঞ, সদাশয় ও উদার বলিয়া পরিচিত হইতে বাসনা থাকে, তবে অগ্রে তাহাদের রাজনৈতিক অবস্থা সম্যক রূপে বুঝিয়া পরে তাহাদের আভ্যন্তরীন্ শ্রীবৃদ্ধি সাধনার্থ ন্যায়সম্মত ক্ষমতা পরিচালন করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। তাহা হইলে ব্রিটনের বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অন্তর্গত একটী প্রধান রাজ্যের বর্ত্তমান ও অনাগত শান্তি সংস্থাপিত হইবে। এ নীতি উদার ও হিতকারিণী। ইহাকে কার্য্যে পরিণত করিবার সুযোগ ও উপস্থিত হইতে পারে। রাজা মানের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া প্রজাগণ রাঠোরকুলের পবিত্র ইদরশাখা হইতে কোন রাজকুমারকে মারবারের সিংহাসনে স্থাপন করিতে চাহিবে, সেই সুযোগে তাহাদের সেই প্রশস্ত প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলেই আমাদের এই নীতি সফল হইবে। নতুবা পিতৃহন্তার পাপ বংশ যতদিন মারবারের শাসনদণ্ড পরিচালন করিবে, ততদিন দেশের অনর্থ ক্রমেই বাড়িতে থাকিবে। কিন্তু এরূপ নীতির অনুসরণ না করিয়া যদি আমরা আমাদের রাজতান্ত্রিক—না আমাদের স্বেচ্ছাচারিণী নীতি এই সামন্তসমিতির প্রতি প্রয়োগ করি, যদি আমরা কেবল কঠোর অত্যাচারীর অত্যাচার সমর্থন করিবার জন্যই উহাদের ব্যাপারে হস্তার্পণ করি, তাহা হইলে সেই সাহসী সর্দ্দারগণ নিরাশ ও মর্ম্মাহত হইয়া যখন উন্মত্ত হইয়া উঠিবে, তখন কি হইবে, তাহা একবার ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য। তাহারা রাজপুত; সুতরাং উদ্ভ্রান্ত পিণ্ডারী ও উচ্ছলিত মহারাষ্ট্রীয়দিগের হইতে তাহাদের কার্য্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন। একি আক্রমণ ও পলায়নের ক্ষেত্র! জনশ্রুতি উঠিয়াছে যে, তাহারা আপনারাই আপনাদের ধর্ম্মরক্ষা করিয়াছে;—অত্যাচার হইতে উদ্ধারলাভে কাহারও সহায়তা না পাইয়া নৈরাশোন্মত্ত রাঠোরগণের ছুরিকা রাজা মানের হৃদয়শোণিত পান করিয়াছে। যদি ইহা সত্য হয়, তবে তাহার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন উৎপীড়িত সর্দ্দারগণের ধর্ম্মরক্ষার উপায়ান্তর নাই। আরও শুনিতে পাওয়া যাইতেছে যে, অপনুপতি ধঙ্কুল মহারাজ যোধের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন। ইহা অতীব শোচনীয়। রাজা ধঙ্কুল গদিতে আরূঢ়;—কিন্তু তাঁহার সহায় সম্বল কৈ? যাহারা তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিয়া আসিয়াছে, তাহারাই তাঁহার ভরসা স্থল;—নতুবা সামন্তশিরোমণি চম্পাবৎ সর্দ্দার যে পদের ন্যায্য অধিকারী, পোকর্ণ সর্দ্দার ও তদীয় চক্র তাহা অধিকার করিবে। ঈর্ষা, বিদ্বেষ, কলহ ও রক্তপাতে দেশ উৎপীড়িত হইবে, এবং যতদিন না ইদর হইতে

কোন রাজপুত্র মারবারের সিংহাসনে স্থাপিত না হইবেন, ততদিন রাজ্যের সে সমস্ত অনর্থ দূর হইবে না। এই প্রশ্নের মীমাংসার্থ যদি একটী বিরাট রাজপুত সভা আহ্বান করা যায়, তাহা হইলে নবদশমাংশ এই প্রস্তাবের সমর্থন করিবে। তখন ইহা কার্য্যে পরিণত হইলে সহস্র সহস্র ব্যক্তি শান্তিসুখ সম্ভোগ করিবে এবং ভবিষ্যতে আমরা আপনারা কোন বিপদে পতিত হইব না।" অমর টড্! ধন্য তোমার উদারতা; ধন্য তোমার বিশ্বপ্রেমিকতা! দেব! এ প্রপীড়িত, অধঃপতিত ও স্বার্থবঞ্চিত আর্য্যসন্তানদিগের উদ্ধারের জন্য তুমি যে তত চেষ্টা, তত পরিশ্রম, তত আয়াস স্বীকার করিয়াছিলে, তাহা সফল হইল কৈ? তোমার সে কঠোর শবসাধনা সফল না করিয়াই কেন তুমি ইহলোক পরিত্যাগ করিলে? আর একবার তোমার সেই সর্ব্বমঙ্গলময় মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া তোমার ভ্রমান্ধ স্বার্থপর স্বজাতীয়বর্গকে ভারতের অনন্ত মহিমা,—রাজপুতের অনন্ত গুণগরিমা শিক্ষা দাও!

ষোড়শ অধ্যায়।

মারবারের বিস্তার;—অধিবাসিগণের শ্রেণীবিভাগ;—ভূমি;—শস্য;—খনিজ দ্রব্য;—শিল্পদ্রব্য;—বাণিজ্যস্থল;—বণিকশ্রেণী;—মুক্কব ও ভালোত্রার সেনা;—বিচার নীতি;—দণ্ডবিধি;—করবিধি;—লবণহ্রদ হইতে আয়;—সামন্তশ্রেণী;—সামন্তিক ভূমি ও তাহার আয়ের তালিকা।

মারবার পূর্ব্বপশ্চিমে কিছু অধিক বিস্তৃত;—সেই বিস্তৃতি অন্যূন দুই শত সত্তর মাইল। ইহা উত্তরদক্ষিণে প্রায় দুই শত কুড়ি মাইল দীর্ঘ। ইহার পূর্ব্বোত্তর কোণ হইতে দক্ষিণপশ্চিম কোণ পর্য্যন্ত একটী ব্যাস টানিলে, তাহা সার্দ্ধ তিন শত মাইলের ন্যূন হইবে না। মারবারের সীমাবন্ধনী এরূপ বক্র ও অসম, এবং ইহার এক এক অংশ অন্যান্য রাজ্যের অন্তর্ভাগে এরূপ ভাবে প্রবিষ্ট যে, ত্রিকোণমিতিসিদ্ধ প্রক্রিয়া অবলম্বন না করিলে ইহার প্রকৃত সীমা নির্দ্ধারণ করা কঠিন।

অধিবাসিগণের শ্রেণীবিভাগ।—যৎকালে মহাত্মা টড পোলিটিকেল এজেন্ট পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তখন তিনি গণনাদ্বারা মারবারের লোকসংখ্যা বিংশতি লক্ষ স্থির করিয়াছিলেন। এই সংখ্যার মধ্যে জিত পঞ্চাষ্টম, রাজপুত দ্বি-অষ্টম, অবশিষ্ট সংখ্যা ব্রাহ্মণ, বণিক ও শূদ্রদ্বারা পরিপূরিত হইয়াছে। এই গণনা যদি প্রকৃত হয়, তাহা হইলে রাজপুতের সংখ্যা পুরুষ, বালক ও শিশু লইয়া সর্ব্বসমেত পাঁচ লক্ষ জন ছিল। তাহার মধ্যে অন্যূন পঞ্চাশত সহস্র ব্যক্তি অস্ত্রধারণে সক্ষম।

মারবারের বিস্তৃত ইতিহাস বর্ণনা করিয়া রাঠোরের চরিত্র বর্ণন করিতে যাওয়া সর্ব্বথা নিষ্প্রয়োজন; কেন না মারবারের প্রতি পত্রে এই বীরকুলের চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। রাজস্থানের ষট্‌ত্রিংশৎ রাজকুলের মধ্যে রাঠোর নিশ্চয়ই উচ্চ আসন অধিকার করিয়াছে। যে রাঠোর মোগলের প্রদীপ্ত গৌরবকালে তাহার প্রচণ্ড প্রতাপকে তুচ্ছ করিয়াছিল, আজি কালচক্রের প্রভূত পরিবর্ত্তনে তাহার বীর্য্যবহ্নি নিস্তেজ হইয়া রহিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা একবারে নির্ব্বাণ হয় নাই। কালে যদি যোধরাওয়ের ন্যায় মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া মোহন মন্ত্রবলে এই অস্তমিত বীর্য্যানলকে আবার উদ্দীপিত করিয়া তুলিতে পারেন, তাহা হইলে আবার সেই রাঠোরের গৌরবপ্রভায় পৃথিবী আলোকিত হইবে। কিন্তু আধুনিক রাঠোরের একটী প্রধান দোষ এই যে, তাহারা অতিশয় অহিফেন সেবন করিয়া থাকে।

ভারতবর্ষের মধ্যে রাঠোর তুরঙ্গ সেনাই সর্ব্ব প্রধান। এইজন্য প্রতি বৎসর মারবারে যত অশ্ব বিক্রীত হইত, রাজবারার অন্যত্র সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় নাই। কচ্ছ, কাত্তিবার, মূলতান ও জঙ্গল দেশ হইতে অগণ্য ঘোটক ভালোত্র ও পুষ্করের অশ্বমেলায় আনীত ও উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হইত। লুণী নদীতটস্থ বর্দ্দুরো এবং মারবারের পশ্চিম প্রান্ত স্থিত অন্যান্য নগরে উৎকৃষ্ট অশ্ব সমূহ লালিত হইত। কিন্তু মারবারের অন্তর্বিপ্লব এবং দুর্দ্ধর্ষ পাঠান ও মহারাষ্ট্রীয়গণের উৎপীড়নে সেই সকল স্থল পরিত্যক্ত ও শূন্য হইয়া রহিয়াছে। আর সেই কচ্ছ, বর্দ্দুরো ও জঙ্গল দেশ প্রভৃতি স্থলে প্রায়ই ভাল ঘোটক দেখিতে পাওয়া যায়না।

ভূমি ও শস্য।—মারবারের ভূমি নিম্ন লিখিত চারি ভাগে বিভক্ত হইতে পারে:— রৈকাল, চিকনি, পীলা ও শফেদ। রৈকাল ভূমিতে মারবারের অধিকাংশ পরিব্যাপ্ত, ইহা বালুকাময়;—ইহাতে স্বল্পই মৃত্তিকা মিশ্রিত আছে। সেই জন্যই তাহাতে জনার, মুগ, মটর, তিল ও ফুটিতরমুজ অধিক পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। চিকনি (মোটা) মৃত্তিকা দেখিতে কৃষ্ণ বর্ণ; দিদবানো, মৈরতা, পল্লি এবং গদবারের অনেক গুলি সামন্তিক ভূমি এই চিকনি মৃত্তিকায় আবৃত। ইহাতে গোধূম ও ধান্য অধিক পরিমাণে জন্মে। পীলা (পীত) মৃত্তিকায় বালুকায় অধিক সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। যোধপুর, কেবনশির, ঝালোর ও ভালোত্র এবং অন্যান্য জনপদের স্থলে স্থলে এই পীত মৃত্তিকা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। পীলা মাটি যবের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। তামাক, পলাণ্ডু ও অপরাপর শস্যও ইহাতে জন্মিয়া থাকে। পাট্টাগেঁও নামক গোধূমের চাষও সময়ে সময়ে ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। সফেদ (সাদা) ভূমি প্রায় বিশুদ্ধ শ্বেত বালুকাতে পরিপূরিত। ইহাতে প্রায়ই কোন শস্য জন্মেনা;—তবে অধিক পরিমাণে বৃষ্টি হইয়া গেলে ইহাতে কোন কোন শস্য হইতে পারে। লূণী নদী দ্বারা মারবারের ভূমির অবস্থা অনেক পরিমাণে উন্নীত হইয়াছে। পুষ্কর হ্রদে উৎপন্ন হইয়া এবং মারবারকে প্রায় দ্বিভাগে বিভক্ত করিয়া ইহা ক্রমাগত পশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত হইয়াছে। ধরিতে গেলে ইহাকে মরুদেশের উর্ব্বর ও বন্ধুর ভূমির মধ্যস্থিত সীমারেখা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

এতদ্ব্যতীত আরাবলি হইতে অনেক গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গিণী উদ্ভূত হইয়া লূণীর দক্ষিণস্থিত পল্লী, সুজোৎ ও গদবারের উর্ব্বর শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছে। এই সকল স্থলে একমাত্র অনাস ভিন্ন আর সমস্ত শস্যই প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হয়।

খনিজদ্রব্য।—মারবারের অনেক স্থলে অনেক প্রকার খনিজদ্রব্য পাওয়া যায়। সেই সকল আকরজাত সামগ্রী দ্বারা বন্ধুর মারবারভূমির সমৃদ্ধতা অনেক পরিমাণে বাড়িয়াছে। পাচভদ্র, দিদবানো ও শম্বরের লবণ-সরোবরগুলি ভগবতী কমলার এক একটী আবাসনিলয় বলিয়া কীর্ত্তিত হইতে পারে। এই সকল হ্রদে যে প্রভূত লবণ উদ্ভূত হয়, ভারতের নানা প্রদেশে তাহা প্রেরিত হইয়া থাকে। মকরোণের মর্ম্মর শিলা বিশেষ প্রসিদ্ধ। মুসলমানদিগের শাসনকালে এই সুন্দর প্রস্তর দ্বারা দিল্লি ও আগরার উৎকৃষ্ট অট্টালিকা, মসজিদ, সমাধিমন্দির ও আরব্য স্তম্ভাদি নির্ম্মিত হইয়াছে। আজিও তাহাদের সৌন্দর্য্য বিশ্বসমক্ষে মরুস্থলীর সেই মকরোণ শিলার গৌরব কীর্ত্তন করিতেছে। এই সুন্দর শিলা হইতে পূর্ব্বে মারবারের অনেক আয় হইত; কিন্তু আজি কালি প্রাসাদগঠনের প্রতি সেদেশীয়দিগের আস্থা নাই। এতদ্ভিন্ন যোধপুর ও নাগোরের নিকট চুণের পাথর এবং অন্যান্য স্থলে কাঁকর অনেক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। সুজোতে টিন ও সীসা, পল্লীতে ফটকিরি এবং বিনমহলে ও গুর্জ্জরের নিকটস্থ প্রদেশ সমূহে লৌহ পাওয়া যাইতে পারে।

শিল্প।—মারবারিগণ শিল্পশাস্ত্রে পারদর্শী নহে। মোটা সূতার কাপড় ও বনাত প্রভৃতি যে সামান্য সামান্য দ্রব্য প্রস্তুত হয়, তাহাতে বাণিজ্যের কিছুই উন্নতি নাই। বন্দুক ও তরবার, এবং যুদ্ধোপযোগী অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রাদি যোধপুর ও পল্লীনগরে নির্ম্মিত হইয়া থাকে। পল্লীর অধিবাসী শিল্পকারগণ বিলাতী টীনের বাক্সের ন্যায় এক প্রকার বাক্স প্রস্তুত করিয়া থাকে। এই সকল সামগ্রী অপেক্ষা লৌহকটাহ এত অধিক পরিমাণে বিক্রীত হয় যে, কর্ম্মকারগণ দিবারাত্রি কাজ করিয়া যোগাইয়া উঠিতে পারেনা।

বাণিজ্য স্থল।—রাজবারার সকল প্রদেশেই এক একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্য স্থল দেখিতে পাওয়া যায়। মিবারের ভিলবারা, বিকানীরের চুরু এবং অম্বরের মালপুর এক একটী প্রধান হট্ট বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে; কিন্তু মারবারের পল্লী কোন অংশেই তাহাদের অপেক্ষা হীন নহে; ফলতঃ ইহাকে রাজপুতনার প্রধান হাট বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। যখন দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভারতের অধিকাংশ বণিকগণ মারবারী, তখন পল্লীকে এই উচ্চ আসন দিতে কোন ক্ষতি নাই।

মারবারের গৌরবকালে পল্লীনগরীই সমস্ত প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দেশের গঞ্জ স্বরূপ ছিল; ভারতবর্ষ, কাশ্মির ও চীনের পণ্য দ্রব্যজাতের সহিত য়ুরোপ, আফ্রিকা, পারস্য ও আরবের পণ্যদ্রব্যের বিনিময় এই পল্লীতেই হইত। পশ্চিম ও দক্ষিণ দেশ সমূহের নানা সামগ্রী যথা, গজদন্ত, আম্র, খর্জ্জুর, গঁদ, কর্পূর, চন্দনকাষ্ঠ, কৌষেয় বসনাদি, বেনবার প্রভৃতি পণ্যদ্রব্যরাজি সমুদ্র পথে কচ্ছ ও গুর্জ্জরের উপকূলে একত্রিত হইত এবং তথা হইতে উষ্ট্রবাহনে বাহিত হইয়া পল্লীর বিশাল হট্টমন্দিরে সংগৃহীত হইত। মারবারিগণ

সর্কর, অহিফেন, নানা প্রকার কৌষেয় ও পট্টবস্ত্র, শাল, বনাত, নানা অস্ত্রশস্ত্র ও লবণাদি দ্রব্যের বিনিময়ে ঐ সমস্ত সামগ্রী ক্রয় করিত।

গুর্জ্জর হইতে সুই, বা, শঙ্কোর, বিনমহল ও ঝালোর হইয়া পল্লী নগরীতে উক্ত পণ্য সামগ্রীনিচয় উষ্ট্রপাল দ্বারা বাহিত হইত। প্রায় চারণগণই তৎসমুদায়কে লইয়া আসিত। চারণগণ রাজস্থানের প্রসিদ্ধ কবিকুল। সকলেই ইহাদিগকে ভক্তি করিয়া থাকে। ইহাদের হস্তে যে সকল উষ্ট্র অর্পিত থাকিত, অতি দুরন্ত দস্যুও তৎসমুদায়কে অপহরণ করিতে পারিতনা।

মেলা।—মারবারে প্রতি বৎসরে দুইটি মেলা দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত দুইটী প্রদর্শনী মুন্দ্ব ও ভালোত্র নগরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই দুইটী মেলাতেই নানা প্রকার দ্রব্যজাত প্রদর্শিত ও বিক্রীত হইয়া থাকে; তন্মধ্যে প্রথমোক্ত নগরটীতে গবাদি পশু লইয়া অধিক আড়ম্বর দেখিতে পাওয়া যায়। মাঘ মাসের প্রারম্ভ হইতে এই দুইটী মেলার অধিষ্ঠান হয়, এবং ক্রমাগত তিন সপ্তাহ থাকিয়া পরে এক বৎসরের জন্য আবার বন্ধ হইয়া যায়। ভারতের নানা দিগ্‌দেশ হইতে বণিকগণ উক্ত দুইটী প্রদর্শনীতে সমাগত হইয়া থাকে। কিন্তু মারবারের সৌভাগ্যলক্ষ্মীর সহিত মুন্দ্ব ও ভালোত্রের শ্রীসৌন্দর্য্য ক্রমে ক্রমে অন্তর্ধান করিয়াছে।

বিচার ও দণ্ডবিধি।—রাজপুতের বিচার ও দণ্ডবিধি প্রায়ই কোমল। রাজনৈতিক গুরুতর অপরাধ ভিন্ন তাহারা প্রায় কাহাকে চরম দণ্ডে দণ্ডিত করে না। রাজপুত বিচারক সূক্ষ্মদর্শী, ন্যায়বান ও নিরপেক্ষ হইলেও অপরাধীর প্রতি করুণা বিতরণ করিয়া থাকেন। এমন কি নরহন্তাও অর্থদণ্ড, বেত্রাঘাত, কারারোধ বা চিরনির্ব্বাসন সহ্য করিয়া বিচারকর্ত্তার করুণাবলে প্রাণ রক্ষা করিতে পারে। এতদ্ভিন্ন চৌর্য্য প্রভৃতি সামান্য সামান্য অপরাধের জন্য দোষী ব্যক্তিরা অর্থদণ্ড, অথবা স্বল্পকালের কারারোধ এবং কখন কখন অপহৃত দ্রব্য প্রত্যর্পণ করিয়াই নিষ্কৃতি পাইয়া থাকে। বাদী তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না। রাজপুত সাধ্যপক্ষে কখনও চুরি করে না। রাজপুতসমাজে তস্কর অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বতন হিন্দুদিগের শাসনকালে তস্করতা কেবল নাম মাত্রেই বিশ্রুত ছিল। রাজা বিজয়সিংহের মৃত্যুর পর হইতে মারবারের বিচারাসন একপ্রকার শূন্য হইয়া রহিয়াছে, বলিতে হইবে; কেন না তাঁহার পর তাঁহার ন্যায় সুবিচারক রাঠোরকুলে আর কেহ জন্মগ্রহণ করে নাই। তিনি কখনও কাহারও বিরুদ্ধে প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করেন নাই। তাঁহার সুবিচার সম্বন্ধে আজিও অনেক গল্প ও লোকপ্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়। একদা তাঁহার সুবিচার ও দণ্ডবিধানে বিমোহিত হইয়া মারবারের বন্দিগণ বলিয়াছিল "আমরা বাহিরে একটু শাকের ঝোলও পাই না, কিন্তু কারাগারে বসিয়া লাড়ু খাইতেছি।" এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক নবাভিষেক ও রাজকুমারের জন্মে কারাবাসিগণ মুক্তি পাইয়া থাকে।

অতি পুরাকাল হইতে ভারতে অগ্নিপরীক্ষা প্রভৃতি কঠোর দণ্ড প্রচলিত আছে। সতীসী মস্তিনী সীতা অগ্নিপরীক্ষাদ্বারা নিজ শুদ্ধতা ও পাতিব্রত্য সপ্রমাণ করিয়াছিলেন।

তদবধি অগ্নিপরীক্ষা অনেকদিন প্রচলিত ছিল। কিন্তু তাহা প্রায় কার্য্যে ব্যবহৃত হইত না। জলিমসিংহ হারাবতীর ডাকিনীদিগকে উষ্ণ জলে নিক্ষেপ করিয়া শাস্তি দিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত বিচারকগণ এরূপ দণ্ডও প্রয়োগ করিতেন, যদনুসারে অপরাধীরা উষ্ণ তৈলে হস্ত বিধৌত করিতে বাধ্য হইত। কিন্তু এরূপ কঠোর দণ্ড কেবল বাদী পক্ষের অভিরুচির উপর নির্ভর করিত।

পঞ্চায়ৎ।—পঞ্চায়ৎ প্রথা ভারতে নূতন নহে। যে বিচারবিধির জন্য ঈর্ষাতন্ত্র ইংরাজগণ ভারতের বর্ত্তমান উদারনীতিক শাসনকর্ত্তার প্রতি কুটিল কটাক্ষ বিক্ষেপ করিয়া ভারতীয়দিগকে পঞ্চায়ৎ প্রথার সম্পূর্ণ অযোগ্য বলিয়া চীৎকার করিতেছে, তাহা অতি পুরাকাল হইতে ভারতে প্রচলিত রহিয়াছে। অত্যাচারী মুসলমানগণও আমাদিগকে এই স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিতে পারে নাই। এই প্রশস্ত বিধি দাওয়ানী বিচারেই প্রযুক্ত হইত। এই বিচারে সন্তুষ্ট না হইলে বাদী বা প্রতিবাদী রাজার নিকট পুনর্বিচারের প্রার্থনা করিতে পারিত। এই বিচারালয়ের কার্য্যবিধি অতি সামান্য। বাদী জেলার হাকিম অথবা নিজ গ্রামের পেটেলের নিকট অভিযোগ স্থাপন করিল; অমনি প্রতিবাদীর প্রতি সমন জারি হইল। বাদী ও প্রতিবাদী প্রত্যেকেই দুই দুই খানি গ্রাম হইতে নিজ নিজ পক্ষের প্রতিভূ নির্ব্বাচন করিল। অনন্তর তদনুসারে সেই সেই গ্রামের পেটেলের নিকট সমাচার প্রেরিত হইবামাত্র তাঁহারা স্ব স্ব পাটয়ারী সমভিব্যাহারে পল্লীবিচারালয়ে উপস্থিত হইলেন। সাক্ষীদিগকে আহ্বান করা হইল; তাহারা "গদি-কা-আন" (সিংহাসনের দিব্য) অথবা অন্য কোন শপথ গ্রহণ করিল। বিচার শেষ হইলে বিবাদের মীমাংসা হইল। বিচারপতি স্বনামে মোহর অঙ্কিত করিলেন। যৎকালে দুর্নীতিময়ী পাশ্চাত্য সভ্যতা ভারতে স্থান পায় নাই, শঠতা ও প্রবঞ্চনা কাহাকে বলে, তাহা যখন ধর্ম্মভীরু ভারতসন্তানগণ জানিত না; সেই সুখের সময়ে—রাজপুত জাতির সেই গৌরবকালে এই সামান্য পঞ্চায়ৎ প্রথা দ্বারা সকল বিবাদেরই মীমাংসা হইত। কিন্তু ভারতের দুর্ভাগ্যের সহিত দেশে নানাপ্রকার দুর্নীতি স্থান পাইয়াছে;—আজি সুসভ্য ইংরাজের শাসনকালে একটী সামান্য বিষয়ের মোকদ্দমা করিতে গিয়া হতভাগ্য বাদী ও প্রতিবাদীকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়!

রাজস্ব।—মারবারের রাজস্ব অনেক উপায়ে উদ্ভূত হইয়া থাকে; তন্মধ্যে এই কয়েকটী প্রধান:—

১ম। "খালিসা বা খাসজমি;

২য়। "লবণ সরেবার;

৩য়। "শুল্ক;

৪র্থ। "হাসিল নামে নানাপ্রকার কর।"

মহাত্মা টডের সময়ে মারবারের অধিপতিগণের খাসজমি হইতে প্রতিবৎসর দশলক্ষ টাকা উদ্ভূত হইত; কিন্তু তাহার পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে রাজা বিজয়সিংহের

শাসনকালে ঠিক ষোললক্ষ টাকা উঠিত; ইহার একার্দ্ধ লবণহ্রদগুলি হইতে আদত্ত হইত।

প্রজাদিগের নিকট হইতে দ্রব্যেতেই কর আদত্ত হইয়া থাকে। পুরাকালে রাজা উৎপন্ন শস্যের ষষ্ঠাংশ লইয়াই সন্তুষ্ট হইতেন; ক্রমে তাহা চতুর্থাংশে উঠিল; পরিশেষে "বাঁটাই" প্রথার অনুসারে রাজপুত নৃপতিগণ এখন অর্দ্ধাংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন প্রজা বণ্টন ও রক্ষণ জন্য আরও কিছু প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি দশ মণে দুই টাকা করিয়া ধার্য্য হয়। ইহাতে যে টাকা উঠে, তাহাতে কোটাল ও কাঁওয়ারিদিগের প্রাপ্য বেতন পরিশোধের পর যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকে, পেটেল ও পাটোয়ারি তাহা ভাগ করিয়া লয়েন। ইহাঁদের বেতন রাজা ও প্রজা উভয়ের অংশ হইতে অর্পিত হয়। শস্য কর্ত্তিত ও বিভক্ত হইলে রাজা প্রত্যেক কৃষকের নিকট হইতে এক এক গাড়ি খড় ও কর্বি পাইয়া থাকেন। খালিসা অপেক্ষা সামন্তিক ভূমির কৃষকদিগের অবস্থা অনেক পরিমাণে ভাল। কেননা তাহাদিগের নিকট হইতে কেবল ছয় আনার হিসাবে ভাগ লওয়া হয় এবং অন্যান্য কর স্বরূপ তাহারা কর্ষিত প্রতি একশত বিঘার উপর বার টাকা দিয়া থাকে। তন্মধ্যে কৃষকগণ সর্দ্দারদিগের সেবা করিয়া এই টাকা কাটান দিয়া থাকে।

আঙ্গ, ঘাসমালি ও কেওয়াড়ি নামে তিন প্রকার কর আদত্ত হইয়া থাকে।

আঙ্গ অর্থাৎ মুণ্ডকর পূর্ণবয়স্ক প্রত্যেক স্ত্রীপুরুষের উপর এক টাকা হিসাবে মারবারের সর্ব্বত্র আদায় হইয়া থাকে।

ঘাসমালি গবাদি পশু সমূহের উপর নির্দ্ধারিত। ইহা প্রত্যেক ছাগের বা মেষের উপর বার্ষিক এক আনা, মহিষের উপর আট আনা এবং উষ্ট্রের উপর তিন টাকা হিসাবে লওয়া হয়।

কেওয়াড়ি অর্থাৎ দ্বারের উপর কর। ইহা অত্যাচারমূলক বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহা রাজা বিজয়সিংহ কর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। যৎকালে তাঁহার সর্দ্দার বর্গ বিদ্রোহী হইয়া পল্লীনগরীতে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার ষড়যন্ত্র করে; তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু বিফলমনোরথ হইয়া রাজধানীতে প্রত্যাগত হইলে দেখেন যে নগরদ্বার রুদ্ধ এবং ভীমসিংহ রাজসিংহাসনে স্থাপিত। সেই সঙ্কট হইতে উদ্ধার লাভ করিবার জন্য তাঁহার বিপুল অর্থের প্রয়োজন হয়। কিন্তু অর্থসংগ্রহের উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি স্বীয় প্রজাবর্গের নিকট সাহায্য প্রার্থনা পূর্ব্বক তাহাদের প্রত্যেক গৃহের উপর তিন টাকা হিসাবে কর নির্দ্ধারণ করেন। ক্রমে ইহা হইতে রাজ্যের বিপুল আয় হইতে লাগিল দেখিয়া তিনি তাহা চিরস্থায়ীরূপে পরিস্থাপন করিলেন। পরিশেষে রাজা মান কেওয়াড়ি করকে তিন হইতে দশ টাকায় বর্দ্ধিত করেন। কিন্তু একণে ইহা ঠিক সমান রূপে আদত্ত হয় না। প্রত্যেক নগরের গৃহ সংখ্যা নিরূপিত হইলে যাহার যেরূপ অবস্থা তদনুসারে কেওয়াড়ি নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে কেহ দুই এবং কেহবা কুড়ি টাকা দিয়া থাকে। এই

কেওয়াড়ি কর হইতে সামন্তগণও মুক্ত নহে। তবে রাজা যাঁহার প্রতি অনুগ্রহ করেন, তাঁহার কথা স্বতন্ত্র। মারবারের গৌরবকালে কর স্বরূপ প্রতি বৎসর যে টাকা উদ্ভূত হইত, তাহার একটী তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

যোধপুর	টাকা ৭৬, ০০০
নাগোর	৭৫, ০০০
দিদবানো	১০, ০০০
পর্ব্বতশির	৪৪, ০০০
মৈরতা	১১, ৯০০
কোলিয়া	৫, ০০০
ঝালোর	২৫, ০০০
পল্লী	৭৫, ০০০
যশল ও ভালোত্রের মেলা	৪১, ০০০
বিনমহল	২১, ০০০
শঞ্চোর	৬, ০০০
ফিলোদী	৪১, ০০০
সমগ্র	৪,৩০,০০০

মারবারের নিম্ন লিখিত কয়েকটী লবণ সরোবর হইতে যে বিপুল টাকা উঠিত, তাহারও একটী তালিকা দেওয়া গেল :—

পাচভদ্র	টাকা ২,০০,০০০
ফিলোদী	১,০০,০০০
দিদবানো	১,১৫,০০০
শম্বর	২,০০,০০০
নোবা	১,০০,০০০
সমগ্র	৭,১৫,০০০

পূর্ব্বোক্ত সমস্ত টাকা যে আদায় হইত, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই সকল এবং এতদনুরূপ অন্যান্য বিভাগ হইতে পূর্ব্বে মারবারের যত রাজস্ব সংগৃহীত হইত, তাহারও একটী তালিকা নিম্নে প্রকটিত হইল :—

	টাকা।
১ম। খালিসা, ১,৪৮৪ নগর ও পল্লী হইতে	১৫,০০,০০০
২য়। কর	৪,৩০,০০০
৩য়। লবণ হ্রদ	৭,১৫,০০০
৪র্থ। হাশিল বা অন্যান্য কর ও শুল্ক ; পরিবর্ত্তনশীল ও অনিশ্চিত ; অনূ্যন ...	৩,০০,০০০
সমগ্র	২৯,৪৫,০০০
সামন্তিক সম্পত্তি	৫০,০০,০০০
সংহত সমগ্র	৭৯,৪৫,০০০

এইরূপে স্থিরীকৃত হইল যে, মারবারের গৌরবের মধ্যাহ্নকালে রাজ্যের প্রায় অশীতিলক্ষ টাকা আয় ছিল। আজি বর্ত্তমান অধঃপতিত অবস্থায় এই বিপুল রাজস্বের যে, অর্দ্ধাংশও উদ্ভূত হয়, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করা যাইতে পারে।

মারবারে আটটী প্রধান সর্দ্দার। সেই অষ্ট ঠাকুরের নাম, ধাম, ভূমিসম্পত্তি ও আয়ের বিবরণ নিম্নলিখিত তালিকায় প্রদর্শিত হইল।

ঠাকুরদিগের নাম,	গোত্র,	বাসভূমি,	আয়,	মন্তব্য।
		প্রথম শ্রেণী।		
১। কেশরীসিংহ...	চম্পাবৎ	আহোব	১০০,০০০	মারবারের প্রধান সামন্ত। এই আয়ের মধ্যে অর্দ্ধেক পূর্ব্বের রাজদত্ত; অপরার্দ্ধ সগোত্রীয় নিম্নতন সর্দ্দারের নিকট হইতে অপহৃত।
২। বক্তোয়ারসিংহ	কুম্পাবৎ	আপোপ	৫০,০০০	
৩। সলিমসিংহ	চম্পাবৎ	পোকর্ণ	১০০,০০০	মারবারের মধ্যে ইনি প্রধানতম পরাক্রান্ত সর্দ্দার।
৪। শুরস্তানসিংহ	উদাবৎ	নিমজ	৫০,০০০	মানসিংহ কর্ত্তৃক শুরসিংহ নিহত হইলে নিমজ স্বতন্ত্র করিয়া লওয়া হইয়াছিল।
৫।	মৈরতিয়া	রিয়া	২৫,০০০	মৈরতাসর্দ্দার রাঠোরের মধ্যে সাহসিকতম।
৬। অজিতসিংহ	মৈরতিয়া	গানোর	৫০,০০০	গানোর একদা মিবারের ষোড়শ প্রধান সামন্তিকভূমির অন্তর্গত ছিল।
৭।	করমসোট	কেবনশির, বা কিমশির	৪০,০০০	
৮।	ভট্টি	ক্ষেজর্লা	২৫,০০০	মারবারের মধ্যে একমাত্র বিদেশীয় ভূমি।
		দ্বিতীয় শ্রেণী।		
১। শিবনাথ সিংহ	উদাবৎ	কুচামন	৫০,০০০	প্রভূত ক্ষমতাপন্ন সর্দ্দার।
২। শুরতান সিংহ	যোধ	ক্ষেম্রি-কা-দেওয়া	২৫,০০০	
৩। পৃথ্বীসিংহ	উদাবৎ	চণ্ডবল	২৫,০০০	
৪। তেজসিংহ	ঐ	থাড়া	২৫,০০০	
৫। আনরসিংহ	ভট্টি	আহোর	১১,০০০	নির্ব্বাসিত।
৬। জৈৎসিংহ	কুম্প্যাবৎ	বাগোরী	৪০,০০০	
৭। পদ্মসিংহ	ঐ	গজসিংহপুর	২৫,০০০	
৮।	মৈরতীয়	মেহত্রী	৪০,০০০	
৯। কর্ণসিংহ	উদাবৎ	মারোট	১৫,০০০	
১০। জালিমসিংহ	কুম্পাবৎ	রোট	১৫,০০০	
১১। গোবেসিংহ	যোধ	চৌপুর	১৫,০০০	
১২।	... ...	বুধস্থ	২০,০০০	
১৩। শিবদানসিংহ	চম্পাবৎ	কেণ্ডটা (বৃহৎ)	৪০,০০০	
১৪। জালিমসিংহ	ঐ	হরশোলা	১০,০০০	
১৫। শাবলসিংহ	ঐ	দিগোদ	১০,০০০	
১৬। ডকনসিংহ	ঐ	কেণ্ডটা (ক্ষুদ্র)	১১,০০০	

বিকানীর।

প্রথম অধ্যায়।

বিকানীর রাজ্যের উৎপত্তি ;—বিকা ;—আদিম জিতদিগের অবস্থা ;—তাহাদের বিস্তৃতি ;—তাহাদের জীবিকা, শাসন বিধি ও ধর্ম্মনীতি ;—বিকার অভিযান সময়ের জিৎ উপনিবেশের তালিকা ;—বিকার সাফল্যের কারণ ;—বিকার হস্তে জিত মণ্ডলগণের স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আত্মসমর্পণ ;—ব্যবস্থা ;—বিকা ও তদীয় জিত প্রজা কর্ত্তৃক জোহিয়াগণের আক্রমণ ;—জোহিয়াদিগের বিবরণ ;—বিকার জয় ;—ভট্টিগণের হস্ত হইতে ভাগোর অপহরণ এবং বিকানীর স্থাপন ;—তাঁহার পিতৃব্য কর্ত্তৃক উত্তরদেশ-জয় ;—বিকার মৃত্যু ;—তাঁহার পুত্র নূনকর্ণের অভিষেক ;—ভট্টিদিগের নিকট হইতে দেশ জয় ;—তদীয় পুত্র জৈতের অভিষেক ;—বিকানীরের ক্ষমতা বর্দ্ধন ;—রায়সিংহের অভিষেক ;—বিকানীরের জিতগণের স্বাধীনতালোপ ;—রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি ;—আকবরের সহিত রায়সিংহের সম্বন্ধ ;—তাঁহার সম্মান ও প্রভুতা ;—জোহিয়াকুলের বিদ্রোহ এবং উন্মূলন ;—তাহাদের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের মধ্যে আলেকজন্দারের বিক্রম-নিদর্শন ;—রাজভ্রাতা রায়সিংহ কর্ত্তৃক পুনিয়া জিতগণের পরাজয় ;—তাহাদের অসম্পূর্ণ দমন ;—সলিমের (জাহাঙ্গির) সহিত রায়সিংহের দুহিতার পরিণয় ;—কর্ণের সিংহাসনারোহণ ;—সম্রাটের সেবায় কর্ণের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্রের প্রাণত্যাগ ,—কনিষ্ঠ পুত্র অনুপসিংহের অভিষেক ;—কাবুলে বিদ্রোহদমন ;—তাঁহার মৃত্যুসম্বন্ধে অনিশ্চয়তা ;—স্বরূপ সিংহের অভিষেক ;—তাঁহার মৃত্যু, সুজনসিংহ, জোরাবরসিংহ, গজসিংহ, ও রাজসিংহের অভিষেক ;—রাজসিংহকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করিয়া তদীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতার রাজ্যাপহরণ ;—তাঁহার বিরুদ্ধে সর্দ্দারগণের উত্থান ;—ন্যায় সম্মত উত্তরাধিকারী স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রকে হত্যা ;—অন্তর্বিপ্লব ;—যুদ্ধসজ্জা ;—রাষ্ট্রাপহারক কর্ত্তৃক যোধপুর-আক্রমণ;—বিকানীরের তাৎকালিক বিবরণ;—বিদাবতীর বৃত্তান্ত।

যে অষ্টরাজ্য লইয়া সুবিশাল রাজপুতানা সংগঠিত, বিকানীর তন্মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া গণ্য হইতে পারে। ইহা মহারাজ যোধরাওয়ের বিশাল বংশতরুর একটী শাখা মাত্র। সেই রাঠোর বীরের সন্তানগণ জিগীষাবৃত্তি দ্বারা প্রণোদিত হইয়া আপনাদের পিতৃরাজ্যের উত্তর প্রান্তে এই বিকানীর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মরুভূমির হৃদয়ে স্থাপিত এবং চতুর্দ্দিকে প্রতপ্ত বালুকারাশি দ্বারা পরিবেষ্টিত বলিয়া বিকানীরের অধিপতিগণ দীর্ঘকাল ধরিয়া আপনাদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

যে বৎসর (সম্বৎ ১৫১৫, খৃঃ ১৪৫৯ অব্দ) মহারাজ যোধরাও রাঠোরকুলের রাজপাট প্রাচীন মুন্দর হইতে স্বপ্রতিষ্ঠিত নূতন যোধপুরে স্থানান্তরিত করিলেন, সেই বৎসর

তদীয় পুত্র বিকা মারবারের বালিয়াড়ীর মধ্যে রাঠোরের প্রভুতা বিস্তৃত করিবার অভিপ্রায়ে স্বীয় পিতৃব্য কণ্ডুলের অধিনেতৃত্বে তিন শত রাঠোর লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। বিদা নামে বিকার অপর একটী ভ্রাতা ছিলেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে মোহিলদিগের রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহারই বীরোদাহরণে অনুপ্রাণিত হইয়া বিকা অসিবলে স্বীয় অদৃষ্টের পথ পরিষ্কৃত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

রাঠোর বীর বিকার ন্যায় যাঁহারা প্রকৃত বীরধর্ম্মের অনুসারে দেশজয়ে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, তাঁহারা প্রায়ই জয়লক্ষ্মীর সুপ্রসাদ প্রাপ্ত হয়েন। লুণ্ঠন বা সর্ব্বোৎসাদনের পাপমন্ত্রে প্রণোদিত হইয়া তিনি অসি ধারণ করেন নাই। "হয় দেশ জয় করিব, নয় জয়লাভার্থে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিব;" ইহাই তাঁহার প্রধান মন্ত্র। এই মন্ত্রের সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া রাঠোর বীর বিকা সেই ত্রিশত সৈন্য সমভিব্যাহারে জঙ্গলু নামক স্থানের শঙ্কলাদিগের উপর আপতিত হইলেন। অচিরে সেই হতভাগ্যগণ তাঁহার হস্তে নিহত হইল। এই অবদানের কাহিনী সমস্ত দেশে বিস্তৃত হইবামাত্র পুগলের ভট্টিরাজ তাঁহাকে স্বীয় জামাতৃত্বে বরণ করিলেন। অতঃপর বিকা করন্দশির নামক স্থলে নিজ স্কন্ধাবার স্থাপন করিলেন। অচিরে তথায় একটী দুর্গ নির্ম্মিত হইল। সেই দুর্গমধ্যে নিজ দলবল রক্ষা করিয়া তিনি সুযোগ ও সুবিধাক্রমে স্বরাজ্য বিস্তৃত করিতে লাগিলেন।

এইরূপে জয়লক্ষ্মীর সুপ্রসাদে বিকার রাজ্য দিন দিন বাড়িতে লাগিল। এক ক্রোশ, দুই ক্রোশ করিয়া ক্রমে তাহা প্রাচীন জিতগণের উপনিবেশের সীমাবন্ধনী স্পর্শ করিল। শত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সেই জিতগণ সেই মরুময় প্রান্তরে আপনাদের উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহাদের অধিকৃত প্রদেশ লইয়া বিকানীরের অধিকাংশ সংগঠিত; সুতরাং বিকাকর্ত্তৃক তৎপ্রদেশে সামন্ত প্রথা সংস্থাপিত হইবার পূর্ব্বে তাহারা যে কিরূপ অবস্থায় কালযাপন করিত, তাহার বিবরণ এস্থলে বর্ণন করা গেল।

জিতগণ বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইতিপূর্ব্বে * সন্নিবেশিত হইয়াছে। এক্ষণে ইহাদের সম্বন্ধে আর ও দুই একটা বিষয় বর্ণিত হইল। অতি প্রাচীন কাল হইতে যে সকল জাতি আশিয়ার মধ্য প্রদেশে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, জিতগণ তাহাদের মধ্যে প্রধান। ঠিক কোন্ সময় যে, ইহারা ভারতবর্ষে প্রবেশ লাভ করে, তাহার কোন বিবরণই অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে পঞ্জাবে এক যুতি বা জিত রাজ্যের বিবরণ পাওয়া যায়; কিন্তু তৎকালের কতদিন পূর্ব্বে যে তাহারা তৎপ্রদেশে উপনিবিষ্ট হইয়াছিল, অদ্যাবধি তাহার নিরাকরণ হয় নাই। প্রচণ্ড মুসলমান বিক্রম যতবার ভারতে প্রবেশ করিয়াছে, ততবার জিতগণ তাহার প্রবল গতি প্রতিরোধ করিতে চেষ্টিত হইয়াছে। তাহাদের চেষ্টা সফল হয় নাই বটে, কিন্তু তদুপলক্ষে তাহারা যে বিস্ময়কর বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিল, অতীতসাক্ষী ইতিহাস তাহা অনন্ত রসনায় কীর্ত্তন করিতেছে। মাহমুদ ও বাবরের অভিযানকালে তাহারা শতদ্রুর পূর্ব্ব তট এবং

* রাজস্থান, প্রথমখণ্ড, ৫৮-৬১ পৃষ্ঠা।

মাবার-উল-নিহারে থাকিয়া উক্ত মুসলমান বীর যুগলের সহিত যে ঘোর যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহার বিবরণ ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। বীরবর বাবরের আত্মজীবনী পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ভারতাক্রমণে উদ্যুক্ত হইয়া তিনি যতবার পঞ্চনদ প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তত বারই জিতগণ দলে দলে আসিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল *। সেই পঞ্জাব প্রদেশে তাহারা অনেক দিন স্বাধীন ভাবে কাল যাপন করিল। পরিশেষে মহম্মদের শিষ্যগণের প্রচণ্ড প্রভাবে অধঃকৃত হইয়া অনেকে ইসলাম ধর্ম্ম অবলম্বন করিল; অবশিষ্ট সকলে গুরু নানকের পূত মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া পবিত্র "শিখ" (শিষ্য) নামে জগতে পরিচিত হইল। সন্ন্যাসীবর গুরুগোবিন্দ সিংহের বিকট শবসাধনার প্রভাবে সেই ধর্ম্মবীর শিখগণ প্রচণ্ড রাজনৈতিক বীরগণের আসন অধিকার করিল। সেই সময়ে জিত কুলের ইতিহাসে এক নূতন যুগের অবতারণা হইল। যাহা হউক, জিতগণ বাহুবলের প্রভাবে যে এককালে জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, তদ্বিষয়ে ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেরই অণুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে এই বীর জাতি যুতি, জিতি, জিত, জাট প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তিন শতাব্দী পূর্ব্বে একদা এই জিতকুল সংখ্যায় ভারতের অন্য কোন কুলকে অতিক্রম করিয়াছিল। অধুনা রাজবারার পশ্চিম এবং হিন্দুস্থানের উত্তর ভাগে যে সহস্র সহস্র কৃষক বাস করে, তন্মধ্যে জিতগণই প্রধান।

কোন সময়ে যে জিতগণ ভারতীয় মরুভূমিতে উপনিবিষ্ট হয়, তাহা নিরাকরণ করিতে পারা যায় না। রাঠোরদিগের অভিযানকালে তাহাদের যেরূপ আচার ব্যবহার ছিল, তদ্বিবরণ পাঠ করিলে তাহাদিগকে শাকদ্বীপীয় বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে। তৎকালে তাহারা প্রকৃত স্বেচ্ছাচারীর অবস্থাতে কালযাপন করিত। তাহাদের মধ্যে যাহারা বয়োবৃদ্ধ, তাহারা মণ্ডলনামে অভিহিত; তাহাদিগের দ্বারাই সেই সমাজ চালিত হইত, কিন্তু শাসিত হইত না। হিন্দুদিগের ধর্ম্মের সহিত তাহাদের ধর্ম্মের কিছুমাত্র সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না,—কেবল এইমাত্র যে, তাহারা এইটী তরুণী জিতরমণীকে ভগবতী ভবাণীর অবতার স্বরূপ পূজা করিত। বাস্তবিক জিতগণ পৌত্তলিক। সুদূর জাক্সার্টিস নদের তটভূমি হইতে তাহারা যে বিচিত্র পৌত্তলিক ধর্ম্ম আনয়ন করিয়াছিল, প্রসিদ্ধ মুসলমান ফকির শেখ ফরিদের ধর্ম্মনীতি দ্বারা তাহা বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তাহাদের ধর্ম্মের মূল মন্ত্র যে কি, অদ্যাবধি তাহার কিছুই নির্ণীত হয় নাই।

শাকতীয় কুলপতি বীরবর তৈমুর ও তদীয় বংশধর বাবরের অভিযানের ঠিক মধ্যকালে রাঠোরগণ জিতকুলের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে, তৈমুর জাক্সার্টিসতীর ও ভারতীয় মরুভূমিতে লক্ষ লক্ষ জিতকে স্বহস্তে সংহার

* "রবির শেষের চতুর্দ্দশ দিবসে শুক্রবাসরে (২৯ শে ডিসেম্বর ১৫২৫ খৃষ্টাব্দ) আমরা শিয়ালকোটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আমি যতবার হিন্দুস্থানে প্রবেশ করিয়াছি, ধেনু ও মহিষ অপহরণার্থ জিত ও গুজরগণ দলে দলে আপনাদের গিরিনিলয় পরিত্যাগ করিয়া আমার সেনার উপর আপতিত হইয়াছে।" বাবরের আত্মজীবনীর টীকাকার পঞ্জাব ও ভারতের জিতদিগের মধ্যে পার্থক্য দেখাইয়াছেন; কিন্তু তাহা সমীচিন বলিয়া বোধ হয় না।

করিয়াছিলেন। ইহাতে বোধ হয় যে, মধ্য আসিয়া হইতে বহির্গত হইয়া উক্ত বীর জাতি ক্রমান্বয়ে সিন্ধুনদের পূর্ব্বতীরে উপস্থিত হইয়াছিল; এবং যে জিতগণ পরিশেষে বিকাকে আপনাদের রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়াছিল, তাহারা ভারতের মরুভূমিতে বহুকাল হইতে বাস করিতেছিল। তাহাদের তাৎকালিক রাজ্যের বিস্তৃতি আলোচনা করিলে আমাদের এ মীমাংসার যাথার্থ্য উপলব্ধ হইবে। কেননা বিকানীরের প্রান্তসীমা স্থিত প্রায় সমস্ত রাজ্যই সেই জিতকুলের নিম্নলিখিত ছয়টী উপনিবেশ দ্বারা পরিবেষ্টিত:

(১) পুনিয়া, (২) গোদারা; (৩) সারণ; (৪) অসিয়াঘ; (৫) বেণীবল; (৬) জোহিয়া বা জোবিয়া।

শেষোক্ত উপনিবেশটীকে অনেকে যদুভট্টির শাখা বলিয়া গণ্য করিয়া থাকে। বোধ হয় জিতবংশ হইতে তাহাদের স্বার্থ বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য তাহারা উহাদিগকে যদু বংশীয় বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছে।

প্রত্যেক উপনিবেশ এক একটী সম্প্রদায়ের নামে অভিহিত হইত এবং প্রত্যেকের মধ্যে কতকগুলি করিয়া জেলা ছিল। এতদ্ভিন্ন আরও তিনটী জনপদ তিনটী রাজপুত ভূম্যধিকারীর হস্ত হইতে আচ্ছিন্ন হইয়াছিল। সেই তিনটী জনপদের নাম ভাগোর, খেরি-পাট্টা ও মোহিল। জিতদিগের ছয়টী উপনিবেশ মধ্য ও উত্তর, এবং রাজপুতদিগের তিনটী পশ্চিম ও দক্ষিণ প্রান্তে সংস্থিত।

মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের ন্যায় বিকার তেজ ও জয় গৌরব এত শনৈঃ শনৈঃ বাড়িতে লাগিল যে, কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিনি একবারে ২,৬৭০ খানি পল্লির * অধিপতি হইলেন। সে আধিপত্য দৃঢ়তর ও অধিকতর ন্যায্য। সেই সমস্ত গ্রামের অধিবাসীগণ

উপনিবেশ সমূহের বিবরণ।

উপনিবেশ।		পল্লির সংখ্যা।	জনপদ।
১। পুনিয়া	... ...	৩০০	বাহাদিরান্, অজিতপুর, শিদমুথ, রাজগড়, দত্রিবো, শাহু ইত্যাদি।
২। বেণীবল	... ...	১৫০	বুকর্কো, সন্দুরি, মনোহরপুর, কুই, বাই, ইত্যাদি।
৩। জোহিয়া	... ...	৬০০	জৈতপুর, কুম্বানো, মহাজিন, পিপাসর, উদয়পুর, ইত্যাদি।
৪। আশিয়াঘ	... ...	১৫০	রেওটসর, ব্রহ্মসর, দন্দুসর, পটৌলি।
৫। ধারণ	... ...	৩০০	কৈজুড়, ফোগ, বুচাবাস, শোবে, বাদিনু, শিরশিলা, ইত্যাদি।
৬। গোদারা	... ...	৭০০	পুণ্ড্রসর, গোঁসাইসর, শেখসর, গরমিসর, গরিবদেসর, রঙ্গসর কালু, ইত্যাদি।
ছয়টী জিত উপনিবেশ সমগ্র	}	২,২০০	

তাঁহার অনুপম গুণগরিমায় বিমোহিত হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে তাঁহাকে আপনাদিগের অধিপতি করিয়াছিল। কিন্তু কালচক্রের প্রভূত পরিবর্ত্তনের সহিত বিকার বংশধরদিগের অদৃষ্টচক্র ঘোরতর পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়িয়াছে। আজি সেই ২,৬৭০ পল্লির মধ্যে কেবল ১,৩০০ খানি তাঁহাদের হস্তগত রহিয়াছে।

এই সমস্ত প্রদেশের জিত ও জোহিয়াগণ উত্তর মরুভূমির সমগ্র প্রদেশে,—এমন কি গারা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাহারা গোমেষাদি চারণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। সেই সমস্ত পশু তাহাদের একমাত্র সম্পত্তি। তাহারা তৎসমুদায়কে এবং তৎসমুদায়ের দুগ্ধ, ঘৃত ও রোম সারস্বত নামক এক শ্রেণী ব্রাহ্মণদিগকে বিক্রয় করিয়া তদ্বিনিময়ে শস্য এবং জীবন নির্ব্বাহোপযোগী অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ করিত।

নানাপ্রকার অনুকূল ঘটনা উদ্ভূত হইয়া বিকার সৌভাগ্যের পথ পরিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিল। বিকা নিজ বীরত্বের প্রভাবে জয়লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে জয় বিনা শোণিতপাতেই অর্জ্জিত হইয়াছিল। তাঁহার ভ্রাতা বিদা মোহিলদিগের উপর জয়লাভ করাতে তাঁহার অনেক সুবিধা হইয়াছিল। কিন্তু যদি জিতদিগের মধ্যে অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত না হইত, তাহা হইলে তিনি তত শীঘ্র সেই বিশাল রাজ্যের অধীশ্বর হইতে পারিতেন না। গৃহবিচ্ছেদই রাজ্যের অনিষ্টের প্রধান কারণ। গৃহবিচ্ছেদ হইতেই জগতের প্রধান প্রধান রাজ্য বিনষ্ট হইয়াছে, ভারত মাতার চরণে কঠোর দাসত্বনিগড় অর্পিত হইয়াছে। যে কয়েকটী কারণ বশতঃ জিতগণ বিকার মস্তকে রাজমুকুট অর্পণ করিয়াছিল, ক্রমান্বয়ে সে গুলি প্রকটিত হইল। প্রথম, জোহিয়া ও গোদারাদিগের মধ্যে বিবাদ। এই দুইটী সম্প্রদায় জিতদিগের পূর্ব্বোক্ত ছয় উপনিবেশের মধ্যে প্রধান। দ্বিতীয়, বিকার ভ্রাতা বিদার প্রতাপ; বিদা তাহাদের নিকটে স্থিত; সুতরাং ভ্রাতার সহিত মিলিত হইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইলে সেই প্রতাপ নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিবে, তখন আর কেহ তাহা প্রতিরোধ করিতে পারিবে না। তৃতীয়, তাহারা যশল্মীরের ভট্টি ও আপনাদিগের মধ্যে একটী প্রচণ্ড বাঁধ স্থাপন করিতে

৭। ভাগোর	....	৩০০	বিকানীর, নাল, কৈলা, রাজসর, সত্যসর, ছত্রগড়, রিণীসর, বিটনোখ, ভবানীপুর, জয়মলসর, ইত্যাদি।
৮। মোহিলা	... ...	১৪০	চৌপুর (মোহিলার রাজধানী) শৈণ্ডা, হেরসর, গোপালপুর চারবাস, বিদাসর মুলশিসর, খরবুজারা-কোট।
৯। খেরিপাট্টা, বা নবাব জনপদ	}	৩০	
সংহত সমগ্র	... ...	২,৬৭০	

মনস্থ করিয়াছিল। চতুর্থ, বিকার সৈন্যগণের প্রচণ্ড বল ও রাজ্যলিপ্সা দেখিয়া তাহারা ভীত হইয়াছিল। বিকা সেই সমস্ত সৈন্য লইয়া জিতগণের নিকটবর্ত্তী আফলু নামক স্থলে অবস্থিত। একটু সুযোগ পাইলেই তাহারা যে, তাহাদিগকে আক্রমণ করিবে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এই কতিপয় কারণ গুরুতর বোধ হওয়াতে গোদারার বৃদ্ধ জিতগণ একত্রিত হইয়া একটী সভা আহ্বান করিল এবং কি কর্ত্তব্য তদ্বিষয়ের স্থিরীকরণে প্রবৃত্ত হইল। অনেক তর্কবিতর্কের পর স্থিরীকৃত হইল যে, রাঠোরের করে আত্ম সমর্পণ করাই উচিত।

গোদারাদিগের মধ্যে পাণ্ডু নামে জনৈক মণ্ডল ছিল। সেই তাহাদের সকলের শ্রেষ্ঠ; শেখসর * নগর তাহার বাসস্থান। পাণ্ডুর নিম্নে রোণিয়ার মণ্ডল। ইহারা উভয়েই সেই সমবেত জিত সভ্যগণ কর্ত্তৃক তাহাদের সকলের প্রতিনিধি স্বরূপ মনোনীত হইল এবং বিকার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল যে, যদি তিনি তাহাদের প্রস্তাবে সম্মত হয়েন, তাহা হইলে সমস্ত জিত তাঁহাকে অধিপতি বলিয়া স্বীকার করিবে। সেই কয়েকটী প্রস্তাব :—

প্রথম।—জোহিয়া ও অন্যান্য যে যে উপনিবেশের সহিত তাহাদের তৎকালে বিবাদ, তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য বিকা তাহাদের সহায়তা করিবেন।

দ্বিতীয়। ভট্টিদিগের উপদ্রব হইতে পশ্চিম প্রান্তসীমাকে রক্ষা করিতে হইবে।

তৃতীয়। জিত সম্প্রদায়ের স্বত্ব অব্যাহত রাখিতে হইবে।

বিকা এই তিনটী প্রস্তাবেই সম্মত হইলেন। তখন তাহারা তাঁহাকে ও তাঁহার বংশধরদিগকে গোদারাদিগের উপর আধিপত্য অর্পণ করিল। তাঁহার স্বত্ব এই যে, তিনি উপনিবেশস্থিত প্রত্যেক গৃহস্থের নিকট এক টাকার হিসাবে "ধুয়া" কর এবং তাহাদের অধিকৃত প্রত্যেক এক শত বিঘা কর্ষিত ভূমির উপর দুই টাকা করিয়া রাজস্ব চিরজীবনের জন্য প্রাপ্ত হইবেন।

সেই সময়ে তাহাদের মনে এই চিন্তার উদয় হইল যে, হয়ত বিকা না তাঁহার বংশধরগণ তাহাদের স্বত্ব লোপ করিতে পারেন; হয়ত কালে তাঁহারা কোন প্রকারে পীড়ন করিতে পারেন। অতএব যাহাতে ভবিষ্যতে এরূপ বিশৃঙ্খলা না হয়, তাহাই করা কর্ত্তব্য। মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া তাহারা বিকাকে বলিল "আমরাত যথাসর্ব্বস্ব আপনার হস্তে সমর্পণ করিলাম, এক্ষণে আপনি বা আপনার কোন বংশধর ইচ্ছা করিলেও যাহাতে আমাদিগকে স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিতে না পারেন, তাহার উপায় করুন।" উদারহৃদয় রাঠোরবীর বলিলেন "তোমাদের কোন ভয় নাই। অদ্য আমি তোমাদের সম্মুখে শপথ করিয়া বলিলাম যে, শেখসর ও রোণিয়ার জিতবর যতক্ষণ না আমাকে রাজতিলক অর্পণ করিবে, ততক্ষণ আমি রাজা বলিয়া গণ্য হইব

---

* পাকপত্তনের প্রসিদ্ধ মুসলমান ফকির সেখ ফরিদের নামে এই নগরের নামকরণ হইয়াছে। তথায় তাহার একটী দরগা আজি ও আছে। জিতগণ তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মান করিত। কিন্তু যেদিন এক জিতকুমারী কেরণীমাতা নামে পূজিত হইল, সেই দিন হইতে ফরিদ আর তত সম্মান পাইল না।

না। তোমাদের উভয়ের হস্তেই আমার অভিষেকের ভার অর্পণ করিলাম। তোমাদের উভয়ের বংশধরগণ আমার বংশধরদিগের ললাটে যতক্ষণ না রাজটীকা দিবে, ততক্ষণ তাহারাও রাজা হইতে পারিবে না; ততক্ষণ রাজাসন শূন্য থাকিবে।” এইরূপে সেই বৃদ্ধ জিতবরের নাম বিকানীরের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিল।

জিতগণ বিকার হস্তে আপনাদের শাসনভার অর্পণ করিল বটে, কিন্তু তাহাতে তাহাদের স্বাধীনতা বিনষ্ট হইল না। তাহাদের স্বাধীনতা-স্পৃহা স্বভাবতঃ বলবতী। কি অক্ষুনদের কাননবেষ্টিত তট ভূমি, কি জাক্‌র্তিসের শস্যশোভিত সৈকত, অথবা ভারতের বিশাল মরুপ্রান্তর, এই জিতগণ যেখানে বাস করে, সেইখানেই ইহাদের স্বাধীনতা-প্রিয়তার জলন্ত নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সৎপ্রবৃত্তির পরিতৃপ্তির জন্য তাহারা নিজ জীবনকে অম্লান বদনে উৎসর্গ করিতে পারে। আজি ভারতে তাহাদের রাজকীয় স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইয়াছে সত্য, তথাপি সেই তেজস্বিনী স্বাধীনতা স্পৃহা বিনষ্ট হয় নাই। আজি ও যদি কোন রাজপুত কোন জিতের বাপোতা অপহরণ করিতে হস্ত প্রসারণ করেন, অমনি সেই জিত তেজস্বিতা সহকারে বলিয়া উঠে, “অগ্রে আমাকে মারিয়া ফেল, পরে আমার বাপোতা অপহরণ করিও।”

অনর্থক গৃহবিবাদে জড়ীভূত হইয়া গোদারাগণ রাঠোর বীর বিকাকে যে চিরস্থায়ী উচ্চতম সম্মান ও আধিপত্য অর্পণ করিল, এরূপ ঘটনা কচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতীয় আদিম অধিবাসিগণের দ্বারা অনেক হিন্দু নরপতির অনেক উপকার হইয়াছে; সেই সকল উপকারের কৃতজ্ঞতা-চিহ্ন আজিও সেই সমস্ত উপকৃত রাজসংসারে বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই অগুণা পানোরের গিরিগহ্বরে বলিয়া ও দেবের স্মৃতিনিদর্শন আজিও গিহ্লোটগণ ভুলিতে পারেন নাই। অম্বরের ইতিহাসে তৎপ্রদেশের আদিম অধিবাসী মীনগণের এইরূপ সম্মান দেখিতে পাওয়া যায়। কোটা ও বুন্দি উভয়েই হারাবতীর প্রাচীন ভূম্যধিকারিগণের স্মৃতিচিহ্ন স্ব স্ব নামে ধারণ করিয়া রহিয়াছে এবং রাঠোর বীর বিকার বংশধরগণ দুই প্রকারে সেই জিতদিগের কৃত উপকারের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া থাকেন। আজিও সেই জিতবৃদ্ধ পাণ্ডুর বংশধরগণ বিকার বংশধরদিগের ললাটে রাজতিলক অঙ্কিত করিয়া দেয়; তদুপলক্ষে নবাভিষিক্ত নৃপতি জিতের হস্তে পঞ্চবিংশতি সুবর্ণখণ্ড অর্পণ করেন। এতদ্ভিন্ন বিকা স্বীয় নগর স্থাপনের জন্য যে স্থল মনোনীত করিয়াছিলেন, তাহা একজন জিতের পৈতৃক সম্পত্তি। রাজার আগ্রহাধিক্য দর্শনে সেই জিত বলিয়াছিল “যদি আপনি এই নগরের সহিত আমার নাম চিরকালের জন্য অক্ষয় রাখিতে পারেন, তাহা হইলে আমি আপনার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারি।” সেই জিতের নাম নৈর বা নীর। বিকা স্বনামের সহিত তাহার নাম সংযুক্ত করিয়া নবপ্রতিষ্ঠিত নগরের নামকরণ করিলেন। এইরূপে বিকানীর শব্দের উৎপত্তি।

কেবল যে, প্রত্যেক নব নব অভিষেকে জিতদিগের সেই স্মৃতিচিহ্ন প্রদর্শিত হয়, তাহা নহে; তাহাদের স্মরণার্থ স্বয়ং রাজা ও তদীয় সামন্ত জাতিগণ প্রতিবৎসর নানা প্রকার উৎসব করিয়া থাকেন। যদিও বিকার সন্তানসন্ততিগণ দেশের চারিদিকে বিস্তৃত

হইয়া গোদারাদিগের সহিত সেই প্রাচীন সম্বন্ধবন্ধনের প্রতি তত সম্মান প্রদর্শন করে না, তথাপি তাহারা সেই গোদারা জিতগণের স্মৃতিকে আজিও বিসর্জ্জন দিতে পারে নাই।

বাসন্তিক হোরি ও শারদীয় দেওয়ালি * উৎসবের সময় সেই শেখসর ও রোণিয়ার মণ্ডল দ্বয়ের বংশধরগণ রাজা ও তাঁহার সামন্তদিগকে টীকা অর্পণ করে। রোণিয়ার জিত একখানি রূপার থাল ও বাটীতে তিলকার্পণের উপকরণাদি ধারণ করে এবং তাহার সহচর সেই সমস্ত দ্রব্য লইয়া যথাবিধানে রাজটীকা দিয়া থাকে। রাজা তাহাদিগকে একটী সোণার মোহর ও পাঁচ খণ্ড রৌপ্য এবং তদীয় সামন্তগণ তাঁহার আদর্শের অনুকরণে যথাসাধ্য ধন দান করেন। তন্মধ্যে সুবর্ণ মুদ্রাদি শেখসর জিত এবং রৌপ্যাদি রোণিয়ার মণ্ডল কর্ত্তৃক গৃহীত হয়।

এক্ষণে আমরা প্রকৃত বিষয়ের আলোচনায় পুনঃপ্রবৃত্ত হইলাম। বিকা তাহাদের স্বত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে শপথ গ্রহণ করিলে তৎপ্রতি সেই জিতগণের সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল। তখন তাহারা বিকার সেনাদলের সহিত একত্রিত হইয়া জোহিয়াদিগকে আক্রমণ করিল। জোহিয়া সম্প্রদায় অতি বিশাল; তাহা উত্তর মরুভূমি—এমন কি শতদ্রুর সৈকতভূমি পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাহাদের সেই প্রকাণ্ড উপনিবেশ একাদশ শত পল্লিতে সংগঠিত। কিন্তু কালের কি বিচিত্র মহিমা! সেই সহস্রাধিক পল্লী একদা যে অসংখ্য জিতে পরিপূরিত ছিল, আজি তাহাদের সামান্য নিদর্শনও দেখিতে পাওয়া যায় না;—এমন কি সে জোহিয়া নাম পর্য্যন্তও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে †।

জোহিয়াদিগের মণ্ডল ভুরোপাল নামক নগরে বাস করিত; তাহার নাম শের সিংহ। শত্রুদিগকে নিকটে আগমন করিতে দেখিয়া শের সিংহ নিজ দলবলকে একত্রিত করিল এবং অদম্য সাহস ও বিক্রম সহকারে রাজপুত ও গোদারা জিতদিগের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে লাগিল। কিন্তু কোন স্বদেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতকের হস্তে তাহার প্রাণবিয়োগ হওয়াতে জোহিয়া কুলের কপাল ভাঙ্গিল; তাহাদের চরণে দাসত্বনিগড় অর্পিত হইল; তাহাদের ভুরোপাল নগর বিজয়ী রাঠোরদিগের হস্তগত হইল।

নবীন উৎসাহ ও জয়লাভে উত্তেজিত হইয়া রাঠোর বীর বিকা ক্রমাগত পশ্চিমাভিমুখে স্বীয় বিজয়িনী সেনা চালিত করিলেন। অচিরে ভট্টিদিগের অধিকৃত

---

* রাজস্থান, প্রথমখণ্ড, ৫৯৫ পৃষ্ঠা ও ৬১২ পৃষ্ঠায় এতদুভয় বিবরণ দ্রষ্টব্য।

† বাবর যে জেনজুহিয়ার বিবরণ আত্মজীবনীতে বর্ণন করিয়াছেন, বোধ হয় তাহারা জোহিয়া হইবে। অভিযানকালে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিবার সময় বাবর উক্ত জেনজুহিয়াদিগকে যাদবদিগের সহিত পঞ্চনদ প্রদেশের দোয়াবস্থিত প্রসিদ্ধ "যদুকা ডাঙ্গা" নামক প্রদেশে দেখিতে পাইয়াছিলেন। অনেকে জোহিয়াদিগকে যদুকুলোৎপন্ন বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন। পূর্ব্বোক্ত বিবরণ হইতে তাহাদের সে বৃত্তান্ত সমর্থিত হইতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক তাহারা যদুকুলোৎপন্ন কি না, যদুভট্টিদিগের ইতিবৃত্তে তাহার আলোচনা করা যাইবে।

রাজপুতানা পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে মহাত্মা টড সাহেব যশল্মীরের প্রধান মন্ত্রীর নিকট জোহিয়াদিগের ইতিবৃত্ত সম্বলিত একখানি ভট্টগ্রন্থ পাইয়াছিলেন। পাইয়াই তিনি আসিয়াটিক সোসাইটি নামক সমাজকে তাহা অর্পণ করিয়াছিলেন। দুরদৃষ্টতার জন্য তিনি তাহা পাঠ করিতে পারেন নাই।

ভাগোর জনপদ তাঁহার উৎক্রোশ-দৃষ্টিতে পতিত হইল। তিনি নিজ ভুজবলে তাহাদিগের হস্ত হইতে তাহা আচ্ছিন্ন করিলেন। এই ভাগোর জনপদ জিতদিগের হস্ত হইতে ভট্টিগণ কাড়িয়া লইয়াছিল; কালচক্রের পরিবর্ত্তনে সেই স্থান আজি জিতদিগের রাজপুত অধিপতির হস্তে পতিত হইল। তিনি তন্মধ্যে শুভদিনে শুভক্ষণে স্বীয় বিকানীর নগর স্থাপন করিলেন। এইরূপে মুন্দর পরিত্যাগের ত্রিংশৎ বৎসর পরে সম্বৎ ১৫৪৫ (খৃঃ ১৪৮৯) অব্দ, বৈশাখের পঞ্চদশ দিবসে রাঠোর বিকা কর্ত্তৃক স্বনাম প্রসিদ্ধ রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

বিকা এইরূপে দৃঢ়রূপে অধিষ্ঠিত হইলে তাঁহার পিতৃব্য কণ্ডুল আবার অভিনব জিগীষা দ্বারা উত্তেজিত হইয়া সদলে উত্তর দেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কণ্ডুল একজন যুদ্ধকুশল পুরুষ; তাঁহারই ভুজবলের সাহায্যে বিকা অধিক পরিমাণে জয় লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। অপ্রতিহত তেজঃ প্রভাবে ক্রমাগত উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইয়া কণ্ডুল ক্রমান্বয়ে আশিয়াঘ, বেনিবল ও সারণ নামক তিনটী জিত উপনিবেশ অধিকার করিলেন। উক্ত জনপদত্রয়ে তাঁহার সন্তানসন্ততিগণ আজিও বাস করিতেছে; অধুনা তাহারা "কণ্ডুলোট" রাঠোর নামে প্রসিদ্ধ। কণ্ডুলোট রাঠোরগণ স্বভাবতঃ তেজস্বী ও স্বাধীনতাপ্রিয়। তাহারা বিকানীর রাজ্যের প্রধান অঙ্গীভূত বটে, তথাপি আজিও বিকানীর রাজা তাহাদের উপর কর নির্দ্ধারণ করিতে গেলে তাহারা সদর্পে কহিয়া থাকে "আমরা অসিবলে এদেশ অধিকার করিয়াছি; ইহা কিছু আপনার পাট্টা দ্বারা পাই নাই।" তাহারা তাঁহাকে নাম মাত্র মান্য করে, এবং যাহা করে, তাহাও নিতান্ত অনিচ্ছা পূর্ব্বক। অর্থগৃধ্নুতা বা প্রয়োজন বশতঃ যখন রাজা তাহাদের নিকট কর যাচ্ঞা করেন, তখন তাহারা নির্ভয়ে বলিয়া উঠে, "কে তাঁহাকে রাজা করিয়াছে? যিনি করিয়াছেন, তিনি কি আমাদের সাধারণ পিতৃপুরুষ কণ্ডুল নহেন? তবে যিনি স্পর্দ্ধা করিয়া আমাদিগের নিকট খাজানা চাহিতেছেন, তিনি কে?" রাঠোরবীর কণ্ডুলের প্রতাপ প্রাহ্লিক সূর্য্যতাপের ন্যায় ক্রমে ক্রমে বাড়িতে লাগিল। কিন্তু তাহা মধ্যগগনে উদিত না হইতেই সহসা কালমেঘে আচ্ছন্ন হইল। সেই সঙ্গে তাঁহার জীবনের সহিত তাহার পর্য্যবসান হইল। তিনি যবনরাজাধিকৃত হিসার দুর্গ অধিকার করিতে উদ্যত হইয়া সম্রাটের প্রতিনিধি কর্ত্তৃক যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন।

বিকা পুগলের ভট্টিরাজের দুহিতাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সেই ভট্টিরাজকুমারীর গর্ভে নূনকর্ণ ও গরসিংহ নামে দুইটী পুত্র সঞ্জাত হয়েন। জ্যেষ্ঠ নূনকর্ণের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া পরিশেষে সম্বৎ ১৫৫১ (খৃঃ ১৪৯৫) অব্দে তিনি পরলোক যাত্রা করিলেন। নূনকর্ণ পিতৃসিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন এবং গরসিংহ গরসিংহসর ও অরসিংহসর নামক দুইটী নগর স্থাপন করিয়া অমরত্ব লাভ করিলেন। গরসিংহের বংশ অতি বিস্তৃত; তাঁহার সন্তান সন্ততিগণ "গরসোট বিকা" নামে পরিচিত। গরসিংহসর ও গরিবদেসর নামক দুইটী নগর তাঁহাদের প্রধান ভূমিবৃত্তি। এতদুভয়ের প্রত্যেকটী চতুর্বিংশতি পল্লিতে সংগঠিত।

পিতৃসিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া নূনকর্ণ পিতৃপদবী অনুসরণ করিলেন এবং রাজ্যের পশ্চিম প্রান্তস্থিত ভট্টিদিগের অনেকগুলি পল্লি আচ্ছিন্ন করিয়া লইলেন। তিনি সর্ব্বসমেত চারিটী পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ, পিতার জীবিতকালেই তাঁহার নিকট হইতে মহাজিন ও একশত চল্লিশটী পল্লি গ্রহণ করিয়া, স্বীয় অগ্রজস্বত্ব কনিষ্ঠ জৈতের করে উৎসর্গ করিলেন। অনন্তর জৈত সম্বৎ ১৫৬৯ অব্দে বিকানীরের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। তাঁহার অপরাপর ভ্রাতা প্রত্যেকেই ভূমিসম্পত্তি পাইয়াছিলেন। তাঁহার তিনটী পুত্র সঞ্জাত হয়। ১ম, কল্যাণসিংহ; ২য়, শিবজি, এবং ৩য়, ঐশপাল। জৈতসিংহ স্বাধীন গ্রেসিয়া সর্দ্দারদিগের নিকট হইতে নার্ণোট জিলা আচ্ছিন্ন করিয়া স্বীয় দ্বিতীয় তনয় শিবজির হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তৎকর্ত্তৃক আর একটী মহৎ কার্য্য সাধিত হইয়াছিল। তিনি বিদার সন্তান সন্ততিদিগকে পরাস্ত করিয়া তাহাদিগের নিকট বার্ষিক কর আদায় করিয়াছিলেন।

সম্বৎ ১৬০৩ অব্দে কল্যাণসিংহ পিতৃসিংহাসনে অভিষিক্ত হয়েন। তিনি তিনটী পুত্র লাভ করেন; ১ম, রায়সিংহ; ২য়, রামসিংহ, এবং ৩য়, পৃথ্বীসিংহ।

পিতার পরলোকগমনে রায়সিংহ সম্বৎ ১৬৩০ (খৃঃ ১৫৭৩) অব্দে বিকানীরের সিংহাসনে অধিরূঢ় হয়েন। ইহাঁর অভিষেকের সহিত জিতদিগের চিরন্তন স্বত্ব বিলুপ্ত হয়। এতদিন তাহারা সেই সমস্ত স্বত্ব অবাধে সম্ভোগ করিয়া বীরাচারে জীবন অতিবাহিত করিতেছিল; কিন্তু রাজপুতের জনসংখ্যা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠাতে তাহাদের প্রভাব মন্দীভূত হইয়া পড়িল। তখন রাজপুতগণ তাহাদিগকে সমস্ত প্রাচীন স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিল। হতভাগ্য জিতগণ রাজনৈতিক ক্ষমতায় বিচ্যুত হইয়া নিতান্ত দীন দশায় পতিত হইল; ক্রমে অসি ও অশ্ব ত্যাগ করিয়া হলগোধন আশ্রয় করিল। রায়সিংহের শাসনকালে বিকানীরের রাঠোরগণ মোগল সাম্রাজ্যের অধীন অন্যান্য রাজ্যের ন্যায় উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির সোপানে উত্থিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা অমূল্য রত্ন স্বাধীনতার বিনিময়ে সেই উন্নতি ক্রয় করিয়াছিল। তাহারা যেমন জিতদিগের স্বাধীনতা হরণ করিয়াছিল, সেইরূপ আপনাদিগের স্বাধীনতায় বঞ্চিত হইয়াছিল। পিতার পরলোকগমনে রায়সিংহ তাঁহার দেহের পবিত্র ভস্মাবশেষরাশি স্বয়ং গঙ্গাতীরে লইয়া যান। তৎকালে ভুবন-বিদিত আকবর দিল্লির সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। রায়সিংহ ও সম্রাট উভয়েই যশল্মীরের দুইটী রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। জনকের ঔর্দ্ধদেহিক সংকারান্তে রায়সিংহ সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। অনন্তর অম্বররাজ মানসিংহ তাঁহাকে আকবরের নিকট লইয়া গেলেন। মোগল সম্রাট বিকানীর রাজকে যথোচিত সম্মান সহকারে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে চতুঃসহস্রের সৈনাপত্যে অভিষেক করিলেন এবং তৎকরে হিসার সমর্পণ করিয়া তাঁহাকে "রাজা" উপাধি দান করিলেন। সেই সময়ে যোধপুরের অধিপতি মালদেব সম্রাটের বিরাগভাজন হওয়াতে আকবর তাঁহার হস্ত হইতে নাগোর রাজ্য কাড়িয়া লইয়া রায়সিংহকে অর্পণ করিলেন। স্বাধীনতার বিনিময়ে এই সকল সম্মান লাভ করিয়া এবং সম্রাটের অন্যতম প্রতিনিধি বলিয়া গণ্য হইয়া বিকানীর

রাজ স্বরাজ্যে প্রত্যাগত হইলেন। নিজ রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াই তিনি স্বীয় ভ্রাতা রামসিংহকে ভূতনৈরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। রামসিংহ জয়ী হইলেন এবং জয়নিদর্শনের সহিত পরমানন্দে ভ্রাতৃরাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন।

এদিকে রায়সিংহ দুর্দ্ধর্ষ জোহিয়াদিগকে সম্পূর্ণরূপে দমন করিয়াছেন। জোহিয়াকুল অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত। ইতিপূর্ব্বে তাহারা দাসত্বশৃঙ্খল দূরে নিক্ষেপ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু সে চেষ্টা ফলবতী হওয়া দূরে থাকুক, বরং তাহাতে দাসত্বনিগড় কঠোরতর হইয়া তাহাদের গলদেশে আবদ্ধ হইল। তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া রাজপুতগণ জোহিয়া দেশকে শোণিতে প্লাবিত ও অনলে ভস্মীভূত করিল। তাহাদের লোমহর্ষণ অত্যাচারে সেই জোহিয়া রাজ্য শ্মশানে পরিণত হইল। সেই যে জোহিয়া মরুশ্মশানে পরিণত হইল, আর সে দীনদশা হইতে কেহ তাহাকে তুলিল না,—তুলিতে চেষ্টাও করিল না। আজি সেই জোহিয়ার নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত! অনন্ত কালসাগরের তীরভূমে জোহিয়ার প্রাচীন গৌরবের দুই একটী নিদর্শন মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। আজি স্তূপীকৃত কতকগুলি ভগ্নাবশেষ ভিন্ন তাহার প্রাচীনত্বের অন্য প্রমাণ বিদ্যমান নাই!

জোহিয়াদিগের সেই সমগ্র ভগ্নাবশেষের মধ্যে সেকন্দর রুমীর (আলেকজন্দারের) নাম খোদিত দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবাদ আছে যে, বর্ত্তমান দন্দুসরের নিকটে রংমহল নামে যে ভগ্ন অট্টালিকা নয়নগোচর হইয়া থাকে, একদা তাহা তৎপ্রদেশের জনৈক রাজার প্রাসাদ ছিল। মাসিডোনীয় মহাবীর তথায় উপস্থিত হইয়া তাহার রাজ্য নষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। সেই অবধি তাহা মরুশ্মশানে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। পঞ্জাবের যে প্রদেশে সেই পাশ্চাত্য মহাবীর পৌরব প্রবীরের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা জোহিয়াদিগের সেই প্রাচীন আবাসভূমি হইতে দূরবর্ত্তী নহে। কিন্তু আলেকজন্দার গারা পার হইয়াছিলেন কি না, তাহার কোন প্রমাণ অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই। তাঁহার সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণ যদিও এ সম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ করেন নাই, তথাপি বক্ত্রিয়া ও সিন্ধুনদের তটভূমিতে তিনি স্বনামে যে সকল রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তৎসমুদায়ের বিষয় চিন্তা করিলে একবারে জোহিয়ার সেই প্রবাদকে অলীক বলিয়া অগ্রাহ্য করিতে পারি না। অতএব বোধ হয় সেই সমস্ত হিন্দু-গ্রীক রাজ্যের কোন শাসন কর্ত্তা,—সম্ভবতঃ পিথনের কোন বংশধর—জোহিয়াদিগের রাজ্যে আপতিত হইয়া সেকন্দর রুমীর নাম অক্ষয় রাখিয়া গিয়া থাকিবেন। সেই সমস্ত লোকবিশ্রুত প্রবাদে অবগত হওয়া যায় যে, সেই জোহিয়া রাজ্য চিরকাল সেরূপ অনুর্ব্বর মরুময় ছিল না। অপিচ তদ্দেশীয় ভট্টগ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, হাকরা নদীর পরিশোষণের সহিত জোহিয়া রাজ্য বিনষ্ট হইয়াছিল। হাকরা নদী তৎপ্রদেশের বক্ষস্থল বিধৌত করিয়া রোড়ী বেখের ও উচের মধ্যস্থলে সিন্ধুনদে পতিত হইয়াছে।

কাগ্‌গার ও সাঁকরা* শব্দের সহিত উক্ত হাকরা শব্দের অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে বোধহয় যে, হাকরা এতদুভয়ের মধ্যে একটী হইবে। কাগ্‌গার হিরিয়ানার

* এতৎপ্রদেশের অধিবাসিগণ স উচ্চারণ করিতে পারে না। তাহারা তৎপরিবর্ত্তে হ ব্যবহার

নিকটে মরুভূমিতে অদৃশ্য হইয়াছে, এবং সাঁকরাও যদিচ এক্ষণে শুষ্ক, তথাপি একদা নাদির শাহ কর্ত্তৃক ইহা তদীয় রাজ্যের সীমাবন্ধনীরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সাঁকরা সিন্ধুনদের সহিত সমান্তর রেখায় প্রবাহিত হইত এবং সেই জন্য নাদির ইহাকে নিজ পারসিক রাজ্যের পূর্ব্বসীমারূপে স্থির করিয়া সিন্ধুনদের উপতটস্থ সমস্ত উর্ব্বরভূমিকে তাহার অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। ভট্টগ্রন্থে যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাতে প্রতীত হয় যে, সোদা রাজা হামিরের শাসনকালে জোহিয়া রাজ্যের সেই সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছিল।

এইরূপে হতভাগ্য জোহিয়াকুলের ভবিষ্যৎ উত্থানের পথও প্রতিরুদ্ধ করিয়া রামসিংহ স্বীয় বিজয়িনী সেনা পুনিয়া জিতদিগের বিরুদ্ধে চালিত করিলেন। জিতকুলের মধ্যে এই পুনিয়াগণই তখন একমাত্র স্বাধীন সম্প্রদায়। কিন্তু তাহাদের সে সৌভাগ্য আর রহিল না। রাঠোরের বাহুবলে বিজিত হইয়া তাহারা আপনাদের মহামূল্য ভূমিসম্পত্তি জেতৃকরে সমর্পণ করিল। কিন্তু রামসিংহ তাহাদের ভূমিতে রাজপুত উপনিবেশ স্থাপন করিতে গিয়া নৈরাশ্যোন্মত্ত জিতগণের হস্তে প্রাণত্যাগ করিলেন। তাহারা পরাজিত হইল বটে, কিন্তু প্রাণান্তে শত্রুর পদতলে আত্ম সমর্পণ করিতে চাহিল না। তখন তিনি তাহাদিগকে দমন করিয়া তাহাদের রাজ্যে রাজপুত বসতি স্থাপন করিলেন; কিন্তু তাঁহাকে ইহলোকে সে বিজয়গৌরব ভোগ করিতে হইল না। তাঁহার সন্তানসন্ততিগণ রামসিংহোট নামে প্রসিদ্ধ। তাহাদের দ্বারা বিকানীর রাজ্যের পুষ্টি সাধিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহারা কণ্ডুলোটদিগের ন্যায় বিকার বংশধরদিগের স্বল্পই বলবৃদ্ধি করিয়া থাকে। ধরিতে গেলে, তাহারা বিকানীররাজের নামমাত্র অধীন। সিদমুখ ও শম্ভু নামক দুইটী নগর রামসিংহোটদিগের প্রধান বাসস্থান।

যেদিন রামসিংহের ভুজবলে পুনিয়া জিতগণ পরাস্ত হইল, সেইদিন বিকানীরের রাজমুকুটে আর একটী নূতন রত্ন স্থাপিত হইল; সেইদিন ছয়টী জিত উপনিবেশের রাজনৈতিক জীবন বিনষ্ট হইল;—তাহাদের হস্ত হইতে অসি স্খলিত হইয়া তৎ-পরিবর্ত্তে হলবুধ্ন স্থাপিত হইল। এখন তাহারা কৃষিকার্য্য ও মেষ পালন দ্বারা আপনাদের জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া অলস ও বিলাসী রাজপুতদিগের উদর পূরণ করে।

সম্রাট আকবরের সমস্ত সমরব্যাপারেই রাজা রায়সিংহ স্বীয় প্রচণ্ড রাঠোর সেনার সহিত যোগ দান করেন। আহ্‌মদাবাদ নগরের অবরোধে তত্রত্য শাসন কর্ত্তা মির্জামহম্মদ হোষেণকে একটী মাত্র দ্বন্দ্বযুদ্ধে বধ করিয়া তিনি বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। রাজনীতিজ্ঞ আকবর রাজপুতদিগকে ভালরূপ চিনিতেন। স্বরাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য রাজপুতদিগকে উচ্চ উচ্চ পদে স্থাপন করিয়া তিনি রাজপুতবীরত্বের যে সম্মান করিয়াছিলেন, ভারতের আর কোন্ বিদেশীয় রাজা সেরূপ পারিয়াছেন? বিকানীরের রাজকুলের সহিত মোগলের সম্বন্ধ দৃঢ় রাখিবার নিমিত্ত তিনি রায়সিংহের

করিয়া থাকে। যশল্মীরকে জয়শল্মীর বলিয়া উচ্চারণ করে। সেই জন্য বোধ হয় সাঁকরার পরিবর্ত্তে ঢাকরা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

দুহিতার সহিত স্বীয় পুত্র সেলিমের বিবাহ দিয়াছিলেন। এই বৈজাত্য পরিণয়ের বিষময় ফল—হতভাগ্য পারবেজ।

রায়সিংহ পরলোক গমন করিলে তাঁহার একমাত্র তনয় কর্ণ সম্বৎ ১৬৮৮ (খৃঃ ১৬৩২) অব্দে বিকানীরের সিংহাসনে সমারূঢ় হয়েন। কর্ণ পিতার জীবিতকালেই দৌলতাবাদের শাসনকর্ত্তৃত্ব ও দুই সহস্রের সৈনাপত্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অধিকাংশ রাজপুতের ন্যায় কর্ণও রাজপুত্র দারা শিকোর পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। তৎকালে তিনি দারার প্রচণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বীর সেনাপতির সহিত একত্রে কাজ করিতেন। তজ্জন্য সেই যবন সেনানায়ক তাঁহার গূঢ় অভিসন্ধি জানিতে পারিয়া তাঁহার প্রাণনাশার্থ একটী ষড়যন্ত্র করিল; কিন্তু বুন্দির হার রাজার নিকট তদ্বিষয়ের সমাচার পাইয়া তিনি সৌভাগ্যবশতঃ তাহাদের কুচক্র হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি বিকানীরে প্রাণত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার চারিটী পুত্র জীবিত ছিল;—১ম, পদ্মসিংহ; ২য় কেশরীসিংহ; ৩য়, মোহনসিংহ, ও ৪র্থ অনুপসিংহ।

রাজপুতগণ স্বভাবতঃ রাজভক্ত; রাজার উপকারার্থ তাহারা অম্লানবদনে জীবন উৎসর্গ করিতে পারে। মোগল সাম্রাজ্যের গৌরব রক্ষার্থ তাহারা যে অসীম আত্মত্যাগ স্বীকার করিয়াছে, রাজস্থানের ইতিবৃত্তে তাহার অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে বিকানীরের ইতিবৃত্তে আর একটী জ্বলন্ত আদর্শ প্রকটিত আছে। কর্ণের প্রথম ও দ্বিতীয় পুত্র বিজয়পুরের বিপ্লবকালে প্রাণত্যাগ করেন, এবং তৃতীয় মোহনসিংহ রাজশিবিরে যে শোচনীয় মৃত্যু সহ্য করিয়াছিলেন, ফেরিস্তার দক্ষিণাবর্ত্তের ইতিহাসে তাহার বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায় *।

---

* একটী মৃগশিশু লইয়া শাজাদার শ্যালক ও মোহন সিংহের সহিত একটী বিতণ্ডা উপস্থিত হয়। সেই তর্কে আপনাকে অপমানিত বোধ করিয়া বিকানীর রাজকুমার স্বহস্তে সেই অপমানের প্রতিশোধ লইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না এবং স্থানাস্থান ও সময়াসময় বিচার না করিয়া সেই প্রাসাদের অভ্যন্তরেই যবনের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই যুদ্ধে তাঁহারই প্রাণবিয়োগ হইল। এই সংবাদ তাঁহার ভ্রাতা পদ্মের নিকট বাহিত হইল। ভ্রাতার শোচনীয় নিধনে বিকানীর রাজকুমার কতিপয় সামন্তের সমভিব্যাহারে দ্রুতপদে সেই রঙ্গস্থলে উপস্থিত হইলেন;—দেখিলেন মোহন সিংহ শোণিতস্নাত হইয়া পতিত রহিয়াছেন; যবন তাঁহার উপর জ্বলন্ত নয়ন স্থাপন করিয়া তখনও উন্মুক্ত অসিহস্তে দণ্ডায়মান! পদ্মসিংহকে প্রমত্ত কেশরীর ন্যায় প্রবেশ করিতে দেখিয়া যবন রাজশ্যালক ভয়ে আম খাসের একটী স্তম্ভের পার্শ্বে সরিয়া গেল; কিন্তু পদ্ম সিংহের প্রচণ্ড প্রতি-জিঘাংসা হইতে নিষ্কৃতি পাইল না। ভ্রাতৃশোকোন্মত্ত রাঠোর রাজকুমার ভীষণ অসি উন্মুক্ত করিয়া এরূপ বল সহকারে আঘাত করিলেন যে, "যবনের দেহের সহিত সেই স্তম্ভও দ্বিধা বিভক্ত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইল!" অনন্তর অনুজের শবদেহ লইয়া পদ্মসিংহ স্বীয় সৈন্যসামন্তগণের সহিত নিজ আবাস ভবনে প্রতিগত হইলেন, এবং জয়পুর, ও যোধপুর ও হারাবতী প্রভৃতি সমস্ত সামন্ত নৃপতিদিগকে একত্রিত করিয়া ভ্রাতার অন্যায় নিধনে যবন রাজের বিরুদ্ধে তাঁহাদিগকে উত্তেজিত করিলেন। অনন্তর তাঁহারা সকলে একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন "যবনের সহিত সকল সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া আমরা গৃহে ফিরিয়া যাইব।" তাঁহাদিগকে প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য রাজকুমার মৌজাম অনেক ওমরাকে তাঁহাদিগের নিকট প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তাহাতে কিছুই ফলোদয় হইল না। ক্রুদ্ধ রাজপুত নৃপতিগণ কিছুতেই তাঁহার প্রস্তাব গ্রাহ্য করিলেন না। এইরূপ তাঁহারা রাজধানী হইতে দশ ক্রোশেরও অধিক দূরে গিয়া পড়িয়াছেন, এমন

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃত্রয়ের মৃত্যুতে কনিষ্ঠ অনুপ সিংহ পিতৃসিংহাসনে সম্বৎ ১৭৩০ (খৃঃ ১৬৭৪) অব্দে অভিষিক্ত হয়েন। তদীয় ভ্রাতৃগণের সেবাতে যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়া সম্রাট তাঁহাকে পঞ্চসহস্রের সৈনাপত্যে স্থাপন করিয়া এডোনী দুর্গ ও তৎসম্বলিত সমস্ত ভূমিসম্পত্তি এবং বিজয়পুর ও আরঙ্গবাদের শাসনভার সমর্পণ করিলেন। যোধপুরাধিপের সহিত অনুপসিংহও আফগানদিগের বিদ্রোহ দমনার্থ সেই দূরদেশে সসৈন্যে যাত্রা করিয়াছিলেন। অনন্তর তাঁহাদের সমবেত চেষ্টাবলে দুর্দ্ধর্ষ যবনদল পরাস্ত হইলে তিনি দক্ষিণাবর্ত্তে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন। তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে ফেরিস্তা ও দেশীয় ভট্টগ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন মত দেখিতে পাওয়া যায়। ফেরিস্তায় বর্ণিত আছে যে, তিনি দক্ষিণপথেই প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন; কিন্তু ভট্টগণের প্রকটিত বিবরণে অবগত হওয়া যায় যে, অনুপসিংহ এক স্থলে সেনানিবেশ স্থাপন করিতে মনস্থ করিলে যবন সেনাপতি তাহার প্রতিবাদ করেন; তজ্জন্য বিকানীররাজ বিরক্ত হইয়া সদলে স্বরাজ্যে প্রত্যাগত হয়েন। স্বীয় রাজধানীতে ফিরিয়া আসিবার কিছু দিন পরেই অনুপ সিংহ দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন। তৎকালে স্বরূপ সিংহ ও সুজন সিংহ নামে তাঁহার দুইটী পুত্র জীবিত রহিলেন।

স্বরূপ সিংহ সম্বৎ ১৭৬৫ (খৃঃ ১৭০৯) অব্দে পিতৃসিংহাসনে অধিরূঢ় হয়েন। কিন্তু তিনি দীর্ঘকাল রাজ্যসুখ সম্ভোগ করিতে পারেন নাই। অনুপসিংহ বিরক্ত হইয়া রাজকীয় সেনাকে পরিত্যাগ করিলে সম্রাট তাঁহার হাত হইতে আডোমী কাড়িয়া লইয়াছিলেন। স্বরূপ সেই হৃত সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করিতে গিয়া প্রাণত্যাগ করেন।

স্বরূপের মৃত্যুর পর তদীয় ভ্রাতা সুজনসিংহ বিকানীরের সিংহাসনে অভিষিক্ত হয়েন। কিন্তু তাঁহার রাজত্ব নিতান্ত ঘটনাশূন্য।

সুজনের পর জোরাবর সিংহ সম্বৎ ১৭৯৩ (খৃঃ ১৭৩৭) অব্দে বিকানীরে রাজা হয়েন। বিকানীরের ভট্টগণ ইহাঁর রাজত্ব সম্বন্ধে কিছুই বর্ণন করেন নাই।

অনন্তর গজসিংহ সম্বৎ ১৮০২ (খৃঃ ১৭৪৬) অব্দে বিকার রাজগদিতে অভিষিক্ত হইলেন। তিনি একচল্লিশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই দীর্ঘকাল ধরিয়া তিনি ভট্টি ও ভাওয়ালপুরের খাঁর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সেই সুদীর্ঘ সমরব্যাপারে তিনি উভয়কেই পরাস্ত করিয়া প্রথম শত্রুর নিকট হইতে রাজসর, কৈলা, রণৈর, সত্যসর, বুন্নিপুর, মুটাবৈ ও অনেকগুলি সামান্য সামান্য পল্লী আচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়

সময়ে যখন রাজকুমার স্বয়ং তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন। অনেক কথাবার্ত্তা, অনেক সন্ধির প্রস্তাব হইল। মৌরাম তাঁহাদিগকে নানা প্রকারে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। পরিশেষে তাঁহাদের রোষানল প্রশমিত হইল; তাঁহারা রাজকুমারের সহিত তদীয় সেনানিবেশে প্রতিগত হইলেন। এই ঘটনার পরেই পদ্ম সিংহ ও কেশরী সিংহ সম্রাটের সাহায্যার্থ যুদ্ধস্থলে প্রাণ ত্যাগ করেন। কথিত আছে, কেশরী সিংহ মল্লযুদ্ধে একটী সিংহকে সংহার করাতে সম্রাট তাঁহাকে কেশরী নামের সহিত পঞ্চবিংশতি পল্লির একখানি জাইগির দিয়াছিলেন। কেশরী সিংহ একটী দুর্দ্দান্ত হাবশি সেনাপতিকে বধ করিয়া প্রভূত যশ লাভ করিয়াছিলেন।

বৈরী খাঁ তাঁহার হস্তে অনুপগড় প্রত্যর্পণ করিয়া তাঁহার রোষানল হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিল।

দুৰ্দ্ধর্ষ দাউদ পুত্রদিগের * অতিক্রমণ রোধ করিবার জন্য রাজা গজসিংহ অনুপসিংহ গড়ের পশ্চিম প্রান্তস্থিত একটী বিস্তৃত প্রদেশের সমস্ত কূপ পরিপূরিত করিয়া সমগ্র স্থলকে মরুশ্মশান করিয়া তুলিয়াছিলেন।

রাজা গজসিংহ বহুপুত্রক বলিয়া প্রসিদ্ধ। বর্ণিত আছে, তিনি সৰ্ব্বসমেত একষট্টি সন্তান লাভ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ছয়টী কেবল ধৰ্ম্মপত্নীর গর্ভজাত। উক্ত ষট্‌পুত্রের মধ্যে ছত্রসিংহ শৈশবে কালগ্রাসে পতিত হয়েন; রাজসিংহ বিমাতা কর্তৃক বিষজরিত হইয়াছিলেন। শূরতান ও অজিবসিংহ জ্যেষ্ঠের দুৰ্দ্দশা দেখিয়া বিমাতার বিদ্বেষবহ্নি হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য পিতৃরাজ্য পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক জয়পুরে পলায়ন করেন। সুরতসিংহ রাজা হইয়াছিলেন, এবং সৰ্ব্বকনিষ্ঠ শ্যাম সিংহ বিকানীরের মধ্যে একটী ভূমিসম্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

জ্যেষ্ঠ ছত্রসিংহ শৈশবে প্রাণত্যাগ করাতে দ্বিতীয় রাজকুমার রাজসিংহ পিতার মৃত্যুর পর বিকানীরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তিনি ত্রয়োদশ দিবস মাত্র রাজসুখ সম্ভোগ করিতে পাইয়াছিলেন। চতুর্দ্দশ দিবসে তদীয় বিমাতা নিজ পুত্র সুরতের জন্য তাঁহাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করিল। সুরতের রাক্ষসী জননীর এই জঘন্য কাৰ্য্য দ্বারা রাজসিংহ নিহত হইলে রাজগদি শূন্য হইল। সুরতও মাতার উপযুক্ত পুত্র। তিনি তখনই সেই শূন্য সিংহাসন অধিকার করিবার অভিপ্রায়ে নিজ অপরাপর প্রতিদ্বন্দ্বী ও ভ্রাতৃগণকে স্থানান্তরিত করিতে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইলেন।

প্রতাপসিংহ ও জয়সিংহ নামে দুইটী পুত্র রাখিয়া রাজসিংহ প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরই বল পূৰ্ব্বক রাজগদি অধিকার না করিয়া দুর্বৃত্ত সুরত কৌশলে নিজ দুরভিসন্ধি সাধন করিতে মনস্থ করিলেন। অতঃপর তিনি রাজপ্রতিনিধিপদে নিযুক্ত হইলেন এবং অষ্টাদশ মাস অতি সতর্কতা ও চতুরতার সহিত কাৰ্য্য করিয়া অর্থ ও সুমিষ্ট আলাপন দ্বারা রাজ্যের অধিকাংশ সর্দ্দারদিগকে করায়ত্ত করিলেন। অষ্টাদশ মাস অতীত হইল; আর কতদিন তিনি প্রতিনিধি পদে নিযুক্ত থাকিবেন? অবশেষে সুরতসিংহ মহাজিন ও বাহাদিরাণের ঠাকুরদ্বয়ের নিকট স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করিলেন এবং রাষ্ট্রাপহরণে তাঁহাদের সহায়তা পাইবার জন্য তাঁহাদিগকে নূতন নূতন ভূমিসম্পত্তি প্রদান করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সেই গূঢ় দুরভিসন্ধি তৎকালে বিশ্বস্ত বখতিয়ার সিংহ ভিন্ন আর কেহই বুঝিতে পারেন নাই। বখতিয়ার সিংহের পিতৃপিতামহগণ চারি পুরুষ ধরিয়া বিকানীরের দেওয়ানের পদ শোভা করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা পরম বিশ্বস্ত। এক্ষণে সেই গূঢ় ষড়যন্ত্র বুঝিতে পারিয়া তিনি তাহা ব্যর্থ করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তখন নিতান্ত অসময়;—তাহাদের চক্রান্ত

* ভাওয়ালপুরের প্রতিষ্ঠাতা দাউদ খাঁর সন্তান সন্ততিগণ দাউদ পুত্র নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। দায়ুদ খাঁ প্রসিদ্ধ শিষ্টান রাজ্যে জন্মিয়াছিলেন।

প্রায় কার্য্যে পরিণত হইয়া আসিয়াছে; সুতরাং তাঁহার চেষ্টা বিফল হইল; অপরন্তু তিনি দুরাচার সুরত কর্ত্তৃক কারারুদ্ধ হইলেন। অনন্তর সুরত অসির সাহায্যে সকল প্রকার বাধা দূর করিবার অভিপ্রায়ে বাতিন্দা হইতে কতকগুলি সেনা সংগ্রহ করিলেন; কিন্তু শিশু রাজকুমারকে হস্তগত করিতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি বিকানীরের সামন্তদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, "সুরত সিংহের আদেশে সকল সর্দ্দার রাজধানীতে উপস্থিত হইবে।" কিন্তু সেই কাপুরুষ সর্দ্দারদ্বয় ব্যতীত আর সকলেই তাঁহার আদেশ পালনে অস্বীকার করিল। সেই সময়ে সেই তেজস্বী রাঠোর সর্দ্দারগণ যদি সমবেত হইয়া সুরত সিংহকে পদচ্যুত করিতে চেষ্টা করিত, তাহা হইলে বীরবর বিকার সন্তানসন্ততিগণের শোণিত বৃথা ব্যয়িত হইত না। কিন্তু সেই অভিতপ্ত ঠাকুরগণ তাঁহার দর্প হরণ করিবার কোন আয়োজন না করিয়া স্ব স্ব দুর্গ মধ্যে অবস্থিত রহিল। এদিকে সুরত সমস্ত সেনা একত্রিত করিয়া নহুর নামক স্থলে উপস্থিত হইলেন। তথায় বকুকৌর সর্দ্দারকে নানা প্রকারে প্রলোভন দেখাইয়া ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং তিনি উপস্থিত হইলে সেই নহুর দুর্গে তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া অজিতপুর নামক নগরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। অচিরে সেই নগর তাঁহার বিদ্বেষানলে ভস্মীভূত হইল। সুরতসিংহ তাহার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া শক্কুনগরের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া যথাবিধানে তাহা আক্রমণ করিলেন। তত্রত্য অধিপতি দুর্জ্জন সিংহ বীরোচিত বিক্রম ও তেজস্বিতার সহিত নিজ নগর রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু যখন কোন চেষ্টাই সফল হইল না; তখন আত্মরক্ষার উপায় না দেখিয়া তিনি আত্মঘাতী হইলেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী শৃঙ্খলিত হইল; এবং জয়োৎফুল্ল সুরতসিংহ শক্কুর সামন্তদিগের নিকট হইতে অর্থদণ্ড স্বরূপ দ্বাদশ সহস্র টাকা আদায় করিয়া লইলেন। অনন্তর চুরু নামক প্রসিদ্ধ বাণিজ্য নগর আক্রান্ত হইল। নাগরিকগণ ছয় মাস ধরিয়া তাহা রক্ষা করিল; কিন্তু কারাবদ্ধ বকুকৌ সর্দ্দার নিজ স্বাধীনতার নিষ্ক্রয় স্বরূপ বিশ্বাসঘাতকতার সাহায্যে সেই চুরু নগর হস্তগত করিয়া তৎকরে সমর্পণ করিল এবং তাঁহাকে তন্নগরের লুণ্ঠন হইতে নিবর্ত্তিত করিবার অভিপ্রায়ে দুই লক্ষ টাকা তাঁহাকে অর্থদণ্ড দিল। তাহার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল; সুরত চুরু লুণ্ঠন না করিয়াই বিকানীরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এইরূপে বিক্রম, অত্যাচার ও উৎপীড়নের সাহায্যে অসীম অর্থ সংগ্রহ করিয়া দুর্দ্দর্ষ সুরতসিংহ বিকানীরে প্রত্যাগত হইলেন এবং সিংহাসন লাভের প্রধানতম প্রতিরোধ স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র ও রাজাকে সংহার করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। কিন্তু সেই শিশুপুত্র সুরতের ভগিনীর নিকট ছিলেন। তিনি স্বভাবতঃ ধর্ম্মনিষ্ঠা ও সতর্ক। নিজ ভ্রাতুষ্পুত্রকে তিনি মুহূর্ত্তের জন্যও চক্ষের অন্তরাল না করাতে সুরতের সেই পৈশাচিক অভিসন্ধি শীঘ্র সাধিত হইল না। অনন্তর তিনি স্বীয় ভগিনীকে স্থানান্তরিত করিতে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইলেন। রাজকুমারীর বয়স যদিও অধিক হইয়াছিল, তথাপি তিনি তখনও অবিবাহিতা। সুরত

অবশেষে তাঁহার বিবাহ দিতে সঙ্কল্প করিলেন এবং নীরাবরের রাজার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ স্থির করিয়া ভগিনীকে বিবাহার্থ প্রস্তুত হইতে বলিলেন। রাজকুমারীর বিবাহ করিতে আদৌ ইচ্ছা ছিল না। বিবাহ করিলে পাছে ভ্রাতুষ্পুত্র পর হস্তে পতিত হয়েন, এই ভয়ে তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, চির কৌমার্য্যে জীবন যাপন করিবেন, তথাপি প্রাণাধিক প্রতাপ সিংহকে নয়নের অন্তরাল করিবেন না। সুরতসিংহ তাঁহার বিবাহের কথা বলাতে তিনি উত্তর করিলেন "এ বয়সে আর আমার বিবাহ করিবার ইচ্ছা নাই"; এবং পাণিগ্রহণার্থী নীরাবর রাজাকে নিবর্ত্তিত করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, ইতিপূর্ব্বে মিবারের রাণা অরিসিংহের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে। ইহাতে মহারাজ নলের * বংশধর রাঠোররাজকুমারীকে বিবাহ করিতে একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন; কিন্তু যখন সুরতসিংহ তাঁহাকে তিনলক্ষ টাকার যৌতুক দিলেন, তখন তাঁহার অণুমাত্র দ্বিধাভাব রহিল না। রাজনন্দিনীর সকল আপত্তি উপেক্ষিত হইল। তিনি অবশেষে নীরাবররাজের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। ভ্রাতার সেইরূপ আচরণ দেখিয়া তিনি সাতিশয় সন্দিহান হইলেন এবং দারুণ অভিমান সহকারে বলিলেন "নিশ্চয়ই আপনার কোন দুরভিসন্ধি আছে, নতুবা আমাকে বিদায় দিতে আপনি এতই ব্যস্ত কেন?" সুরতসিংহ নিজ দুরভিসন্ধি গোপন করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন "ভগিনি! তুমি নিশ্চন্ত থাকিও, তোমার প্রাণাধিক প্রতাপসিংহের শরীরে একটী কণ্টক মাত্রও বিদ্ধ হইবে না।" কিন্তু রাজকুমারীর প্রস্থানের সহিত সেই নিষ্ঠুর সুরতসিংহের সমস্ত প্রতিজ্ঞা শূন্যে বিলীন হইল এবং দুর্ভাগা রাজকুমার তাঁহার প্রচণ্ড ঈর্ষানলে পতঙ্গবৎ বিদগ্ধ হইলেন। কথিত আছে, দুরাচার সুরতসিংহ রাজকুমারের হত্যার নিমিত্ত মহাজিন সর্দ্দারকে অনুরোধ করেন; কিন্তু সে সেই নৃশংস ব্যাপারে ভীত হওয়াতে তিনি স্বহস্তে রাজকুমারের শ্বাসরোধ করিয়া মারিয়া ফেলেন।

রাজা রাজসিংহের মৃত্যুর পর এক বৎসরের মধ্যে রাঠোরবীর বিকার সিংহাসন এক রাজঘাতী পাপিষ্ঠের পাপ স্পর্শে কলঙ্কিত হইল। সুরতের যে বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃদ্বয় শূরতান সিংহ ও অজীবসিংহ জয়পুরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন; সম্বৎ ১৮৫৭ (খৃঃ ১৮০১) অব্দে তাঁহারা ভুটনেরে উপস্থিত হইলেন এবং রাষ্ট্রাপহারককে পদচ্যুত করিবার অভিপ্রায়ে বিকানীরের অভিতপ্ত সর্দ্দারদিগের উপসামন্ত ও ভট্টিদিগকে একত্রিত করিলেন। কিন্তু সেই সমবেত সৈন্যগণের মধ্যে কেহ কেহ সুরতসিংহের আক্রোশ ভয়ে, কেহ কেহ তৎপ্রদত্ত উৎকোচে বিনীত হইয়া তাঁহাদের সহায়তা করিতে ইচ্ছুক হইল না। তখন রাষ্ট্রাপহারক নিজ বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃদ্বয়কে আক্রমণ করিতে অণুমাত্র ইতস্ততঃ করিলেন না। অচিরে বিগোর নামক স্থলে উভয় দল পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া দণ্ডায়মান হইল। উভয়দলে অনেকক্ষণ ধরিয়া ঘোর যুদ্ধ হইতে লাগিল। অবশেষে তিন সহস্র ভট্টিবীর সমরাঙ্গনে পতিত হইয়া জয়পরাজয়ের মীমাংসা করিয়া দিল। সুরতসিংহ জয়ী হইলেন; তাঁহার

* মহাত্মা টডসাহেব বলেন যে, নিষধরাজ নলকর্ত্তৃক নীরাবার দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল, বিকানীর রাজকুমারীর পাণি-গ্রহণার্থী এই নরপতি নলের বংশোদ্ভূত।

বাধা বিপত্তি সমস্তই অন্তর্হিত হইল; তাঁহার রাষ্ট্রাপহরণের পথ পরিষ্কৃত ও নিষ্কণ্টক হইল। সেই যুদ্ধস্থলে সেই মহান্ জয়ের চিরস্থায়ী নিদর্শন স্বরূপ তিনি ফতেগড় নামে একটী দুর্গ স্থাপন করিলেন।

অপহৃত সিংহাসনে নিষ্কণ্টক হইয়া সুরতসিংহ কি স্বদেশ, কি বিদেশ সর্ব্বস্থলে নিজ প্রভুতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইলেন। প্রচণ্ড বিদাবৎদিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদিগের ভূমির উপর তিনি পঞ্চাশত সহস্র টাকা আদায় করিলেন। ইতিপূর্ব্বে চুরু নগরের অধিবাসিগণ সুরতের বিপক্ষদলের সহায়তা করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। এক্ষণে তাহারা সেই কার্য্যের প্রতিশোধ প্রাপ্ত হইল। তাহাদের নগর অবরুদ্ধ হইল, অবশেষে বিপুল অর্থদণ্ড দিয়া তাহারা তাহা উদ্ধার করিয়া লইল। এই অত্যাচার কাহিনী দেশময় বিস্তৃত হইয়া পড়িল; কিন্তু তাঁহার শত্রুদল তদ্বিরুদ্ধে সমবেত হইবার পূর্ব্বে তিনি তাহাদের অনেকেরই নগরাদি আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে শাস্তি দান করিলেন। সে সময়ে কেবল একটী মাত্র দুর্গ সুরতসিংহের সেই প্রচণ্ড আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারিয়াছিল। সেই দুর্গটীর নাম ছানী;—তাহা বাহাদিরাণের নিকট স্থিত। রাষ্ট্রাপহারকের ভীষণ আক্রমণ এই স্থলে প্রতিরুদ্ধ হইল। ক্রমাগত ছয় মাসব্যাপী অবরোধে ব্যর্থমনোরথ হইয়া তিনি স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইতে বাধ্য হইলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে তিয়ারোর কেরাণী সর্দ্দার ও তাহার অধিপতি ভাওয়াল খাঁর মধ্যে ঘোর বিবাদ উপস্থিত হয়। কেরাণী সর্দ্দার, ভাওয়াল খাঁকে দমন করিবার নিমিত্ত সুরতসিংহের সাহায্য প্রার্থনা করে। এই ঘটনাকে চতুর সুরতসিংহ নিজ উন্নতির আর একটী সুযোগ বলিয়া সাহ্লাদে আলিঙ্গন করিলেন। সেই সুযোগে দুর্দ্দান্ত দাউদ পুত্রগণ অনেক পরিমাণে দমিত হইয়াছিল। অল্প দিনের মধ্যেই সুরতসিংহ স্বীয় সেনাদলের সমভিব্যাহারে কেরাণী সর্দ্দারের সহায়তায় অবতীর্ণ হইলেন। উভয় দলে যুদ্ধ বাধিল। সে যুদ্ধে রাঠোর সেনাই জয়লাভ করিল এবং বিপক্ষকুলের মোজগড় দুর্গ বিজিত হইল। কিন্তু একজন ভট্টিবীর উক্ত দুর্গ জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম হিন্দুসিংহ। হিন্দুসিংহ বিকানীরের প্রধান সেনাচালক। তিনি গভীর রজনী যোগে মোজগড়ের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া দুর্গস্থ সেনা এবং দুর্গাধ্যক্ষ মহম্মদ মরুপ কেরাণীকে সংহার করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বনিতাকে বন্দী করিয়া বিকানীরে আনিয়াছিলেন। দুর্গপতির স্ত্রী অবশেষে পাঁচ হাজার টাকা এবং পাঁচ শত উষ্ট্র দানে নিষ্কৃতি পাইয়াছিল। মোজগড় জয় করিবার কালে হিন্দুসিংহ যে অদ্ভুত বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার নাম অক্ষয় হইয়াছে, তাঁহার পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন বিকানীর সৈন্যগণের হৃদয়ে আজিও অক্ষুণ্ণভাবে বিরাজ করিতেছে।

যে কেরাণী সর্দ্দার বিকানীরে শরণ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহার নাম খোদাবক্স। দাউদপুত্রগণের প্রসিদ্ধ জাইগির তিয়ারো তাহার ভূমিসম্পত্তি। তিনশত অশ্বারোহী এবং পাঁচশত পদাতিক সেনা লইয়া খোদাবক্স সুরতসিংহের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিল

এবং তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিল, "যদি আপনি আমার সহায়তা করেন, তাহা হইলে আমিও সময়ে আপনাকে সাহায্য করিতে পরাঙ্মুখ হইব না; দেখিবেন আমার সাহায্যে আপনি সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত আপনার জয়বিস্তার করিতে পারিবেন কি না।" এই আশ্বাসে প্রলুব্ধ হইয়া সুরতসিংহ তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন, তাহার জন্য বিংশতি পল্লী নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন এবং তাহার ভরণপোষণার্থ প্রত্যহ এক শত টাকা অর্পণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর খোদাবক্সের সাহায্যার্থ বিশাল সেনাদল সজ্জিত হইল। চারিদিক হইতে বিকার সন্তানগণ সসজ্জ বেশে আসিয়া সেই প্রচণ্ড রাঠোর বাহিনীর পুষ্টি সাধন করিতে লাগিল। এইরূপে অল্প সময়ের মধ্যে ২,১৮৮ অশ্বারোহী; ৫,৭১১ পদাতিক এবং ২৯ কামান সংগৃহীত হইল *।

এই প্রচণ্ড সেনাদলের পরিচালনভার দেওয়ানের পুত্র জৈতরো মেতোর হস্তে অর্পিত হইল। সম্বৎ ১৮৫৬ (খৃঃ ১৮০০) অব্দের মাঘ মাসের ত্রয়োদশ দিবসে রাঠোরসেনাপতি সেই বিশাল বাহিনী লইয়া কুনাসহর, রাজসহর, কৈলি ও রাণৈরের ভিতর হইয়া

* এই যুদ্ধকালে কোন্ কোন্ সর্দ্ধার কত সৈন্য সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

			অশ্ব।	পদাতি।	কামান।
	অভয়সিংহ (বুকার্কো)	...	৩০৭	২,০০০	
	রাও রামসিংহ (পুগল)	...	১০০	৪০০	
	হাতীসিংহ (রাণৈর)	...	৮	১৫০	
	কর্ণসিংহ (সত্যসহর)	...	৯	১৫০	
	অনুপসিংহ (যশারো)	...	৪০	২৫০	
	ক্ষেতসিংহ (জমনসহর)	...	৬০	৩৫০	
	ভেণিসিংহ (জাঙ্গলু)	...	৯	২৫০	
	ভুমসিংহ (বিটনোক)	...	২	৬১	
	সামন্তসেনা	...	৫২৮	৩,৬১১	
	মুক্তি পুরীহারের অধীনস্থ গোলন্দাজ সেনা	...	—	—	২১
রাজার অধীনস্থ বিদেশীয় সেনা।	খাস পাইক অর্থাৎ রাজকীয় সেনা	...	২০০	—	—
	গঙ্গাসিংহের শিবির	...	২০০	১,৫০০	৪
	দুর্জ্জনসিংহের ,,	...	৬০	৬০০	৪
সহকারী সেনা।	অনোকসিংহ (শিখসেনা)	...	৩০০	—	—
	দেওরিসিংহ (শিখসেনা)	...	২৫০	—	—
	বুধসিংহ (শিখসেনা)	...	২৫০	—	—
	সুলতান খাঁ, আহম্মদ খাঁ (আফগান)	...	৪০০	—	—
	সমগ্র	...	২,১৮৮	৫,৭১১	২৯

অনোগড়ে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর তথা হইতে শিবগড় ও মোজগড় অতিক্রম করিয়া বিজয়ী মেতো ফুলরানগরী আক্রমণ করিলেন। এই সমস্ত নগর ও নগরীই তাঁহার নিকট পরাজিত হইল। ফুলরাতে সর্ব্বসমেত একলক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা, নয়টী কামান এবং অন্যান্য মূল্যবান্ দ্রব্যাদি লাভ করিয়া তিনি স্বীয় বিজয়িনী সেনাসমভিব্যাহারে সিন্ধুনদের তিন মাইল দূরস্থিত ক্ষীরপুর নগরে যাইয়া উপনীত হইলেন। তথায় অন্যান্য বিদ্রোহী সেনানী তাঁহাদের সহিত যোগদান করিলে জৈতরো রাজধানী ভাওয়ালপুরের অভিমুখে স্বীয় প্রচণ্ড সেনা চালিত করিলেন। রাজধানীর নিকটে উপস্থিত হইয়া স্বীয় সেনাদল সন্নিবেশ পূর্ব্বক তিনি ক্ষণকাল বিশ্রাম করিলেন। ইহাতে যে কিছুকাল বিলম্ব হইল, ভাওয়াগখাঁ তন্মধ্যে নিজ প্রধান প্রধান সামন্তগণকে রাজপুতসেনা হইতে ভাঙ্গাইয়া লইলেন। যুদ্ধ হইল না। শুধু আক্রমণেই বিকানীরের গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে মনে করিয়া জৈতরোনেতা লুণ্ঠিত দ্রব্যসামগ্রীর সহিত বিকানীরের অভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। কিন্তু সুরতসিংহ তাঁহাকে কাপুরুষ বলিয়া ঘৃণা করিয়া সেই উচ্চ পদ হইতে বিচ্যুত করিলেন।

আত্মাবমান চিন্তায় নিরতিশয় মর্ম্মাহত হইয়া ভট্টিগণ বিগোর যুদ্ধের দুই বৎসর পরে বিকানীর আক্রমণ করিতে উদ্যোগ করিল; কিন্তু তাহাদের সে উদ্যোগও ব্যর্থ হইয়া গেল। ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াও তাহারা শীঘ্র নিরস্ত হইল না। সময়ে সময়ে প্রায়ই সামান্য সামান্য যুদ্ধে উভয়পক্ষের বলক্ষয় হইতে লাগিল। পরিশেষে সম্বৎ ১৮৬১ (খৃঃ ১৮০৫) অব্দে সুরতসিংহ সেই বিষম বৈরতা নির্ব্বাণ করিবার অভিপ্রায়ে ভট্টিদিগের খাঁকে তদীয় রাজধানী ভুটনেরে আক্রমণ করিলেন। ছয়মাসব্যাপী অবরোধের পর উক্ত নগর বিকানীররাজের হস্তগত হইল এবং ভট্টিদিগের অধিপতি জাবতাখাঁ নিজ সেনাদল ও ধনসম্পত্তি লইয়া রাণিয়া নামক নগরে গমন করিতে আদিষ্ট হইলেন। সেই সময় হইতে ভুটনের বিকানীর রাজ্যের অন্তর্গত হইয়া রহিল।

সুরতসিংহ উপর্য্যুপরি জয়লাভ করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু একটী উদ্যমে ব্যর্থমনোরথ হইয়া তাঁহাকে বিষম ক্ষতি স্বীকার করিতে হইল। যে সময়ে যোধপুরাধিপতি মানসিংহ এবং অপনৃপতি ধঙ্কুলের মধ্যে ঘোরতর সংঘর্ষ সমুদ্ভূত হয়, সুরতসিংহ সেই সময়ে অপনৃপতির পক্ষ অবলম্বন করিয়া চব্বিশ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। এই বিপুল ধন বিকানীরের প্রায় পাঁচ বৎসরের রাজস্ব হইবে। তিনি স্বয়ং নিজ সেনাদল লইয়া যোধপুরের অবরোধে যোগদান করিয়াছিলেন। কিন্তু তত পরিশ্রম, তত অর্থব্যয় সমস্তই নিষ্ফল হইয়াছিল। নিদারুণ অপমান ও মনোবেদনার সহিত অবশেষে তিনি সদলে স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাগত হইতে বাধ্য হয়েন। সেই কঠোর মর্ম্মবেদনা হইতে তাঁহার উৎকট রোগ সঞ্জাত হয়। সেই বিষম পীড়া দেখিতে দেখিতে বিষমতর হইয়া উঠিল,—চিকিৎসকগণ আশাভরসা ত্যাগ করিল,—স্ত্রীপুত্রগণ কাতরস্বরে রোদন করিতে লাগিল;—এমন কি অন্ত্যেষ্টি বিধানের আয়োজনও হইতে লাগিল,—প্রজাকুল সানন্দে সেই শেষ সংকারে যোগদান করিবে ভাবিয়া প্রস্তুত হইয়া রহিল; কিন্তু তাহাদের

আনন্দভাব অচিরে দূর হইল। সুরতসিংহ মৃত্যুর করাল গ্রাস হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। ক্রমে শারীরিক স্বাস্থ্য ও বল পুনর্লাভ করিয়া রাজা নিরীহ প্রজাকুলের শোণিত শোষণ পূর্ব্বক স্বীয় শূন্য কোষাগার পূর্ণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহার অত্যাচারের আর সীমাপরিসীমা রহিল না। তাঁহার পাশব অত্যাচারে প্রজাগণ নিরতিশয় নিপীড়িত হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল। পাশবী স্বার্থপরতায় প্রণোদিত হইয়া সুরতসিংহ এতদূর উন্মত্ত হইয়াছিলেন যে, উপকারী বন্ধুদিগেরও সর্ব্বনাশ করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। যে বুকার্কো সর্দ্দার হইতে তিনি অসীম উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আজি পাষাণে হৃদয় বাঁধিয়া, কৃতজ্ঞতার পবিত্র মস্তকে পদাঘাত করিয়া সেই পরমোপকারী সর্দ্দারকে সংহার করিলেন। সেইরূপ সিদমুখের নাহরখাঁ এবং গঠেওলির জ্ঞানসিংহ ও গোপালসিংহ তাঁহার প্রচণ্ড বিদ্বেষানলে পতিত হইয়া পতঙ্গবৎ বিদগ্ধ হইলেন। বাণিজ্যনগরী চুরু তৃতীয় বার অবরুদ্ধ হইল;—এবং তত্রত্য শাসনকর্ত্তা অত্যাচারীর প্রচণ্ড আক্রমণ রোধ করিতে না পারিয়া আত্ম জীবন ও নগর দিয়া তাঁহার রোষানল নিবারণ করিলেন।

উৎপীড়ক রাষ্ট্রাপহারকের ভীষণ অত্যাচারে রাজ্যের অমঙ্গলের আর সীমা রহিল না। অল্পদিনের মধ্যে সমস্ত বিকানীর যেন একটী যন্ত্রণাময় অন্ধতম কারাগার হইয়া উঠিল। যে রাজা প্রজাকুলের একমাত্র রক্ষক, যাঁহার উপরে তাহাদের সুখ দুঃখ সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে, সেই রাজাই যখন অত্যাচারীর পিশাচমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাহাদিগকে পশুর ন্যায় নিপীড়িত করিতে লাগিল, তখন তাহাদের আর আশ্রয়স্থল কোথায়? সুরত সিংহ দুর্ভাগা প্রজাদিগের প্রতি একবার চাহিয়া দেখিলেন না; তাঁহার নিজের উদর পূরিলেই হইল। কিন্তু যে প্রকৃতিবর্গ তাঁহার রাজ্যের জীবনীস্বরূপ, তাহারা যে তাঁহার অত্যাচারে অনুদিন বিলাপ করিতেছিল, তাহা তিনি একবার ভাবিয়া দেখিলেন না। তাঁহার শৈথিল্য দর্শনে দুর্দ্ধর্ষ "রাৎ" অথবা ভট্টিদস্যুগণ দলে দলে পতিত হইয়া প্রজাদিগের শস্য ও গোধন অপহরণ করিতে লাগিল। নিরীহ জিতগণ সিন্নদেহে প্রাণান্তকর পরিশ্রম করিয়া যে সমস্ত শস্য উৎপাদন করিত, দুরাচার দস্যুগণ দলে দলে পতিত হইয়া তাহা সমূলে উৎপাটন করিয়া লইয়া যাইত। রাজা তাহাদের মুখের দিকে চাহিলেন না; তখন অনশনমৃত্যু ও স্বদেশত্যাগ ভিন্ন সেই কঠোর অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতিলাভের তাহাদের উপায়ান্তর রহিল না। অনন্তর তাহারা স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া ব্রিটিষরাজ্যের প্রান্তসীমাস্থিত হাঁসি ও হেরিয়ানা জনপদে আশ্রয় গ্রহণ করিল। তথায় ইংরাজ কর্ত্তৃক তাহারা সাদরে গৃহীত হইল। যে দিন শিরষানগরী এবং ভট্টিপতি বাহাদুর খাঁর অধিকৃত ভূমি সম্পত্তি ইংরাজদিগের হস্তগত হয়, সেই দিন হইতে কতকগুলি দস্যু দলে দলে বিকানীরের উত্তরস্থিত কৃষকদিগের উপর আপতিত হইয়া তাহাদিগকে নানাপ্রকারে উৎপীড়িত করিতে লাগিল। সেই সমস্ত কঠোর অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য জিতগণ অধুনা স্থানে স্থানে পরিখাবেষ্টিত এক প্রকার মৃণ্ময় দুর্গ প্রস্তুত করিয়াছে। সেই মৃৎদুর্গের উপরিভাগে এক একজন রক্ষক কতকগুলি অস্ত্রশস্ত্র ও এক একটী নাকাড়া লইয়া অবস্থিত থাকে। শত্রুর আক্রমণের সামান্য চিহ্ন দেখিবামাত্র সে অমনি প্রচণ্ড নির্ঘোষে

নাকরা ধ্বনিত করে। সেই গম্ভীর ঢক্কাধ্বনি পল্লিতে পল্লিতে প্রবাহিত হইবামাত্র জিতগণ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া প্রস্তুত হয় এবং সকলে একত্র দলবদ্ধ হইয়া শত্রুর বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া থাকে।

যে সকল জিত-উপনিবেশ এককালে বিমল শান্তি ও প্রাকৃতিক সুখের আবাসভূমি ছিল, যথায় শান্তিপ্রিয়, নিরহঙ্কার, কৃষিজীবী জিতগণ সুখে হলচালনা করিয়া স্ত্রী পুত্রগণের সহিত পরমানন্দে জীবন যাপন করিত, ত্রিশত ত্রয়োবিংশতি বৎসরের মধ্যে এক দুর্বৃত্ত রাষ্ট্রাপহারকের দৌরাত্ম্যে তাহা মরুশ্মশানে পরিণত হইয়া পড়িল। বিকানীরের প্রতিষ্ঠাতা রাঠোর বীর বিকা হইতে দুরাত্মা সুরতসিংহ পর্য্যন্ত ত্রয়োদশটী শাসন কাল নির্দ্দিষ্ট হইলেও কেবল একাদশ পুরুষ উক্ত রাজ্যে রাজত্ব করিয়াছে।

বিকানীরের প্রাকৃতিক বিবরণে মনোনিবেশ করিবার পূর্ব্বে বিদাবতীর বিষয়ে কিছু বর্ণন করা এস্থলে নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইতেছে। বিদাবতী বিকার অন্যতম ভ্রাতা বিদাকর্ত্তৃক পরিস্থাপিত। নূতন রাজ্যস্থাপন করিতে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইয়া বিদা কতিপয় সৈনিক লইয়া মুন্দর হইতে বহির্গত হইলেন, এবং সর্ব্ব প্রথম গদবারের অভিমুখে নিজ দলবল চালিত করিলেন। গদবার তৎকালে রাণার হস্তগত ছিল। তাঁহার আগমনবার্ত্তা অবগত হইয়া গদবারের শাসনকর্ত্তা তাঁহাকে এরূপ মহা সমাদরের সহিত গ্রহণ করিলেন যে, বিদা তৎপ্রতি কোন রূপ অমিত্রাচরণ করিতে পারিলেন না। অনন্তর তিনি ক্রমাগত উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইয়া মোহিলকুলের শাসনকর্ত্তার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মোহিলকুল অতি প্রাচীন। অনেকে ইহাদিগকে যদুকুলের একটী শাখা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। কিন্তু কোন কোন ঐতিহাসিক কর্ত্তৃক ইহারা ষট্‌ত্রিংশৎ রাজপুতকুলের অন্যতম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যাহা হউক, ইহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ লক্ষিত হইলেও সকলে একবাক্যে মোহিলদিগকে প্রাচীন বলিয়া স্বীকার করেন। যৎকালে বিদা মোহিলদিগের রাজ্যে উপস্থিত হয়েন, তখন তাহাদিগের অধিপতি চৌপুর নামক স্থানে নিজ রাজপাট স্থাপন করিয়া একশত চল্লিশটী পল্লির উপর শাসন দণ্ড পরিচালন করিতেছিলেন। তাঁহার উপাধি ঠাকুর। তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারিপদে নিযুক্ত হইয়া চতুর বিদা তদীয় রাজ্য হস্তগত করিবার সুযোগ ও সুবিধা অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন যে, বলে অভীষ্টসিদ্ধির কোন আশাই নাই; সুতরাং ছল বা কৌশল অবলম্বন করাই তাঁহার পক্ষে যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রতীত হইল। তিনি রাজপুত, "ভূমিলাভ" রাজপুতের মূল মন্ত্র। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস যে, যে কোন উপায়ে হউক, সাফল্য লাভ করিতে পারিলে তাহাতে পুণ্য আছে। এই বিশ্বাসনিবন্ধন বিদা জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতা ও কাপুরুষতার সাহায্যে স্বাভীষ্টসাধনে তৎপর হইলেন। তিনি মারবারের রাজকুমারীর সহিত মোহিল রাজকুমারের পরিণয় সম্বন্ধ স্থির করিলেন। বিবাহে উভয় পক্ষই সম্মত হইল এবং বিবাহের দিন স্থিরীকৃত হইলে পরিণয়যোগ্য আয়োজন হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সেই বিবাহের দিন উপস্থিত হইল। বিদা কন্যার আত্মীয় ও রক্ষক স্বরূপ কন্যাযাত্রীদলকে মোহিলদিগের দুর্গে লইয়া গেলেন। কেহই তাঁহাকে

সন্দেহ করিল না। দুর্গের অভ্যন্তরস্থ প্রশস্ত প্রাঙ্গনে মোহিল ঠাকুরের সৈন্যসামন্তগণ উৎসবযোগ্য বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া সানন্দ হৃদয়ে সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধারণ করিতেছেন; এমন সময়ে কতকগুলি সমাচ্ছাদিত শিবিকা ও শকট দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিল। মোহিল সর্দ্দারগণ সাহ্লাদে তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিবার আয়োজন করিতেছেন, এমন সময়ে সেই সমস্ত বসনাবৃত যান হইতে অসংখ্য সশস্ত্র যোদ্ধৃপুরুষ বহির্গত হইয়া মোহিলের প্রধান প্রধান বীরদিগকে সংহার করিল! এইরূপ জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতা ও আততায়িতার সাহায্যে বিশ্বস্ত মোহিলদিগকে হত্যা করিয়া বিদা চৌপুর দুর্গের অভ্যন্তরে বাস করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার সেনাবল অল্প; সেই জন্য তিনি দুর্গদ্বার সর্ব্বদা রুদ্ধ রাখিতেন। কিন্তু সেরূপ অবস্থায় তাঁহাকে আর অধিক দিন থাকিতে হইল না। মহারাজ যোধ তাঁহার সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া পুত্রের সাহায্যার্থ নূতন সেনাবল প্রেরণ করিলেন। এই উপকার প্রাপ্ত হইয়া বিদা স্বীয় জনককে রোদনু ও তদন্তর্গত দ্বাদশ পল্লি অর্পণ করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিদার পুত্র তেজসিংহ একটী নূতন নগর স্থাপন করিয়া পিতার স্মরণার্থে তাহার নাম বিদাসহর রাখেন। বিদাবৎ সম্প্রদায় বিকানীরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রতাপশালী। রাজা তাহাদিগের উপর কোনরূপ অত্যাচার করিতে পারেন না ঃ—ধরিতে গেলে তথায় তাঁহার প্রাধান্য নাম মাত্র; কেননা নির্দ্দিষ্ট নিয়ম ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন নূতন বিধি বা কর নির্দ্ধারণ করিবার ক্ষমতা নাই। মোহিলদিগের প্রাচীন নগর চৌপুরের চতুঃপার্শ্বস্থ ভূমিভাগ একটী বিশাল উর্ব্বর জনপদ; বর্ষাকালে এস্থলে প্রচুর বৃষ্টি হইয়া থাকে। অন্যান্য শস্য অপেক্ষা গোধূম অধিক পরিমাণে উৎপাদিত হয়। ইহা মরুভূমির মধ্যস্থলে স্থাপিত এবং চারিদিকে অসীম বালিয়াড়ী দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকাতে মোহিলা-নিবসতির মরুবাস বলিয়া কীর্ত্তিত হইতে পারে। এই মরুবাস দীর্ঘে দ্বাদশ এবং প্রস্থে তিন ক্রোশ ব্যবহিত। কিন্তু সে সমগ্র প্রদেশটী বিদাবতী নামে প্রসিদ্ধ; তাহা এই মরুবাস অপেক্ষা বিস্তৃত। তন্মধ্যে একশত চল্লিশটী পল্লি এবং তথায় প্রায় চল্লিশ বা পঞ্চাশ হাজার লোক বাস করিত। তাহার একতৃতীয়াংশ রাঠোর। বিদাবতী বারটী জাইগিরে বিভক্ত। তন্মধ্যে পাঁচটী প্রধান; অবশিষ্ট গুলি সামান্য সামান্য জনপদ মাত্র। যে মোহিলাগণ সেই উর্ব্বর মরুবাসের প্রাচীন অধিবাসী, এককালে যাহাদের তেজঃপ্রভাবে মরুভূমির তৎপ্রদেশ আলোকিত হইয়াছিল, কালের কঠোর হস্তের ভীষণ প্রহারে এবং প্রচণ্ড রাজশাসনে তাহাদের পঞ্চবিংশতি পরিবারও বিদ্যমান নাই।

বিদার বংশধরগণ অধিকন্তু দস্যুতার অবলম্বনে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে; অর্থাপহরণের জন্য তাহারা কাহাকেও ভয় করে না। পূর্ব্বে তাহারা মরুভূমির প্রসিদ্ধ দস্যুদল লার্থানীদিগের সহিত একত্রিত হইয়া অম্বররাজ্যের অতি লোকাকীর্ণ প্রদেশে প্রবেশ পূর্ব্বক কুশাবহ প্রজাবর্গের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বিকানীরের অবস্থা;—ইহার অধঃপতনের কারণ;—ইহার বিস্তৃতি;—লোকসংখ্যা;—জিতগণ;—সারস্বত ব্রাহ্মণ;—চারণ;—মালী ও নাপিত;—চোরা ও থেওরি;—রাজপুত;—দেশের উপরিভাগ;—শস্য;—জল;—লবণ হ্রদ;—দেশের প্রাকৃতিক খনিজ দ্রব্য;—তৈলাক্ত মৃত্তিকা;—প্রাণী সম্ভব;—শিল্প ও বাণিজ্য;—সেনা;—শাসনবিধি ও রাজস্ব;—নানাপ্রকার কর ও শুল্ক;—অন্যান্য প্রকারের আয়;—সামন্ত ও গৃহ সেনা।

এই মারব প্রদেশের সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পরিব্রাজকগণ অতি অল্পই বর্ণন করিয়াছেন। মরুভূমির উত্তপ্ত বালুকারাশি অতিক্রম করিয়া অনেক য়ুরোপীয় বিকানীরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই। পূর্ব্বে তাহাদের প্রায় সকলেরই ধারণা ছিল যে, ইহা একটী প্রকৃত মরুভূমি; সুতরাং এতৎ সম্বন্ধে তাহাদের অনুসন্ধিৎসা উদ্রিক্ত হয় নাই। লোকপ্রবাদ ও ভট্টগ্রন্থাদিতে বিকানীরের প্রাচীন অবস্থা সম্বন্ধে যাহা কিছু অবগত হওয়া যায়, ইহার বর্ত্তমান শোচনীয় দুর্দ্দশার সহিত তুলনা করিলে সেই সমস্ত বিবরণ অমূলক ও অতিরঞ্জিত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু রাজপুতগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হওয়া অবধি তিন শতাব্দীর মধ্যে ইহার পূর্ব্ব অবস্থার যেরূপ দ্রুত ও শোচনীয় পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহাতে দৃঢ় প্রতীতি হয় যে, তৎপ্রদেশ এককালে উর্ব্বর ও লোকাকীর্ণ ছিল। অধুনা যদিচ বৎসর বৎসর শুনিতে পাওয়া যাইতেছে যে, মরুভূমির বালুকারাশি ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতেছে, তথাপি ইহাতে এখনও যে প্রচুর শস্য উৎপাদিত হয়, তাহাতে অসংখ্য লোকের জীবিকা নির্ব্বাহিত হইতে পারে। তথাপি বিকানীর পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক পরিমাণে অধঃপতিত হইয়াছে। কিন্তু এ অধঃপতনের প্রকৃত কারণ কি? ইহার প্রকৃত কারণ দস্যুদলের অত্যাচার এবং রাজ্যের অনন্ত করভার। প্রকৃতির বিড়ম্বনায় বিকানীর যেরূপ অরক্ষিত ও প্রকাশ্য স্থলে স্থিত, তাহাতে চতুঃপার্শ্বস্থ দস্যুগণ দলে দলে অপ্রতিহত প্রভাবে পতিত হইয়া প্রজাকুলের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ দেশের রাজা প্রজাকুলের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বিষয় আদৌ ভাবিয়া দেখেন না। তাঁহার নিজ উদর পূর্ণ হইলেই হইল; প্রজাকুল উৎসন্ন হউক, অনাহারে প্রাণত্যাগ করুক, তাহাতে তাঁহার হৃদয় অণুমাত্র ব্যথিত হয় না; তিনি তাহাদের শোণিত শোষণ করিতে পাইলেই সন্তুষ্ট। এই অসীম রাজনিগ্রহ নিবন্ধন প্রজাকুল নিত্য করভারে পীড়িত হইয়া হাহাকার করে। এরূপ উৎপীড়নে রাজ্য যে, ছারখারে যাইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? যে দিন বিকা নিরীহ জিতগণের স্বাধীন জীবন নাশ করিয়া বিকানীরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিলেন, সেই দিন হইতে তিন শতাব্দীর মধ্যে তাহাদের অধিকৃত পল্লি সমূহের সংখ্যা অৰ্দ্ধেকের অধিক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। অধুনা যে

কয়েকখানি অবশিষ্ট আছে, দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহাও রসাতলে যাইবার উপক্রম হইতেছে। পূর্ব্বে যে বণিকগণ দলে দলে নানাবিধ দ্রব্যাদি বিকানীরের ভিতর দিয়া বহন করিয়া শুল্কদানে রাজকোষের পুষ্টিসাধন করিত, আজি দেশের অরক্ষিত অবস্থা এবং দস্যুদলের অনিবার্য্য উৎপীড়ন নিবন্ধন তাহারা আর বিকানীরের ত্রিসীমায় পদার্পণ করে না। বণিক সম্প্রদায়ের অনাস্থা প্রযুক্ত চুরু, রাজগড় ও রীণী প্রভৃতি দেশের প্রাচীন বাণিজ্য স্থলগুলি একপ্রকার পরিত্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে; সিন্ধু ও অন্তর্গাঙ্গ প্রদেশ হইতে ঐ সকল নগরে পণ্যদ্রব্যাদি বাহিত হইত, কিন্তু আজি সেই সমস্ত পণ্যবীথিকা শূন্য হইয়া রহিয়াছে।

বিস্তৃতি ও লোকসংখ্যা।—বিকানীর উত্তর দক্ষিণে একশত ষাট্ মাইল এবং পূর্ব্বপশ্চিমে একশত আশী মাইল বিস্তৃত। ইহার উত্তরে ভূটনের, পশ্চিমে পুগল, দক্ষিণে বহাল্লিন এবং পূর্ব্বে রাজগড় স্থাপিত। এই চারিটী নগরের মধ্যস্থলে যে ভূমিভাগ প্রসারিত আছে, তাহার বিস্তৃতি অনধিক একাদশ সহস্র ক্রোশ হইবে। এই অনতি বিস্তৃত প্রদেশের মধ্যে পূর্ব্বে সর্ব্বসমেত দুই সহস্র সপ্তশত নগর, গ্রাম ও পল্লি ছিল। কিন্তু অদৃষ্টচক্রের প্রচুরতর পরিবর্ত্তনের সহিত বিকানীরের পূর্ব্ব অবস্থার ঘোর পরিবর্ত্তন হইয়াছে; আজি সেই দুই হাজার সাতাশ নগর, গ্রাম ও পল্লির মধ্যে অর্দ্ধেকও বর্ত্তমান আছে কিনা, সন্দেহ।

যৎকালে মহাত্মা টড সাহেব বিকানীরের লোকসংখ্যা গণনা করেন, তখন সমগ্র রাজ্যের মধ্যে ন্যূনাধিক ৫৩৯,২৫০ জন লোক বাস করিত। তাহার মধ্যে বার আনা আদিম জিত এবং বাকি চারি আনা রাজপুত, সারস্বত ব্রাহ্মণ, চারণ ও ভট্ট। এতদ্ব্যতীত কতকগুলি নিকৃষ্ট জাতি বাস করিত; কিন্তু তাহাদের সংখ্যা এত অল্প যে, তাহাদিগকে গণনার মধ্যেই গ্রহণ করা যায় না।

জিত।—বিকানীরের অপরাপর অধিবাসিগণের মধ্যে জিতকুলই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সমৃদ্ধ ও বলবৎ। প্রাচীন ভূমিয়াগণের অধিকারে অধিক ধন। কিন্তু রাজার দুরন্ত অর্থগৃধ্নুতার ভয়ে তাহারা দরিদ্রের ভাণে পিতৃপুরুষগণের অসীম ধনসম্পত্তি লুক্কায়িত রাখে; কেবল বিবাহের সময়ে তাহাদের ধনশালিতা প্রকাশ পায়। সেই উৎসব কালে তাহারা অম্লানবদনে রাশিরাশি ধন ব্যয় করিয়া থাকে।

সারস্বত ব্রাহ্মণ।—বিকানীরের প্রায় সর্ব্বস্থলেই এই বিচিত্র ব্রাহ্মণদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা বলিয়া থাকে যে, জিতদিগের অভিগমনের পূর্ব্বে তৎপ্রদেশ ইহাদিগেরই হস্তগত ছিল। সারস্বত দ্বিজকুল শান্তস্বভাব, শ্রমশীল এবং বিপ্রাচারহীন। ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিলেও ইহারা গোমাংস ভোজন, ধূমপান এবং স্বহস্তে হলচালনা করে; এমন কি ধেনু বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না।

চারণ।—মরুভূমির মধ্যে চারণগণ পবিত্র ও শুদ্ধাচারী বলিয়া সম্মানিত হইয়া থাকে। ইহারা তৎপ্রদেশের প্রসিদ্ধ কবি। ব্রাহ্মণগণের শান্তরসাস্পদ স্তবমালা অপেক্ষা বীররসাশ্রয়ী রাজপুতগণ উক্ত কবিকুলের বীরগাথাকে অধিক ভাল বাসে। রাঠোরগণ চারণদিগকে

বিশেষ ভক্তি করিয়া থাকে। বীররসাত্মক গীত রচনা করিলে ইহারা রাজার নিকট ভূমি সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়। যশল্মীরের ভট্টগ্রন্থে ইহাদের সম্বন্ধে আরও কিছু বলা যাইবে।

মালি ও নাও।—প্রত্যেক রাজপুত পরিবারে মালাকর ও ক্ষৌরকারদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। মহাত্মা টড সাহেব বলেন যে, সমস্ত জিতপল্লিতেই ইহারা পাচকের কার্য্যে নিযুক্ত থাকে।

চৌরা ও তেওয়ারিগণ দস্যুকুল হইতে উদ্ভূত। চৌরগণ লক্ষীজঙ্গল এবং তেওয়ারিগণ মিবার হইতে অভ্যাগত হইয়া বিকানীরে উপনিবিষ্ট হইয়াছে। বিকানীরের অধিকাংশ সর্দ্দারের অধীনে ইহারা বেতনভোগী সৈন্যরূপে অবস্থিত। ইহারা অতি দুঃসাহসিক কার্য্যের অনুষ্ঠানেও শঙ্কিত হয় না। বাহাদিরান সর্দ্দার রাজপুতদিগকে দূরীকৃত করিয়া কেবল চৌর ও তেওয়ারিদিগকে বেতন দিয়া রাখিয়াছেন। চৌরজাতি অতি বিশ্বস্ত ও প্রভুভক্ত। বিকানীরে সমস্ত দুর্গের তোরণদ্বারই ইহাদের হস্তে অর্পিত। ইহারা একটী বিচিত্র বৃত্তি সম্ভোগ করে। প্রত্যেক মৃতব্যক্তির ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াকলাপ সংসাধিত হইলে চৌরগণ তাহার আত্মীয়স্বজনের নিকট চারিটী করিয়া তাম্রমুদ্রা প্রাপ্ত হয়।

রাজপুত।—বিকানীরের রাঠোরগণের পূর্ব্বতন বীরাচারের অণুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই। দুর্দ্ধর্ষ মহারাষ্ট্রীয় ও পাঠানগণের পাশব অত্যাচারে মিবার, মারবার ও অম্বরের অন্তঃসার শূন্য হইয়াছে, তত্তৎপ্রদেশের জীবনী শক্তি অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে, কিন্তু বিকানীর দূর ও দুর্গম স্থলে সংস্থিত বলিয়া সেই পাষণ্ড দস্যুদলের বিদ্বেষ নয়ন হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে। তথাপি বিধাতা বিকানীরের প্রতি সুপ্রসন্ন নহেন। কেননা তাহাকে স্বদেশীয় রাজার অত্যাচারে নিপীড়িত হইতে হয়। বিকানীরের রাঠোরগণের অল্পই কুসংস্কার আছে; তাহারা যাহার তাহার প্রস্তুত খাদ্য ভোজন এবং যাহার তাহার পিয়ালায় জল বা সুরা পান করিয়া থাকে। তাহারা সাহসী, বলবান, কষ্টসহিষ্ণু এবং সহজে সন্তুষ্ট। যদি তাহাদিগকে সুচারু রূপে রাজনীতি শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহা হইলে বিকানীরের রাঠোরগণ জগতের মধ্যে উৎকৃষ্ট যোদ্ধা হইতে পারে। অধিক মাত্রায় অহিফেন সেবন এবং গাঁজা ও তামাক প্রভৃতি মাদক লতাগুল্মের ধূমপানে তাহারা অনেক পরিমাণে অলস হইয়া পড়িয়াছে বটে, কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষা দ্বারা যদি তাহাদিগকে ঐ সকল মাদক দ্রব্য সেবন পরিহার করাইতে পারা যায়, তাহা হইলে বিকানীরের জাতীয় জীবন পুনর্ব্বার উজ্জীবিত হইয়া উঠে।

দেশের উপরিভাগ।—কয়েকটী মরুবাস ব্যতীত বিকানীরের আর সমস্ত প্রদেশই বালুকাময়। ইহার উত্তর দক্ষিণে পুগল হইতে যশল্মীর পর্য্যন্ত যদি একটী রেখা পাত করা যায়, তাহা হইলে সেই রেখাটী একটী সুদীর্ঘ বালুকাক্ষেত্রের উপর পতিত হইবে। এই বিশাল বালুকানদের মধ্যে মধ্যে বড় বড় বালিয়াড়ী দেখিতে পাওয়া যায়। বিকানীরের উত্তর পূর্ব্ব প্রদেশস্থিত রাজগড় হইতে নহর ও রেওটসহর পর্য্যন্ত যে ভূমিভাগ বিস্তৃত, তাহা সমস্তই রুক্ষ মৃত্তিকা, তবে তন্মধ্যে বালুকার বহু সংমিশ্রণ আছে। এই প্রদেশ উর্ব্বর।

ইহাতে গম, ছোলা ও ধান প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। এই মৃত্তিকা ভুটনের হইতে গারার তটভূমি পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত বিকানীরের অন্যান্য স্থলে মটর ও তিল যথেষ্ট উৎপাদিত হয়। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা তৎপ্রদেশের বজরা অতি উপাদেয়। এরূপ বজরা রাজপুত্নার অন্য কোন স্থলে এমন কি মালবেও জন্মে কি না সন্দেহ। বিকানীরের স্থানে স্থানে কার্পাস জন্মিয়া থাকে; কিন্তু তাহা সাত বৎসর বা দশ বৎসর অন্তর এক একবার উৎপাদিত হয়। এতদ্ব্যতীত কাঁকুড়, তরমুজ, শসা প্রভৃতি স্নেহ গুণান্বিত নানা প্রকার ফল উৎপাদিত হয়।

জল।—ভারতীয় সমগ্র মরুভূমিতেই জল মৃত্তিকার অতি নিম্ন স্তরেই স্থিত। এতৎসম্বন্ধে আফ্রিকা মহাদেশের শাহারা মরুভূমির সহিত ইহার পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। আফ্রিকার উত্তর ভাগস্থ ফিজান নামক প্রদেশের রাজধানী মর্জুরতুক নগরের বিশ ফিট নিম্নে কাপ্তেন লিয়ন সাহেব জল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; ফিজানের সহিত সমান অক্ষে অবস্থিত হইলেও বিকানীরের পক্ষে উক্ত রূপ বৃত্তান্ত অসম্ভব বলিয়া অগ্রাহ্য হইয়া থাকে।

রাজধানীর নিকটস্থ দেশনোখ নগরে এক একটী কূপ ত্রিশত বা সার্দ্ধত্রিশত হস্ত গভীর! চল্লিশ বা পঞ্চাশ হস্ত নিম্নস্থ উভয়ের উর্দ্ধে পেয় বারি আদৌ পাওয়া যায় না। তবে মোহিলা প্রভৃতি মরুবাস সমূহে ইহার অর্দ্ধ-গভীর প্রদেশে গবাদির পানোপযোগী কথায় জল নিঃসৃত হইয়া থাকে।

লবণ সরোবর।—সমগ্র ভারতীয় মরুভূমির মধ্যে অনেক গুলি লবণ সরোবর আছে:—সেই সমস্ত লবণহ্রদ তথায় সর নামে প্রসিদ্ধ। কিন্তু সে গুলি মারবারের লবণ হ্রদের ন্যায় বিশেষ উপকারী নহে। যেটী সর্ব্বাপেক্ষা বড়, সেটী সর নামক নগরে স্থিত। তাহার পরিধি প্রায় ছয় মাইল। চৌপুর নামক নগরে এক ক্রোশ দীর্ঘ আর একটী লবণ সরোবর আছে। এতদুভয় হ্রদেই প্রায় তিন হস্ত পরিমাণ জল থাকে; কিন্তু উষ্ণ বায়ুর প্রবহনকালে তাহা শুষ্ক হইয়া যায়; তখন সরোবরগর্ভে কেবল একটী ক্ষারময় স্থূল লেপ পড়িয়া থাকে। বিকানীরের দক্ষিণ ভাগস্থ সরোবর সমূহে যে লবণ উদ্ভূত হয়, তাহা সর ও চৌপুরের লবণ অপেক্ষা অনেক ভাল।

দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা।—জন্মভূমি মানবের পক্ষে "স্বর্গাদপি গরীয়সী।" সে মাতৃভূমি ঘোর বন্ধুর, অনুর্ব্বর ও মরুময় হউক না কেন সন্তান তাহাকে পৃথিবীর মধ্যে সুখের স্থান বলিয়া গর্ব্ব করিবে এবং সমগ্র পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য পাইলেও তাহা প্রাণান্তে ত্যাগ করিতে চাহিবে না। বিকানীরের প্রাকৃতিক শোভা সৌন্দর্য্য কিছুই নাই; তথাপি ইহার অধিবাসিগণ ইহার সৌন্দর্য্যের ব্যাখ্যা করিয়া শেষ করিতে পারেনা। এই মরুময় প্রদেশের প্রতপ্ত বালিয়াড়ীর নিম্নে দণ্ডায়মান হইয়া তাহারা মলয়গিরির স্নিগ্ধ মারুত সেবিত প্রদেশকে তুচ্ছ জ্ঞান করে; এবং রাবড়ি ও বজরার নীরস বীজ চর্ব্বণে তাহাদের যে অনুপম সুখ অনুভব হয়, তাহার কাছে সুসভ্য দেশের সুস্বাদু পান ভোজনাদি তাহারা তুচ্ছ বলিয়া স্পর্শ করিতেও চাহেনা। উত্তপ্ত বালুকারাশি অবলোকন করিয়া তাহারা যে সুখ অনুভব করে, তাহার কাছে হরিৎ শস্যরাজির হাস্যময় তরঙ্গলীলা আরো তুচ্ছ বলিয়া

বোধ হয়। যে দেশে ঘূর্ণীবায়ু নাই, যথায় শলভশ্রেণী প্রবল ঝটিকার ন্যায় উত্থান পূর্ব্বক পৃথিবীবক্ষে নিবিড় ছায়াপাত করিয়া তীব্র বেগে উড্ডীন না হয়, তাহাদের বিবেচনায় সে দেশ দেশই নয়।

খনিজ পদার্থ।—এ দেশের খনিজ পদার্থ অল্প। রাজধানীর উত্তর পূর্ব্বে ত্রয়োদশ ক্রোশ দূরে হুঁশেরা নামক স্থলে এক প্রকার উৎকৃষ্ট প্রস্তর উদ্ভূত হইয়া থাকে। সেই শিলা হইতে প্রতি বৎসর দুই সহস্র টাকা লব্ধ হয়। বিরামসর ও বিদাসর নামক স্থলে তাম্র খনি আছে। কিন্তু তাহাতে কিছুই লাভ নাই। কেননা বিকানীরের খনি হইতে তাম্র তুলিতে যে ব্যয়, তাহাই সঙ্কুলান হয় না; তবে বিদাসরের খনি হইতে পূর্ব্বে কিছু কিছু আয় হইত বটে, কিন্তু ত্রিংশৎ বৎসরের কার্য্যে তাহা এখন শূন্য হইয়া পড়িয়াছে।

কোলাথের নিকটস্থ একটী বিল হইতে এক প্রকার তৈলাক্ত মৃত্তিকা প্রচুর পরিমাণ পাওয়া যায়। ইহা হইতে প্রতিবৎসর পনর শত টাকা উদ্ভূত হয়, বণিকগণ ইহাতে একটী লাভকর পণ্য বলিয়া দেশ দেশান্তরে লইয়া যায়। গাত্র ও কেশমল দূর করিবার জন্য তত্রত্য অধিবাসিগণ সচরাচর ইহা ব্যবহার করে এবং কচ্ছী রমণীগণ আপনাদের সৌন্দর্য্য রাগ বৃদ্ধি করিবার জন্য এই তৈলাক্ত মৃত্তিকা সেবন করিয়া থাকে।

প্রাণী সম্ভব।—গো, মেষ, উষ্ট্র ও হরিণ মরুভূমির প্রায় সর্ব্বস্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়। তত্রত্য ধেনুকুল বিশেষ আদৃত এবং যে সমস্ত উষ্ট্র যুদ্ধ ও বিদেশ যাত্রায় ব্যবহৃত হয়, লোকে তৎসমুদায়কেও অধিক আদর করিয়া থাকে। বিশেষতঃ মরু-ভূমির উষ্ট্রগুলি দেখিতে বড় সুন্দর। তথায় মেষকুল প্রচুর পরিমাণে পালিত হইয়া থাকে। নীলগাঁ ও অন্যান্য সর্ব্ব প্রকার মৃগ বিকানীরে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। মরুভূমির শৃগাল দেখিতে অতি মনোহর। তথায় তরক্ষু, এমন কি সিংহও বিচরণ করিয়া থাকে।

শিল্প ও বাণিজ্য।—রাজগড় বিকানীরের প্রধান বাণিজ্যস্থলরূপে অনেক দিন প্রসিদ্ধ ছিল। তৎকালে নানা দিগদেশ হইতে বণিকগণ আসিয়া সেইস্থলে সমবেত হইত। পঞ্জাব ও কাশ্মীরের পণ্য দ্রব্য জাত হাঁসি হিসার এবং পূর্ব্ব প্রদেশ সমূহের বিক্রেয় সামগ্রীনিচয় দিল্লি, রেওয়ারি, ও দদ্রি প্রভৃতি স্থল হইয়া বাহিত হইত। পূর্ব্বদেশ হইতে কৌশেয় বসন, নানাপ্রকার সুন্দর বস্ত্র, নীল, সর্করা, লৌহ, ও তামাক প্রভৃতি; হারাবতী ও মালব হইতে অহিফেন; সিন্ধুদেশ হইতে খর্জ্জুর, গোধূম, তণ্ডুল, লুঙ্গি, এবং নানাপ্রকার ফল এবং পল্লীনগরী হইতে অতুলানুল্ল দেশ সমূহের বেশবার, টিন, ঔষধাদি, নারিকেল, গজদন্ত প্রভৃতি দ্রব্যজাত আনীত হইত। এই সকল দ্রব্যের কিয়দংশ বিকানীরেই ব্যয়িত হইত; কিন্তু অধিকাংশ পণ্য দ্রব্যরূপে স্থানান্তরে প্রেরিত হইত। একদা এই সকল দ্রব্য হইতে বিপুল লাভ হইত।

ঊর্ণবাস।—মারব দেশ হইতে যে ঊর্ণা উদ্ভূত হয়, তাহা তৎপ্রদেশের শিল্প ও ব্যবসায়ের একটী প্রধান সামগ্রী। ইহাতে স্ত্রী ও পুরুষের ব্যবহারোপযোগী নানাপ্রকার

সজ্জা প্রস্তুত হয়। ধনী ও নির্ধন সকলেই তাহা ব্যবহার করিয়া থাকে। তিন টাকা হইতে ত্রিশ টাকা মূল্যের লুই ও কম্বল তৎপ্রদেশে পাওয়া যায়। এই উর্ণাতেই স্ত্রীলোকদিগের জন্য দোপাট্টি এবং পুরুষদিগের জন্য উষ্ণীষ প্রস্তুত হয়। উষ্ণীষগুলি যদিও চল্লিশ হস্ত দীর্ঘ, তথাপি এমন সূক্ষ্ম উর্ণে প্রস্তুত যে, তাহাতে মস্তকের সৌন্দর্য্য যেন বর্দ্ধিত হইয়া উঠে।

লৌহ শিল্প।—বিকানীরবাসিগণ লোহার কাজ ভালরূপে করিতে পারে। রাজধানী ও অন্যান্য নগরে অনেক লৌহ শিল্পের বিপণি দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সমস্ত দোকানে অসিফলক, বন্দুক, তরবার, বর্শা প্রভৃতি নানা অস্ত্র শস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। শিল্পিগণ গজদন্তেও নানপ্রকার সুন্দর দ্রব্য নির্ম্মাণ করে। সেই সকল দ্রব্যের মধ্যে স্ত্রীগণের চুড়ি বিশেষ প্রসিদ্ধ।

মেলা।—প্রতিবৎসর কার্ত্তিক ও ফাল্গুনমাসে কোলাথ ও গুজনৈর নগরে দুইটী মেলার অধিবেশন হইত। সেই দুই প্রদর্শনীতে নিকটস্থ নগর ও গ্রাম হইতে দর্শক ও বণিকগণ আসিয়া যোগ দান করিত। মেলাতে অধিকাংশ গবাদি পশুসকল, বিশেষতঃ মরুভূমিজাত উষ্ট্র, ধেনু ও ঘোটক সকল বিক্রীত হইত। বণিকগণ স্ব স্ব বিক্রেয় তুরঙ্গগুলিকে মূলতান ও লক্ষীজঙ্গল হইতে আনয়ন করিত। বিকানীররাজ্যের প্রাচীন সৌভাগ্যের সহিত এই কোলাথ ও গুজনৈরের মেলার গৌরব একপ্রকার তিরোহিত হইয়াছে। যে উভয় স্থলে প্রতিবৎসর লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম হইত, আজি তাহা নিতান্ত শোচনীয় দশায় পরিণত হইয়া রহিয়াছে।

রাজস্ব।—বিকানীরের রাজস্ব পূর্ব্বে কচিৎ পাঁচ লক্ষ টাকা অতিক্রম করিয়াছে। উক্ত রাজস্ব নানা বিষয় হইতে উদ্ভূত হইত। বিকানীরের সামন্তিক ভূমির যেরূপ বিস্তৃতি দেখিতে পাওয়া যায়, রাজস্থানের অন্য কোন প্রদেশে সে রূপ দৃষ্ট হয় না। ইহার কারণ বিদাবৎ ও কণ্ডুলোটদিগের চিরন্তন সত্ব। রাঠোর বীরদ্বয় বিদা ও কণ্ডুল নিজ নিজ বাহুবলে যে সকল প্রদেশ জয় করিয়াছিলেন, তৎসমুদয়কে একত্রিত করিয়া তুলনা করিলে বিকার লব্ধ রাজ্য অপেক্ষা পরিমাণে অধিক হইবে। তাঁহাদের জিত রাজ্য অধুনা বিকানীরের অন্তর্গত বটে, কিন্তু কণ্ডুলোট ও বিদাবৎগণ অতি সামান্য রাজকর অর্পণ করিয়া থাকে।

নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয় হইতে বিকানীরের রাজস্ব উদ্ভূত হয়:—১ম, খালিসা বা খাসজমি; ২য়, ধুয়া; ৩য়, আঙ্গ; ৪র্থ, শুল্ক; ৫ম, পুষাইতি অর্থাৎ হলকর; ৬ষ্ঠ, মালবা।

১ম। পূর্ব্বে খাসজমি হইতে দুই লক্ষ টাকা উঠিত। কিন্তু রাজার বিলাস কামনা ও কুসংস্কারের সহিত তাহা প্রভূত পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। আজি তাহা হইতে এক লক্ষের অধিক আয় নাই। ইহার কারণ, রাজা অধিকাংশ খাস জমি জমা করিয়া দিয়াছেন।

২য়। ধূম্রা অর্থে ধূম বটে, কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে ইহাকে উদ্ধানকর ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না, সকলেই আহার করিয়া থাকে, এবং করভয়ে কেহ কখনও আম দ্রব্য

ভোজন করে না;—সুতরাং সকলেরই উদ্যানের প্রয়োজন। কিন্তু বিকানীর মধ্যে চিম্‌নি অর্থাৎ ধূমনির্গমের নল নাই যে, রাজার সচিব তাহার উপর কর নির্দ্ধারণ করিয়া রাখিবেন; সুতরাং তাঁহাকে প্রতি রন্ধনশালার পরিমাণে খাজনা জারি করিতে হয়, এতদনুসারে বিকানীরের প্রত্যেক গৃহস্থ এক টাকার হিসাবে ধূয়া দিয়া থাকে। এই কর হইতে একমাত্র মহাজিন নগর মুক্ত। বিকানীর ও যশল্মীরের অধিবাসিগণই ধূয়াঁকরের বিষয় বিদিত আছে।

৩য়। রাজা অনুপসিংহ কর্ত্তৃক আঙ্গকর বিকানীর রাজ্যে প্রচারিত হয়। ইহাকে সম্পত্তিকর বলিলেও বলা যাইতে পারে। কেননা পশুপক্ষী প্রভৃতি যে কোন জীব গৃহস্থের অধিকারে থাকিত, তাহাদের প্রত্যেকের উপর ইহা নির্দ্দিষ্ট হইত। মানবজাতির স্ত্রীপুরুষ ভেদে এবং পশু পক্ষিগণের প্রয়োজনীয়তানুসারে রাজা প্রজাকুলের উপর আঙ্গ নির্দ্ধারণ করিতেন। প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ এক অঙ্গরূপে নিরূপিত হইত। প্রত্যেক আঙ্গ চারি আনায় নির্দ্দিষ্ট। গাভী, বৃষ ও মহিষ মানুষের সমান বলিয়া পরিগণিত হইত। দশটী ছাগ বা মেষে এক অঙ্গ, কিন্তু প্রত্যেক উষ্ট্র চারি অঙ্গ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। দুঃখের বিষয় রাজা গজসিংহ আবার প্রত্যেক উষ্ট্রকে আট অঙ্গ রূপে গণনা করিতেন। আঙ্গকরে প্রতিবৎসর দুইলক্ষ টাকা উদ্ভূত হয়।

৪র্থ। শেয়র বা শুল্ক কোন নির্দ্দিষ্ট হারে আদত্ত হয় না। পূর্ব্বে যে পরিমাণে উদ্ভূত হইত, রাজা সুরতসিংহের রাজত্ব হইতে তাহার পরিমাণ সমূহ হ্রাস পাইয়াছে। পূর্ব্বে রাজধানীতে প্রায় দুই লক্ষ করিয়া টাকা প্রতি বৎসর উঠিত, কিন্তু রাজনৈতিক নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলা নিবন্ধন রাজ্যের বাণিজ্য প্রভূত পরিমাণে মন্দীভূত হওয়াতে অধুনা তাহার আর্দ্ধেকেরও কম আদায় হয়।

৫ম। বিকানীরের প্রায় সকল কৃষকই পুষাইতি বা হলকর দানে বাধ্য। যে ব্যক্তি একখানি লাঙ্গলের চাষ করে, সে পাঁচ টাকা খাজানা দিয়া থাকে। পূর্ব্বে যে রাজা প্রজাকুলের নিকট হইতে উৎপন্ন শস্যসমূহের এক চতুর্থাংশ গ্রহণ করিতেন, তৎপরিবর্ত্তে এই পুষাইতি প্রচারিত হয়। রাজা রায়সিংহ সর্ব্বপ্রথম ইহা স্থাপন করেন। তদবধি ইহা হইতে প্রতি বৎসর দুই লক্ষ টাকা উঠিতে লাগিল, কিন্তু রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধির সহিত দেশীয় কৃষির অধঃপতন হওয়াতে এখন আর দেড় লক্ষ টাকার অধিক পুষাইতি আদায় হয় না।

৬ষ্ঠ। যেদিন জিতগণ রাঠোরবীর বিকার অর্পিত দাসত্বশৃঙ্খল স্বেচ্ছাপুর্ব্বক গলদেশে ধারণ করিল, সেই দিন তাহারা আপনারা মালবাকর আপনাদের উপর স্থাপন করে। বিকানীরের কর্ষিত প্রত্যেক একশত বিঘা ভূমির উপর দুই টাকা হিসাবে মালবা নির্দ্দিষ্ট। সুরজসিংহের রাজত্বকাল হইতে বিকানীরে সর্ব্বসমেত পঞ্চাশ হাজার টাকা মালবা আদায় হইয়া থাকে।

উক্ত ছয় প্রকার বিষয় হইতে বিকানীর রাজ্যের যে আয় হয়, তাহা ক্রমান্বয়ে বর্ণিত হইল; এক্ষণে পাঠকদিগের সুবিধার জন্য তাহার একটী স্বতন্ত্র তালিকা সন্নিবেশ করা গেল।

১ম, খালিসা ভূমি *	...	...	১,০০,০০০,
২য়, ধুঁয়া	...	...	...	১,০০,০০০,
৩য়, আঙ্গ	...	...	...	২,০০,০০০,
৪র্থ, শুল্ক প্রভৃতি †	...	...	...	৭৫,০০০,
৫ম, পুষাইতি	...	...	...	১,২৫০০০,
৬ষ্ঠ, মালবা, ভূমিকর	...	...	৫০,০০০,
		সমগ্র	৬,৫০,০০০,

এই সকল নির্দ্দিষ্ট কর ভিন্ন অন্য অন্য উপায়ে বিকানীরের রাজকোষ পরিপুষ্ট হইয়া থাকে; যথা, ধাতুই, দণ্ড ও খোসালি।

ধাতুই একটী ত্রৈবার্ষিক কর; প্রত্যেক হলের প্রতি পাঁচ টাকা হিসাবে এই কর আদন্ত হইয়া থাকে। জোরাবরসিংহ সর্ব্ব প্রথম ইহার সৃষ্টি করেন। আশিয়া ঘাঁটির পঞ্চাশৎ এবং বেনিবলে সপ্ততি পল্লি ভিন্ন আর সমস্ত বিকানীররাজ্য এই করভার বহনে বাধ্য। প্রায়ই সর্দ্দারগণ ধাতুই দেয় না। ধাতুই হইতে কচিৎ একলক্ষ টাকা আয় হইয়া থাকে।

দণ্ড ও খোসালি পরস্পরের বিরুদ্ধার্থ বোধক। দণ্ডে রাজপীড়ন এবং খোসালিতে দাতার স্বেচ্ছা প্রতীত হইয়া থাকে। কিন্তু ভারতীয় মরুভূমিতে এতদুভয় পদই প্রায় এক অর্থে ব্যবহৃত হয়। অতি প্রাচীন কাল হইতে হিন্দুদিগের মধ্যে দণ্ডনীতি প্রচলিত আছে। ইহা চারি প্রকার প্রসিদ্ধ রাজনীতির অন্যতম। কিন্তু সে দণ্ডে বিশেষ পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন হিন্দুনরপতিগণ দোষীদিগকে শাস্তি দিবার জন্য ধনদণ্ড, মানদণ্ড, নির্ব্বাসনদণ্ড ও প্রাণদণ্ড প্রভৃতি দণ্ড প্রয়োগ করিতেন। কিন্তু রাজপুত নরপতিগণ নিরপরাধ প্রজাকুলের নিকট হইতে স্বেচ্ছা ক্রমে সময়ে সময়ে বল পূর্ব্বক

রাজগড়, চুরু ও অপরাপর স্থলের পুনঃ প্রাপনাবধি।

* নাহর জেলা	...	৮৪ পল্লি, আয়	...	১,০০,০০০,
রিণি	...	২৪ ঐ	...	১০,০০০,
রেণিয়া	...	৪৪ ঐ	...	২০,০০০,
জালোলি	...	১ ঐ	...	৫,০০০,
		পূর্ব্বের সমগ্র খাস জমি		১,৩৫,০০০,

† পূর্ব্বকালে বিকানীরে যে শুল্ক আদায় হইত, তাহার একটি তালিকা সন্নিবেশিত হইল :—

নুনকর্ণ নগর	...	...	...	২,০০০,
রাজগড়	...	...	...	১০,০০০,
শেখসর	...	...	...	৫,০০০,
বিকানীর রাজধানী	...	...	...	৭৫,০০০,
চুরু ও অপরাপর নগর হইতে		...	...	৪৫,০০০,
				১,৩৭,০০০,

অর্থ সংগ্রহ করিতেন। তাহাই এই স্থলে দণ্ড নামে ব্যবহৃত হইয়াছে। এ দণ্ড আর্থিক ভিন্ন আর কিছুই নহে। ভগবান্ চাঁদভট্ট এই দণ্ডের বিষয় বর্ণন করিয়াছেন। আনহুল-বারাপত্তনের সিদ্ধরাজ জয়সিংহের জীবনীতেও এই দণ্ডের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে, মহারাজ সিদ্ধরাজ স্বরাজ্য হইতে এরূপ দণ্ড উঠাইয়া দিয়াছিলেন। বিকানীর রাজ্যে দণ্ড সর্দ্দার, বণিক ও শ্রেষ্ঠীদিগের উপর প্রযুক্ত হইয়া থাকে। তৎপ্রদেশে ইহা আদায় করিবার জন্য চতুর্দ্দশ জন সংগ্রাহক আছে। তাহারা প্রজাবর্গের বাস্তবিক বা আনুমানিক অবস্থা জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া দণ্ড প্রয়োগ করে। এই অত্যাচার মূলক অর্থ সংগ্রহের পরিমাণ নির্দ্ধারিত নহে। যাহার নিকট যত আদায় হয়, ততই লাভ। কিন্তু ছলে, বলে বা কৌশলে অধিক টাকা সংগ্রহ করিতে পারিলে তহসিলদারেরা ছাড়িত না। রাজা সুরতসিংহের শাসনকালে গণ্ডেলি সর্দ্দার তাঁহার জাইগিরের সংগ্রাহককে বলিয়াছিলেন, "যদি রাজা অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য আর কিছু দাওয়া না করেন, তাহা হইলে আমি তোমাকে দশ হাজার টাকা দিতে পারি।" তহশিলদার তাহাতে সম্মত হইল না; তখন সর্দ্দার তাহাকে দুর্গ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন এবং দুর্গদ্বার রুদ্ধ করিয়া স্পর্দ্ধা সহকারে রাজাজ্ঞা অগ্রাহ্য করিলেন।

খোসালি নাম মাত্র স্বেচ্ছা দান। কিন্তু বস্তুতঃ ইহা রাজার অর্থপিপাসা নিবারণার্থ প্রজাকুলের শোণিত দান। রাজা যাচ্ঞা না করিলে প্রজাবর্গ কিছু তাঁহাকে অর্থ সাহায্য করিতে যায় না। রাজার অত্যাচারে ও অবিবেকিতায় যাহারা উদরান্ন ও আত্মরক্ষার জন্য বিব্রত, তাহারা আবার ইচ্ছা করিয়া রাজাকে অর্থানুকূল্য দান করিবে কি? বিকানীরে খোসালি যে কি প্রকারে সংগৃহীত হয়, তাহার প্রকৃত বিবরণ নিম্নে প্রকটিত হইল। ভুটনের জয় করিয়া রাজা সুরতসিংহ আনন্দোৎফুল্ল হৃদয়ে রাজধানীতে প্রত্যাগত হইলেন। যুদ্ধে বিপুল অর্থ ব্যয় হইয়াছে;—রাজকোষ শূন্য বলিলেই হয়। চতুর রাজা তখন অর্থ সংগ্রহ করিতে মনস্থ করিলেন। খোসালি মহাস্ত্র; এই অস্ত্রের সাহায্যে তিনি স্বীয় মনোভিলাষ পরিপূর্ণ করিতে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইলেন, এবং অচিরে বিকানীরের প্রত্যেক গৃহস্থের নিকট দশ টাকা করিয়া খোসালি চাহিলেন। দীন দরিদ্র প্রজাবর্গের মস্তকে বজ্রাঘাত হইল। রাজার জয় পরাজয় তাহাদের পক্ষে উভয়ই সমান। তাহারা হৃদয়ের রক্ত দিয়া রাজাকে জয়লাভে সহায়তা করিল, তাহার উপর আবার তাহাদের সামান্য সম্বলের উপর রাজার লোভ! যে রাজা প্রজাদের মুখের দিকে চাহিল না, প্রজাদের শোণিত শোষণ করিয়া নিজ উদর পূরণ করাই যাহার মুখ্য উদ্দেশ্য, তাহাকে আর রাজা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? সে ত প্রজাপীড়ক দুর্দ্দান্ত অত্যাচারী। তাহার জয় পরাজয়ে প্রকৃতিবর্গের লাভ ক্ষতি বা সুখদুঃখ নাই। সেইরূপ অত্যাচারীর পাপমস্তকে যমদণ্ড প্রযুক্ত হইলেই রাজ্যের মঙ্গল।

সামন্ত সম্প্রদায়।—রাজার চরিত্রের উপর সামন্তগণের সমাগম নির্ভর করে। সুরতসিংহ যদি প্রজারঞ্জক হইতেন, যদি তিনি প্রজাবর্গকে পুত্রনির্ব্বিশেষে পালন করিয়া তাহাদের ভক্তি লাভ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে বিকার দশ সহস্র

সন্তানসন্ততি একত্রিত হইয়া হৃদয়-শোণিতদানে তাঁহাকে সিংহাসনে অটল রাখিতে চেষ্টা করিত। তাঁহার রাজত্বকালে যে সকল সর্দ্দার জীবিত ছিল, তাহাদের নাম, গোত্র, ধাম, বার্ষিক আয় প্রভৃতির একটী তালিকা নিম্নে প্রকটিত হইল।

ঠাকুরদিগের নাম।	গোত্র,	আবাসভূমি,	আয়,	উপসামন্ত		মন্তব্য।
				পদাতিক	অশ্ব	
বেরি শাল ...	বিকো ...	মহাজিন	৪০,০০০	৫,০০০	১০০	এই জাইগিরের সহিত একশত চল্লিশ খানি পল্লি সম্বলিত হইয়া রাজা নূনকর্ণের উত্তরাধিকারীর হস্তে অর্পিত হয়, তাহাতে তিনি অগ্রজস্বত্ব পরিত্যাগ করেন।
অভয়সিংহ ...	বেনিরোট	বুকার্কো	২৫,০০০	৫,০০০	২০০	প্রধান ঠাকুর।
অনুপসিংহ ...	বিকো	জিশানো ...	৫,০০০	৪০০	৪০	
পৈমসিংহ ...	ঐ	বই	৫,০০০	৪০০	২৫	
চিনসিংহ ...	বেনিরোট	শেবো ...	২০,০০০	২০০০	৩০০	
হিমতসিংহ ...	রেওট	রেওটসর ...	২০,০০০	২০০০	৩০০	
শিবসিংহ ...	বেনিরোট	চুরু ...	২৫,০০০	২০০০	২০০	
ওমেদসিংহ জয়ৎসিংহ } ...	বিদাবৎ {	বিদাসর শেওন্দা }	৫০,০০০	১০,০০০	২০০০	এই সম্প্রদায় ১৪০ পরিবারে বিভক্ত।
বাহাদুরসিংহ শূরজমল গোমানসিংহ অভিসিংহ } ...	নার্নোট {	ময়নসর তিয়ান্দসর কর্ত্তুর কুচোর }	৪০,০০০	৪,০০০	৫০০	
শেরসিংহ ...	নার্নোট	নিমাজি	৫,০০০	৫০০	১২৫	
দেবীসিংহ ওমেদসিংহ শূরতানসিংহ কর্ণিধন } ...	নার্নোট {	সিদমুখ কারিপুর অজিতপুর বিয়াশর }	২০,০০০	৪,০০০	৪০০	

ঠাকুরদিগের নাম।	গোত্র,	আবাসভূমি,	আয়,	উপসামন্ত		মন্তব্য।
				পদাতিক	অশ্ব	
শূরতানসিংহ ...	কচ্ছাবহ	নয়নাবাস ...	৪,০০০	১৫০	৩০	বিদেশীয় সর্দ্দার-
পদ্মসিংহ ...	পুয়ার	জৈয়ৎসিসর	৫,০০০	২০০	১০০	দ্বয়।
কিষণসিংহ ...	বিকো	হয়দাসর ...	৫,০০০	২০০	৫০	
রাওসিংহ ...	ভট্টি	পুগল *	৬,০০০	১,৫০০	৪০	যশল্মীরের ভট্টি-দিগের হস্ত হইতে পুগল আচ্ছিন্ন হই-য়াছিল।
সুলতানসিংহ ...	ঐ	রাজসর ...	১,৫০০	২০০	৫০	
লখতিরসিংহ ...	ঐ	রণৈর ...	২০০০	৪০০	৭৫	
কর্ণিসিংহ ...	ঐ	সৎসর ...	১,১০০	২০০	৯	
ভূমসিংহ ...	ঐ	চাকরা ...	১,৫০০	৬০	১০	
অপর চারিজন ঠাকুর,† যথা,—						
১ ভনিসিংহ	ভট্টি	বিচদক ...	১,৫০০	৬০	৬	
২ জালিমসিংহ	ভট্টি	গরিয়ালা ...	১,১০০	৪০	৪	
৩ সর্দ্দারসিংহ	ভট্টি	শূরজির ...	৮০০	৩০	২	
৪ কৈৎসিংহ	ভট্টি	রন্সিসর ...	৬০০	৩২	২	
চন্দ্রসিংহ ...	করমসোট	নখো ...	১১,০০০	১,৫০০	৫০০	যোধপুর হইতে অভিগত এই ঠা-কুরদিগকে সপ্ত বিংশতি পল্লি প্রবৃত্ত হয়।
সত্তিদান ...	রূপাবৎ	চদৈলা ...	৫,০০০	২০০	২৫	
ভূমসিংহ ...	ভট্টি	জঙ্গলু ...	২,৫০০	৪০০	৯	
কৈৎসিংহ ...	ঐ	জমিনসর ...	১৫,০০০	৫০০	১৫০	২৭ পল্লি।
ঈশ্বরীসিংহ	মুন্দিলা	শারুন্দ ...	১১,০০০	২০০০	১৫০	
পদ্মসিংহ ...	ভট্টি	কুদসু ...	১,৫০০	৬০	৪	
কল্যাণসিংহ ...	ঐ	নৈমিয়া ...	১,০০০	৪০	২	
		সমগ্র ...	৩৬১,৪০০	৪৩,৫৭২	৫,৪০২	

একইকালে এতগুলি সর্দ্দার বিকানীরের রক্ষার্থ দিবানিশি জাগ্রত ছিল বটে, কিন্তু এখন ইহার এক চতুর্থাংশও পাওয়া যায় না। এই সকল সর্দ্দার ব্যতীত বিকানীরে অনেক বিদেশীয় সেনা ছিল।

* পুগল পট্ট।

† ইহারা খরিপট্টের সর্দ্দার নামে অভিহিত। বিকা কর্ত্তৃক প্রথমতঃ জিত।

তৃতীয় অধ্যায়।

ভূটনের ;—ভূটনেরের জিতগণের ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধি ;—বীরসিংহের অভিগমন ;—তীরুর অভিষেক ;—তাহার ইসলামধর্ম্মাবলম্বন ;—রাও দলিচ ;—হোষেণ খাঁ, হোষেণ মহম্মদ, ইমাম মহম্মদ, ও বাহাদুর খাঁ ;—জাবতা খাঁ ;—দেশের অবস্থা ;—ভূটনেরের প্রাচীন অট্টালিকা।

যে ভূটনের আজি বিকানীরের একটী প্রধান অঙ্গ ; একদা তাহা এরূপ সমৃদ্ধ ছিল যে, তদ্দর্শনে অনেক ভূপালের জিগীষাবৃত্তি উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং অনেক সাহসিক নরপতি তৎপ্রদেশকে জয় করিতে আসিয়া তত্রত্য অধিপতির প্রচণ্ড বিক্রমে পরাহত হইয়া লজ্জায় নতমুখে স্বরাজ্যে পলায়ন করিয়াছিল। ভট্টগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভট্টিগণ আসিয়া উক্ত প্রদেশে উপনিবিষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু ভট্টিবাসের সহিত ভূটনেরের কোন সংস্রব নাই। কথিত আছে, কোন নরপতির ভাটকে তৎপ্রদেশ অর্পিত হয়। সেই ভট্টকবি তথায় একটী কবিকুল প্রতিষ্ঠা করিবার অভিপ্রায়ে নিজ জাতীয় উপাধি অর্পণ করেন। মরুস্থলীর সমগ্র উত্তর প্রদেশে তদ্দেশের প্রাচীন অধিবাসিগণ কর্ত্তৃক নের নামে অভিহিত হইত। সুতরাং সেই ভাট শব্দে নের শব্দ সংযুক্ত হওয়াতে ভাটনের পদের সৃষ্টি হয়। উত্তপ্ত মরুভূমি ঐ বিচিত্র নামে অনেক দিন পরিচিত হইয়াছিল ; পরিশেষে যেদিন কতকগুলি ভট্টিসম্প্রদায় ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল, সেইদিন হইতে তাহারা ভাটের পরিবর্ত্তে ভুট শব্দ ব্যবহার করিতে লাগিল। ইহাই সম্ভবতঃ ভূটনের শব্দের ব্যুৎপত্তি।

ভূটনেরের অধিকাংশস্থল অধুনা শ্মশানে পরিণত বটে, কিন্তু একদা ইহা যে, গৌরবান্বিত ও সমৃদ্ধ ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। মধ্য আসিয়া হইতে ভারতে প্রবেশ করিতে হইলে যে পথ দিয়া আগমন করিতে হয়, ভূটনের তাহার উপরেই সংস্থিত ; সুতরাং পশ্চিম দেশাগত প্রায় সমস্ত যবন আক্রমককেই তন্নগর স্পর্শ করিয়া আসিতে হইয়াছে। এতন্নিবন্ধন ভূটনেরের নাম প্রায় অধিকাংশ প্রাচীন ইতিহাসে উল্লেখিত আছে। মাহ্মুদ গজনানের অভিগমনকালে যে সমস্ত জিত তাহার সৈন্যদিগের উপর নানাপ্রকার অত্যাচার করিয়াছিল, তাহাদের জীবনী আলোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, সেই সময়ের অনেক পূর্ব্বে তাহারা পঞ্চনদ প্রদেশে ও মরুভূমিতে উপনিবিষ্ট হইয়াছিল। অপিচ যখন রাজস্থানের ছত্রিশ রাজকুলের মধ্যে তাহাদিগের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তখন স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, তাহারা সেই দুর্দ্ধর্ষ ভারতবৈরীর অভ্যুত্থানের অনেক শতাব্দী পূর্ব্বে রাজনৈতিক প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। যেদিন ভারতমাতার চরণে কঠোর দাসত্বনিগড় অর্পিত হইল, যেদিন জেতা সাহাবুদ্দীন,

জয়োৎফুল্ল কপোলে ভারতের রাজমুকুট ধারণ করিলেন, তাহার দ্বাদশ বৎসর পরে ১২০৫ খৃষ্টাব্দে তদীয় উত্তরাধিকারী কুতব জিতদিগের আক্রমণ হইতে হাঁসি নগর রক্ষা করিবার জন্য স্বয়ং তাহাদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ ফিরোজ শাহের উপযুক্ত উত্তরাধিকারিণী রিজিয়া রাজ্যচ্যুত হইলে এই জিতদিগের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। জিতগণ তদীয় রাজ্যোদ্ধারের নিমিত্ত তাঁহাকে পুরোভাগে স্থাপন করিয়া রাষ্ট্রাপহারকের বিরুদ্ধে যাত্রা করিয়াছিল। সেই কঠোর উদ্যমে বীরনারী রিজিয়ার মৃত্যু হয়। তৈমুরের আত্মজীবনীতে উল্লেখিত আছে যে, "তিনি ভুটনের রাজ্য আক্রমণ করিয়া তত্রত্য জিত নামক একটী দস্যু সম্প্রদায়কে সংহার করিয়াছিলেন।" এই ব্যাপার ১৩৯৭ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত হয়। ভুটনেরে জিত ও ভট্টগণ পরস্পরে এতদূর সংমিশ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল যে, তন্মধ্যে কে জিত ও কে ভাট, তাহা বুঝিয়া উঠা দুষ্কর। যাহা হউক ভট্টিদিগের ইতিবৃত্তে এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে; এক্ষণে আমরা ভুটনেরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসবর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

শাকতীয় বীর তৈমুরের অভিযানের স্বল্প কাল পরে ভট্টিগণ মারোট ও ফুলরা হইতে বহির্গত হইয়া আপনাদিগের দলপতি বীরসিংহের সহিত ভুটনেরে উপনিবিষ্ট হয়। তৎকালে উক্ত নগর জনৈক মুসলমানের হস্তে ন্যস্ত ছিল। কিন্তু সেই মুসলমান সামন্ত তৈমুরের অথবা দিল্লিরাজের অধীনস্থ কর্ম্মচারী, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। সম্ভবতঃ সে ব্যক্তি তৈমুরেরই অধীন। তাহার নাম চিগাট খাঁ। এই খাঁ জিতদিগের হস্ত হইতে ভুটনের নগর আচ্ছিন্ন করিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে এক বিস্তৃত প্রদেশ তাহার হস্তগত হয়। কিন্তু ভট্টিগণ তাহা আবার কাড়িয়া লইল। সেই সময় হইতে সমালোচ্য কাল পর্য্যন্ত যোড়শ পুরুষ অতীত হইয়া গিয়াছে।

সপ্তবিংশতি বৎসর রাজত্ব করিয়া বীরসিংহ পরলোক যাত্রা করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র ভীরু ভুটনেরের গদিতে অভিষিক্ত হইলেন। এই সময়ে চিগাটের দুইটী পুত্র দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে সাহায্য হইয়া ভুটনের আক্রমণ করিল। প্রথম আক্রমণে ব্যর্থমনোরথ হইয়াও তাহারা কার্য্যক্ষেত্র হইতে অপসৃত হইল না; বরং নববল লইয়া আবার দ্বিতীয় বার আক্রমণ করিল। কিন্তু সে বারও তাহাদের উদ্দেশ্য সফল হইল না। তাহারা পরাজিত হইয়া বিষম ক্ষতি সহকারে পলায়ন করিল। অচিরে আর একটী যবনসেনা আসিয়া দেখা দিল। ভুটনের আক্রান্ত হইল; উভয় দলে ঘোর যুদ্ধ বাধিল; ভুটনের শত্রুকরে পতিত হয়, এমন সময়ে ভীরুসিংহ সন্ধিসূচক শ্বেতপতাকা উত্তোলন করিলেন এবং দুর্গ পরিহার ভিন্ন অন্য কোন প্রস্তাবে সম্মত হইতে চাহিলেন। যুদ্ধ স্থগিত হইল। যবনগণ দুইটী প্রস্তাব উত্থাপন করিল। ইসলাম ধর্ম্ম অবলম্বন অথবা রাজার হস্তে দুহিতাকে অর্পণ। ভীরুসিংহ প্রথম প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। সেইদিন হইতে সেই ধর্ম্মচ্যুত ভট্টিগণ ভূট্টিনামে অভিহিত হইতে লাগিল। ভীরুর অধস্তন ছয় জন নরপতির নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। অনন্তর তাঁহার সপ্তম পুরুষ রাও দলিচ ভুটনেরের গদিতে অভিষিক্ত হয়েন। তাঁহার যাবনিক নাম

হিয়াৎখাঁ। বিকানীররাজ রায়সিংহ এই হিয়াৎখাঁর হস্ত হইতে ভূটনের আচ্ছিন্ন করেন। তদবধি ফতেহাবাদ ভূট্টিখাঁদিগের ভবিষ্যৎ আবাসভূমিতে পরিণত হইল।

হিয়াৎখাঁর মৃত্যুর পর তদীয় পৌত্র হোষেণখাঁ ফতেহাবাদের গদিতে আরূঢ় হয়েন। হোষেণ রাজা সুজনসিংহের হাত হইতে ভূটনের কাড়িয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার অধস্তন হোষেণ মহম্মদ ও ইমাম মহম্মদের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত ইহা তাঁহাদের হস্তগত ছিল; পরে রাজা সুরতসিংহ বাহাদুরখাঁকে পরাজিত করিয়া ভূটনের পুনর্জ্জয় করেন।

বাহাদুরখাঁর মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র জাবতাখাঁ ভূট্টিদিগের অধিপতি রূপে অভিষিক্ত হয়। কিন্তু সে বল নাই—সে গৌরব নাই; রাঠোরকুলের তেজোবহ্নির সমক্ষে সমস্তই নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে। জাবতাখাঁ রাণিয়া নামক নগরে প্রায় বাস করিত। তাহার পিতামহ ইমাম মহম্মদ কর্ত্তৃক উক্ত রাণিয়া নগর বিকানীর রাজা রায়সিংহের হস্ত হইতে আচ্ছিন্ন হয়। কথিত আছে, রাজা রায়সিংহ স্বীয় মহিষীর স্মরণার্থ উক্ত নগর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। রাণীয়ার সহিত তদন্তর্গত পঞ্চবিংশতি পল্লি যবনদিগের হস্তগত হয়। জাবতাখাঁর জীবিকা দস্যুতা; সে প্রতিবৎসর যে দুই তিন লক্ষ টাকা করিয়া উপার্জ্জন করিত, তাহা কেবল নিজ ভল্লাগ্রের বলে পথিক, বণিক বা নাগরিকদিগের নিকট হইতে অপহরণ করিয়া লইত। তাহার অত্যাচারে সমগ্র উত্তর মরু নিরতিশয় নিপীড়িত হইয়াছিল; বিশেষতঃ হতভাগ্য জিতদিগের আর নিস্তার ছিল না। তাহাদিগকে দিবারাত্রি সতর্ক হইয়া থাকিতে হইত। মরুভূমির পূর্ব্বভাগ ব্রিটিষরাজের সন্নিকৃষ্ট থাকাতে দুর্বৃত্ত জাবতাখাঁ সেদিকে বড় কিছু করিতে পারিত না। তাহার যত আক্রোশ ও অত্যাচার তৎপ্রদেশের উত্তর ভাগের উপর দিয়াই বহিয়া যাইত। দিন দিন সেই পাষণ্ড ভূট্টিখাঁর অত্যাচার বাড়িতে লাগিল; নিপীড়িত অধিবাসিগণ আত্মরক্ষায় নিতান্ত অক্ষম হইয়া অবশেষে স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভিন্নরাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল। সুতরাং অল্পদিনের মধ্যে দেশ পরিত্যক্ত হইয়া শ্মশানে পরিণত হইল। অনেকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায় যে, ভূটনেরের উত্তরে গারা পর্য্যন্ত অনেক উর্ব্বরভূমি আছে; তৎসমুদায়ের স্বল্প নিম্নেই জল পাওয়া যায়। অনেক স্থল একবারে বালিয়াড়ী-শূন্য। কথিত আছে, হাকারা বা কাগ্‌গার নদীর বিশোষণের সঙ্গে সঙ্গে তৎপ্রদেশ পরিত্যক্ত হইয়াছিল। লোকপ্রবাদে অবগত হওয়া যায় যে, হাকারা নদী ফুলরা দিয়া ক্রমশঃ পশ্চিম মুখে প্রবাহিত হইয়া উচের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে সিন্ধুনদের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিল।

এককালে ভূটনের ও তাঁহার উত্তরস্থ বিশাল প্রদেশ যে, সমৃদ্ধ ও জনাকীর্ণ ছিল, তাহার বহুল প্রমাণ পাওয়া যায়। আজিও তৎপ্রদেশের কোন স্থলে গমন করিলে তন্মধ্যে পুরাতন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে যে সকল নগর ও গ্রামের সৌন্দর্য্যে দেশ আলোকিত হইয়াছিল, আজি অত্যাচারীর লৌহ মুদ্গর ও কালের কঠোর হস্তের ভীষণ প্রহারে তৎসমস্তই চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া মরুভূমির অনন্ত বালুকারাশির মধ্যে প্রোথিত হইয়া রহিয়াছে। যে সকল প্রাচীন নগর উক্তরূপ শোচনীয় দুরবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে রঙ্গমহল প্রসিদ্ধ। ইহা ভূটনেরের কিঞ্চিৎ পশ্চিমে স্থিত। সেই

"চিত্রশালা" যে স্থলে অবস্থিত ছিল, তৎপ্রদেশের ভূমধ্যে আজিও অনেক সুন্দর সুন্দর গৃহ দেখিতে পাওয়া যায়। মহাত্মা টড সাহেব দন্দুসহরের (ভূটনেরের ২৫ মাইল দক্ষিণে) জনৈক বৃদ্ধ অধিবাসীকে রঙ্গমহলের পূর্ব্ববৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করাতে সে ব্যক্তি উত্তর করিয়াছিল যে, তৎপ্রদেশ জনৈক পুয়ার (প্রামার) নরপতির হস্তগত ছিল; এবং সেকন্দর রুমি আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিলেন।

অধুনা ভুটনেরের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়, কতিপয় কুটীর ও কয়েকখানি সামান্য শস্যক্ষেত্র ভিন্ন আর কিছুই নয়নগোচর হয় না। মরু ভূমির সমস্ত নিদর্শনই এতৎপ্রদেশে বিদ্যমান।

বিকানীরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এইখানে পরিসমাপ্ত হইল। এই অধঃপতিত রাঠোরদিগের রঙ্গভূমে শেষ যবনিকা পাতিত করিবার পূর্ব্বে এতৎপ্রদেশের কয়েকটী প্রাচীন নগরের নামোল্লেখ করা গেল। আভোর, বঁজারা-কা-নগর; রঙ্গমহল; সুদল বা সুরতগড়; মাচোটল; রৈতিবঙ্গ; কালীবঙ্গ; কল্যাণসহর; ফুলরা; মারোট; টিলবারা; গিলবারা; বুন্নি; মাণিকথর; শূরসাগর; ভামেনি; কোরিওয়ালা; কুলধেরাণী ইত্যাদি।

ইহার মধ্যে কতকগুলি নাম অনাবশ্যক হইতে পারে, কিন্তু যদি দুই চারিটী, অন্ততঃ একটী হইতে অতীত বৃত্তান্তের সামান্য জ্ঞান লব্ধ হয়, তাহা হইলেও এই তালিকা নিষ্ফল হইবে না।

ফুলরা ও মারোটের এখনও একটু নাম আছে। ফুলরা একটী অতি প্রাচীন নগর। প্রামার নৃপতিগণের শাসনকালে ইহা "ন-কোটী মরুকার" অন্তর্গত ছিল। জৈনদিগের শঙ্কুশীর্ষ বর্ণমালায় খোদিত অনেক শিলালিপি এই সকল স্থানে পাওয়া যায়। টড সাহেব মরুভূমিস্থ লদুর্ব্বানগরে একখানি পাষাণখোদিত লিপি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উক্ত নগর ক্রমাগত নয় শত বৎসর ধরিয়া ধ্বংসাবশেষে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। ফুলরা, প্রসিদ্ধ লাক্ষ ফুলানীর আবাসভূমি। এই বীরের বিবরণ ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। আনহলবারার সিদ্ধ রায় এবং ধারানগরীর উদয়াদিত্য লাক্ষের সমসাময়িক।

হারাবতী।

বুন্দি।

প্রথম অধ্যায়।

হারাবতী :—অগ্নিকুলের কাল্পনিক উৎপত্তি-বিবরণ ;—অর্ব্বুধগিরি ;—চৌহানগণের মকাবতী, গলকুণ্ড ও কঙ্কন প্রাপ্তি ;—আজমির প্রতিষ্ঠা ;—অজয়পাল ;—মাণিকরায় ;—প্রথম মুসলমান অভিযান ;—তাহাদিগ দ্বারা আজমির অধিকার ;—শম্বর স্থাপন ;—ইহার লবণহ্রদ ;—মাণিকরায়ের সন্তান সন্ততি ;—রাজস্থানে তাহাদিগের স্থিতি ;—মুসলমানদিগের সহিত তাহাদের বিবাদ ;—আজমিরের বিলনদেব ;—মিহিরার গোগা চৌহান ;—মাহমুদের হস্তে উভয়েরই পতন ;—বিশালদেব ;—সমগ্র রাজপুত সেনার অধিনায়ক ;—তাঁহার আবির্ভাবকাল নিরূপণ ;—দিল্লিতে তাঁহার জয়স্তম্ভ ;—তাঁহার কুটুম্বিতা ;—হারদিগের উৎপত্তি ;—অনুরাজ কর্ত্তৃক অশি অধিকার ;—পদচ্যুতি ;—ইষ্টপালের অশির অধিকার ;—রাও হামির ;—রাও চাঁদের মৃত্যু ;—আলা-উদীন কর্ত্তৃক অশি-অধিকার ;—রাজকুমার রণসিংহের চিতোরে পলায়ন এবং মিবারের অন্তর্গত ভণসহর নগরে স্থিতি ;—তৎপুত্র কলুনের গৌরব।

হারাবতী কোটা ও বুন্দি নামক দুইটী রাজ্যের সমষ্টি মাত্র। চম্বলনদ হারদিগের দেশকে বিভক্ত করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে; কিন্তু এক্ষণে উহা উক্ত দুই রাজ্যের সীমারেখারূপে নির্দ্দিষ্ট।

চোহানকুল যে চতুর্বিংশতি শাখায় বিভক্ত, হার তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। এই চোহানকুলের সম্ভব বিবরণ ইতিপূর্ব্বে * সন্নিবেশিত হইয়াছে, এক্ষণে তাহার একটু বিস্তৃত বিবরণে প্রবৃত্ত হইলাম।

"ক্ষত্রিয়কুলের অধর্ম্ম ও পাপাচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া ভগবান্ পরশুরাম একবিংশতি বার তাহাদিগকে সংহার করিলেন; তাঁহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য কোন কোন ক্ষত্রিয় আপনাদিগকে ভট্ট বলিয়া পরিচয় দিল; কেহ বা রমণীর বেশ ধারণ করিয়া আত্মজীবন রক্ষা করিল। এইরূপে রাজপুতদিগের শৃঙ্গ রক্ষা পাইল; এবং ব্রাহ্মণগণের

* রাজস্থান ১ম খণ্ড, ৪৬ পৃষ্ঠা হইতে ৫০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য।

হস্তে রাজ্যভার অর্পিত হইল। পরশুরামের পিতার মুণ্ডচ্ছেদ করিয়া নর্ম্মদাতটস্থ মাহেষ্মতীর অধিপতি বলদর্পিত হৈহয় কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন যে অধর্ম্ম সঞ্চয় করিল, তাহাতে ভৃগুরাম শেষবার ক্ষত্রিয় বিরুদ্ধে সমরানল জ্বালিত করিলেন।

"কিন্তু শাপ বা আশীর্ব্বাদই ব্রাহ্মণের প্রধান অস্ত্র; সুতরাং ভুজবলের অভাবে দেশ মধ্যে নানা প্রকার বিশৃঙ্খলার উদয় হইল। অজ্ঞানান্ধতা ও অবিশ্বাস দেশময় বিস্তৃত হইয়া পড়িল, দৈত্যদানবগণের অত্যাচার বাড়িল, পবিত্র গ্রন্থাদি পদতলে দলিত হইতে লাগিল এবং প্রজাকুল দুর্বৃত্ত দানবগণের পীড়নে কোথায়ও আশ্রয় পাইল না। এই সঙ্কটকালে ভগবানের আয়ুধ-গুরু রাজর্ষি বিশ্বামিত্র মনে মনে অনেক চিন্তা করিয়া অবশেষে ক্ষত্রিয় কুলকে পুনর্জ্জীবিত করিতে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইলেন। ধর্ম্মনিরত মুনি ও ঋষিগণের বাসনিলয় পবিত্র আর্বুধগিরিকে তিনি নিজ তপস্যার উপযুক্ত স্থল বলিয়া বাছিয়া লইলেন। দানবের অত্যাচারে কাতর হইয়া আর্ব্বুধ শৈলের তপস্বীগণ আপনাদের মনোবেদনা জানাইবার নিমিত্ত ক্ষীরসাগরতটে ভগবান্ বিষ্ণুর নিকট গমন করিয়াছিলেন। তথায় নারায়ণ অনন্তশয়নে শায়িত। তিনি তাহাদিগকে ক্ষত্রিয়কুল পুনর্জ্জীবিত করিতে আদেশ করেন। অনন্তর তাঁহারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র ও রুদ্র এবং সকল দেবতাগণের সহিত আবু পর্ব্বতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। গঙ্গাজল দ্বারা অগ্নিকুণ্ডটী পবিত্রীকৃত হইল। স্তবস্তুতি পঠিত হইল। অবশেষে নানা তর্ক বিতর্কের পর তাঁহারা স্থির করিলেন যে, ইন্দ্রই পুনর্জ্জনন ক্রিয়া স্বীকার করিবেন। অনন্তর দেবরাজ পুরন্দর দূর্ব্বাতৃণের একটী পুত্তলি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক অমৃতকুণ্ডের জলসেচনে তাহাকে উজ্জীবিত করিয়া যেমন সেই অনলকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলেন; অমনি সঞ্জীবন মন্ত্র পঠিত হইবামাত্র সেই পাবকরাশি হইতে ধীরে ধীরে একটী মূর্ত্তি উত্থিত হইল। তাহার দক্ষিণ হস্তে একটী গদা স্থিত এবং মুখে কেবল মার! মার! শব্দ ধ্বনিত। দেবতারা তাঁহার নাম প্রমার রাখিলেন এবং আবু, ধরা ও উজ্জয়িনী তাহার হস্তে অর্পণ করিলেন।

"অনন্তর তাঁহারা ব্রহ্মাকে নিজ অংশ হইতে একটী বীর সৃষ্টি করিতে প্রার্থনা করাতে ভগবান পিতামহ একটী প্রতিমা প্রস্তুত করিয়া অনলকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলেন, অমনি তাহা হইতে একটী মূর্ত্তি উদ্গত হইল; তাহার এক হস্তে খড়্গ, অপর হস্তে বেদ এবং গলদেশে যজ্ঞসূত্র। তিনি চুলুক বা শোলাঙ্কি নামে অভিহিত হইলেন এবং অনহলপুর পত্তন তদীয় হস্তে অর্পিত হইল।

"রুদ্র একটী তৃতীয় বীর সৃষ্টি করিলেন। পুত্তলিটী গঙ্গাজলে সিক্তিত হইল। অনন্তর মন্ত্র পঠিত হইবা মাত্র এক ধনুর্দ্ধর অসীত মূর্ত্তি উদ্ভূত হইল। দেবগণ তাহাকে দৈত্যসমরে প্রেরণ করিলেন; কিন্তু যুদ্ধযাত্রা-কালে তাহার পদস্খলিত হওয়াতে সে পুরীহার নামে অভিহিত হইয়া দ্বাররক্ষকরূপে নিয়োজিত হইল। দেবতারা তাহাকে মরুভূমির নয়টী নিবসতি দান করিলেন।

"চতুর্থ বীর বিষ্ণুকর্ত্তৃক সৃষ্ট হইল। সে মূর্ত্তিটী ভগবানেরই অনুরূপ। তাহার চারিটী হাত, প্রত্যেক হাতে এক একখানি অস্ত্র শোভিত; দেবতারা তাহার নাম

চতুর্ভুজ চৌহান রাখিলেন এবং মকাবতী নগর তাহার হস্তে অর্পণ করিলেন। দ্বাপর যুগে গড়মণ্ডল এই নামে প্রসিদ্ধ ছিল।

"দৈত্যগণ এই সকল অনুষ্ঠান দেখিতেছিল; সে সময়ে তাহাদের দুইজন সেনাপতি সেই অনলকুণ্ডের নিকটে দণ্ডায়মান ছিল। পুনর্জীবন ব্যাপার সম্পন্ন হইলে নবসৃষ্ট বীরগণ দৈত্যগণের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেন। অচিরে একটী ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হইল, কিন্তু দানবগণের শোণিত ধরাতলে পতিত হইবামাত্র নূতন নূতন দৈত্য জন্মিতে লাগিল। তখন সেই কুলচতুষ্টয়ের অধিষ্টাত্রী দেবতাগণ দৈত্যদিগের শোণিত পান করিতে লাগিলেন; তাহাতে দানবগণ পরাস্ত হইল এবং অনিষ্ট কমিয়া গেল। সেই চারিটী অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম,—

চোহানকুলের—আশাপূর্ণা,
পুরীহারকুলের—গাজনমাতা,
শোলাঙ্কীকুলের—কিয়ঞ্জমাতা,
প্রমারকুলের—শঙ্কেরমাতা।

দৈত্যকুল বিনষ্ট হইলে দেবগণের আনন্দরোলে গগন বিদীর্ণ হইল। স্বর্গ হইতে অমৃত বৃষ্টি হইতে লাগিল এবং অমরগণ পরমানন্দে উৎফুল্ল হইয়া আকাশে স্ব স্ব রথ চালনাপূর্ব্বক ত্রিদিবধামে প্রতিগত হইলেন।"

মহাকবি চাঁদভট্ট বলেন, "ষট্‌ত্রিংশৎ রাজকুলের মধ্যে অগ্নিকুল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; অবশিষ্টগুলি রমণীগর্ভে সঞ্জাত; কিন্তু অগ্নিকুল ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক সৃষ্ট। চৌহানদিগের গোত্রাবলি—সামবেদ, সোমবংশ, মাধুনি শাখা, বাৎস্য গোত্র, পঞ্চ পুরাওয়ার জন্থ, লক্ষনকরি নেকা, চন্দ্রভাগা নদী, ভৃগুনিশান, অশ্ব-কা-ভবানা, বামুন-পুত্র, কাল-ভীরু, আবু-অচলেশ্বর মহাদেও, চতুর্ভুজ চোহান।"

সনাতন হিন্দুধর্ম্ম ও ভারতভূমিকে দানবদিগের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য দেবতা ও ব্রাহ্মণগণ কোন্ সময়ে যে এই সমস্ত আগ্ন্য বীরগণকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা নিরূপণ করা কঠিন; প্রধান প্রধান ভট্টগ্রন্থ সমূহে লিখিত হইয়াছে যে, ত্রেতাযুগে এই মহৎ সংস্কার সাধিত হইয়াছিল। কিন্তু এ কথা কতদূর যুক্তিসঙ্গত, তাহা আমরা তর্ক করিব না। অপিচ, ভট্টগণ যে, অনহল চোহান এবং মকাবতীর প্রতিষ্ঠাতা ও কঙ্কানবিজেতা শতপতির মধ্যবর্ত্তী কালে মহাভারতোক্ত রাজা শল্যকে স্থাপন করিয়াছেন, তাহা লইয়াও বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইব না। কেননা এ সকল বিবরণ যেরূপ নিবিড় কল্পনাজালে জড়িত, তাহাতে তৎসমস্ত আবরণ উন্মোচন করিয়া প্রকৃত বিষয় উদ্ধার করা সহজ নহে। উক্ত শতপতির টণ্টুরপাল নামে অন্যতম ভ্রাতা আশির ও গোয়ালকুণ্ড জয় করিয়া প্রত্যেক দেশে স্বীয় বিজয়পতাকা স্থাপন এবং জলবহনার্থ নরশত হস্তী নিয়োগ করিয়াছিলেন।

এই অগ্নিকুলের বিস্তৃত বিবরণে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আমরা একবার ইহাদের সম্ভববৃত্তান্ত আলোচনা করিয়া দেখিব। এই বীরচতুষ্টয় বস্তুত কি দুর্গাপুওত্রি হইতে সৃষ্ট

হইয়াছিলেন ? না ধর্ম্মগুরু ব্রাহ্মণগণ ম্লেচ্ছগ্রাস হইতে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম ও মাতৃভূমিকে রক্ষা করিবার জন্য ভারতবর্ষীয় আদিম অধিবাসী অথবা শাকদ্বীপীয় কোন বিশেষ বংশ হইতে তাঁহাদিগকে সংস্কৃত করিয়া লইয়াছিলেন ? ইহাঁদের সম্ভবসম্বন্ধে যেরূপ বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা অনুশীলন করিলে শেষোক্ত যুক্তিটীকে সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। এ বিষয়ে আদিম নিবাসী ও শাকদ্বীপীয়গণের অবয়ব আলোচনা করিলে এই তর্কের মীমাংসা হইবে। আদিম অধিবাসিগণ কৃষ্ণবর্ণ ও খর্ব্বাকৃতি; এবং আর্য্যগণ তাহাদিগকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন; অগ্নিকুলের বীরগণ গৌরবর্ণ, উন্নত কান্তদেহ; পারদ-রাজকুলের সহিত ইহাঁদের সমূহ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাঁদের কাব্য সমূহে বীররসের যে সকল সুন্দর ভাব নিহিত আছে, প্রাচীন শকগণের বীররসাত্মক কাব্যে ঠিক সেইরূপ ভাব লক্ষিত হইয়া থাকে। সেই সকল ভাব ও বীরাচার অগ্নিকুলের অস্থি-মজ্জার সহিত মিশ্রিত; এমন কি ব্রাহ্মণগণ শত চেষ্টা করিয়াও তাহাদিগকে শাকভীয় আচার ব্যবহার হইতে বিচ্যুত করিতে পারেন নাই।

চারিটী অগ্নিকুলের মধ্যে চৌহানগণই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিস্তৃত রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু প্রামারগণের প্রতাপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এদিকে চৌহানগণের বিশাল রাজ্য অতিকষ্টে আবিষ্কার করা যায়। যে সময়ে প্রামারগণের গৌরব-তপন মধ্যাহ্নগগনে স্থিত, তখন চৌহানদিগের প্রভাবজ্যোতি অস্তমিত। আরও যদি মহাকবি চাঁদভট্টের কথায় কাহারও অবিশ্বাস না জন্মে, তাহা হইলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, বিক্রম শকের অষ্টম শতাব্দীতে চৌহানগণ ত্রৈলঙ্গ প্রদেশের প্রামারদিগকে প্রধান বলিয়া স্বীকার করিত। চৌহানবীর পৃথ্বীরাজের অমানুষিক অবদানে চৌহানকুল একবার জলন্ত তেজে উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল, সত্য, কিন্তু তাহা অল্পদিনের জন্য; পৃথ্বীরাজের পতনের সহিত সেই তেজ, সেই গৌরবগরিমা সমাধিনিহিত হইল। আজি সে গৌরবকাহিনী পুরাণ-কথার স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে।

প্রসিদ্ধ চৌহান রাস গ্রন্থে লিখিত আছে "রাজাধিষ্ঠান মকাবতী নগরী হইতে স্বামীধর্ম্মের জয়রব দ্বিপঞ্চাশৎ নগরে প্রতিধ্বনিত হইল। চৌহানবীর নিজ অমিত ভুজবলে টাট্টা, মুলতান, পেশোর, * লাহোর, † এমন কি ভদ্রির পর্ব্বত মালা পর্য্যন্ত জয়

* অনেকে পেশোয়ারকে মুসলমান প্রদত্ত নাম বলিয়া স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন পারসিক পেস (অগ্রবর্ত্তী) ও আওয়ার (অধিনিবেশ) হইতে ইহার উৎপত্তি। বাস্তবিক ইহা অনেক দিন হইতে প্রান্ত দুর্গ রূপে রহিয়াছে; কিন্তু আর অধিক দিন থাকিবে কিনা, সন্দেহ। রুষ-ভল্লুক-ভয়ে ব্রিটিষ সিংহ হয়ত ইহা হইতে ছাউনি উঠাইয়া কান্দাহারে লইয়া যাইবেন। পেশোয়ারকে কেহ কেহ মহারাজ পুরুর রাজ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করে।

† গত আষাঢ় মাসে সঙ্কলয়িতা স্বপ্রণীত "জয়াবতীর" কোন একটী ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কার করিবার জন্য পঞ্জাব প্রদেশে যাত্রা করিয়াছিলেন। তথায় মাসাধিক কাল অতিবাহিত হওয়াতে নানা উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক বিবিধ উপকরণাবলি সংগ্রহ করিয়া তিনি লাহোরের একখানি স্বতন্ত্র ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছেন। লাহোরের উৎপত্তি ও ইতিহাস সম্বন্ধে যাহা কিছু ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহা অতি সামান্য; এমন কি তাহাতে লাহোরের সামান্য ধারণা মাত্রও পাঠকের মানসপটে অঙ্কিত হইবার উপায় নাই। ভগবান্ রামচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র লবের সময় হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত কত সহস্র বৎসর অতীত

করিলেন। অসুরকুল ভয়াকুলচিত্তে চারিদিকে পলায়ন করিল এবং সেই আগ্নি বীরের প্রভুত্ব দিল্লি ও কাবুলে স্থাপিত হইল। অনন্তর তিনি মাল্লানীদিগের হস্তে * নেপাল রাজ্য অর্পণ করিলেন এবং দেবকুলের আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া পরমানন্দ সহকারে মকাবতী রাজ্যে প্রত্যাগত হইলেন।"

চৌহানের বিপুল বিক্রম ও তেজস্বিতায় সেই পবিত্র অগ্নিকুল ক্রমে ক্রমে উজ্জ্বলতর হইতে লাগিল—তাঁহাদের লীলাভূমি মকাবতী নগরীও দেখিতে দেখিতে অধিকতর শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠিল। অল্প দিন পরেই অজপাল নামা জনৈক প্রতিষ্ঠাবান্ বীর কতিপয় সৈনিক ও সামন্ত সমভিব্যাহারে মকাবতী পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং অজয়মেরু জনপদে তারাগড় নামক দুর্গ স্থাপন করিয়া অক্ষুণ্ণ প্রতাপে কাল যাপন করিতে লাগিলেন, অজপালের † কীর্ত্তি ও অবদান পরম্পরা ইতিহাসের প্রতি পত্রে স্বর্ণ অক্ষরে বিরাজ করিতেছে। স্বীয় প্রচণ্ড ভুজবিক্রমের সাহায্যে তিনি রাজচক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন। কথিত আছে, তিনি একটী শক স্থাপিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা যে কোন্‌টী অদ্যাবধি তাহা স্থির করিতে পারা যায় নাই। যতদিন না তদীয় কীর্ত্তিকলাপের জ্বলন্ত সাক্ষ্য সমস্ত শিলালিপি ও তাম্রশাসন ঐতিহাসিকের অধিগত হইতেছে, ততদিন তাঁহার প্রতিষ্ঠিত অব্দের কিছুই সিদ্ধান্ত করিতে পারা যাইতেছে না। ভারতের সর্ব্বত্র তারাগড়পতির কীর্ত্তিভাতি বিভাসিত হইল। তিনি দানবকুলের ভীতিস্বরূপ হইয়া রাজ্য করিতে লাগিলেন। বর্ণিত আছে, অজপাল নিঃসন্তান ছিলেন এবং নিজ কুলকে অনন্ত বিনাশ হইতে রক্ষা করিবার জন্য মকাবতী হইতে পৃথ্বী পাহার নামক জনৈক ব্যক্তিকে দত্তক পুত্র রূপে গ্রহণ করেন। তৎকালে রাজপুত সমাজে বহুবিবাহ প্রথা বড় বেশি প্রচলিত ছিল না; সেই জন্য পৃথ্বী পাহার একটী মাত্র বিবাহ করিয়াছিলেন। সেই রমণীর গর্ভে তাঁহার চতুর্ব্বিংশতি পুত্র সঞ্জাত হয়। সেই সমস্ত

হইয়া গিয়াছে; এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে কত প্রাচীন নগর রসাতলে প্রোথিত হইয়াছে; আজি তাহাদের সামান্য চিহ্ন মাত্রও নাই। কিন্তু লাহোরের সম্বন্ধে ইহার ঠিক বিপরীত কথা। শত সহস্র ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রচণ্ড তরঙ্গাভিঘাত সহ্য করিয়াও লোহকোট নিজ প্রাচীনত্বের নিদর্শন সমুহ রাখিতে পারিয়াছে। নূতন নগরের আবির্ভাবে ইহার প্রাচীন গৌরবের নিদর্শন বিনষ্ট হইয়াছে; কিন্তু প্রাচীনত্বের নিদর্শন দেদীপ্যমান রহিয়াছে। মির্যামির, ইচড়া, মোজঙ্গ ও বর্ত্তমান সহরের মধ্যস্থলে স্থানে স্থানে যে রাশি রাশি ভগ্নাবশেষ ধরিত্রীর গর্ভে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিতেছে, তৎসমুদায় খনন করিতে পারিলে তাহাদের অভ্যন্তর হইতে হয়ত অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতে পারে। হিন্দুরাজত্বকালে প্রাচীন লাহোরে যে সমস্ত মন্দির ও চৈত্যাদি স্থাপিত হইয়াছিল, এখন একমাত্র "ভৈরুকা স্থান" তাহাদের মধ্যে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। ইহার সমস্ত বিবরণ লাহোরের ইতিবৃত্তে প্রকটিত হইবে।

* মাল্লানী চোহান কুলের একটী শাখা মাত্র। মহাত্মা টড সাহেব অনুমান করেন, যে মল্লি-উপাধিক যে ব্যক্তি বীরবর সেকেন্দরের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, হয়ত তিনি মাল্লানী কুলে জন্মিয়াছিলেন। এতৎকুল এক্ষণে নির্ম্মূল।

† লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায় যে, অজবীরের প্রতিষ্ঠাত্রা অজ পালন করিতেন বলিয়া তাঁহার নাম অজপাল; এবং সেই অজপাল হইতে অজমির নাম। কিন্তু একথা কতদূর যুক্তিসিদ্ধ, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

রাজপুত্রগণের গোষ্ঠি রাজবারার সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িল, প্রথিতনামা মাণিকরায় তাঁহাদের একজনের বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মাণিকরায়ের জলন্ত কীর্ত্তিবিভায় অগ্নিকুল উজ্জ্বলিত হইয়াছে,—চৌহানের ইতিহাস তমসাময় কুহর হইতে আলোকে আনীত হইয়াছে। গল্প ও কল্পনার মোহন আবরণে সেই সমস্ত বিবরণ আচ্ছন্ন রহিয়াছে সত্য, কিন্তু একটু চেষ্টা করিলেই সেই সমস্ত কল্পনা জাল বিযুক্ত করা যায়;—তখন ঐতিহাসিক সত্য সহজেই আবিষ্কৃত হইয়া পড়ে। ভট্টগ্রন্থে বর্ণিত আছে, চৌহানবীর মাণিকরায় সম্বৎ ৭৪১ (খৃঃ ৬৮৫) অব্দে অজমীরের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। সেই সময়েই রাজপুতানার উপর মুসলমানগণের উৎক্রোশদৃষ্টি সর্ব্বপ্রথম পতিত হয়।

হিজিরার ত্রিষষ্টিতম বৎসরে ইসলামের নূতন ধর্ম্ম এক বিকট তেজে বলীকৃত হইয়া উঠে। চারিদিকেই ধর্ম্মপ্রচারক,—চারিদিকে মহম্মদের অর্দ্ধচন্দ্র-শোভিত বিজয় বৈজয়ন্তী,—চারিদিকেই ধর্ম্মপ্রচারকগণের বিকট উৎসাহনাদ। তাহাদের আত্মত্যাগ, অধ্যবসায় ও নিষ্ঠূরতায় সমস্ত আশিয়াখণ্ড কাঁপিতে লাগিল, সকলেই আপন আপন পিতৃপুরুষগণের ধর্ম্ম অব্যাহত রাখিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। মুসলমানগণের সেই নবীন তেজোবিকাশকালে তাহাদের জলন্ত ধর্ম্মানুরাগ ভারতের পশ্চিমপ্রান্তস্থিত বিকট শৈলমালা ভেদ করিয়া আর্য্যাবর্ত্তে প্রবেশ করিল। রোষেণ আলি ধর্ম্মপ্রচারকরূপে ভারতবর্ষে উপস্থিত হইল। একদা সেই নবীন প্রচারক অজমীরের সন্নিকটস্থ কোন স্থলে মহম্মদের ধর্ম্মসূত্র গুলি ব্যাখ্যা করিতেছে, এমন সময়ে জনৈক গোপ রাজার নবনীত লইয়া রাজভবনাভিমুখে যাইতেছিল। রোষেণ সেই নবনীতভাণ্ড স্পর্শ করিল। ম্লেচ্ছস্পর্শে কলঙ্কিত বলিয়া তাহা তখনই দূরে নিক্ষিপ্ত হইল। অচিরে এই সমাচার রাজার গোচরিত হইলে তিনি ক্রোধে অন্ধ হইয়া সেই দাম্ভিক মুসলমানের অঙ্গুষ্ঠ ছেদন করিতে আদেশ করিলেন। অবিলম্বে তাঁহার অনুজ্ঞা পরিপালিত হইল। "অতঃপর ছিন্ন অঙ্গুলি শূন্যপথে উড্ডীন হইয়া মক্কায় উপস্থিত হইল এবং রাজপুত পৌত্তলিক নৃপতির অত্যাচার কাহিনী রাজ সমীপে প্রমাণিত করিল।" মুসলমান নৃপতি প্রতিশোধ লইবার জন্য তখনই একটি বিশাল সেনাদল প্রেরণ করিলেন। সেই প্রকাণ্ড যবনবাহিনী অশ্ববিক্রেতার ছদ্মবেশে সিন্ধুদেশ হইয়া নিরাপদে ভারতে প্রবেশ করিল। অতঃপর অজমীরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহারা নিজ মূর্ত্তিতে দেখা দিল এবং অতর্কিত ভাবে রাজা দুলা রায় ও তৎ পুত্রকে আক্রমণ করিয়া সংহার করিল।* গড়বিটলি তাহাদের হস্তে পতিত হইল। দুলারায় অসুর কুলের হস্তে নিহত হইলেন; তাঁহার একমাত্র পুত্র সপ্তমবর্ষীয় লোট দুর্গপ্রাকারের শিরোদেশে খেলা করিতেছিল, এমন সময়ে শত্রুকুল তীর নিক্ষেপ করিয়া তাহাকেও বধ করিল†।

---

* রাজস্থান, ১ম খণ্ড, ১০৪ পৃষ্ঠা হইতে ১০৯ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত এই সকল যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ আছে।

† ইতিপূর্ব্বে (রাজস্থান, ১ম খণ্ড ১০৬ পৃষ্ঠা টীকায়) বর্ণিত হইয়াছে যে, লোট মাণিকরায়ের পুত্র কিন্তু এস্থলে দেখিলাম তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। এস্থলে কোন্‌টি সত্য, তাহা নিরূপণ করা

৭ মুসলমানগণ কর্ত্তৃক অজয় দুর্গ অধিকৃত হইলে লোটের পিতৃব্য মাণিকরায় সম্বৎ ৭৪১ অব্দে শম্বরে পলায়ন করিলেন। কিন্তু তিনি সেখানেও নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। জয়োন্মত্ত যবনগণ তাঁহার অনুসরণ পূর্ব্বক সেই প্রদেশেও উপস্থিত হইল। মাণিকরায় বিষম বিপদে পড়িয়া চোহান কুলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শাকম্ভরীর শরণ লইলেন। অমনি দেবী আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে অভয় দান পূর্ব্বক আশ্বাস বাক্যে কহিলেন "মাণিক! তুমি ভয় খাইও না; আমি যেস্থানে দাঁড়াইয়া আছি, এই স্থল হইতে আরম্ভ করিয়া আজিকার ভিতর তুমি অশ্বারোহণে যতদূর ক্ষেত্র প্রদক্ষিণ করিতে পারিবে তত দূর ভূমি তোমার রাজ্য হইবেই হইবে। কিন্তু দেখিও এই স্থলে ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বে কখনও পশ্চাদ্ভাগে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিও না।" ভগবতীর বাক্যে আশ্বাসিত হইয়া মাণিকরায় নিজ তুরঙ্গ তাড়িত করিলেন, কিন্তু সেই প্রতিষেধ বাক্য বিস্মৃত হওয়াতে অভীষ্ট জয় লাভে সফল হইতে পারিলেন না। অশ্বকে কিয়দ্দূর চালিত করিয়াই তিনি পশ্চাতে নয়ন পাত করিয়াছিলেন। পরিশেষে যখন তিনি সেই নির্দ্দিষ্ট স্থলে প্রত্যাগত হইলেন, তখন দেখিলেন, দেবী অন্তর্হিত এবং সেই সমস্ত প্রদেশ কট লবণ সলিলে পরিপূরিত। মাণিক রায় সেই জলরাশিকে ভগবতী শাকম্ভরীর নামে অভিহিত করিলেন। এইরূপে শম্ভর হ্রদ উদ্ভূত হইয়াছিল।

মুসলমানগণ অজয়মেরু অধিকার করিল বটে, কিন্তু তাহা তাহাদের হস্তে অধিক দিন রহিল না। চৌহান বীর মাণিক রায় অল্পদিনের মধ্যেই সেনাবল পুনঃ সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে দূর করিয়া দিলেন। তিনি একজন উপযুক্ত নরপতি ছিলেন। ভট্টগ্রন্থে ও লোককাহিনীমালায় তাঁহার বীরত্ব, মহত্ত্ব, ও উদারতার অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। মাণিক রায় উদিচ্য চৌহানগণের আদি পুরুষ। তাঁহার অনেক গুলি সন্তান সন্ততি প্রসূত হইয়াছিল। তাহাদের প্রত্যেক হইতে পশ্চিম রাজবারার এক একটী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গোষ্ঠি স্থাপিত হইয়াছে। আজি সেই সমস্ত গোষ্ঠি এক একটি বিশাল কুলে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু তাহাদের সেই পূর্ব্ব প্রতাপ ও তেজস্বিতার কিছুমাত্র নিদর্শন বিদ্যমান নাই। যে মাণিক রায় নিজ ভূজবলে প্রচণ্ড যবনগণের প্রথম আক্রমণ রোধ করিয়াছিলেন, যাঁহার বংশধরগণ স্বদেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়া খীচি ও হার প্রভৃতি কুলপরম্পরাকে পবিত্র করিয়া গিয়াছেন, আজি তাঁহার বর্ত্তমান সন্ততিগণ প্রভাত নক্ষত্র রাজির ন্যায় নিতান্ত দীন ভাবে কালযাপন করিতেছে। আজি সেই খীচি, সেই হার, সেই মোহী, সেই নরভান, বাহুরিয়া, ভৌরীচ, ধুনৈরিয়া ও বাগ্রিচা সান্ধ্যগগনে লীয়মান রশ্মিরেখার ন্যায় আপনাদের পিতৃপুরুষগণের পূর্ব্ব গৌরব স্পষ্টভাবে সপ্রমাণ করিতেছে। এই সমস্ত রাজপুতকুলের মধ্যে খীচিগণ সিন্ধুসাগর নামক প্রসিদ্ধ দোয়াবের অন্তর্গত আটষট্টি ক্রোশ ভূমি অধিকার করিয়াছিল। আজি সেই বিশাল ক্ষেত্র চিহ্নট ও

কুটিন। একখানি ভট্টগ্রন্থে লিখিত আছে যে, "শিবের নির্ব্বন্ধ ক্রমে চোহান বংশীয় হুনা রাওয়ের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী লোটদেব জ্যৈষ্ঠ মাসের দ্বাদশ দিবস সোমবাসরে স্বর্গ গমন করেন।"

সিন্ধুদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। খীচপুর পত্তন * এই খীচিকুলের রাজধানী। হারগণ হেরিয়াণো নামক জনপদে আশি (হাঁশি) স্থাপন করিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত গবালকুণ্ড † ইহাদের একটি শাখাকুল কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠাপিত হয়। মোহিলগণ নাগোরের চতুঃপার্শ্বস্থ অনেক গুলি ভূমিসম্পত্তি অধিকার করে। ভাদোরিয়গণ চম্বলতীরে একটি জাইগীর পাইয়াছিল, আজি তাহা তাহাদের সন্তান সন্ততিগণের অধিকারে রহিয়াছে। তৎপ্রদেশ ভাদুরিয় নামে প্রসিদ্ধ। ধুনৈরীয়গণ শাহাবাদে এবং বাগ্রিচাগণ নাদোলে ‡ অবস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহারা কখনও চৌহান নাম পরিহার করে নাই।

ভারতবর্ষীয় মরুভূমির স্থানে স্থানে চৌহানবীর মাণিক রায়ের অনেক সন্তান সন্ততি আপনাদের অদৃষ্টতরু রোপণ করিয়াছিল। তন্মধ্যে কেহ অধীন, কেহ বা স্বাধীন। কেহ বা প্রভুর পদলেহন করিয়া জীবন ধারণ করিত, কেহ নিজ ভুজবলের সাহায্যে স্বাধীন জীবন সম্ভোগ করিয়া সন্তোষসুধাপানে তৃপ্ত হইয়া থাকিত। তাহাদের বিবরণ এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম না। স্বতন্ত্র গ্রন্থে তাহার যথাযোগ্য অনুশীলন করা যাইবে। একটী তালিকায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, মহারাজ মাণিক রায় হইতে বিশাল দেব পর্য্যন্ত একাদশ জন নরপতি রাজত্ব করিয়াছিলেন। একমাত্র হর্ষরাজ ভিন্ন আর তাঁহারা সকলেই অপ্রসিদ্ধ। সুতরাং তাহাদের জীবনী আলোচনা করিবার আবশ্যকতা নাই। হামির রাসা ও জৈগার তালিকা উভয় গ্রন্থেই এই হর্ষরাজের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। সেই দুই খানি গ্রন্থের সার সঙ্কলন করিলে জানা যায় যে, হর্ষরাজের প্রভুতা আবু ও আরাবলি পর্ব্বত হইতে পূর্ব্বে চর্ম্মণ্বতী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। সম্বৎ ৮১২ হইতে সম্বৎ ৮২৭ (হিঃ ১৩৮ হইতে ১৫৩ পর্য্যন্ত) অব্দ পর্য্যন্ত তিনি রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং স্বীয় অমিত ভুজ-বল-প্রভাবে অসুর দিগকে সংহার করিয়া অরিমর্দ্দন উপাধি লাভ করেন। তাঁহার অমূল্য জীবন মাতৃভূমির জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে বিনষ্ট হয়। ফেরিস্তায় বর্ণিত আছে "হিজিরা ১৪৩ অব্দে মুসলমানগণ

---

* বাবর ইহাকে খীচ-কোট নামে বর্ণন করিয়াছেন।

† প্রসিদ্ধ গোলকুণ্ড এই নামে অভিহিত হইয়াছে।

‡ নাদোল একটী প্রাচীন ও অতি প্রসিদ্ধ নগর। সম্বৎ ১০৩৯ (খৃঃ ৯৮৩) অব্দে রাও লক্ষ্মণ নামে জনৈক নরপতি ইহার (নাদোলের) সিংহাসনে সমারূঢ় ছিলেন। তিনি নেহারবালার নৃপতিগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ এরূপ প্রতাপশালী ছিলেন যে, মিবারের অধিপতিও তাঁহাকে কর দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

লক্ষ্মণ নিজ তেজোবলে যবনবীর শবক্তেগি ও মাহ্‌মুদের বিদ্বেষনয়নে পতিত হইয়াছিলেন। তাহারা পিতাপুত্রেই তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া তদীয় রাজ্য ছারখার করিয়াছিল। নাদোলের সমস্ত গৌরব বিনষ্ট হইয়া গেল ;—নাদোল শ্মশানে পরিণত হইল। কিন্তু ইহা আবার উঠিতে পারিয়াছিল। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আল্লাউদ্দীনের বিরুদ্ধে নাদোল হইতে অনেকগুলি বীর যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা কেহই গৃহে প্রত্যাগত হয়েন নাই। যেদিন ভারতমাতার চরণে সাহাবুদ্দীন কর্ত্তৃক দাসত্বনিগড় অর্পিত হইল, সেইদিন হইতে নাদোলের রাজকুল যবন সাম্রাজ্যের অধীনে সামন্তত্ব স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। কেননা ইহাদের প্রচারিত মুদ্রায় একদিকে দেবনাগরি অক্ষরে ইহাদের রাজার, অপর দিকে পারসিক বর্ণে যবন সম্রাটের নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রচণ্ড প্রতাপশালী হইয়া উঠিল। আপনাদের বলদর্পে দর্পিত হইয়া তাহারা পর্ব্বতবাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্মন, পেশোর, ও নিকটবর্ত্তী অন্যান্য প্রদেশ অধিকার করিল। তৎকালে আজমিররাজার জনৈক কুটুম্ব লাহোরের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। দুর্দ্ধর্ষ আফগানগণের প্রচণ্ড আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য তিনি স্বীয় ভ্রাতাকে তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। একে আফগানগণের বিপুল সেনাবল, তাহাতে আবার তাহারা খিলজি, ঘোরী ও কাবুলী প্রভৃতি নবদীক্ষিত মুসলমানগণের সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ক্রমাগত পাঁচ মাস ধরিয়া সত্তরটী যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে কাফেরগণই (হিন্দুগণই) পরাজিত হইল। কিন্তু শীতকাল পুনরাগত হইবা মাত্র তাহারা নববলসংগ্রহ করিয়া পুনর্ব্বার মুসলমানদিগের সম্মুখীন হইল। পেশোয়ার ও কর্ম্মানের মধ্যভাগে উভয় দল পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া দণ্ডায়মান হইল। কখনও কাফেরগণ কোহিস্থান (পর্ব্বত প্রদেশ) পর্য্যন্ত সেনাদল চালিত করিয়া মুসলমানদিগকে তাড়িত করিয়া দিল, কখনও বা মুসলমানগণের নিক্ষিপ্ত নিশিত শরপাতে ব্যথিত হইয়া আপনাদের সীমামধ্যে পলাইয়া আসিল।”

স্বরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া এই সকল সুদূর প্রদেশে আজমিরপতি ম্লেচ্ছদিগের সহিত যুদ্ধ করিতেন কি না, ভট্টগ্রন্থে তাহার কোন বিবরণই পাওয়া যায় না। হামির রাসায় বর্ণিত আছে যে, হর্ষরাজের মৃত্যুর পর কুজগনদেব নামা জনৈক ব্যক্তি অজয়মেরুর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। কুজগন দেবের অধিকার-সীমা ভুটনের পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি নাজিরুদ্দীনকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তাহার নিকট হইতে দ্বাদশ শত অশ্ব জয় করেন এবং স্বীয় জয়লাভের নিদর্শন স্বরূপ “সুলতানগ্রহ” নাম ধারণ করিয়াছিলেন। হিন্দুবৈরী মাহ্‌মুদের জনক প্রসিদ্ধ শবক্তেগিঁ এই নাজিরুদ্দীন নামে অভিহিত ছিলেন।

হর্ষরাজের কতিপয় পুরুষ পরে খ্যাতনামা বিশালদেব আজমিরের সিংহাসনে আরূঢ় হইলেন। ইঁহাদের উভয়ের মধ্যবর্ত্তী কালে যে কয়েকজন নরপতি চোহানকুলের শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন, তাঁহারা বিশেষ প্রসিদ্ধ নহেন। তবে তাঁহাদের সকলেই স্বদেশরক্ষার্থ মুসলমান বিরুদ্ধে অসি ধারণ করিয়াছিলেন। হারকুলের ভট্টগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিশালদেবের পিতার নাম ধর্ম্মগজ; কিন্তু জয়গা-প্রণীত তালিকায় তাঁহার নাম বিলনদেব বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই বিলুনদেবের রাজত্বকালেই মাহ্‌মুদ শেষবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করে। বিশালদেবের বীরজনক নিজ ভুজবলে সেই আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া যবনরাজকে আজমির হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। এই মহৎ অবদানেই বিলুনদেব স্বীয় অমূল্য জীবন উৎসর্গ করেন। বিশালদেবের মহনীয় চরিত্র সম্বন্ধে ভট্টগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আমরা আর একজন চৌহান বীরের পবিত্র জীবনী সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। এই বীর্য্যবান্ রাজপুতের নাম গোগা।

যেদিন দুর্দ্ধর্ষ মাহ্‌মুদ স্বীয় প্রচণ্ড বীর্য্যানলে ভারতের পশ্চিম প্রদেশ বিদগ্ধ করিয়া পঞ্চনদ প্রদেশে প্রথম প্রবেশ করে, সেই দিন বীরবর গোগা তাঁহার অলন্ত তেজ

প্রতিরোধ করিবার নিমিত্ত যে লোকবিস্ময়কর বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার নাম রাজপুতসমাজে প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে; তাঁহার পবিত্র বংশ চৌহানের আদর্শ হইয়াছে। বীরবর গোগা বাচ নামক জনৈক প্রসিদ্ধ নরপতির ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন। সমস্ত জঙ্গলদেশ তাঁহার অধিকারে ছিল। তাঁহার রাজধানীর নাম মিহির। মিহির "গোগা-কা মৈরি" নামে অভিহিত। ইহা শতদ্রুতীরে স্থাপিত। যবনাক্রমণ হইতে এই রাজধানীকে রক্ষা করিবার জন্য গোগা স্বীয় ৪৫ জন পুত্র এবং ৬০ জন ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ উৎসর্গ করেন। এই ভয়াবহ যুদ্ধ নবমী তিথি রবিবার দিবসে সংঘটিত হয়। বীরবর গোগা স্বদেশের জন্য যে অদ্ভুত বীরত্ব ও বিস্ময়কর আত্মত্যাগ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার নাম স্বদেশপ্রেমিক সন্ন্যাসিগণের উচ্চ আসনে স্থান পাইয়াছে। আজিও ছত্রিশ রাজকুল তাঁহাকে সেই নবমী দিবসে ভক্তি সহকারে পূজা করিয়া থাকে। রাজস্থানের প্রায় সর্ব্বত্রই—বিশেষতঃ মরুভূমির মধ্যে তাঁহার সমূহ আদর দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষীয় মরুভূমির এক প্রদেশ আজিও "গোগা-কা থল" নামে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। বীরবর গোগার রণতুরঙ্গও তাহার প্রভুর অনুরূপ ছিল। সেই অশ্বের নাম যবদীয়া *। গোগার সহিত যবদীয়া নামও অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। আজিও রাজপুতগণ নিজ নিজ যুদ্ধাশ্বকে উক্ত নামে অভিহিত করিয়া থাকে।

যেদিন দুর্দ্দান্ত মাহ্‌মুদ মরুভূমির ভিতর দিয়া মুলতান হইতে যাত্রা করে, সেইদিন বোধ হয় তাহার শেষ অভিযান। সেই পাষণ্ড যবন বীর নিজ বিজয়িনী সেনা লইয়া আজমির অবরোধ করিল। আজমিরের অধিপতি তখন স্বনগর পরিত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষার্থ পলায়ন করিলে মুসলমান সৈন্যগণ নগর ও তাহার চতুঃপার্শ্বস্থ গ্রাম পল্লী সমূহ লুণ্ঠন করিতে লাগিল। কিন্তু দুর্জ্জয় গড়বিটলি দুর্গে তাহার আক্রমণ প্রতিরুদ্ধ হইল। মাহ্‌মুদ তথায় দলিত, বিত্রাসিত ও আহত হইয়া নাদোলের অভিমুখে পলায়ন করিল। কিন্তু তাহার ক্রূর প্রকৃতি কিছুতেই বিনষ্ট হইবার নয়। হিন্দুদিগের সর্ব্বনাশ করিতে পারিলে সে সুযোগ পরিত্যাগ করিত না। নাদোলে উপস্থিত হইয়াই তন্নগরকে ধ্বংস করিল এবং লুণ্ঠিত দ্রব্যজাত লইয়া নেহারওয়ালা জয় করিয়া লইল। তাহার কঠোর অত্যাচারে হিন্দুগণ নিরতিশয় নিপীড়িত হইলেন। তাঁহারা সকলে দৃঢ় একতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া সেই পাষণ্ড হিন্দুবৈরীকে দমন করিতে মনস্থ করিলেন।

হিন্দুমুসলমানে এই ঘোরতর সংঘর্ষ কালে চৌহানবীর বিশালদেব আবির্ভূত হয়েন। তাঁহার বীরত্ব ও অবদান পরম্পরা লইয়া মহাকবি চাঁদভট্টের একটী সর্গ পরিপূরিত হইয়াছে। দুর্দ্ধর্ষ যবন বীরের অত্যাচার প্রতিরোধ করিতে একমত হইয়া রাজপুত

* চারণ গায়কদিগের মুখে শুনিতে পাওয়া যায় যে, গোগা অপুত্রক হওয়াতে অত্যন্ত খেদ করিতেন। তাঁহার বিলাপে দয়ার্দ্র হইয়া তাঁহার কুলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তাঁহাকে দুইটী যব প্রদান করেন। গোগা সেই দুইটীর মধ্যে একটী নিজ সহধর্ম্মিণীকে, অপরটী ঘোটকীকে খাইতে দেন। সেই ঘোটকীর গর্ভে যবদীয়া সম্ভূত হয়।

নৃপতিগণ বীরবর বিশালদেবকে প্রধান সেনাপতি পদে বরণ করলেন। একমাত্র পত্তনের চৌলুক্য নৃপতি ভিন্ন আর সমস্ত রাজপুতই সেই প্রচণ্ড সমরোদ্যোগে যোগ দান করিল। সকলের সেনাদল চৌহান বীর বিশালদেবের উন্নত পতাকামূলে একত্রিত হইয়া প্রচণ্ড উৎসাহের সহিত সমরক্ষেত্রে ধাবমান হইল। ভগবান্ চাঁদভট্ট এই বিরাট অনীকিনীর যে বর্ণনা দিয়াছেন, এস্থলে তাহাই প্রকটিত হইল।

"গৈলবল মৈতের হস্তে আজমির রক্ষার ভার অর্পণ করিয়া রাজা বলিলেন 'তোমার স্বামীধর্ম্মের উপর আমি নির্ভর করি, এ চৌলুক্য কোথায় আশ্রয় পাইতে পারিবে?' অনন্তর তিনি নগর (আজমির) হইতে বহির্গত হইয়া বিশালা নামক সরোবর * তীরে স্কন্ধাবার স্থাপন পূর্ব্বক নিজ সৈন্যসামন্তদিগকে নিকটে আহ্বান করিলেন। পুরীহার মানসিংহ সুন্দরের সেনাদল সমভিব্যাহারে তাঁহার চরণতল স্পর্শ করিল। তখন সেই বাহিনীর ভূষণ তুল্য গিহ্লোট † সমাগত হইলেন; তুয়ারের ১ সহিত পাবাশির এবং মিবাতপতি মহেশের ২ সহিত গরবংশীয় ৩ রাম আগমন করিল। তুলাপুরের মোহিলরাজ ৪ কর পাঠাইয়া দিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পাঠাইল। বালোচ ৫ কৃতাঞ্জলিপুটে উপস্থিত হইল; কিন্তু বামুনির অধীশ্বর সিন্ধুদেশ ৬ পরিত্যাগ করিল। তাহার পর ভুটনের ৭ হইতে নজর আসিল এবং টাট্টা ৮ ও মুলতান ৯ হইতে নলবন্ধী আনীত হইল। দরবারের

---

* উক্ত সরোবর আজিও বিশিলকা তালাও নামে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। কয়েকটী নির্ঝরিণীর গাত্র রোধ করিয়া মহারাজ বিশালদেব ঐ সরসি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। আজ কাল উহা লূনী নদীর জলেতেই পরিপুরিত থাকে। সম্রাট জাহাঁগির ঐ বিশালার উপর একটী প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সেই প্রাসাদেই প্রসিদ্ধ ইংরাজদূত স্যার টমাস রো মহোদয় তৎকর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হয়েন।

† গিহ্লোটকুলের এই সম্মানসূচক উপনাম হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, চিতোরের অধিপতি চৌহানের সখারূপে আগমন করিয়াছিলেন। অবশ্য গিহ্লোট নৃপতি সম্মান ও পদমর্য্যাদায় চৌহান অপেক্ষা উচ্চ ছিলেন; তথাপি কেন যে, তাঁহার হস্তে অধিনায়কত্ব ভার অর্পিত না হইয়া বিশালদেবের হস্তে সমর্পিত হইয়াছিল, তাহার কারণ আর কিছুই নহে,—গিহ্লোটরাজের বয়স অল্প থাকাতে তিনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধ বিশালদেবের পতাকামূলে দণ্ডায়মান হইতে সম্মত হইয়াছিলেন। সেই গিহ্লোট নৃপতির নাম তেজসিংহ। ইনি মহারাজ সমরসিংহের পিতামহ।

১। এই তুয়ার দিল্লির তুয়ার নৃপতির অবশ্যই একজন সামন্ত ছিলেন।

২। মিবাতের মিবোগণ সর্ব্ববিদিত, ইহাদের বিষয় ইতিপূর্ব্বে অনেক লিখিত হইয়াছে। ইহারা একণে সমস্ত মুসলমান।

৩। গর একটী প্রসিদ্ধ রাজবংশ, এবং চৌহান নৃপতির অধীন একটী প্রসিদ্ধ সামন্ত সম্প্রদায়। ইহাদের একটী শাখাকুল কিছু কাল পূর্ব্বে সুই-সুপুর এবং প্রায় নয় লক্ষ জনপদ অধিকার করিয়াছিল, মহাত্মা টড সাহেব বলেন যে, এই গর সামন্ত সম্প্রদায় নিশ্চয়ই সিন্ধুনদের পশ্চিম দিকে ছিল এবং ইহারাই মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া ঘোরী নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল।

৪। মোহিলদের বিষয় অনেক বলা হইয়াছে।

৫। বালোচগণ ঐ সময়ে হিন্দু ছিল। ইহারা জিতকুল সম্ভূত।

৬। বামুনি পুরাকালে ব্রাহ্মণাবাদ বা দেউল নামে প্রসিদ্ধ ছিল। ইহার উপরেই টাট্টা নগর নির্ম্মিত হইয়াছে।

৭। ভুটনেরের বিষয় ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

৮,৯। চৌহানগণ যে সোদা, সম্মা ও সুমরা প্রভৃতি মরুভূমিস্থ সমস্ত রাজার উপর আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে।

ভূমিয়া ভট্টির ১০ নিকট আহ্বান পত্র প্রেরিত হইবামাত্র তখন সকলেই তাহা মান্য করিল। মল্লুনবাসের ১১ মল্লুনগণও তাহা না মানিয়া থাকিতে পারে নাই। অন্তর্বেদের কচ্ছাবহদিগের ১২ সহিত বীরগুজরি ১৩ ও মোরীগণও ১৪ আসিয়াছিল, এবং পরাজিত মৈরগণ ১৫ তাঁহার চরণ পূজা করিল। অনন্তর গৈলবল জৈতের ১৬ অধীনে তাকিতপুরের সেনাদল দেখা দিল। উদয় প্রামার তীব্রগতি তুরঙ্গে আরোহণ করিয়া শীঘ্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সমভিব্যাহারে ১৭ নরভান, দর ১৮, চাঁদৈল ১৯ ও দাহিমাগণ ২০ ও আগমন করিল।"

উপরি-উক্ত কয়েকটী কথায় তদানীন্তন রাজস্থানের সমস্ত ইতিহাস সংক্ষিপ্ত রহিয়াছে। উহার অন্তর্নিবিষ্ট এক একটী রাজার নামে এক একটী বীরচরিত্র প্রচ্ছন্ন। ঐ সকল রাজপুত বীর যে বিশালদেবের প্রচণ্ড পতাকামূলে একত্রিত হইয়াছিলেন, তিনি যে বিশেষ প্রসিদ্ধ, তাহা আর পাঠকদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে না। বস্তুতঃ মাণিকরায় ও পৃথ্বীরাজের মধ্যে চোহানকুলে মহারাজ বিশালদেবের ন্যায় কোন মহাপুরুষই জন্ম গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু তিনি যে, কোন্ সময়ে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা নিরূপণ করা নিতান্ত আবশ্যক। সুতরাং আমরা এক্ষণে তাহাতেই প্রবৃত্ত হইলাম; এবং চোহান কুলের বিশাল বংশতরুর এক অংশ এস্থলে বিশেষ উপকারে অসিবে জানিয়া আমরা তাহা অগ্রে প্রকটিত করিলাম।

১০। দরবালের সম্বন্ধে কিছুই বক্তব্য নাই।

১১। মল্লুনবাসের বিষয় আমরা কিছুই অবগত নহি।

১২,১৩,১৪। কচ্ছাবহ, বীরগুজরি ও মৌরীদিগের সম্বন্ধে কিছুই বলিবার নাই।

১৫। মৈরগণ আরাবল্লি পর্ব্বতে বাস করিত।

১৬। তাকিতপুরের আধুনিক নাম তোড়া; ইহা টঙ্কের নিকটে স্থিত।

১৭। ইহাদের বিষয় শিখাবতীর ইতিবৃত্তে বর্ণিত হইবে।

১৮,১৯। দর ও চাঁদৈলগণ বিশেষ প্রসিদ্ধ। পৃথ্বীরাজ ইহাদিগের মাহোব ও কলিঞ্জর রাজ্য হরণ করাতে ইহারা তাঁহার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিল। পজ্জমল, আলা ও উদয় প্রভৃতি বীরগণের অবদান চাঁদৈলের ইতিবৃত্তে জ্বলন্ত বর্ণে লিখিত আছে।

২০। দাহিমাকুল প্রসিদ্ধ, ইতিপূর্ব্বে ইহাদের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

চৌহান বংশ-পত্রিকা।

অনহল হইতে বিলন দেব পর্য্যন্ত কয়েকটী প্রসিদ্ধ নরপতির নাম উল্লিখিত হইয়াছে মাত্র। কিন্তু বিলন দেব হইতে পৃথ্বীরাজ পর্য্যন্ত সমস্ত বংশপত্রিকা সম্পূর্ণ।
অনহল … অথবা অগ্নিপাল, প্রথম চোহান। ইনি সম্ভবতঃ বিক্রমের ৬৫০ বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হয়েন। ইহাঁর সময়ে তক্ষকগণ ভারতবর্ষ আক্রমণ করে। অনহল মকাবতী নগরী (গড়মণ্ডল) স্থাপন এবং কঙ্কান, অশির ও গোলকুণ্ড জয় করিয়াছিলেন।
সুবংস
মলন … সম্ভবতঃ ইনিই মলানীকুলের প্রধান পুরুষ।
গলন শূর
সং ২০২ অজয়পাল (চাকবা)… অর্থাৎ রাজ চক্রবর্ত্তী; আজমির স্থাপন কর্ত্তা; কেহ কেহ বলেন ইনি বিক্রম শকের ২০২ বৎসরে অবতীর্ণ হয়েন। কাহারও মতে বিরাট সম্বতের উক্ত বৎসরে। কিন্তু শেষ সম্বয়টী সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়।
দুলারাও … মুসলমানদিগের ১ম আক্রমণ সম্বৎ৭৪১ (খৃঃ ৬৮৫) অব্দে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন।
সং ৭৪১ মাণিক রায় … শম্ভর স্থাপন করেন। এই জন্য ইহার বংশধরগণ প্রায় শম্ভরী রাও নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।
সং ৮২৭ হর্ষরাজ … নাজিরুদ্দীনকে (শবক্তেগিঁ?) পরাস্ত করিয়া সুলতানগ্রহ উপাধি প্রাপ্ত হয়েন।
বীর বিলন দেব.. অথবা ধর্ম্মগজ; মাহ্মুদ গজনানের আক্রমণ হইতে আজমির উদ্ধার করিতে গিয়া প্রাণত্যাগ করেন।
সং ১০৬৬–১১৩০ বিশাল দেব … বহুবিধ শিলালিপির মতে ইনি সম্বৎ ১০৬৬ হইতে ১১৩০ অব্দের মধ্যে অবতীর্ণ হয়েন।
অনা … আজমিরে অনা সাগরনামক সরোবর প্রতিষ্ঠা করেন।
জয়পাল
হর্ষপাল
অজয়দেব বা আনন্দ দেব
বিজয়দেব
উদয়দেব
সোমেশ্বর, দিল্লির তুয়াররাজ। অনঙ্গপালের দুহিতা রুকা বাইকে বিবাহ করেন।
কণ রায়
জৈত্ত
গৈলবল,
ঈশ্বর দাস মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন।
পৃথ্বীরাজ, মাতামহের দিল্লিসিংহাসন প্রাপ্ত হয়েন এবং সম্বৎ ১২৪৯ অব্দে সাহাবুদ্দীনের হস্তে প্রাণত্যাগ করেন।
চাহির দেব
বিজয় রাজ … পৃথ্বীরাজের উত্তরাধিকারিত্বে মনোনীত হয়েন।
লক্ষ্মণ সিংহ … একবিংশতি পুত্র লাভ করিয়াছিলেন।
রণ সিংহ দিল্লিবিপ্লবে নিহত হয়েন।

দিল্লি নগরে * ফিরোজ শাহের প্রাসাদের মধ্যস্থলে যে প্রসিদ্ধ জয়স্তম্ভ স্থাপিত ছিল, তাহার পাষাণফলকে দুইটী শ্লোক দেখা যায়। মহারাজ বিশালদেবের নাম সেই শিলালিপির শিরোদেশে অঙ্কিত। সম্বৎ ১২২০ অব্দের বৈশাখের পঞ্চদশ দিবসে উক্ত পাষাণফলক খোদিত হয়। মহারাজ বিশাল "প্রতীপচৌহান-তিলক শাকম্ভরী ভূপতির" (পৃথ্বীরাজ) পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া বংশকীর্ত্তনার্থ তাঁহার নাম মাত্র লিখিত হইয়াছে; নতুবা সেই শিলাশাসনের সহিত তাঁহার কোন বিশেষ সম্পর্ক নাই। চোহানকুলপুঙ্গব পৃথ্বীরাজ সম্বৎ ১২২০ অব্দে দিল্লিতে রাজত্ব করেন এবং ১২৪৯ অব্দে সাহাবুদ্দীনের হস্তে নিহত হয়েন। কিন্তু দ্বিতীয় শ্লোকটী পাঠ করিয়া উক্ত নির্দ্দিষ্ট অব্দ দুইটীর প্রথমটীকে ভ্রান্ত বলিয়া বোধ হয়, কেননা তাহাতে লিখিত আছে যে, উক্ত অব্দে মহারাজ বিশালদেব "আর্য্যাবর্ত্ত হইতে ম্লেচ্ছদিগকে উন্মূলিত করিয়াছিলেন।" যদি বাস্তবিক বিশালদেবের ম্লেচ্ছনিগ্রহ ব্যাপার দ্বিতীয় শ্লোকে লিখিত থাকে, তাহা হইলে ১২২০ অব্দের পরিবর্ত্তে ১১২০ অব্দ পাঠ করিতে হইবে। কেননা ভট্টগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সম্বৎ ১০৬৬ অব্দ ও ১১২০ অব্দের মধ্যে বিশালদেব আজমিরের সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন। তিনি স্বীয় ভুজবিক্রমের সাহায্যে পবিত্র আর্য্যাবর্ত্তক্ষেত্র হইতে যবনদিগকে অনেকবার দূর করিয়া দিয়াছিলেন। এই বিবরণের উপর নির্ভর করিয়া মহাত্মা টড সাহেব অনুমান করিয়াছেন যে, প্রথম শ্লোকটীতে বিশালদেব এবং দ্বিতীয়টীতে পৃথ্বীরাজের কীর্ত্তি বর্ণিত হইয়াছে; এবং ১১২০ অব্দের পরিবর্ত্তে ১২২০ অব্দ লিখিত হইয়াছে। এ অনুমান কতদূর অভ্রান্ত তাহা আমরা বলিতে পারি না। যাহা হউক তিনি নানা প্রমাণের সাহায্যে স্থির করিয়াছেন যে, সম্বৎ ১০৬৬ অব্দ ও ১১২০ অব্দের মধ্যে মহারাজ বিশালদেব অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যদি এই সিদ্ধান্তকে অভ্রান্ত বলিয়া লওয়া যায় (বাস্তবিক আমাদের মতেও ইহা অভ্রান্ত বলিয়া অনুমিত হয়) তাহা হইলে স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে, বিশালদেব দিল্লির তুয়াররাজ জয়পাল; গুর্জ্জরের দুর্ল্লভ ও ভীম; ধারানগরীর ভোজ ও উদয়াদিত্য; এবং মিবারের পদ্মসিংহ ও তেজসিংহের সমসাময়িক নৃপতি ছিলেন। অপিচ তিনি যে বিশাল অনীকিনীর অধিনায়ক হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা মাহমুদ গজনানের অধস্তন চতুর্থ পুরুষ মোদাদের বিরুদ্ধে সজ্জিত হইয়াছিল। সেই দুরন্ত মোদাদ "রাজপুতানার উত্তর প্রদেশ হইতে বিতাড়িত হইলে আর্য্যাবর্ত্ত পুনর্ব্বার পুণ্যভূমি হইয়া উঠে।" কথিত আছে, বিশালদেব প্রবীণ বয়সে ইসলামের ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। এতদ্বিবরণের স্বপক্ষে অনেক

* গত শ্রাবণ মাসে লাহোর হইতে ফিরিবার সময় দিল্লির যাদুঘরে প্রসিদ্ধ বীর জয়মল ও পত্তের পাষাণ প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে গিয়াছিলাম। আমার ইচ্ছা ছিল যে, মৎপ্রণীত "জয়াবতী" গ্রন্থে বীরশ্রেষ্ঠ জয়মলের এক খানি প্রতিকৃতি সন্নিবেশিত করিব; কিন্তু তাঁহার প্রতিমার যেরূপ দুর্দ্দশা দেখিলাম, তাহাতে হৃদয় নিরতিশয় ব্যথিত হইল। "জয়াবতীর" সূচনায় এতদ্বিবরণ বিস্তৃতরূপে প্রকটিত আছে।

দিল্লির যাদুঘরে প্রবেশ করিয়াই দক্ষিণপার্শ্বে একটী টেবেলের উপর দুইখানি খোদিত প্রস্তর দেখিলাম। বোধ হয় সেই দুইখানিই নির্দ্দিষ্ট জয়স্তম্ভে ছিল।

প্রমাণও পাওয়া যায়। তিনি মুসলমান হইয়া পরিশেষে ঘোর অনুতপ্ত হয়েন এবং স্বধর্ম্মত্যাগরূপ পাতক নাশ করিবার অভিপ্রায়ে সংসার পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীর বেশে কালিক জোবনের নামক ক্ষুদ্র শৈলকূটে তপশ্চর্য্যা আরম্ভ করিয়াছিলেন। সেই স্থল আজিও বিশিল-কা-ঢুণ্ড নামে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে।

হারকুলের ভট্টকবি গোমন্দ রামের মতে বিশালদেব অনুরাজ নামে একটী পুত্র লাভ করেন। এই অনুরাজ হইতেই হারকুল উদ্ভূত হয়। কিন্তু খীচিগণের ভট্টকবি মগজি স্বপ্রণীত গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, অনুরাজ মাণিকরায়ের পুত্র এবং তাঁহা হইতে খীচিকুল জন্মিয়াছে। এস্থলে আমরা হার কবিরই মত অনুসরণ করিলাম।

অনুরাজ অশি দুর্গ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র ইষ্টপাল সিন্ধু সাগরের অন্তর্গত খীচিপুর পত্তনের প্রতিষ্ঠাতা অজয়রাও-এর পুত্র অগনরাজের সহিত একমত হইয়া গবালকুণ্ডের অধিপতি চৌহান রণধীর সিংহের নিকট আপনাদের অদৃষ্ট পরীক্ষা করিতে উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময়ে গজলিবন্ধের বন হইতে একটী সেনাদল আসিয়া অশি ও গোলকুণ্ড উভয় নগরই আক্রমণ করিল। রণধীর কঠোর জহর ব্রত উদ্যাপন করিলেন। সেই সংহার ব্যাপার হইতে একমাত্র তদীয় দুহিতা সুরাবাই প্রাণরক্ষা করিতে পারিয়াছিল। সুরাবাই অশির অভিমুখে পলায়ন করিল। এদিকে অশি নগরকে ম্লেচ্ছ কর্তৃক আক্রান্ত দেখিয়া অনুরাজ পলায়নের উদ্যোগ করেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র ইষ্টপাল দানবের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইয়া শত্রুকুলের সম্মুখীন হইলেন। উভয় দলে যুদ্ধ বাধিল; যুদ্ধে আক্রমক নিহত হইল; তাহার সেনাদল ছত্রভঙ্গে চারিদিকে পলায়ন করিল। ইষ্টপাল বিষম আহত হইয়াছিলেন; কিন্তু সেই দুর্ব্বল অবস্থাতেই শত্রুগণের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। কিয়দ্দূর যাইয়াই তিনি আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। তাঁহার হস্তপদাদি ক্রমে অসাড় হইয়া আসিল; অবশেষে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন। সেই স্থলের অতি নিকটে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষতলে অভাগিনী সুরাবাই প্রায়োপবেশনে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছিল। অনাহারে, অনিদ্রায়, কঠোর ভয় ও পথশ্রমে তাহার শরীর কঙ্কালমাত্রাবশিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে; তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইবার উপক্রম হইয়াছে, এমন সময়ে সেই বিশাল অশ্বত্থ তরুর স্কন্ধদেশ দ্বিধা বিভক্ত হইল, এবং তন্মধ্য হইতে তাহার কুলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভগবতী আশাপূর্ণা বহির্গত হইয়া তাহাকে উজ্জীবিত করিয়া তুলিলেন। অনন্তর সুরাবাই দেবীর চরণতলে পতিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "ভগবতি! এ জগতে আমার আর কেহই নাই; আমার পিতা ও দ্বাদশ ভ্রাতা গজলিবন্দের দৈত্যের গ্রাস হইতে গোলকুণ্ড উদ্ধার করিতে গিয়া যুদ্ধস্থলে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। আমার আর বাঁচিয়া সুখ কি?" ভগবতী আশাপূর্ণা সান্ত্বনা দিয়া স্নেহসিক্ত বচনে কহিলেন "বৎসে! ভয় খাইও না; সেই দানব চৌহানকুলের অনেক বীরের হস্তে নিহত হইয়াছেন। সেই বীরপুরুষ আমাদের নিকটেই রহিয়াছেন।" অতঃপর দেবী সেই শোকবিহ্বলা রাজকুমারীকে লইয়া ইষ্টপালের সমীপে উপস্থিত

হইলেন। তাঁহার শুশ্রূষায় ইষ্টপালের মূর্চ্ছা অপগত হইল। তিনি উজ্জীবিত হইয়া চোহানকুলের প্রাচীন অধিকার অশিরদুর্গ লাভ করিলেন।

হারকুলের প্রতিষ্ঠাতা ইষ্টপাল সম্বৎ ১০৮১ (খৃঃ ১০২৫) অব্দে অশির নগর প্রাপ্ত হয়েন। এদিকে মাহ্‌মুদ হিজিরা ৪১৭ অর্থাৎ ১০২২ খৃষ্টাব্দে আজমির আক্রমণ করিয়াছিল। সুতরাং স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে, ইষ্টপালের পিতা মহারাজ অনুরাজ যবনাক্রমণ রোধ করিতে না পারিয়া নিজ জীবন ও অসি নগর শত্রুকরে অর্পণ করেন। ঠিক সেই সময়ে আজমিরও সেই দানব কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও বিধ্বস্ত হয় সেই দানবই গজলিবন্দ হইতে আসিয়াছিল।

ইষ্টপাল চাঁদকর্ণ নামে একটী পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। চাঁদকর্ণের পুত্র হামির ও গম্ভীর। শেষোক্ত দুইটী রাজপুতবীর পৃথ্বীরাজের প্রায় সমস্ত সমরব্যাপারেই সহায়তা করিয়াছিলেন। উক্ত দুই ভ্রাতা পৃথ্বীরাজের অষ্টাধিক শত সামন্তের অন্তর্গত। ইহাতে প্রতিপন্ন হয় যে, অশির তৎকালে প্রকৃত জাইগির রূপে পরিণত হয় নাই বটে, তথাপি হামির ও গম্ভীর আজমির রাজাকে পূজোপচার প্রদান করিতেন।

মহাকবি চাঁদভট্টের অমৃতময় গ্রন্থের কনোজ সাম্য নামক একটী সর্গে বর্ণিত আছে যে, হার রাজকুমারদ্বয় মহারাজ পৃথ্বীরাজের তৃতীয় দিবসের যুদ্ধে তাঁহার পৃষ্ঠ রক্ষা করিয়াছিলেন :—

"অনন্তর হার রাও হামির স্বীয় ভ্রাতা গম্ভীরের সহিত লক্ষ্মীতুরঙ্গে আরোহণ করিয়া মহারাজ সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং তেজোব্যঞ্জক বাক্যে বলিলেন 'হে জঙ্গলেশ! আপনি এক্ষণে আত্মরক্ষার বিষয় চিন্তা করুন, এদিকে আমরা জয়চাঁদের বাহিনীকে জীবন উপহার দিতেছি। জাহাজ যেমন সাগরবক্ষ বিদারণ করিয়া চলিয়া যায়, আমাদের তুরঙ্গগণের ক্ষুরসমূহ সেইরূপ রণস্থল বিদারিত করিবে।'"

এই কথা বলিয়াই সেই বীর ভ্রাতৃযুগল কনোজের অন্যতম প্রধান সামন্ত কাশীরাজের সম্মুখীন হইলেন। শত্রুর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া "হামির যে সিংহনাদ ত্যাগ করিলেন, তাহা শৈল-সিংহাসনে ভগবতী দুর্গার কর্ণগোচর হইল।" যুদ্ধ ঘোরতর হইল। প্রভুর জীবন রক্ষা করিবার জন্য সেই উভয় ভ্রাতাই সমরাঙ্গনে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। কথিত আছে, সেই সর্ব্বনাশকর গৃহযুদ্ধে হারকুলের সমস্ত বীরই নিহত হইয়াছিলেন। কিন্তু সাহাবুদ্দিনের সহিত শেষ যুদ্ধে ভারতের অধঃপতন হইলে যে কতিপয় রাজপুত বীর যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বাঁচিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন হার রাজকুমারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

হামির, কালকর্ণ নামে একটী পুত্র লাভ করেন। কালকর্ণের পুত্র রাও বাচা, এবং বাচার পুত্র রাও চাঁদ।

দুর্দ্ধর্ষ আলা-উদ্দীন চোহান কুলের যে সমস্ত স্বাধীন নরপতির নিকট যমদূত স্বরূপ উপস্থিত হইয়াছিল, অশির নগরের রাও চাঁদ তাঁহাদের অন্যতম। আল্লা-উদ্দিন কর্ত্তৃক অশির দুর্গ আক্রান্ত হইলে রাও চাঁদ বিস্ময়কর বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু

দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি সফলপ্রযত্ন হইতে পারেন নাই। তাঁহার সৈন্যসামন্ত আত্মীয় স্বজন সকলেই যবন হস্তে প্রাণ ত্যাগ করিল; তাঁহার অশির দুর্গ—যাহার প্রাকারাবলি এতদিন দুর্গম ও দুর্ভেদ্য বলিয়া বিদিত ছিল;—ভগ্ন ও চূর্ণ হইয়া ভূমিতলে পতিত হইল। সেই ভয়াবহ কাল সময়ে তাঁহার একটী মাত্র শিশু পুত্র রক্ষা পাইয়াছিল। সেই শিশুকুমারের নাম রণসিংহ। রণসিংহের বয়ঃক্রম তখন সার্দ্ধ দ্বিবৎসর মাত্র। তিনি চিতোরের রাণার ভাগিনেয়, সুতরাং মাতুলালয়ে প্রেরিত হইয়াছিলেন। রণসিংহ প্রাপ্তবয়স্ক হইলে ভিনসহর দুর্গ জয় করিলেন। দুঙ্গা নামক জনৈক ভিল সর্দ্দার উক্ত দুর্গে বাস করিতেছিল। রণসিংহ তাহাকে দূরীকৃত করিয়া ভিনসহর অধিকার করিলেন এবং তন্মধ্যে বসতি করিতে লাগিলেন।

রণসিংহ কলূন ও কক্কুল নামে দুইটী পুত্র লাভ করেন। কলূন একটী দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হওয়াতে শান্তিলাভার্থ গঙ্গাতীরবর্ত্তী কেদারনাথ তীর্থে যাত্রা করিলেন। কথিত আছে, অভীষ্টবরলাভার্থ সমস্ত পথ তিনি সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতে করিতে গিয়াছিলেন। এই রূপ কঠোর তপশ্চর্য্যার সহিত কলূন বিন্দা নামক গিরিবর্ত্মে উপস্থিত হইলেন এবং তত্রত্য বাণগঙ্গা নামক একটী তটিনীর সুশীতল জলে স্নান করিয়া পুনর্ব্বার অগ্রসর হইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাকে আর কষ্ট সহ্য করিতে হইল না। সেই তরঙ্গিনীতে স্নান করিয়াই হউক, অথবা দেবানুগ্রহেই হউক তাঁহার রোগ তৎক্ষণাৎ দূরীকৃত হইল। ভগবান কেদারনাথ তাঁহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া তৎ সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন এবং তাঁহাকে বরদান করিয়া বলিলেন "তুমি পথরের রাজা হইবে।" মধ্যভারতের সমগ্র উন্নত ভূমি এই নামে প্রসিদ্ধ। ইহা এতদিন গিহ্লোট নৃপতিগণের অধিকারে ছিল। কিন্তু পাষণ্ড আল্লা-উদ্দিন কর্ত্তৃক চিতোর বিধ্বস্ত হইলে রাণাগণের ভুজবিক্রম কিছুদিনের জন্য মন্দীভূত হইয়া পড়ে। সেই সুযোগে পার্ব্বত্য মীনগণ তাঁহাদের হস্ত হইতে আপনাদের প্রাচীন পর্ব্বতরাজ্য কাড়িয়া লইয়াছিল। এক্ষণে ভগবান্ কেদারনাথের অনুগ্রহে সেই রাজ্য রাও কলূনের হস্তগত হইল *।

অতি পুরাকালে পথর হূন † নামক জনৈক রাজার অধিকারে ছিল। কথিত আছে হূন প্রমার কুলে জন্মিয়াছিলেন। মৈণাল তাঁহার রাজধানী। কিছুকালের মধ্যেই কলূনের পৌত্র রাও বাঙ্গ উক্ত মৈনাল নগর অধিকার করিলেন এবং পথরের একটী উন্নত প্রদেশে প্রসিদ্ধ বুমৈদা দুর্গ স্থাপন করিলেন। পূর্ব্বদিকে ভিনসহর এবং পশ্চিমে

* সেই নবপ্রাপ্ত পথরের একদশমাংশ তিনি স্বীয় ভ্রাতা কক্কালজিকে অর্পণ করিয়াছিলেন। সেই কক্কালজি হইতে "ক্রোরিয়া ভাট" নামে একদল ভট্ট সমুদ্ভূত হইয়াছে।

† হূনদিগের সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে (রাজস্থান, ১ম খণ্ড ৬১—৬২ পৃষ্ঠা) সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাদের অনেক কীর্ত্তিকাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়। অঙ্গুটসিংহ নামা জনৈক হূনরাজা খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে যবনের প্রথম আক্রমণ হইতে চিতোর পুরীকে রক্ষা করিবার জন্য গিহ্লোটরাজের সহায়তা করিয়াছিলেন। বারোল্লিনগরে যে সুন্দর প্রাচীন দেবালয় আছে, কথিত হয়, অঙ্গুটসিংহই তৎসমস্ত প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইহাতে বোধহয় যে বিক্রম সম্বতের প্রথম শতাব্দীতেই হূনগণ রাজস্থানের ছত্রিশ রাজকুলের মধ্যে স্থান পাইয়াছিল।

বুন্দী ও মৈনাগ দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া হারগণ সমগ্র পথরে আপনাদের অধিকার বিস্তৃত করিয়া সুখে বাস করিতে লাগিলেন। অল্প দিনের মধ্যে আরও অনেকগুলি রত্ন হাররাজের মুকুটে স্থাপিত হইল। সেই সকলের মধ্যে মণ্ডলগড়, বিজোল্লি, বৈগু, রত্নগড় ও চোরৈটাগড়ই প্রসিদ্ধ। এই সকল নবজিত নগর লাভ করিয়া হার রাজ্য উন্নতির পথে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতে লাগিল।

রাওবাঙ্গ সর্ব্বসমেত দ্বাদশ পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ দেওয়া পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হয়েন। দেওয়ার তিন পুত্র,—হররাজ * হাতীজি ও সমরসিংহ।

রাও দেওয়ার শাসনকালে হারগণ এরূপ প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহাদের প্রতাপকাহিনী ভারতেশ্বরেরও কর্ণগোচর হইয়াছিল। সেই সময়ে সেকন্দর লোড়ী দিল্লিসিংহাসনে সমারূঢ় ছিলেন। তিনি রাও দেওয়াকে সভাতলে আহ্বান করেন। তদনুসারে বুন্দিরাজ স্বীয় জ্যেষ্ঠ তনয় হররাজকে বুন্দীর সিংহাসনে অভিষেক করিয়া কনিষ্ঠ সমরসিংহের সহিত দিল্লি যাত্রা করিলেন। তথায় কিছুকাল থাকিয়া তিনি স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। কথিত আছে, সম্রাট রাও দেওয়ার প্রিয় তুরঙ্গের প্রতি লোভ করাতে হার নৃপতি দিল্লি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সেই তুরঙ্গটী অতি প্রসিদ্ধ; হার ও খীচি উভয়কুলের ভট্ট গ্রন্থে তাহার নানাবিধ গুণকীর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার জন্ম বিষয়ে এইরূপ বর্ণিত আছে যে, সম্রাটের অশ্বশালায় একটী অশ্ব ছিল। "সেই তুরঙ্গটী নদীর উপর দিয়া চলিতে পারিত, কিন্তু তাহার ক্ষুর ভিজিত না।" দেওয়া রাজার অশ্বপালকে উৎকোচ দিয়া সেই অশ্বটী লইয়া আসেন এবং তাহাকে পথরের ঘোটকীর সহিত সঙ্গত করাইয়া একটী শাবক উৎপাদিত করেন। সেই অশ্বশিশুই তাঁহার সেই প্রিয়তম তুরঙ্গ, এবং ইহারই উপর সম্রাটের লোভ পড়িয়াছিল। যাহা হউক, যবনরাজের নীচাশয়তায় যার পর নাই ক্ষুব্ধ হইয়া রাও দেওয়া ক্রমে ক্রমে স্বীয় পরিবারবর্গকে স্বরাজ্যে পাঠাইয়া দিলেন; ক্রমে তাহারা যখন নিরাপদ স্থলে উপনীত হইল, তখন হার নৃপতি নিজ অশ্বে আরোহণ করিয়া ভল্ল হস্তে সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং নির্ভয়ে বলিলেন "চলিলাম, নৃপতে, আজ হইতে জানিয়া রাখুন যে, তিনটী

---

* হাররাজ দ্বাদশ পুত্র লাভ করেন, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ আলু বুন্দী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আলু হারের সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। তিনি একজন অতি প্রসিদ্ধ বীর ছিলেন। তাঁহার বিক্রমভয়ে মারবারের রাজাকেও ভীত থাকিতে হইয়াছিল। একদা কোন চারণ তাঁহার উষ্ণীশ ভিক্ষা চাহিয়া লইয়া তাহা নিজ মস্তকে স্থাপন পূর্ব্বক মারবাররাজের সভায় উপস্থিত হয়। রাজাকে অভিবাদন করিবার সময় মস্তকের সহিত পাছে সেই উষ্ণীশও অবনত হয়, এই জন্য চারণ অগ্রে তাহা মাথা হইতে খুলিয়া রাখিয়াছিল। রাঠোর রাজা তাহার সেই উদ্ধত ভাব দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ও কাহার উষ্ণীশ?" "বুন্দীর আলু হারার।" রাজা তখনই পদাঘাতে সেই উষ্ণীশ দূরে ফেলিয়াদিলেন। ইহাতে উভয়ের মধ্যে একটী ঘোরতর বিবাদ বাধিল। আলু হার চারণমুখে নিজ অবমানের কথা শুনিয়া স্বগোত্রীয় পাঁচ শত অশ্বারোহীকে ছদ্মবেশে লইয়া মুন্দরে প্রবেশ করেন। তথায় উভয়দলে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ হইলে আলুর ভ্রাতুষ্পুত্রের হস্তে রাঠোররাজ নিহত হয়েন। ইহার পরেই বিবাদ প্রশমিত হয়। নবীন রাঠোর রাজা হার বীর আলুর হস্তে নিজ দুহিতাকে অর্পণ করিয়া সেই জলন্ত বিবাদবহ্নিতে শান্তি বারি সেচন করিলেন। কথিত আছে, আলুহার বিংশৎ হইয়াছিলেন।

বস্তু কখনও আপনি রাজপুতের নিকট চাহিবেন না; রাজপুতের ঘোটক, বনিতা ও অসি।” তাঁহার স্বল্প মাত্র ইঙ্গিতে অমনি সেই তুরঙ্গ তাড়িত বেগে রাজভবন হইতে বহির্গত হইল এবং দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য হইয়া গেল। অল্প সময়ের মধ্যে রাও দেওয়া পথরে উপস্থিত হইলেন এবং বুমৈদা হাররাজের হস্তে সমর্পণ করিয়া বান্দুনাল নামক স্থানে গমন করিলেন। এই স্থলেই তাঁহার পিতামহ কলূন সেই কঠোর রোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন। তৎকালে জৈতা নামক জনৈক সর্দ্দারের অধীনে উশারা বংশীয় মীনগণ তথায় বাস করিতেছিল। বান্দুনাল তখন নিয়মিত নগররূপে গঠিত হয় নাই। উপত্যকার মুখদ্বয় প্রাচীর ও কবাট দ্বারা বদ্ধ করিয়া সেই অসভ্য আদিম অধিবাসিগণ ইতস্ততো বিক্ষিপ্ত বিশৃঙ্খলিত কতকগুলি কুটীর মধ্যে বাস করিতেছিল।

সেই মীনগণ গিহ্লোটকুলের অধীন; কিন্তু রাও গাঙ্গ নামক জনৈক খীচি রাজকুমারের অত্যাচারে তাহারা নিরতিশয় নিপীড়িত হইতেছিল। রাও গাঙ্গ নিজ রামগড় (রিলাবান) দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া চতুর্দ্দিকে “বীরচি দোহাই” আদায় করিতেছিলেন। তাঁহার ভল্লপ্রহারে বান্দুর প্রাকারাবলি অনেকবার ভগ্ন ও বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল। অনন্তর আত্মরক্ষার অন্যতর উপায় না দেখিয়া মীনরাজ জৈতা রাও গাঙ্গের সহিত এই সন্ধি স্থাপন করিলেন যে, প্রত্যেক দ্বিতীয় মাসের পূর্ণিমা তিথিতে প্রাচীরের উপর হইতে তাহারা চৌথ কর একটি থলিতে করিয়া ঝুলাইয়া দিবে। গাঙ্গ তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া স্বগৃহে ফিরিয়া যান। অতঃপর নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইলে রাও গাঙ্গ সেই প্রাকারমূলে গমন করিলেন, কিন্তু কোন দিকেই টাকার নাম গন্ধ পাইলেন না। বিষম রোষে তাঁহার আপাদ মস্তক জ্বলিয়া উঠিল; তিনি কঠোর স্বরে বলিয়া উঠিলেন “কে আমার অগ্রে আসিয়াছিল?” অমনি রাও নিজ প্রিয়তম তুরঙ্গে আরোহণ করিয়া সদর্পে তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। রাও গাঙ্গেরও সেইরূপ একটী সুন্দর অশ্ব ছিল। সে অশ্বে আরোহণ করিলে তিনি কাহারও নিকট পরাজিত হইতেন না। তৎকালে কেহই তাঁহার গতি রোধ করিতে পারিত না।

রাও দেওয়া ও গাঙ্গ পরস্পরের তরবার উন্মুক্ত করিয়া পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইলেন। দ্বন্দ্ব যুদ্ধ ঘোরতর হইয়া উঠিল। সে যুদ্ধে রাও গাঙ্গ পরাজিত হইয়া স্বরাজ্যাভিমুখে পলায়ন করিলেন। হাররাজ তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়া চম্বলতীরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে নিকটে দেখিয়া খীচিবীর অশ্বকে তাড়িত করিয়া নদীজলে পতিত হইলেন; অমনি অশ্ব ও অশ্বারোহী জলমধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল; কিন্তু যখন আবার পরপারে উত্থিত হইল, তখন রাও দেওয়ার বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। তিনি যার পর নাই চমৎকৃত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন “ধন্য, রাজপুত! তোমার নাম আমাকে বল।” “গাঙ্গ খীচি।” দেওয়া শুনিতে পাইলেন এবং আনন্দ গদ্‌গদ ভাবে বলিয়া উঠিলেন “আর আমার নাম দেওয়া হার। আজ হইতে আমরা সকল বিদ্বেষভাব ও শত্রুতা ত্যাগ করিয়া দুইটী ভ্রাতা হইলাম। নদী (চম্বল) আমাদের সীমারেখা হউক।”

সম্বৎ ১৩৯৮ (খৃঃ ১৩৪২) অব্দে জৈত ও তাঁহার অনুচরগণ চৌহানবীর রাও দেওয়ার অধীনতা স্বীকার করিল। দেওয়া সেই বিশাল উপত্যকা ভূমি বান্দু-কা-নালের মধ্যে বুন্দি নগর স্থাপন করিলেন। সেই দিন হইতে সেই বুন্দি নগর হারকুলের রাজধানী রূপে পরিগণিত হইল। যে চম্বল স্বল্প কাল ধরিয়া উভয় রাজ্যের সীমা বন্ধনীরূপে ছিল, তাহা অতিক্রান্ত হইল এবং হারকুলের বিজয়পতাকা মালবের সীমায় উড্ডীন হইল। ক্রমে সেই বিস্তৃত রাজ্য বিস্তৃততর হইয়া উঠিল এবং অবশেষে হারাবতী নামে প্রসিদ্ধ হইল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

গোষ্টিপতি অনুরাজ হইতে রায় দেওয়া পর্য্যন্ত হার নৃপতিগণের পুনঃ সমালোচনা ;—রাও দেওয়ার বুন্দিনির্ম্মাণ ;—উশারাদিগের হত্যা ;—দেওয়ার সিংহাসনত্যাগ ;—তৎকার্য্যের অনুষ্ঠান ;—সমরসিংহ ;—চম্বলনদের পূর্ব্ব পার পর্য্যন্ত রাজ্যবিস্তার ;—কোটীয়া ভিলদিগের হত্যা ;—কোটার উৎপত্তি ;—নাপুজির সিংহাসনারোহণ ;—শোলাঙ্কি টোডার সহিত বিবাদ ;—নাপুজির প্রাণসংহার ;—সহমরণ ;—হামুর অভিষেক ;—পথরের উপর রাণার অধিকার স্থাপনের চেষ্টা ;—হামুর দর্প ;—বীরসিংহ ;—বীরু ;—রাও বান্দো ;—দুর্ভিক্ষ ;—ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া বান্দোর মাটুণ্ডায় আশ্রয় গ্রহণ ;—পিতৃব্যকে সংহার করিয়া নারায়ণদাসের পিতৃরাজ্য পুনর্লাভ ;—নারায়ণদাসের সম্বন্ধে কয়েকটী গল্প ;—চিতোরের রাণাকে সাহায্য দান ;—তাঁহার জয়লাভ ;—রাণা রায়মলের ভ্রাতুষ্পুত্রীর সহিত তাঁহার বিবাহ ;—তাঁহার অহিফেন সেবনাসক্তি ;—তাঁহার মৃত্যু ;—রাও সূর্য্যমল ;—চিতোরের কোন রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ ;—সাংঘাতিক ফলোৎপত্তি ;—আহেরিয়া ;—রাওর হত্যা ;—তাঁহার প্রতিশোধ ;—সহমরণ ;—রাও শূরতান ;—তাঁহার নিষ্ঠুরতা, পদচ্যুতি ও নির্ব্বাসন ;—রাও অর্জ্জুনকে মনোনয়ন ;—বিস্ময়কর মরণ ;—রাও শূরজনের অভিষেক।

চোহানকুলের আদি পুরুষ বীরবর অনহলের অনল সংস্কার হইতে বুন্দি প্রতিষ্ঠা পর্য্যন্ত এতৎকুলের প্রাচীন ইতিহাস বর্ণন করিয়া আমরা প্রথমতঃ কতিপয় প্রধান নৃপতির বিষয় সংক্ষেপে পুনরালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

অনুরাজ অশি বা হাঁসি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইষ্টপাল তাঁহার পুত্র। সম্বৎ ১০৮১ (খৃঃ ১০২৫) অব্দে ইষ্টপাল অশি হইতে তাড়িত হইয়া অশির প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহা হইতেই হারকুল প্রতিষ্ঠিত হয়। অশি প্রাপ্ত হইবার কত বৎসর পরে যে, তিনি হারকুলের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন, ভট্টগ্রন্থে তাহার কোন বিবরণই দেখিতে পাওয়া যায় না, তবে অনুমান করা যাইতে পারে যে, সেই ঘটনার অল্পকাল পরেই সেই মহান্ ব্রত অনুষ্ঠিত হয়।

হামির সম্বৎ ১২৪৯ (১১৯৩) অব্দে কাগ্‌গার যুদ্ধে প্রাণ উৎসর্গ করেন।

রাও চাঁদ, যবনবীর আল্লা-উদ্দীন কর্ত্তৃক সম্বৎ ১৩৫১ অব্দে অশির নগরে নিহত হয়েন।

রণসিংহ অশির হইতে পলায়ন করিয়া মিবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সম্বৎ ১৩৫৩ অব্দে ভিনসহর প্রাপ্ত হয়েন।

রাও বাঙ্গ মণ্ডলগড়, মৈনাল প্রভৃতি নগর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বুমৈদা নগর তৎকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়।

রাও দেওয়া সম্বৎ ১৩৯৮ (খৃঃ ১৩৪২) অব্দে মীনগণের হস্ত হইতে বান্দু উপত্যকা কাড়িয়া লইয়া বুন্দী নগর স্থাপন পূর্ব্বক সমগ্র দেশকে হারাবতী নামে অভিহিত করেন।

বুন্দি স্থাপন করিয়া রাও দেওয়া দেখিলেন যে, হার অপেক্ষা মীন প্রজা অধিক; কতিপয় মাত্র রাজপুতের সাহায্যে লক্ষ লক্ষ আদিম অসভ্য ব্যক্তিকে কি প্রকারে শাসন করিবেন? এই চিন্তা দেওয়ার মনে সহসা উদিত হইল। তখন তিনি পাশবী স্বার্থপরতায় প্রণোদিত হইয়া এক ভীষণ লোমহর্ষণকর ব্যাপারানুষ্ঠানে মনস্থ করিলেন। সমস্ত মীনকুলকে সংহার করিয়া নিজ আধিপত্য দৃঢ় করিতে তিনি কৃতসঙ্কল্প হইলেন। "ভূমি লাভই" রাজপুতের মূলমন্ত্র; এই মন্ত্র সাধনের জন্য রাজপুত অতি কঠোর ও পিশাচোচিত কার্য্যের অনুষ্ঠানেও সঙ্কুচিত হয় না। হারকুলের ভট্ট কবি রাও দেওয়ার উক্ত পাশব হত্যাকাণ্ডকে ক্ষমা করিয়াছেন, এমন কি তাহার একটী কারণ পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ করিতেও ত্রুটি করেন নাই। তিনি বলেন যে, মীনরাজ "পথরাধিপের" নিকট তদীয় দুহিতাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়া রাও দেওয়া তাহার সেই প্রগল্‌ভতার শাস্তি দানস্বরূপ মীনকুলকে সংহার করেন। যাহাহউক, দেওয়া বুমৈদার হার এবং তোডার শোলাঙ্কিদিগের সহায়তা গ্রহণ করিয়া উশারাদিগকে প্রায় নির্ম্মূল করিয়া ফেলিলেন।

এই লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ডের পর রাও দেওয়া স্বীয় কনিষ্ঠ তনয় সমর সিংহের হস্তে বুন্দিরাজ্য সমর্পণ করিয়া রাজকার্য্য হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। বোধ হয় অনুতাপের নরকানলে বিদগ্ধ হইয়া তিনি উক্তরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন। মীনকুলধ্বংসের কত কাল পরে যে, রাও দেওয়া কর্ত্তৃক বুন্দিসিংহাসন পরিত্যক্ত হয়, তাহা নিরূপণ করা কঠিন। যাহাহউক, এই তাঁহার দ্বিতীয় বার রাজ্যত্যাগ। হিন্দু রাজাদের এই রূপ নিয়ম আছে যে, পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া রাজকার্য্য হইতে বিদায় গ্রহণ করিলে তাঁহারা আর রাজ্যের সীমায় পদার্পণ করেন না। তিনি তখন প্রকৃত লোকান্তরিত বলিয়া পরিগণিত হয়েন। যেদিন তিনি রাজ্য পরিত্যাগ করেন, সেই দিন হইতে দ্বাদশ দিবসে প্রজাকুল তাঁহার একটী কুশপুত্তলি প্রস্তুত করিয়া শাস্ত্রানুসারে দাহন করিয়া থাকে। উক্ত চিরন্তন রাজনিয়মের অনুসারে দেওয়া সেই দিন হইতে বুন্দি কি বুমৈদা কোন নগরের সীমায় পদার্পণ করেন নাই, এবং যতদিন না তাঁহার কালপূর্ণ হইল, ততদিন তিনি বুন্দির পাঁচ ক্রোশ দূরস্থিত অমরথুনা নামক পল্লীতে বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া পরমার্থ-চিন্তায় কালযাপন করিতে লাগিলেন।

সমরসিংহ তিনটী পুত্র লাভ করিয়া ছিলেন ; ১, নাপুজি (উত্তরাধিকারী)। ২, হর পাল। হর জুনাবর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার অনেক সন্তান সন্ততি; তাহারা সকলেই হরপালপোতা নামে অভিহিত। ৩, জয়ৎসিংহ। ইনিই সর্ব্বপ্রথম চম্বল নদের পরপারে হারকুলের প্রতিষ্ঠা বিস্তার করিয়াছিলেন। একদা জয়ৎসিংহ কিটুনের তুয়ার নৃপতির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইতেছেন, এমন সময়ে কোটিয়া ভিলদিগের বিস্তৃত পল্লি তাঁহার নয়নপথে পতিত হইল। সেই ভিল্ল নিবসতি চম্বলের একটী খাঁড়ির নিকট স্থিত। ভিলদিগের পল্লীদর্শনে ভূমিপ্রিয় রাজপুতের ভূমিলিপ্সা উদ্রিক্ত হইল। তিনি অমনি অতর্কিত ভাবে তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। অসতর্ক ভিলগণ সদলে তাঁহার প্রচণ্ড জিঘাংসা-বহ্নির সম্মুখে পতিত হইল। সেই উপত্যকাক্ষেত্রের প্রবেশ দ্বারে একটী সামান্য দুর্গদ্বার সংরক্ষিত ছিল। তথায় ভিলদিগের সর্দার আশ্রয় লইয়াছিল। জয়ৎসিংহ সেই দুর্গ ধ্বংস করিয়া ভিলরাজাকে সংহার করিলেন এবং সেই স্থলে রণদেব ভৈরবের সম্মানার্থ একটী প্রকাণ্ড হস্তী * নির্ম্মাণ করিয়া বুন্দিনগরে প্রত্যাগত হইলেন। সেই ভিলগণ কোটিয়া ভিল নামে অভিহিত। এই কোটিয়া হইতেই কোটা নামের উৎপত্তি †।

---

* সেই প্রচণ্ড হস্তী কোটা দুর্গের প্রধান দ্বার সম্মুখে "চার-ঝোপরা" নামক স্থলের উপরে স্থাপিত।

† জয়ৎসিংহের বংশের একটী সামান্য তালিকা প্রকটিত হইল।

জয়ৎসিংহ
|
সুরজন ... { ইহাঁ কর্ত্তৃকই সেই ভিল্ল পল্লি কোটা নামে অভিহিত হয়।
|
ধীরদেব ... { ইনি দ্বাদশ সরোবর প্রতিষ্ঠা করেন।
|
কণ্ডুল
|
ভনঙ্গসিংহ
|
দুন্দরসিংহ

ভনঙ্গের রাজত্বকালে ঢাকর ও কেশর খাঁ নামা দুইজন পাঠান কর্ত্তৃক কোটা আক্রান্ত হয়। ভনঙ্গ উৎকট মদিরা ও অহিফেন সেবন করিয়া উন্মত্ত হইয়াছিলেন। তজ্জন্য তিনি বুন্দিতে নির্ব্বাসিত হয়েন। এবং তাঁহার স্ত্রী রাজ্যের সমস্ত সৈন্য সামন্তগণের সহিত কেটুন নামক নগরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিছুদিন পরে ভনঙ্গ সিংহ উন্মাদরোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইলে দারুণ অনুতপ্ত হয়েন এবং নিজ বনিতার নিকট গমন করিতে নিতান্ত উৎসুক হইয়া উঠেন। তাঁহার স্ত্রী অতিশয় বুদ্ধিমতী। স্বামীকে নিকটে আনিয়া তিনি কোটা-উদ্ধারের একটী সুচারু উপায় উদ্ভাবন করিলেন। কৌশল ভিন্ন বলে দুর্দ্ধর্ষ পাঠানের গ্রাস হইতে কোটা উদ্ধার করিতে পারা যাইবে না। রাজপুত রমণী যে কৌশল স্থির করিলেন, তাহা অতি চমৎকার। বাসন্তিক রাগোৎসব সমাগত হইলে চতুরা রাজপুতনী পাঠান কেশর খাঁকে বলিয়া পাঠান যে, "কেটুনের যুবতীগণ আপনাদের সহিত হোলি খেলিবে, অতএব আপনি প্রস্তুত হইয়া থাকিবেন, আমরা আপনার নিকট যাইব।" এই সংবাদ পাইয়া পাঠান কেশরের আর আনন্দের সীমা রহিল না। রাজপুত যুবতীদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য মদনমোহন বেশে তিনি সদলে প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। এদিকে রাজপুতরাণী তিন শত বলিষ্ঠ হার যুবককে যুবতী সাজাইয়া আবির গ্রহণ পূর্ব্বক কোটা নগরে উপস্থিত হইলেন। সেই সমস্ত ছদ্মবেশী যুবকদিগের ঘাঘরার ভিতর এক একখানি শাণিত তরবার

সমরসিংহের মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র বুন্দি সিংহাসনে সমারূঢ় হইলেন। নাপুজি একজন প্রসিদ্ধ নরপতি। তিনি তোডার শোলাঙ্কি রাজের দুহিতাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। একদা সস্ত্রীক শ্বশুরালয়ে গমন করিতে করিতে তিনি এক খানি অতি সুন্দর মর্ম্মর প্রস্তর দেখিতে পাইলেন। দেখিয়াই তাঁহার তাহা লইতে ইচ্ছা হইল। তিনি নিজ পত্নীকে পিতার নিকট তাহা চাহিতে বলিলেন। কিন্তু তোডাপতি তাহাতে ক্ষুণ্ণ হইয়া বিরক্তি সহকারে উত্তর করিলেন "আমার বোধ হয় হার এইবার আমার স্ত্রীকে চাহিবে। এরূপ জামাতা আমি ভাল বাসিনা; যাউক, সে আমার রাজ্য হইতে চলিয়া যাউক।" এই কঠোর অপমানে নাপুজি নিরতিশয় মর্ম্মাহত হইলেন। তাঁহার মনোমধ্যে বিষম রোষ স্থান পাইল। সেই রোষ পরিতৃপ্ত করিতে না পারিয়া নাপুজি স্বীয় বনিতাকে পীড়ন করিতে লাগিলেন; তাহার অনুনয় বিনয়ে আদৌ মনোনিবেশ করিলেন না;—এমন কি তাহাকে শয্যা হইতে দূর করিয়া দিলেন। শোলাঙ্কি রাজকুমারীর দুঃখের আর সীমা রহিল না। তিনি পিতার নিকট স্বীয় মর্ম্মবেদনা প্রকাশ করিয়া পাঠাইলেন।

শ্রাবণ মাসের তৃতীয় দিবস "কাজুলি তিস" নামে অভিহিত। রাজপুতদিগের মতে ইহা একটী পর্ব্ব দিবস। উক্ত দিনে গৃহে উপস্থিত থাকিয়া ষষ্ঠী দেবীর পূজা এবং স্ত্রীর সহিত সহবাস করিতে হয়। যে যতদূরে থাকুক না কেন, গৃহে আসিয়া ঐ "কাজুলি তিস" বাসরে নিজ বনিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবেই হইবে। বুন্দিরাজ নাপুজি উক্ত পর্ব্বোৎসবে স্বীয় সামন্তদিগকে বাটীগমনে অবকাশ দিলেন। অনন্তর তাহারা সকলে নগর পরিত্যাগ করিয়া গেলে, বুন্দিরাজ একপ্রকার অরক্ষিত হইলেন। সেই অবসরে তোডারাও নগর মধ্যে গোপনে প্রবেশ করিয়া হারপতির মস্তকে শাণিত অস্ত্র প্রহার করিলেন। এইরূপ কাপুরুষোচিত উপায়ে জামাতাকে সংহার করিয়া উক্ত তোডারাও অলক্ষিতভাবে পলায়ন করেন। কিন্তু তিনি নিরাপদ হইতে পারেন নাই। বুন্দির কিয়দ্দূরস্থ একটী গুহার সম্মুখে স্বীয় সামন্তগণের নিকট উপস্থিত হইয়া কাপুরুষ শোলাঙ্কি তাহাদিগকে নিজ জঘন্য প্রতিশোধের বিবরণ বলিতে লাগিলেন। সেই কন্দরের অভ্যন্তরে বুন্দির একজন সর্দ্দার উপবিষ্ট হইয়া "অমল পানি" (অহিফেন রস) পান করিতেছিলেন। তাঁহার চিত্ত চঞ্চল, মন উদ্বিগ্ন, হৃদয় অতিশয় ব্যথিত। ছুটি পাইয়া তিনি গৃহে গমন করিতেছিলেন; কিন্তু বাটী যাইয়াই বা কি করিবেন? কে তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণে প্রেমোৎফুল্ল নয়নে অভ্যর্থনা করিবে? তাঁহার গৃহ অরণ্যবৎ। চৌহান সর্দ্দার স্বগৃহের অভিমুখে আর অগ্রসর না হইয়া সেই গুহামধ্যে নিতান্ত দীনভাবে

লুক্কায়িত। পাঠানদলের সহিত ফাগ খেলায় ধুম পড়িয়া গেল; স্বয়ং ভনঙ্গসিংহ এক প্রবীণার সাজে একটী আবিরের হাঁড়ি লইয়া কেশরখাঁর সহিত খেলা করিতে করিতে তাহার মাথায় সেই হাঁড়িটী ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। অমনি রাজপুতগণ ঘাঘরার ভিতর হইতে স্ব স্ব অস্ত্র বাহির করিয়া পাঠানদিগকে সংহার করিতে লাগিল। অল্প সময়ের মধ্যেই পাঠান খাঁ সদলে নিহত হইল। এইরূপে বুদ্ধিমতী বনিতার কৌশলে ভনঙ্গসিংহ কোটা রাজ্য পুনর্লাভ করেন। কিন্তু তাহার পুত্র দুর্জনসিংহ বুন্দিরাজ রাও সূর্য্যমল কর্ত্তৃক কোটা হইতে বিচ্যুত হয়েন। সেইদিন কোটা বুন্দির অন্তর্গত হয়।

আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। পত্নীর বিষয় ভাবিতে ভাবিতে তিনি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন, এমন সময়ে নিকটে অশ্বের ক্ষুরধ্বনি শ্রুত হইল। বুন্দি সর্দ্দার চমকিত হইয়া দেখিলেন, কতকগুলি অপরিচিত সৈনিক অশ্লীল কৌতুকবাক্যে হাররাওর আচরণ সমালোচনা করিতে করিতে যাইতেছে। চতুর চৌহান সর্দ্দার তাহাদের ভাবভঙ্গিতে সমস্ত বিষয় অনুমান করিয়া লইলেন এবং সেই নৃশংস শোলাঙ্কিপতিকে নিকট দিয়া যাইতে দেখিয়া একটী মাত্র আঘাতে তাহার দক্ষিণ হস্ত ছেদন পূর্ব্বক তাহাকে ভূমিতলে পাতিত করিলেন। তদ্দর্শনে শোলাঙ্কি সৈনিকগণ ভয়ে পলায়ন করিল। অনন্তর চৌহান সর্দ্দার হৈমবলয়শোভিত সেই ছিন্ন বাহুটী নিজ গাত্রমার্জ্জনী দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া বুন্দি নগরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। এদিকে রাজধানীতে মহা হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে; চারিদিকে গোলযোগ, চারিদিকেই ক্রন্দনরোল। সেই শোকধ্বনিকে দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করিয়া বিধবা মহিষী স্বামীর শবদেহ সহ জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করিতেছেন। এমন সময়ে বুন্দি সর্দ্দার উপস্থিত হইলেন এবং আবরণ উন্মোচন করিয়া সেই অনুমরণোদ্যতা সতীকে সেই ছিন্ন হস্ত অর্পণ করিলেন এবং বলিলেন "ইহাতে আপনি শোক অবহেলা করিতে পারেন।" শোলাঙ্কি রাজনন্দিনী বলয় দেখিয়া পিতার ছিন্ন হস্ত চিনিতে পারিলেন। তাঁহার হৃদয় নিদারুণ ব্যথিত হইল, শোকের উপর আবার বিষম শোকাবেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তখনই লেখনী লইয়া নিজ ভ্রাতাকে এই কয়েকটী কথা লিখিয়া পাঠাইলেন "যদি তুমি এ কলঙ্ক মোচন না কর, তাহা হইলে তোমার বংশ "এক্‌হেত্তো শোলাঙ্কির" বংশ বলিয়া চিরকাল নিন্দিত হইবে।" পত্রলিখন সমাপ্ত হইবামাত্র সতী চিতানলে প্রাণত্যাগ করিলেন। এদিকে সেই পত্র যথাকালে শোলাঙ্কি রাজকুমারের হস্তগত হইল। পত্র পাঠ করিয়া তাঁহার মস্তক ঘূর্ণিত হইল; দারুণ প্রতিশোধ-পিপাসা তাঁহার হৃদয়কে আলোড়িত করিল। কিন্তু সেই প্রচণ্ড প্রবৃত্তির তৃপ্তি বিধানে আপনাকে অসমর্থ জানিয়া তিনি একটী পাষাণস্তম্ভে স্বীয় মস্তক আঘাত করিয়া অচিরে প্রাণত্যাগ করিলেন।

নাপুজি তিনটী পুত্রলাভ করেন। ১ম, হামুজি; ২য়, নরঙ্গ; ৩য়, থুরদ। নরঙ্গের পুত্রগণ নরঙ্গপোতা এবং থুরদের সন্তান সন্ততিগণ থুরদ হার নামে প্রসিদ্ধ। পিতার মৃত্যুতে জ্যেষ্ঠ হামু সম্বৎ ১৪৪০ অব্দে বুন্দির সিংহাসনে অভিষিক্ত হয়েন। হারকুল দুইভাগে বিভক্ত হইয়া কিরূপে বুমৈদা ও বুন্দিতে স্থাপিত হইল, ইতিপূর্ব্বে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। হাররাজের মৃত্যুর পর আলু বুমৈদার সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন; কিন্তু পথরের রাজবংশের সহিত গিহ্লোটকুলের বিবাদ থাকাতে চিতোরের অধিপতি তাঁহাকে স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিলেন। বুমৈদা তাঁহার হস্তচ্যুত হইল; তিনি অকালে ইহলোক হইতে অন্তরিত হইলেন। তাঁহার উৎপীড়কের অত্যাচারের প্রতিশোধ লইতে কেহই জীবিত রহিল না।

দুর্দ্ধর্ষ আলাউদ্দীন চিতোর ধ্বংস করিয়া গিহ্লোটকুলের হৃদয়ে যে গুরুতর আঘাত করিয়াছিল, তাহাতে চিতোরের প্রায় সমস্ত বল বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল; চিতোর

কঙ্কালমাত্র অবশিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে চিতোর আজি পুনর্ব্বার মস্তকোত্তোলন করিয়াছে; চিতোরের অধিপতি আজি পূর্ব্ববল পুনরুপচয় করিয়া সেই বিষম আঘাতের প্রতিবিধান করিতে পারিয়াছেন। এই সময়ে গভীর রাজনীতিজ্ঞ রাণা লাক্ষ মিবারের সিংহাসনে সমারূঢ়। রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়া সর্ব্বপ্রথম তিনি রাজ্যের প্রধান প্রধান সামন্তদিগকে দমন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। চিতোরের গত বিপ্লবে গিহ্লোটকুলের বলক্ষয় হইলে যে সমস্ত সামন্ত সুযোগ ক্রমে চিতোরের অধীনতা-শৃঙ্খল দূরে নক্ষেপি করিয়া স্বাধীন হইয়াছিল, তাহাদিগের উপরই রাণার কোপবহ্নি পতিত হইল। সেই সমস্ত সামন্তদিগের সহিত হার নৃপতি বিদ্রোহী বলিয়া পরিগণিত। এক্ষণে রাণা তাহাদিগকে দমন করিতে প্রস্তুত হইলেন। অচিরে হামু চিতোরে আহূত হইলেন। হার রাজকুমার কোন রূপ আপত্তি না করিয়া স্বয়ং দশহারা ও হোলি উৎসব কালে রাণাকে পূজোপচার প্রদান করিলেন এবং তাঁহার নিকট রাজতিলক গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন; কিন্তু সামন্তের ন্যায় অনুদিন তাঁহার অনুচর্য্যা করিতে কিছুতেই স্বীকার করিলেন না। রাণার তাহাতে তৃপ্তি হইবে কেন? তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, হারকুলকে অধীনতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিবেন, সে প্রতিজ্ঞা পালন করিতে কখনই নিরস্ত থাকিবেন না। তিনি অবশেষে হামুকে ভয় দেখাইয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে, "চিতোরের অধীনতা স্বীকার কর, নতুবা দেওয়ার বংশকে পথর হইতে সমূলে উৎপাটিত করিব।" হারবীর হামু তাহাতে অণুমাত্র ভীত হইলেন না; বরং কঠোর দর্প ও তেজস্বিতার সহিত উত্তর পাঠাইলেন "আপনি সাধ্যপক্ষে ক্রটি করিবেন না। হামু রাও দেওয়ার উপযুক্ত বংশধর কি না, তাহা আপনি শীঘ্র জানিতে পারিবেন।" এই স্পর্দ্ধিত উত্তর পাইয়া রাণা স্বীয় সমস্ত সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে বুন্দির বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। রাজধানীর কয়েক ক্রোশ দূরস্থিত নীমৈরো নামক নগরে গিহ্লোটের স্কন্ধাবার স্থাপিত হইল। এই সংবাদ বুন্দী নগরে বাহিত হইবা মাত্র রাও হামু স্বীয় সামন্তদিগকে আহ্বান করিয়া স্বদেশরক্ষার্থ প্রস্তুত হইতে বলিলেন। অচীরে "এক বাপকা বেটান" পাঁচ শত হার বীর অন্তিম রণসাজ পীতবসন পরিধান পূর্ব্বক সিংহনাদ ত্যাগ করিয়া আপনাদের রাজার উদ্যত পতাকামূলে একত্রিত হইল। তাহাদের সকলেরই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যে, মাতৃভূমির জন্য রাজার সহিত রণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিবে। প্রচণ্ড গিহ্লোটবাহিনীর বিরুদ্ধে তাহারা যে জয়লাভ করিতে পারিবে, এ আশা তাহাদের নাই; তথাপি সেই হারবীরগণ নিরুৎসাহ নহে। চরম সাহসে নির্ভর করিয়া রজনী দ্বিপ্রহর কালে তাহারা নগর হইতে বহির্গত হইল এবং অতর্কিত ভাবে যাইয়া অসতর্ক গিহ্লোট সেনাকে আক্রমণ করিল। আকস্মিক আক্রমণে শিশোদীয় সৈন্যগণ অতিশয় ভীত হইয়া ছত্রভঙ্গে চারিদিকে পলায়ন করিল। শিশোদীয় সেনার উপর পতিত হইয়াই হামু একবারে হিন্দুপতির পটগৃহে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু রাণাকে তথায় দেখিতে পাইলেন না। স্বীয় সেনামধ্যে তুমুল হুলস্থূল দেখিয়াই চিতোরপতি অন্ধকারে বনগহ্বরে পলায়ন করিয়াছেন। হামু মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় শিশোদীয় সেনাকে

গ্রথিত করিয়া রাণার অনুসন্ধানে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহাকে কোথাও দেখিতে না পাইয়া অবশেষে জয়োৎফুল্লহৃদয়ে বুন্দীনগরে প্রত্যাগত হইলেন।

এদিকে রাণা অবনতমুখে স্বনগরে পলায়িত। মুষ্টিমেয় হার বীরের নিকট পরাজিত হওয়াতে তাঁহার ক্ষোভের সীমা রহিলনা। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন "বুন্দি জয় না করিয়া জল গ্রহণ করিবনা।" এই কঠোর প্রতিজ্ঞা-বচন অচিরে চারিদিকে প্রচারিত হইল। বুন্দী মিবার হইতে অনূ্যন ত্রিশ ক্রোশ দূর। বিশেষতঃ তাহা আবার প্রচণ্ড বীরগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত। সেই দূর পথ অতিক্রম পূর্ব্বক সেই সমস্ত বীরকে বিনাশ করিয়া বুন্দি জয় করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। তবে বুঝি রাণার প্রতিজ্ঞা-রক্ষা হয় না। কিন্তু রাজপুত নৃপতিগণের প্রতিজ্ঞা পবিত্র; তাহা অবশ্য পালনীয়। যে প্রকারে হউক রাণা বুন্দি জয় করিবেনই করিবেন, নতুবা জলগ্রহণ করিবেন না। সেই সময়ে তাঁহার সর্দ্দারগণ একত্রিত হইয়া একটী শিশুসুলভ উপায় উদ্ভাবন করিলেন। প্রকৃত বুন্দি জয় করা অসম্ভব, সুতরাং ব্যঙ্গ বুন্দি নির্ম্মাণ করিয়া তাহা আক্রমণ ও জয় করিতে হইবে। অচিরে চিতোরের প্রাকারাবলির ছায়াতলে একটী কল্পিত বুন্দি নগর সৃষ্ট হইল। প্রকৃত বুন্দির সমতুল্য করিবার জন্য কোন বিষয়েরই ত্রুটি হইল না। প্রকোষ্ঠাদির নামকরণ এবং সাজসজ্জা সকল বিষয়ই সম্পূর্ণ হইল। রাণা সেই বিদ্রূপ নগর জয় করিবার জন্য রণসজ্জা করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে একদল হারসেনা চিতোরপতির অধীনে নিযুক্ত ছিল। সেই সেনাদল কুম্ভ বৈরসিংহ নামক জনৈক হারবীরের হস্তে অর্পিত। যেদিন উক্ত ঘটনার আয়োজন হয়, কুম্ভ সেইদিন সদলে মৃগয়ায় গমন করিয়াছিলেন। শিকারশেষে তিনি চিতোরে প্রতিগত হইয়াছেন, এমন সময়ে সেই অপূর্ব্ব কাণ্ডে তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হইল। তিনি তাহার অনুসন্ধান করিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত বিষয় জানিতে পারিলেন। ঘৃণা, রোষ ও বিদ্বেষে কুম্ভের হৃদয় যুগপৎ আলোড়িত হইল। তিনি নিজ সৈন্যগণকে নিকটে আহ্বান করিয়া বলিলেন "বীরগণ! বুন্দি কি রাণার এমনই চক্ষুশূল হইয়াছে যে, প্রকৃত বুন্দি জয় করিতে না পারিয়া তিনি একটা বিদ্রূপ বুন্দি জয় করিবেন? আইস, আমরা প্রতিজ্ঞা করি যে, প্রাণান্তে এই মৃত্তিকার বুন্দিও জয় করিতে দিব না।" তাঁহার সহচরগণ সকলেই সেই কঠোর প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইল। এদিকে বুন্দিনির্ম্মাণ শেষ হইয়াছে শুনিয়া রাণা সসৈন্যে সেই মৃৎ-নগরীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। অকস্মাৎ তাঁহাদের উপর অনন্ত গুলিবর্ষণ হইল। শূন্য শব্দের পরিবর্ত্তে রাশি রাশি গুলি দেখিয়া রাণা চমৎকৃত হইলেন এবং তাহার কারণ জানিবার জন্য অচিরে তথায় একটী দূত প্রেরণ করিলেন। রাণার দূতকে সম্মুখে দেখিয়া কুম্ভ বলিয়া উঠিলেন "এই নকল বুন্দিও আমরা অবমান হইতে প্রাণপণে রক্ষা করিব। যাও, রাণাকে যুদ্ধ করিতে বল।" দূত প্রস্থান করিলে, বৈরসিংহ সেই সঙ্কীর্ণ দ্বারপথে একখানি চাদর ছড়াইয়া দিয়া রাণার আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে প্রস্তুত হইলেন এবং সেই "গার-কা বুন্দিও" অর্থাৎ মৃন্ময় বুন্দির চতুঃকাষ্ঠের উপর দণ্ডায়মান হইয়া পিতৃকুলের সম্মানরক্ষার্থ সদলে অম্লানবদনে

প্রাণত্যাগ করিলেন। রাণা এই জয়লাভেই সন্তুষ্ট হইয়া স্বীয় ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করিলেন। প্রচণ্ড হারকুলকে জাগরিত করিতে তাঁহার সাহস হইল না।

হামু ষোল বৎসর রাজত্ব করিয়া পরলোক গমন করেন। তাঁহার দুই পুত্র; ১ম, বীরসিংহ; ২য়, লালা। লালা খুটকর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি দুইটী পুত্র লাভ করেন; নবর্ম্মা ও জৈত। ইহাঁদের উভয়েরই এক একটী বিস্তৃত গোত্র রাজস্থানে স্থান পাইয়াছে। নবর্ম্মার সন্তান সন্ততিগণ নবর্ম্মা-পোতা এবং জৈতের জৈতাবত নামে প্রসিদ্ধ। বীরসিংহ পঞ্চদশ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার তিন পুত্র; বীরু, জবহু * ও নিম। নিমের বংশধরগণ নিমাবত নামে প্রখ্যাত। বীরু পঞ্চাশ বৎসর রাজত্ব করিয়া সম্বৎ ১৫২৬ অব্দে পরলোক গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার সাত পুত্র, ১ম, রাও বান্দু; ২য়, সন্দ; ৩য়, আকো; ৪র্থ, উদো; ৫ম, চন্দ; ৬ষ্ঠ, সমরসিংহ; ৭ম, অমরসিংহ। প্রথম পঞ্চ পুত্র স্ব স্ব নামে এক একটী গোত্র স্থাপন করিয়া যান। সেই পঞ্চ গোত্রের মধ্যে আকাবৎ, উদাবৎ ও চন্দাবৎ প্রসিদ্ধ। কিন্তু ষষ্ঠ ও সপ্তম তনয় পিতৃপুরুষের ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ইসলামের ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন।

বান্দুর ন্যায় দাতা নরপতি রাজপুতকুলে অল্পই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। অসীম দাক্ষিণ্য ও দানশীলতা নিবন্ধন তাঁহার নাম প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। বিশেষতঃ সম্বৎ ১৫৪২ (খৃঃ ১৪৮৬) অব্দে রাজপুতানা যে ভীষণ দুর্ভিক্ষে পীড়িত হয়, তাহার করাল গ্রাস হইতে স্বীয় প্রজাকুলকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি যে অজস্র দান করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি অমর হইয়া রহিয়াছেন। ভট্টগ্রন্থে বর্ণিত আছে স্বয়ং কাল স্বপ্নচ্ছলে রাজাকে দেখা দিয়া দুর্ভিক্ষের কথা বলিয়া দিয়াছিলেন। একদা রাও বান্দু স্বপ্ন দেখেন যে, কাল একটী শীর্ণ কৃষ্ণ মহিষে আরোহণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন। নিজ ঢাল তরবার লইয়া লইয়া তেজস্বী হার নৃপতি সেই স্বপ্নময় কালকে আক্রমণ করিলেন। অমনি সেই ছায়াময়ী মূর্ত্তি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন "ধন্য, বান্দু হার! আমি কাল, তোমার তরবার আমার কিছুই করিতে পারিবে না; তথাপি এই মর্ত্ত্যলোকে একমাত্র তুমিই আমাকে প্রতিরোধ করিতে সাহসী হইয়াছ। ধন্য তোমার সাহস! এক্ষণে শুন;— দুর্ভিক্ষে এ দেশ মরুভূমে পরিণত হইবে; তোমার শস্যাগার সমুহ শস্যে পরিপূর্ণ কর, উদারভাবে দান করিতে থাক; তৎসমুদায় কখনই শূন্য হইবে না।" সর্ব্বনিয়ন্তা কাল অন্তর্হিত হইলেন। রাও বান্দু তাঁহার আদেশ পালন করিতে ক্রটি করিলেন না। রাজস্থানের মধ্যে যেখানে যত শস্য পাইলেন, বুন্দিরাজ ক্রয় করিয়া গোলাবাড়ী পুরিয়া ফেলিলেন। এক বৎসর অতীত হইল; দ্বিতীয় বৎসর প্রায় তাহার অনুগমন করিয়াছে, এমন সময়ে পর্জ্জন্য দেবের আক্রোশ পরিলক্ষিত হইল। কোথায়ও বিন্দুমাত্র বৃষ্টি নাই;—

---

* জবহুর তিন পুত্র; সেই তিন জনেই স্ব স্ব নামে এক একটী গোত্র স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বাচা শিবজি ও শিরাজি নামে দুই পুত্র লাভ করেন। শিবজির মির্যাজ এবং শিরোজির প্রায়ম। ইহাদিগের সন্তান সন্ততিগণই মিরো বা শাবত হার নামে প্রসিদ্ধ।

রাজ্যের পুষ্করিণী ও তড়াগাদি সম্পূর্ণ শুষ্ক; দেশের চারিদিকে হাহাকার ধ্বনি। সেই হাহাকার ধ্বনিকে দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করিয়া ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল; তাহার প্রচণ্ড পীড়নে সমস্ত ভারতবর্ষ দারুণ নিপীড়িত হইল। কি নিকটস্থ কি দূরস্থ সকল নরপতিই বুন্দিরাজের নিকট সাহায্য গ্রহণ করিতে লাগিলেন; এদিকে বুন্দির দরিদ্র প্রজাগণ প্রত্যহ রাজার দাতব্য শস্যাগার হইতে প্রয়োজন মত শস্য প্রাপ্ত হইল। বান্দুর সেই অসীম উদারতা ও দানশীলতার কথা রাজপুতগণ আজিও ভুলিতে পারে নাই; আজিও তাহারা তাঁহাকে "কন্দর-কা গুগরি" নামে অভিহিত করিয়া থাকে।

কিন্তু কালের কুটিল গতির অনুসারে ধার্ম্মিক ও সত্যপরায়ণ মহাত্মগণই পদে পদে বিপদে পতিত হইয়া থাকেন। তত পুণ্যসঞ্চয় করিয়াও রাও বান্দু বিপদ হইতে নিষ্কৃতি পান নাই। তাঁহার দুইটী কনিষ্ঠ ভ্রাতা সমরসিংহও অমরসিংহ রাজ্যলিপ্সা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিল এবং দিল্লীশ্বরের সহায়তা লাভ করিয়া তাঁহাকে বুন্দি হইতে দূর করিয়া দিল। নিঃসহায় বান্দু বিষম মনোদুঃখে কাতর হইয়া মাটুন্দ নামক পর্ব্বত প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সেই গিরিগহনেই তাঁহার মৃত্যু হয়। বান্দু সর্ব্বসমেত এক বিংশতি বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র; ১ম, নারায়ণ দাস; ২য়, নির্ব্বুধ। নির্ব্বুধ মাটুন্দা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

মাটুন্দার সেই নির্জ্জন শৈলনিলয়ে নারায়ণ দাস দিন দিন পরিপুষ্ট হইতে লাগিলেন; ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া নিজ দুরবস্থা বুঝিলেন;—বুঝিলেন তিনি পিতৃরাজ্যে বঞ্চিত, দীনদশায় নিপতিত; তাঁহার পিতা দুরাচার সমর ও অমর কর্ত্তৃক পদচ্যুত। নিজ অবস্থা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিয়া নারায়ণ তাহার প্রতিবিধান করিতে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইলেন এবং পথরের হারদিগকে একত্রিত করিয়া সর্ব্বসমক্ষে বলিলেন "বীরগণ! আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, হয় পিতৃরাজ্য বুন্দি উদ্ধার করিব; নতুবা এই কঠোর উদ্যমেই প্রাণ বিসর্জ্জন দিব। তোমরা আমার সাহায্য করিবে কিনা বল?" সকলেই সোৎসাহে তাঁহার প্রস্তাবে অনুমোদন করিল এবং সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে তাঁহারই অনুগমন করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল।

এদিকে রাষ্ট্রাপহারী দুর্বৃত্ত সমর ও অমর নবদীক্ষিত সমরকাণ্ডী ও অমরকাণ্ডী নাম ধারণ করিয়া একত্রে একাদশ বৎসর রাজত্ব করিল। সেই সময়ে একদা নারায়ণ দাস পিতৃব্যদ্বয়কে বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি একবার তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। এই পত্র পাইয়া নিঃসন্দেহ মনে তাহারা ভ্রাতুষ্পুত্রকে আসিতে অনুমতি প্রদান করিল।

কতিপয় বিশ্বস্ত ও বলিষ্ঠ সৈনিকের সহিত নারায়ণ দাস প্রাসাদের সম্মুখস্থ চৌক নামক একটী স্থলে উপস্থিত হইলেন। তথায় সমস্ত সহচরকে রাখিয়া তিনি একাকী পিতৃব্য সদনে প্রবেশ করিলেন এবং সমর ও অমর যেস্থলে অরক্ষিত অবস্থায় বসিয়াছিল, একেবারে তথায় উপনীত হইলেন। তাঁহার গম্ভীর মুখশ্রী ও বীরসুলভ ব্যবহার দেখিয়া রাষ্ট্রাপহারী ভ্রাতৃদ্বয়ের মনে ভীতির উদ্রেক হইল। সেই প্রদেশের নিম্নেই ভূগর্ভে একটী গুপ্ত কক্ষ ছিল; তাহার সম্মুখস্থ সোপান দিয়া তন্মধ্যে অবতরণ করিবার

উপক্রম করিল। কিন্তু তাহাদের মনোভাব প্রকাশ পাইবা মাত্র বান্দুউন্দরের ভীষণ খড়্গ সমরের * মস্তকে পতিত হইল। তদ্দর্শনে অমর পলায়ন করিল; কিন্তু নারায়ণ ভল্লাগ্রে বিদ্ধ করিয়া তাহার গতি রোধ করিলেন। নিমেষকাল মধ্যে সেই পাষণ্ড দিগের মস্তকচ্ছেদন করিয়া সেই ছিন্ন মুণ্ডদ্বয় দ্বারা তিনি ভবানীর তৃপ্তি বিধান করিলেন। এদিকে তাঁহার সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া তদীয় বিশ্বস্ত সৈনিকগণ উন্মুক্ত অসিহস্তে মুসলমান দিগকে আক্রমণ করিল। তাহাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া সমস্ত যবনই পতিত হইল। বিজয়ী নারায়ণদাস মুসলমান সৈন্য এবং স্বধর্ম্মত্যাগী পিতৃব্যদ্বয়ের শবদেহ শৃগাল কুক্কুরের ভক্ষ্যার্থ দুর্গপ্রাকার হইতে বহির্দ্দেশে নিক্ষেপ করিলেন। এইরূপে বুন্দি ভ্রাতৃদ্রোহী কাপুরুষদ্বয়ের হস্ত হইতে নির্ম্মুক্ত হইল।

অদ্ভুত বল ও বিক্রম অধিকার করাতে নারায়ণদাস অল্পদিনের মধ্যেই রাজস্থানের মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ নরপতি হইয়া উঠিলেন। তাঁহার সাহস অদম্য, নির্ভীকতা অসীম, অধ্যবসায়শীলতা কঠোর। কিন্তু বুন্দির দুর্ভাগ্যবশতঃ এত বীরসুলভ গুণ একমাত্র উৎকট অহিফেন সেবন হইতে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিল। কথিত আছে, "তিনি একবারে সাতপাই ওজনের আফিম্ খাইতে পারিতেন।" এই অনর্থকারিণী আসক্তি হইতে তিনি প্রায় জড় ও নির্জ্জীবভাবে থাকিতেন। নারায়ণদাসের এরূপ অপূর্ব্ব অবস্থার সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। মান্দুনগরের পাঠানগণ কর্ত্তৃক রাণা রায়মল্ল আক্রান্ত হইলে নারায়ণদাস সাহায্যার্থ আমন্ত্রিত হয়েন। অনন্তর তিনি পাঁচ শত নির্ব্বাচিত হারবীর সমভিব্যাহারে চিতোরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। প্রথম দিবসের কঠোর পরিভ্রমণের পর হার রাও নিয়মিত অহিফেন সেবন করিয়া ব্যাদিত বদনে একটী বৃক্ষতলে শয়ন পূর্ব্বক বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। সৃকনি-নিসৃত ফেন ও লালা দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া মক্ষিকাকুল অবাধে তাঁহার উন্মুক্ত মুখগহ্বরের ভিতর প্রবেশ করিতেছিল। সেই বৃক্ষের নিকটে একটী কূপ ছিল। একটী তৈলকার যুবতী সেই কূপে জলোত্তোলন করিতে আসিয়া নারায়ণদাসের সেই শোচনীয় অবস্থা দেখিতে পাইল; এবং তাঁহার সমস্ত পরিচয় পাইয়া সদুঃখে বলিল "হায়! আমার রাজা যদ্যপি ইহাঁর ব্যতীত আর কোন সাহায্য না পান, তাহা হইলে কি হইবে?" "অমলদার (অহিফেন সেবক) দেখিতে পায় না বটে, কিন্তু তাহার শ্রবণশক্তি অতি প্রখর।" ইহা রাজস্থানের একটী প্রসিদ্ধ আদর্শবাক্য। তেলিনীকে রাও নারায়ণদাস চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিতে পারিলেন না, কিন্তু তাহার আক্ষেপোক্তি তাঁহার কর্ণগোচর হইল। অমনি তিনি গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "রে রাঁড়! তুই কি বলিলি?" এবং তখনই গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাহার সম্মুখে সিংহের ন্যায় দণ্ডায়মান হইলেন। ভয়ে তৈলকার রমণীর প্রাণ উড়িয়া

* কথিত আছে, সমরকণ্ড একটী স্তম্ভের নিকটে আশ্রয় লইলে নারায়ণ দাসের অসি এত জোরে প্রযুক্ত হইয়াছিল যে, সমরের মস্তকচ্ছেদন করিয়া সেই খড়্গ সেই স্তম্ভগাত্রে প্রহৃত হইয়াছিল। বিশ্বাস ঘাতক পাষণ্ডদিগের হস্ত হইতে বুন্দি উদ্ধার ব্যাপার চিরস্মরণীয় রাখিবার জন্য প্রত্যেক হার প্রতি দশহারা-উৎসবে সেই শোণিতাক্ত স্তম্ভ অর্চ্চিত পূজা করিয়া থাকে।

গেল, সে ক্ষমা প্রার্থনা করিল; কিন্তু রাও তাহাকে সুমিষ্ট বাক্যে বলিলেন "ভয় খাইও না, তুমি এইমাত্র যাহা বলিলে, তাহা আর একবার বল।" সেই যুবতীর হস্তে একগাছি লৌহদণ্ড ছিল। হার রাও তাহার হাত হইতে তাহা লইলেন এবং নিমেষ মধ্যে তাহা চক্রাকারে নমিত করিয়া তেলিনীর গলদেশে স্থাপন পূর্ব্বক বলিলেন "যতদিন না আমি রাণাকে সাহায্য করিয়া ফিরিয়া আসি, ততদিন এই হার ধারণ কর; তবে যদি আমার আসিবার পূর্ব্বে কেহ ইহাকে সোজা করিয়া খুলিতে পারে, তাহা হইলে আর পরিতে হইবে না।"

চিতোরপুরী ঘোরতর অবরুদ্ধ। হার রাও তাহা অবগত হইলেন এবং পথরের কূট গিরিবর্ত্ম দিয়া অগ্রসর হইয়া অকস্মাৎ সিংহবিক্রমে শত্রুকুলের উপর আপতিত হইলেন। তাঁহার প্রচণ্ড তরবারের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে না পারিয়া অনেক মুসলমান সৈন্য প্রাণত্যাগ করিল, অনেকে ছত্রভঙ্গে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। তখন বুন্দির রণদামামা প্রচণ্ড নির্ঘোষে রাজপুতকুলের জয় ঘোষণা করিল। এদিকে রজনী অপগত হইবামাত্র গিহ্লোটসেনা দেখিল শত্রুগণ চিতোর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে এবং বুন্দিরাজ নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। রাণা রায় মল্ল এই সংবাদ পাইয়া দুর্গ হইতে বহিরাগমন পূর্ব্বক উদ্ধারকর্ত্তাকে মহাসমারোহের সহিত প্রাসাদে লইয়া গেলেন। চিতোরের সর্দ্দারগণ সম্মান ও সম্ভ্রম প্রদর্শনার্থ বুন্দিরাজের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, এমন কি অন্তঃপুরচারিণী রমণীগণও লজ্জাভয় ত্যাগ করিয়া আগমনী সঙ্গীত গানে তাঁহার মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল। সেই সমস্ত সীমন্তিনীকুলের মধ্যে একজন নারায়ণ দাসের অপ্রতিমগুণে অত্যন্ত মুগ্ধ হইলেন, এমন কি বুন্দিরাজকে বিবাহ করিতে তাঁহার বাসনা হইল। সেই কুমারী রাণা রায়মল্লের ভ্রাতুষ্পুত্রী, তাঁহার নাম কেতু। রাণা স্বীয় ভ্রাতৃদুহিতার মনোভাব জানিতে পারিয়া সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। এতক্ষণ তিনি বুন্দিরাজের অসীম উপকারের প্রতিদান করিবার উপায় অনুসন্ধান করিতেছিলেন। এক্ষণে উপায় আপনা হইতেই দেখাদিল। তিনি পরম প্রীতি সহকারে কেতুর বিবাহে সম্মতি দান করিলেন এবং নারায়ণের হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ করিয়া একটী কঠোর ঋণ হইতে মুক্ত হইলেন। বুন্দিরাজের সহিত গিহ্লোটরাজ কুমারীর শুভ পরিণয় মহাসমারোহের সহিত সমাপিত হইল। অনন্তর রাও নারায়ণদাস বিজয়মুকুট মস্তকে ধারণ করিয়া নবোঢ়া পত্নীর সহিত সানন্দে স্বনগরে প্রত্যাগত হইলেন। কিন্তু তাঁহার অহিফেন সেবনাসক্তি ক্রমে ক্রমে এত বাড়িয়া উঠিল যে, একদা রজনীযোগে তিনি রাজকুমারী কেতুর সর্ব্বাঙ্গ নখপ্রহারে ক্ষত বিক্ষত করিয়াদিলেন এবং তাহা এত গুরুতর যে, মিবারীর অনুপম সৌন্দর্য্য অনেক পরিমাণে বিনষ্ট হইয়া গেল। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া নারায়ণদাস গত রজনীর স্বীয় বানর-ব্যবহারের নিদর্শন মনোমোহিনীর সর্ব্বাঙ্গে দেখিতে পাইলেন। বিষম লজ্জা ও আত্মদ্রোহিতায় তাঁহার হৃদয় আলোড়িত হইল। তিনি কেতুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহার হস্তে অহিফেন পাত্র স্থাপন করিলেন এবং বলিলেন "তুমি লও, আর আমি আফিম্ খাইব না।"

নারায়ণ দাস দ্বাত্রিংশৎ বর্ষ রাজত্ব করিয়া সম্বৎ ১৫৯০ অব্দে পরলোক গমন করেন। তাঁহার শাসনকালে বুন্দি রাজ্য অনেকাংশে বিস্তৃত হইয়া বিমল শান্তি সম্ভোগ করিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় একমাত্র তনয় সূর্য্যমল বুন্দি সিংহাসনে সমারূঢ় হয়েন।

সূর্য্যমল স্বীয় পিতার ন্যায় অমিত বলশালী ও সাহসী ছিলেন। তাঁহার বাহু আজানুলম্বিত। তাঁহার শাসনকালে চিতোরের সহিত সম্বন্ধ আবার নূতন বিবাহঘটনা দ্বারা দৃঢ়ীকৃত হইল। সূর্য্যমলের ভগিনী সুজাবাই রাণা রত্নের হস্তে অর্পিত হয়েন এবং রত্ন নিজ ভগিনীকে হাররাওয়ের হস্তে সমর্পণ করেন। পিতার ন্যায় রাও সুজো অত্যন্ত মাদকপ্রিয় ছিলেন। একদা অহিফেন সেবনান্তে চিতোরে রাণার সম্মুখে নিদ্রিত হইয়া পড়িয়া আছেন, এমন সময়ে জনৈক পূরবিয়া সর্দ্দার তাঁহাকে বিরক্ত করিবার অভিপ্রায়ে "একগাছি খড় লইয়া তাঁহার কাণের ভিতর নাড়িতে লাগিলেন।" ঝটিতি সুজোর নিদ্রা ভঙ্গ হইল, ত্যক্ত বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি স্বীয় খড়্গের বিপরীত ভাগের আঘাতে সেই অবমানকর্ত্তাকে যমসদনে প্রেরণ করিলেন। নিহত পূরবীয় সর্দ্দারের পুত্র পিতৃহন্তার শোণিতে পিতৃশোক নিবারণ করিবার জন্য উপায় অনুসন্ধান করিতে লাগিল। তাহার নিজের সামর্থ্য নাই যে, বুন্দিরাজের বিরুদ্ধে অসি ধারণ করিবে; কিন্তু সে ব্যক্তি অতি চতুর; অভীষ্ট সাধনে অন্য উপায় না দেখিয়া সে রাণার সহিত রাওয়ের বিবাদ বাধাইয়া দিতে মনস্থ করিল। দুষ্ট লোকের দুরভিসন্ধি-সাধনের সুযোগ আপনা হইতেই উপস্থিত হয়। সেই সময়ে সূর্য্যমল প্রায়ই রাণার অন্তঃপুরে স্বীয় ভগিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। এই ব্যাপারকে পূরবীয় যুবক সানন্দে আলিঙ্গন করিল এবং রাণাকে বলিল "মহারাজ! আপনি দেখিতেছেন না? মহারাণীর সহিত সাক্ষাৎ ব্যতীত হাররাজের অন্য অভিসন্ধি আছে।" এই অলীক বচন রাণার সত্য বলিয়া ধারণা হইল। একটা সন্দেহ মনোমধ্যে বদ্ধমূল হইলে সামান্য কারণেই তাহা ঘোরতর হইয়া উঠে। রাণার সন্দেহ দিন দিন ভীষণ হইয়া উঠিতে লাগিল। রাও সুজোর প্রত্যেক অনুষ্ঠান তিনি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে লাগিলেন।

রাজপুত রমণীগণের পতিভক্তি অতি উচ্চ বটে, কিন্তু তাহারা পিতৃকুলের সম্মান সম্ভ্রমের দিকে যত দৃষ্টি রাখে, স্বামীকুলের দিকে তত রাখে না। ইহাতে রাজস্থানে অনেক ভয়ানক বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে। সুজা বাইয়ের পিতৃকুলানুরাগ সম্ভবতঃ অধিকতর ছিল। একদা সুজাবাই স্বহস্তে উপাদেয় অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া স্বামী ও ভ্রাতা উভয়কেই আহারার্থ নিমন্ত্রণ করেন। তদনুসারে উভয়ে অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভোজনাগারে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলে সুজাবাই স্বয়ং পরিবেশন করিলেন এবং তাঁহারা আহারে বসিলে স্বহস্তে তালবৃন্ত লইয়া মক্ষিকাকুলকে তাড়িত করিতে লাগিলেন। আহার সমাপ্ত হইল; পরিশেষে ভোজনপাত্র স্থানান্তরিত করিবার সময় অভাগিনী সুজা না বুঝিয়া বলিয়া ফেলিল "দাদা আমার বাঘের মত খাইয়াছেন, কিন্তু মহারাজের খাওয়া ঠিক যেন বালকের মত।" এই বাক্য কি কুক্ষণে উচ্চারিত হইল; কেন না ইহাতেই হার ও শিশোদ নৃপতিদ্বয়কে অকালে ইহলোক

পরিত্যাগ করিতে হইল, দুর্ভাগিনী সুজাকে ইন্দ্রলোকে আতিথ্য সৎকার গ্রহণ করিতে হইল।

সেই দুর্দ্দিনে সরলা রাজকুমারী না জানিয়া যে কথা বলিল, তাহা রাণার হৃদয়ে শেলসম প্রবিদ্ধ হইল। রত্ন তাহার প্রতিশোধ লইতে ব্যগ্র হইলেন, কিন্তু তখন কিছু না বলিয়া হাররাজকে আহেরিয়া-উপলক্ষে একত্রে মৃগয়ার্থ নিমন্ত্রণ করিলেন। দেখিতে দেখিতে ফাল্গুণ মাস সমাগত হইল। মধুমাসের আগমনে বন্য পাদপাবলি নব কিসলয়ে সজ্জিত হইল; রসালতরুনিচয় সুরভি মুকুলাকার ধারণ করিল। গিহ্লোট নৃপতি মৃগয়াব্যপদেশে সদলে নগর হইতে বহির্গত হইলেন। এদিকে হার নৃপতিও তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন। চম্বল নদের পশ্চিমতীরের অতি নিকটস্থ নন্দতা নামক গিরিব্রজের অধিত্যকা-প্রদেশ মৃগয়ার উপযুক্ত স্থল বলিয়া নির্ব্বাচিত হইল। সেই গভীর গিরিগহন নানাপ্রকার জন্তুর আবাসনিলয়। পশুরাজ সিংহ হইতে ক্ষীণ প্রাণী শান্ত শশক পর্য্যন্ত সকল জন্তুই নন্দতার মুকুটশোভী অরণ্যমধ্যে বাস করিয়া থাকে। উভয় নৃপতির সৈন্যগণ স্থানে স্থানে এক একটী দলবদ্ধ হইয়া ঘোর ঢক্কারব ও চীৎকার দ্বারা প্রাণীগণকে বন হইতে বনান্তরে তাড়িত করিতে লাগিল। সেই প্রলয়ঙ্কর শব্দে নিরতিশয় ভীত হইয়া সিংহ, ব্যাঘ্র, তরক্ষু ভল্লুক, মহিষ, শৃগাল ও সর্ব্বপ্রকার হরিণ ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। ফলতঃ দৃশ্যটী অতি চমৎকার। এই রূপ দৃশ্যে মৃগয়ামোদী রাজপুত নিজ অহিফেন পর্য্যন্ত ভুলিয়া যায়। কিন্তু রাণা রত্ন নিজ হৃদয়ের পাপ দুরভিসন্ধি ভুলিতে পারিলেন না; বস্তুতঃ তিনি তাহা চরিতার্থ করিবার সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

রাজপুত নৃপতিদ্বয় স্ব স্ব মৃগয়া-বাসনার তৃপ্তি বিধান করিবার জন্য এক একটী মনোমত স্থল প্রাপ্ত হইলেন। তথায় একটী কি দুইটী বিশ্বস্ত অনুচর তাঁহাদের সঙ্গে রহিল; অবশিষ্ট সকলে দূরে বন পরিবেষ্টন পূর্ব্বক মৃগকুলকে তাঁহাদের দিকে তাড়িত করিতে লাগিল। রাণার সঙ্গে সেই কুটমন্ত্রী পূরবীয়া যুবক ছিল। রাও সূর্য্যমলকে একাকী দেখিয়া রাণা তাহাকে বলিলেন "তরুণ পূরবীয়! বরাহ বধ করিবার এই উপযুক্ত সুযোগ।" অমনি সেই পিতৃশোকোন্মত্ত যুবক স্বীয় শরাসনে শর যোজনা করিয়া হার নৃপতির প্রতি নিক্ষেপ করিল। "শ্যেন পক্ষীর ন্যায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তিনি সেই ধাবমান শর দেখিতে পাইলেন এবং নিজ ধনুকের সাহায্যে তৎক্ষণাৎ তাহা খণ্ডন করিলেন।" ইহাতে সূর্য্যমলের মনে কোন রূপ সন্দেহের উদয় হইল না; কেন না তিনি মনে করিলেন বুঝি হঠাৎ সেই শরটী তাঁহার দিকে আসিয়াছিল। কিন্তু আবার রাণার ধাইভাই যখন তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া একটী বাণ নিক্ষেপ করিল, তখন তিনি সন্দেহ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। রাও ক্ষিপ্রহস্তে সেই দ্বিতীয় তীরটীকে ব্যর্থ করিয়াছেন, এমন সময়ে রাণা স্বীয় তুরঙ্গকে তদভিমুখে চালিত করিয়া খড়্গাঘাতে সূর্য্যমলকে ভূমিতলে পাতিত করিলেন। প্রচণ্ড আঘাতে রাও অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পতিত হইয়াই প্রথমে মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন, কিন্তু অল্প ক্ষণের মধ্যেই সংজ্ঞালাভ

করিয়া গাত্রাবরণ সাল দিয়া সেই প্রহারজনিত ক্ষতস্থান বাঁধিয়া ফেলিলেন। তিনি দেখিলেন যে, রাণা পলায়ন করিতেছেন! তদ্দর্শনে তাঁহার হৃদয় একবারে আলোড়িত হইয়া উঠিল। অতি মর্ম্মভেদি স্বরে রাও বলিয়া উঠিলেন "হা কাপুরুষ! এখন তুমি পলায়ন করিতে পার বটে, কিন্তু তুমি মিবারের গৌরব ডুবাইলে।" এই বাক্যশ্রবণে ক্ষুটিলমতি পুরবিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল হাররাও ক্ষতস্থান বন্ধন করিতেছেন। তখন সে রাণাকে বলিল "মহারাজ! কাজটা আধা আধি হইল, সম্পূর্ণ করাই উচিত।" কাপুরুষ রত্ন আর অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয়া অমনি স্বীয় অশ্বকে সুর্জোর দিকে পুনর্ব্বার চালিত করিলেন, এবং ভল্ল উদ্যত করিয়া ভীরুতা ও কাপুরুষতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে যাইবেন, এমন সময়ে মর্ম্মাহত হারনৃপতি একবার শেষ উদ্যমে উৎসাহিত হইয়া ব্যাঘ্রের ন্যায় লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক রাণার গাত্র বসন ধারণ করিলেন এবং একটীমাত্র কঠোর উদ্যমে তাঁহাকে তুরঙ্গ হইতে ভূমিতলে পাতিত করিয়া তাঁহার বক্ষের উপর জানু স্থাপন পূর্ব্বক এক হস্তে তাঁহার গলদেশ ধারণ করিলেন, অপর হস্তে ছুরিকা লইয়া তাহার হৃদয়ে বিদ্ধ করিয়া দিলেন। অমনি রাণা এক বিকট চীৎকার করিয়া রাও সুর্জোর চরণতলে প্রাণত্যাগ করিলেন। হার নৃপতির প্রতিশোধপিপাসা শান্ত হইলে তিনি শান্ত হৃদয়ে স্বীয় প্রতিযোগীর শবদেহের উপর পতিত হইয়া তন্মুহূর্ত্তেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

এই গভীর শোককাহিনী সূর্য্যমলের জননীর নিকট বাহিত হইল। আহেরিয়া ব্যাপারে স্বীয় পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে শুনিয়া শাবকভ্রষ্টা সিংহীর ন্যায় মর্ম্মাহতা রাজমাতা বলিয়া উঠিলেন; "কি সুর্জো মৃত! সুর্জো মৃত! সুর্জো কি একাকী মৃত? এ স্তন্য যে পান করিয়াছে, সেত কখনও একাকী এ পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করে নাই।" বলিতে বলিতে তাঁহার বক্ষ দারুণ শোকে স্ফীত হইয়া উঠিল; এবং "স্তনযুগল হইতে ক্ষীরধারা এরূপ খরস্রোতে নিঃসৃত হইল যে, তাহার নিপতন-তেজে ভূমিতল বিদীর্ণ হইয়া গেল।"

শোকোন্মত্তা রাজমাতার এই প্রচণ্ড শোকোচ্ছ্বাস শান্ত হইতে না হইতে আর একজন দূত আসিয়া বিজ্ঞাপন করিল যে, রাও সুর্জো প্রতিশোধ লইয়া তবে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। অনন্তর পতিবিরহবিধুরা রাজনন্দিনীদ্বয় সেই কালস্বরূপ মৃগয়াক্ষেত্রে প্রজ্বলিত চিতায় স্ব স্ব প্রাণপতির শবদেহ লইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহাদের পবিত্র ভস্মরাশির উপর এক একটী চৈত্য নির্ম্মিত হইল। শিশোদীয় রাজমহিষী সুজা বাইয়ের স্মারকস্তম্ভ সেই উপত্যকা ভূমির শিরোদেশে স্থাপিত হইল। সে চৈত্যটী দেখিতে অতি সুন্দর। তাহার সৌন্দর্য্যে সমগ্র উপত্যকার রমণীয়তা শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে।

রাও সুরতান সম্বৎ ১৫৯১ (খৃঃ ১৫৩৫) অব্দে বুন্দির সিংহাসনে অভিষিক্ত হয়েন। তিনি শক্তাবৎ সম্প্রদায়ের আদিপুরুষ বীরবর শক্তসিংহের দুহিতাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি শোণিতপিপাসু সমরদেবতা কালভৈরবের একটী বিকট ভক্ত। ভৈরবের অনুরক্ত ভক্তের ন্যায় সুরতান তাঁহার বীভৎস পূজাপদ্ধতিকে সর্ব্বতোভাবে যোগ দান করিয়াছেন; সংগ্রামের এই মূর্ত্ত পাশবদেবের সম্মুখে প্রথম প্রায়ই নরবলি উৎসর্গ হইত। রাও সুরতান

ইষ্টদেব সম্মুখে নরবলি দিতেন না; কিন্তু তিনি তদপেক্ষা ঘোরতর পৈশাচিক কাণ্ডের অভিনয় করিতেন। স্বীয় প্রজাকুলের চক্ষু উৎপাটন করিয়া তিনি বিকট মহাকালের বেদিকার উপর স্থাপন করিতেন। এইরূপ পৈশাচিক আচরণ নিবন্ধন রাও শূরতান ক্রমে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার সেই নিষ্ঠুর ব্যবহার নিতান্ত অসহ্য হওয়াতে বুন্দির সর্দ্দারগণ সমবেত হইয়া তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিল এবং বুন্দি হইতে দূর করিয়া দিয়া চম্বলতীরে একটী স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। সেই স্থল শূরতান কর্ত্তৃক শূরতানপুর নামে অভিহিত হইল।

শূরতানের কোন সন্তান সন্ততি না থাকাতে সর্দ্দারগণ নির্ব্বুদের জ্যেষ্ঠ পুত্র * অর্জ্জুনকে বুন্দি সিংহাসনে অভিষেক করিলেন। রাজপুতচরিত্র অতি বিচিত্র; একাধারে বীরত্ব, মহত্ত্ব ও উদারতা প্রভৃতি সুন্দর গুণাবলির একত্র সমাবেশ আর কোন জাতির চরিত্রে দেখিতে পাওয়া যায় না। যে বুন্দিকুল ইতিপূর্ব্বে গিহ্লোটের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হইয়াছিল, আজি সেই উভয় বংশের নরপতিদ্বয় সমস্ত অতীত বৃত্তান্ত বিস্মৃতিসাগরে বিসর্জ্জন দিয়া হৃদয়ের বন্ধুভাবে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিলেন। আজি বুন্দির বর্ত্তমান নৃপতি রাও অর্জ্জুন দুর্দ্ধর্ষ বাহাদুরের ভীষণ আক্রমণ হইতে চিতোরপুরীকে উদ্ধার করিবার জন্য অম্লানবদনে প্রাণ উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইলেন। বুন্দি ও মিবার উভয় রাজ্যের ভট্টগণ হারবীর অর্জ্জুনরাওয়ের অদ্ভুত বীরত্ব ও অসীম আত্মত্যাগের বিবরণ জ্বালাময়ী বর্ণনায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। "বারুদ জ্বলিয়া উঠিলে পর্ব্বতের এক অংশ বিদারিত ও বিভিন্ন হইল। তখন অর্জ্জুন সেই গিরির বিচ্ছিন্ন ভাগে দণ্ডায়মান হইয়া নিজ তরবার উদ্যত করিলেন এবং সমস্ত জগৎ চমৎকৃত হইয়া তাঁহার মহাপ্রস্থান অবলোকন করিল †।"

---

* নির্ব্বুধ সর্ব্বসমেত আটপুত্র লাভ করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে চারিজন হইতে চারিটী গোষ্ঠি স্থাপিত হইয়াছিল। ভীম টাকুরদা এবং পুরু হারদ্দু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মাপাল ও পুচৈন নামক অপর দুইটী পুত্রের কোন বিশিষ্ট বিবরণ পাওয়া যায় না।

† মিবারের ইতিবৃত্তে বর্ণিত হইয়াছে যে, সম্বৎ ১৫৮৯ জৈষ্ঠ মাসের দ্বাদশ দিবসে বাহাদুর কর্ত্তৃক চিতোর বিধ্বস্ত হয়। বুন্দিরাজ রাও অর্জ্জুন উক্ত চিতোর বিপ্লবে প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। কিন্তু বুন্দির ইতিহাসমতে রাও অর্জ্জুনকে যদি শূরতানের পরবর্ত্তী বলিয়া গণনা করিতে হয়, তাহা হইলে ধরিতে হয় যে, অর্জ্জুন সম্বৎ ১৫৯১ অব্দে অর্থাৎ চিতোর-বিপ্লবের পর রাজা হয়েন। ইহা অসম্ভব; পরন্তু ইহার পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে, অর্জ্জুনের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুরজন সম্বৎ ১৫৮৯ অব্দে বুন্দি সিংহাসনে অভিষিক্ত হয়েন। এখানে বেশ মিলিল, কিন্তু ঐ শূরতানকে লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হইল। মিবারের ইতিবৃত্তে লেখা আছে বাহাদুর কর্ত্তৃক চিতোর ধ্বংসের পর শিশু উদয়সিংহ বুন্দিরাজকুমার শূরতানের হস্তে অর্পিত হইয়াছিল। এখানে দেখিলাম শূরতান উদয়সিংহের পুত্র শক্তসিংহের দুহিতাকে বিবাহ করিয়াছিলেন! এ বিষম গোলযোগ কিরূপে মীমাংসিত হইবে? অধিক তর্ক নিষ্প্রয়োজন; শূরতান বুন্দি সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন কিনা, তাহার মীমাংসা করা দুরূহ ব্যাপার; তবে যদি তাঁহার সিংহাসনারোহণ যথার্থ হয়, তাহা হইলে তাহা অর্জ্জুনের পরে। এই সঙ্গে বলিয়া রাখা উচিত যে, সূর্য্যমল্লের অভিষেককাল লইয়া এইরূপ তর্ক উত্থাপিত হইতে পারে।

তৃতীয় অধ্যায়।

রাও সুরজনের অভিষেক ;—তৎকর্ত্তৃক রিন্থম্বর প্রাপ্তি ;—আকবরের আক্রমণ ;—বুন্দিরাজকুমার কর্ত্তৃক দুর্গত্যাগ ;—মোগলের সামন্তত্ব স্বীকার ;—শাবন্ত হারের অদ্ভুত আত্মত্যাগ ;—হারনৃপতিকে আকবরের রাও রাজা উপাধিদান ;—গণ্ডবান জয়ার্থ সম্রাটের আদেশে তাঁহার যুদ্ধযাত্রা ;—তাঁহার জয় ও সম্মান লাভ ;—রাও ভোজের সিংহাসনারোহণ ;—আকবর কর্ত্তৃক গুজ্জর জয় ;—সুরাট ও আহ্মদনগরে হারগণের বীরত্ব ;—বীররমণীদল ;—রাও ভোজের অবমান ;—আকবরের মৃত্যুর কারণ ;—রাও রতন ;—সম্রাট জাহাঁগিরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ;—হার রাজকুমারের হস্তে বিদ্রোহী দলের পরাজয় ;—হারাবতী বিভাগ ;—মধুসিংহ কর্ত্তৃক কোটা প্রাপ্তি ;—রাও রতনের নিধন ;—তাঁহার উত্তরাধিকারী গোপীনাথের প্রাণ সংহার ;—হারাবতীর অন্তর্গত জাইগির সমূহের বিভাগ ;—রাও ছত্তর শালের অভিষেক ;—আগরার শাসনকর্ত্তার পদপ্রাপ্তি ;—দক্ষিণাবর্ত্তে তাঁহার কার্য্য ;—দৌলতাবাদের প্রাচীরলঙ্ঘন ;—কাল্লবর্গ ও ডামুনী ;—শাজাহানের পুত্রগণের মধ্যে অন্তর্বিবাদ ;—আরঙ্গজীবের চরিত্র ;—হার রাজকুমারগণের প্রভুভক্তি ;—উজ্জিন ও ঢোলপুরের যুদ্ধ ;—ছত্তরশালের বীরত্ব ও মৃত্যু ;—রাও ভাওয়ের অভিষেক ;—আরঙ্গজীব কর্ত্তৃক বুন্দি আক্রমণ ;—মোগলসেনার পরাজয় ;—রাও ভাওয়ের অনুগ্রহলাভ ;—ঔরঙ্গাবাদে নিয়োগ ;—রাও অনুরদের অভিষেক ;—লাহোরে নিয়োগ ;—তাঁহার মৃত্যু ;—রাও বুধ ;—জাজৌ যুদ্ধ ;—কোটা ও বুন্দির হার নৃপতিদ্বয়ের পরস্পর বিরোধ ;—কোটারাজের মৃত্যু ;—রাও বুধের বীরত্ব ;—বাহাদুরশাহের হইয়া যুদ্ধে জয়লাভ ;—বুন্দি রাজকুমারের প্রভুপরায়ণতা ;—পলায়ন ;—অম্বররাজের সহিত বিবাদ ;—ইহার কারণ ;—অম্বররাজের লোভ ;—বিশ্বাসঘাতকতা ;—ভীষণ দ্বন্দ্ব ;—রাও বুধকে বুন্দি হইতে তাড়িত করণ ;—বুন্দি রাজ্য-অপহরণ ;—নির্ব্বাসনে রাও বুধের মৃত্যু ;—তাঁহার সন্তান সন্ততি।

রাও অর্জ্জুনের অদ্ভুত আত্মত্যাগের পর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র রাও সুরজন পিতৃসিংহাসনে সম্বৎ ১৫৮৯ (খৃঃ ১৫৩৩) অব্দে অভিষিক্ত হয়েন। তাঁহার রাজত্বে বুন্দিরাজ্যে একটী নূতন যুগের অবতারণা হয়, বুন্দির ইতিহাস অন্য মূর্ত্তি ধারণ করে। এতাবৎকাল বুন্দির নরপতিগণ একপ্রকার বিশুদ্ধ স্বাধীনতা সম্ভোগ করিয়াছেন ; কিন্তু এই সময় হইতে তাঁহারা সেই স্বাধীনতা টুকু হইতেও বঞ্চিত হইয়া মোগলসূর্য্যের পার্শ্বে গ্রহরূপে স্থান প্রাপ্ত হইলেন।

বুন্দির অন্যতম শাখাকুলে শাবন্ত নামে একটী রাজকুমার জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অতি চতুর ও কার্য্যদক্ষ এবং বুন্দিরাজ্যের বিশেষ মঙ্গলাকাজ্ঞী। শেরশাহী বংশের অধঃপতনের পর তিনি রিন্থম্বরের আফগান শাসনকর্ত্তার সহিত একটী সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। সেই সন্ধিবন্ধনের ফলস্বরূপ উক্ত প্রসিদ্ধ দুর্গ তাঁহার হস্তে অর্পিত হইল। শাবন্তসিংহ সেই নবপ্রাপ্ত দুর্গ স্বহস্তে না রাখিয়া বুন্দিরাজ সুরজনের হস্তে সমর্পণ করিলেন। ইহা বুন্দির একটী সামান্য লাভ নহে। ইহাতে হার নৃপতি যে দুর্গ ও তৎসম্বলিত যে সকল ভূমিসম্পত্তি পাইলেন, সেরূপ ভূমিসম্পত্তি সমগ্র বুন্দিরাজ্যের মধ্যে

ছিল না। এই মহান্ লাভ নিবন্ধন রাও সুরজন স্বীয় রাজধানীর নিকটেই শাবন্তসিংহকে অনেকগুলি ভূমি খণ্ড অর্পণ করিলেন। সেই দিন শাবন্তসিংহের নাম ইতিহাসে স্থান পাইল। তিনি শাবন্ত-হার নামক একটী গোত্র স্থাপন করিয়া আজিও অমর হইয়া রহিয়াছেন।

রিন্থম্বর একটী সমৃদ্ধ নগর। ইহার সমৃদ্ধতা শ্রবণে ইহাকে হস্তগত করিবার জন্য আকবর অত্যন্ত লোলুপ হইয়াছিলেন। কিছুদিন পরে তিনি সসৈন্যে আসিয়া স্বয়ং রিন্থম্বর অবরোধ করিলেন। কয়েক দিন অতীত হইল; কিন্তু তিনি রিন্থম্বর জয় করিতে পারিলেন না। বৈদলার চৌহানসর্দ্দার মধ্যস্থ হইয়া উক্ত দুর্গ সুরজন হারের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। সন্ধিবন্ধনের সময় তিনি হার রাওকে এই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করিয়া লইয়াছিলেন যে, রিন্থম্বর মিবারের অধীনে জাইগির স্বরূপ ভোগ করিতে হইবে। সুরজন তাহাতেই সম্মত হইয়াছিলেন। অম্বরের রাজা ভগবান দাস ও তৎপুত্র মানসিংহ মোগলের দাসত্ব স্বীকার করিয়া সেই সময়ে মোগল সম্রাট আকবরের সহিত রিন্থম্বর দুর্গের সম্মুখে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের দৃঢ় সঙ্কল্প যে, যে প্রকারেই হউক সুরজনকে সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করাইবেন। কিন্তু কি প্রকারেই বা বুন্দিরাজের সহিত সাক্ষাৎ হয়? রাজপুতদিগের মধ্যে এরূপ প্রথা আছে যে, স্বজাতীয় শত্রু যদি দুই একটী মাত্র সৈনিক সমভিব্যাহারে দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিতে চাহে, তাহা হইলে তাহারা কোন আপত্তি করে না। এই প্রথা স্মরণ রাখিয়া আকবর চোপদারের বেশে রাজা মানসিংহের সহিত দুর্গমধ্যে প্রবেশ লাভ করিলেন। রাও তাঁহাকে সভাতলে গ্রহণ করিলেন। উভয় পক্ষে কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময়ে বুন্দিরাজের জনৈক পিতৃব্য ছদ্মবেশী দিল্লীশ্বরকে চিনিতে পারিলেন; অমনি তাঁহার হস্ত হইতে সেই দণ্ডটী লইয়া যথোচিত সম্ভ্রম সহকারে তাঁহাকে দুর্গাধ্যক্ষের আসনে উপবেশিত করিলেন। আকবরের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব চিরপ্রসিদ্ধ। দুর্গপতির আসন প্রাপ্ত হইয়া তিনি তখনই জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে রাও সুরজন, এখন কি কর্ত্তব্য?" রাও এতৎপ্রশ্নের উত্তর দিতে না দিতেই মানসিংহ বলিয়া উঠিলেন "আর কি করিবেন?—রাণার সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করুন, রিন্থম্বর ছাড়িয়া দিউন এবং উচ্চ সম্মান ও পদগৌরবের সহিত ভারতেশ্বরের অধীনতা স্বীকার করুন।" বুন্দিরাজকে মোগলের অধীনে আনয়ন করিবার জন্য সম্রাট যে সকল প্রলোভন তাঁহার সম্মুখে ধারণ করিলেন, তাহা অতিক্রম করা সহজ নহে। বাহান্ন জেলার উপর একাধিপত্য; রাও নিয়মিত সামন্তসেনা সংযোজনা করিলে কোন মোগল কর্ম্মচারীই সেই সমস্ত জনপদের আয়ব্যয়ের হিসাব লইতে যাইবে না। এতদ্ব্যতীত রাও সুরজন ইচ্ছা করিলে অন্য কোন প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারেন। বুন্দিরাজ এ প্রলোভন অতিক্রম করিতে না পারিয়া মোগলের অধীনতা-শৃঙ্খল গলদেশে ধারণ করিতে সম্মত হইলেন। অচিরে সেই সভাস্থলে একখানি সন্ধিপত্র লিপিবদ্ধ হইল। অম্বর রাজকুমার উভয় পক্ষের মধ্যস্থ স্বরূপ তদুক্ত সূত্র সমূহের সমালোচনা করিতে লাগিলেন। সেই কয়েকটী সূত্র নিম্নে লিখিত হইল:—

১ম। মোগলের অন্তঃপুরে দোলা * প্রেরণরূপ যে ঘোর অপমান; তাহা হইতে বুন্দিরাজ মুক্ত হইবেন।

২য়। জিজিয়া অর্থাৎ মুণ্ডকর হইতে মুক্তি।

৩য়। বুন্দির অধিপতিদিগকে আটকপার হইতে হইবে না।

৪র্থ। ন-রোজা-উৎসবে † মীন বাজারে দোকান খুলিবার জন্য বুন্দির রাজাদিগকে রাণী বা রাজকুমারী প্রেরণ করিতে হইবে না।

৫ম। তাঁহারা সম্পূর্ণ সজ্জিত হইয়া দেওয়ান আমে প্রবেশ করিতে পারিবেন।

৬ষ্ঠ। তাঁহাদের পবিত্র মন্দিরাদির কেহ অবমাননা করিবে না।

৭ম। হিন্দু সেনাপতির অধীনে তাঁহারা কখনও স্থাপিত হইবেন না।

৮ম। তাঁহাদের ঘোটক সমূহের গাত্রে মোগলের দাসত্বসূচক অঙ্ক অঙ্কিত হইবে না ‡।

৯ম। তাঁহারা রাজধানীর রথ্যা সমূহে "লাল দরজা" পর্য্যন্ত নাকারা বাজাইতে পারিবেন এবং সম্রাট সমক্ষে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে প্রণিপাত করিতে হইবে না।

১০ম। দিল্লি যেমন সম্রাটের, বুন্দি তেমন হারকুলের হইবে। তাঁহাদিগকে কখনও রাজধানী পরিবর্ত্তন করিতে হইবে না।

সম্রাট আকবর রাও সুরজনের উক্ত সমস্ত প্রস্তাবেই সম্মতিদান করিলেন। শুদ্ধ তাহা নহে; বুন্দি রাও আরও একটী স্বত্ব প্রাপ্ত হইলেন। পবিত্র কাশিনগরে তিনি বসতি লাভ করিলেন। এই সকল উচ্চ প্রলোভনে বশীভূত না হয়েন, এরূপ উচ্চহৃদয় রাজপুত তৎকালে কয়জন ছিল? একমাত্র মহারাণা বীরশেখর প্রতাপসিংহ ভিন্ন আর কয়জন রাজপুত আকবরের প্রলোভনে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারিয়াছিলেন? বুন্দিরাজ রাও সুরজন ত পারিলেন না। তিনি অনায়াসে মোগলের দাসত্ব স্বীকার করিলেন। রিন্থম্বর দুর্গ লইয়া মিবারেশ্বর রাণার সহিত তাঁহার যে বাধ্যবাধকতা ছিল, সেটুকু রাও স্বহস্তে ছেদন করিয়া আকবরের বিজয়রথ অনুগমন করিতে সম্মত হইলেন।

সেইদিন উচ্চ প্রলোভনের বশবর্ত্তী হইয়া রাও সুরজন হারকুলে যে গভীর কলঙ্ক অর্পণ করিলেন, তাহা অপনয়ন করিবার জন্য একজন হার বীর প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেই তেজস্বী বীরের নাম শাবন্তসিংহ। ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, বীর শাবন্তসিংহ কোতারিওর চৌহান সর্দ্দারের সহিত একমত হইয়া রাণার জন্য রিন্থম্বর অর্জ্জন করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই রিন্থম্বর যে, মোগলের চরণে উপহৃত হইবে, তাহা তিনি কখনও সহ্য করিতে পারিবেন না। তাঁহার অধিপতি অম্লানবদনে আকবরের হস্তে সেই দুর্গ অর্পণ করিলেন, একবার নিজ কুলগৌরবের বিষয় ভাবিয়া দেখিলেন না,—একবার রাণার মুখের দিকে চাহিলেন না। রাও সুরজনের এই আচরণ শাবন্তসিংহের

* যে রাজপুতকুমারী যবনরাজের হস্তে অর্পিত হয়, সে দোলা নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

† রাজস্থান, ১ম খণ্ড, ৩০১ পৃষ্ঠায় নৌ-রোজার বিবরণ দ্রষ্টব্য।

‡ সামন্ত রাজপুত রাজন্যগণের ললাটে উত্তপ্ত লৌহ শলাকা দ্বারা একটী পুষ্প অঙ্কিত হইত।

হৃদয়ে সহ্য হইল না। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন "আমার প্রাণ থাকিতে আকবর কখনই রিন্থম্বর অধিকার করিতে পারিবেন না।"

উক্তপ্রকার প্রতিজ্ঞা পালন করিবার পূর্ব্বে শাবন্তসিংহ একটী স্মারকস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে লিখিয়া দিলেন যে, পবিত্র কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া যে কোন হার রিন্থম্বর দুর্গে আরোহণ করিবে, অথবা আরোহণ করিয়া যে কেহ জীবিতাবস্থায় তাহা পরিত্যাগ করিবে, তাহার বংশ অভিশপ্ত হইবে। তখনই রণদামামা গম্ভীর রবে বাজিয়া উঠিল; তখনই কতিপয় হার বীর স্বাধীনতাপ্রিয় তেজস্বী শাবন্তসিংহের সহিত উন্মুক্ত অসিহস্তে মোগলের বিরাট অনীকিনীর উপর পতিত হইলেন এবং পিতৃপুরুষগণের সম্মান ও রাণার মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য অম্লানবদনে প্রাণ উৎসর্গ করিয়া অমরলোকে স্থান পাইলেন।

বীর শাবন্তসিংহের শোণিতে চরণতল ধৌত করিয়া আকবর রিন্থম্বর দুর্গ অধিকার করিলেন। সেইদিন হার রাও মিবারপতি রাণার সহিত সমস্ত সম্বন্ধ স্বহস্তে ছেদন করিয়া সম্রাটের নিকট "রাও রাজা" উপাধি প্রাপ্ত হইলেন।

উক্ত ঘটনার কিছু দিন পরেই রাও সুরজন সম্রাট সদনে আহূত হইলেন। সম্রাট তাঁহাকে গণ্ডদিগের প্রদেশ গণ্ডবান জনপদ জয় করিতে আদেশ করিলেন। অচিরে হাররাজের হস্তে তাহাদের রাজধানী, বারি, পতিত হইল। এই জয়-বিবরণ অক্ষয় রাখিবার অভিপ্রায়ে রাও রাজা তথায় "সুরজন পোল" নামে একটী তোরণ স্থাপন করিলেন এবং গণ্ডসেনাপতিদিগকে বন্দী করিয়া রাজধানীতে লইয়া গেলেন। যাহাতে সম্রাট সেই বিজিত সেনানীদিগকে মুক্তি দিয়া তাহাদিগের অধিকারের কিছু কিছু অংশ তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করেন, রাও সুর তজ্জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন। বলা বাহুল্য যে মোগলপতি বুন্দিরাজের সে অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন;—শুদ্ধ তাহা নহে সম্রাট তাঁহাকে বারাণসী ও চুণার প্রভৃতি আরও সাতটী নূতন জনপদ দিয়াছিলেন যে সময়ে গিহ্লোটকুলকেশরী বীরশ্রেষ্ঠ প্রতাপসিংহ স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা এবং হিন্দুজাতির উদ্ধারের জন্য পবিত্র হলদিঘাটক্ষেত্রে সেলিমের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে অর্থাৎ সম্বৎ ১৬৩২ (খৃঃ ১৫৭৬) অব্দে রাও সুরজন সম্রাটের প্রসাদ প্রাপ্ত হয়েন।

রাও সুরজন অত্যন্ত পণ্ডিত ও ধার্ম্মিক ছিলেন। তাঁহার দয়া, দাক্ষিণ্য, ধর্ম্মানুরাগ ও পাণ্ডিত্য হইতে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল, হিন্দুগণ অশেষ উপকার লাভ করিয়াছিল। তিনি প্রায় বারাণসীতেই থাকিতেন। তাঁহার সুদক্ষ শাসনগুণে তৎপ্রদেশের অধিবাসিগণ নিরাপদে ও নির্ব্বিবাদে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছিল। চুরাশি অট্টালিকা ও মন্দির এবং বিংশতি স্নানাগার তৎকর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল, এবং সমস্ত নগর—বিশেষতঃ যে অংশে তিনি বাস করিতেন—সুন্দর শোভা ধারণ করিয়াছিল। সেই পবিত্র কাশিধামেই মন্দাকিনীর পূত পুলিনে রাজা রাও সুরজন সিংহ প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার তিনটী পুত্র; ১ ম রাও ভোজ; ২ য়, দুদা, ইনি আকবর কর্ত্তৃক অজয় খাঁ

নামে অভিহিত; ৩য় রায়মল্ল; ইনি পোলৈটা ও তদন্তর্গত সমস্ত ভূমিসম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

পিতার মৃত্যুর পর রাও ভোজ বুন্দিরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। এই সময়ে আকবর স্বনামপ্রসিদ্ধ আকবারাবাদ নগরে মোগলের রাজপাট স্থানান্তরিত করিয়া গুর্জ্জর জয়ার্থ একটী বিশাল সেনা প্রেরণ করেন। রাও ভোজ স্বীয় ভ্রাতা দুদার সহিত সেই সেনাদলের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া সুরাট নগরে উপস্থিত হইলেন। তথায় অনেকগুলি যুদ্ধের পর হার রাও অবশেষে শত্রুকুলের সেনাপতিকে স্বহস্তে সংহার করিলেন। ইহাতে আকবর তৎপ্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পুরস্কার প্রার্থনা করিতে কহিলেন। তাহাতে রাও ভোজ বিনীয় নম্রভাবে বলিলেন "সম্রাট! আমি আর কিছু চাহিনা, আপনি কেবল আমাকে এই স্বত্বটুকু দিউন, যাহাতে আমি প্রতি বৎসর বর্ষায় সময় আমার রাজ্য এক একবার দেখিতে পাই।" সম্রাট সাহ্লাদে হাররাজের সেই প্রার্থনা পূরণ করিলেন।

সমগ্র ভারতক্ষেত্রে স্বীয় আধিপত্য দৃঢ় সংস্থাপন করিবার জন্য আকবর যে অগণ্য সমরানুষ্ঠানে লিপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে সমস্ত রাজপুতসন্তানকেই যোগদান করিতে হইয়াছিল। সেই সমস্ত যুদ্ধব্যাপারে বুন্দির হারগণ যেরূপ কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন, সেইরূপ উচ্চ সম্মানও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সময়ে আহ্মদনগরের প্রসিদ্ধ বীরনারী চাঁদসুলতানীর সহিত ঘোর যুদ্ধ উপস্থিত হয়। সেই যুদ্ধে স্বরাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বীরাঙ্গনা সুলতানী স্বীয় বীর্য্যবতী সঙ্গিনীর সহিত যে অদ্ভুত বীরত্ব ও রণনৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে অনেক বলদর্পিত মোগল বীর ও রাজকুমারের মস্তক অবনত হইয়াছিল; কিন্তু বুন্দিরাজ ভোজ রাও সেই যবনী রণচণ্ডীকে সদলে সংহার করিয়া মোগলের অবনত মস্তক উন্নমিত করিয়াছিলেন। এই মহৎ বীরানুষ্ঠানের পুরস্কারস্বরূপ সম্রাট ভোজরাওকে স্বীয় প্রিয় মাতঙ্গ অর্পণ করিলেন এবং তাঁহার অবদান অক্ষয় রাখিবার জন্য নবজিত আহ্মদনগরে "ভোজবুরুজ" নামে একটী প্রকাণ্ড অট্টালক স্থাপন করিলেন।

কিন্তু এ জগতে কয়জন ব্যক্তি রাজপ্রসাদ নির্ব্বিবাদে চির জীবন ভোগ করিয়াছে? রাও ভোজ যে মোগল সাম্রাজ্যের মঙ্গলানুষ্ঠানের জন্য হারকুলের বিপুল শোণিত ব্যয় করিলেন, তাহার ফল অবশেষে কি হইল? সেই সমস্ত অবদান ও হিতানুষ্ঠানের উপযুক্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াও পরিশেষে তিনি সম্রাটের বিষনয়নে পতিত হইলেন। আকবরের প্রিয়তমা মহিষী যোধবাইয়ের মৃত্যু হইলে, সম্রাট আদেশ করিলেন যে, কি হিন্দু, কি মুসলমান, সকল সৈন্য ও সামন্তদিগকেই শোকচিহ্ন ধারণ করিয়া, নিজ নিজ মস্তক শ্মশ্রু মুণ্ডন করিতে হইবে। এই আদেশ প্রচারিত হইবা মাত্র রাজকীয় নাপিতগণ ক্ষুর লইয়া মুসলমান ও রাজপুত সেনানীদিগের নিকট গমন করিতে লাগিল। প্রথমতঃ কেহই তাহাদের তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার হইতে মস্তক রাখিতে চেষ্টা করিল না; কিন্তু সেই ক্ষৌরকারগণ যখন হারবুন্দির রাজভবনে উপস্থিত হইল, হার সৈন্যগণ তাহাদিগকে

চপেটাঘাত ও নানাপ্রকারে অপমান করিয়া দূর করিয়া দিল। এই সমাচার সম্রাটের নিকট অচিরে বাহিত হইল এবং বুন্দিরাজের শত্রুগণ উক্ত ঘটনাকে নানাবর্ণে অনুরঞ্জিত করিয়া বলিল "মহারাজ! ইহাতে আপনার—বিশেষতঃ স্বর্গীয়া মহিষীর অপমান করা হইয়াছে।" আকবর ক্রোধে প্রজ্জলিত হইয়া উঠিলেন, রাও ভোজের তত উপকার, তত আত্মত্যাগ তখন তাঁহার অন্তঃকরণ হইতে বিদায় গ্রহণ করিল; তিনি তখনই আদেশ করিলেন "রাও ভোজের হস্তপদ বন্ধন করিয়া গোঁফদাড়ি মুড়াইয়া দাও।" কিন্তু সম্রাট ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া অতি কুকর্ম্মই করিলেন। তাঁহার এই কঠোর আদেশ প্রচারিত হইবা মাত্র হারগণ তরবার উন্মুক্ত করিয়া মোগল সেনাকে আক্রমণ করিল। তখনই শিবির মধ্যে বিষম গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। মুসলমানগণ আহত হইয়া ভয়ে চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। সেই সময়ে আকবর যদি স্বয়ং উপস্থিত হইয়া হাররাজকে শান্ত করিতে চেষ্টা না করিতেন, তাহা হইলে নর-শোণিতে সেই শিবির প্লাবিত হইত। আকবর স্বীয় অবিমৃশ্যকারিতা ভাবিয়া পরিশেষে অনুতাপ করিয়াছিলেন। রাও ভোজের নিকট আগমন করিয়া হস্তী হইতে অবতরণ পূর্ব্বক তিনি তাঁহার বীরত্বের বিশেষ প্রশংসা করিলেন এবং তাঁহাকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। উদ্ধত ও অবমানিত রাও ভোজ অল্পে শান্ত হইবার নহেন। পিতৃলব্ধ স্বত্ব সমুহের উল্লেখ করিয়া বলিলেন "তোমার ন্যায় শূকরভোজী এ সম্মান পাইবার যোগ্য নহে।" এই কঠোর বাক্য অন্যের মুখে শুনিলে মোগল সম্রাট তৎক্ষণাৎ তাহার শিরশ্ছেদন করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি নীতিজ্ঞ; ঈষৎ হাস্য করিয়া তিনি রাও ভোজকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিলেন এবং সযত্নে তাঁহার নিজ শিবিরে লইয়া গেলেন।

বুন্দী ভট্টগ্রন্থে এই অংশে আকবরের সেই মৃত্যুর ব্যাপার বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু এই মৃত্যু বিবরণ মিবারের ইতিবৃত্তে বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং তদ্বিষয়ের পুনঃসমালোচনা এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। সম্রাটের পরলোকগমনে রাও ভোজ স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিয়া বুন্দিস্থ স্বীয় প্রাসাদে প্রাণত্যাগকরেন। তিনি তিনটী পুত্র লাভ করিয়াছিলেন, রাও রতন, হরদা নারায়ণ ও কেশুদাস।

আকবরের মৃত্যুর পর সেলিম জাহাঁগির নাম ধারণ করিয়া ভারতসিংহাসনে অভিষিক্ত হয়েন। রাজাসনে আরূঢ় হইয়াই তিনি স্বীয় পুত্র পারবেজকে দক্ষিণাবর্ত্তের শাসনকর্ত্তৃত্বে স্থাপন করেন এবং তাঁহাকে বুরহানপুর নগরে অভিষেক করিয়া রাজধানীতে প্রতিগত হয়েন। কিন্তু রাজকুমার খুরম একটী ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে সংহার করিলেন এবং জাহাঁগিরকে পদচ্যুত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এতন্নিবন্ধন মোগল সাম্রাজ্য মধ্যে একটী প্রচণ্ড বিপ্লব সমুত্থিত হইল। খুরম রাজপুত নৃপতিগণের অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন; "তজ্জন্য দ্বাবিংশতি জন রাজা তাঁহার হইয়া অসি ধারণ করিলেন।"

সেই বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে জাহাঁগির বুন্দিরাজ রাও রতনকে তাহার নিবারণার্থ প্রেরণ করিলেন। হার নৃপতি স্বীয় পুত্র মধুসিংহ ও হরিসিংহের সহিত

বুরহানপুরে উপস্থিত হইয়া বিদ্রোহী দলের সম্মুখীন হইলেন *। তথায় একটী যুদ্ধ বাধিল। সে যুদ্ধে বিদ্রোহীগণ সম্পূর্ণ পরাস্ত হইয়া ছত্রভঙ্গে পলায়ন করিল। এই যুদ্ধ সম্বৎ ১৬৩৫ (খৃঃ ১৫৭৯) অব্দ কার্ত্তিক মাস পূর্ণিমা তিথি মঙ্গল বারে সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে রাও রতনের উভয় পুত্রই ঘোরতর আহত হইয়াছিলেন। এই সকল সদনুষ্ঠানের জন্য রাও রতন বুরহানপুর প্রাপ্ত হয়েন এবং তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র মধুসিংহ কোটা নগর ও তদন্তর্গত সমস্ত ভূভাগ লাভ করেন। এই সময় হইতে হারাবতী রাজ্য দ্বিভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এতদ্বিবরণ কোটার ইতিবৃত্তে যথাকালে বর্ণিত হইবে।

বুরহানপুর শাসন করিবার কালে রাও রতন রতনপুর নামে একটী নগর স্থাপন করেন। তৎকর্ত্তৃক আরও একটী প্রয়োজনীয় ব্যাপার সাধিত হয়। সেই ব্যাপারের অনুষ্ঠান হইতে তিনি মোগল সম্রাট ও মিবারেশ্বর—উভয়কে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। মোগলের অধীনস্থ জনৈক উজির মিবারে দুর্বৃত্ত দস্যুভাবে কাল যাপন করিতেছিল। তাহার নাম দেরায়ু খাঁ। দেরায়ু খাঁর অত্যাচারে মিবারের অধিবাসিগণ নিতান্ত উৎপীড়িত হইয়া উঠিয়াছিল। হার নৃপতি তাহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বন্দীভাবে সম্রাট সদনে আনয়ন করিলেন। এই উচ্চ অবদানের পুরস্কার স্বরূপ বুন্দিরাজ রাও রতন অবৈতনিক নহবৎ প্রাপ্ত হইলেন। যে প্রকাণ্ড পীত পতাকা আজিও হার নৃপতির পার্শ্বে উদ্যত এবং যে রক্ত ধ্বজা তাঁহার শিবিরের শিরোদেশে উড্ডীন হয়, তাহাও পুরস্কার স্বরূপ হার নৃপতি সেই দিন লাভ করিয়াছিলেম। রাও রতন এক জন উপযুক্ত নরপতি ছিলেন। তাঁহার রাজপুত ভ্রাতৃগণ—এমন কি সমস্ত হিন্দু সমাজ তাঁহাকে যারপর নাই ভক্তি করিত। কারণ, তিনি হিন্দু ধর্ম্মকে অধঃপতন হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রচণ্ড তেজঃপ্রভাবে কোন মুসলমান তাঁহার রাজ্যের মধ্যে গোহত্যা করিতে পারিত না। নিজ ভুজবলে এইরূপ হিন্দুজাতির অসীম উপকার সাধন করিয়া বুন্দিরাজ রাও রতন বুরহানপুরের নিকটে একটী সামান্য যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন।

রাও রতন চারিটী পুত্র লাভ করিয়াছিলেন; ১ম, গোপীনাথ; ২য়, মধুসিংহ, কোটা লাভ করেন; ৩য়, হরিজি, গুগোর প্রাপ্ত হয়েন; ৪র্থ জগন্নাথ নির্ব্বংশ হইয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ গোপীনাথ পিতার অগ্রেই ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর সম্বন্ধে যে বিবরণ শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাকে সম্পূর্ণ ঔপন্যাসিক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বলদীর গোত্রীয় জনৈক ব্রাহ্মণের স্ত্রীর সহিত গোপীনাথের গুপ্ত

---

* বুন্দির ভট্টগণ এতৎসম্বন্ধে একটি সুন্দর রূপক রচনা করিয়াছেন :—

"সরওয়ার ফুটা, জল বহা,
"আব কেয়া কর যতন ?
"যাতা গড় জাহাগির কা,
"রাখা রাও রতন।"

সরোবরের বাঁধ ভাঙ্গিয়া জল বহিল, এখন আর উপায় কি? যার জাহাগিরের ঘর ভাঙ্গিয়া যায়; রাও রতন তাহা রাখিলেন।

প্রণয় ছিল। প্রত্যেক বিপ্রহর রজনীতে তিনি সেই বিজের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া নিজ প্রণয়িনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। একদিন ব্রাহ্মণ তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল এবং তাঁহার হস্ত পদ বন্ধন পূর্ব্বক বুন্দিরাজ রাও রতনের নিকট আগমন করিয়া বলিল "মহারাজ! এক চোর আমার সম্মান হরণ করিতেছিল, আমি তাহাকে ধরিয়াছি; এক্ষণে তাহার প্রতি কি দণ্ড আদেশ করেন!" রাও গম্ভীর ভাবে উত্তর করিলেন "মৃত্যুদণ্ড।" অভিতপ্ত ব্রাহ্মণ আর কাহারও নিমিত্ত অপেক্ষা না করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাগত হইল এবং একটি লৌহ মুদ্গর লইয়া রাজকুমারের মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিল; পরে শব দেহটীকে একটা রাজপথে নিক্ষেপ করিল। রথ্যার উপরিভাগে হায় রাজকুমারের শবদেহ দেখিয়া নাগরিকগণ বিষম শোকে আকুল হইল এবং রাও সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিল "কে রাজকুমারকে হত্যা করিয়াছে!" এই হৃদয়বিদারক বাক্য শ্রবণে বুন্দিরাজ দুঃসহ শোকে অধীর হইয়া উঠিলেন এবং সেই বীভৎস কাণ্ডের শীঘ্র তদন্ত করিতে আদেশ করিলেন। তিনি জানিতেন না যে স্বহস্তে নিজ পদে কুঠারাঘাত করিয়াছেন। অচিরে সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইল। তখন রাও রতন হৃদয়ের শোকভার হৃদয়েই লুকাইয়া রাখিলেন।

গোপীনাথ দ্বাদশ পুত্র রাখিয়া যান। তাহাদের প্রত্যেককেই রাও রতন এক একটী ভূমি সম্পত্তি প্রদান করিয়াছিলেন।

১ম। রাও চত্তর শাল, বুন্দিরাজ্যে অভিষিক্ত হয়েন।

২য়। ইন্দ্র সিংহ, ইন্দ্রগড় স্থাপন করেন।

৩য়। বেরিশাল, বুলবুন ও ফিলোড়ি প্রতিষ্ঠা করেন এবং করবার ও পিপালদো প্রাপ্ত হয়েন।

৪র্থ। মাক্কম সিংহ, অন্তর্দেহ প্রাপ্ত হয়েন *।

৫ম। মহা সিংহ, থানো † লাভ করেন।

অপর সপ্তপুত্রের সন্তান সন্ততি কিছুই ছিল না, সুতরাং তাহাদের উল্লেখ এস্থলে নিষ্প্রয়োজন।

সম্রাট শাজাহান কর্ত্তৃক রাও চত্তর শাল বুন্দিসিংহাসনে অভিষিক্ত হয়েন; শুদ্ধ তাহা নহে, সম্রাট তাঁহাকে রাজধানীর শাসনকর্ত্তৃত্বে নিয়োগ করেন। এই সম্মান সূচক পদ শাজাহানের শাসনকাল ধরিয়া বুন্দিরাজ ভোগ করিয়াছিলেন। যেদিন মোগল সম্রাট, দারা, আরঙ্গজীব, সুজা ও মোরাদের হস্তে সমগ্র ভারতসাম্রাজ্য ভাগ করিয়া দেন, সেইদিন রাও চত্তর শাল আরঙ্গজীবের অধীনে দাক্ষিণাত্যে একটী উচ্চ

* ইন্দ্রসিংহ ইন্দ্রশালোট, বেরীশাল বেরীশালোট এবং মাক্কমসিংহ মাক্কমসিংহোট নামে এক একটী গোত্র স্থাপন করেন।

† থানো পূর্ব্বে জুজাবার নামে প্রসিদ্ধ ছিল। মহাত্মা টডের সময়ে "বিক্রমজিৎ" নামে একজন রাজা রাজ্যের আধিপত্যে ছিলেন। তিনি মহাসিংহের অধস্তন উত্তরাধিকারী। [illegible] অপেক্ষা অধিকতর [illegible], সাহসিক ও মহৎ ব্যক্তি রাজপুতের মধ্যে আর কেহই ছিলেন না।

সেনাপতি পদে স্থাপিত হয়েন। দক্ষিণাবর্ত্তে তৎকালে যে কয়েকটী যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তৎসমস্তগুলিতেই—বিশেষতঃ দৌলতাবাদ ও বিদীর নামক নগরদ্বয়ের অবরোধকালে বুন্দিরাজ বিশেষ রণদক্ষতা প্রদর্শন করিয়া প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। শেষোক্ত নগরকে চত্তরশাল স্বয়ং জয় করেন। এতদ্ব্যতীত সম্বৎ ১৭০৯ (খৃঃ ১৬৫৩) অব্দে কালবার্গ, ও তাহার কিছুকাল পরে দামুনি নামক নগরদ্বয়ও হারনৃপতির অমিত ভুজবলে বিজিত হইয়াছিল।

"এই সময়ে দক্ষিণাবর্ত্তে একদা একটী জনশ্রুতি প্রচারিত হইল যে, সম্রাট শাজাহান দেহত্যাগ করিয়াছেন। সেই দিন হইতে ক্রমাগত দশ দিবস ধরিয়া রাজকুমার আরঙ্গজীব রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিলেন না, এমন কি কাহারও সহিত কোন রূপ বৈষয়িক কথাবার্ত্তাও কহিলেন না; সুতরাং কিম্বদন্তীতে অনেকের সত্য বলিয়া বিশ্বাস জন্মিল। সম্রাটের পুত্রগণের মধ্যে তৎকালে একমাত্র দারা শিকো রাজধানীতে উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর অপরাপর সকলে ভারতের সিংহাসনে স্ব স্ব স্বত্ব স্থাপন করিবার জন্ম কৃতপ্রতিজ্ঞ হইলেন। এ দিকে শূজা বঙ্গদেশ হইতে যাত্রা করিলেন, ওদিকে আরঙ্গজীব দাক্ষিণাত্য পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়া মোরাদকে লিখিয়া পাঠাইলেন "ভ্রাতঃ! সৈন্ত সামন্ত লইয়া শীঘ্র আমার সহিত যোগদান করিবে, আমি দারবেশ, পার্থিব বিষয়ে আমার আদৌ আসক্তি নাই; বাসনা ফকিরের বেশ ধারণ করিয়া সমস্ত জীবন বিজন বাসেই অতিবাহিত করি; দারা কাফের হইয়া পড়িয়াছে এবং শূজা নাস্তিক হইবার উপক্রম হইয়াছে, এখন সম্রাট শাজাহানের পুত্রগণের মধ্যে সিংহাসন লাভের তুমিই একমাত্র যোগ্য পাত্র। আজি মোগলের সিংহাসন শূন্য, তুমি যথাসাধ্য সৈন্তসামন্ত সংগ্রহ করিয়া আমার নিকট আসিবে, তোমাকে সেই সিংহাসনে স্থাপন করিতে আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিব।"

"আরঙ্গজীবের বৈরভাব বুঝিতে পারিয়া সম্রাট গোপনে হারনৃপতিকে পত্র লিখিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, "তুমি শীঘ্র আমার নিকট আসিবে।" এই গুপ্ত পত্র পাইয়া হার নৃপতি প্রথমে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন; কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিলেন "আমি সম্রাটের সেবক, অতএব তাঁহারই আদেশ পালন করা কর্ত্তব্য।" মনে মনে এইরূপ তর্কবিতর্ক করিয়া চত্তরশাল অবশেষে দাক্ষিণাত্য পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইলেন। অচিরে আরঙ্গজীব বুন্দিরাজের প্রস্থানোদ্যোগের বৃত্তান্ত শুনিতে পাইলেন এবং তৎকারণ জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন "আপনি সম্রাটের নিকট যাইতে কেন এত ব্যস্ত হইয়াছেন? কয়েক দিবস বিলম্ব করুন, আমিও আপনার সঙ্গে যাইতেছি।" ইহাতে বুন্দিরাজ উত্তর করিলেন "সম্রাটের আদেশ প্রতিপালনই আমার প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য, এই দেখুন স্বচক্ষে দেখুন।" তিনি আরঙ্গজীবকে সম্রাট প্রেরিত অনুজ্ঞাপত্র দেখাইলেন। দুষ্টমতি আরঙ্গজীব মনে মনে ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং "আপনি কখনই যাইতে পারিবেন না" এই কথা বলিয়া হার নৃপতির সেনানিবেশ অবরোধ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। চতুর চত্তরশাল পূর্ব্ব হইতেই আরঙ্গজীবের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া আপনার যুদ্ধসামগ্রী

পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি আপনার ও অন্যান্য রাজপুত নৃপতিগণের সৈন্য সামন্তদিগকে একত্রিত করিয়া আরঙ্গজীবের চক্ষের উপর শিবির পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। তাঁহার গতিরোধ করিতে তখন কাহারও সাহস হইল না। এইরূপে অল্প সময়ের মধ্যেই রাও চত্তরশাল নর্ম্মদাতীরে উপস্থিত হইলেন। বর্ষার প্রচণ্ড ধারাপতনে নর্ম্মদার দুইকূল পরিপূর্ণ। সেই তটভূমে কতকগুলি শোলাঙ্কিসর্দ্দার বাস করিত। বুন্দিরাজ তাহাদের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া নদী পার হইলেন এবং নিজ সৈন্য সামন্তদিগকে লইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাগত হইলেন। অতঃপর স্বীয় রাজ্যের সমস্ত কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া চত্তরশাল বুন্দি হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং অল্পদিনের মধ্যে রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন।

এই সময়ে ভারতের সিংহাসন লইয়া বৃদ্ধ শাজাহানের পুত্রগণের মধ্যে যে ঘোর সংঘর্ষ সমুদ্ভূত হইয়াছিল, তাহার বিস্তৃত বিবরণ মিবারের ইতিবৃত্তে বর্ণিত হইয়াছে। অন্যান্য রাজপুত নৃপতিগণের ন্যায় রাও চত্তরশালও হিন্দুপ্রিয় বৃদ্ধ সম্রাটের স্বার্থরক্ষার্থ হৃদয়শোণিত দান করিয়াছিলেন। কাল ফতিয়াবাদ সমরক্ষেত্রে বিজয়লক্ষ্মী আরঙ্গজীবের অঙ্কশায়িনী হইলে পাষণ্ড মোগল স্বীয় ভ্রাতৃগণের শোণিতে হস্ত ধৌত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। কেননা সে দেখিল যে, তাঁহাদিগকে সংহার করিতে না পারিলে সে কখনই বৃদ্ধ পিতার হস্ত হইতে শাসনদণ্ড আচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না। তাহার দুরভিসন্ধি ব্যর্থ করিবার জন্য দারা ধোলপুরে স্বীয় সৈন্য সামন্ত লইয়া সজ্জিত হইয়া রহিলেন। রাজস্থানের অপরাপর ক্ষত্রিয় নৃপতিগণের ন্যায় রাও চত্তরশাল ও তাঁহার পক্ষ আশ্রয় করিলেন। কিন্তু কি কুক্ষণেই দারা ধোলপুরের সমরক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। সেই দিন হইতে তাঁহার যে বিপদ আরম্ভ হয়, তাহা আর সে জীবনে তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই। তিনি সেই কাল সমরক্ষেত্রে সসজ্জভাবে দণ্ডায়মান হইলেন; বুন্দিরাজ সদলে পীতবসন পরিধান করিয়া স্বপক্ষীয় বিশাল বাহিনীর সম্মুখভাগ রক্ষা করিতে লাগিলেন। চিরন্তন নিয়মানুসারে দারা সকলের পুরোভাগে এক প্রকাণ্ড রণমাতঙ্গে আরোহণ করিয়া প্রচণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত ঘোর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। যুদ্ধ ক্রমে ঘোরতর হইয়া উঠিল; ক্রমে উভয় পক্ষের রণবাদ্যের গভীর হৃদয়োত্তেজক রোলে, যুধ্যমান বীরগণের শ্রবণবিদারক সিংহরবে এবং কামান ও বন্দুক সমূহের ভয়ানক শব্দে রণস্থল মুহুর্মুহু কম্পিত হইতে লাগিল। সেই সময়ে সকলে সবিস্ময়ে দেখিল দারা কোথায় অদৃশ্য হইয়াছেন! ইহাতে তৎপক্ষীয় প্রায় সকলেই রণে ভঙ্গ দিয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল। কিন্তু হার নৃপতি একপদও অপসৃত হইলেন না; স্বীয় সামন্তদিগকে পশ্চাৎপদ হইতে দেখিয়া তিনি তাহাদিগের দিকে সম্মুখ ফিরিয়া বজ্রগম্ভীর স্বরে বলিলেন "এখন যে পলায়ন করিবে, তাহার সর্ব্বনাশ হউক; এই দেখ, আমার প্রভুর লবণ সার্থক করিবার জন্য আমার পদদ্বয় এই রণক্ষেত্রে দৃঢ় স্থাপিত হইল, জয় ভিন্ন আর কিছুতেই ইহা এ জীবনে অপসারিত হইবে না।" অতঃপর বুন্দিরাজ এক প্রকাণ্ড রণহস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন এবং জলন্ত আদর্শ ও জ্বালাময়ী উত্তেজনায় স্বীয় সৈন্যগণকে

উৎসাহিত করিয়া শত্রুকুলের মধ্যে গিয়া পতিত হইলেন। হটাৎ একটী অলন্ত গোলক আসিয়া তাঁহার গজপৃষ্ঠে পতিত হইল। অমনি সেই আহত মাতঙ্গ বিকট আর্ত্তনাদ ত্যাগ করিয়া রণস্থল হইতে পলায়ন করিল। তাহাকে পলায়ন করিতে দেখিয়া বুন্দিরাজ তৎপৃষ্ঠ হইতে ভূমিতলে পতিত হইলেন এবং স্বীয় ঘোটক আনিতে আদেশ করিয়া প্রচণ্ড স্বরে বলিয়া উঠিলেন "আমার হাতী শত্রুকুলকে পিঠ দেখাইতে পারে, কিন্তু আমিত এ জীবনে তাহা পারি না।" তখনই তাঁহার তুরঙ্গ আনীত হইবা মাত্র রাও চত্তর শাল তৎপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া স্বীয় সৈন্যসামন্তদিগকে লইয়া একটী ব্যূহ নির্ম্মাণ করিলেন এবং ভীষণ শূল উদ্যত করিয়া রাজকুমার মোরাদকে আক্রমণ করিলেন। স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বীকে লক্ষ্য করিয়া তিনি শূল প্রক্ষেপ করিবেন, এমন সময়ে ললাটদেশে গুলিদ্বারা আহত হইয়া অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পতিত হইলেন। তখনই তদীয় কনিষ্ঠ পুত্র ভরত সিংহ তৎপদে অভিষিক্ত হইয়া সৈন্যমণ্ডলীকে দ্বিগুণ উৎসাহে উৎসাহিত করিয়া তুলিলেন এবং স্বামীধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া অমরলোকে পিতার অনুগমন করিলেন। এদিকে বুন্দিরাজের ভ্রাতা মাকম সিংহ স্বীয় দুইটী পুত্র এবং উদি নামক একটী ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত সম্রাট শাজাহানের স্বার্থ রক্ষার্থ রণস্থলে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। এইরূপে উজ্জিন ও ধোলপুরের দুইটী সমরক্ষেত্রে অন্যূন দ্বাদশ জন হার রাজকুমার অম্লানবদনে স্বস্ব জীবন উৎসর্গ করিয়া স্বামীধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন। এরূপ আত্মত্যাগ ও প্রভুপরায়ণতার নিদর্শন জগতের আর কোথায় দেখিতে পাওয়া যায়?

রাও চত্তর শাল সম্বৎ ১৭১৫ অব্দে প্রাণত্যাগ করেন, তিনি স্বয়ং দ্বিপঞ্চাশৎ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; তাঁহার সাহস ও প্রভুভক্তি প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। তিনি বুন্দির প্রাসাদের এক অংশ বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। সেই বর্দ্ধিত অংশ চত্তর মহল নামে তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। এতদ্ব্যতীত পত্তন নগরে কিশোরী মন্দির তৎকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। চত্তর শাল চারিটী পুত্র রাখিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েন; ১ম, রাও ভাওসিংহ; ২য়, ভীমসিংহ গুগোড় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; ৩য় ভগবন্তসিংহ মৌ লাভ করেম, এবং ৪র্থ ভরতসিংহ, ধোলপুরের যুদ্ধে নিহত হয়েন।

আরঙ্গজীব ভারতের সিংহাসনে আসীন হইয়াই চত্তরশালের পুত্র রাও ভাওকে তদীয় স্বর্গীয় পিতার আচরণ নিবন্ধন শাস্তি দিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। চত্তরশাল যে বৃদ্ধ শাজাহনকে রক্ষা করিবার জন্য দুর্ব্বৃত্ত পিতৃদ্রোহীর বিরুদ্ধে অসি ধারণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য সে একবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু সুযোগ না পাওয়াতে এত দিন তাহার প্রতিশোধ-পিপাসা প্রশমিত হয় নাই। আজি সে ভারতের সার্ব্বভৌম অধিপতি; আজি তাহার বিরুদ্ধে কে দণ্ডায়মান হইতে পারে? দুরাচার আরঙ্গজীব শিবপুরের গর নৃপতি রাজা আত্মারামকে আদেশ করিল "সেই দুর্দ্দান্ত ও রাজদ্রোহী হারকুলকে দমন করিয়া বুন্দি রিস্থবরের সহিত সংযুক্ত করিয়া দাও; আমি ইতিমধ্যে শীঘ্র দক্ষিণাবর্ত্তে যাইতেছি, যাইবার সময় যেন তোমার জয় দেখিতে পাই।" সম্রাটের এই আদেশ প্রাপ্তি মাত্র রাজা আত্মারাম দ্বাদশ সহস্র সৈন্য লইয়া হারাবতী

প্রবেশ করিলেন এবং তরবার ও অগ্নির সাহায্যে দেশকে ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অতঃপর তৎকর্তৃক বুন্দির প্রধান সামন্ত-ভূমি ইন্দ্রগড়ের অন্তর্গত খাট্টোলি নামক নগর আক্রান্ত হইলে হার সর্দ্দারগণ গোপনে একত্রিত হইয়া গোতুর্দা নগরে আত্মারামকে আক্রমণ করিল। শিবপুর-পতি তাহাতে পরাজিত হইয়া রাজকীয় নিদর্শন ও দ্রব্য সামগ্রী পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিলেন; হার সর্দ্দারগণ ইহাতেও পরিতৃপ্ত না হইয়া আত্মারামের শিবপুর অবরোধ করিল। তখন হতভাগ্য গর রাজা আত্মরক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া রাজধানীতে পলায়ন করিলেন এবং হারকুলের অভিনব বীরত্বোচ্ছাসের বিবরণ কীর্ত্তন পূর্ব্বক হারকুলের প্রতি অত্যাচারের বিষয় ভাবিয়া মনে মনে অনুতাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার দুঃখে কেহই দুঃখ প্রকাশ করিল না; বরং তাঁহার পরাজয়ে সকলে তাঁহাকে উপহাস করিতে লাগিল।

দুর্বৃত্ত আরঙ্গজীবের প্রতিশোধ-পিপাসা প্রশমিত হইল না; সে মনে করিয়াছিল যে, হারকুল নির্ম্মূল হইবে; কিন্তু তাহার কিছুই হইল না। যাহা হউক, কুটিলমতি মোগল সম্রাট মুখের মধুর হাস্যে অন্তরের কুটিল ভাব গোপন করিয়া রাও ভাওয়ের নিকট ফর্ম্মাণ প্রেরণ পূর্ব্বক বলিয়া পাঠাইলেন, "হার! তোমার সাহস দেখিয়া সন্তুষ্ট ও প্রসন্ন হইয়া সমস্ত দোষ মার্জ্জনা করিলাম। তুমি রাজধানীতে শীঘ্র উপস্থিত হইয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে।" প্রথমে বুন্দি রাজা সম্মত হইলেন না, কিন্তু সম্রাট বারবার অভয়দান ও মঙ্গলেচ্ছা প্রকাশ করাতে তিনি অবশেষে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, এবং রাজকুমার মোজামের অধীনে আরঙ্গবাদের শাসনভার প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহার স্বাধীন ও তেজস্বী স্বভাব কিছুতেই নষ্ট হইবার নহে। মোগলের অধীনে দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলেও তিনি বিবেক বিসর্জ্জন দিতে পারেন নাই এবং বিপন্নের উদ্ধারার্থ প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। বিকানীর পতি রাজা কর্ণের বিরুদ্ধে একবার একটী কুটিল ষড়যন্ত্র রচিত হইয়াছিল, যদি রাও ভাও সেই ষড়যন্ত্র ছিন্ন ভিন্ন না করিতেন, তাহা হইলে কর্ণের জীবন নিশ্চয়ই বিপন্ন হইত। অচ্চা ও ধাত নগরের সাহসিক বুন্দেলাদিগকে লইয়া রাও ভাও অনেকস্থলে অনেকগুলি যুদ্ধ করিয়াছিলেন। আরঙ্গাবাদ নগরে তৎকর্তৃক অনেকগুলি সাধারণ অট্টালিকা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

আরঙ্গাবাদের শাসনকর্তৃত্বে অভিষিক্ত হওয়া অবধি বুন্দিরাজ রাও ভাও প্রায় তন্নগরেই বাস করিতেন; সেই নগরেই সম্বৎ ১৭৩৮ (খৃঃ ১৬৮২) অব্দে তিনি দেহ ত্যাগ করেন। তেজ, বিক্রম, দাক্ষিণ্য ও শুদ্ধাচার নিবন্ধন তিনি বিপুল সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, তিনি অতি দুরারোগ্য পীড়া আরোগ্য করিতে পারিতেন।

রাও ভাও অপুত্রক থাকাতে তদীয় ভ্রাতা ভীম সিংহের * পৌত্র অনুরাদ সিংহ বুন্দি সিংহাসনে সমারূঢ় হয়েন। সম্রাট স্বয়ং তাঁহার অভিষেকে অনুমতি দিয়া আভিষেচনিক

* ভীমসিংহ গুণোর প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার পুত্র কিষণ সিংহ আরঙ্গজীবের হস্তে প্রাণত্যাগ করেন। অনুরাদ এই কিষণের পুত্র।

পুরস্কারের সহিত স্বীয় প্রিয় হস্তী "গজ গৌরকে" প্রেরণ করিয়াছিলেন। আরঙ্গজীবের শাসনকালে দাক্ষিণাত্যে যতগুলি যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, তৎসমস্তেই অনুরাদ তাঁহার সমভিব্যাহারে ছিলেন। সেই সকল যুদ্ধব্যাপারে একদা সম্রাটের অন্তঃপুরচারিণী মহিলাগণ শত্রু হস্তে পতিত হইলে বুন্দিরাজ বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই বীরানুষ্ঠানে সন্তুষ্ট হইয়া সম্রাট তাঁহাকে স্বেচ্ছামত পুরস্কার প্রার্থনা করিতে আদেশ করেন। তাহাতে রাও ভাও উত্তর করিলেন "যদি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই স্বত্বটী দিউন, যাহাতে আমি সেনার সম্মুখভাগ চালিত করিতে পারি।" সম্রাট তাহাতেই অনুমোদন করিলেন। এই সকল ঘটনার পর বিজাপুরের অবরোধ ও বিপ্লব কালে বুন্দিরাজ যে বীরত্ব ও রণনৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার যশোবিভা দিগ্‌দিগন্তে বিস্তারিত হইয়াছিল।

বুন্দিরাজ্যের প্রধান সর্দার দুর্জ্জয় সিংহের সহিত রাও অনুরাদের একটী শোচনীয় বিবাদ উপস্থিত হয়; তাহাতে তাঁহাকে বিস্তর কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল। দুর্জ্জন সিংহের উদ্ধত আচরণে ক্রোধান্ধ হইয়া তিনি অনেক অসংলগ্ন ও অযোগ্য গালি বর্ষণ করিয়া বলিয়াছিলেন "তোমার কাছে কি আশা করা যাইতে পারে, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি।" ইহাতে দুর্জ্জন সিংহ স্বামীধর্ম্ম পদদলিত করিয়া বুন্দিরাজের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ ত্যাগ পূর্ব্বক স্বনগরে প্রতিগত হয়েন এবং আত্মীয়স্বজন ও সৈন্যদিগকে একত্রিত করিয়া বুন্দি পরিত্যাগ করিবার উপক্রম করেন। এই সংবাদ অচিরকাল মধ্যে সম্রাটের কর্ণগোচর হয়; তখনই তিনি অনুরাদকে একটী সেনাদল সহ প্রেরণ করিলেন। দুর্জ্জন পরাজিত ও দূরীকৃত হইল, তাহার বিষয় বিভব আচ্ছিন্ন ও রাজসম্পত্তির অন্তর্নিবিষ্ট হইল। স্বরাজ্যে এইরূপে শান্তি স্থাপন করিয়া রাও অনুরদ সম্রাটের আদেশক্রমে অম্বররাজ বিষণ সিংহের সহিত মোগল সাম্রাজ্যের উত্তর সীমা স্থির করিতে তৎপ্রদেশে গমন করেন। দুঃখের বিষয় তৎপ্রদেশ হইতে বুন্দিরাজকে আর ফিরিয়া আসিতে হয় নাই। সেই দূরদেশেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

অনুরাদ বুধসিংহ ও যোধসিংহ নামে দুইটী পুত্র লাভ করেন। জ্যেষ্ঠ বুধসিংহ পিতৃরাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। ইঁহার অভিষেকের কিছু দিন পরে আরঙ্গজীব স্বপ্রতিষ্ঠিত আরঙ্গাবাদ নগরে কঠোর রোগে আক্রান্ত হয়েন। সে রোগ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; তাঁহার ওমরা ও উজিরগণ বুঝিতে পারিল যে, সে সঙ্কটে সম্রাটকে কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না। তখন তাহারা তাঁহার রুগ্ন শয্যার পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া বলিল "মহারাজ! কোন্ রাজকুমারকে আপনি উত্তরাধিকারী করিতে ইচ্ছা করেন; আমাদিগকে এই বেলা আদেশ করুন।" তাহাতে মুমূর্ষু সম্রাট উত্তর করিলেন "তাহা ঈশ্বরের হাতে, আমার ইচ্ছা বাহাদুর শা আলম ভারতের সিংহাসনে স্থাপিত হউক। কিন্তু আমার ভয় হইতেছে, আজিম বলপূর্ব্বক সিংহাসন অধিকার করিতে চেষ্টা করিবে।"

মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া আরঙ্গজীব যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন, বাস্তবিক তাহাই ঘটিল। দাক্ষিণাত্যের সেনা-সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া আজিম শা অচিরকাল স্বীয় ভ্রাতুষ্

পরীক্ষা করিতে প্রস্তুত হইলেন এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে সদম্ভে পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন,—"ধোলপুরের সমরক্ষেত্রে বলাবল পরীক্ষা করা যাইবে।" বাহাদুর স্বপক্ষীয় সমস্ত সর্দ্দার ও সামন্তদিগকে একত্র আহ্বান করিলেন এবং স্বীয় সঙ্কট বুঝাইয়া দিয়া তাঁহাদের সমবেত সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। সেই সকল সামন্তদিগের সহিত রাও বুধ উপস্থিত ছিলেন। তখন তিনি সম্প্রতি যৌবনে পদার্পণ করিয়াছিলেন; ভ্রাতা যোধসিংহের অকাল মৃত্যুতে তখন তাঁহার হৃদয় বিষম শোকে আকুল। বুন্দিতে উপস্থিত হইয়া যোধসিংহের শ্রাদ্ধ শান্তি করিতে এবং শোকসন্তপ্ত আত্মীয়বর্গকে সান্ত্বনা দিতে সম্রাট যখন বুধসিংহকে আদেশ করিলেন, তখন বুন্দিরাজ উত্তর করিলেন "সম্রাট! বুন্দিতে কি নিমিত্ত যাইব? আমার কর্ত্তব্যত আমাকে বুন্দিতে ডাকিতেছে না,—আমার রাজার সহিত সেই ধোলপুরের রণক্ষেত্রে আমাকে আহ্বান করিতেছে। সেই ধোলপুর অগণ্য প্রভুভক্ত রাজপুতবীরের কর্ত্তব্যানুষ্ঠান, স্বামীধর্ম্মের জ্বলন্ত নিদর্শন ও আত্মত্যাগে পবিত্র হইয়া রহিয়াছে; তথায় আমার পূর্ব্বপুরুষ চত্তরশাল জীবন উৎসর্গ করিয়া অমর হইয়া রহিয়াছেন। সেই স্বর্গীয় পিতৃপুরুষের প্রদীপ্ত যশোবিভা আজি আমাকে তাঁহার ন্যায় আত্মত্যাগ ও কর্ত্তব্যপালন করিতে উৎসাহিত করিতেছে; প্রভুর মঙ্গলার্থ আমি রণক্ষেত্রে যাইব; ঈশ্বর করুন আমার তরবারের সাহায্যে সম্রাট জয়ী হউন।"

শা আলিম লাহোর পরিত্যাগ করিয়া ধোলপুরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ওদিকে আজিম ভ্রাতাকে আক্রমণ করিবার জন্য স্বীয় পুত্র বিদার বক্তের সহিত দক্ষিণাবর্ত্ত হইতে অগ্রসর হইলেন। উভয়ের সেনাদল ধোলপুরের নিকটস্থ জাজৌ নামক ক্ষেত্রে পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া দণ্ডায়মান হইল। অচিরে যে ভয়াবহ যুদ্ধ বাধিল, তাহা অপেক্ষা ঘোরতর সমর মোগলসাম্রাজ্যে আর কখনও সংঘটিত হইয়াছে কিনা সন্দেহ। মোগল পাঠানাদি মুসলমান সৈন্য ও সামন্ত ব্যতিরেকে রাজপুতনার প্রধান প্রধান বীরগণ রাজকুমারদিগের অদৃষ্ট পরীক্ষা করিবার জন্য সেই ভীষণ যুদ্ধে যোগদান করিল। উভয়ের মধ্যে যাঁহাকে যাহার ইচ্ছা সহায়তা দান করিল। ইহাতে রাজপুতদিগের মধ্যে ঘোর বিষবাদ জনিত হইল। এক রাজা অন্য রাজার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান, এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের হৃদয়শোণিতপাতে উদ্যত। ধাত ও কোটার রাজকুমারগণ দীর্ঘকাল ধরিয়া আজিমের অধীনে কাজ করিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট বিস্তর অনুগ্রহ ও বিপুল স্নেহ ভোগ করিয়া আসিয়াছেন; এক্ষণে তাঁহারা আরঙ্গজীবের আদেশ ভুলিয়া প্রভুর জন্য ন্যায়সম্মত উত্তরাধিকারীর বিরুদ্ধে অসি ধারণ করিলেন। এদিকে বুন্দি ও ধাতের নৃপতিদ্বয় অভেদ্য সৌহার্দ্দ্যসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন; কিন্তু এক্ষণে সেই মৈত্রীবন্ধন ছিন্ন করিয়া প্রচণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। কোটার অধিপতি রামসিংহ শা আলমের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়া মনোমধ্যে কতই আশা পোষণ করিয়াছিলেন। "বুধসিংহকে সংহার করিয়া হারকুলের অধীশ্বর হইব, বুন্দি ও কোটা একত্রে ভোগ করিব" এইরূপ আশার সোহাগে অনুদিন উৎসাহিত হইয়া রামসিংহ স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতিকূল পক্ষ অবলম্বন করিলেন। আশামুগ্ধ আজিম মনে

করিয়াছিলেন যে, জয়লক্ষ্মী তাঁহাকেই অঙ্কে ধারণ করিবেন, এই জন্য তিনি রামসিংহকে যুদ্ধের পূর্ব্বেই বুন্দির রাজা বলিয়া অভিষেক করেন। সেই অভিষেক সার্থক করিবার জন্য রাম সিংহ আরও উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন এবং যুদ্ধের জন্য নিতান্ত ব্যস্ত হইলেন। যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে তিনি রায় বুধকে একখানি পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেই পত্রে লেখা ছিল "শা আলমের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া আজিমের নিকট আসুন, আপনার মঙ্গল হইবে।" এই পত্রপাঠ মাত্র বিষম ঘৃণা ও ক্রোধ সহকারে বুন্দিরাজ এই বলিয়া প্রত্যুত্তর পাঠাইলেন "আমার পূর্ব্ব পুরুষ আত্মত্যাগ দ্বারা যে ক্ষেত্রকে প্রসিদ্ধ করিয়াছেন, সে ক্ষেত্রে আমি আমার রাজাকে পরিত্যাগ করিয়া অমর পিতৃলোকের নাম কলঙ্কিত করিতে পারি না।"

শা আলম বুধসিংহকে স্বীয় সেনাদলের একটী উচ্চ আসনে স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই উচ্চ পদে আরোহণ পূর্ব্বক মহান উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া শত্রুর সহিত যুদ্ধে বুন্দিরাজ যে অদ্ভুত নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে বিজয়লক্ষ্মী শা আলমের মস্তকে গৌরব-মুকুট অর্পণ করেন। শা আলম বাহাদুর শা নাম ধারণ করিয়া নিষ্কণ্টক হইয়া ভারতের সিংহাসনে আরূঢ় হয়েন। এই ভীষণ যুদ্ধে উভয় পক্ষের রাজপুতদিগকেই বিশেষ ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছিল। কোটার হার নৃপতি রামসিংহ ও ধাতনগরীর বুন্দেলারাজ দলপৎ উভয়েই গোলক প্রহারে রণস্থলে প্রাণত্যাগ করেন; এবং আজিম ও বিদার বক্ত সমরানলে জীবন উৎসর্গ করিয়া আশাপিপাসার শান্তি বিধান করেন।

সেই দিন সেই জাজৌক্ষেত্রে হারবীর বুধসিংহ যে অদ্ভুত বীরত্ব প্রকাশ করিয়া শা আলমের যে মহোপকার সাধন করিলেন, সম্রাটপদে আসীন হইয়া বাহাদুর তাহা ভুলিলেন না। যুদ্ধে জয়লাভ হইলেই সেই রক্তাক্ত কলেবরে তিনি হার নৃপতিকে বক্ষে ধারণ করিয়া মিত্রতা স্থাপন করিলেন এবং তাঁহাকে "রাওরাজা" উপাধি অর্পণ পূর্ব্বক পরমানন্দে পুলকিত হইলেন। এই বিমল মৈত্রী উভয়ে দীর্ঘকাল ভোগ করিয়াছিলেন; পরে যেদিন বাহাদুর শা দেহত্যাগ পূর্ব্বক মোগল সাম্রাজ্যে নূতন বিপদের বীজ বপণ করিয়া পরলোক যাত্রা করিলেন, সেইদিন বুন্দিরাজ একটী পরম বন্ধু ও রাজা হারাইলেন। বাহাদুর পরলোকগত হইলে আরঙ্গজীবের পৌত্রগণ এক প্রচণ্ড বিবাদবহ্নি প্রজ্বালিত করিয়া অবশেষে একে একে সকলেই তাহাতে পতঙ্গবৎ বিদগ্ধ হয়। তাহার পর ফিরকশিয়র মোগল সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হয়েন; কিন্তু তাঁহার রাজত্বকালে দুরাচার সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় প্রাদুর্ভূত হইয়া পাশব অত্যাচার দ্বারা রাজ্যের অসীম অমঙ্গল সাধন করে। এক সময়ে তাহারা সম্রাটকে পদচ্যুত করিতে চেষ্টা করাতে বুধসিংহ তাহাদের সেই অনর্থকর উদ্যম ব্যর্থ করিতে কৃতপ্রতিজ্ঞ হয়েন। ইহাতে প্রাসাদের চতুষ্কোণ প্রাঙ্গনতলেই যে ঘোর যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, তাহাতে বুন্দিরাজের পিতৃব্য জয়ৎসিংহ এবং অন্যান্য অনেক হার সৈন্যসামন্ত প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন।

শোণিতাক্ত জাজৌক্ষেত্রে কোটা ও বুন্দির মধ্যে যে বিবাদের সূত্রপাত হয়, রামসিংহের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র ও উত্তরাধিকারী ভীমসিংহ তাহা গুরুতর করিয়া তুলিলেন। রাজা

ভীম বিবেকের মস্তকে পদাঘাত করিয়া পাষণ্ড সৈয়দদিগের পক্ষ অবলম্বন করিল এবং বুধসিংহের শোণিতে অনন্ত প্রতিশোধ-পিপাসা প্রশমিত করিবার জন্ত উপযুক্ত অবসর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। স্বীয় দুরভীষ্ট সাধনে সে এতদূর উন্মত্ত হইয়া উঠিল যে, তাহার হিতাহিত জ্ঞান রহিল না। মূর্খ ভীমসিংহ সম্মুখ যুদ্ধে না পারিয়া কাপুরুষের স্তায় অবশেষে বিশ্বাসঘাতকতা অবলম্বন পূর্ব্বক একদা বুধসিংহকে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিল। রাজধানীর বহির্ভাগস্থ ময়দানে বুন্দিরাজ অশ্ব লইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন, তাঁহার নিকটে কয়েকটীমাত্র সৈনিক দণ্ডায়মান, এমন সময়ে দুরাচার ভীমসিংহ সদলে আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। বুধসিংহের সর্দ্দারগণ তাঁহাকে বৃত্তাকারে বেষ্টন করিয়া বিশ্বাসঘাতক ভীমসিংহের সহিত প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে সকলে একটী নিরাপদ স্থলে উপস্থিত হইলেন। তখন কোটারাজ তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু বুধসিংহ রাজধানীতে আর থাকিতে পারিলেন না; তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, মোগলসম্রাটকে পিশাচদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করিবেন; কিন্তু তাহা পারিলেন না; কুচক্রীদলের কুটিল ষড়যন্ত্রে তাঁহার নিজের জীবনই শেষে নিতান্ত বিপন্ন হইয়া পড়িল; তখন তিনি আত্মরক্ষার্থ স্বরাজ্যে পলাইয়া আসিলেন। ইহার পরেই হতভাগ্য ফিরকশিয়র দুরাচার সৈয়দের হস্তে প্রাণ হারাইলেন। অনন্তর মোগল সাম্রাজ্য ঘোর অরাজক হইয়া উঠিল। রাজা, উজির ও ওমরাগণ রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব প্রদেশে প্রতিগত হইলেন।

এই সময়ে অম্বররাজ জয়সিংহ বুন্দিপতি বুধসিংহকে পদচ্যুত করিতে মনস্থ করিয়া তৎপ্রতি অসীম বৈরতাচরণে প্রবৃত্ত হয়েন। যে কারণে কুশাবহ রাজা এই জঘন্ত ব্যাপারে নিরত হয়েন, এস্থলে তাহা উল্লেখিত হইল। জয়সিংহের ভগিনীর সহিত এক সময়ে বাহাদুর শা ও বুধসিংহের সম্বন্ধ স্থির হয়। কিন্তু মোগল সম্রাট বুন্দিরাজের সরল বন্ধুত্ব মান্ত করিয়া সেই বৈজাত্য সম্বন্ধ প্রত্যাখ্যান করেন; ইহাতে বুধসিংহের সহিতই অম্বর রাজকুমারীর পরিণয় হইয়া গেল। জয়সিংহের ভগিনী বন্ধ্যা; কিন্তু বুন্দিরাজ বৈগুর কালমেঘের যে দুহিতাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাঁহার গর্ভে দুইটী পুত্র সঞ্জাত হয়। সপত্নীকে পুত্রবতী দেখিয়া কুশাবহকুমারীর ঈর্ষ্যার আর সীমা রহিল না। স্বামীর অনুপস্থিতিকালে তিনি আপনাকে অন্তঃসত্বা বলিয়া ভাণ করিতে লাগিলেন এবং সুবিধাক্রমে একটী পুত্রসন্তান সংগ্রহ করিয়া রাজার উপযুক্ত উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিলেন। স্বরাজ্যে প্রত্যাগত হইয়া রাও বুধ মহিষীর এই দুরাচরণের বিষয় অবগত হইলেন এবং তাঁহার ভ্রাতা জয়সিংহকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলেন। মহিষী তৎকালে তথায় উপস্থিত ছিলেন। জয়সিংহ তখনই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ভগিনি! তোমার এ কি শুনিতেছি?" এই কথা শুনিবামাত্র বুন্দিমহিষী ক্রোধে একবারে জলিয়া উঠিলেন এবং তাড়িতবেগে স্বীয় ভ্রাতার কটিবন্ধ হইতে ছুরিকা তুলিয়া লইয়া "দর্জ্জিকা বাচ্ছা!" বলিয়া তাঁহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইলেন। অম্বররাজ পলায়ন করিয়া সেই রুদ্রচণ্ডার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন।

এই দারুণ অবমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য রাজা জয়সিংহ বুন্দি হইতে রাও বুধসিংহকে দূর করিয়া দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং বুন্দির প্রধান ঠাকুর ইন্দ্রগড়পতি দেবসিংহকে তদুপরি স্থাপন করিতে চাহিলেন। কিন্তু কি জানি কি ভাবিয়া দেবসিংহ তাহাতে সম্মত হইলেন না। অনন্তর জয়সিংহ করবার সর্দ্দারের নিকট গমন করিয়া বলিলেন "তোমাকে বুন্দিরাজ্য গ্রহণ করিতে হইবে।" ইহার নাম সলিমসিংহ। বুন্দিরাজ্যে রাজা হইবে, ইহা ভাবিয়া আনন্দে সলিমসিংহের রজনীতে নিদ্রা হইত না।

রাজা জয়সিংহ চতুর ও রাজনীতিজ্ঞ। তিনি মালব, আজমির ও আগরার শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত ছিলেন ; বুন্দিরাজের সহিত বিবাদ বাধাইবার তাঁহার একটী গূঢ় কারণ ছিল। তাঁহার মনোমধ্যে এক প্রচণ্ড রাজনৈতিক আন্দোলন হইতেছিল। মোগল সাম্রাজ্যের অকর্ম্মণ্যতা এবং অন্তর্বিবাদ দেখিয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, সামান্য সামান্য রাজাদিগের উপর স্বীয় প্রভুতা বিস্তার করিবেন। এই জন্য তিনি মোগল সাম্রাজ্যের বিশৃঙ্খলতাকে হৃদয়ের সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। যেদিন হতভাগ্য ফিরকশিয়র সৈয়দ হস্তে প্রাণত্যাগ করিলেন, সেইদিন অম্বররাজের চিরলালিতা আশালতা ফলবতী হইবার উপক্রম হইল। সম্রাটের শোচনীয় অবস্থায় মৌখিক দুঃখ প্রকাশ করিয়া তিনি স্বরাজ্যে প্রস্থান করিলেন। রাও বুধ তাঁহার সঙ্গে আসিয়া তদীয় ভবনে আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন।

বিশ্বস্ত ও সুখসুপ্ত অতিথিকে গৃহে রাখিয়া গোপনে গোপনে তাহার সর্ব্বনাশের চেষ্টা করা যে কতদূর জঘন্য ও হেয় কার্য্য, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। রাও বুধসিংহ জয়সিংহের ভগিনীপতি, তাহাতে আবার আজি তাঁহার নিকট অতিথি। জয়সিংহের মনে মনে এই গূঢ় অভিলাষ যে, বুন্দিরাজকে কোনরূপে অম্বরে রাখিয়া তিনি বুন্দিরাজ্য হস্তগত করেন। এই দুরভিসন্ধি সাধন করিবার জন্য জয়সিংহ একদা রাওরাজাকে বলিলেন "অম্বরকে তুমি বুন্দি হইতে ভিন্ন ভাবিও না, এ অম্বর তোমারই। অতএব তুমি কিছুদিন এইখানেই অবস্থিতি কর; আবশ্যকীয় ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য তুমি প্রত্যহ পাঁচশত টাকা পাইবে।" এই বাক্যশ্রবণে বুধসিংহের পিতৃব্যের মনে বিষম সন্দেহের উদয় হইল। তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রকে গোপনে বলিলেন "জয়সিংহের দুরভিসন্ধি তুমি কি বুঝিতে পারিতেছ না? তোমাকে এইখানে রাখিয়া ওব্যক্তি বুন্দি হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতেছে।" তিনি তখনই বুন্দিতে পত্র লিখিয়া বৈওরাণীকে বলিয়া পাঠাইলেন যেন তিনি সত্বর নিজ পুত্রদ্বয়কে লইয়া পিত্রালয়ে প্রস্থান করেন। অতঃপর হার সর্দ্দার ও সামন্তদিগকে অম্বরের বাহিরে একটী গুপ্তস্থানে একত্রিত করিয়া তিনি বুধসিংহের মমভিব্যাহারে বুন্দি-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তৎকালে তাঁহাদের সহিত তিন শত হার বীর ছিল। সেই ত্রিশত বীর্য্যবান্ সৈনিককে লইয়া বুন্দিরাজ বিশ্বাসঘাতক জয়সিংহের পাপভবন পরিত্যাগ করিলেন এবং নির্ভয়ে স্বীয় রাজধানীর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তিনি নিরাপদে যাইতে পারিলেন না ; বুন্দিও অম্বর রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশস্থিত পাঞ্চোলাশ নামক নগরে অম্বরের প্রধান পঞ্চ সর্দ্দার

সদলে তাঁহার সম্মুখীন হইল। বুধসিংহ স্বীয় ত্রিশত সৈন্যে একটী নিরেট ব্যূহ রচনা করিয়া শত্রুকুলের সহিত ঘোর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। আজি রাজপুত রাজপুতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান; শ্যালক ভগিনীপতির প্রাণনাশে কৃতপ্রতিজ্ঞ!—এ যুদ্ধে কে জয়ী হইবে? দেখিতে দেখিতে যুদ্ধ ক্রমে ঘোরতর হইয়া উঠিল। হারবীরগণের অব্যর্থ সন্ধানে একে একে অম্বরের পঞ্চ সর্দ্দার এবং অনেকগুলি সৈন্য রণস্থলে পতিত হইল; অবশিষ্ট সকলে প্রাণভয়ে অম্বরাভিমুখে পলায়ন করিল। বুধসিংহের পক্ষও দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে; তাঁহার পিতৃব্য নিহত, তাঁহার অনেকগুলি রণদক্ষ সৈনিক পতিত; এখন কয়েকটীমাত্র সৈন্য অবশিষ্ট। সেই হতাবশিষ্ট মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া বুধসিংহ বুন্দি যাইতে সাহস করিলেন না। পাথরের নিবিড় গহনাদির ভিতর দিয়া তিনি শ্বশুরালয় বৈগু নগরে উপস্থিত হইলেন। জয়সিংহের পক্ষে বিপুল শোণিতপাত হইল বটে, কিন্তু বুধসিংহ যে জয়ী হইয়াও বুন্দিতে যাইতে সাহস করিলেন না, ইহাতে অম্বর রাজ যারপর নাই আনন্দিত হইলেন। এতদিনে তাঁহার সমস্ত অভিসন্ধি বুঝি সফল হয়। তিনি করবার সর্দ্দার সলিমসিংহের পুত্র দলিলসিংহের হস্তে নিজ দুহিতাকে অর্পণ করিয়া তাঁহাকে "রাও রাজা" উপাধি দান পূর্ব্বক বুন্দির সিংহাসনে অভিষেক করিলেন।

জ্যেষ্ঠ হাররাজকুমারকে বিপন্ন দেখিয়া কনিষ্ঠ ভীম সিংহ চিরলালিত প্রতিশোধ পিপাসার তৃপ্তি বিধান করিতে অগ্রসর হইলেন। চম্বল নদীর তটভূমি পর্য্যন্ত স্বীয় রাজ্যসীমা বর্দ্ধিত করিয়া তিনি তাহার পূর্ব্বতীরস্থ সমস্ত খাসজমিগুলিকে হস্তগত করিয়া লইলেন।

এইরূপে চতুর্দ্দিকে শত্রুদ্বারা অবরুদ্ধ হইয়া দুর্ভাগ্যবান্ বুধ স্বীয় রাজ্য উদ্ধার করিতে অনেক চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাঁহার কোন চেষ্টাই সফল হইল না। তাঁহার বিপুল শোণিত ও অর্থব্যয় হইল, ক্রমে সহায় সম্বল সমস্তই প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিল; আশাভরসাও ফুরাইবার উপক্রম হইল। এখন এমন আর কেহই নাই যে, তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাঁহার বুন্দিরাজ্য উদ্ধার করিয়া দেয়। সেই শোচনীয় অবস্থায় উমেদসিংহ ও দীপ সিংহ নামে দুইটী পুত্র রাখিয়া বুধসিংহ সেই বৈগু-ক্ষেত্রেই প্রাণত্যাগ করেন।

কুটিলমতি জয়সিংহের ইহাতেও তৃপ্তিবিধান হইল না; বুধসিংহের শিশু তনয় যুগল যে, মাতুলালয়ে বিশ্রাম করিবে, তাহাও তাঁহার হৃদয়ে সহিল না। রাণাকে বলিয়া তিনি বৈগুজনপদ কালমেঘের হস্ত হইতে কাড়িয়া লইলেন। তখন নিরাশ্রয় রাজকুমারদ্বয় কয়েকটী সৈনিক সমভিব্যাহারে পুচাইল নামক বিজন গিরিগহ্বরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তথায় কিছুকাল যাপন করিয়া তাঁহারা কোটারাজ দুর্জ্জন শালের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। দুর্জ্জন শাল ভীম সিংহের পুত্র। পিতৃশত্রুর পুত্রদ্বয়কে বিপদে পতিত ও আশ্রয়ার্থী দেখিয়া তিনি দয়ার্দ্র হইলেন এবং তাঁহাদের পিতৃরাজ্যোদ্ধারার্থ সাহায্য দান করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

রাও উমেদ কর্ত্তৃক অম্বর সেনার পরাজয় ;—দবলানার যুদ্ধ ;—উমেদের পরাজয় ও পলায়ন ;—তাঁহার ঘোটক হুঞ্জের মৃত্যু ;—চম্বল তীরস্থ প্রাচীন রামপুর নগরে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ ;—রাজধানীর উদ্ধার ;—তথা হইতে দূরীকৃত হইয়া পুনর্ব্বার পলায়ন ;—বিধবা বিমাতার সহিত সাক্ষাৎ ;—হলকারের নিকট বিধবা হার রাজমহিষীর সাহায্য প্রার্থনা ;—অম্বররাজকুমারের পরাজয় ;—উমেদের বুন্দিলাভ ;—ঈশ্বরীসিংহের আত্মহত্যা ;—মহারাষ্ট্রীয়দিগকে সর্ব্বপ্রথম ভূমিদান ;—মধুসিংহ ;—জালিমসিংহ ;—মহারাষ্ট্রীয় আক্রমণ ;—ইন্দ্রগড়ের সর্দ্দারের উপর উমেদের প্রতিশোধ ;—উমেদের রাজ্যত্যাগ ;—অজিতের অভিষেক ;—উমেদের তীর্থযাত্রা ;—তীর্থযাত্রার ব্যাঘাত ;—অজিৎ কর্ত্তৃক রাণার গুপ্তহত্যা ;—সতীর ভয়ানক অভিশাপ ;—অজিতের বীভৎস মৃত্যু ;—পূর্ব্ব ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতা ;—রাও বিষণসিংহের অভিষেক ;—পৌত্রের প্রতি উমেদের অবিশ্বাস ;—উমেদের মৃত্যু ;—হারাবতীর ভিতর দিয়া ব্রিটিষ সেনার পশ্চাদপসরণ ;—ইংরাজদিগের সহিত বুন্দির সখ্যভাব ;—বুন্দিরাজ্যের উপকার ;—বিসূচিকা রোগে বিষণসিংহের মৃত্যু ;—তাঁহার চরিত্র ;—রাও রাজা রামসিংহ।

রাও বুধসিংহের ভীষণ শত্রু অম্বররাজ জয়সিংহ সম্বৎ ১৮০০ অব্দে পরলোক গমন করেন। তখন উমেদের বয়ঃক্রম ত্রয়োদশ বর্ষমাত্র। পিতৃবৈরীর মৃত্যু সংবাদ শ্রবণগোচর হইবামাত্র বীরবালক উমেদ স্বীয় সৈন্যসামন্তদিগকে একত্রিত করিয়া পত্তন ও গৈনোলি আক্রমণ ও জয় করিলেন। এই বিবরণ অচিরকাল মধ্যে দেশময় প্রচারিত হইল। সকলে সবিস্ময়ে শুনিল যে, বুধসিংহের পুত্র জাগরিত হইয়া উঠিয়াছে ; অল্পকালের মধ্যে প্রাচীন হারগণ চারিদিক হইতে আসিয়া তাঁহার উদ্যত পতাকামূলে একত্রিত হইতে লাগিল। এদিকে কোটার অধিপতি দুর্জ্জন শাল প্রকৃত হার বিক্রমকে পুনরুদ্দীপিত হইতে দেখিয়া মনে মনে নিরতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং উমেদের সাহায্যার্থ প্রয়োজনমত সেনাবল প্রেরণ করিলেন।

এই সময়ে ঈশ্বরীসিংহ অম্বরের সিংহাসনে সমারূঢ়। পিতার কুটিল নীতি অনুসরণ করিয়া তিনি মনস্থ করিলেন যে, কোটা ও বুন্দি উভয় রাজ্যই অধিকার করিয়া চরণতলে দলিত করিবেন। তিনি কোটা আক্রমণ করিলেন ; দুরাশা সফল হইল না। তাঁহাকে যুদ্ধস্থল হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইল। অনন্তর তিনি উমেদকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত একদল নানক পন্থী সেনা তদ্বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। উমেদ তৎকালে মীনদিগের মধ্যে বুন লোহারী নামক একটী নির্জ্জন প্রদেশে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহার বীরত্ব ও তেজস্বিতায় বিমোহিত হইয়া মীনগণ তাঁহাকে রক্ষা করিতে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইল। অচিরে পঞ্চসহস্র ধনুর্দ্ধর বীরবালক উমেদের সাহায্যার্থ ঈশ্বরীদাসের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইল। বীচোরী নামক স্থানে উমেদ অম্বরসেনাকে আক্রমণ করিলেন এবং তাহাদিগকে পরাস্ত

করিয়া নিতান্ত নির্দ্দয়ভাবে সংহার করিতে লাগিলেন। অনেক কুশাবহ সেই বীরবালকের হস্তে নিহত হইল; অপর সকলে ধ্বজা ও দামামা ত্যাগ করিয়া প্রাণরক্ষার্থ দূরে পলায়ন করিল। তাহাদের পরিত্যক্ত দ্রব্য সামগ্রী বিজয়ী উমেদের হস্তগত হইল। এই পরাজয় সম্বাদ প্রচারিত হইবামাত্র অম্বররাজ ঈশ্বরীসিংহ নারায়ণ দাস নামক জনৈক ক্ষত্রিয়বীরের অধীনে অষ্টাদশ সহস্র সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার কোন উদ্যমই সফল হইল না। বীর বালক উমেদের অদ্ভুত অবদানের বিষয় অবগত হইয়া চারিদিক হইতে হারগণ দলে দলে তাঁহার পতাকামূলে সমবেত হইতে লাগিল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিবার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিবেন। সে প্রতিজ্ঞা আজি তিনি পালন করিবেন। দেখিতে দেখিতে উভয় পক্ষের সেনাদল দবলানা নামক স্থলে পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া শিবির স্থাপন করিল। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে উমেদ শীতুন নগরে ভগবতী আশাপূর্ণার পূজার্থ তাঁহার পবিত্র মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। সাষ্টাঙ্গে ভগবতীর চরণতলে প্রণত হইয়া তিনি গাত্রোত্থান করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার নয়নদ্বয় বুন্দির অত্যুচ্চ সৌধকূটে পতিত হইল। অমনি তাঁহার হৃদয় বিকট উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া উঠিল। যে বুন্দি তাঁহার পিতৃপুরুষগণের লীলানিকেতন, যথায় তাঁহারা দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াছেন, যাহার দুর্গাভ্যন্তরে অনেক শত্রু বন্দীভাবে কালযাপন করিয়াছে, আজি সেই বুন্দি, সেই "স্বর্গাদপি গরীয়সী" জন্মভূমি হইতে তিনি বঞ্চিত; আজি তাহা একজন স্বদেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতকের বিলাসভোগ্য হইয়া রহিয়াছে! এ চিন্তা—এ কঠোর চিন্তা সহস্র বৃশ্চিকের ন্যায় উমেদের হৃৎপিণ্ডে দংশন করিতে লাগিল। প্রতিশোধ-পিপাসা দারুণ বলবতী হইল। তিনি ভগবতী আশাপূর্ণার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন "মা আশাপূর্ণে! এই তোমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া শপথ করিলাম—হয় যুদ্ধে জয়লাভ করিব, নয় রণস্থলে প্রাণ উৎসর্গ করিব।"

রণস্থল কম্পিত করিয়া হারকুলের রণদামামা গম্ভীররবে বাজিয়া উঠিল; চারিদিক হইতে হারবীরগণ উমেদের পীতবর্ণ পতাকামূলে সমবেত হইতে লাগিল। দুর্দ্ধর্ষ দেরায়ু খাঁকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার পূর্ব্বপিতৃপুরুষ রাও রত্ন সম্রাট জাহাঁগিরের নিকট সেই বৈজয়ন্তী পুরস্কার পাইয়াছিলেন; আজি কি তাহা রণস্থলে অবনত হইবে?—উমেদ প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, সে ধ্বজাকে কখনই কলঙ্কিত হইতে দিবেন না। তাঁহার সাহসিক সৈন্য সামন্তগণও তাঁহার বীরোদাহরণে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত হইয়া সিংহনাদ ত্যাগপূর্ব্বক তৎপার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। এই সকল উৎসাহিত ও রণোন্মত্ত সৈনিকদিগকে লইয়া হারবীর উমেদ শত্রুর সম্মুখীন হইলেন,—দেখিলেন অরাতিসেনা পুরোভাগে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কামান সজ্জিত করিয়া একটী বিশাল ব্যূহমধ্যে বিরাজ করিতেছে। কালস্বরূপ অগণ্য আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়া বীরবালক উমেদ কিছুমাত্র ভীত হইলেন না; বরং দ্বিগুণতর উৎসাহের সহিত শূলাদি উদ্যত করিয়া তাহাদের উপর আপতিত হইলেন। ভল্লাপ্রহারে ও অসিপ্রহারে জর্জ্জরিত হইয়া শত্রুবাহিনী বিধ্বস্ত

বিভক্ত হইয়া উমেদের বিজয়িনী সেনার অগ্রগমনের পথ প্রদান করিল। সেই সঙ্কীর্ণ পথে পদতলে অগণ্য অরাতিমুণ্ড দলিত করিয়া হারবীর তাহাদের পশ্চাতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখনই জয়পুর সেনা তাঁহার দিকে সম্মুখ ফিরিয়া তৎপ্রতি অনর্গল গোলা বর্ষণ করিতে লাগিল। জ্বলন্ত গোলকপুঞ্জের বিশ্বদাহি তেজে কত হারবীর সমরশায়ী হইলেন। প্রথমযুদ্ধে উমেদের মাতুল শোলাঙ্কী পৃথ্বীসিংহ এবং মতরার মহারাজ হার মুরজাদসিংহ প্রাণত্যাগ করেন। মুরজাদসিংহ চক্রনিক্ষেপ করিয়া কুশাবহ সেনাপতি নারায়ণদাসের মস্তকচ্ছেদন করিয়াছেন, এমন সময়ে শত্রুনিক্ষিপ্ত গুলি-প্রহারে রণস্থলে পতিত হইলেন। তথাপি উমেদ নিরুৎসাহ হইলেন না। স্বীয় তরবার উদ্যত করিয়া তিনি শত্রুসেনায় অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। জয়পুরের কত সৈন্য তাঁহার প্রচণ্ড তরবারাঘাতে ভূমিতল চুম্বন করিল; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। সর্ব্বসংহারি কামানাবলির করাল গ্রাসে শত শত হারবীর পতিত হইতে লাগিল। ক্রমে শোরণের সর্দ্দার প্রাগসিংহ ও অন্যান্য অনেক বীর প্রাণত্যাগ করিলেন। ইহাতেও বীরবালক উমেদের কিছুমাত্র ভয় নাই। তিনি যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, আজি রণস্থলে তাহা সফল করিবেন। বীরের আবার মৃত্যুকে ভয় কি? প্রত্যেক মিত্র বীরের পতনে তাঁহার উৎসাহ ও সাহস যেন দ্বিগুণিত হইতে লাগিল।—তিনি অবিরত সিংহনাদ ত্যাগ করিয়া শত্রুসেনা সংহার করিতে লাগিলেন। এইরূপ অদ্ভুত উৎসাহ ও অপূর্ব্ব রণনৈপুণ্যের সহিত উমেদ যুদ্ধ করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার প্রিয়তম বাহন তুরঙ্গটীর উদরে একটী জ্বলন্ত গোলক প্রহৃত হইল। সেই নিদারুণ আঘাতে অশ্বের অন্ত্রসমুদয় বহির্নিসৃত হইল; তথাপি সে প্রভুকে ত্যাগ করিল না। উমেদ পূর্ব্বের ন্যায় অদম্য সাহসের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেনাদল অনেক পরিমাণে সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, সহকারী প্রধান প্রধান বীরগণ প্রাণত্যাগ করিয়াছে, ভবিষ্যতের আশা ভরসা ক্রমে ফুরাইবার উপক্রম হইতেছে! কিন্তু সেদিকে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই। তাঁহার এইরূপ ভাব দেখিয়া তদীয় অবশিষ্ট সর্দ্দারগণ তাঁহাকে রণস্থল হইতে লইয়া যাইতে নানা চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহারা বিনীতভাবে বলিল, "মহারাজ! এ কাল যুদ্ধে আপনি জীবিত থাকিলে, বুন্দি-উদ্ধারের আশা আছে; কিন্তু যদি আপনি অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয়া রণস্থলে প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে আমাদের আশা ভরসা সমস্তই নির্ম্মূল হইবে। আপনি রণস্থল পরিত্যাগ করুন; নতুবা পিতৃরাজ্যোদ্ধারের আর অন্য উপায় নাই।"

বিষম মর্ম্মবেদনায় ব্যথিত হইয়া বীরবালক উমেদ হিতাভিলাষী সর্দ্দারগণের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা সকলে ইন্দ্রগড়ের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া তাঁহারা শোয়ালি নামক গিরিবর্ত্মের মধ্যে উপস্থিত হইলেন। তত্রত্য ছায়াতরু মূলে বিশ্রামলাভার্থ উমেদ অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া প্রিয়তম বাহনের বল্গনী রশ্মি উন্মোচন করিয়া দিলেন। তৎক্ষণাৎ সেই অশ্ব তাঁহার চরণতলে পঞ্চত্ব পাইল। ঘোটকের মৃত্যুতে উমেদ শিশুর ন্যায় রোদন করিতে

লাগিলেন। সেই রণতুরঙ্গের নাম হুঞ্জা। হুঞ্জা ইরাকদেশে জাত; উমেদের পিতা সম্রাটের নিকট তাহা পুরস্কার পাইয়াছিলেন। কত যুদ্ধে সে তাঁহাকে নিরাপদে বহন করিয়াছিল। হুঞ্জার বয়স হইয়াছিল, তথাপি সে দবলানক্ষেত্রে উমেদকে কেমন সতর্কভাবে বহন করিয়াছে। শত্রুনিক্ষিপ্ত গোলকের প্রহারে তাহার উদর ছিন্ন ভিন্ন হইলেও সে সে রণস্থলে প্রাণ পরিত্যাগ করে নাই। আজি সেই প্রিয়তম তুরঙ্গ উমেদের চরণতলে গতজীবন। অনেকক্ষণ বিলাপের পর তিনি হুঞ্জার মৃতদেহের যথোচিত সৎকার করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন "যদি কখন পিতৃ সিংহাসন উদ্ধার করিতে পারি, তাহা হইলে তোমার যথাযোগ্য সম্মান করিব।" এ প্রতিজ্ঞা সত্যসন্ধ উমেদ বিস্মৃত হয়েন নাই। অদৃষ্টদেবের সুপ্রসাদে বুন্দিরাজ্য পুনর্লাভ করিয়া তিনি হুঞ্জার একটী পাষাণ প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সেই প্রতিমা এক্ষণে নগরের "চৌকে" স্থাপিত। আজিও প্রত্যেক হার তাহাকে ভক্তি সহকারে পুষ্পচন্দন উপহার দিয়া সেই দবলানাক্ষেত্রের ভয়াবহ সমরের বৃত্তান্ত স্মরণপূর্ব্বক উৎসাহে স্ফীত হইয়া থাকে।

শোবালী গিরিবর্ত্ম' পরিত্যাগ করিয়া হার বীর উমেদ পাদচারণে ইন্দ্রগড়ে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তত্রত্য সর্দ্দার তাঁহাকে আশ্রয়দানে সম্মত হইল না। সেই স্বদেশদ্রোহী নরাধম হারকুলকলঙ্ক ইতিপূর্ব্বে জয়পুরাধিপের অধীনতা স্বীকার করিয়াছে; এক্ষণে উমেদের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়া ভীতি প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিল "তুমি কি ইন্দ্রগড় ও বুন্দির সর্ব্বনাশ করিতে চাহ?" এই বিষদিগ্ধ বাক্যবাণে উমেদের মর্ম্মস্থল বিদ্ধ হইল। কিন্তু তিনি নিরুপায়; সুতরাং মনের আগুণ মনেই নিবাইয়া রাখিয়া সেই পাপরাজ্য পরিত্যাগ করিলেন, এবং যতক্ষণ না সেই হারাধমের রাজ্যসীমা অতিক্রান্ত হইল ততক্ষণ তিনি বিন্দুমাত্র জল গ্রহণ করিলেন না। অতঃপর উমেদ কুরবৈনে উপস্থিত হইলেন। তত্রত্য সর্দ্দার তাঁহার আগমন-বার্ত্তা অবগত হইবামাত্র নগর হইতে বহির্গত হইয়া যথোচিত সম্মান সহকারে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং যথাসাধ্য সাহায্য ও একটী অশ্ব দান করিয়া আপনি চরিতার্থ হইলেন। সেই হিতকারী সর্দ্দারের আশ্রয়চ্ছায়াতলে শ্রান্তি দূর করিয়া উমেদ স্বীয় সর্দ্দারগণকে বলিলেন "বীরগণ! তোমরা আমার জন্য বিস্তর কষ্ট সহ্য করিয়াছ; এক্ষণে তোমরা স্ব স্ব গৃহে গিয়া কিছুদিন বিশ্রাম লাভ কর। অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইলে আবার তোমাদের সাহায্য প্রার্থনা করিব।" এইরূপে আত্মীয় স্বজন ও সর্দ্দারদিগকে বিদায় দিয়া উমেদ চম্বলতীরস্থ প্রাচীন রামপুরের ভগ্ন প্রাসাদের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

কোটার অধিপতি দুর্জ্জনশাল দবলানাক্ষেত্রে উমেদের সহায়তা করিয়াছিলেন; এক্ষণে তাঁহাকে নির্ব্বাসন ক্লেশে নিপীড়িত দেখিয়া বুন্দি উদ্ধার করিয়া দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অচিরে একটী প্রচণ্ড সেনাদল সজ্জিত হইল। রণবিশারদ জনৈক ভট্ট কবি সেই বাহিনীর নায়ক হইয়া শত্রুহস্তগত বুন্দি নগর অবরোধ করিলেন। অবিরত যুদ্ধে নগরের প্রাকারাবলি ভগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল; তন্নিবন্ধন হারসেনা অল্প আয়াসেই নগরাভ্যন্তরে প্রবেশ লাভ করিল। ভট্টসেনাপতি অতঃপর তারাগড়দুর্গ অবরোধ করিয়া

যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছেন, এমন সময়ে তাঁহারই পক্ষ হইতে জনৈক বিশ্বাসঘাতক গুলি প্রহারে তাঁহাকে সংহার করিল। কিন্তু ইহাতে হার সেনা নিরুৎসাহ হইল না। তাঁহার নিম্নপদস্থ সেনাপতি তখনই তাঁহার শবদেহের উপর একখানি বস্ত্র বিস্তৃত করিয়া দিয়া সৈন্যমণ্ডলীকে স্বীয় বীরোদাহরণে উৎসাহিত করিলেন। দেখিতে দেখিতে আক্রমকগণ ঘোর বিক্রম সহকারে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া হতভাগ্য রাষ্ট্রাপহারক দলিল দূরে পলায়ন করিল; উমেদসিংহের আশা সফল হইল; তিনি পিতৃপুরুষগণের পবিত্র সিংহাসনে স্থাপিত হইলেন।

লজ্জাবনতমুখে বুন্দি পরিত্যাগ করিয়া কাপুরুষ দলিল স্বীয় প্রভু ঈশ্বরসিংহের পদপ্রান্তে আশ্রয় গ্রহণ করিল। তখন অম্বররাজ পুনর্ব্বার বুন্দিজয়ে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইলেন। প্রসিদ্ধ সেনাপতি ক্ষেত্রী কেশুদাসের হস্তে কুশাবহকুলের সমস্ত সেনা অর্পণ করিয়া তিনি তাঁহাকে বুন্দির বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। বুন্দি অবরুদ্ধ হইল। আত্মরক্ষণোপযোগী সেনাবল সংগ্রহ করিবার সময় না পাইয়া উমেদ নগর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। "আবার দেব বঙ্গের উন্নত কাঙ্গরার উপর ধুন্দরের বিজয়পতাকা উড্ডীন হইল।" কিন্তু ঈশ্বরসিংহ যখন দলিলসিংহকে বুন্দিসিংহাসনে পুনরভিষেক করিতে চাহিলেন, তখন দলিল অনুতপ্ত হৃদয়ে কহিল "মহারাজ! আমি বুন্দির প্রজা। রাজার সিংহাসন হস্তগত করিয়া জগৎসমক্ষে আমি রাজদ্রোহী নামে কলঙ্কিত হইয়াছি। এক্ষণে সেই সিংহাসন পুনর্ব্বার লইয়া গভীর কলঙ্ক-কালিমা গভীরতর করিতে পারিব না।"

উমেদসিংহ আবার রাজ্যভ্রষ্ট,—আবার রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত হইয়া মিবার ও মারবারের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন; কিন্তু বিভ্রান্ত বা বিমূঢ়চিত্তে কেবল অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া নিষ্ক্রিয়ভাবে বসিয়া রহিলেন না। তিনি যখন সুবিধা ও সুযোগ পাইলেন, শত্রুরাজ্যে পতিত হইয়া নগর গ্রাম লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। তাঁহার পিতৃরাজ্য বুন্দিও তাঁহার বিষদৃষ্টি হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই। একদা লুণ্ঠন-ব্যাপারে বহির্গত হইয়া উমেদ সদলে বিনোদীয় নামক নগরে প্রবিষ্ট হইলেন। উক্ত নগরে হারকুলের সর্ব্বনাশের মূলীভূত কারণ তাঁহার বিমাতা কুশাবহা রাণী আত্মকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিবার মানসে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। অনুতাপ ও আত্মদ্রোহিতার বিকট নরকানলে তাঁহার হৃদয় নিরন্তর বিদগ্ধ। বিমাতার বৃত্তান্ত শুনিয়া উমেদ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। রাজচ্যুত সপত্নী-তনয়কে দেখিয়া কচ্ছাবহ রাজকুমারীর অন্তর্নিগূহিত ধূমায়মান অনুতাপানল প্রচণ্ডতেজে জ্বলিয়া উঠিল; একমাত্র তাঁহারই দুরাচরণে যে, বীরবালক উমেদ রাজ্যভ্রষ্ট, নির্ব্বাসিত, পরানুগ্রহে জীবিত, এই চিন্তা শত বৃশ্চিকের ন্যায় তাঁহার হৃৎপিণ্ডে দংশন করিতে লাগিল; তিনি একবারে অধীর হইয়া উঠিলেন। যিনি জন্মাবধি রাজ্যচ্যুত হইয়াও অসীম বিপদের প্রতিকূলে নিজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও অদম্য অধ্যবসায়ের সাহায্যে আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছেন, হায়, সেই শৌর্য্যবীর্য্যের আধারস্বরূপ সুকুমারমতি উমেদ তাঁহারই নিষ্ঠুরাচরণে তত কষ্ট

পাইয়াছেন! কচ্ছাবহা রাজকুমারী অনুতপ্তহৃদয়ে বলিলেন "বৎস! এই হতভাগিনীই তোমার সমস্ত কষ্টের মূল;—আমা হইতেই তুমি এই দীনদশায় পতিত! এক্ষণে যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে; আমি একবার দক্ষিণদেশে যাইয়া তোমার উদ্ধারের জন্য সাহায্য লইয়া আসিব।"

অনন্তর বুধসিংহের সেই বিধবা পত্নী দক্ষিণাবর্ত্তে যাত্রা করিলেন। তিনি নর্ম্মদাতীরে উপনীত হইলে একব্যক্তি তাঁহাকে একটী স্তম্ভ দেখাইয়া বলিল "নর্ম্মদার পর পারে যাওয়া আপনাদিগের নিষিদ্ধ, দেখুন ইহা সমস্ত রাজপুতের পক্ষে আটক' হইয়া রহিয়াছে।" বিধবা বুন্দিমহিষী প্রকৃত রাজপুতনীর ন্যায় সেই স্তম্ভস্থ শিলাশাসনখানিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া নদীজলে ফেলিয়া দিলেন এবং নর্ম্মদা উত্তীর্ণ হইয়া মূলহর রাও হলকারের শিবিরে উপস্থিত হইলেন। আজি প্রথিত নামা জয়সিংহের ভগিনী সাহায্যার্থিনী হইয়া অজপালক মহারাষ্ট্রীয় দস্যুর নিকট অভ্যাগত হইয়াছেন, ইহা কি রাজপুতকুলের সামান্য দুর্ভাগ্য! কিন্তু গৃহবিচ্ছেদই রাজপুতকুলের সর্ব্বনাশ করিয়াছে।

উমেদের বিমাতা মূলহর রাওয়ের সহিত ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করিয়া বিনয়নম্রবচনে বলিলেন "বুন্দি উদ্ধার করিয়া উমেদকে অর্পণ করুন।" হলকার নিকৃষ্ট ছাগপালের কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার হৃদয় উচ্চ গুণগ্রামে বিভূষিত; নতুবা তিনি সেরূপ শ্রেষ্ঠতালাভ করিতে পারিবেন কেন? তিনি কচ্ছাবহ রাজকুমারীর সমস্ত প্রার্থনা পূরণ করিতে চাহিলেন। অচিরে একটী প্রকাণ্ড বাহিনী সজ্জিত হইল। বিধবা মহিষী সেই বিরাট সেনাদলকে একবারে জয়পুরের বিরুদ্ধে চালিত করিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য প্রথমে ঈশ্বরসিংহের মূল উৎপাটন করিয়া তাহার শাখাপল্লব সমূহকে ধ্বংস করিবেন। সৌভাগ্যবশতঃ ঘটনাস্রোত তাঁহারই অনুকূলে প্রবাহিত হইল। অম্বরের সিংহাসন লইয়া সেই সময়ে ঈশ্বরসিংহের সহিত রাণার ভাগিনেয় মধুসিংহের ঘোরতর বিবাদ *। রাণা দ্বিতীয় জগৎসিংহ মধুসিংহের পক্ষ হইয়া ঈশ্বরীসিংহের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান। এদিকে উমেদসিংহের বিমাতা ঈশ্বরীর বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইতেছেন; সুতরাং তাঁহার ও রাণার উদ্দেশ্য প্রায় একই। হলকার ইহাঁদের উভয়েরই উদ্দেশ্যসাধনের সহায়তা করিতে সম্মত হইয়া সসৈন্যে অম্বরে আপতিত হইলেন।

মহারাষ্ট্রীয় সেনাদলের আগমনবার্ত্তা অবগত হইয়া ঈশ্বরসিংহ তাহাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার মানসে সদলে রাজধানী হইতে বহির্গত হইলেন। কিন্তু তিনি প্রতারিত হইয়াছেন। মহারাষ্ট্রীয়দিগের যে তত সেনা, তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই; পারিলে স্বল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া শত্রুকুলের সম্মুখীন হইতেন না। তাঁহার কর্ম্মচারী মহারাষ্ট্রীয় সেনা দেখিয়া গিয়া বলিয়াছিল "শত্রুকুলের সৈন্যসংখ্যা অতি অল্প।" এই মিথ্যাবাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ঈশ্বরসিংহ অধিক সৈন্য সংগ্রহ করেন নাই। কিন্তু তিনি নিজ দুর্বৃত্ততা ও নৃশংসতার উপযুক্ত পুরস্কার পাইলেন। অম্বরের প্রধান

* এতদ্বিবরণ মিবারের ইতিবৃত্তে ৪৫৬ পৃষ্ঠা হইতে ৪৫৮ পৃষ্ঠার মধ্যে দ্রষ্টব্য।

মন্ত্রীকে সংহার করিয়া হতভাগ্য ঈশ্বর স্বহস্তে স্বীয় অধঃপতনের পথ পরিষ্কার করিয়াছেন। ভট্টকবি নিম্নলিখিত শ্লোকে তাঁহার অধঃপতনের কারণ নির্দ্দেশ করিতেছেন ;—

"যবি, ছোড়ি ঈশ্বরো
"রাজ কর্‌নেকা আশ
"মন্ত্রী মুটা মারা
"ক্ষেত্রী কেশুদাস।"

অর্থাৎ ঈশ্বরদাস যেদিন প্রধান মন্ত্রী ক্ষত্রিয় কেশুদাসকে সংহার করিলেন, সেইদিন তাঁহার রাজশাসনের আশা নষ্ট হইল।

যে দুই কর্ম্মচারী মহারাষ্ট্রীয় সেনার মিথ্যা সংখ্যা জ্ঞাপিত করিয়া তাঁহাকে প্রতারিত করিয়াছিল, তাহারা সেই নিহত কেশুদাসের পুত্র। পিতার অন্যায় নিধনের প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছায় তাহারা সেরূপ বিশ্বাসঘাতকতা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। অম্বররাজা তাহাদেরই বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া স্বল্প সংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে রাজধানীর নিকটস্থ ভাগুনামক দুর্গের সম্মুখে যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হইলেন। কিন্তু যখন মহারাষ্ট্রীয় সেনা দিগ্‌দিগন্ত ছাইয়া তাঁহার সম্মুখীন হইল, তখন তিনি একবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন। মুষ্টিমেয় সেনা লইয়া মহারাষ্ট্রীয়ের প্রচণ্ড অনিকিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে যাওয়া বাতুলের কার্য্য। ঈশ্বরসিংহ তাহা বুঝিতে পারিলেন ;—বুঝিয়া সদলে পলায়ন পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত ভাগুদুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এদিকে মহারাষ্ট্রীয়গণ সেই দুর্গ অবরোধ করিল। দশদিন অবরোধের পর ঈশ্বরসিংহ শত্রুকুলের শরণাগত হইতে বাধ্য হইলেন। অচিরে একখানি প্রতিজ্ঞাপত্র প্রস্তুত হইল। সেই প্রতিজ্ঞাপত্রে লিখিত ছিল যে, অম্বররাজ বুন্দি উমেদের হস্তে অর্পণ করিবেন, এবং তাহাতে তাঁহার ও তদীয় বংশধরদিগের কোন দাবী দাওয়া থাকিবে না ; অপিচ উমেদকে বুন্দির রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া তাঁহার ললাটে টীকা অর্পণ করিবেন। ঈশ্বরসিংহ সেই সমস্ত প্রতিজ্ঞা অনুমোদন করিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিলেন। অতঃপর উমেদের বন্ধুবান্ধবগণ কোটার সহকারী সেনাদল এবং মহারাষ্ট্রীয় সেনার সহিত সেই স্বত্ব পত্র লইয়া বুন্দিনগরে উপস্থিত হইল ; স্বদেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক দলিলকে তথা হইতে দূর করিয়া দিল এবং উমেদকে রাজসিংহাসনে স্থাপন করিয়া নৃত্যগীত ও আমোদ-প্রমোদ করিতে লাগিল।

এইরূপে চতুর্দ্দশবর্ষব্যাপী বনবাসের পর উমেদ সম্বৎ ১৮০৫ (খৃঃ ১৭৪৯) অব্দে পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন। স্বদেশদ্রোহী দলিলের পাপস্পর্শে যে রাজাসন কলঙ্কিত হইয়াছিল আজি উমেদের পদার্পণে তাহা পবিত্র হইল। কিন্তু সেই অনর্থকর বিবাদে বুন্দির আভ্যন্তরীন্ বল অনেকাংশে মন্দীভূত হইয়া পড়িয়াছে ; তাহার শোভা সদৃশ অনেক মহা মহা বীর রণস্থলে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। সেই দীন অবস্থার উপর মুলহর রাও হলকার স্বীয় বিষদন্ত স্থাপন করিতে ভুলেন নাই ! ধরিতে গেলে তিনি উমেদের ধর্ম্মমাতুল ; কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয় অর্থের কাছে ধর্ম্মবন্ধন তাঁহার পক্ষে কোন কার্য্যকর

হয় নাই। কেননা তিনি কোন সৎপ্রবৃত্তি দ্বারা প্রণোদিত হইয়া বালক উমেদের স্বার্থরক্ষার্থ ঈশ্বরসিংহের বিরুদ্ধে অসি উদ্যত করেন নাই। তাঁহার মনোমধ্যে একটী গূঢ় দুরভিসন্ধি নিহিত ছিল; সেই দুরভিসন্ধি ভূমিলিপ্সা। বলা বাহুল্য যে, কুটিল স্বার্থপরতাই মহারাষ্ট্রীয়গণের বলবতী প্রবৃত্তি এই প্রবৃত্তির। বশবর্ত্তী হইয়াই হলকার স্বীয় ধর্ম্মভাগিনেয়ের স্বপক্ষে অসি ধারণ করিয়াছিলেন; এই উপকার জন্য তিনি পাক্কা পাট্টার লেখাপড়া করিয়া চম্বলের বামতীরস্থ পত্তন * জনপদ চাহিয়া লইয়াছিলেন।

পিতৃরাজ্য প্রাপ্ত হইয়া উমেদসিংহ তাহার আভ্যন্তরিন্ শ্রীবৃদ্ধিসাধনে গভীর মনোনিবেশ করিলেন। বিগত পঞ্চদশবর্ষের অনর্থকর বিবাদবিষম্বাদে রাজ্যের অন্তঃসার শূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। এক্ষণে উমেদ সেই সমস্ত গণ্ডগোল নিরাকৃত করিয়া রাও বাঙ্গের সাধনভূমিকে আবার শান্তিময় অমরাবতীতে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে উৎসাহ ও আনন্দের জীবন্ত স্ফূর্ত্তি নাই; দুরন্ত মহারাষ্ট্রীয়গণের দুরাচরণে তিনি অনেক পরিমাণে নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছেন। যাহারা তাঁহার পিতৃরাজ্যোদ্ধারে তাঁহাকে বিপুল সাহায্যদান করিয়াছে, সেই কঠোর ব্রতের উদ্যাপনে বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিয়াছে, তাহারা যে অবশেষে পাশবী স্বার্থপরতায় প্রণোদিত হইয়া তাঁহার হৃদয়শোণিত পান করিতে থাকিবে, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই,—পারিলে সেই অনর্থের মূলোচ্ছেদ করিতে চেষ্টিত হইতেন এবং সেই দস্যুদলের উপর কথনই বিশ্বাস স্থাপন করিতেন না। এ সম্বন্ধে সমগ্র রাজপুত সমাজই এক অনর্থকর বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছিল। রাজপুতগণ না বুঝিয়া,—অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া সেই ক্রূর দাক্ষিণীদিগকে একদা মিত্র বলিয়া ভাবিয়াছিল;—রাজ্যের সার্ব্বজনীন অন্তর্বিপ্লবকালে স্ব স্ব অভীষ্টসাধনে তাহাদের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ তখন তাহারা বুঝিতে পারে নাই যে, সেই মিত্ররূপী ভণ্ড মহারাষ্ট্রীয়গণ তাহাদের গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদের সর্ব্বনাশ করিবে। ভয়ঙ্করী দস্যুবৃত্তির তৃপ্তিসাধনে প্রযুক্ত হইয়া মার্হাট্টাগণ পঙ্গপালের ন্যায় রাজস্থানের সর্ব্বত্র পতিত হইত এবং হতভাগ্য রাজপুতগণের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া চলিয়া যাইত। হীনবীর্য্য রাজপুতগণ কলঙ্কিত জীবন লইয়া আশ্রয় স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিত এবং মনে করিত আর সে উৎপাতে পড়িতে হইবেনা। এই সংস্কারই তাহাদের অনর্থকর বিষম ভ্রম। এই ভ্রমে পতিত হইয়া বুন্দির হারদিগকে যেরূপ কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল, আর কোন রাজপুতকে সেরূপ যন্ত্রণায় নিপীড়িত হইতে হয় নাই। কিন্তু বুন্দিরাজ্যের

* দুর্দ্ধর্ষ মহারাষ্ট্রীয়গণের ঘোর বিপ্লবকালে তাহারা যে সমস্ত নগর বা রাজ্য হস্তগত করিত, তৎসমুদায় তাহাদিগের মধ্যে বিভক্ত হইত। এতদনুসারে পত্তন দুই অংশে বিভক্ত হইল। তন্মধ্যে একটী অংশ পেসবা, অপরটী সিন্ধিয়া পাইলেন। কিন্তু পেশবার তাহা নাম মাত্র; কেননা তাহা হইতে তিনি কিছুই উপস্বত্ব ভোগ করিতে পারিতেন না; তাঁহার অংশে যাহা কিছু আদায় হইত, হলকার তাহা লইয়া পুনাবিষয়ের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। পরে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের সাহায্যে রাজস্থানে যে দিন শান্তি সংস্থাপিত হইল, সেইদিন বুন্দিরাজ পত্তন ফিরিয়া পাইলেন।

নিতান্ত দুর্ভাগ্য, তাই সেই দুঃসময়ে, দুর্দ্দান্ত মার্হাট্টাগণের সেই পাশব প্রপীড়নকালে রাও বাঙ্গের সিংহাসন অকালে উমেদের পবিত্র স্পর্শে বঞ্চিত হইল। ভাগ্যতরঙ্গের ঘোর আবর্ত্ত হইতে বুন্দিরাজ্যকে তিনি যেরূপ চতুরতার সহিত রক্ষা করিয়াছিলেন, যেরূপ প্রচণ্ড নির্ভীকতা, রাজনীতিজ্ঞতা ও ধীশক্তিদ্বারা হারকুলের শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছিলেন, তাহাতে বুন্দি যদি তদীয় সমস্ত জীবিতকাল তাঁহার শাসনাধীনে থাকিত, তাহা হইলে মহারাষ্ট্রীয়গণ কখনই সে রাজ্যে তত দৃঢ় আধিপত্য প্রাপ্ত হইত না। উমেদ অকালে রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াই স্বহস্তে স্বরাজ্যের অধঃপতন-পথ পরিষ্কার করিয়া দিলেন।

রাও উমেদসিংহ কেন যে স্বরাজ্যের শাসনদণ্ড পরিত্যাগ করিলেন, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে তৎপ্রতি আমাদের ভক্তি স্বতই লঘু হইয়া পড়ে; রাজনীতিজ্ঞ মহোচ্চহৃদয় বুন্দিরাজ অল্পবুদ্ধি দুর্নীতি ও কাপুরুষ বলিয়া সহসা স্মৃতিপথে উদিত হয়েন। যে অপকর্ম্মের বিষময় চিন্তার বিষদংশন হইতে শান্তি লাভের জন্য তিনি বৈষয়িক কার্য্যক্ষেত্র হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া শান্তিময়ী মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার নির্ম্মল চরিত্রের একমাত্র গভীর কলঙ্ক। যদি সে কালিমা তাঁহাকে স্পর্শ না করিত, তাহা হইলে উমেদসিংহ [illegible]স্থানের একজন শ্রেষ্ঠ প্রাজ্ঞ, সাহসিক ও শুদ্ধচরিত্র নৃপতি বলিয়া বর্ণিত হইতে পারিতেন। কিন্তু রিপুপরতন্ত্র রক্তমাংসময় দেহ ধারণ করিয়া কোন্ মর্ত্ত্য মানব রাজদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক দেবসিংহের জঘন্য আচরণ ক্ষমা করিতে পারে? তথাপি মহানুভব উদারচরিত উমেদসিংহ তাহা করিয়াছিলেন। পিতৃরাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া তিনি তন্মুহূর্ত্তেই সেই নরপিশাচ পাষণ্ডের পাপ মস্তক ছেদন করিতে পারিতেন; তাহাকে সবংশে নির্ম্মূল করিয়া সেই নারকীর জঘন্য দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল প্রদান করিতে পারিতেন; কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না। ক্ষমাগুণ মহাত্মাগণের প্রধান ধর্ম্ম। বুন্দিরাজ সেই ধর্ম্ম পালন করিলেন। এইরূপে আট বৎসর অতীত হইল। অপর অপর সর্দ্দারগণ মনে করিল বুঝি রাজা পাপিষ্ঠ দেবসিংহের দুরাচরণের বিষয় ভুলিয়া গিয়াছেন। তাহারা রাজাকে মনে মনে সহস্র সাধুবাদ প্রদান করিয়া বলিল "এরূপ ক্ষমাগুণাবলম্বী নরপতি কি ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম গ্রহণ করেন?" রাজবিরুদ্ধে সেরূপ হেয় দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াও রাজসন্নিধানে ক্ষমা প্রাপ্ত হইলে সাক্ষাৎ পিশাচও ঘোরতর আত্মদ্রোহিতা ও অনুতাপের নরকযন্ত্রণায় আত্মঘাতী হইত; কিন্তু সেই নরপিশাচ পাষণ্ড দেবসিংহের পাষাণহৃদয় মুহূর্ত্তের জন্য অণুমাত্রও বিচলিত হইল না। দবলানাক্ষেত্রে পরাজয়ের পর যে উমেদ আশ্রয়ার্থী হইয়া তাহার ইন্দ্রগড়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন, যাঁহাকে সে এক গণ্ডূষ জল পর্য্যন্তও দিতে অসম্মত হইয়া নগর হইতে বিদায় করিয়া দিয়াছিল, সেই উমেদ আবার বুন্দি সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন; তিনি আবার তাহাকে ক্ষমা করিয়াছেন! অম্বরের ক্রীত দাস স্বদেশদ্রোহী রাজদ্রোহী দেবসিংহ উমেদের প্রদত্ত ক্ষমা স্বীকার করিবে?—কখনই নহে। পাপিষ্ঠ নারকী ইন্দ্রগড়সর্দ্দার ক্ষমাশীল উমেদের দেবোপম মহচ্চরিত্রকে

শত ধিক্কার প্রদান করিল, তাঁহাকে কাপুরুষ বলিয়া সহস্রবার ঘৃণা করিল এবং সেই মহান্ হৃদয়ের সুবিষম ক্ষতস্থলে লবণ দিবার জন্য আবার যে ভয়ানক দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিল, মানব হইয়া কখন কেহ তাহা সহ্য ও ক্ষমা করিতে পারে না। উমেদ স্বীয় ভগিনীর নামে অম্বররাজ মধুসিংহের নিকট বিবাহ সম্বন্ধসূচক "নারিকেল ফল" প্রেরণ করিলেন। সভাসীন সমস্ত সম্ভ্রান্ত সামন্ত ও সর্দ্দার এবং রাজ্যের প্রধান প্রধান ভদ্রলোকের সাক্ষাতে নারিকেল যথোচিত সম্ভ্রম সহকারে গৃহীত হইল। ইন্দ্রগড়ের পাপিষ্ঠ দেবসিংহ প্রভুর পূজোপচার লইয়া সেই সময়ে জয়পুরের সভাতলে উপস্থিত হইলে রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "লোকে বুধসিংহের কন্যার কিরূপ যশ ঘোষণা করে?" রাজদ্রোহী কপটীর দুরভিসন্ধি সাধনের ইহা একটী সামান্য অবসর নহে। প্রকাশ্য সভাস্থলে সহস্র সহস্র ব্যক্তির সম্মুখে উমেদের পবিত্র পিতৃকুলে কলঙ্কারোপ করিবার সুযোগ কি পাষণ্ড দেবসিংহ অবহেলা করিতে পারে? সে নরাধমের উত্তরে লঘুচেতা মধুসিংহের সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিল। বুধসিংহের দুহিতার শুদ্ধতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিয়া তিনি "নারিকেল ফল বুন্দিরাজাকে ফিরাইয়া দিলেন।" রাজপুতকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া কেহ কখনও এরূপ অপমান সহ্য করিতে পারে নাই; উমেদ কি তাহা পারিবেন? যে পাষণ্ডের অতি ভীষণ অপরাধ তি[illegible] ক্ষমা করিয়াছিলেন, আজি সে আবার যে লোমহর্ষণকর জঘন্য দুষ্কর্ম্ম করিল, তাহা কি তিনি উপেক্ষা করিতে পারিবেন?—উমেদ তাহা পারিলেন না। যখন তিনি শুনিলেন যে, সহস্র সহস্র সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সম্মুখে সেই দুরাচার নররাক্ষস দেবসিংহ তাঁহার বিমল পবিত্রকুলে মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করিয়াছে; তখন তাঁহার হৃদয় বিষম জিঘাংসায় উন্মত্ত হইয়া উঠিল; তিনি পাপিষ্ঠের নামে শত অভিশাপ প্রদান করিলেন এবং পৃথিবীর পাপ ভার লাঘব করিবার নিমিত্ত সেই নর-পিশাচকে হত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। উমেদ যদ্যপি দেবসিংহের এ অপরাধও ক্ষমা করিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহার স্বর্গীয় চরিত্র দেবতারও আদর্শস্থানীয় হইত।

সম্বৎ ১৮১৩ (খ্রীঃ ১৭৫৭) অব্দে বুন্দিরাজ করবার জনপদের নিকটবর্ত্তী বিজয়সেনী মাতার মন্দিরে পূজা দিবার অভিপ্রায়ে গমন করিলেন। বুন্দির সর্দ্দার ও সামন্তগণ সপরিবারে তাঁহার অনুগমন করিল। করবার ইন্দ্রগড়ের সমীপস্থ বলিয়া রাজা দুরাচার দেবসিংহকে নিমন্ত্রণ করিলেন। আত্মীয় স্বজন বারণ করিলেও ইন্দ্রগড়পতি স্বীয় পুত্র ও পৌত্রের সহিত রাজার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিল। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই হতভাগ্য দেবসিংহ সদলে নিহত হইল; সেই সঙ্গে তাহার বংশও বিলুপ্ত হইয়া গেল। চিতানলে সংকার করিলে পাছে তাহাদের পাপদেহের ধূমরাশিতে স্বর্গলোক কলঙ্কিত হয়, এই জন্য ইন্দ্রগড়পতির ও তাহার পুত্র পৌত্রাদির শবদেহ হ্রদজলে নিক্ষিপ্ত হইল। ইন্দ্রগড় সেই হতভাগ্যের ভ্রাতার হস্তে অর্পণ করিয়া স্বীয় ভীষণ প্রতিশোধের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে উমেদসিংহ স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন।

দুষ্কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত বিধানকরা সর্ব্বনিয়ন্তা জগদীশ্বরের কার্য্য বটে; তথাপি মোহান্ধ মানব তাহা বুঝে কৈ? কিন্তু তাহা হইলে কি সংসার চলিত? নানা ছদ্মবেশে অহরহঃ

সে সব পাপমূর্ত্তি জগতে বিচরণ করিয়া নিয়ত লোকের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে, তাহাদের বিরুদ্ধে যদি রাজদণ্ড উদ্যত না থাকিত, তাহা হইলে কি সংসার চলিত? উমেদ হতভাগ্য দেবসিংহের নারকী চরিত্রের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিলেন; কিন্তু তাহাতে যে, তাঁহার রাজধর্ম্মের সম্মানরক্ষা হয় নাই, এ কথা বিবেকবান্ নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করিবেন; বাস্তবিক তিনি নিজেই তাহা স্বীকার করিয়াছিলেন। পঞ্চদশবর্ষব্যাপী অবিশ্রান্ত ঘটনাবৈচিত্রের মধ্যে তাঁহার চিত্ত অনুদিন বিষয়ব্যাপারে লিপ্ত থাকিলেও তিনি মুহূর্ত্তের জন্য সে চিন্তা ভুলিতে পারেন নাই। "শয়নে স্বপনে" সকল সময়ে তাহা তীক্ষ্ণবিষধরীর ন্যায় তাঁহাকে নিরন্তর দংশন করিত; সেই কঠোর দংশনের জ্বালায় তিনি একবারে অধীর হইতেন এবং অনর্থকর রাজপদকে শত ধিক্কার প্রদান করিতেন। তাঁহার সেই নিষ্ঠুর কার্য্যের বিরুদ্ধে কেহ একটী সামান্য কথাও উত্থাপন করে নাই সত্য; কিন্তু তাঁহার উচ্চ হৃদয় স্বকৃত দুষ্কর্ম্মের অনুতাপে নিরন্তর দগ্ধ হইতে লাগিল। অবশেষে সেই কঠোর চিন্তায় দংশন হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য তিনি রাজকার্য্য ত্যাগ করিয়া শান্তিময় মুনিব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক সন্ন্যাসীর বেশে ভারতের সমস্ত তীর্থস্থলে ভ্রমণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

সম্বৎ ১৮২৭ (খ্রীঃ ১৭৭১) অব্দ উমেদের বানপ্রস্থব্রতসাধনের বর্ষ বলিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। উক্ত বৎসরে তিনি রাজকার্য্য হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। রাজাগণের মুনিব্রতধারণ রাজস্থানে "যোগরাজ" ব্রত নামে প্রথিত। "যোগরাজব্রত" আরদ্ধ হইবামাত্র উমেদের একটী কুশপুত্তলি নির্ম্মিত হইয়া প্রজ্বলিত চিতানলে বিদগ্ধ হইল। অন্তঃপুরমধ্যে অঙ্গনাকুলের বিলাপধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। যেন উমেদের যথার্থই মৃত্যু হইয়াছে; অতঃপর অশৌচের দ্বাদশ দিবস অতীত হইলে তাঁহার শিশু এবং তনয় অজিত মস্তক মুণ্ডন করিয়া পিতৃসিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন।

পুত্রহস্তে রাজ্যের শাসনদণ্ড অর্পণ করিয়া উমেদ শ্রীজি নাম ধারণ পূর্ব্বক কেদারনাথ নামক পবিত্র তীর্থস্থলে গমন করিলেন। এই স্থলে পথরের প্রথম রাজা তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ কল্যুন ভগবান্ কেদারনাথের অনুগ্রহে উৎকট ব্যাধি হইতে উদ্ধার পাইয়াছিলেন। রাজযোগী উমেদ ভারতের নানাস্থল হইতে বৃক্ষলতা গুল্মাদি আনিয়া এই পবিত্র আশ্রমে রোপণ করিলেন। শীত, উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ সর্ব্বস্থলের তরুরাজি এই উৎকট গ্রীষ্মপ্রধান পর্ব্বত প্রদেশে স্বচ্ছন্দে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

উমেদ রাজসিংহাসন ত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু রাজযোগ্য প্রবৃত্তি নিচয় পরিহার করিতে পারিলেন না। যোগিজীবনের সহিত তিনি বীরধর্ম্ম আলোচনা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং সন্ন্যাসদণ্ডের সহিত বীরযোগ্য সমস্ত বেশভূষা ও অস্ত্রশস্ত্রাদি ধারণ করিলেন। প্রাচীন কবিকাহিনী ও সন্ন্যাসিগণের অমৃতময়ী বর্ণনায় ভারতবর্ষের সমস্ত তীর্থের বিবরণ তাঁহার কর্ণগোচর হইয়াছে; তিনি জানিয়াছেন সেই সমস্ত তীর্থে ভ্রমণ করিতে পারিলে অনন্ত স্বর্গসুখ সম্ভোগ করিতে পারিবেন; কিন্তু সকলের ভাগ্যে তৎসমস্তের দর্শনলাভ ঘটিয়া উঠে না। সে পথে কণ্টক আছে,—দুর্দ্ধর্ষ দস্যুদলের

আবাসনিলয়ের মধ্য দিয়া সেই সকল তীর্থস্থানে যাইতে হয়। তাহাতে অনেকেরই তীর্থযাত্রা পথিমধ্যেই পর্য্যবসিত হয়। উমেদ বাল্যকাল হইতে তাহা শুনিয়া আসিতেছেন; সময়ে সময়ে তিনি সন্ন্যাসিগণের পথ নিষ্কণ্টক করিতে ইচ্ছুক হইতেন; কিন্তু রাজকার্য্যের দায়িত্ব ও গুরুত্ব নিবন্ধন সে বাসনা চরিতার্থ করিতে পারিতেন না। আজি তিনি স্বয়ং সেই পথের পথিক, আজি তিনি সেই চিরসাধ পূর্ণ করিবার অবসর পাইলেন। এতদনুসারে রাজযোগী অপূর্ব্ব সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইলেন। হৃদয়ে তপস্বীর শান্তভাব, কিন্তু অঙ্গে বীরসাজ। সে বীরসাজেও রাজপুতসুলভ দম্ভ, ঔদ্ধত্য বা তেজস্বিতা কিছুই ছিল না। সুদীর্ঘ সপ্ততি বৎসর যে দেহের বলবীর্য্য ক্ষয় করিয়াছে, সে দেহ এখনও যে আয়ুধমালা ধারণে সক্ষম, আজিকার হীনবীর্য্য, নিস্তেজ, নিরুৎসাহ ও অধঃপতিত দুইজন রাজপুতে তাহা অক্লেশে বহন করিতে পারে না। তাঁহার গাত্রে তুলার সাঁজোয়া; তাহা এত পুরু যে, সুতীক্ষ্ণ অসিঘাত তাহাকে ভেদ করিতে পারে না। অস্ত্রের মধ্যে একটী বন্দুক, একটী ভল্ল, একখানি খড়্গ, একখানি তরবার, এবং এতৎসমুদায়ের কোষাবলি ও আধার ব্যতীত কয়েকখানি ছুরি, কয়েকটী থলি, একটী অগ্নিচূর্ণাধার শৃঙ্গ, একটী পরশু, বঁড়শা, কুঠার, চক্র এবং শরাসন ও শরপূর্ণ বৃহৎ তূণীর। এতগুলি অস্ত্রশস্ত্র অঙ্গে ধারণ করিয়া অতিপ্রবীণ উমেদ অম্লান বদনে দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে সক্ষম হইলেন। তত অধিক বয়সে তাঁহার প্রচণ্ড ভুজবল এতদূর অক্ষুণ্ণ ছিল যে, ততগুলি আয়ুধ নিজ ঢালের উপর স্থাপন করিয়া তিনি এক হস্তে বহুক্ষণ উঠাইয়া ধরিতে সক্ষম হইতেন।

হৃদয়ে তাপসের শান্তিময় ধর্ম্ম, নয়নে ঔদার্য্যময় প্রশান্ত জ্যোতি, বদনমণ্ডলে অকপট ঈশ্বরপ্রেমের স্বর্গীয় ছবি,—রাজযোগী উমেদ স্বীয় কতিপয় তেজস্বী সর্দ্দার সমভিব্যাহারে ভারতের সকল তীর্থে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। উত্তরে সুরধুনীর অনন্ত তুষার মণ্ডিত উদ্ভবস্থল, পূর্ব্বে আরাকানে উষ্ণপ্রস্রবণ সীতাকুণ্ডনিচয় এবং পুরুষোত্তমক্ষেত্রে ভগবান জগন্নাথদেবের পবিত্র মন্দির, দক্ষিণে সেতুবন্ধরক্ষক দেবদেব রামেশ্বর এবং পশ্চিমে দ্বারকাক্ষেত্রে ভগবান শ্রীনিবাসের আবাসনিলয়;—এই সমস্ত তীর্থস্থলেই নৃপতাপস উমেদ ভ্রমণ করিয়া এবং এতৎসমুদায়ের মধ্যবর্ত্তী সমস্ত পুণ্যক্ষেত্র, কৌতুকক্ষেত্র ও বিদ্যাক্ষেত্রই দর্শন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইয়া সময়ে সময়ে যখন তিনি পিতৃলোকের লীলাভূমিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন, তখন শুদ্ধ হার কেন, রাজবারার প্রত্যেক নরপতিই তাঁহাকে দেখিবার জন্য বুন্দিরাজ্যে সমাগত হইতেন এবং যদি তিনি কাহারও ভবনে পদার্পণ করিতেন, সে ভবন পবিত্র এবং সেই ভবনাধ্যক্ষ আপনাকে চরিতার্থ মনে করিত। তাঁহার বাক্য পবিত্র, তাঁহার দর্শন পুণ্যপ্রদ এবং তাঁহার আদেশ দৈববাণী বলিয়া প্রত্যেক রাজপুত কর্ত্তৃক গৃহীত হইত এবং হারগণ তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত। এইরূপে দক্ষিণ পূর্ব্বোত্তর ভ্রমণ করিয়া রাজযোগী উমেদ সিন্ধুনদপারে সুদূর মাকারণ-উপকূলে অগ্নিদেবীর মন্দির পরিদর্শন পূর্ব্বক দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে বুন্দিরাজ্যে প্রত্যাগত হইতেছেন,

এমন সময়ে ক্যাবা নামক একদল দস্যু তাঁহাকে আক্রমণ করিল। উমেদ বুঝিলেন যে, এইরূপ পাষণ্ডগণই তীর্থযাত্রী ও সন্ন্যাসিগণের পথের কণ্টক; সুতরাং ইহাদিগকে দমন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্যপালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া রাজসন্ন্যাসী ধর্ম্ম ও ভুজবলের সাহায্যে তাহাদিগকে পরাস্ত করিলেন। তাহাদের দলপতি বন্দীরূপে নৃপতি সমীপে আনীত হইল। সেই দস্যুপতি স্বীয় নিষ্ক্রয়স্বরূপ এই শপথ করিল যে, দ্বারকাভিমুখীন্ কোন পথিকের উপর কোনরূপ উপদ্রব করিবে না।

অল্পদিনের মধ্যে অজিতের মৃত্যু হওয়াতে উমেদের ধর্ম্মব্রতপালনে একটী শোচনীয় বাধা সংঘটিত হইল। তাহাতে রাজধানীতে থাকিয়া তিনি কিছুদিন স্বীয় পৌত্রের শিক্ষাবিষয়ে তত্ত্বাবধারণ করিতে বাধ্য হইলেন। রাজকুমার অজিতের অকাল মৃত্যু যে কারণ হইতে জনিত হইল, তাহার বিষময় ফলোৎপাদনের অনেকগুলি বৃত্তান্ত ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। "রাও ও রাণা একত্রে আহেরিয়া উৎসবে বহির্গত হইলে উভয়ের মধ্যে অন্ততঃ একজনেরও মৃত্যু হইবে।" শত শত বৎসর পূর্ব্বে বুমুদার সহমরণোদ্যতা সতীকর্তৃক এই যে নিদারুণ অভিসম্পাত উচ্চারিত হইয়াছিল; তাহা অনেকবার সফল হইয়াছে; দুর্ভাগ্যবশতঃ আজি তাহার চতুর্থ উদাহরণ জগৎসমক্ষে প্রদর্শিত হইল।

যে অনর্থকর বিবাদ লোমহর্ষণকর ব্যাপারে পরিণত হইল, তাহার মূল কারণ অতি সামান্য;—তাহা একটী ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড মাত্র।—সেই ভূমিখণ্ডের নাম বিলৈটা। বিলৈটা একটী ক্ষুদ্র পল্লী; তাহার অধিবাসীর মধ্যে কয়েকজন অসভ্য মীন এবং উদ্ভিজ্জের মধ্যে কয়েকটী আম্রবৃক্ষ মাত্র। বুন্দিরাজ অজিৎ বিলৈটাকে স্বীয় রাজ্যের অন্তর্গত মনে করিয়া অথবা তাহা অন্তর্নিবিষ্ট করিতে ইচ্ছুক হইয়া গ্রামটীর প্রান্তভাগে একটী উচ্চ প্রাকার স্থাপন পূর্ব্বক দস্যুদিগকে ভীতি দর্শনার্থ তদুপরি কয়েকটী সৈন্য রক্ষা করিলেন।

মিবারের সর্দ্দারগণ সেই সময়ে কোন কারণ বশতঃ আপনাদের নৃপতির উপর বিরক্ত হইয়াছিল। বৃথা অনর্থকর বিবাদে জড়িত করিয়া কৌতুক দেখিবার জন্য তাহারা কলে কৌশলে তাঁহাকে বুন্দিরাজের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। অনন্তর রাণা স্বীয় সর্দ্দারবর্গ ও একদল সৈন্ধবী সেনা লইয়া সেই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন এবং অজিৎকে স্বীয় শিবিরে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। অজিৎ তাঁহার নিমন্ত্রণ রক্ষা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। অতঃপর তিনি রাণার শিবিরে উপস্থিত হইলে তাঁহার ভাবভঙ্গি এবং সদ্ব্যবহার দেখিয়া গিহ্লোটরাজ এরূপ সন্তুষ্ট হইলেন যে, বিলৈটা ও তত্রত্য আম্রকাননের কথা আদৌ তাঁহার মনে পড়িল না। তখন ফাল্গুণ মাস স্বীয় সহচর বসন্তকে গ্রহণ করিবার জন্য জগতের সৌন্দর্য্যরাগ বৃদ্ধি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এই সময়েই রাজপুতগণ ভগবতী গৌরীর সমীপে বরাহ বলি দিয়া বৎসরের ফলাফল গণনা করিয়া থাকেন। রাণার সাদর সম্ভাষণে প্রীত হইয়া বুন্দিরাজ অজিৎ তাঁহাকে বুন্দির অরণ্যাভ্যন্তরে আহেরিয়া উৎসবে যোগদান করিতে নিমন্ত্রণ করিলেন। মৃগয়ার দিন স্থিরীকৃত হইলে, শিশোদীয় নৃপতি চিরন্তন পদ্ধতি-অনুসারে স্বীয় সর্দ্দারদিগকে সবুজ

পাগ্ড়ি ও রুমাল বিতরণ করিলেন এবং নির্দ্দিষ্ট দিবসে সুসজ্জিত তুরঙ্গসেনা সমভিব্যাহারে নন্দতার গিরিগহনাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

সেই সময়ে শ্রীজি বদ্রিনাথ তীর্থ হইতে প্রত্যাগত হইয়া পুত্রের মৃগয়াগমনের উদ্যোগ বার্ত্তা অবগত হইলেন। অমনি তাঁহার মনে সেই সতীর ভীষণ অভিসম্পাত উদিত হইল। তিনি অজিৎকে তখনই বারণ করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু উদ্ধত অজিত হাসিয়া উত্তর করিলেন "এরূপ ভীরুযোগ্য কথা মনে করিয়া নিমন্ত্রণ ফিরাইতে পারা যায় না।" দেখিতে দেখিতে মৃগয়ার নির্দ্দিষ্ট দিবস উপস্থিত হইল। রাণা বুন্দিরাজের মঙ্গলচিন্তা করিতে করিতে সেই দিন প্রাতঃকালে তাঁহার সহিত সানন্দে মৃগয়াক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন। রাণার হৃদয় প্রীতি ও আনন্দে পরিপূর্ণ; কিন্তু রাও অজিতের হৃদয়ে অণুমাত্র সুখ শান্তি নাই। তাহা এক বিভীষিকাময়ী চিন্তায় আলোড়িত। গতরাত্রে রাণার প্রধান মন্ত্রী রাও সদনে আগমন করিয়া অতি কঠোর ভাষায় বলিয়াছিল;—"রাও! রাণা আমাকে যেজন্য আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন, তাহা শুনুন। আপনি বিলৈটা পরিত্যাগ করিবেন ত করুন, নতুবা তিনি শীঘ্রই একদল সেনা পাঠাইয়া দিয়া আপনাকে অবরোধ করিবেন।" এই কয়েকটী কথা বজ্রবৎ অজিতের হৃদয়ে প্রহার করিয়াছিল। রাণা যে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী, এবং তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে বিবাদ বাধাইয়া দিবার নিমিত্ত যে, পাপিষ্ঠ ও কপটী মন্ত্রী তাঁহাকে প্রতারিত করিল, তাহা বুন্দিরাজ বুঝিতে পারিলেন না। রাণাকে প্রকৃত দোষী মনে করিয়া তিনি মনে মনে সহস্রবার তাঁহার সর্ব্বনাশ কামনা করিতে লাগিলেন। যাহাহউক, তিনি সেই অপমানের প্রতিশোধ লইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন এবং স্বীয় পাপ প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তি সাধনের সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। সেদিন মৃগয়া-ব্যাপারে তাঁহার তত মন রহিল না।

মৃগয়া সমাপ্ত হইলে অজিৎসিংহ রাণার নিকট বিদায় লইয়া স্বীয় শিবিরাভিমুখে যাত্রা করিলেন; কিন্তু কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই আবার তাঁহার সম্মুখে ফিরিয়া আসিলেন। মনে মনে ইচ্ছা যে, রাণাকে সেই স্থলেই নিপাত করেন, কিন্তু কাপুরুষের সাহস কোথায়? রাণা তাঁহাকে পুনর্ব্বার আসিতে দেখিয়া মধুর হাস্য সহকারে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং পুনশ্চ বিদায় দিয়া বলিলেন "আসুন, আবার দেখা হইবে।" রাণার সরল সম্ভাষণে পাষাণ হৃদয় আর্দ্র হইল;—অস্থির প্রতিজ্ঞা পরিত্যক্ত হইল; রাও অভিবাদন করিয়া আবার প্রস্থান করিলেন। কিন্তু কিয়দ্দূর যাইয়াই তিনি স্বীয় অদৃঢ়তা স্মরণ করিয়া লজ্জিত হইলেন এবং পাশবী বৃত্তি গুলিকে একত্রে আহ্বান করিয়া প্রচণ্ডতেজে অসিহস্তে অসতর্ক রাণার প্রতি ধাবমান হইলেন। সুতীক্ষ্ণ শূল এরূপ অব্যর্থ সন্ধানে শিশোদীয় রাজার দেহে নিক্ষিপ্ত হইল যে, তাহার শাণিত ফলক তাঁহার শরীর ভেদ করিয়া তদীয় বাহন ঘোটকের স্কন্ধদেশে প্রবিদ্ধ হইল! আহত রাণা বাণবিদ্ধ কেশরীর ন্যায় জ্বলন্ত নয়নে পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন;—দেখিলেন যাহাকে তিনি বন্ধু বলিয়া তত আদর, তত যত্ন করিয়াছিলেন, সেই অজিৎ তাঁহার প্রাণ সংহার

করিল। তিনি একবার কেবল "রে হার! কি করিলি?" এই মাত্র বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে পতিত হইলেন। তখন পাষণ্ড ইন্দ্রগড় সর্দ্দার তারবারাঘাতে সেই মূর্চ্ছিত রাজকুমারের মস্তকচ্ছেদন করিয়া বিশ্বাসঘাতকতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিল! নিষ্ঠুর হাররাজকুমার নিজ নৃশংস অনুষ্ঠানে কিছুমাত্র দুঃখিত হইল না, বরং অধিকতর আনন্দিত হইয়া সদর্পে গিহ্লোটের রাজনিদর্শন "ছেঙ্গি" অপহরণ পূর্ব্বক সদম্ভে রাজধানীতে প্রত্যাগত হইল! তাহার পৈশাচিক আচরণ অচিরে উমেদের কর্ণগোচর হইল। পুত্রের নৃশংস কার্য্য স্মরণ করিয়া তিনি একবারে বজ্রাহতপ্রায় হইলেন এবং কঠোর ভৎ'সনা সহকারে বলিলেন "ধিক্! তোকে! তোর কার্য্যে শত ধিক্!" সেই দিন হইতে তিনি সেই কুপুত্রের আর মুখাবলোকন করেন নাই।

নিহত রাণার ঔর্দ্ধদেহিক অনুষ্ঠানে নাটকীয় সৌন্দর্য্যের ছটা দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও এতদ্বিবরণ যথাস্থলে * বর্ণিত হইয়াছে, তথাপি প্রয়োজনবোধে তাঁহার প্রাণহন্তার প্রকটিত গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইল। রাণা ও রাও উভয়েই কিষণগড়ের অধিপতির দুইটী দুহিতাকে বিবাহ করিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে একটী নিকট সম্বন্ধ ছিল। মৃগয়াযাত্রার পূর্ব্বে মহিষী যদিও রাণাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন, তথাপি অরিসিংহ অজিতের প্রতি কিছুমাত্র সন্দেহ করেন নাই। যৎকালে পাষণ্ড অজিৎ রাণার প্রাণসংহার করে, তখন একজন মাত্র বিশ্বস্ত রক্ষক তাঁহাকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। অবশিষ্ট সৈন্যসামন্তদিগের মধ্যে কেহই সেই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় নাই, অথবা নৃশংস ঘাতুকের অনুসরণ করে নাই; বরং রাণার মৃত্যুসম্বাদ শ্রবণে যেন বিষম ভয়ার্ত্ত হইয়া সকলেই শিবির পরিত্যাগ পূর্ব্বক ছত্রভঙ্গে চারিদিকে পলায়ন করিল।

সেই লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ডের অভিনয় হইলে রাণার একটী উপপত্নী তাঁহার অন্ত্যেষ্টি সংকার সাধন করিতে তথায় উপস্থিত ছিলেন। উৎকৃষ্ট চন্দনসার প্রভৃতি বহুমূল্য ইন্ধন সমূহ সংগ্রহ করিয়া একটী বৃহৎ চিতা সজ্জিত করিতে তিনি পরিচারকদিগকে আদেশ করিলেন। অচিরকাল মধ্যে নিকটস্থ একটী বটবৃক্ষের তলদেশে প্রকাণ্ড চিতা সজ্জিত হইল। তখন সতী তদুপরি আরোহণ করিলেন এবং প্রাণপতির শবদেহ অঙ্কে ধারণ পূর্ব্বক জলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া সম্মুখস্থ তরুবরকে সাক্ষী করিয়া পতিহন্তাকে এক কঠোর অভিসম্পাত প্রদান করিলেন;—"বনস্পতি! তুমি সাক্ষী, যদি বিনাদোষে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আমার প্রাণনাথকে সংহার করিয়া থাকে, তাহা হইলে দেখিও দুই মাসের মধ্যে সেই পাষণ্ড ঘাতুকের সর্ব্বাঙ্গ গলিয়া পড়িবে; কিন্তু যদি কেবল প্রতিশোধ লইবার জন্য করিয়া থাকে, তাহাকে পাপস্পর্শ করিবে না।" সতীর বাক্যে সম্মতিদান করিবার জন্য সেই বটবৃক্ষের একটী প্রকাণ্ড শাখা সেই মুহূর্ত্তেই ভাঙ্গিয়া পড়িল; অমনি চিতা ভীমরবে গর্জ্জিয়া উঠিল। সতী সেই জলন্ত চিতানলে অম্লান বদনে প্রাণত্যাগ করিলেন। সেই পুণ্যাত্মা দম্পতির পবিত্র দেহের পূত ভস্মরাশি বিনৈটাক্ষেত্রে বিরাজ করিতে লাগিল।

* রাজস্থান, প্রথম খণ্ড, ৫৭৬—৫৭৭ পৃষ্ঠা।

দুই মাসের মধ্যে সতীর বাক্য সম্পূর্ণ হইল। নিজকৃত কঠোর পাপের ভীষণ শাস্তিভোগ করিয়া নৃশংস রাও প্রাণত্যাগ করিল। তাহার অস্থি পঞ্জর হইতে মাংসরাশি গলিত হইয়া পড়িতে লাগিল। দ্বিতীয় মাস পূর্ণ হইতে না হইতেই তাহার পাপদেহ প্রাণশূন্য হইয়া ভূমিতলে পতিত হইল। এইরূপ লোমহর্ষণকর ঘটনা হইতে যে বিষম বিবাদ উত্থিত হয়, তাহা প্রতিশোধ ভিন্ন আর কিছুতেই প্রশমিত হয় না। কিন্তু অরিসিংহের অন্যায় নিধনের কেহই প্রতিশোধ লয় নাই। বোধ হয় মিবারের প্রধান প্রধান সর্দ্দারগণ কর্ত্তৃক রাও অজিৎসিংহ উক্ত নৃশংস ব্যাপারের অনুষ্ঠানে প্রণোদিত হইয়াছিলেন বলিয়া রাণা হামির পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইতে অগ্রসর হয়েন নাই।

বিষণসিংহ অজিতের একমাত্র পুত্র। পিতার মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম অতি অল্প। শ্রীজি তাঁহাকেই সিংহাসনে স্থাপন করিলেন এবং রাজকার্য্যানুশীলনের নিমিত্ত একজন সুদক্ষ ধাইভাইকে প্রধান মন্ত্রিত্বে স্থাপন করিয়া আবার তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইলেন। তিনি একবারে চারি বৎসরকাল দেশে দেশে পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতেন এবং যতদিন না জরাদোষে নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন, ততদিন তীর্থভ্রমণ ত্যাগ করেন নাই। পরিশেষে রাজযোগী যেদিন সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়া পড়িলেন, সেইদিন পবিত্র কেদারনাথ আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পরলোকের জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিলেন।

খল ও কুচক্রী লোকদিগের অসাধ্য কিছুই নাই। তাহারা সাধু ও মহাত্মার বিমল চরিত্রে গভীর কলঙ্ক আরোপ করিতে পারে; নিষ্পাপ, নিস্বার্থ পরপোকারীর সর্ব্বনাশ সাধন করিতে কিছুমাত্র কষ্ট বোধ করে না। এরূপ লোকের প্রাদুর্ভাব মূর্খরাজা ও ভূম্যধিকারিগণের সভাস্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। অপক্কবুদ্ধি বিষণসিংহ এইরূপ কতকগুলি দুষ্ট লোকের মোহজালে পতিত হইয়াছিলেন। তাহারা তাঁহাকে বলিল "শ্রীজি আবার রাজা হইবার চেষ্টায় আছেন, অতএব উহাঁকে বিশ্বাস করা উচিত নহে।" কি ভয়ানক! পাপিষ্ঠদিগের অসাধ্য কিছুই নাই! যে উমেদসিংহ স্বেচ্ছাক্রমে সংসার ত্যাগ করিয়া মুনিব্রত অবলম্বন করিলেন, যিনি কেবল পৌত্রের মঙ্গলের জন্য সময়ে সময়ে বিষয়কার্য্য তত্ত্বাবধারণ করিতে আসেন, তিনি রাজ্যপ্রত্যাশী! দুঃখের বিষয় মূর্খ বিষণসিংহ পাষণ্ডদিগের সেই অলীক ও অমূলক কথাতেই বিশ্বাস করিলেন এবং পিতামহকে রাজ্যে প্রত্যাগত হইতে শুনিয়া লিখিয়া পাঠাইলেন, "আপনি কাশীধামে মিষ্টান্ন খাইয়া হরিনামমালা জপ করিবেন, রাজ্যে আসিবার কোন প্রয়োজন নাই।" উমেদ নয়া সহর নামক স্থলে উপস্থিত হইয়াছেন, এমন সময়ে দূত তাঁহাকে বিষণসিংহের সেই বিষপূর্ণ পত্র অর্পণ করিল। পত্রের আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া উমেদ দুঃখিত হইলেন,—দুঃখিত হইলেন এই জন্য যে, তাঁহার পৌত্র একটী মূর্খ হইয়াছে। তিনি আর অগ্রসর হইলেন না।

বিষণসিংহের মূর্খতা অচিরে দেশময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। রাজপুত নৃপতিগণ তাহাকে শত শত ধিক্কার প্রদান করিয়া নৃপতাপসের সান্ত্বনা দিবার জন্য তৎসমীপে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। উমেদের দেবোপম স্বর্গীয় চরিত্রের বিষয় আলোচনা করিয়া

অম্বররাজ প্রতাপসিংহের হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত হইল। তিনি আপনাকে পুত্র ও কিঙ্কর বলিয়া পরিচয় দিয়া শ্রীজিকে প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন "যদি অনুমতি হয়, শ্রীচরণ দর্শন করিয়া রাজধানীতে লইয়া আসি।" শ্রীজি সম্পূর্ণ ঔদাসীন্যের সহিত অম্বররাজের পূজোপচার অগ্রাহ্য করিলেন, কিন্তু নিমন্ত্রণ স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। নৃপযোগী জয়পুরে উপস্থিত হইলেন। উদারস্বভাব প্রতাপসিংহ যথোচিত সম্মান ও সম্ভ্রমের সহিত তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া বিনয়নম্রবচনে বলিলেন "প্রভো! যদি বিষয়বাসনা তিলপরিমাণেও আপনার মনোমধ্যে জাগরুক থাকে, তাহা হইলে বলুন, এই মুহূর্ত্তেই আমি অম্বরের সমস্ত সেনা লইয়া আপনাকে বুন্দি ও কোটা উভয় রাজ্যের সিংহাসনে স্থাপন করি।" মহানুভব শ্রীজি তাহাতে উত্তর করিলেন "রাজন্! উভয় রাজ্যত এখনও আমারই রহিয়াছে;—দেখুন একটীতে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, অপরটীতে আমার পৌত্র। তবে কেমন করিয়া আমার নয় বলিব?" এই সময়ে কোটার জালিমসিংহ মধ্যস্থস্বরূপ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন। বিষণসিংহের আশঙ্কা অযৌক্তিক ও অমূলক বলিয়া প্রমাণ করিয়া তিনি শ্রীজিকে রাজধানীতে আনয়ন করিতে অনুরোধ করিলেন। বিষণের মোহ দূর হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, না বুঝিয়া কি ভয়ানক দুষ্কর্ম্মই করিয়াছেন। অনুতাপে তাঁহার তরুণ হৃদয় বিদগ্ধ হইতে লাগিল। লালাজি পণ্ডিতকে সমভিব্যাহারে লইয়া তিনি পিতামহ সদনে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অপাঙ্গ অশ্রুজলে অভিষিক্ত। অনুতপ্ত পৌত্রকে সম্মুখে দেখিয়া রাজযোগী উমেদসিংহ তাঁহার হস্তে স্বীয় তরবার প্রদান করিয়া স্নেহসিক্ত বাক্যে বলিলেন "বৎস! এই তরবার লও; তোমার উপর যদি আমার কোন মন্দ অভিসন্ধি থাকে, তাহা হইলে ইহা দ্বারা তুমি স্বয়ং শাস্তি প্রদান কর; কিন্তু পাষণ্ডদিগকে আমার চরিত্রে কলঙ্কারোপ করিতে দিও না।" বিষণসিংহ বালকের ন্যায় চীৎকারস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন এবং পিতামহের চরণতলে পতিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। দুর্বৃত্ত চাটুকারগণের দুরভিসন্ধি ব্যর্থ হইল; তাহারা অবনতমুখে বুন্দি রাজ্য হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। বিষণসিংহ পিতামহকে রাজধানীতে পদার্পণ করিতে প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু শ্রীজি তাহাতে সম্মত না হইয়া বলিলেন "জীবনের অবশিষ্টকাল এই আশ্রমেই অতিবাহিত করিব।"

এইরূপে আট বৎসর অতীত হইল। পরমার্থচিন্তায় দিনযামিনী যাপন করিতে করিতে নৃপতাপস উমেদের পবিত্র জীবনী ক্রমে পরলোকের সন্নিহিত হইয়া আসিল। ক্রমে তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিত হইল। তখন বিষণসিংহ তৎসমীপে উপস্থিত হইয়া বিনীতভাবে বলিলেন "প্রভো! পিতৃলোকের আবাসনিলয়ে নয়ন মুদ্রিত করিবেন চলুন।" উমেদ তাহাতে সম্মত হইলেন এবং একখানি সুখপালে (শিবিকা) আরোহণ করিয়া পিতৃগৃহে প্রবেশ করিলেন। সেই দিবস রজনীতেই তাঁহার সমাধি হয়।

সম্বৎ ১৮৬০ (খৃঃ ১৮০৪) অব্দে পুণ্যাত্মা উমেদসিংহ মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার জীবন সুখদুঃখের আলোকান্ধকারে জড়িত। তাঁহার গৌরবতপন জীবনের

প্রভাতকালে গভীর জলদজালের মধ্যে উত্থিত হইয়া অল্প কালের মধ্যেই জলন্ততেজে প্রতীয়মান হইয়াছিল, কিন্তু মধ্যাহ্ন গগনে উত্থিত হইতে না হইতেই দুর্ভাগ্যবশতঃ দুষ্কর্ম্মের নিবিড় কলঙ্কাবরণে হীনতেজ হইয়া পড়িল;—শেষে শান্তির আলিঙ্গনে তাহার পর্য্যবসান হইল।

উমেদ আশৈশব বীরধর্ম্মে দীক্ষিত; যেদিন হার বাহিনীর শিরোদেশে তিনি পত্তন ও গৈনোলী জয় করেন, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ত্রয়োদশ বর্ষমাত্র। সেই দিন হইতে ষাট বৎসর অতীত হইলে তিনি দেহত্যাগ করেন। যদি প্রতিশোধপিপাসার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি সেরূপ কাপুরুষোচিত কার্য্যে হস্তার্পণ না করিতেন, তাহা হইলে আজি উমেদসিংহের চরিত্র রাজপুতের আদর্শস্থানীয় হইত, তাহা হইলে তিনি জগতের প্রধান প্রধান নৃপতিগণের উচ্চ আসনে স্থান পাইতেন। তথাপি রাজপুতগণ তাঁহার অসীম গুণরাশির প্রতি অন্ধ নহে। আজিও প্রত্যেক হার তাঁহার পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন হৃদয়ে ধারণ করিয়া ভক্তিভাবে পূজা করিয়া থাকে।

যেদিন শ্রীজি লীলা সম্বরণ করিলেন, সেইদিন বুন্দিরাজ্যে এক নূতন যুগের অবতারণা হইল; সেই দিন ইংরাজগণ সর্ব্বপ্রথম হারাবতীতে প্রবেশ করিল। রাজপুতের—বিশেষতঃ হারকুলের পরম শত্রু দুর্দ্ধর্ষ হলকারকে দমন করিবার অভিপ্রায়ে সেই সময়ে হতভাগ্য মনসন একটী বিশাল বাহিনী লইয়া তৎপ্রদেশে প্রবেশ করে। হলকারের প্রচণ্ডবলে পরাস্ত হইয়া যেদিন তিনি তাঁহার ভ্রূকুটিভয়ে আকুলিতচিত্তে পলায়ন করেন; অনাহারে, কঠোর পথশ্রমে সৈন্যগণ ক্লান্ত হইয়া যেদিন একে একে তাঁহার দল পরিত্যাগ করিয়া যাইতে লাগিল; চারিদিকেই শত্রুকুলের জয়রব বজ্রগম্ভীর রবে শ্রুত হইতে লাগিল; সেইদিন একমাত্র বুন্দিরাজ ব্যতীত আর কোন রাজপুতই তাঁহাকে আশ্রয়দানে প্রথম অগ্রসর হয় নাই। কিন্তু এতন্নিবন্ধন হলকার প্রতিশোধ লইবার জন্য তৎপ্রতি যে অত্যাচার করিয়াছিলেন, ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট তাহা রোধ করিতে আসেন নাই! যাহাহউক, ইংরাজের সাহায্যে হলকারের বিষদন্ত ভগ্ন হইলে বুন্দিরাজ অপহৃত জনপদ ও নগরগুলি ফিরিয়া পাইয়াছিলেন। ইহাতে রাও রাজা বিষণসিংহ ইংরাজের প্রতি যথোচিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ঘোরতর সংঘর্ষকালে বুন্দিরাজ বিষণসিংহ ইংরাজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পদমাত্রও অগ্রসর হয়েন নাই এবং তাঁহার সৈন্য ও সামন্তগণ প্রাণপণে ইংরাজের আদেশ পালন করিতে প্রস্তুত ছিল। যেদিন বুন্দিরাজ হলকার ও সিন্ধিয়ার গ্রাস হইতে পত্তন প্রভৃতি নগরগুলি উদ্ধার করিতে সক্ষম হইলেন, সেইদিন তিনি ব্রিটিষ এজেণ্টকে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে বলিয়াছিলেন;—"আমার মস্তক আপনাদেরই রহিল, যখন আবশ্যক হইবে, তখনই উৎসর্গ করিব।" একথা মৌখিক নহে,—বস্তুতঃ ইহা তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে বহির্গত হইয়াছিল। ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট যদি তাঁহার হৃদয় পরীক্ষা করিতে চাহিতেন, তাহা হইলে রাজা বিষণসিংহ ও তদীয় সৈন্যসামন্তগণ অম্লান বদনে সেই বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করিতেন। রাজপুত অকৃতজ্ঞ বা বিশ্বাসঘাতক নহে।

স্বাধীনতা পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া বুন্দিরাজ বিষণসিংহ চারি বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন। মারাত্মক বিসূচিকারোগে তাঁহার মৃত্যু হয়। রোগের কঠোর যন্ত্রণায় নিপীড়িত হইয়াও তিনি ধীর ও প্রশান্তভাবে স্বীয় পরিবারবর্গ ও বন্ধুবান্ধবের নিকট বিদায় লইয়াছিলেন। ক্রমে মুমূর্ষু কাল উপস্থিত হইলে রাও রাজা বিষণসিংহ বনিতাদিগকে সহমরণে যাইতে নিষেধ করিলেন এবং স্বীয় পুত্র ও উত্তরাধিকারীকে ব্রিটিষগবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধির হস্তে সমর্পণ করিয়া জীবনের উল্লাসময় তরুণ বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

বিষণসিংহের চরিত্র দুইচারিটী কথায় বর্ণিত হইতে পারে। তিনি অতি সচ্চরিত্র, এবং প্রকৃত রাজপুত নামের অধিকারী ছিলেন। তাঁহার মুখাবয়ব দেখিতে তত সুন্দর ছিলনা বটে; কিন্তু হৃদয় পবিত্র ও তেজস্বী। তিনি নিজ উন্নতি সাধন করিতে ভালরূপে জানিতেন এবং রাজকার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে পারিতেন। দুর্দ্ধর্ষ মহারাষ্ট্রীয়গণ তাঁহার নগর ও জনপদাদি কাড়িয়া লইলে রাজ্যের আয় অনেক পরিমাণে কম হইয়া পড়িল;—তাঁহার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সমূহ ব্যাঘাত সংঘটিত হইল। তখন বিষণসিংহ অনাবশ্যকীয় ভোগসুখ সকল পরিবর্জ্জন করিয়া রাজপুতের প্রধান আমোদ মৃগয়াব্যাপারে মনোনিবেশ করিলেন। কথিত আছে, তিনি সিংহ ভিন্ন অপর কোন জন্তু শিকার করিতে ভাল বাসিতেন না। এ ভীষণ মৃগয়াব্যাপার দুই একদিনে সমাপিত হইত না। তিনি স্বহস্তে শতাধিক সিংহ সংহার করিয়াছিলেন; এদ্ব্যতীত ব্যাঘ্র, তরক্ষু, বরাহ, ও ভল্লুক প্রভৃতি অগণ্য হিংস্র জন্তু তাঁহার হস্তে নিহত হইয়াছিল। এই কঠোর ও সঙ্কটময় দ্বন্দ্বে রাজা বিষণসিংহের একটী পদ ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল; তাহাতে তিনি চিরজীবন খঞ্জ হইয়া ছিলেন। তথাপি তুরঙ্গপৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া যখন তিনি স্বীয় মস্তকোপরি বিশাল শূলদণ্ড বিঘূর্ণিত করিতেন, তখন তাঁহাকে কে খঞ্জ বলে?—তখন তিনি দ্বিতীয় রুদ্রের ন্যায় প্রতীত হইতেন। রাজা বিষণসিংহের ধারণা ছিল যে, অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণের ভক্তিভাজন হইতে গেলে তাহাদিগকে সর্ব্বদা শাসনে রাখিতে হয়। এই ধারণানিবন্ধন তিনি রাজ্যের দাওয়ানী বিভাগের কর্ম্মচারিদিগকে সময়ে সময়ে পীড়ন করিতেন। এতৎসম্বন্ধে তাঁহার কোষাধ্যক্ষের সহিত একটী বিচিত্র ব্যবহারের বিবরণ পাওয়া যায়। কথিত আছে, রাজার একটী স্বতন্ত্র তহবিল ছিল; সেই তহবিলে মন্ত্রীকে প্রত্যহ এক শত টাকা করিয়া জমা দিতে হইত। তৎসম্বন্ধে তাঁহার কোন আপত্তিই গ্রাহ্য হইত না। যেদিন কোষাধ্যক্ষ উক্ত কর্ত্তব্য অবহেলা করিতেন, সেই দিন "ইন্দ্রজিতের" বিকট অবয়ব তাঁহার সম্মুখে উদ্যত হইত! এই ইন্দ্রজিৎ কোনরূপ অস্বাভিক জীব নহে;—ইহা একখণ্ড বৃহদায়ন উপানৎ মাত্র! ইন্দ্রজিৎ কঠিন সূত্রে একটী নাগদন্তকে বিলম্বিত থাকিত। কোন মন্ত্রী অপরাধ করিলে রাজা উক্ত অদ্ভুত রাজদণ্ডের সাহায্যে তাহাকে শাস্তিদান করিতেন!

বুন্দির শাসননীতি সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিয়া আমরা এই ক্ষুদ্র রাজ্যের ইতিবৃত্ত এইস্থানেই সমাপ্ত করিব। বুন্দিতে চারিজন প্রধান কর্ম্মচারী আছে। ১, দেওয়ান, বা মোসাহেব; ২, ফৌজদার, বা কিল্লাদার; ৩, বক্সি; ৪, ধসালা। যবনরাজসভার

দীর্ঘকাল অবস্থিতি নিবন্ধন বুন্দির অধিপতিগণ সম্রাটের অনেক প্রথা অনুকরণ করিয়াছিলেন। রাজ্যের যিনি প্রধান মন্ত্রী, তিনিই দেওয়ান বা মোসাহেব নামে অভিহিত। রাজকার্য্য পরিচালনা ও আয়ব্যয়গণনার ভার তাঁহারই হস্তে ন্যস্ত। ফৌজদার দুর্গাধ্যক্ষ; রাজার ধাইভাই, অথবা রাজ সংসারের সহিত যাঁহাদের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, বুন্দিতে তাঁহারাই ফৌজদারের পদ পাইয়া থাকেন। দুর্গরক্ষণ ব্যতীত সমগ্র সামন্ত সমিতির অথবা বেতনভোগী সেনার পালন ও নায়কত্বভার তাঁহার হস্তে অর্পিত। পালন জন্য রাজসরকার হইতে তিনি কতকগুলি ভুমি পাইয়া থাকেন। বক্‌সি সাধারণ হিসাবপত্র এবং রসালা রাজ পরিবারের আয়ব্যয় নির্দ্ধারণ করেন। রাজা বিষণসিংহ রাজস্বের এক বিচিত্র ব্যবহার করিতেন। নিয়মিত ব্যয়াতিরেকে যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিত, তাহা ধনভাণ্ডারে অর্পণ না করিয়া তিনি একটী ব্যবসায়ে নিয়োগ করিতেন। ব্যবসায়-পরিচালনের ভার প্রধান মন্ত্রীর হস্তে অর্পিত ছিল। রাজা তাহার লভ্যাংশের ভাগ লইতেন এবং তাহাতেই সৈন্যমণ্ডলি ও রাজকর্ম্মচারিদিগের বেতন নির্ব্বাহ করিতেন।

রাজা বিষণসিংহ দুইটী পুত্র রাখিয়া পরলোক যাত্রা করেন। প্রথম তনয় রামসিংহ; দ্বিতীয় গোপালসিংহ। পিতার মৃত্যুকালে রামসিংহের বয়স একাদশ বর্ষমাত্র। সেই অল্প বয়সেই তিনি ১৮২১ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে বুন্দির সিংহাসনে অভিষিক্ত হয়েন। গোপালসিংহ তাঁহা অপেক্ষা দুই চারি মাসের কনিষ্ঠ। উভয় ভ্রাতাতেই—বিশেষতঃ রাজা রামসিংহ উত্তম কার্য্যকুশল ছিলেন। তিনি স্বীয় জনকের ন্যায় মৃগয়ানিপুণ; এমন কি অতি শৈশবে তিনি অনেক বন্যজন্তু সংহার করিয়া সর্দ্দারদিগের নিকট বিবিধ উপঢৌকন ও অসংখ্য সাধুবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

পরিশেষে আমরা মহাত্মা টডের সহিত সমস্বরে বলি যে, যে ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট বুন্দিরাজ্যকে নিতান্ত শোচনীয় দীন দশা হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, আজি এই প্রসিদ্ধ ক্ষুদ্র রাজ্য তাঁহাদের উদার আনুকূল্যে প্রাচীন গৌরব ও শ্রীবৃদ্ধি পুনর্লাভ করুক, ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা। যে বুন্দি একদা সমূহ ত্যাগ স্বীকার ও উৎপীড়ন সহ্য করিয়াও বিপন্ন কর্ণেল মনসনকে আশ্রয়দান করিয়াছিল, প্রয়োজন হইলে ভারতেশ্বরীর জন্য যে, সে অম্লানবদনে নিজ হৃদয় চিরিয়া শোণিত দান করিবে, তদ্বিষয়ে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এক্ষণে হারকুলের শ্রীবৃদ্ধি হউক, ইহাই আমাদের একান্ত অভিলাষ।

কোটা।

প্রথম অধ্যায়।

বুন্দি হইতে কোটার স্বাতন্ত্র্য-লাভ ;—কোটীয় ভিল ;—কোটার প্রথম অধিপতি মধুসিংহ ;—রাজা মুকুন্দ ;—আত্মোৎসর্গের উদাহরণ ;—জগৎসিংহ ;—পয়মসিংহ ;—কিশোরসিংহ ;—অগ্রজন্ম-স্বত্বের ব্যভিচার ;—রামসিংহ ;—জাজো ক্ষেত্রে তাঁহার নিধন ;—ভীমসিংহ ;—ভিলাধিপ চক্রসেন ;—ভীম কর্ত্তৃক ভীলদিগের বিক্রম নাশ ;—নিজাম-উলমুলুককে ভীমের আক্রমণ এবং মৃত্যু ;—ভীমের চরিত্র ;—বুন্দির উপর তাঁহার বিদ্বেষভাব ;—তৎসংক্রান্ত গল্প ;—রাও অর্জ্জুন ;—সিংহাসন লইয়া অন্তর্বিবাদ ;—শ্যামসিংহের মৃত্যু ;—মহারাও দুর্জ্জন শাল ;—কোটায় মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রথম উপদ্রব ;—কোটার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ;—কোটা-অবরোধ ;—ঝালা হেমন্তসিংহ কর্ত্তৃক কোটা-রক্ষা ;—জালিমসিংহের জন্ম ;—মহারাষ্ট্রীয়দিগের নিকট কোটার অধীনতাস্বীকার ;—দুর্জ্জন শালের মৃত্যু ;—তাঁহার চরিত্র ;—তাঁহার মৃগয়াযাত্রার বিবরণ ;—ঝালাসর্দ্দারের বীরত্ব ;—উত্তরাধিকারিত্বের পুনরুদ্ধার ;—মহারাও অজিৎ ;—রাও চত্তরশাল ;—মধুসিংহের প্রগল্‌ভতা ;—বাতোয়ারের যুদ্ধ ;—ঝালা জালিমসিংহ ;—হারকুলের জয়লাভ ;—অম্বর সেনার পলায়ন ;—চত্তর শালের মৃত্যু।

কোটার হারকুলের প্রাচীন ইতিহাস বুন্দির অন্তর্গত। সম্রাট শাজাহানের শাসনকালে উক্ত উভয় রাজ্য পরস্পর ভিন্ন হইয়া পড়ে। বুন্দিরাজ রাও রত্নের দ্বিতীয় পুত্র মধুসিংহ বুরহানপুরক্ষেত্রে যে অতুল বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহারই পুরস্কার স্বরূপ সম্রাট তাঁহাকে কোটা ও তৎসম্বলিত সমস্ত ভূভাগ অর্পণ করেন।

সম্বৎ ১৬৩১ (খৃঃ ১৫৬৫) অব্দে মধুসিংহ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে সেই অদ্ভুত বীরত্ব ও রণনৈপুণ্য দেখাইয়া কোটা রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কোটা তৎকালে তিনশত বাটটী নগরে শোভান্বিত। ইহার বার্ষিক আয় দুইলক্ষ টাকা। এই উচ্চ পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া মধুসিংহ অতিশয় গৌরবান্বিত হইলেন এবং বুন্দি হইতে স্বতন্ত্র হইয়া স্বচ্ছন্দে স্বরাজ্য পালন করিতে লাগিলেন।

ইতিপূর্ব্বে বুন্দির ইতিবৃত্তে বর্ণিত হইয়াছে যে, "উজলা" জাতীয় কোটীয়া ভিলদিগের নিকট হইতে কোটা বিজিত হইয়াছিল। তৎকালে ইহা কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লির সমষ্টিমাত্র; ইহার রাজধানীও ইহা হইতে পাঁচ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। কিন্তু সে রাজধানী একটী সামান্য দুর্গমাত্র;—তাহা প্রাচীন একেলগড়। এই একেলগড়ে কোটীয়া ভিলদিগের অধিপতি বাস করিত। হারকুলের শাসনগুণে কোটা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। তাহার পর মধুসিংহ যখন সেই বর্দ্ধমান রাজ্যের

শাসনকর্ত্তৃত্বে অভিষিক্ত হইলেন, তখন তাহা চারিদিকে অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। ইহার দক্ষিণে গাগরৌণ ও ঘাটোল্লি * ; পূর্ব্বে মাঙ্গরোল ও নাহরগড় † ; উত্তরে চম্বলতীরস্থ সুলতানপুর এবং পশ্চিমে শৈলমালা। ইহার উর্ব্বর ভূমি অনেকগুলি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তরঙ্গিণীর প্রসন্ন সলিলে অবিরত সিঞ্চিত।

অদৃষ্টদেবের সুপ্রসাদ-বলে মধুসিংহ সম্রাটের নিকট যে বিপুল অনুগ্রহ ও প্রভূত ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার সকল বিষয়েই বিলক্ষণ সুবিধা হইল। তিনি কোটার শ্রীবৃদ্ধিসাধনে সম্যক্ কৃতকার্য্য হইলেন; এমন কি অল্পদিনের মধ্যে তদীয় রাজ্য মালব ও হারাবতীর মধ্যস্থিত বিশাল পর্ব্বতমালা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল। সম্বৎ ১৬৮৭ অব্দে মধুসিংহ পাঁচটী পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। সেই পঞ্চ তনয় যে সমস্ত ভূমিসম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তৎসমুদায় কোটার প্রধান জাইগিররূপে পরিণত হয়। সেই পঞ্চ পুত্র,—

১ম। মুকুন্দসিংহ, কোটা প্রাপ্ত হয়েন।

২য়। মোহন সিংহ, পোলৈটা লাভ করেন।

৩য়। জুজার সিংহ, কোটরা এবং কিছু দিন পরে রামগড় রিলাবন প্রাপ্ত হয়েন।

৪র্থ। কানাইরাম, কোইলা ‡ লাভ করেন।

৫ম। কিশোর সিংহ, সঙ্গোদ পাইয়াছিলেন।

রাজা মুকুন্দসিংহ পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। এই নৃপতির নামানুসারেই হারাবতী ও মালবের মধ্যস্থিত গিরিবর্ত্ম মুকুন্দারা নাম প্রাপ্ত হয়। মুকুন্দারা হতভাগ্য কর্ণেল মনসনের পতনকূপ। এই প্রসিদ্ধ গিরিপথেই ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে তিনি পরাস্ত হইয়া অবনতমুখে আকুলিত চিত্তে কোটাভিমুখে পলায়ন করিয়াছিলেন। রাজা মুকুন্দ কর্ত্তৃক অনেকগুলি দুর্গ, অট্টালিকা ও পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

অদৃষ্টের কঠোর অনুশাসনে সত্যপরায়ণ রাজপুতগণ যবনের পদানত হইলেও ন্যায় ও ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারে না। স্বেচ্ছাচারী প্রভুর অধীনে ন্যায়ের অবমাননা প্রায়ই হইতে পারে বটে, কিন্তু ধার্ম্মিক রাজপুতগণ প্রাণান্তেও কখন সেইরূপ জঘন্য ব্যাপারে অনুমোদন করে নাই, এবং যখনই কোন মুসলমান রাজা ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছে, রাজপুতগণ প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিয়া তাহাদের পাপানুষ্ঠান প্রতিরোধ করিতে অসিধারণ করিয়াছেন। এই প্রকার ধর্ম্মযুদ্ধে অনেক রাজপুত নৃপতির বিপুল শোণিত ব্যয় হইয়াছে; এমন কি এক এক বংশের পাঁচ সাত জন রাজপুরুষ অম্লানবদনে জীবন বলি দিয়াছেন। কোটার ইতিবৃত্তে ইহার একটী

---

* গাগরৌণ ও ঘাটোল্লি তৎকালে খীচিগণের অধিকারে ছিল।

† মাঙ্গরোল তখন গরদিগের এবং নাহরগড় অনৈক রাঠোর রাজপুতের হস্তগত ছিল। এই রাঠোর মাতৃভূমি রক্ষার্থ যবনধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল।

‡ এতদ্ব্যতীত দে ও ভড়া নামক দুইটী জেলা কানাইরামের অধিকৃত ছিল। উক্ত দুইটী জেলার পাট্টা তিনি সম্রাটের নিকট পাইয়াছিলেন।

জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। যে দিন পিতৃদ্রোহী আরঙ্গজীব বৃদ্ধ শাজাহানকে পদচ্যুত করিতে চেষ্টা করে, সেই দিন যে সমস্ত রাজপুত নৃপতি ধার্ম্মিকপ্রবর সম্রাটের স্বার্থরক্ষার্থ রণস্থলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে রাঠোর ও হারগণই প্রধান। কোটারাজ মধুসিংহের পঞ্চপুত্র কৃতজ্ঞতা ও রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিবার জন্য প্রাণপণে শাজাহানের স্বার্থরক্ষণে প্রবৃত্ত হয়েন। এই ভয়াবহ সমরের বিস্তৃত বিবরণ স্থলান্তরে প্রকটিত হইয়াছে, এস্থলে কেবল এই পঞ্চ ভ্রাতার অদ্ভুত বীরত্বের কথা উল্লেখ করা গেল। পঞ্চ রাজপুত্র হারকুলের সৈন্য ও সামন্তগণের সহিত পীতবসন পরিধান করিয়া সেই ভীষণ রণস্থলে অবতীর্ণ হইলেন। সকলেরই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা—"হয় যুদ্ধে জয়ী হইব, নয় রণস্থলে প্রাণ উৎসর্গ করিব।" এই কঠোর প্রতিজ্ঞা পালন করিবার জন্য তাঁহারা পাষণ্ড আরঙ্গজীবের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন; কিন্তু বিধাতা পিতৃদ্রোহীরই মস্তকে জয়মুকুট অর্পণ করিলেন। রাঠোররাজ যশোবন্ত সিংহের দুর্বুদ্ধি বশতঃ শাজাহানের পক্ষ পরাস্ত হইল বটে; কিন্তু সেই পঞ্চ হারবীর রণস্থল পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহারা বীরের ন্যায় আপনাদের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন। চারিজন নিহত হইলেন; কনিষ্ঠ কিশোর সিংহ ঘোরতর আহত হইয়া মূর্চ্ছিতাবস্থায় রণস্থলে পতিত হইলেন। যুদ্ধ শেষ হইলে তাঁহার দেহ রাশীকৃত শবদেহের মধ্য হইতে বহিষ্কৃত হইল। বিষম আঘাত প্রাপ্ত হইলেও অল্পদিনের মধ্যে কিশোর সিংহ স্বাস্থ্য পুনর্লাভ করিলেন।

মুকুন্দের পুত্র জগৎ সিংহ পিতৃসিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। সম্রাট তাঁহাকে দুই সহস্রের মনসব পদে স্থাপন করিলেন। জগৎসিংহ দক্ষিণাবর্ত্তে মোগলের অধীনে বিষয় ব্যাপারে লিপ্ত রহিলেন। সম্বৎ ১৭২৬ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

জগৎ সিংহ নিঃসন্তান হইয়া পরলোক গমন করেন। তজ্জন্য কোইলার কানাইরামের পুত্র পদ্মম সিংহ কোটার সিংহাসনে আরূঢ় হইলেন। কিন্তু তিনি নিতান্ত অকর্ম্মণ্য; সুতরাং তৎকর্ত্তৃক রাজ্য সুচারুরূপে শাসিত না হওয়াতে হারকুলের সর্দ্দারগণ তাঁহাকে ছয় মাস পরে পদচ্যুত করিয়া তৎপদে কিশোর সিংহকে স্থাপন করিলেন *। যৎকালে আরঙ্গজীব ভারতের সিংহাসন অধিকার করেন, তখন কিশোর দক্ষিণাবর্ত্তে মোগলকুলের জয়লাভার্থ হারকুলের সৈন্যসামন্তগণের সহিত স্বীয় হৃদয়-শোণিত প্রভুত পরিমাণে ব্যয় করিতেছিলেন। তিনি যেরূপ বীরত্বের সহিত বিজাপুর জয় করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি তদানীন্তন রাজপুতগণের মধ্যে একজন প্রধান বীর বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকেন। বিজাপুরে জয়গৌরব লাভ করিয়া অবশেষে আরকট গড় জয় করিতে গিয়া সম্বৎ ১৭৪২ অব্দে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। কিশোর সিংহ হারকুলের মধ্যে একজন

---

* অকর্ম্মণ্য পদ্মমসিংহ কৈলানগরে ফিরিয়া আসেন। যৎকালে ভীরু মনসন প্রাণ লইয়া পলায়ন করেন, তাঁহার প্রাণ রক্ষার্থ পদ্মমসিংহের জনৈক বংশধর আমজার নামক স্থানে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

প্রধানতম বীর ছিলেন এবং এতবার রণস্থলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন যে, তাঁহার দেহ পঞ্চাশৎ স্থলে অস্ত্রক্ষত হইয়াছিল।

কিশোর সিংহ বিষণ সিংহ, রামসিংহ ও হরনট সিংহ নামে তিনটী পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। বিষণ সিংহ জ্যেষ্ঠ হইলেও পিতৃপদ প্রাপ্ত হয়েন নাই; পিতার সহিত দক্ষিণদেশগমনে অসম্মত হওয়াতে তিনি অগ্রজস্বত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। কিন্তু কিশোর সিংহ তৎপ্রতি একবারে নিষ্ঠুর হয়েন নাই; অবাধ্য পুত্রকে ভূমিবৃত্তি স্বরূপ অন্তা এবং তত্রত্য প্রাসাদ অর্পণ করিয়াছিলেন।

রামসিংহ পিতার সহিত দক্ষিণাবর্ত্তে যাত্রা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুকালে তৎসমীপে উপস্থিত ছিলেন। এক্ষণে তিনিই কোটার সিংহাসনে আরূঢ় হইলেন। তিনি পিতার ন্যায় সাহসী ও যুদ্ধকুশল এবং দুর্দ্ধর্ষ মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রভাব দমনে সম্পূর্ণ সক্ষম। যৎকালে ভারতের সার্ব্বভৌম আধিপত্য লইয়া আরঙ্গজীবের পুত্রগণের মধ্যে ঘোর সংঘর্ষ উদ্ভূত হয়, হারবীর রামসিংহ আজিমের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহাকে সগোত্রীয় বুন্দিরাজের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হয়। হারের অসি হারের বিরুদ্ধে উদ্যত; কোটা বুন্দির সর্ব্বনাশ সাধনে প্রবৃত্ত। সম্বৎ ১৭৬৪ অব্দে জাজোক্ষেত্রে এইরূপে এক প্রচণ্ড সমর সংঘটিত হইয়াছিল। সেই ভীষণ যুদ্ধে কোটারাজ রামসিংহ মহোৎসাহ সহকারে শত্রুসেনা মথিত করিতেছেন, এমন সময়ে একটী জলন্ত গোলা তাঁহার অঙ্গে প্রহৃত হইল। অমনি রামসিংহ হস্তী হইতে পতিত হইয়া গৌরবময় জীবনের মধ্যাহ্নকালে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন।

ভীমসিংহ কোটার সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। তাঁহার শাসনকালে কোটা আর তৃতীয় শ্রেণীর রাজ্য রহিল না। ফিরকশিয়রের অভিষেকে ভীম ন্যায় ও ধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত করিয়া পাষণ্ড সৈয়দদিগের পক্ষ অবলম্বন করাতে তাঁহারা তাঁহাকে পঞ্চসহস্রের সৈনাপত্যে উন্নীত করিল। এইরূপে তাঁহার রাজ্য প্রথম শ্রেণীর রাজ্য মধ্যে গণিত হইল। ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, হারকুলের প্রধান শাখা বুন্দিরাজ রাজদ্রোহী সৈয়দদ্বয়ের বিরুদ্ধে অসি ধারণ করিয়াছিলেন, ইহাতে ভীমসিংহ বুন্দিরাজের উপর যারপর নাই ক্রুদ্ধ হয়েন এবং তাঁহার সর্ব্বনাশ সাধনে প্রাণপণে চেষ্টা করেন। শোণিতাক্ত জাজোক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে যে বিবাদের সূত্রপাত হইয়াছিল; পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাহা ক্রমে ক্রমে ভীষণ ভাব ধারণ করিল। প্রতিযোগী রাও বুধসিংহের প্রাণনাশ করিবার জন্য ভীমসিংহ একবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন; তাঁহার দিগ্বিদিক্ জ্ঞান রহিল না। নতুবা তিনি রাজপুতের ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া কাপুরুষের ন্যায় অসতর্ক বুধসিংহকে আক্রমণ করিবেন কেন? প্রভুর সন্তোষ বিধানার্থে এইরূপে আত্মীয়ের বিরুদ্ধে অসি ধারণ করাতে ভীমসিংহের নূতন নূতন ভূমি লাভ হইতে লাগিল। সম্রাট তাঁহাকে কোটা ও আহিরাবারার মধ্যবর্ত্তী সমস্ত ভূভাগ অর্পণ করিলেন। সেই বিস্তৃত ভূখণ্ডের মধ্যে খীচিদিগের ও বুন্দির অনেক অংশ অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছিল। এইরূপে তিনি প্রসিদ্ধ গাগরৌণ এবং মৌ-মাইদানা, শিরগড়, বারা, মাঙ্গরোল ও বারোদ প্রভৃতি অন্যান্য

সামান্য সামান্য ভূভাগ প্রাপ্ত হইলেন। এই সমস্ত স্থল চম্বল নদের পূর্ব্বতটে অবস্থিত।

এই সময়ে উজলা ভিলগণ হারাবতীর দক্ষিণভাগস্থ নিবিড় গিরিগহ্বরে অনেক স্থল পুনর্লাভ করিয়া সুখে কালযাপন করিতেছিল। মনোহর থানা নামে একটী নগরে ভিলদিগের রাজা চক্রসেন বাস করিত। তাহাকে মিবার হইতে পথর পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগের ভিলগণ অধিপতি বলিয়া পূজা করিত। রাজা চক্রসেনের অধীনে পঞ্চশত অশ্বারোহী এবং অষ্টশত ধনুষ্ক সৈন্য নিযুক্ত ছিল। স্বাধীনতাপ্রিয় এই সমস্ত বনপুত্রগণ ধারানগরীর ভোজরাজার সময় হইতে এত দিন সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে স্বাধীনভাবে কালযাপন করিয়া আসিতেছিল, কিন্তু আজ কোটারাজ ভীমসিংহ তাহাদিগকে সেই প্রাচীন আবাসনিলয় হইতে দূর করিয়া তাহাদিগের স্বাধীনতা হরণ করিলেন। সহস্র সহস্র ভিল তাঁহার হস্তে নিহত হইল। এইরূপ নূতন নূতন রাজ্য জয় করিয়া ভীমসিংহ নিজ প্রভুতা ও ক্ষমতা বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন।

ভীমসিংহ অতি প্রভুভক্ত ছিলেন, এমনকি প্রভুর আদেশ পালনের জন্য তিনি অতি প্রিয়তম বন্ধুকেও ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। বিখ্যাত নিজাম-উল-মুলুক রাজধানী হইতে যৎকালে দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করেন; অম্বরের রাজা জয়সিংহ সম্রাটের প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া কোটারাজ ভীমসিংহ এবং নরবারপতি গজসিংহকে আদেশ করিলেন "খিলিজিখাঁর পথরোধ করিয়া তাহাকে ধৃত করিয়া আন।" নিজাম কোটারাজের পরমবন্ধু; বিশেষতঃ উভয়ে পরস্পরের "পাগ্‌ড়িবদল ভাই।" ইতিপূর্ব্বে ভীম খিলিজিখাঁর অনেক উপকার করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহার সরল বন্ধুত্বের উপর নির্ভর করিয়া নিজাম হাররাজকে লিখিয়া পাঠাইলেন; "বন্ধুবর! আপনি জয়সিংহের কথায় বিশ্বাস করিবেন না। জয়সিংহ ধূর্ত্ত ও প্রবঞ্চক; তাহার একটী কথাও সত্য নহে। আমি রাজসরকার হইতে একটী কপর্দ্দক মাত্রও অপহরণ করি নাই। আপনি আমার পরম বন্ধু; অতএব এ সময়ে আমার পথরোধ করিয়া আমাকে বিপদে পাতিত করিবেন, না।" ধর্ম্মভ্রাতার এই পত্র পাঠ করিয়া প্রভুপরায়ণ ভীমসিংহ উত্তর করিলেন "মিত্রবর! কর্ত্তব্য ও বন্ধুত্বের মধ্যে কোন্‌টী গুরুতর, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি। কর্ত্তব্যপালনই রাজপুতের জীবন। আপনার পথরোধ করিতে সম্রাট আমাকে আদেশ করিয়াছেন;—আমি তাহা করিব; এবং সেই উদ্দেশেই এতদূর অগ্রসর হইয়াছি; অতএব এক্ষণে যুদ্ধ ভিন্ন আর উপায়ান্তর নাই। আপনার সৈন্যসামন্ত ও অস্ত্রশস্ত্র আছে; এক্ষণে যুদ্ধ করিয়া পথ পরিষ্কার করিবেন। আগামী কল্য প্রভাতে আমি আপনাকে আক্রমণ করিব।" এই অকপট পত্র পাইয়া চতুর নিজাম সতর্ক হইলেন এবং কুর্কাই ভোরাখো নগরের নিকটবর্ত্তী সিন্দ নদীর সৈকতস্থিত একটী অসম ভূভাগের মধ্যে নিজ সৈন্যগুলিকে রক্ষা করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন্যবৃক্ষরাজির অন্তরালে কামান সজ্জিত করিয়া রাখিলেন। পরদিন উষার রক্তিম রাগে পূর্ব্বগগন রঞ্জিত হইবা মাত্র রাজা ভীমসিংহ অহিফেন রস পান করিয়া সৈন্যসামন্তদিগকে সজ্জিত হইতে আদেশ করিলেন।

অচিরকালমধ্যে সকলেই সজ্জিত হইয়া হারকুলের উদ্যত পতাকামূলে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। অনন্তর কোটারাজ স্বীয় রণমাতঙ্গে আরোহণ পূর্ব্বক অম্বরের সমবেত বাহিনী লইয়া শত্রুর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। দেখিতে দেখিতে সমস্ত সেনা সেই জঙ্গলের নিকটে উপস্থিত হইল। কোটারাজ ভীমসিংহ যদি সেই বনের অভ্যন্তরে যাইয়া প্রবেশ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে নিজামের আশাপিপাসা সেই সিন্দ নদীর সলিলে বিসর্জ্জন দিতে হইত, তাহা হইলে হারকুলের প্রাচীন আবাসনিলয় গবালকুণ্ডের ভগ্নাবশেষ রাশির উপর হাইদ্রাবাদ রাজ্য কখনও উত্থিত হইত না। কিন্তু ভীমসিংহের নিতান্ত দুর্ভাগ্য, তাই তিনি নিজ বলমদে মত্ত হইয়া চতুর যবনবীরের বলাবলের বিষয় একবার ভাবিয়া দেখিলেন না এবং সেই বনান্তরালে যে প্রলয়ঙ্কর কামানাবলি গুপ্ত আছে, তাহা বুঝিতে পারিলেন না। কর্ত্তব্যের কঠোর আদেশে উৎসাহিত হইয়া তিনি সদলে যাই সেই জঙ্গলের নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন, অমনি বজ্রনাদে নিজামের অনলাস্ত্র সমূহ গর্জ্জিয়া উঠিয়া সমগ্র হার ও কুশাবহ সেনার উপর জলন্ত গোলকপুঞ্জ বর্ষণ করিল। হস্তী, অশ্ব ও পদাতি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। রাজা ভীম ও গজসিংহ সবাহনে সেই বিকট অনলমুখে প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহাদের সেনাদল ছত্রভঙ্গে চারিদিকে পলায়ন করিল। খিলিজির পথ পরিষ্কৃত হইল। তিনি গৌরবমুকুট মস্তকে ধারণ করিয়া অদৃষ্টদেবের প্রদর্শিত উন্নতিপথে অগ্রসর হইলেন।

এই শোচনীয় পরাজয়কালে হারকুলের দুইটী বিষম ক্ষতি হইয়াছিল। প্রথম তাহাদের অধিপতি, দ্বিতীয় তাহাদের কুলদেবতা ব্রজনাথ জি। এই দেববিগ্রহ সুবর্ণনির্ম্মিত। প্রত্যেক যুদ্ধকালে হারনৃপতি ইঁহাকে স্বীয় বাহনের পর্য্যানশীর্ষে স্থাপন পূর্ব্বক রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। শত্রুবাহিনীর সম্মুখীন হইলেই হারসেনা "জয় ব্রজনাথ জি!" এই উন্মত্ত রণরবে রণস্থল কম্পিত করিয়া বিকট উৎসাহের সহিত তাহাদের উপর আপতিত হইয়া থাকে। এই হৃদয়োন্মাদী সমরনাদে হারবীরগণ অনেক জয়লাভ করিয়াছেন; অনেকবার ব্রজনাথ জির সম্মুখে শত্রুগণ বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এবার একমাত্র ভীমসিংহের অধীরতা ও অবিমৃষ্যকারিতা বশতঃ হারসেনা পরাস্ত হইল। হারকুলের অধিষ্ঠাতা ভগবান ব্রজনাথ জির পবিত্র হৈম প্রতিমূর্ত্তি সেই রণস্থলে শোণিতাক্ত হইয়া কোথায় যে অদৃশ্য হইল, তাহা আর সেদিন পাওয়া গেল না। ইহার পর অনেক দিন অতীত হইলে হারগণ তাহাকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া আনন্দোৎসবের সহিত রাজপ্রাসাদে রক্ষা করিয়াছিল।

পঞ্চদশ বৎসর রাজত্বের পর সম্বৎ ১৭৭৬ (খৃঃ ১৭২০) অব্দে কোটারাজ ভীম সিংহ সেই সিন্দতটে যুদ্ধস্থলে প্রাণ পরিত্যাগ করেন। সেই স্বল্পকালব্যাপী রাজ্যশাসনের মধ্যে তিনি কোটার ভিত্তি যেরূপ কঠিন করিয়া রাখিয়াছিলেন, অদ্যাবধি তাহা কেহই আলোড়িত করিতে পারে নাই। রাজা ভীমের বিদ্বেষ বশতঃ ঢোলপুরের সমরক্ষেত্রে বুন্দি ও কোটার মধ্যে যে বৈরতার সূত্রপাত হয়, তাহাতে বুন্দির সমূহ অনিষ্ট সংঘটিত হইয়াছে। সত্যপরায়ণ রাও বুধ অম্বররাজের নিষ্ঠুরতায় নগর হইতে বিদায় গ্রহণ

করিলে ভীম সিংহ বুন্দিনগরে আপতিত হইয়া রাজধানী হইতে হারকুলের পীতবৈজয়ন্তী, নাকরা ও সমস্ত রাজনিদর্শন হরণ করিয়া লইয়া আসিলেন। এমন কি বুন্দির প্রাচীন রণশঙ্খ পর্য্যন্ত কোটানগরে আনীত হইল।

সেইদিন যে বুন্দির ঐ সমস্ত রাজচিহ্ন কোটারাজ্যে আনীত হইল, তাহা রাও বুধসিংহের কোন বংশধরই অদ্যাবধি উদ্ধার করিতে পারিলেন না। ঐ সকল অপহৃত নিদর্শনের উদ্ধারসাধনে অনেকে অনেক প্রকার কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। কোটা দুর্গ ও নগরতোরণের অনেক নকল চাবি প্রস্তুত হইয়াছে; অনেক রাজপুরুষ উৎকোচ সাহায্যে কোটার দ্বারপালদিগকে বশীভূত করিয়া সেই সমস্ত দ্রব্য পুনর্লাভ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু একমাত্র ভীম সিংহের সতর্কতা বশতঃ তাঁহাদের সকলের সমস্ত চেষ্টা নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে। সেই অবধি সূর্য্যাস্তের পরই কোটার সিংহদ্বার রুদ্ধ হইয়া থাকে। দ্বার একবার রুদ্ধ হইলে আর কেহই—এমন কি স্বয়ং রাজা আসিয়া উপস্থিত হইলেও তাহা আর সেই রজনীর মধ্যে উন্মুক্ত হয় না! ইহাতে অনেক সময়ে অনেক বিষয়ে ঘোর অসুবিধা হইয়াছে।

হারকুলের ভট্টগ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, রাজা ভীমসিংহের সর্ব্বাঙ্গ অস্ত্রক্ষতে সজ্জিত ছিল। অস্ত্রাঘাতে তাঁহার দেহের এক একস্থল বিকৃত হইয়া গিয়াছিল, তাহা তাঁহার অনুগত কিঙ্করগণও জানিত না; কেননা তিনি কাহারও সাক্ষাতে অঙ্গাবরণ উন্মোচন করিতেন না। পরিশেষে যেদিন কুর্ব্বাইক্ষেত্রে মারাত্মক আঘাতে তিনি মৃতপ্রায় হয়েন, সেইদিন তদীয় জনৈক বিশ্বস্ত ভৃত্য সেই অগণ্য অস্ত্রক্ষত দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করাতে রাজা ভীম সিংহ এই উত্তর দিয়াছিলেন;—"হারকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া যিনি পিতৃরাজ্য রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে এই সজ্জা পাইতে হয়। রাজপুতের প্রকৃত বিরামস্থল অন্তঃপুর নহে;—তাহা তাঁহার সামন্তগণের পুরোভাগে স্থাপিত।"

কোটার রাজাগণের মধ্যে রাজা ভীমসিংহই সর্ব্বপ্রথম পাঁচহাজারী মনসবি প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার পূর্ব্বে কেহই মহারাও উপাধি লাভ করিতে পারেন নাই। মিবারের রাণার নিকট হইতে তিনি উক্ত সম্মানসূচক উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বুন্দির রাও গোপীনাথের আবির্ভাবের পূর্ব্বে "আপজি" তত্রত্য হারদিগের কৌলিক উপাধি ছিল; তাহার পর ইন্দ্রশাল উদয়পুরের গিয়া রাণার নিকট মহারাজ উপাধি লাভ করেন। তদবধি আপজি বুন্দির উপসামন্তদিগের অভিধেয় হইয়া আসিতেছে।

রাজা ভীম তিনটী পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন :—১ম, অর্জ্জুনসিংহ; ২য়, শ্যামসিংহ; ৩য়, দুর্জ্জনশাল। পিতার মৃত্যুর পরই অর্জ্জুন কোটার সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু চারি বৎসরমাত্র রাজত্বের পরই তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি ঝালসিংহের ভগিনীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। মহারাও অর্জ্জুনসিংহ অপুত্রক। তাঁহার মৃত্যুর পরই সিংহাসন লইয়া তদীয় ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে ঘোরতর সংঘর্ষ সমুদ্ভূত হয়। হার সামন্তগণ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া প্রতিদ্বন্দ্বী ভ্রাতৃযুগলের পক্ষ সমর্থন করিবার নিমিত্ত সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। ইহাতে একটী যুদ্ধ সংঘটিত হইল। হতভাগ্য শ্যামসিংহ সেই যুদ্ধে

পতিত হইয়া স্বীয় আশাপিপাসার শান্তি বিধান করিলেন। কথিত আছে, দুর্জ্জনশাল জ্যেষ্ঠের মৃত্যুতে এরূপ শোকান্বিত হইয়াছিলেন যে, সেই ক্ষেত্রেই শ্যামসিংহের শবদেহের উপর পতিত হইয়া বালকের ন্যায় রোদন করিয়াছিলেন; এবং আপনার দুরাকাঙ্ক্ষাকে শত ধিক্কার প্রদান করিয়া অকপটহৃদয়ে বলিয়াছিলেন "যদি আমার জ্যেষ্ঠ পুনর্জ্জীবিত হয়েন, তাহা হইলে আমি এখনই রাজ্য পরিত্যাগ করিব।" এই সকল সংঘর্ষ নিবন্ধন রামপুর, ভানপুর ও কালাপিট নামক তিনটী সমৃদ্ধ জনপদ কোটারাজকুলের হস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল।

সম্বৎ ১৭৮০ (খৃঃ ১৭২৪) অব্দে দুর্জ্জনশাল কোটার রাজ গদিতে আরোহণ করেন। তৈমুরের শেষ যোগ্য বংশধর দিল্লীশ্বর মহম্মদ শাহকর্ত্তৃক তিনি সম্রাট সভায় রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। সম্রাটের সম্মুখে রাজযোগ্য খিলাত লইবার সময় দুর্জ্জনশাল তাঁহার নিকট এই বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, যমুনার যে যে তটভাগে হিন্দু বাস করিবে, তথায় কেহই গোবধ করিতে পারিবে না। দয়ার্দ্রহৃদয় মহম্মদ শাহ কোটারাজের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে পারেন নাই। দুর্জ্জনশালের অভিষেকের সহিত হারাবতীরাজ্যে একটী ঘটনাপূর্ণ যুগের অবতারণা হয়। কেননা মহারাষ্ট্রীয় বীর বাজি রাও এই সময়েই স্বীয় বিজয়িনী মহারাষ্ট্রীয় সেনার সহিত সর্ব্বপ্রথম হিন্দুস্থান আক্রমণ করিলেন। তৎপ্রদেশে আপতিত হইবার পূর্ব্বে তিনি তারুজ নামক গিরিপথ দিয়া গমন করেন এবং যবনাধিকৃত নাহরগড় নগর আক্রমণ ও জয় করিয়া দুর্জ্জনশালের হস্তে তাহা অর্পণ করিয়া যান। ইহাতে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত সম্বৎ ১৭৯৫ (খৃঃ ১৭৩৯) অব্দে কোটার সর্ব্বপ্রথম সৌহার্দ্দ্য বন্ধন হয়। বর্ণিত আছে যে, কোটারাজ দুর্জ্জনশাল মহারাষ্ট্রীয় বীর বাজিরাওকে বারুদ ও গোলাগুলি সাহায্য করাতে প্রতিদানস্বরূপ নাহরগড় নগর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু এ বন্ধুত্ব-বন্ধন অল্পদিনের জন্য; স্বার্থপর মহারাষ্ট্রীয় স্বার্থপরতার অনুরোধে আর কোটার সহিত সুহৃদ সম্বন্ধ রাখেন নাই।

বুন্দিরাজ বুধসিংহের উপর অম্বরপতি জয়সিংহ ও তৎপুত্র ঈশ্বরসিংহ যে, কত অত্যাচার করিয়াছিলেন, ইতিপূর্ব্বে তাহা সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। দুর্ম্মতি ঈশ্বরসিংহ বুধসিংহকে দূরীকৃত এবং বুন্দি হস্তগত করিয়া কোটারাজ্য অধিকার করিবার চেষ্টা করেন এবং অভীষ্টসাধনের সহায়তা লাভের জন্য তিনজন প্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্রীয় সেনানী ও সুরজমল প্রমুখ জাটদিগকে ডাকিয়া আনেন। রাজপুত, জাট ও মহারাষ্ট্রীয়ের সেই সমবেত বিশাল বাহিনী কোত্রীক্ষেত্রে অল্প বাধা অতিক্রম করিয়া কোটা অবরোধ করিল। ক্রমাগত তিন মাস ধরিয়া নগর অবরুদ্ধ রহিল; অবরোধক সেনা জয়লাভের বিধিমত চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু তাহাদের কোন চেষ্টাই ফলবতী হইল না। অবশেষে তাহারা নগরের চতুঃপার্শ্বস্থ উদ্যানবৃক্ষরাজি নির্ম্মূল করিতে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইল। একদা জয় আপ্পা সিন্ধিয়া সসৈন্যে বন পরিষ্কার করিতেছেন, এমন সময়ে নগরপ্রাচীর হইতে একটী জলন্ত গোলক আসিয়া তাঁহার এক হস্তে প্রহৃত হইল; অমনি সেই ভুজ ছিন্ন হইয়া পড়িল। তখন তাহারা ভগ্নমনোরথ হইয়া নগর ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল।

হিম্মৎ সিংহ নামা জনৈক ঝালা রাজপুতের মন্ত্রণা ও সাহসের সাহায্যে দুর্জ্জনশাল যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছিলেন। এই হিম্মৎ সিংহ তাঁহার অধীনে ফৌজদার (দুর্গাধ্যক্ষ) পদে অধিরূঢ় ছিলেন। ইনিই মহারাষ্ট্রীয়দিগের সন্ধিবন্ধন করিয়া নাহরগড় নগর কোটারাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট করিতে সক্ষম হয়েন। প্রসিদ্ধ জালিম সিংহ এই সময়ে সম্বৎ ১৭৯৬ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। এই সুবিখ্যাত রাজপুত ভারতের মেকিয়াবেলি। ইহাঁর জীবনী লইয়াই কোটার ইতিবৃত্ত উজ্জ্বলিত।

দুর্বৃত্ত ঈশ্বর সিংহ কোটাজয়ে ব্যর্থমনোরথ হইলে সাহসিক দুর্জ্জনশাল বীরবালক উমেদকে বুন্দিরাজ্যে পুনঃস্থাপন করিবার নিমিত্ত সাহায্য প্রদান করেন। কিন্তু হলকার যদি আনুকূল্য দান না করিতেন, তাহা হইলে একমাত্র দুর্জ্জন শালের সেনা-বলের সাহায্যে উমেদ রাজ্যোদ্ধারে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না। এই বৎসরেই সম্বৎ ১৮০৫ (খৃঃ ১৭৪৯) অব্দে কোটার দুর্ভাগ্যের সূত্রপাত হয়; কেননা উক্ত বর্ষে কোটারাজ মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়েন।

দুর্জ্জনশাল কর্তৃক কোটারাজ্যের সীমা বর্দ্ধিত হইয়াছিল। খীচিদিগের হস্ত হইতে ফুল বুরোদী জয় করিয়া তিনি গুগোর দুর্গ অধিকার করিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু বলবাদরের প্রচণ্ড বল প্রতিরোধ করিতে না পারাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। খীচিবীর বলবাদর স্বীয় দুর্গ রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াই রামপুর, শিবপুর ও বুন্দির সর্দ্দারগণের সহিত চক্রান্ত করিয়া সদলে দুর্জ্জন শালের উপর আপতিত হয়েন। সেই সঙ্কটকালে হারবীর উমেদসিংহ যদি তাঁহাকে রক্ষা না করিতেন, তাহা হইলে কোটার পতাকা নিশ্চয়ই খীচিগণের হস্তগত হইত। উক্ত যুদ্ধ সম্বৎ ১৮১০ অব্দে সংঘটিত হয় এবং ইহারই তিন বৎসর পরে দুর্জ্জন শাল ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করেন।

দুর্জ্জন শাল একজন পরাক্রান্ত নৃপতি। তিনি রাজপুতের সমস্ত উচ্চগুণে বিভূষিত ছিলেন। দুর্জ্জন রাও মৃগয়া বড় ভাল বাসিতেন; এজন্য স্বীয় রাজ্যের প্রতি কোণেই এক একটী নিবিড় বন রক্ষা করিয়াছিলেন। সেই সমস্ত বনেই মৃগয়াসন নির্ম্মিত ছিল। এই বীরসুলভ কৌতুকে তিনি যুদ্ধের ন্যায় মহাধূমধামের সহিত প্রবৃত্ত হইতেন এবং প্রত্যেক মৃগয়া-যাত্রাতেই স্বীয় রমণীদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাইতেন। সেই বীরাঙ্গনাগণ বন্দুক ছুড়িতে শিখিয়াছিলেন। বনান্তরস্থ মৃগয়াবাটীকার উচ্চ কূটে আরোহণ করিয়া তাঁহারা ধাবমান পশুরাজের প্রতি অব্যর্থ সন্ধানে গুলি নিক্ষেপ করিতেন।

ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, কোটার অধিপতি ভীমসিংহ বুন্দির সমস্ত রাজনিদর্শন অপহরণ করিলে, তৎসমুদায়ের রক্ষার্থ সূর্য্যাস্তের পরই কোটার তোরণদ্বার রুদ্ধ হইত। স্বয়ং রাজা আসিয়া অনুরোধ করিলেও সে দ্বার সে রজনীতে আর উন্মুক্ত হইত না। ইহাতে যে সমস্ত হার নৃপতিকে সময়ে সময়ে দুর্গের বহির্দ্দেশে রাত্রি যাপন করিতে হইয়াছে, তন্মধ্যে একমাত্র মহারাও দুর্জ্জন শালের বৃত্তান্ত উল্লেখ করিলে যথেষ্ট হইবে। কথিত আছে, একদা কোন যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া রাজা দুর্জ্জন শাল কতিপয় সৈনিক

সমভিব্যাহারে রজনী দ্বিপ্রহরকালে কোটার তোরণদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দ্বারোন্মোচনের জন্য প্রহরীকে বার বার উচ্চৈস্বরে আহ্বান করিতে লাগিলেন। রাজার আদেশ অবশ্য পালনীয় হইলেও সেদিন তাহা পালিত হয় নাই। আদেশ নিষ্ফল দেখিয়া অবশেষে দুর্জ্জন শাল আপনাকে "রাজা" বলিয়া পরিচয় দিলেন। তাহাতে সেই সৈনিক হাসিয়া উঠিল এবং রাজার অনুনয় বিনয়ে বিরক্ত হইয়া "দূর হউক! রাজা রসাতলে যাউক" বলিয়া তৎপ্রতি স্বীয় বন্দুক উদ্যত করিল। অগত্যা রাজা দুর্জ্জন শাল তথা হইতে প্রস্থান করিতে বাধ্য হইলেন এবং নিকটস্থ একটী দেবমন্দিরে রজনী যাপন করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে তোরণদ্বার উন্মুক্ত হইলে প্রহরীগণ আপনাদের সহচরের নিকট গতরাত্রির বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া হাস্য করিতেছে, এমন সময়ে রাজা তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাহারা মনে করিয়াছিল যে কোন প্রবঞ্চক তাহাদিগকে প্রতারণা করিতে আসিয়াছিল; কিন্তু এক্ষণে প্রকৃত দুর্জ্জন শালকে সম্মুখে দেখিয়া সকলে বজ্রাহতপ্রায় হইল। তন্মধ্যে সেই প্রহরী নিজ তরবার ও ঢাল রাজার চরণে স্থাপন করিয়া অবনত মস্তকে তাঁহার আদেশের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু উদারহৃদয় নরপতি সস্নেহে হস্ত ধারণ পূর্ব্বক তাহাকে উত্তোলন করিয়া তাহার কর্ত্তব্য-জ্ঞানের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং স্বীয় গাত্রস্থ সজ্জা ও কতকগুলি স্বর্ণমুদ্রা তাহাকে অর্পণ করিলেন।

রাজা দুর্জ্জন শাল অপুত্রক হইয়া পরলোকগত হয়েন। তিনি মিবারেশ্বর রাণার একটী দুহিতাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। পুত্রলাভে বঞ্চিত হইয়া তিনি অনুদিন বিষম মনোবেদনায় যাপন করিতেন; পরিশেষে সম্পূর্ণ হতাশ হইয়া মৃত্যুর তিন বৎসর পূর্ব্বে একদা তিনি মহিষীকে বলিলেন "মহিষি! জ্যেষ্ঠের শোণিতে হস্ত কলুষিত করিয়া সিংহাসন অধিকার করিয়াছি বলিয়া বোধহয় জগদীশ্বর আমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন; সেই জন্যই তিনি আমাকে পুত্রধন প্রদান করিলেন না। যাহাহউক, আর সময় নাই, এই বেলা একটী উপযুক্ত উত্তরাধিকারী গ্রহণ কর।" এই সময়ে বিষণসিংহের পৌত্র অজিৎসিংহ অন্তার অধীশ্বর। কিন্তু তাঁহার বার্দ্ধক্য সন্নিহিত। অজিতের তিন পুত্র। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ চত্তরশাল রাজপুতের গুণগ্রামে বিভূষিত। এক্ষণে কোটাধীশ্বরী তাঁহাকেই দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করিলেন। অনন্তর "চত্তর শাল যথাবিধানে মিবারী মহিষীর ক্রোড়ে স্থাপিত হইলেন; পুরোহিত ও পৌরজনবর্গ আশীর্ব্বাদ করিলেন। তিনি পিতৃপুরুষগণের নামাবলি ও গোত্র শিক্ষা করিতে লাগিলেন; কেননা তখন তিনি ভীম সিংহোট রাজা দুর্জ্জন শালের পুত্র চত্তর শাল।" এইরূপে তিনি দুর্জ্জন শাল হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে দেব বাঙ্গ;— অবশেষে আজমিরের মাণিকরায়ের নাম ও গোত্রাদি পর্য্যন্ত অভ্যাস করিতে লাগিলেন।

চত্তরশাল কোটার ভাবী উত্তরাধিকারীরূপে পরিগণিত হইলেন। প্রজাগণ তাঁহাকে ভবিষ্যৎ অধিপতি বলিয়া স্থির করিল। কিন্তু মহারাও দুর্জ্জন শালের পরলোকগমনের পর তাঁহার শ্যালা ফৌজদার হিম্মৎসিংহ উত্তরাধিকারিত্ব বিধি পরিবর্ত্তিত করিলেন।

চন্তরশালের জন্মদাতা অজিৎসিংহ তখনও জীবিত ছিলেন। নীতির সম্মান রক্ষার জন্যই হউক, অথবা স্বার্থসাধনের অভিলাষেই হউক, হিমৎসিংহ চন্তরশালের অভিষেকে বাধা দিয়া বলিলেন "ইহা নিতান্ত স্বভাববিরুদ্ধ যে, পুত্র রাজা হইবে, আর পিতা তাহার আদেশ বহন করিবেন! অজিৎসিংহ জীবিত থাকিতে চন্তরশাল কখনই রাজা হইতে পারিবেন না।" তিনি অজিতের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। অজিতের বয়ঃক্রম অশীতি অতিক্রম করিয়াছে। সেই বৃদ্ধ বয়সে তিনি কালীসিন্দের তটস্থ শান্তিময় অস্তা দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া উদ্বেগময় রাজকার্য্যে হস্তার্পণ করিতে সম্মত হইলেন না; কিন্তু ফৌজদার ছাড়িবার লোক নহেন; সুতরাং অগত্যা বৃদ্ধ অজিৎ তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া থাকিতে পারিলেন না। অশীতিপর স্থবির অজিৎ কোটার সিংহাসনে স্থাপিত হইলেন; কিন্তু অভিষেকের সার্দ্ধদ্বিবৎসর পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। অজিতের তিন পুত্র,—চন্তরশাল, গোমানসিংহ, ও রাজসিংহ।

অতঃপর চন্তরশাল হারকুলের মহারাও বলিয়া ঘোষিত হইলেন। তাঁহার অভিষেকের পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ ঝালা হিমৎসিংহ দেহত্যাগ করাতে ফৌজদারের পদ তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র জালিমসিংহের হস্তে সমর্পিত হইল।

এই সময়ে মধুসিংহ অম্বরের সিংহাসনে সমারূঢ়। কাপুরুষ ঈশ্বরসিংহের আত্মহত্যায় তিনি কুশাবহকুলের শাসনদণ্ড প্রাপ্ত হয়েন। দুর্নীতি ও পাশবী স্বার্থপরতার পরিতৃপ্তি বিধানের জন্য কোটা অধিকার করিতে গিয়া ঈশ্বর সিংহ যে কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন, তাহা জানিয়া শুনিয়াও মধুসিংহের জ্ঞান চক্ষুঃ উন্মীলিত হইল না! তিনি ধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত করিয়া কোটার বিরুদ্ধে অসি উদ্যত করিলেন। মোগলসাম্রাজ্যের গৌরবকালে বুন্দি ও কোটার অধিপতিগণ অম্বরের অধিপতিগণের অধীনে যুদ্ধক্ষেত্রে রাজাজ্ঞা বহন করিতেন। মধুসিংহ হারকুলের উপর কুশাবহ নরপতিগণের সেই কর্ত্তৃত্ব নিজ স্বার্থসাধনের প্রধান উপায় স্বরূপ গ্রহণ করিয়া আজি চন্তরশালের উপর তাহা স্থাপন করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু মোগলকুলের সে জলন্ত প্রভাব নাই, কুশাবহকুলে সে প্রবল প্রতাপান্বিত জয়সিংহও নাই; তবে কেন হারনৃপতিগণ আজি তাঁহার অযোগ্য বংশধরদিগের নিকট অধীনতা স্বীকার করিবেন?

সম্বৎ ১৮১৭ (খৃঃ ১৭৬১) অব্দে অম্বররাজ মধুসিংহ হারদিগের উপর স্বীয় আধিপত্য পরিস্থাপনের জন্য কুশাবহকুলের সৈন্যসামন্তদিগকে একত্রিত করিলেন। আহ্মদশাহ আবদালির প্রচণ্ড আক্রমণে দুর্দ্ধর্ষ মহারাষ্ট্রীয়দিগের বিষদন্ত ভগ্ন হইয়াছে, এক্ষণে রাজপুতগণ স্বাধীন; এক্ষণে তাঁহাদিগকে প্রতিপদে মহারাষ্ট্রের অনুমতি গ্রহণ করিতে হয় না।

মধুসিংহ সদলে হারাবতীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে উমিয়ারা নামক নগর তাঁহার কোপানলে পতিত হইল। সেই নগর জয় করিয়া তিনি অম্বরের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া লইলেন এবং দাক্ষিণীদিগের অধিকৃত লাখেড়ী নগরে আপতিত হইলেন। হতবল মহারাষ্ট্রীয়গণ মধুসিংহের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া

নগর পরিত্যাগ করিলে তাহা বিজয়ী অম্বররাজের হস্তগত হইল। এইরূপে নূতন নূতন জয়লাভে উৎসাহিত হইয়া মধুসিংহ পার ও চম্বলের সঙ্গমস্থল পাল্লিঘাটে নদী পার হইলেন এবং ভীষণ বিক্রমের সহিত সুলতানপুর আক্রমণ করিলেন। পাল্লিঘাট রক্ষার ভার সুলতানপুর সর্দ্দারের হস্তে অর্পিত ছিল। কিন্তু তিনি অসতর্ক থাকাতে অম্বরসেনার আগমন জানিতে পারেন নাই; এক্ষণে শিয়রে শত্রু দেখিয়া সদলে দুর্গের বহির্ভাগে তাহাদের সম্মুখীন হইলেন। উভয়দলে অনেকক্ষণ ধরিয়া যুদ্ধ হইলে হারসর্দ্দার রণস্থলে প্রাণত্যাগ করিলেন। শত্রুর শাণিত তরবারাঘাতে তিনি প্রসারিতহস্তে ভূমিতলে পতিত হয়েন; ইহাতে কেহ কেহ হাস্য করিল; কিন্তু যাহারা হারদিগকে জানিত, তাহারা সবিস্ময়ে ভাবিল "হারবীর প্রাণত্যাগ করিয়াও মাতৃভূমিকে ত্যাগ করিবে না!"

এই অভিনব জয়লাভে দ্বিগুণতর উৎসাহিত হইয়া অম্বরসেনা কোটার বক্ষস্থল ক্ষতবিক্ষত করিতে করিতে বাতোয়ারো নামক স্থলে উপস্থিত হইল। মধুসিংহ মনে করিয়াছিলেন যে, কোন হারবীরই তাঁহার বিজয়িনী সেনার সম্মুখীন হইবে না; কিন্তু তাঁহার সে ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বলিয়া অচিরে প্রতিপন্ন হইল। বাতোয়ারোক্ষেত্রে উপনীত হইয়াই তিনি দেখিলেন "এক বাপ্‌কা বেটান্‌" পঞ্চসহস্র হার ব্যূহবদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছে। অম্বরসেনা সংখ্যায় অনেক বেশী; কিন্তু হারগণ আজি শত্রুর আক্রমণ হইতে স্বদেশরক্ষার্থ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া রণস্থলে অবতীর্ণ হইয়াছে। আজি ইহাদের অনন্ত বীর্য্য কে রোধ করিতে পারিবে? দেখিতে দেখিতে হার ও কচ্ছাবহে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল; ক্রমে তাহা ভীষণতর হইয়া উঠিল! অম্বররাজের তুরঙ্গসেনা প্রচণ্ড নির্ঘোষে পঞ্চসহস্র হারসেনার উপর আপতিত হইল। হারবাহিনী ধীর ও গম্ভীরভাবে তাহাদের অস্ত্রক্ষেপ গ্রহণ করিল; সে ভয়াবহ শস্ত্রবর্ষণে একটী মাত্র হারবীরের চরণ টলিল না। বারবার জয়লাভে গর্ব্বিত হইয়া অম্বরসেনা মনে করিয়াছিল যে, হারগণ তাহাদের বিক্রম রোধ করিতে পারিবে না; কিন্তু আজি দেখিল যে সেই বিরাট কুশাবহ অনীকিনীর আক্রমণে পঞ্চসহস্র হারবীর অটল ও অকম্পিত পদে দণ্ডায়মান রহিল। এদিকে তাহাদের অস্ত্র প্রহারে শত শত কুশাবহ তুরঙ্গ পতিত হইতে লাগিল। ক্রমে পদাতিসেনা অশ্বারোহীর সহিত মিলিত হইল; ক্রমে যুদ্ধ ঘোরতর হইয়া উঠিল! উভয়পক্ষে বিপুল শোণিতপাত হইতে লাগিল। অম্বরের বিশাল বাহিনীর প্রচণ্ড বিক্রমে হারসেনা ক্রমে টলিতে আরম্ভ করিল;—এমন সময় জালিমসিংহ স্বীয় তুরঙ্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া আপনার অধীনস্থ সৈন্যদিগকে প্রচণ্ড উৎসাহরবে উৎসাহিত করিলেন। তাঁহার বীরোদাহরণে অনুপ্রাণিত হইয়া হারসেনা প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। তাহাদের কতিপয় সৈনিকের রণকৌশল সম্মুখে অম্বরের বিরাট বাহিনী রণস্থল ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল।

মাচারি, ঈশ্বরদেব, বাউকো, বারোল, আচরোল, প্রভৃতি স্থলের সর্দ্দারগণ সেই পঞ্চসহস্র হারসৈনিকের সম্মুখে ছত্রভঙ্গে ইতস্ততঃ পলায়ন করিল। অনেক কচ্ছাবহ বন্দীরূপে কোটানগরে আনীত হইল। অম্বরের পঞ্চরঙ্গিনী পতাকা হারবীর চত্তরশালের

হস্তগত হইল। এই বাতোয়ারো ক্ষেত্রে রাজস্থানের ভাবী নেষ্টরের যে গৌরবের সূত্রপাত হয়, কালে তাহা জলন্ত তেজে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। হারাবতীর ভট্টকবি এই বাতোয়ারো যুদ্ধে জালিমের যশোগান কীর্ত্তন করিয়াছেন ;—

"জঙ্গ বাতোয়ারো জিতা
"তারা জালিম ঝালো
"রঙ্গ এক রঙ চারা
"রঙ পঞ্চ রঙ কা।"

বাতোয়ারোর রণস্থলে ঝালা জালিমের তারাই জয়ী হইল। সেই রঙ্গভূমে একমাত্র রঙে অম্বরের পতাকার পঞ্চরঙ আচ্ছন্ন হইল,—অর্থাৎ তাহা শোণিতাক্ত হইল।

সেইদিন সেই বাতয়ারো ক্ষেত্রে কোটার হারসেনা কচ্ছাবহরাজের উপর জয়লাভ করিল, অম্বররাজের একটী অন্যায় দাবীর পথ রুদ্ধ হইল। ইতিপূর্ব্বে কুশাবহ নৃপতিগণ মোগল সম্রাটের প্রতিনিধি বলিয়া যে হারাবতীর উপর আপনাদের প্রভুত্ব স্থাপন করিতে ব্যস্ত হইতেন, সেইদিন তাহা রহিত হইল। সেইদিন হইতে প্রতিবৎসর নরাত্রি-উৎসবকালে হারগণ একটী কল্পিত অম্বরদুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া মহোল্লাস সহকারে তাহা ভগ্ন করিয়া থাকে।

এই মহান্ জয়লাভের পর মহারাও চত্তরশালকে অধিক দিন রাজ্য করিতে হয় নাই। কেননা ইহার অল্পদিন পরে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি অপুত্রক হইয়া মানবলীলা সম্বরণ করাতে কোটার সিংহাসনে তদীয় ভ্রাতা গোমানসিংহ স্থাপিত হইলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মহারাও গোমান সিংহ ;—জালিম সিংহ—তাঁহার জন্ম, কুলাখ্যান এবং উন্নতির বিবরণ ;—তাঁহার পদচ্যুতি ;—কোটারাজ্য ত্যাগ করিয়া তাঁহার মিবারে গমন ;—রাণার অধীনে পদগ্রহণ ;—মহারাষ্ট্রীয়দিগের বিরুদ্ধে জালিমের অস্ত্রধারণ ;—আহত হইয়া শত্রুহস্তে পতন ;—কোটায় প্রত্যাগমন ;—মহারাষ্ট্রীয় আক্রমণ ;—বুকৈনীবিপ্লব ;—বুকৈনী-রক্ষার্থ একটী সামন্ত সমিতির অদ্ভুত বীরত্ব ও আত্মোৎসর্গ ;—সুকিতের সেনাসংহার ;—জালিমসিংহকে নিয়োগ ;—তাঁহার সফল সন্ধিস্থাপন ;—পূর্ব্বক্ষমতা পুনঃপ্রাপ্তি ;—রাও গোমান কর্ত্তৃক রাজপুত্র উমেদের রক্ষক পদে জালিমকে স্থাপন ;—টীকাড়োর ;—কৈলবারা জয় ;—রক্ষকের সঙ্কট ;—তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ;—চক্রীদিগের নিধন ;—হারসর্দ্দারগণের নির্ব্বাসন ;—মোশাঁই সর্দ্দারের ষড়যন্ত্র ;—মোশাঁই সর্দ্দারের পরাজয় এবং একটী মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ ;—তাহার প্রাণসংহার ;—চক্রে মহারাওর ভ্রাতৃগণের সংস্রব ;—তাঁহাদের কারারোধ ও মৃত্যু ;—রাজপ্রতিনিধির জীবনের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র;—স্ত্রীলোকের ষড়যন্ত্র ;—জালিম সিংহের সতর্কতা।

সম্বৎ ১৮২২ (খৃঃ ১৭৬৬) অব্দে গোমান সিংহ পিতৃপুরুষগণের রাজগদিতে আরোহণ করিলেন। সে সময়ে তাঁহার পূর্ণযৌবন ; উৎসাহ, সাহস ও জ্ঞানের আলোকে তাঁহার

উন্নত হৃদয় আলোকিত। রাজনীতি শাস্ত্রেও তাঁহার বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা ছিল। সেই গভীর রাজনৈতিক জ্ঞানের সাহায্যে তিনি স্বীয় রাজ্য সুচারুরূপে শাসন করিতে সক্ষম হইতেন। সেই সময়ে দক্ষিণপ্রদেশ হইতে যে কাল জলদজাল উত্থিত হইয়া ধীরে ধীরে রাজপুতানার দিকে অগ্রসর হইতেছিল, গোমানসিংহ তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন। প্রয়োজন হইলে তিনি তাহা নিরস্ত করিতে পারিতেন। কিন্তু বিধাতা তাঁহাকে অধিক দিন রাজ্য শাসন করিতে দিলেন না; অল্পদিনের মধ্যেই কঠোর যমদণ্ড তাঁহার সম্মুখে উদ্যত হইল; মহারাও গোমান সিংহ স্বীয় শিশু তনয়ের হস্তে কোটার শাসনদণ্ড অর্পণ করিয়া শমনের কঠোর অনুশাসন পালনে তৎপর হইলেন। কিন্তু সেই শোচনীয় ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে কোটার সর্ব্বেসর্ব্বা জালিমসিংহের জীবনী আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এই জালিম সিংহের জীবনীই কোটার ভবিষ্য ইতিহাস; কোটাত সামান্য কথা—বিশাল রাজস্থানে এমন কোন রাজ্যই নাই, যাহার ইতিবৃত্তের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় এই সময়ে জালিমের অনুপম চরিত্রের একটী না একটী বিবরণ পাওয়া যায়। অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া রাজপুতানার বিস্তৃত রঙ্গভূমে তিনি যে সকল বিস্ময়কর অলৌকিক ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহার বিবরণ পাঠ করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। বাস্তবিক তাঁহার প্রতিভা অমানুষী। সামান্য রাজবারা সেই প্রতিভার উপযুক্ত লীলাভূমি নহে; সুবিধা পাইলে তাহা দূর দূরান্তরে বিস্তৃত হইয়া কত জাতির অদৃষ্টচক্র পরিচালন করিতে পারিত।

জালিম সিংহ ঝালা গোত্রীয় রাজপুত। সম্বৎ ১৭৯৬ (খৃঃ ১৭৪০) অব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। এই বৎসর ভারতের ইতিহাসে একটী নূতন যুগের অবতারণা দেখিতে পাওয়া যায়। দুর্দ্ধর্ষ নাদির শা এই সময়ে স্বীয় বিজয়িনী সেনা লইয়া ভারতক্ষেত্রে আপতিত হয়েন এবং তৈমুরের বংশতরুমূলে প্রচণ্ড কুঠারাঘাত করিয়া মোগলশাসনের পরিসমাপ্তি করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু হিন্দুশত্রু নিষ্ঠুর আরঙ্গজীবের দুর্নীতি ক্রমে যদি মোগলকুলের মূলদেশ ছিন্ন না হইত, তাহা হইলে নাদিরের চেষ্টা তত শীঘ্র সফল হইত না। মহম্মদ শা এই সময়ে দিল্লির সিংহাসনে স্থাপিত এবং দুর্জ্জনদলন প্রবল প্রতাপান্বিত দুর্জ্জনশাল কোটার রাজাসনে আসীন।

সৌরাষ্ট্রের অন্তর্গত ঝালাবার নামক জনপদে হলবুদ নামে একটী নগর আছে। জালিম সিংহের পিতৃপুরুষগণ এই হলবুদে বাস করিতেন; ইহা তাঁহাদের ভূমিবৃত্তি স্বরূপ ছিল। ভারতের সার্ব্বভৌম আধিপত্য লইয়া যৎকালে আরঙ্গজীবের পুত্রগণের মধ্যে বিষম গণ্ডগোল উপস্থিত হয়, হলবুদের তদানীন্তন সর্দ্দারের কনিষ্ঠ পুত্র ভাও সিংহ সেই সময়ে কতিপয় অনুচর সমভিব্যাহারে একটী সেনাদলে নিবিষ্ট হয়েন। তাঁহার পুত্র মধুসিংহ কোটায় আসিয়া মহারাও ভীমের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। মধুসিংহের সহিত তৎকালে পঞ্চবিংশতি মাত্র অশ্বারোহী ছিল। তথাপি ভীম সিংহ তাঁহার দীনদশায় ঘৃণা না করিয়া তদীয় ভগিনীর সহিত স্বীয় পুত্র অর্জ্জুনের বিবাহ দিলেন। এই সম্বন্ধবন্ধনের অল্পদিন পরেই কোটারাজ নন্দতা নামক বিষয়টী মধুসিংহের হস্তে সমর্পণ

করিয়া তাঁহাকে ফৌজদারের পদে স্থাপন করিলেন। রাজকীয় সেনার অধিনায়কত্ব ব্যতীত দুর্গ ও রাজপ্রাসাদের রক্ষণভার তৎকালে ফৌজদারের হস্তে অর্পিত ছিল। মধুসিংহ এই সমস্ত কার্য্য করিতে লাগিলেন। এই সম্বন্ধবন্ধন হইতে রাজসরকারে মধুসিংহের একটু প্রভুত্ব বাড়িল। রাজকুমারগণ তাঁহাকে "মামা" বলিয়া ডাকিতে লাগিল। এই মামা উপাধি একপ্রকার কৌলিক হইয়া পড়িল। আজিও মধুসিংহের উত্তরাধিকারিগণ "মামা সাহেব" নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। মধুসিংহের পুত্র মদনসিংহ পিতার পরলোকগমনে ফৌজদারপদ প্রাপ্ত হইলেন। মদন সিংহের দুইটী তনয়,—হিমৎ সিংহ ও পৃথ্বীসিংহ। জালিম সিংহ এই মদনের কনিষ্ঠ পুত্র পৃথ্বীসিংহের দ্বিতীয় তনয়। জালিমের জ্যেষ্ঠের নাম শিব সিংহ। শিব সিংহ তাঁহা অপেক্ষা এক বৎসর জ্যেষ্ঠ *।

ফৌজদারের পদ ক্রমে মধুসিংহের বংশধরগণের কৌলিক হইয়া দাড়াইল। মদন সিংহের মৃত্যুর পর হিমৎসিংহ তৎপদে আরূঢ় হইলেন। হিমৎ সিংহ যে, বিশেষ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহা ইতিপূর্ব্বে দুর্জ্জনশালের উত্তরাধিকারী নিরূপণের বৃত্তান্ত স্পষ্ট পরিচয় দিয়াছে। হিমৎ অপুত্রক হইয়া পরলোকগত হওয়াতে তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র জালিম সিংহ ফৌজদার-পদ প্রাপ্ত হইলেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম একবিংশতি বৎসর মাত্র। এই অল্পবয়সে বাতোয়ারাক্ষেত্রে তিনি যে অদ্ভুত বীরত্ব ও রণকৌশল প্রকাশ করেন, ইতিপূর্ব্বে তাহার বিবরণ প্রকটিত হইয়াছে। ধরিতে গেলে, তিনিই কোটা রাজ্যকে জয়পুরের করাল গ্রাস হইতে উদ্ধার করেন।

সুচতুর তরুণ ফৌজদার ক্রমে ক্রমে সকলের অনুরাগভাজন হইয়া উঠিলেন। নাগরিক ও জানপদবর্গ সকলেই সর্ব্বক্ষণ তাঁহার যশোঘোষণা করিতে লাগিল। এমন কি অন্তঃপুরচারিণী রমণীগণও তৎপ্রতি বিশেষ অনুরক্ত হইল। ইহাতে মহারাও গোমান সিংহের বিদ্বেষানল জ্বলিয়া উঠিল। জালিমের সুখ্যাতি তাঁহার হৃদয়ে সহ্য হইল না। তিনি তাঁহাকে প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন, অবশেষে তাঁহাকে ফৌজদারী হইতে বিচ্যুত করিয়া নন্দতা কাড়িয়া লইলেন এবং পদ ও ভূমিবৃত্তি

---

* এস্থলে ঝালা বংশপত্রিকার এক অংশ সন্নিবেশিত হইল।

ভাওসিংহ, পঞ্চবিংশতি অশ্বারোহী লইয়া হলবুদ ছাড়িয়া আসেন।
|
মধুসিংহ
|
মদনসিংহ
|— হিমৎসিংহ
|— পৃথ্বীসিংহ
  |— শিবসিংহ, জন্ম, ১৭৯৫ সম্বৎ
  |— জালিমসিংহ, জন্ম ১৭৯৬ সম্বৎ
    |
    মধুসিংহ
    |
    বাপ্পালাল
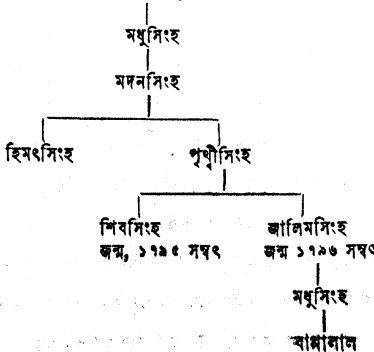
উভয়ই রাজপুত্রের মাতুল বাঙ্করোটসর্দ্দার ভূপতসিংহের হস্তে অর্পণ করিলেন। দুঃখে অভিমানে দারুণ মর্ম্মাহত হইয়া পদচ্যুত ঝালাফৌজদার কোটা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণ করিতে মনস্থ করিলেন এবং একবার রাজস্থানের অবস্থা ভাবিয়া দেখিয়া স্বীয় গন্তব্য পথ স্থির করিয়া লইলেন। তিনি দেখিলেন যে, অম্বরের দ্বার তাঁহার বিরুদ্ধে রুদ্ধ; মারবার তাঁহার পক্ষে দগ্ধ মরুশ্মশানবৎ, তাহাতে তিনি স্বার্থসিদ্ধির কোন সুবিধাই পাইবেন না;—সম্মুখে রাজস্থানের নন্দনকানন সদৃশ মিবারভূমি বরদারূপে তাঁহার সম্মুখে বিরাজিত। জালিম মিবারের তদানীন্তন অধীশ্বর রাণা অরিসিংহের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। অভীষ্টসিদ্ধির বিলক্ষণ সুযোগও তৎকালে ছিল। দৈলবারার ঝালা সর্দ্দার রাণার প্রধান মন্ত্রদাতা। জালিম তাঁহারই সহিত সাক্ষাৎ করিয়া স্বীয় মনোভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন। অভীষ্ট সিদ্ধ হইল। দৈলবারা সর্দ্দারের অসীম ক্ষমতা; তখন তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিতেন; কেহই তাঁহার অনুষ্ঠানের প্রতিবাদ করিতে সাহস করিত না। তিনি ইচ্ছামত স্বীয় প্রিয়পাত্রদিগকে ধনরত্ন ও ভূমিসম্পত্তি দান করিতেন এবং বিরোধীদিগের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া নিজ বিষয় বিভবের পুষ্টিসাধন করিতেন। রাণা তাঁহার হস্তে ক্রীড়াপুত্তলি স্বরূপ ছিলেন। নিজ দুরবস্থা জানিয়া শুনিয়াও তিনি এতদিন তাহার প্রতিবিধান করিতে পারেন নাই। জালিমসিংহের যশোবিভা মিবার পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল; সুতরাং তিনি পদপ্রার্থী হইয়া দৈলবারা সর্দ্দারের নিকট উপস্থিত হইবা মাত্র সসম্মানে গৃহীত হইলেন। রাণা অরিসিংহ জালিমের গুণের বিষয় শ্রবণ করিয়া তৎপ্রতি পরম সন্তুষ্ট হইলেন এবং দৈলবারা সর্দ্দারের স্বেচ্ছাচারিতা ও নিজ অকর্ম্মণ্যতার বিষয় জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন "আপনি যদি আমাকে এই দুর্দ্ধর্ষ সর্দ্দারের গ্রাস হইতে উদ্ধার করিতে পারেন, তাহা হইলে বড় উপকৃত হই।" চতুর জালিম তাহাতে সম্মত হইলেন এবং প্রকাশ্যে সূর্য্যালোকে সেই দৈলবারা সর্দ্দারকে সংহার করিয়া রাণার অধীনতা দূর করিলেন। রাণা পরম সন্তুষ্ট হইয়া জালিমকে "রাজরত্ন" উপাধি ও চিতরখেরা নগর ভূমিবৃত্তিস্বরূপ প্রদান করিলেন। জালিম এইরূপে মিবারের দ্বিতীয় শ্রেণীর সর্দ্দাররূপে গণিত হইলেন। কিন্তু অপনৃপতি তখনও নিরস্ত হয়েন নাই। অভীষ্টসিদ্ধির উপায়ান্তর না দেখিয়া "ফিতুরী" অবশেষে মহারাষ্ট্রীয়দিগের শরণ লইলেন। মহারাষ্ট্রীয় সেনার সিংহনাদ অচিরে মিবারের দ্বারদেশে শ্রুত হইল। কিন্তু অরিসিংহ কিছু মাত্র ভীত না হইয়া জালিমের সৎপরামর্শক্রমে একটী সেনাদল সজ্জিত করিলেন। অতঃপর উভয় দলে যে ভয়ানক যুদ্ধ বাধিল মিবারের ইতিবৃত্তে তাহার বিবরণ সন্নিবেশিত হইয়াছে; রাণা পরাস্ত হইলেন। মিবারের গৌরব স্বরূপ অনেক প্রধান প্রধান সর্দ্দার রণস্থলে প্রাণ ত্যাগ করিলেন, জালিমসিংহ আহত হইয়া শত্রুহস্তে বন্দী হইলেন *।

আহত জালিম সেই রণস্থলে পতিত থাকিলে ত্র্যম্বকজি নামা জনৈক মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি তাঁহাকে বন্দী করেন। ত্র্যম্বক জি প্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্রীয় বীর অম্বজি ইঙ্গলিয়ার

---

* এই যুদ্ধ ও অপনৃপতির বিবরণ রাজস্থান, ১ম খণ্ড, ৪৬৬-৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পিতা। ঝালা সর্দ্দারের প্রতি দয়ার্দ্র হইয়া ত্র্যম্বকজি তাঁহাকে সযত্নে রণস্থল হইতে স্বীয় শিবিরে লইয়া গেলেন; তথায় তাঁহার ক্ষতস্থল সমূহে প্রলেপ দিয়া অল্পকালের মধ্যে তাঁহাকে সুস্থ করিয়া তুলিলেন। এদিকে উদয়পুর রক্ষা করিতে না পারিয়া রাণা মহারাষ্ট্রীয়দিগের নিকট দাসখত লিখিয়া দিলেন। ত্র্যম্বকজি অতি সদাশয় ব্যক্তি। তিনি একদিনের জন্য জালিমের প্রতি বন্দীর ন্যায় ব্যবহার করেন নাই; এক্ষণে তাঁহাকে সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবলকায় দেখিয়া গন্তব্য পথ আশ্রয় করিতে উপদেশ দিলেন। মিবারে আর উপকার লাভের আশা নাই দেখিয়া নীতিবিশারদ জালিম পণ্ডিত লালাজি বল্লালের সহিত কোটা রাজ্যের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

রাজা গোমান সিংহ স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বীকে ক্ষমা করেন নাই বটে; কিন্তু আজিও সেই তরুণ ঝালাবীরের অসীম গুণ ভুলিতে পারেন নাই। এক্ষণে তাঁহাকে পুনর্ব্বার শরণাগত দেখিয়া তিনি তৎপ্রতি অনুগ্রহ করিতে বিমুখ হইলেন। কিন্তু চতুর জালিম সিংহ কিছুতেই হতোদ্যম হইবেন না; স্বীয় অনুপমেয় দূরদর্শনের সাহায্যে কোটার ভবিষ্য ভাগ্য-লিপি পাঠ করিয়া তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, এই ক্ষুদ্র রাজ্যেই আপনার সৌভাগ্যের পথ পরিষ্কার করিবেন; সে প্রতিজ্ঞা প্রাণপণে পালন করিবেন। সুতরাং রাজার অসম্মতিতে নিরুৎসাহ না হইয়া তিনি উপযুক্ত সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

রাজস্থানের সর্ব্বনাশসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া মহারাষ্ট্রীয়গণ কোটার দক্ষিণ প্রান্তসীমায় উপস্থিত হইয়াছে। তথায় বুকৈনী দুর্গ তাহাদের বিদ্বেষনয়নে পড়িয়াছে। সামন্ত গোত্রের ধুরন্ধর বীর মধুসিংহ চারিশত সামন্ত সেনার সহিত শত্রুর আক্রমণ হইতে দুর্গরক্ষায় প্রাণপণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। দুর্গের প্রাচীর লঙ্ঘনে শত্রুগণ বারবার কঠোর উদ্যম করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিল না; অবশেষে তাহারা একটী প্রকাণ্ড মাতঙ্গের সাহায্যে দুর্গদ্বার ভগ্ন করিতে মনস্থ করিয়া সেই মদমত্ত গজেন্দ্রকে তদভিমুখে চালিত করিল। স্বীয় বিকট শুণ্ড কুণ্ডলিত এবং বিরাট মস্তক উদ্যত করিয়া সেই উন্মত্ত বারণ দুর্গের রুদ্ধদ্বারাভিমুখে ধাবিত হইল। প্রাকারশিরে দণ্ডায়মান হইয়া সামন্ত বীর মধুসিংহ তাহা দেখিতেছিলেন। তিনি দেখিলেন যে, দ্বার এইবার ভগ্ন হইবে; তবে এক্ষণে রক্ষা করিবার উপায় কি? সেই মুহূর্ত্তে তাড়িতবেগে এক বিকট চিন্তা তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইল; অমনি সেই দুঃসাহসিক হারবীর অসিহস্তে সেই অত্যুচ্চ দুর্গপ্রাচীর হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক গজেন্দ্রের পৃষ্ঠোপরি পতিত হইলেন এবং একটীমাত্র আঘাতে মাহুতকে নিপাত করিয়া বারম্বার অসিপ্রহারে সেই প্রকাণ্ড হস্তীকে সংহার করিলেন। সেই বিশাল শত্রুবাহিনী মধ্যে তিনি যে একাকী আত্ম জীবন রক্ষা করিতে পারিবেন, সে আশা তাঁহার ছিল না। তিনি জানিয়া শুনিয়াই সেই কঠোর দুঃসাহসিক ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। মধুসিংহের অতুল বিক্রম দেখিয়া দুর্দ্ধর্ষ মহারাষ্ট্রীয়গণ মুহূর্ত্তের জন্য স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পরক্ষণেই প্রচণ্ড প্রতিশোধপিপাসায় উন্মত্ত হইয়া সকলে সেই নিঃসহায় রাজপুতবীরের উপর আপতিত হইল। তিনি প্রাণপণে অসিচালনা করিতে লাগিলেন; কিন্তু একাকী সহস্র সহস্র

মহারাষ্ট্রীয়ের গতি কি প্রকারে প্রতিরোধ করিবেন? চারিদিক হইতে এককালে অসংখ্য আঘাত পাইয়া তিনি অবশেষে শক্র সেনা মধ্যে প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার সেই অদ্ভুত বীরোদাহরণে অনুপ্রাণিত হইয়া তদীয় সৈন্যগণ এরূপ রণোন্মত্ত হইয়া উঠিল যে, সকলে দুর্গদ্বার উন্মোচন পূর্ব্বক অসিহস্তে অরাতি সেনাসাগরে ঝম্প প্রদান করিল! সেই চতুঃশত রাজপুত বীরের মধ্যে যতক্ষণ একজন মাত্র জীবিত রহিল, ততক্ষণ শত্রুগণ বুকৈনী দুর্গে প্রবেশ করিতে পারিল না।

সেইদিন সেই বুকৈনী দুর্গের সম্মুখে চারিশত হারবীরের শোণিতে মহারাষ্ট্রীয়ের ত্রয়োদশ শত সাহসিকতম বীরের শোণিত মিশ্রিত হইল। এই বিষম ক্ষতি স্বীকার করিয়াও মহারাষ্ট্রীয়গণ নিরুৎসাহ হইল না। বুকৈনী লুণ্ঠন করিয়া তাহারা শুজিত দুর্গ অবরোধ করিল। কিন্তু তত্রত্য হারসেনা তাহাদিগের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে প্রবৃত্ত হইল না। কেননা ইতিপূর্ব্বে রাজা গোমান সিংহ তাহাদিগকে আদেশ করিয়া পাঠাইয়াছেন যে, কোটারক্ষার্থ তাহারা সকলে যেন শুকিত পরিত্যাগ করিয়া আইসে। তদনুসারে রজনীদ্বিপ্রহরকালে দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত হারসেনা একটী বিশাল নলবনের ভিতর দিয়া কোটার অভিমুখে যাত্রা করিল; কিন্তু দৈববশতই হউক, অথবা কোন বিশ্বাসঘাতকের প্রবঞ্চণাতেই হউক, সেই তৃণসমুদ্রে কেমন করিয়া অনলস্পর্শ হইল; অমনি ধূ ধূ করিয়া সমস্ত বন জ্বলিয়া উঠিল। অগ্নিরাশি বিকট আলোকে চারিদিক আলোকিত করিয়া তরঙ্গাকারে ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। তখন ভয়গ্রস্ত হারসৈন্যগণ পলায়নের অন্য পথ না দেখিয়া একবারে মহারাষ্ট্রীয় অনীকিনীর সম্মুখে আসিয়া পড়িল এবং অনেকে শক্র হস্তে প্রাণত্যাগ করিল। মলহর রাও হুলকার বুকৈনীযুদ্ধে বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া একটু নিরুৎসাহ হইয়াছিলেন; এক্ষণে এই অভিনব জয়লাভে দ্বিগুণ উৎসাহে প্রোৎসাহিত হইয়া উঠিলেন এবং স্বীয় বিজয়িনী সেনা লইয়া কোটার অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

গোমান সিংহ বিষম সঙ্কটে পড়িলেন। তিনি স্বীয় বলাবল পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, মহারাষ্ট্রীয়দিগের গতিরোধের কিছুমাত্র উপায় নাই। তখন রাওরাজা সন্ধিস্থাপনার্থ ব্যাকুল হইয়া বাক্সরোট ফৌজদারকে মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি সদনে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তিনি কিছুই করিতে না পারিয়া অবনত মস্তকে ফিরিয়া আসিলেন।

মহারাষ্ট্রীয়ের সহিত সন্ধি-বন্ধন হইল না;—বুঝি কোটার সর্ব্বনাশ হয়। কোটারাজ গোমানসিংহ বিষম চিন্তায় আকুল হইলেন। এই সময়ে তাঁহার সেই পদচ্যুত চতুর ফৌজদার জালিমকে মনে পড়িল; তিনি ভাবিলেন জালিম হইলে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন। সুখের বিষয় তাঁহাকে আর অধিক চিন্তা করিতে হইল না। সেই সময়ে জালিম সুযোগ বুঝিয়া রাও রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং বাতোয়ারোক্ষেত্রের জয়-লাভের কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহার প্রসাদ প্রার্থনা করিলেন। গোমানসিংহ তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া সন্ধিস্থাপনার্থে নিয়োগ করিলেন।

অতঃপর জালিম সন্ধিস্থাপনার্থে মহারাষ্ট্রীয় শিবিরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার প্রস্তাব সাদরে গৃহীত হইল। মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত সন্ধি স্থাপিত হইল; রাও গোমানসিংহের মনোরথ পূর্ণ হইল। তিনি সন্তুষ্ট হইয়া জালিমকে ফৌজদারীপদে পুনঃস্থাপন পূর্ব্বক তাঁহার ভূমিসম্পত্তি পুনরর্পণ করিলেন। ছয় লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হইয়া মহারাষ্ট্রীয় বীর হলকার সসৈন্যে কোটা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। ইহার অল্পকাল পরেই মহারাও গোমানসিংহ দারুণ রোগে আক্রান্ত হইলেন। রোগ দিন দিন কঠোরতর হইতে লাগিল;—ক্রমে তাঁহার স্বাস্থ্যলাভের সমস্ত আশা ফুরাইবার উপক্রম হইল। মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া কোটারাজার মনে কোটার সমস্ত চিত্র উদিত হইল। যে কোটাকে তিনি এইমাত্র মহারাষ্ট্রীয় দস্যুর করালগ্রাস হইতে উদ্ধার করিলেন, আজি তাহাকে কে রক্ষা করিবে? যিনি তাঁহার উত্তরাধিকারী, তিনিত শিশু;—তখন তাঁহার বয়ঃক্রম দশ বৎসর মাত্র। তিনি কি উৎপাতী বিপদ্ হইতে রাজ্য রক্ষা করিতে সক্ষম হইবেন? একে রোগের উৎকট যন্ত্রণা, তাহার উপর কঠোর চিন্তার তীব্র বিষদংশন। মহারাও গোমানসিংহ একেবারে অধীর হইলেন। সেই শোচনীয় অবস্থায় তিনি জালিমসিংহকে নিকটে আহ্বান করিয়া বলিলেন "ফৌজদার! এ সময় কে উপযুক্ত পাত্র আছে? তুমি কোটা রাজ্য দুইবার রক্ষা করিয়াছ, এক্ষণে তৃতীয় সঙ্কটে তাহাকে রক্ষা কর; আমার উমেদকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম। আজি হইতে তুমিই ইহার একমাত্র রক্ষক হইলে।" অতঃপর স্বীয় সর্দ্দারদিগের নিকট নিজ মনোভিলাষ ব্যক্ত করিয়া তিনি সকলের সম্মুখে যথাবিধানে শিশু উমেদসিংহকে জালিমসিংহের ক্রোড়ে স্থাপন করিলেন।

সম্বৎ ১৮২৭ (খৃঃ ১৭৭১) অব্দে শিশু উমেদসিংহ কোটার সিংহাসনে স্থাপিত হইলেন। তাঁহার অভিষেক দিবসে রাজপুতের সেই প্রাচীন বীর-প্রথা "টীকাডোর" উৎসব পুনরাচরিত হইল। চতুর রাজপ্রতিনিধি জালিম নরাবার-রাজকুলের অধিকার হইতে কৈলবারা জয় করিয়া নবীন ভূপতির আভিষেচনিক উপঢৌকন দিলেন। সেই দিনের বীরানুষ্ঠান দেখিয়া সকলের মনে দৃঢ় প্রতীতি হইল যে, রক্ষক ও রাজপ্রতিনিধি জালিমসিংহের তেজ ও বীর্য্য নির্ব্বাপিত থাকিবে না। পঞ্চাশৎ বর্ষব্যাপী সুখ দুঃখ ও সম্পদ বিপদের মধ্যে কোটাবাসিগণের এই প্রতীতি সার্থক হইয়াছে। যে সময়ে বিক্রমই স্বত্বের একমাত্র মীমাংসক; যে সময়ে সমস্ত ভারতভূমি অরাজকতা ও অত্যাচারের অন্ধকূপ হইয়া উঠিয়াছিল; দুর্ব্বলের উপর বলীর উৎপীড়নে এবং বিপ্লবের প্রচণ্ড তরঙ্গাভিঘাতে যে সময়ে সমগ্র দেশ আলোড়িত; দস্যুতা, নরহত্যা ও সর্ব্বোৎসাধনের পৈশাচী মূর্ত্তি যে সময়ে ভারতের গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে ভ্রাম্যমান; সেই সঙ্কটময় কুটিল আবর্ত্ত মধ্যে রাজনীতিজ্ঞ জালিমসিংহ স্বীয় হস্তস্থ তরণীকে সতর্কভাবে নিরাপদে চালিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার নিজের কত বিপদ হইয়াছে; কতবার প্রাণ হারাইবার উপক্রম হইয়াছে; কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাজপ্রতিনিধি মুহূর্ত্তের জন্য হতোদ্যম হয়েন নাই।

রাজপ্রতিনিধিপদে অভিষিক্ত হইয়াই জালিমসিংহকে অসীম চাতুর্য্য ও কূটবুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিতে হইল। তিনি রাজকুমারের রক্ষক ও প্রতিনিধি বটে; কিন্তু একমাত্র ফৌজদারী কার্য্য ব্যতীত দাওয়ানী কার্য্যে তাঁহার হস্তার্পণ করিবার ক্ষমতা নাই। রায় অখিরাম নামা জনৈক ব্যক্তি তৎকালে প্রধান মন্ত্রীপদে আসীন ছিলেন। তিনি মহারাও চত্তর শাল এবং তাঁহার উত্তরাধিকারীর রাজত্বকালে দাওয়ানী বিভাগের সমস্ত কার্য্য পরিচালন করিয়া আসিয়াছেন। অখিরামের বুদ্ধি অপ্রমেয়, নীতিজ্ঞান অসীম; সুতরাং তাঁহাকে পরাস্ত করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। কিন্তু জালিম সিংহের সৌভাগ্যবশতঃ অখিরাম কতকগুলি কুটমন্ত্রীর কুটিল চক্রে পতিত হইয়া প্রাণ হারাইলেন। সেই চক্রান্তের মধ্যে তরুণ রাজপ্রতিনিধি যে গূঢ় ভাবে লিপ্ত ছিলেন, তাহার বিবরণ পাওয়া যায়। দাওয়ানের মৃত্যুতে জালিম অনেক পরিমাণে নিষ্কণ্টক হইলেন এবং স্বেচ্ছামত ফৌজদারী ও দাওয়ানী উভয়বিধ কার্য্যই পরিচালন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি স্বয়ং নিরাপদ হইলেন না। অখিরামের মৃত্যুতে যেদিন জালিম উভয়বিধ কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন, সেইদিন তাঁহার বিরুদ্ধে একটী ভয়ানক ষড়যন্ত্র গোপনে গোপনে রচিত হইল। সেই চক্রান্তের মধ্যে স্বর্গীয় মহারাও গোমান্ সিংহের ভ্রাতা মহারাজ স্বরূপ সিংহ, হতভাগ্য বাঙ্করোট সর্দ্দার এবং রাজকুমারের ধাইভাই যশকর্ণ সংলিপ্ত ছিলেন। তাঁহারা এই বলিয়া আপত্তি উত্থাপন করিতে লাগিলেন যে, মহারাও গোমান সিংহ মৃত্যুকালে জালিমকে রাজপ্রতিনিধি পদে কখনও স্থাপন করেন নাই।

জালিমসিংহের সর্ব্বনাশসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া চক্রিগণ ভিতরে ভিতরে নানা কূট উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহাদের কোন উপায়ই সিদ্ধ হইল না। চতুর ফৌজদার তাঁহাদের গূঢ় দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া অচিরে তাহা ব্যর্থ করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার অদ্ভুত চাতুর্য্যজালে জড়িত হইয়া অবশেষে তাঁহার শত্রুগণই বিপদে পড়িল। ধাইভাই মহারাজাকে হত্যা করিয়া নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হইলেন এবং বাঙ্করোট সর্দ্দার প্রাণভয়ে স্থানান্তরে পলায়ন করিলেন। যেরূপ ক্ষিপ্রকারিতার সহিত এই বীভৎস কাণ্ডের অভিনয় হইল, তাহাতে সকলেই বিষম ভয়ে স্তম্ভিত হইয়া উঠিল। মহারাজ স্বরূপ সিংহ ও ধাইভাইয়ের মধ্যে এমন কোন বিবাদ ছিল না, যাহাতে এরূপ নৃশংস ব্যাপারের অনুষ্ঠান হইতে পারে; তথাপি চতুর জালিম সিংহ এরূপ সুকৌশলের সহিত যশকর্ণকে হস্তগত করিয়া তাঁহাকে মহারাজের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন যে, উচিতানুচিত বিচার না করিয়া, স্বীয় ভবিষ্যতের বিষয় মুহূর্ত্তের জন্য না ভাবিয়া ধাত্রীপুত্র প্রকাশ্য দিবাভাগে ব্রজবিলাস নামক রাজোদ্যানে স্বরূপ সিংহের উপর পতিত হইলেন এবং এক আঘাতে তাঁহার প্রাণ সংহার করিলেন। সকলে হাহাকার করিয়া উঠিল;—বিশেষতঃ জালিম তীব্রতম তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করিয়া তন্মুহূর্ত্তেই ঘাতুককে ধৃত ও কারারুদ্ধ করিলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই হারাবতী হইতে দূর করিয়া দিলেন। এই সকল ব্যাপার ভোজবাজির ন্যায় সকলের বোধ হইল এবং রাজকর্ম্মচারী মাত্রই সশঙ্কভাবে আত্মরক্ষার্থ ব্যাকুল হইতে লাগিল।

ধাইভাইকে নির্ব্বাসিত করিয়া জালিম চতুরতার পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন বটে ; কিন্তু তিনি জগতের চক্ষে ধূলি প্রদান করিতে পারিলেন না। তিনি আপনাকে নির্দ্দোষী মনে করুন বা নাই করুন, জগৎ তাঁহাকে মহারাজের হত্যার চক্রান্তে প্রধান নেতা বলিয়া স্থির করিল। হতভাগ্য যশকর্ণ জয়পুরে নির্ব্বাসিত হইয়া অতি দীন অবস্থায় কালাতিপাত করিতে লাগিল এবং মানবের স্বার্থপরতা ও বিশ্বাসঘাতকতার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে অল্পদিনের মধ্যে দেহত্যাগ করিল। নিতান্ত শোচনীয় অবস্থায় নির্ব্বাসিত করা অপেক্ষা জালিম তাহারও প্রাণ সংহার করিতে পারিতেন ; তাহা হইলে তাঁহার সেই নৃশংস অনুষ্ঠানের সাক্ষী জগতে আর কেহ থাকিত না ; কিন্তু তাহা করিলেন না। তিনি সুচতুর এবং কূটমন্ত্রণায় অতি পারদর্শী। ধাইভাইকে হত্যা করিলে তৎপ্রতি লোকের সন্দেহ আরও দৃঢ়ীভূত হইত। তিনি তাহাকে নির্ব্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। ধাইভাই লোকের নিকট তাঁহার দোষ ঘোষণা করিলেও সকলে সহসা তাহা বিশ্বাস করিবে না ; অনেকে মনে করিবে যে, "রাজপ্রতিনিধি দোষীকে দণ্ডিত করিয়াছেন বলিয়া সে তাঁহার নিন্দা করিতেছে।" যাহাহউক এস্থলে এই কূটিল নীতির অন্তর্নিহিত গূঢ় রহস্য উদ্ভেদের জন্য এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, জালিম সিংহ যথার্থই ধাইভাইকে সেই নৃশংস কাণ্ডের অভিনয়ে উত্তেজিত করিয়াছিলেন। একদা তিনি যশকর্ণকে নির্জ্জনে বলিলেন "মহারাজের গূঢ় অভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া কেন তাঁহার সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইতেছেন ? মহারাও এবং তাঁহার রক্ষকদিগকে হত্যা করিয়া তিনি স্বয়ং রাজা হইতে চেষ্টা করিতেছেন।" মহারাজার হৃদয়ে এরূপ গূঢ় পাপ প্রবৃত্তি নিহিত ছিল কি না, তাহা বুঝা দুষ্কর। কিন্তু চতুর জালিম সিংহ যাহা মনে করিলেন তাহাই সফল হইল।

এই বীভৎস ব্যাপারের অভিনয়ের পরেই জালিমের বিরুদ্ধাচারী অপর অপর ব্যক্তিগণ কোটা পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণ করিল। কেহ জয়পুরের, কেহবা যোধপুরের শরণাগত হইল এবং তত্রত্য অধিপতিকে নিজ নিজ মনোবেদনার কথা নিবেদন করিয়া জালিমের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করিল। কিন্তু দুর্দ্ধর্ষ মহারাষ্ট্রীয়দিগের অত্যাচারে তখন সকলেই আত্মরক্ষায় ব্যাকুল, কে তবে পরের জন্য বিপদ বৃদ্ধি করিতে অগ্রসর হইবে ? সুতরাং জালিম যাহা ভাবিয়াছিলেন, অবশেষে তাহাই ঘটিল। তিনি ইতিপূর্ব্বে জয়পুর ও যোধপুরের নৃপতিদিগের নিকট সমাচার পাঠাইয়াছিলেন যে, কতকগুলি রাজবিদ্রোহী তাঁহাদিগের রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া তাঁহারা শরণাগত হারদিগের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবার বিশেষ সুবিধা পাইলেন। এইরূপে হতভাগ্যদিগের সকল সুখের পথে কণ্টক রোপিত হইল। তাঁহারা কোথায়ও আশ্রয় পাইলেন না ; কেহ তাঁহাদিগের শোককাহিনীতে কর্ণপাত করিল না। নিঃসহায় ও নিরবলম্ব হইয়া অনেকে অনাহারে বিদেশেই প্রাণত্যাগ করিল ; অবশিষ্ট সকলে স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া জালিমের নিকট প্রার্থনা করিল "আমরা আর কিছুই চাহিনা এইমাত্র ভিক্ষা অন্তিমে পিতৃলোকের আবাসে যেন প্রাণ ত্যাগ করিতে পারি।" জালিম এ

প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না; তিনি তাহাদিগকে কোটা প্রবেশে আদেশ দিলেন, কিন্তু তাহাদিগকে স্বদেশবিদ্রোহীর ন্যায় গ্রহণ করিলেন। তাহাদিগের বিষয় বিভবাদি ইতিপূর্ব্বে রাজসম্পত্তির অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছিল, এক্ষণে তাঁহারা তন্মধ্য হইতে জীবিকা নির্ব্বাহোপযোগী কিছু কিছু সম্পত্তি প্রাপ্ত হইল।

এইরূপে জালিমের বিরুদ্ধে প্রথম ষড়যন্ত্র ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। তাঁহাকে জয়ী হইতে দেখিয়া আত্মাভিমানী অনেক উদ্ধত সামন্তের দর্প চূর্ণ হইল; তাঁহারা নিতান্ত অবমান বোধ করিয়াও কিছু করিতে পারিলেন না;—এমনই সুচতুর জালিমের লৌহদণ্ড সকলের মস্তকোপরি উদ্যত ছিল। অতঃপর অবমানিত সর্দ্দারগণ জালিমের প্রাণনাশে কৃতসঙ্কল্প হইয়া স্বার্থসিদ্ধির জন্য কঠোর উপায় অবলম্বন করিতে মনস্থ করিলেন। তাঁহারা সকলে আথুন দুর্গের অধীশ্বর দেবসিংহের নিকট উপস্থিত হইলেন। অচিরে একটী প্রচণ্ড ষড়যন্ত্র রচিত হইল। সেই চক্রান্তের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে জালিমকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল।

আথুনের দেবসিংহ একজন পরাক্রান্ত সর্দ্দার; তাঁহার বিষয়ের বার্ষিক আয় ষাট হাজার টাকা। অভিতপ্ত সর্দ্দারগণের সহিত একত্রিত হইয়া জালিমকে দমন করিবার অভিপ্রায়ে তিনি স্বীয় দুর্গ নববলে বলীকৃত করিয়া তুলিলেন এবং অপর অপর উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। রাজপ্রতিনিধি তাহা জানিতে পারিলেন; তিনি বুঝিলেন যে, সহজে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় নাই; ফলতঃ আর নিশ্চিন্ত না থাকিয়া উপযুক্ত উপায়াবলম্বনে যত্নপর হইলেন। এবিষয়ে মুষা নামক ব্যক্তি তাঁহাকে বিশেষ সহায়তা দান করিয়াছিল। মোগলসাম্রাজ্যের অধঃপতিত অবস্থায় ভারতের চতুর্দ্দিকে যে সকল দস্যুদল লুণ্ঠন ও সর্ব্বোৎসাদনের মন্ত্রে প্রণোদিত হইয়া ভ্রমণ করিতেছিল, মুষা তাহাদিগের একটীর প্রসিদ্ধ অধিনায়ক। তাহার অধীনে অনেকগুলি কামান ও নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র এবং বহু পদাতিক ও অশ্বারোহী ছিল। জালিমের অনুরোধে মুষা নিজ দলবল লইয়া আথুনদুর্গ অবরোধ করিল। অনেক দিন ধরিয়া দুর্গবাসিগণ সম্মান ও স্বাধীনতা রক্ষা করিল। সময়ে সময়ে তাহারা দুর্গদ্বার উন্মোচন পূর্ব্বক শত্রুসেনার উপর আপতিত হইত এবং সম্মুখে যাহাকে পাইত, তাহাকেই সংহার করিয়া দুর্গনিলয়ে ফিরিয়া যাইত। এইজন্য মুষাকে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হইত। কিন্তু আর কতদিন তাহারা দুর্গের মধ্যে থাকিবে? তাহাদের গুলিবারুদ এবং খাদ্যদ্রব্যাদি নিঃশেষিত হইয়া গেল। তখন আত্মরক্ষার উপায় না দেখিয়া দুর্দ্ধর্ষ সর্দ্দারগণ মুষার হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিল এবং সন্ধি প্রার্থনা করিয়া পাঠাইল। জালিম তাহাদিগকে প্রাণে মারিলেন না। তাঁহার আদেশানুসারে তাহারা দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া কোটা হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। তাহাদের ভূমিসম্পত্তি সকল রাজসম্পত্তির অন্তর্নিবিষ্ট হইল। এইরূপে নির্ব্বাসিত ও বিষয়চ্যুত হইয়া হতভাগ্য হার সর্দ্দারগণ অতি দুঃখে বিদেশে কাল যাপন করিতে লাগিল। ষড়যন্ত্রের অধিনায়ক দেবসিংহ নির্ব্বাসনে ভগ্নমনোরথ হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার পুত্র জন্মভূমির জন্য দীর্ঘকাল বিলাপ করিয়া

অবশেষে জালিমের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। জালিম তাঁহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। কিন্তু সেই হতভাগ্য সর্দ্দারতনয় পিতৃসম্পত্তি আথুনদুর্গ আর ফিরিয়া পাইলেন না। রাজপ্রতিনিধি তাঁহার ভরণপোষণের নিমিত্ত বার্ষিক পঞ্চদশ সহস্র টাকা আয়ের একটী ভূমিসম্পত্তি অর্পণ করিলেন। সেই বিষয়ের নাম বাগোলিয়া। সেই চক্রান্তের মধ্যে আরও যে সকল সর্দ্দার নিবিষ্ট ছিল; তাহারাও সেইরূপ দণ্ড প্রাপ্ত হইল; কিন্তু কেহই পূর্ব্ব ক্ষমতা পুনর্লাভ করিতে পারিল না।

রাজপ্রতিনিধির মস্তকোপরি শাণিত তরবার সূক্ষ্ম কেশে অবিরত বিলম্বিত! বাস্তবিক এমনই অসংখ্য বিপদের বিরুদ্ধে তাঁহাকে চিরজীবন যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। রাজকুমার উমেদের রক্ষকপদে নিয়োজিত হইয়া অবধি তিনি একদিনের জন্য সুখে ও স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে পারেন নাই। তদীয় প্রচণ্ড প্রতাপে পরাহত হইয়া কোটার প্রায় সমগ্র সামন্ত সম্প্রদায়ই তাঁহার প্রাণনাশে প্রয়াস পাইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের কাহারও উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। জালিমের অদম্য সাহস ও অতন্দ্রিত উৎসাহের সম্মুখে তাহাদের সকল চেষ্টা, সকল যত্ন, সমস্ত আয়াস নিষ্ফল হইয়া গিয়াছিল। সম্বৎ ১৮৩৩ অব্দে দেবসিংহের অধঃপতনের ত্রয়োবিংশতি বৎসর পরে আর একজন দুর্দ্ধর্ষ সর্দ্দার জালিমের প্রাণনাশার্থ উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার নাম বাহাদুরসিংহ; গোশাঁই নামক নগর তাঁহার ভূমিসম্পত্তি। তাঁহার বার্ষিক আয় দশ সহস্র টাকা। রাজপ্রতিনিধির কুটিল নীতি প্রভাবে যে সমস্ত সর্দ্দার, নাগরিক ও রাজকর্ম্মচারীর সম্পত্তি অপহৃত হইয়াছিল, তাহারা সকলেই বাহাদুরসিংহের দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল। সেই গোশাঁই দুর্গের অভ্যন্তরে জালিমের অদৃষ্টচক্র ধীরে ধীরে অতি গূঢ়ভাবে চালিত হইতে লাগিল। এমন কি সেই চক্রনিবিষ্ট ব্যক্তি ব্যতীত অপর কেহই শীঘ্র জানিতে পারিল না। জালিমের প্রাণসংহারে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইয়া বাহাদুরসিংহ প্রাণ-দণ্ডার্হ ব্যক্তিগণের একখানি তালিকা প্রস্তুত করিলেন। রাজপ্রতিনিধি, তাঁহার সমস্ত পরিবারবর্গ, ও তাঁহার বন্ধু ও মন্ত্রী লালাজি পণ্ডিতের নাম তন্মধ্যে লিখিত হইল। অতঃপর স্থিরীকৃত হইল যে, জালিম যখন রাজসভায় গমন করিবেন, সেই সময়ে তাঁহাকে অকস্মাৎ আক্রমণ করিতে হইবে।

ভিতরে যে জালিমের সর্ব্বনাশের ষড়যন্ত্র হইতেছে, তাহা তিনি আদৌ জানিতে পারিলেন না। স্বীয় আবাসভবন পরিত্যাগ করিয়া নিয়মিত শরীররক্ষক সেনার সমভিব্যাহারে তিনি রাজসভার অভিমুখে যাত্রা করিলেন। চক্রিগণ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই তিনি সহসা বিষম সন্দিহান হইলেন। এতদিন সতর্কভাবে ও সাবধানে কার্য্য করিয়াও সর্দ্দারগণ আপনাদের ভয়ঙ্করী কল্পনা গোপন রাখিতে পারিল না। কোন বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তি জালিমকে সেই সময়ে সঙ্কেতে সমস্ত জ্ঞাপিত করিল। তিনি মুহূর্ত্তের মধ্যে সমস্ত বুঝিয়া লইলেন এবং ধীর ও গম্ভীরভাবে আত্মরক্ষার উপায়-উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার পরম বন্ধু পণ্ডিত লালার একদল তুরঙ্গসেনা প্রায়ই

তাঁহার নিকটে থাকিত। এক্ষণে জালিম তাহাদিগকে আনাইয়া স্বীয় শরীররক্ষক সেনার সহিত সম্মিলিত করিলেন। ষড়যন্ত্রী সর্দ্দারগণ তাঁহার মনোভিলাষ বুঝিতে না পারিয়া মনে করিল জালিম জালনিবদ্ধ হইতেছেন। এমন সময়ে সুচতুর রাজপ্রতিনিধি সেই সমস্ত সর্দ্দারদিগকে আক্রমণ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। আদেশ মুহূর্ত্তমধ্যে পালিত হইল। অসতর্ক সর্দ্দারদল সহসা আক্রান্ত হইয়া বজ্রাহতপ্রায় হইয়া পড়িল। অনেকে নিহত হইল;—কেহ কেহ বন্দী হইল;—অবশিষ্ট সকলে পলায়ন করিল। হতভাগ্য বাহাদুর সিংহ পলায়নপর হইয়া চম্বল তীরস্থ পত্তন নগরে উপস্থিত হইলেন এবং তত্রত্য কিশোরী দেবের মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পত্তন বুন্দির অন্তর্গত এবং ভগবান কিশোরী সমস্ত হারকুলের অধিষ্ঠাতৃদেব। বাহাদুর সিংহ মনে করিয়াছিলেন যে, সেই পবিত্র দেবালয় এবং অপর রাজ্য হইতে জালিম তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া যাইতে পারিবেন না; কিন্তু তাঁহার সমস্ত ধারণাই ভ্রান্ত। দুর্দ্ধর্ষ রাজপ্রতিনিধির প্রচণ্ড প্রতিজিঘাংসাবহ্নি সেই পবিত্র প্রাচীর ভেদ করিয়া হারকুলের ইষ্টদেবতার সম্মুখেই তাঁহাকে দগ্ধ করিল!

ভীত ও পলায়িত শত্রুর শোণিতে হস্ত কলুষিত করিয়া জালিম সিংহ জগৎ সমক্ষে পাপী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহার নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহারা বলেন স্বার্থসিদ্ধির জন্য না হউক, জালিম রাজার সম্মান ও জীবন রক্ষার নিমিত্ত বিদ্রোহীদিগকে শাস্তি প্রদান করিয়া কোটারাজ্যের মহোপকার সাধন করিয়াছেন; কেননা চক্রিগণ রাজাকে পদচ্যুত ও সংহার করিয়া তাঁহার সিংহাসনে তদীয় জনৈক ভ্রাতাকে স্থাপন করিতে মনস্থ করিয়াছিল। এই রাজপরিবারের পুরুষগণের মধ্যে রাজার পিতৃব্য রাজ সিংহ এবং গরধন ও গোপালসিংহ নামা ভ্রাতৃদ্বয়। যেদিন আথুনদুর্গপতি দেবসিংহের ষড়যন্ত্র ছিন্ন ভিন্ন হয়, সেইদিন হইতে এই সকল ব্যক্তির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইয়াছিল। কিন্তু এই ভয়ানক চক্রান্তের পর্য্যবসান হইলে যখন চক্রিগণের তালিকা মধ্যে আবার ইহঁাদের নাম দৃষ্ট হইল, রাজপ্রতিনিধি তাঁহাদিগকে কঠোরতর অবরোধে নিক্ষেপ করিলেন। এই দুঃসহ কারারোধে পাতিত হওয়ার দশ বৎসর পরে রাজভ্রাতা গরধন প্রাণত্যাগ করিলেন; কনিষ্ঠ গোপাল সিংহ অনেক দিন জীবিত ছিলেন। পরে যেদিন মৃত্যু তাঁহাকে ভবধাম হইতে অন্তরিত করিল, সেইদিন সেই হতভাগ্য দুর্ব্বিষহ কারা-যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইল। কাকা রাজ সিংহ সেই চক্রান্তে নিবিষ্ট না হইলেও জালিম সিংহের লক্ষ্যবহির্ভূত হইতে পারেন না। তবে তাঁহার চরণে লৌহশৃঙ্খল নিবদ্ধ হয় নাই। তিনি বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। কালের অলঙ্ঘ্য বিধানানুসারে যতদিন না তাঁহার পরমায়ু নিঃশেষ হইয়াছিল, ততদিন তিনি পরমার্থ চিন্তায় মনোনিবেশ করিয়া কেবল মন্দিরে মন্দিরে দেবারাধনা করিয়া বেড়াইতেন। তদ্ভিন্ন অন্যত্র যাইতে অথবা অপর কোন ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতে তাঁহার আদৌ ইচ্ছা হইত না।

রাজপ্রতিনিধিপদে আরূঢ় হইয়া জালিম সিংহ একদিনের জন্যও নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ হইতে পারেন নাই! প্রতিমুহূর্ত্তেই তাঁহার বিরুদ্ধে একটী না একটী বিপদ উত্থিত হইতে লাগিল। গূঢ় ও প্রকাশ্য বল, বিষ, ছুরিকা—প্রাণনাশকর এই সকল বিপদ হইতে কেবল নিজ অতন্দ্রিত উৎসাহ ও সুচারু কৌশলের সাহায্যে তিনি নিষ্কৃতি লাভ করিতে সক্ষম হইলেন বটে; কিন্তু তাঁহার অটল ধৈর্য্য ক্রমে টলিতে লাগিল; নিতান্ত ক্ষুব্ধ ও অভিতপ্ত হইয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন "আর দিবারাত্রি সতর্ক হইয়া থাকিতে পারি না।" বর্ণিত আছে যে, জালিমের বিরুদ্ধে সর্ব্বসমেত অষ্টাদশ ষড়যন্ত্র রচিত হইয়াছিল। এই সমস্ত চক্রান্তের মধ্যে একদল স্ত্রীলোকের ষড়যন্ত্র ভীষণতম। ইহা প্রাসাদের ভিতরে যন্ত্রী হইয়াছিল। স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ সতর্কতার সাহায্যে তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিলেও রমণীগণের সেই কঠোর উদ্যম ব্যর্থ করিতে পারিতেন না;—কেবল একজন দুঃসাহসিনী প্রেমিকার অদ্ভুত কৌশল ও সাহসবলেই সেই বিপদে রক্ষা পাইয়াছিলেন। কথিত আছে, সেই রমণী রাজপ্রতিনিধির মনোহর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিতে অগ্রসর হইয়াছিল। একদা কনিষ্ঠ রাজকুমারগণের জননীর নিকট হইতে একখানি নিমন্ত্রণ পত্র আসিল। জালিম রাজমাতার সম্মান রক্ষার্থ অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিয়া একটী প্রকোষ্ঠের ভিতর আসন গ্রহণ করিলেন। কিয়ৎকাল অতীত হইল; কিন্তু সেই পটাবৃত দ্বারাভ্যন্তরে তিনি কাহারও কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন না; প্রতিমুহূর্ত্তেই তাঁহার মনে হইতে লাগিল বুঝি রাজমাতা এখনই আসিবেন। অল্পক্ষণ পরেই তিনি যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয় চমকিত হইল;—প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। তিনি দেখিলেন যে, উন্মুক্ত অসিহস্তে কতকগুলি রুদ্রচণ্ডা চারিদিক হইতে তাঁহাকে আক্রমণ করিল! তাহাদের বিকট মুখভাব ও জ্বলন্ত নয়ন দেখিয়া তিনি প্রাণরক্ষার আশা ত্যাগ করিলেন। সুখের বিষয় রমণীগণ তাঁহার অঙ্গে অস্ত্রাঘাত না করিয়া প্রথমে কটূ ও তীব্র বাগ্‌জালের সহিত তাঁহাকে নানাপ্রকার কঠোর প্রশ্ন করিতে লাগিল। তিনি জন্মাবধি কি কি কার্য্য করিয়াছেন, তৎসমস্তেরই বিষয় একে একে জিজ্ঞাসিত হইতে লাগিল। জালিম সর্পীবেষ্টিত কূপস্থ মণ্ডূকের ন্যায় হতাশ হৃদয়ে তাহাদের বিষদিগ্ধ তীব্র বিদ্রূপবাণ সহ্য করিতে লাগিলেন; এমন সময়ে দেবদুহিতা সদৃশ তাঁহার উদ্ধারকর্ত্রী রাজমাতার প্রধান সহচরীর বেশে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই করুণ-হৃদয়া রমণীর প্রচণ্ড সামর্থ্য ও অসীম সাহস। কল্পিত কঠোর ক্রোধ সহকারে প্রবেশ পূর্ব্বক জালিমের প্রতি উৎকট ভ্রূকুটি ও ভর্ৎসনা প্রক্ষেপ করিয়া উগ্রচণ্ডা বলিয়া উঠিল "কি পাপিষ্ঠ, তুই যে এখানে অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিস্; যা এখনই এ গৃহ পরিত্যাগ কর।" চতুরার চাতুর্য্যজাল কেহই ভেদ করিতে পারিল না;—তাহাদের হাতের অসি হাতেই রহিল; জালিমকে সংহার করিতে কাহারও সাহস হইল না;—স্তম্ভিত ও বজ্রাহত প্রায় সকলেই দাঁড়াইয়া রহিল। জালিম প্রাণ লইয়া পলায়ন করিলেন।

জালিমের বিশেষ সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে, তিনি নৃশংসমূর্ত্তি রাজপুতনীদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন; বিধাতা যেন তাঁহার প্রাণরক্ষার্থ সেই দেবদূতীকে সেই সঙ্কটকালে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি স্নানার্থ যখন সরোবরে অবতীর্ণ হইতেন, অথবা মৃগয়াব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়া নিবিড় বনমধ্যে প্রবেশ করিতেন, তখন ও অনেকে তাঁহার প্রাণনাশের চেষ্টা করিয়াছিল;—কিন্তু তাঁহার অতন্দ্রিত সতর্কতার প্রভাবে বিশ্বাসঘাতকদিগের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল; অবশেষে তাহাতে তাহাদেরই সর্ব্বনাশ হইয়াছিল। বারবার এত সঙ্কটে পতিত হইলে অনেকেই প্রায় প্রাণভয়ে হতবুদ্ধি হইয়া যাহার তাহার উপর সন্দেহ করে; কিন্তু কঠোর সাহসিক জালিমসিংহ মুহূর্ত্তের জন্যও নির্দ্দোষ ব্যক্তির উপর সন্দেহ করেন নাই। তাঁহার তীব্রদৃষ্টি সহজেই দোষী ব্যক্তিকে চিনিতে পারিত। তদ্ব্যতীত রাজ্যের সুশাসনোপযোগী তিনি যে সকল সুচারু শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রায় সকল পাপীই ধৃত ও পরাস্ত হইত। তাঁহার সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর ছিল এবং তৎপ্রতিষ্ঠিত শান্তি রক্ষণপ্রণালী জগতে অতুলনীয়। তাঁহার শাসনগুণে রাজসরকারের কর্ম্মচারিগণ যথাকালে বেতন পাইত; কেহ কোন সৎকার্য্য করিলে তাহার উপযুক্ত পুরস্কার লাভ করিত; যাহার যেরূপ গুণ ও বিদ্যা তদুপযোগী পদ তাহাকে প্রদত্ত হইত। স্বয়ং জালিম এই সকলের উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিতেন। তিনি কাহারও কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন না এবং প্রত্যহ কর্ম্মচারিগণের অবস্থা পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন। এই সকল সুপ্রতিষ্ঠিত প্রণালীর সাহায্যে রাজনীতিজ্ঞ সুচতুর জালিমসিংহ অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী যুদ্ধবিগ্রহ, দস্যুতা ও অরাজকতার প্রচণ্ড আবর্ত্তের মধ্যে অসংখ্য বিপদ ও বিঘ্ন নিরাকৃত করিয়া আত্মজীবন রক্ষা ও স্বীয় পদমর্য্যাদা দৃঢ় ও বর্দ্ধিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

রাজপ্রতিনিধির রাজনৈতিক বিধান;—তাঁহার পররাষ্ট্রনীতি;—রাজবারায় তাঁহার প্রচণ্ড প্রতাপ;—ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সহিত তাঁহার প্রথম সম্বন্ধ বন্ধন;—কর্ণেল মনসনের পশ্চাদপসরণ;—কৈলার হারসর্দ্দারের অদ্ভুত বীরত্ব ও আত্মোৎসর্গ;—ইংরাজদিগের সাহায্য করাতে জালিমের উপর হলকারের বৈরতাচরণ;—কোটায় হলকারের আগমন;—নগরাক্রমণের উদ্যোগ;—জালিমের সহিত অপূর্ব্ব সন্দর্শন;—পররাষ্ট্রে জালিমের প্রতিভূ;—পিণ্ডারী সেনাপতিদিগের ও আমির খাঁর সহিত একতাবন্ধন;—কয়েকটী উপকথা;—জালিমের আক্রমণ-নীতি;—তাঁহার স্বদেশনীতি;—মহারাও উমেদসিংহের চরিত্র;—তাঁহার প্রতি জালিমসিংহের ব্যবহার;—মন্ত্রীনির্ব্বাচন;—ফৌজদার বিষণসিংহ;—পাঠান দলিল খাঁ;—কোটা-অবরোধ;—ঝালরাপত্তন নগরস্থাপন;—মেহ্‌রাব খাঁ।

ঘাতুকের শাণিত অসি নিরন্তর জালিমের মস্তকোপরি গূঢ়ভাবে উদ্যত থাকিলেও রাজনীতিজ্ঞ রাজপ্রতিনিধি একদিনের জন্যও রাজকার্য্যের অনুশীলনে অবহেলা করেন নাই। কি প্রকারে রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইবে; কি উপায়ে প্রজাকুল সুখে থাকিবে, রাজ্যে শান্তি বিরাজ করিবে,—এই সকল চিন্তাতেই তিনি অনুদিন ব্যস্ত থাকিতেন। তাঁহার প্রদীপ্ত রাজনৈতিক প্রতিভার বলে নূতন নূতন উৎকৃষ্ট নীতি উন্মেষিত হইত। বিদ্রোহী সর্দ্দারগণের দুর্বৃত্ততা দমন করিয়া তিনি রাজপুত নৃপতিগণের মধ্যে বলসাম্য স্থাপন করিতে মনস্থ করিলেন। "কণ্টকেনৈব কণ্টকম্‌" ইহা একটী তাঁহার প্রধান মন্ত্র। এক শত্রুকে হস্তগত করিয়া তাহার সাহায্যে অপরের সংহার এবং পরিশেষে সাহায্যকারী শত্রুকেও কি প্রকারে বিনাশ করিতে হয়, জালিমসিংহ তাহা বিলক্ষণ জানিতেন। মহারাজ স্বরূপসিংহের হত্যা ও হতভাগ্য যশকর্ণের নির্ব্বাসনে তিনি এই কূটনীতিজ্ঞানের স্পষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। তিনি যে প্রায় সমস্ত দুরূহ ব্যাপার ও কঠোর বিপদেই সিদ্ধি ও নিষ্কৃতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহা কেবল স্বীয় আত্মনির্ভর ও অদম্য অধ্যবসায়ের সাহায্যে। তাঁহার বিপুল সহায়বল ছিল বটে, কিন্তু তিনি সকল সময়েই এবং সকল কার্য্যেই আপনার উপর যত নির্ভর করিতেন, অপরের উপর তত করিতেন না;—এরূপ প্রকৃষ্ট নীতি উদ্যোগী পুরুষের প্রধান অবলম্বনীয়। যাহার নিজের কোন ক্ষমতা নাই, অথবা থাকাতেও যে তাহা কার্য্যে প্রয়োগ না করিয়া কেবল পরকীয় সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া আত্মোদ্ধার ও মন্ত্রসাধনের চেষ্টা করে, সে কখনও শ্রী ও মঙ্গল লাভ করিতে পারে না। চতুর জালিমসিংহ এ বিষয় ভালরূপে জানিতেন; সেই জন্যই সকল ব্যাপারেই সিদ্ধিলাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

রাজনীতি শাস্ত্রে জালিমসিংহ যে কতদূর পারদর্শী ছিলেন, তাহা তদীয় শাসনপ্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে। তিনি যে সময়ে কোটার রাজপ্রতিনিধি পদে আসীন হয়েন, সেই সময়ে সমগ্র ভারতভূমির অতি শোচনীয় অবস্থা। ভারতের

চারিদিকে দস্যুতা, নরহত্যা, অরাজকতা বীভৎস বেশে ভ্রাম্যমান। ধরিতে গেলে কোটারাজ্য ভারতবর্ষের ঠিক মধ্যস্থলে স্থাপিত। এই কেন্দ্রীভূত ভূমির চতুর্দ্দিকে দুর্দ্ধর্ষ দস্যুদল যমদূতের ন্যায় নিরন্তর ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত; কিন্তু কেহ কখনও কোটার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে সাহস করে নাই; কোটার কিছু অনিষ্ট করা দূরে থাকুক, তাহারা প্রায় সকলেই কোটারাজপ্রতিনিধির পরামর্শ না লইয়া কোন ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইত না। তৎকালে বিশাল রাজস্থানক্ষেত্রের প্রায় সমস্ত নরপতিই তাঁহার মন্ত্রণাকে মূল্যবান্ জ্ঞান করিত। প্রত্যেক রাজ্যেই তাঁহার একটী না একটী দূত ছিল। তিনি মানবচরিত্র বিলক্ষণ জানিতেন; যিনি যেরূপ প্রকৃতির লোক, তাঁহার সহিত তদনুরূপ ব্যবহার করিতেন। দেশকালপাত্র বিবেচনায় কার্য্য করিতে জালিমের ন্যায় সুদক্ষ লোক তৎকালে রাজস্থানে অন্য কেহ ছিলেন না। মুকুটধারী নরপাল হইতে দস্যু পিণ্ডারী পর্য্যন্ত ক্ষমতাপন্ন সকল ব্যক্তির সহিত তাঁহার একটী না একটী ধর্ম্ম সম্বন্ধ ছিল। কেহ তাঁহাকে "পিতা," কেহ "পিতৃব্য" কেহ বা "জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা" বলিয়া ডাকিত। তিনি স্বভাবতঃ কোপনস্বভাব, উদ্ধত ও গর্ব্বিত ছিলেন বটে, কিন্তু কার্য্যসিদ্ধির জন্য যারপর নাই বিনয়ী ও অবনত হইতে পারিতেন; সময়মত অতি সুশীল ব্যক্তির ন্যায় মধুর ও বিনয়ান্বিত কথার সহিত আলাপসম্ভাষণ করিতেন এবং যথোচিত শীলতা ও ভদ্রতা সহকারে সকলের পত্রের প্রত্যুত্তর দিতেন। কেহ ভীতি প্রদর্শন করিয়া যুদ্ধপণ বা অন্য কোন কারণবশতঃ কোন দাবীদাওয়া করিলে তিনি সেই কটুপত্রের প্রত্যুত্তরে "আপনার মৈত্রীময় পত্র পাইয়া অনুগৃহীত হইলাম" ইত্যাদি অমিয়ময় শীলতাপূর্ণ বাক্য ব্যবহার করিতেন; প্রার্থিত মুদ্রার অপেক্ষা দুই এক হাজার বেশী দিতেন এবং পুরস্কার ও সুমিষ্ট বাক্যসহকারে দূতকে বিদায় দান করিতেন। এইরূপ আপাতমধুর আলাপন ও ব্যবহারে কি শত্রু, কি মিত্র সকলকেই মোহিত করিয়া তিনি নিজ কার্য্যোদ্ধার করিয়া লইতেন এবং সুযোগক্রমে বৈরীদিগকে পরাভব করিতে পারিতেন। জালিম সিংহ শত্রুকে কিছুতেই ক্ষমা করিতেন না। ইহাতে বিপুল অর্থ ও শোণিতব্যয় হইলেও তিনি কখনও ক্ষান্ত হয়েন নাই। তাঁহার চরিত্র স্বভাবতঃ কপটতাপূর্ণ ও চতুরতাময়। প্রতিদ্বন্দ্বী ও পরস্পর বিসম্বাদী রাজন্যগণের মধ্যস্থস্বরূপ থাকাতে তাঁহাকে সর্ব্বদাই কপটতা অবলম্বন করিতে হইত; নতুবা তিনি সকলকেই সন্তুষ্ট রাখিতে পারিতেন না। ১৮০৬-৭ খৃষ্টাব্দে যোধপুরের বিরুদ্ধে যে একটী সমিতি স্থাপিত হয়, তাহাতে তাঁহাকে তিনটী দলের মনস্তুষ্টি সাধন করিতে হইয়াছিল। প্রত্যেকের সহিত তাঁহার একটী না একটী ধর্ম্মসম্বন্ধ ছিল; সুতরাং প্রত্যেকেই তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল। এরূপ অবস্থায় নিরপেক্ষভাবে অবস্থান করা নিতান্ত অসম্ভব; কিন্তু কপটী জালিম এরূপ অসম্ভাব্য ব্যাপারকেও সম্ভাব্য করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি সকলেরই নিকট দূত প্রেরণ করিলেন,—প্রত্যেকেরই বিষয়ে বিশেষ মনোযোগিতা দেখাইতে লাগিলেন; ইহাতে প্রত্যেকেই তাঁহাকে মধ্যস্থ মনে করিতে লাগিল; কিন্তু পরিশেষে সকলেই সবিস্ময়ে দেখিল,—জালিম কাহাকেও সাহায্য দান করিলেন না!

জালিমের পররাষ্ট্রনীতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণন এস্থলে সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দের যে ঘটনাস্রোত তাঁহাকে ব্রিটিষগবর্ণমেণ্টের সহিত সর্ব্বপ্রথম একটী অভিনব সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ করিল, সেই ঘটনা আলোচনা করিলেই, তাঁহার পররাষ্ট্রনীতির অনেক বিষয় জানা যাইবে।

কর্ণেল মনসন হুলকারকে আক্রমণ করিবার জন্ত স্বীয় বিশাল অনীকিনী লইয়া যে সময়ে মধ্যভারতে অবতীর্ণ হয়েন, কোটার রাজপ্রতিনিধি ব্রিটিষবীরের রণকৌশল ও অস্ত্রনৈপুণ্য অজেয় মনে করিয়া খাদ্য ও বল সাহায্যে তাঁহাকে উৎসাহিত করিতে অণুমাত্র দ্বিধা ভাবিলেন না। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয় বীরের প্রচণ্ড পরাক্রমে পরাহত হইয়া হতভাগ্য ব্রিটন যখন নিতান্ত দীন ভাবে কোটায় পলাইয়া আসিলেন এবং নগরের অভ্যন্তরে আশ্রয়লাভার্থ জালিমের নিকট প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন; চতুর রাজপ্রতিনিধি প্রত্যুত্তরে স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন,—"কতকগুলা ছত্রভঙ্গ সৈন্ত লইয়া আমার রাজ্যে অরাজকতা ও আমার শান্তিময় নাগরিকগণের মধ্যে আপনি অশান্তির বীজ বপন করিতে পাইবেন না। নগর প্রাকারের ছায়াতলে আপনার বাহিনী রক্ষা করুন, আমি তাহাদিগের খাদ্য সংযোজনা করিব এবং আমার সমস্ত সেনাদলসহ আপনার ও শক্রর মধ্যে পতিত হইয়া তাহাদের কঠোর আক্রমণ রোধ করিতে চেষ্টা করিব।" কিন্তু মনসন জালিমের কথায় বিশ্বাস না করিয়া পলায়নপরায়ণ হইলেন এবং অসীম যন্ত্রণা সহ্য করিয়া, অসংখ্য সৈন্ত হারাইয়া অবশেষে প্রায় একাকীই সুপ্রসিদ্ধ লর্ডলেকের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। হতভাগ্য ইংরাজ সেনাপতি নিজ ভীরুতা ও অকর্ম্মণ্যতা ঢাকিয়া রাখিবার জন্ত স্বীয় পরাজয়ের কারণ অপরের উপর ন্যস্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং অম্লান বদনে বলিলেন "যে সকল ব্যক্তি শক্রর সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া আমার বিপক্ষতাচরণ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কোটার রাজপ্রতিনিধি সর্ব্বপ্রথম ও প্রধান।" লর্ডলেক অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া অনায়াসে সেই মিথ্যাবাদীর বাক্যে বিশ্বাসস্থাপন করিলেন! সেই হতভাগ্য সেনাপতির প্রাণরক্ষার্থ কোটার যে কত অর্থ ও শোণিত ব্যয়িত হইয়াছে, তাহা মোহান্ধ ব্রিটন একবার ভাবিয়া দেখিলেন না।

জালিমসিংহের দোষ কি? মনসন যে পরাস্ত হইয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিল, তজ্জন্ত কি জালিম দায়ী? ভীরু মনসন আত্মদোষ ক্ষালনের নিমিত্ত জালিমের উপর প্রায় সমস্ত অপরাধ আরোপ করিলেন, কিন্তু সেই কোটারাজ প্রতিনিধির সাহায্য না পাইলে তাঁহাকে যে মুকুন্দরা গিরিবর্ত্মের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করিতে হইত, সে কথার একবারও উল্লেখ করিলেন না। ইংরাজের এমনই কৃতজ্ঞতা! লর্ডলেক নিঃসন্দেহে সেই পলায়িত হৃতদর্প সেনাপতির মিথ্যা কথায় বিশ্বাস করিয়া জালিমের সহিত অসদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন। হতভাগ্য মনসনের প্রাণরক্ষার্থ কোটার যে বিপুল শোণিতব্যয় হইয়াছিল, একথা টডপ্রমুখ কতিপয় মহাত্মা ব্যতীত আর কয়জন ইংরাজ স্বীকার করেন? উদারচরিত সত্যপরায়ণ মহানুভব টড মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন,—"পরাজিত মনসনের মিথ্যা বাক্যে অন্ধবিশ্বাস স্থাপন করিয়া যদি কেহ কোটার উপর দোষারোপ করিতে

চাহেন, তিনি একবার কৈলাসর্দ্দারের সেই পবিত্র সাধনক্ষেত্রে মুকুন্দরা গিরিবর্ত্মে আগমন করুন,—আসিয়া দেখিয়া যাউন অঞ্জানদীর উত্তরণস্থলে সেই সাহসিক রাজপুত বীর মনসনের বিরাট বাহিনীর প্রাণরক্ষার্থ মুষ্টিমেয় হারসেনা লইয়া ভীম পরাক্রম মহারাষ্ট্রীয়বীরের প্রচণ্ড অনীকিনীর গতিরোধ করিতে গিয়া প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন।” মনসনের হস্তে যে বিশাল সেনাদল ন্যস্ত ছিল, তাহার সাহায্যে একজন সাহসিক সেনাপতি ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অসংখ্য শত্রুকে দমন করিতে পারিতেন; কিন্তু মনসন নিতান্ত কাপুরুষ তাই তত সেনাবল পাইয়াও হলকারের ভ্রূকুটিভয়ে পলায়ন করিয়াছিল;—তাই কোটার নিকট অসীম উপকার প্রাপ্ত হইয়াও সেই কৃতঘ্ন ইংরাজ অম্লানবদনে সমস্ত অস্বীকার করিতে পারিয়াছিল।

সেই পবিত্র অঞ্জা নদীর সৈকতভূমে কৈলাসর্দ্দারের যে কীর্ত্তিস্তম্ভ বিরাজ করিতেছে, যদি কাহারও তাহাতে অবিশ্বাস হয়, তবে তিনি একবার হলকারের পরবর্ত্তী আচরণের বিষয় ভাবিয়া দেখুন,—তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবেন যে, ইংরাজের জন্য কোটাকে কত ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছিল। কৈলাসর্দ্দার ও অনেক হারবীরের প্রাণোৎসর্গ ব্যতীত কোটার বকৃসি অর্থাৎ সেনাপতি শত্রুহস্তে বন্দী হইয়াছিলেন। জালিম যে ইংরাজ সেনাকে সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্য হলকারের ক্রোধ ও জিঘাংসার আর সীমা রহিল না। কোটার প্রতি শাস্তি এবং বকৃসির নিষ্ক্রয়স্বরূপ তিনি হাররাজার নিকট দশ লক্ষ টাকা চাহিয়া পাঠাইলেন; সেই সঙ্গে ভয় দেখাইলেন যে, যদি সেই পণ প্রাপ্ত না হয়েন, তাহাহইলে সমস্ত কোটারাজ্য ধ্বংস করিয়া চলিয়া যাইবেন। কিন্তু সেই বন্দী হারসেনাপতি রাজপ্রতিনিধির সম্মুখে উপনীত হইয়া তদ্বিষয় জ্ঞাপন করিলে তিনি ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং বকৃসির অনুষ্ঠানে দোষারোপ করিয়া তাঁহাকে সম্মুখ হইতে দূর করিয়াদিলেন,—বলিলেন “তুমি যেরূপে পার তোমার মুক্তিপণ দাও;—আমি তজ্জন্য দায়ী নহি *।” পণ আদায় করিতে না পারিয়া হলকার কোটা আক্রমণ করিবার ভয় দেখাইয়া পাঠাইলেন এবং সুবিধাক্রমে সদলে হারাবতীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া রাজধানীর সন্নিহিত স্থলে শিবির স্থাপন করিলেন। আশঙ্কিত আক্রমণ ব্যর্থ করিবার নিমিত্ত নগরপ্রাচীর অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্যসামন্তে সজ্জিত হইল, এবং প্রাকারের বহির্ভাগস্থ পল্লি এবং নিকটস্থ পর্ব্বত সমূহে আদেশ প্রচারিত হইল যে, একটী নির্দ্দিষ্ট সঙ্কেত পাইবামাত্র পল্লিবাসিগণ বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া নগরমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিবে; সেই সঙ্গে ভিলগণ গিরিনিলয় হইতে বহির্গত হইয়া হলকারের সেনাদলের উপর আপতিত হইবে। এইরূপ সমস্ত আয়োজন স্থির করিয়া জালিম প্রতিক্ষণে শত্রুর আক্রমণ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন; কিন্তু হলকার আর অগ্রসর না হইয়া অবার সেই দশলক্ষ টাকার পণপত্র প্রেরণ করিলেন। রাজপ্রতিনিধি সে প্রস্তাব পুনর্ব্বার অগ্রাহ্য করিয়া ফিরাইয়া দিলেন। উভয় পক্ষে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিল;

---

* কথিত আছে, হতভাগ্য বকৃসি কঠোর ঘৃণা ও লজ্জায় আত্মদ্রোহী হইয়া বিষপানে জীবন পরিত্যাগ করিয়াছিল।

এমন সময়ে উভয়ের কয়েকটী বন্ধু মধ্যস্থ হইয়া বিবাদ মীমাংসা করিতে চাহিলেন। কিন্তু জালিম মহারাষ্ট্রীয়কে কিছুতেই বিশ্বাস করিতেন না;—সুতরাং তাহাতেও সম্মত না হইয়া বলিয়া পাঠাইলেন,—"চম্বল নদের বক্ষে নৌকার উপরি বসিয়া সন্ধিবিগ্রহের কথাবার্ত্তা হইবে, যদি এ প্রস্তাবে সম্মত হয়েন; আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব; নতুবা আপনার যাহা ইচ্ছা তাহাই করুন।" হলকার ইহাতে সম্মত হইলেন। এতদনুসারে উভয় পক্ষে আয়োজন হইতে লাগিল। জালিম দুইখানি বৃহৎ তরণী সজ্জিত করিলেন; তাহাদের প্রত্যেকে কুড়িটী করিয়া অস্ত্রধারী পুরুষ থাকিতে পারে। এদিকে হলকার নগরপ্রাচীরস্থ কামানের ঠিক সম্মুখে তরঙ্গিনী বক্ষে স্বীয় ক্ষুদ্র নৌকা-খানিকে নঙ্গর করিয়া রাখিয়া নিজ দলবলের সহিত অপর নৌকায় আরোহণ পূর্ব্বক জালিমের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। অন্ধ কোটা রাজপ্রতিনিধি পরম সমাদর ও সম্মান সহকারে একাক্ষ মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতিকে গ্রহণ করিলেন *। সেই দুইটী অদ্ভুত ব্যক্তির অপূর্ব্ব সভাস্থলে উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইল; শুদ্ধ তাহা নহে উভয়ে একটী ধর্ম্মসম্বন্ধে আবদ্ধ হইলেন। হলকার জালিমকে পিতৃব্য বলিয়া গ্রহণ করিলেন এবং তিন লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হইয়া নগর পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন। অপেক্ষাকৃত অল্প ক্ষতিস্বীকারে কোটার রাজপ্রতিনিধি হলকারের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন বটে; কিন্তু সেই চতুর মহারাষ্ট্রীয় বীর যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন সেই দশলক্ষ টাকার জন্য ভীতি প্রদর্শন করিতে ক্ষান্ত থাকেন নাই। সে অর্থের মায়া তিনি সে জীবনে ভুলিতে পারেন নাই; এমন কি উন্মাদগ্রস্ত হইয়াও প্রমত্ত প্রলাপের মধ্যে তিনি সময়ে সময়ে "কাকা জালিমসিংহের সন্ধিপত্রের কথা উল্লেখ করিতেন।"

দুর্দ্ধর্ষ ও অর্থগৃধ্নু মহারাষ্ট্রীয়দিগের উৎক্রোশদৃষ্টি অতিক্রম করিয়া জালিমসিংহ কি প্রকারে যে কোটারাজ্যকে সুশৃঙ্খলভাবে শাসন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, এ প্রশ্ন অনেকেরই মনে উদিত হইতে পারে। কিন্তু রাজনীতিবিশারদ ও মানবচরিত্রজ্ঞ জালিমের শাসনপ্রণালীর বিষয় চিন্তা করিলে এ প্রশ্নের মীমাংসা সহজেই হইয়া আইসে। মহারাষ্ট্রের মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, জালিম তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা নিকটে রাখিতেন। তাঁহারা আপনাদের অদ্ভুত পারদর্শিতাবলে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সমস্ত কূট নীতি বুঝিতে পারিয়া কোটারাজপ্রতিনিধিকে বুঝাইয়া দিতেন। এতদ্ব্যতীত তিনি সিন্ধিয়া ও হলকার উভয়েরই দুইটী বিশ্বস্ত মন্ত্রীকে অর্থদ্বারা বশীভূত করিয়া রাখিয়াছিলেন; তাহারা স্ব স্ব প্রভুর সমস্ত কল্পনা গোপনে জালিমকে জ্ঞাপিত করিত। ইহাতে তিনি মহারাষ্ট্রীয়ের

---

* জালিমের দুইটী চক্ষুই এবং যশোবন্ত রাও হলকারের একটী চক্ষু নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। বার্গণ্ডার যুদ্ধকালে হলকারের হস্তস্থ বন্দুক ফাটিয়া যাওয়াতে তাঁহার একটী চক্ষে আঘাত লাগে; সেই আঘাতেই সেই চক্ষুটীর দৃষ্টি চিরকালের জন্য নষ্ট হইয়া যায়। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক চক্ষুহীন ব্যক্তিগণ বড় দুষ্ট হইয়া থাকে। এ বিশ্বাস হলকারেরও ছিল; সেইজন্য তাঁহার কোন বন্ধু তদীয় চক্ষু বিনষ্ট হইলে দুঃখ প্রকাশ করাতে যশোবন্ত রাও পরিহাস করিয়া বলিলেন, "পূর্ব্বে আমি বড় খারাপ ছিলাম, কিন্তু এক্ষণে আমি বদমায়েসের গুরু হইব।"

Malcolm's Central India, P. 253.

নীতি সহজেই বুঝিতে সক্ষম হইতেন। দস্যুচূড়ামণি দুর্দ্ধর্ষ মিরখাঁ তাঁহার একজন প্রধান সহায় এবং তিনিও অর্থ দিয়া মিরখাঁকে বিশেষ সাহায্য দান করিতেন। কোটা হইতে সেই দুর্জ্জয় খাঁ যুদ্ধোপযোগী অস্ত্রশস্ত্র ও যানবাহনাদি প্রাপ্ত হইত এবং যখন তাহার সৈন্যগণ বেতনাভাবে বিদ্রোহী হইয়া তাহাকে নানা প্রকার যন্ত্রণা দিবার ভয় দেখাইত, কোটা তাহাকে আশ্রয় দিত, অথবা সৈন্যগণের প্রাপ্য বেতন পরিশোধ করিয়া তাহাদিগের বিদ্রোহ নিবারণ করিত। মিরখাঁর পরিবারবর্গের ভরণপোষণের জন্য জালিম তাহাকে শিরগড় দুর্গ অর্পণ করিয়াছিলেন; সেই দুর্গ ও তৎসম্বলিত ভূমিসম্পত্তি হইতে যে উপস্বত্ব উঠিত, তাহাতে তাহাদের জীবিকা সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইত। সুতরাং তাহাদিগের বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইয়া দস্যুপতি স্বীয় অনর্থকর মন্ত্রের সাধনে আনন্দ সহকারে দূরদেশে ভ্রমণ করিতে পারিত।

সুচতুর জালিমের সুন্দর কৌশল ও সদ্ব্যবহারে পিণ্ডারিগণও মোহিত হইয়াছিল। তিনি তাহাদিগকে সজ্জনযোগ্য সম্মান ও শীলতার সহিত অভ্যর্থনা করিতেন এবং তাহাদিগের অনেক সেনানীকে কোটা রাজ্যে ভূমিসম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। ইহাদিগকে হস্তগত রাখিবার জন্য তিনি এক এক সময়ে বিপুল অর্থব্যয় ও দায়িত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে সিন্ধিয়া পিণ্ডারীদিগের দলপতি করিমকে জালনিবদ্ধ করিয়া গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী করিয়া রাখিলে জালিম তাহার মুক্তির জন্য কেবল বিপুল অর্থ দান করেন নাই, তাহার ভবিষ্যৎ সদাচরণের প্রতিভূ হইয়াছিলেন। ইহাতে কোটারাজপ্রতিনিধির বিচক্ষণতা ও চাতুর্য্যের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়।

যেরূপ অত্যুদার দানশীলতা সহকারে রাজনীতিবিশারদ রাজপ্রতিনিধি শরণাগত বিদেশীয় সর্দ্দারদিগের সৎকার করিতেন, তাহাতে সেই ক্ষুদ্র রাজ্যের আয় অপেক্ষা অনেক সময় ব্যয় অধিক হইয়া পড়িত। কিন্তু তাহাতেও তিনি অতিথিসৎকারে নিবৃত্ত থাকিতেন না। তাঁহার দ্বার সকল শ্রেণীস্থ লোকের সম্মুখে অবিরত উন্মুক্ত ছিল। মিবার ও মারবারের সর্দ্দারগণ নির্ব্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া দেশ হইতে দূরীকৃত হইলে আতিথেয় জালিমের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিত। অনেকে স্ব স্ব অপহৃত পিতৃসম্পত্তি অপেক্ষা অধিক মূল্যের বিষয়াদি লাভ করিত এবং নির্ব্বিবাদে ভোগ করিতে থাকিত। ইহাতে সেই নির্ব্বাসিত সর্দ্দারগণের পূর্ব্বতন অধিপতিগণ জালিমের প্রতি অসন্তুষ্ট হইলেও কিছু বলিতে পারিতেন না। জালিম আশ্রয়ার্থী সামন্তদিগকে কেবল সাদরে গ্রহণ করিয়া ক্ষান্ত হইতেন না, তাহাদিগের সহিত তাহাদিগের নৃপতিগণের পুনর্মিলন স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহার এরূপ উদ্যম প্রায়ই সফল হইত। এইজন্য সকলে তাঁহাকে "সন্ধিকর্ত্তা",—এই উচ্চ উপাধি অর্পণ করিয়াছিল। উপচিকীর্ষা অথবা স্বার্থসাধিনী কোন নীতির চরিতার্থতা সাধনের জন্য যে তিনি উক্ত প্রকার সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহা বুঝিয়া উঠা অসম্ভব; কিন্তু তিনি ঐ সম্মানসূচক অভিধায় আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন এবং সময়ে সময়ে বলিতেন "যেন এই মুষ্টিমেয় ভূমিসম্পত্তি

হইতে তাহাদের সকলেরই ভরণপোষণের সংযোজনা হইবে, এই জন্য সকলেই বৃদ্ধ জালিমের নিকট আপনাদের কষ্ট ও মনোবেদনা জানাইতে আইসে।"

তাঁহার আত্মরক্ষণী ও পরঘাতিনী নীতি সম কৌশলময়ী হইলেও সমান ফল প্রসব করিতে পারে নাই। একটীতে তিনি সকল সময়েই জয়লাভ করিয়াছেন; অপরটীতে পরাজয়, নৈরাশ্য ও বিপুল অর্থ ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে। মিবার তাঁহার সমস্ত কৌশলজাল ছিন্নভিন্ন করিয়া অবশেষে কোটাকে যে দুস্তর পঙ্কে পাতিত করিয়াছে, তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে কোটার অনেক দিন যাইবে। গরদিগের রাজধানী শিবপুরের উপর অকস্মাৎ আপতিত হইয়া জালিম মনে করিয়াছিলেন যে, তাহা হস্তগত করিতে সক্ষম হইবেন; কিন্তু তাঁহার সমস্ত উদ্যম বিফল হইয়া গিয়াছিল। যদি তাঁহার উভয় কল্পনাই সফল হইত, যদি তিনি শিবপুর হস্তগত এবং মিবারকে জালবদ্ধ করিয়া উভয় প্রদেশের ধনরত্নে কোটার রত্নবেদি সজ্জিত করিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহার সৌভাগ্যের পথ আরও পরিষ্কৃত হইত। এক সময়ে জয়পুরের প্রতাপসিংহ তাঁহাকে স্বরাজ্যের প্রধান মন্ত্রিত্ব অর্পণ করিয়াছিলেন; তখন তিনি অল্প দিন কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন; সে অবস্থায় সেই উচ্চ প্রলোভন অনেকেই অতিক্রম করিতে পারে না; কিন্তু চতুর জালিম তাহা অম্লানবদনে উপেক্ষা করিলেন।

রাজপ্রতিনিধির স্বরাষ্ট্রনীতি অনুশীলন করিবার নিমিত্ত আমরা সর্ব্বপ্রথম হাররাও উমেদ সিংহকে পাঠকের সমীপে স্থাপন করিলাম। কোটারাজ স্বীয় প্রতিনিধির হস্তে আজিও ক্রীড়নক সম। সে জীবনে তিনি আর স্বাধীনভাবে কার্য্য পরিচালনা করিতে পারেন নাই। মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া যেদিন তাঁহার জনক তাঁহাকে জালিমের ক্রোড়ে স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে সপ্ততি বৎসর অতীত হইলেও কোটার অধীশ্বর মহারাও উমেদ সিংহ যে অপ্রাপ্তব্যবহার, সেই রূপই রহিয়াছেন। ইচ্ছা কি অনিচ্ছাবশতঃ রাজা এরূপ অধীন জীবন বহন করিয়াছিলেন, তাহার কিছুই স্থির করিতে পারা যায় না; বোধ হয় "নানার" পরিণত বয়স, উচ্চচরিত্র ও প্রদীপ্ত প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া রাজা উমেদসিংহ তাঁহার হস্ত হইতে কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হয়েন নাই। যাহাহউক, জালিমও প্রত্যক্ষ বাক্য অথবা কার্য্য দ্বারা তাঁহাকে অসন্তুষ্ট করেন নাই। তিনি প্রতিপদে রাজার পরামর্শ লইতেন; কিন্তু কার্য্যের সময় সম্পূর্ণ স্বেচ্ছারই অনুবর্ত্তন করিতেন। মহারাও উমেদসিংহের বিবেচনাশক্তি অত্যুৎকৃষ্ট; বলিতে কি তিনি রাজপুতের অনেক সুন্দর সুন্দর গুণগ্রামে বিভূষিত ছিলেন; তিনি মৃগয়া ভাল বাসিতেন। লক্ষ্যভেদ ও অশ্বারোহণে তৎকালে রাজস্থানে কেহই তাঁহার সমকক্ষ ছিল না। রাজা বয়সে কনিষ্ঠ হইলেও জালিম তাঁহার প্রতি কখনও অসম্মান বা অসম্ভ্রম প্রদর্শন করেন নাই। রাজা তাঁহার মন্ত্রণানুসারে চালিত হইতেন বটে, কিন্তু মহারাওয়ের সমক্ষে জালিম কখনও কর্ত্তৃত্বাচরণ করিতেন না। কোন বিদেশ হইতে দূত আসিলে, তিনি সর্ব্বাগ্রে রাজ সমক্ষে নীত হইতেন; তাঁহারই নিকট সমস্ত আবশ্যকীয় কথাবার্ত্তা নিবেদন করিতেন এবং যথাযোগ্য উত্তর লাভ করিয়া স্বদেশে প্রতিগত হইতেন। কিন্তু সে উত্তর রাজার

নহে; তাহা—জালিমসিংহের। কোন বিদেশীয় সর্দ্দার শরণাগত হইলে রাজা তাঁহাকে উপযুক্ত পুরস্কার বা ভূমিসম্পত্তি দান করিতেন; কিন্তু জালিমসিংহের সম্মতি ব্যতীত কর্ত্তব্য অবধারণ করিতে সক্ষম হইতেন না। জালিম সকল ব্যাপারে পরামর্শ দিতেন বটে, কিন্তু তাহা আদেশ, অনুশাসন বা অনুমোদন স্বরূপ রাজার মুখ হইতে বিনিঃসৃত হইত। জালিম স্বয়ং প্রকাশ্যে কিছুই করিতেন না, এমন কি তাঁহার নিজের পুত্রগণ স্ব স্ব সম্পত্তি বৃদ্ধি করিতে অভিলাষ করিলে জালিম তাহাদিগকে রাজার নিকট প্রার্থনা করিতে বলিতেন; বস্তুতঃ রাজার প্রকাশ্য অনুমোদন ব্যতীত কোন কার্য্যই সম্পন্ন হইত না। এইরূপ আপাতমনোহর বহিরাড়ম্বরময় ব্যবহারের দ্বারা চতুর রাজপ্রতিনিধি রাজভক্তির যে পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে রাজা মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কোন ভিন্ন দেশ হইতে বিক্রয়ার্থ অশ্ব আনীত হইলে, জালিম রাজা ও রাজকুমারগণের নিমিত্ত তন্মধ্যে উৎকৃষ্ট গুলি বাছিয়া লইতেন। রাজছত্র, চামর, দণ্ড, ও অন্যান্য নিদর্শন এবং রাজার শিল মোহরাদি পূর্ব্বের ন্যায় বিশ্বস্ত কঞ্চুকীর হস্তে থাকিত; কিন্তু রাজপ্রতিনিধির সম্মতি ব্যতীত কেহই তাহা ব্যবহার করিতে পারিত না। রাজকুমার কিশোরসিংহের সহিত একত্রে অশ্বচালনা করিতে করিতে একদা জালিমের পুত্র মধুসিংহ নৃপতনয়ের প্রতি কোনরূপ অসম্মান প্রদর্শন করাতে রাজপ্রতিনিধি তাহাকে পিতৃকুলের প্রাচীন ভূমিসম্পত্তি নন্দতায় তিন বৎসরের জন্য নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন; পরিশেষে রাজার অনুরোধ উপরোধ অগ্রাহ্য করিতে না পারিয়া তাহাকে রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিতে দিয়াছিলেন। এরূপ পরিদৃশ্যমান নিঃস্বার্থ ও অমায়িক ব্যবহারে কাহার হৃদয় না মুগ্ধ হয়? একসময়ে রাজা জালিমের আয় বাড়াইয়া দিবার নিমিত্ত তাঁহাকে নূতন ভূমিসম্পত্তি প্রদান করিতে চাহিলেন; নীতিজ্ঞ রাজপ্রতিনিধি প্রথমে কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না,—পরিশেষে রাজার নির্ব্বন্ধাতিশয্য দর্শনে সম্মত না হইয়া থাকিতে পারিলেন না।

রাজা ও রাজকুমারগণের প্রতি জালিমসিংহ যে, সকল অবস্থাতেই ও সকল বিষয়েই প্রগাঢ় ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করিতেন, তৎসম্বন্ধে অনেক গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে, একদা জালিম দুর্গাভ্যন্তরস্থ কুলদেবতার মন্দিরে পূজা করিতেছেন, এমন সময়ে কনিষ্ঠ রাজকুমারযুগল তাঁহার অবস্থিতি না জানিয়া আরাধনার্থ তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন শীতকাল, তাহার উপর আবার মন্দিরের প্রাঙ্গনতল জলসিক্ত; তিনি তখনই স্বীয় তুলকপূর্ণ গাত্রাবরণী উন্মোচন করিয়া মেঝের উপর পাতিয়া দিলেন। রাজপুত্রদ্বয় তদুপরি দণ্ডায়মান হইয়া পূজাদি সমাপন পূর্ব্বক দেবালয় হইতে বহির্গত হইলেন। অনন্তর তাঁহাদের সমভিব্যাহারী ভৃত্য শীতবসনখানিকে অব্যবহার্য্য মনে করিয়া একপার্শ্বে সরাইয়া রাখিবার উপক্রম করাতে জালিম তাহার হস্ত হইতে তাহা লইয়া সাহ্লাদে স্বীয় গাত্রে পুনঃস্থাপন করিলেন এবং পরিচারককে বলিলেন "তুমি নির্ব্বোধ, তাই জান না যে, রাজকুমারদিগের পদরেণুস্পর্শে ইহা পবিত্রীকৃত হইয়াছে।" অনুচর চমৎকৃত হইয়া রাজপ্রতিনিধির মুখপ্রতি চাহিয়া রহিল! যে দুরাকাঙ্ক্ষ হৃদয়

অসীম প্রভুত্বলাভে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইয়াছে, তাহাতে যে এত বিনয় অবস্থিত, ইহা বিচিত্র! অনেক দেশে অনেক প্রভুত্বপ্রিয় ব্যক্তি রাজক্ষমতা অপহরণ করিয়াছে, কিন্তু কেহই এত বিনয় ও ভদ্রতা সহকারে করে নাই—কেহই এরূপ অক্ষুণ্ণভাবে অপহৃত পদ রক্ষা করিতে পারে নাই। বোধহয় বিধাতা পরস্পরের সাহায্যার্থ জালিম ও উমেদসিংহকে একত্র স্থাপন করিয়াছিলেন।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, যিনি সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ও পরম পণ্ডিত, তিনি পরিচর্য্যার্থ বাছিয়া বাছিয়া ভৃত্য নিয়োগ করিবেন; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় সে দিকে জালিমের আদৌ প্রবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। ভৃত্য যেরূপ প্রকৃতির হউক না কেন, জালিম তাহাকে বশীভূত করিতে জানিতেন এবং তাহার হৃদয় হইতে ভক্তি ও সম্মান গ্রহণ করিতে সক্ষম হইতেন। অধিক প্রশ্রয় ও অনুগ্রহ পাইলে অনুগত ব্যক্তি সময়ে সময়ে প্রভুর অবমাননা করিয়া থাকে বটে, কিন্তু জালিমের নিকট সহস্র অনুগ্রহ, দয়া ও প্রশ্রয় পাইলেও তাঁহার অনুচরগণ কখনও কর্ত্তব্যসাধনে অবহেলা করিত না,—কখনও মুহূর্ত্তের জন্য তৎপ্রতি অভক্তি বা অসম্মান প্রদর্শন করিতে সাহসী হইত না। জালিম মানবচরিত্র বিলক্ষণ বিদিত ছিলেন, সেই জন্যই সকল বিষয়ে সাফল্যলাভ করিতে পারিতেন। তিনি অনুগত ব্যক্তিদিগের প্রতি প্রভূত অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেন; তাহাদিগের পরিবারবর্গ, আত্মীয় স্বজন এমন কি অনুজীবিদিগকে ভরণপোষণ করিতেন; তাহাদিগের উৎসবামোদ, পর্ব্বাদি ও শ্রাদ্ধ প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠানে বিশেষ সাহায্যদান করিতেন; কিন্তু তাহাদিগের একটী বিষয়ের প্রতি তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল;—তিনি তাহাদিগকে কখনও ধনসঞ্চয় করিতে দিতেন না।

কৌশলজ্ঞ জালিম স্বদেশবাসিগণকে অল্পই বিশ্বাস করিতেন। মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত ও পাঠানগণই তাঁহার বিশেষ বিশ্বস্ত পাত্র। তিনি পাঠানদিগকে সেনাবিভাগে স্থাপন করিতেন এবং মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিতগণকে রাজনীতির কূট সমস্যা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য সর্ব্বদা নিকটে রাখিতেন। শক্তাবৎগোত্রীয় ফৌজদার বিষণসিংহ ব্যতীত আর কোন রাজপুতই জালিমের অধীনে সম্মানসূচক পদ প্রাপ্ত হয় নাই। এতদ্ব্যতীত অনেক মুসলমান সেনাপতি তাঁহার নিকট বিশেষ অনুগ্রহলাভ করিয়াছিল। দলিলখাঁ ও মেহরাবখাঁ তাঁহার অতীব প্রিয় ও বিশ্বস্ত অনুচর ও বন্ধু। যে সকল বিরাট দুর্গপ্রাকারের বলে কোটাদুর্গ আজি ভারতে একটী অতুলনীয় কোট্ট, হইয়া রহিয়াছে, তৎসমুদায় দলিলখাঁর বুদ্ধিবলে গঠিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত এই কৌশলবিৎ মুসলমান সেনাপতি রাজপ্রতিনিধির নাম অক্ষুণ্ণ রাখিবার অভিপ্রায়ে ঝালরা পত্তন নামে একটী নগর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। শুদ্ধ তাহা নহে, কোটার অনেক স্থলে তৎকর্ত্তৃক অনেক বৃহৎ বৃহৎ দুর্গ স্থাপিত হইয়াছিল। সেই সকল দুর্গের বলে আজি কোটা ভারতের মধ্যে প্রধানতম দুর্জ্জয় রাজ্য হইয়া রহিয়াছে। জালিম প্রিয়তম দলিলের প্রতি এত স্নেহ প্রকাশ করিতেন যে, দলিলের মৃত্যুর পূর্ব্বে নিজের মৃত্যু প্রায়ই কামনা করিয়া বলিতেন;—"আমার কি এমন সৌভাগ্য হইবে যে, আমি দলিলকে রাখিয়া মরিতে পারিব?" মেহরাবখাঁ পদাতি

সেনার পরিচালক ছিলেন। তাঁহার সুচারু কৌশলে তদীয় অধীনস্থ সৈনিকগণ যুদ্ধবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিতে পারিয়াছিল। ইহারা সকলে প্রতিমাসে "বিশ রোজা" অর্থাৎ বিংশতি দিনের বেতন লাভ করিত; তদবশিষ্ট প্রাপ্যাংশ প্রত্যেক দ্বিতীয় বর্ষের শেষকালে তাহাদিগের হস্তে প্রদত্ত হইত।

চতুর্থ অধ্যায়।

একতাবন্ধনার্থ রাজাদিগকে ব্রিটিষগবর্ণমেণ্টের আহ্বান;—সর্ব্বপ্রথম তাহাতে জালিমের স্বীকার;—কোটারাজ্যে হেষ্টিংসের এজেণ্ট প্রেরণ;—পিণ্ডারীদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যোগ;—ইংরাজের সহিত একতাবন্ধনে জালিমের গূঢ় উদ্দেশ্য;—ভারতের সর্ব্বত্র শান্তি;—মহারাও উমেদসিংহের মৃত্যু;—সন্ধিপ্রস্তাব;—মহারাও উমেদসিংহের পুত্রগণ;—তাঁহাদের চরিত্র;—রাজপ্রতিনিধির পুত্রগণ;—দলবলের অবস্থা;—ছাউনি পরিত্যাগ করিয়া কোটায় আগমন;—কিশোরসিংহকে যৌবরাজ্যে অভিষেকার্থ ঘোষণা;—ব্রিটিষ এজেণ্টের প্রতি তাঁহার পত্র;—জালিমের সাংঘাতিক রোগ;—উত্তরাধিকারিত্ব বিধির বিপর্য্যয় সাধনার্থ ষড়যন্ত্র;—রাজপ্রতিনিধির অজ্ঞানতা;—ব্রিটিষগবর্ণমেণ্টের সঙ্কটময় অবস্থা;—পরিশিষ্ট প্রস্তাব সমূহে কিশোরসিংহের অস্বীকার;—ইহার ফলোদয়;—রাজপ্রতিনিধি কর্ত্তৃক রাজকুমারের অবরোধ;—অবরোধ অতিক্রম করিয়া রাজপুত্রের বহির্গমন;—ব্রিটিষ এজেণ্টের মধ্যস্থতা;—গরধনদাসের নির্ব্বাসন;—মহারাও এবং জালিমের পুনর্ম্মিলন;—মহারাওয়ের অভিষেক;—পরস্পরের স্বত্বপত্র;—জালিম কর্ত্তৃক কোটার সর্ব্বত্র দণ্ড নিবারণ।

১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ভারতের তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা লর্ড হেষ্টিংস দুর্দ্ধর্ষ পিণ্ডারীদিগের বিরুদ্ধে সমর ঘোষণা করিয়া রাজস্থানের সমস্ত রাজন্যবর্গের নিকট আহ্বানপত্র প্রেরণ করিলেন। সেই সকল আমন্ত্রণপত্রে লিখিত ছিল যে, যিনি সেই সর্ব্বমঙ্গলকর ব্যাপারে ব্রিটিষগবর্ণমেণ্টের সহিত যোগদান না করিবেন, তিনি শত্রুমধ্যে পরিগণিত হইবেন। ইংরাজের সেই সার্ব্বজনিক আহ্বান স্বীকার করা অতি কর্ত্তব্য বিবেচনায় জালিমসিংহ সর্ব্বপ্রথম ব্রিটিষ শাসন কর্ত্তার নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। অচিরকাল মধ্যে সমগ্র রাজস্থান তাঁহার আদর্শের অনুসরণ করিল।

এইরূপে যেদিন সমস্ত রাজপুত রাজন্য সমাজ ব্রিটিষের সহিত একতাবন্ধনে আবদ্ধ হইল, সেইদিন ভারতে ব্রিটনের ভাবী সাম্রাজ্যের বীজ উপ্ত হইল, সেইদিন ইংলণ্ডেশ্বর চতুর্থ উইলিয়মের মুকুটে অদৃশ্যভাবে কোহিনুর স্থান অধিকার করিল। ইংরাজের সহিত মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হইলে ভবিষ্যতে যে কিরূপ ফলোদয় হইবে, সে বিষয় জালিম ব্যতীত ভারতের আর কোন রাজনীতিজ্ঞ তৎকালে ভাবিয়াছিলেন কিনা, বলিতে পারি না। রাজনীতি-বিশারদ জালিমসিংহ ইংরাজের সেই আমন্ত্রণপত্র শ্রবণ করিবামাত্র তাহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন;—বুঝিতে পারিলেন যে ব্রিটিষগবর্ণমেণ্ট যে

সমর ঘোষণা করিতে অগ্রসর হইয়াছে, বস্তুত তাহা কেবল ভারতে শান্তিস্থাপনের যুদ্ধ নহে;—তাহা ইংরাজের জীবনসংগ্রাম;—তাহার জয় পরাজয়ের উপর তাহাদের ভাবী উন্নতির অথবা পতনের বীজ গূঢ় রহিয়াছে। জালিম ইচ্ছা করিলে বোধহয় রাজপুত নৃপতিদিগকে হস্তগত করিয়া ইংরাজের আশালতা সমূলে উৎপাটন করিতে পারিতেন; কিন্তু তিনি জানিয়া শুনিয়াও তাহা করেন নাই। ইহাতে তাঁহাকে অনেকে স্বদেশদ্রোহী ও ভারতকলঙ্ক বলিয়া গালি দিতে পারেন বটে; কিন্তু এস্থলে একবার বিচার করিয়া দেখা উচিত সেই গভীর ধীশক্তিসম্পন্ন রাজনীতিজ্ঞ চতুর কোটারাজপ্রতিনিধি কি উদ্দেশে সেই অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঈশ্বরাশীর্ব্বাদে দীর্ঘজীবন ভোগ করিয়া জালিমসিংহ ইংরাজদিগের অনুষ্ঠান সম্যক্‌রূপে অনুশীলন করিয়া দেখিয়াছিলেন। যেদিন চতুর ক্লাইব পলাশিযুদ্ধে জয়লাভ করিয়া পূর্ব্বরাজ্যে ইংরাজের ভাবী গৌরবের পুণ্যাহ করিলেন, সেইদিন হইতে লর্ডলেকের অবদান পরম্পরা পর্য্যন্ত ব্রিটনের সমস্ত কার্য্যবৃত্তান্ত কোটা রাজপ্রতিনিধির নখদর্পণে প্রতিভাত হইতেছে; সেই সমস্ত বিবরণ এক একটী অভিনিবেশ সহকারে পরীক্ষা করিয়া তিনি তাহাদের বলাবল বুঝিতে পারিতেছেন। তাঁহার দৃঢ় ধারণা হইয়াছে যে, ইংরাজকে দমন করিলেও ভবিষ্যতে সমস্ত ভারত তাহাদেরই করতলগত হইবে;—ভারত কখনও নিজে আপনাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। আজি ইংরাজের উদ্যম ব্যর্থ করিলে কালি অপর একটী পাশ্চাত্য জাতি ভারতে আধিপত্য স্থাপন করিবে। যে মোগল একদা প্রচণ্ড পরাক্রমের সহিত ভারতে সার্ব্বভৌম আধিপত্য পরিচালন করিয়াছে, আজি তাহার বর্ত্তমান বংশধর প্রভাত নক্ষত্রের ন্যায় অতি দীনভাবে কালহরণ করিতেছে; যে মহারাষ্ট্রীয়ের অমিত ভুজবলে একদা সমস্ত ভারত আলোড়িত হইয়াছিল, আজি তাহার সন্তান সন্ততিগণ রাজনীতির অবমাননা করিয়া কেবল দস্যুতার পূজায় নিরত; রাজপুতানা—এককালের বীর্য্য, বিক্রম, প্রতাপের লীলানিকেতন, বীরকুলের জন্মভূমি—রাজপুতানা আশ্রয়হীনা; আজি তাহা সামান্য পিণ্ডারী দস্যুভয়েও কম্পান্বিত; ভারতের কয়েকটী প্রধানতম রাজকুলের যখন এইরূপ দুরবস্থা, তখন কি ভারত সার্ব্বজনীন বিপ্লব,—অরাজকতা; অনৈক্য দূর করিয়া আবার স্বাধীন হইতে পারিবে?—পারিলে এতদিন হইত। তাহা হইলে যেদিন মূর্খ আরঙ্গজীব স্বহস্তে মোগল সাম্রাজ্যের মূলচ্ছেদ করিয়া, প্রচণ্ড বিপ্লব ও বিদ্রোহ তরঙ্গে রাজ্যকে ভাসমান্ রাখিয়া যন্ত্রণাময় জীবন হইতে মুক্তিলাভ করিল; তাহার পর যেদিন মোগলের শেষ যোগ্য বংশধর মহম্মদশাহ কয়েকটী বর্ব্বর ও কাপুরুষকে রাখিয়া ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন, সেইদিন ভারত বিজাতীয় অধীনতা-শৃঙ্খল দূরে নিক্ষেপ করিয়া স্বাধীন হইতে পারিত। তাহা হইলে আর পাপিষ্ঠ মির্জাফরের বিশ্বাসঘাতকতা জগৎকে দেখিতে হইত না; পলাশী,—চিলানওয়ালা,—যুদ্ধক্ষেত্র ভারত সন্তানের শোণিতে অভিষিক্ত হইত না। কিন্তু যাহা ভবিতব্য, তাহা কে খণ্ডন করে? শাস্ত্রবিশারদ জালিম স্বীয় অদ্ভুত ভাবী দর্শনবলে ভারতের ভাগ্যপট পাঠ করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, ইংরাজ ভিন্ন অপর কোন জাতি ভারতের তদানীন্তন অরাজকতা দূর করিয়া শান্তি

পুনঃস্থাপন করিতে পারিবে না। সেই জন্যই তিনি সর্ব্বপ্রথম লর্ড হেষ্টিংসের আমন্ত্রণপত্র স্বীকার করিলেন এবং ইংরাজের সহিত একতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া তাহাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ পরিষ্কার করিয়া দিলেন।

অনেকে বলেন যে, জালিমসিংহ স্বার্থসাধনের বশবর্ত্তী হইয়া ইংরাজের সহিত মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। আপনাদের মত সমর্থন করিবার নিমিত্ত তাঁহারা বলেন যে, যে সময়ে ইংরাজগণ রাজপুতদিগকে সমরার্থ আহ্বান করিল, তখন জালিমের বয়ঃক্রম অশীতির নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে তিনি স্বীয় পুত্রগণের ভবিষ্য ভাগ্য ভাবিয়া বড়ই উদ্বিগ্ন হইতেন; বিশাল রাজস্থানকে মন্ত্রমুগ্ধ রাখিয়া এতদিন তিনি যে অখণ্ড আধিপত্য পরিচালন করিলেন; তাহা কি তাঁহার পুত্রগণ করতলগত রাখিতে পারিবে? তাহাদের যেরূপ বিদ্যাবুদ্ধি, তাহাতে তাহারা অপর কাহারও সাহায্য না পাইলে পিতৃপদ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবে না। জরা আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছে, আর অল্পকাল পরেই সুখের সংসারে জলাঞ্জলি দিয়া অনন্ত নৈরাশ্যময় বিস্মৃতিসাগরে নিমগ্ন হইতে হইবে; তখন কে তাঁহার প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখিবে? এই সকল বিষয়ের চিন্তা একে একে বৃদ্ধ রাজনীতিজ্ঞের মনোমধ্যে উদিত হওয়াতে তিনি অবশেষে একটী উপায় উদ্ভাবন করিতে মনস্থ করিলেন। সেই উপায়ে ইংরাজের সহিত একতা-বন্ধন। ইংরাজ সাহায্য করিলে তাঁহার পুত্রগণ অনায়াসে তদীয় গৌরব ও পদ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবে। কিন্তু প্রথমতঃ তাঁহার সাহায্য ব্যতিরেকে ইংরাজ ভারতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা পাইতে পারিবে না; সুতরাং তাহাদিগকে যথাসাধ্য আনুকূল্য দান করা আবশ্যক। আবশ্যকীয় বিষয় ক্রমে কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারিত হইল। স্বার্থান্ধ জালিম অবশেষে সেই কর্ত্তব্য সাধন করিতে গিয়া স্বদেশের গলদেশে শৃঙ্খল অর্পণ করিলেন।

কূটনীতিক জালিমের মহান্ ও গভীর চরিত্র আলোচনা করিয়া দেখিলে উপরিউক্ত যুক্তিগুলিকে অনেক পরিমাণে সত্য ও ন্যায়সম্মত বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। ঐ সকল তর্ক তন্ন তন্ন করিয়া সমালোচনা করিয়া উহাদের যোগ্যতা অথবা অযোগ্যতা স্থিরীকরণে প্রয়াস পাওয়া এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। যদি কখনও জালিমের একখানি স্বতন্ত্র বিস্তৃত জীবনচরিত লিখিতে পারি, তাহা হইলে তাঁহার দুর্জ্জেয় চরিত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ সমালোচনা করিতে চেষ্টা করিব। এক্ষণে এই গ্রন্থের সীমাবদ্ধ কলেবরের মধ্যে সে বিষয়ের অবতারণা বৃথা। সুতরাং সমালোচ্য বিষয়ের আলোচনায় পুনঃ প্রবৃত্ত হইলাম। যে সকল মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত ও মুসলমান সেনাপতির প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগ ও দৃঢ় বিশ্বাসের নিদর্শন পাওয়া যায়, তাঁহাদের অনেকেই, তদ্ব্যতীত তাঁহার অপরাপর বন্ধুগণ ইংরাজের সহিত মৈত্রীবন্ধনে তাঁহাকে নিবর্ত্তিত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ জালিম তাঁহাদের সকলের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া যুক্তির সাহায্যে তাঁহাদিগকে পরাস্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ইংরাজের দৃঢ়তার উপর নির্ভর করিয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, ব্রিটিশগবর্ণমেণ্ট কখনও তাঁহার বিপক্ষতাচরণে প্রবৃত্ত হইবে না। এধারণা কেবল একবারমাত্র টলিয়াছিল। করিম খাঁর অধীনস্থ

পিণ্ডারীদলকে জালবদ্ধ করিবার মানসে তিনটী ব্রিটিষ সেনা তিন দিক হইতে যখন দস্যুদিগের উপর আপতিত হইবার উপক্রম করিল, সেই সময়ে জালিম একদা সংবাদ পাইলেন যে, তন্মধ্যে একটী বাহিনী তদধীন বরা নামক নগর লুণ্ঠন করিয়াছে। কোটার অস্ত্র শস্ত্র ও সৈন্যসামন্ত তৎকালে ব্রিটনের হস্তে আরোপিত ছিল। এই লোমহর্ষণকর সমাচার শ্রবণমাত্র জালিমের হৃদয় বিষম ঘৃণা ও রোষে আলোড়িত হইল। উদ্বৃত্ত ক্রোধাবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন " বয়সের অতীত বিংশতি বৎসরে যদি ফিরিয়া যাইতে পারি, তাহা হইলে দিল্লি ও দাক্ষিণাত্য এক করিতে সক্ষম হই।" এই কয়েকটী কথার অভ্যন্তরে যে গভীর ভাব নিহিত রহিয়াছে, তাহা উদ্ঘাটন করিতে পারিলে জালিমের দুর্জ্জেয় চরিত্র অনেক পরিমাণে বিশদ হইয়া পড়ে।

কোটার আদর্শে ক্রমে ক্রমে সমস্ত রাজস্থান ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের আমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। দেখিতে দেখিতে সকল রাজ্য হইতেই সেনাদল বহিষ্কৃত হইয়া ইংরাজের পতাকা-মূলে সমবেত হইতে লাগিল। কোটা হইতে তুরঙ্গ ও পদাতি সেনায় সর্ব্বসমেত পঞ্চদশ শত সৈনিক চারিটী কামান লইয়া সেনাপতি স্যারজন মেলকমের সহিত যোগদান করিবার নিমিত্ত নর্ম্মদা নদীর অভিমুখে অগ্রসর হইল। ক্রমে চারিদিক হইতে ইংরাজ ও রাজপুতসেনা দুর্দ্ধর্ষ দস্যুদল সমূহের উপর আপতিত হইতে লাগিল। চারি মাসের মধ্যে পিণ্ডারীগণ বিজিত এবং ভারতের দীর্ঘকালব্যাপিনী অশান্তি নিবারিত হইল। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ২১শে ডিসেম্বর দিবসে সাহিদপুর ক্ষেত্রে হলকারের বিষদন্ত ভগ্ন হইলে মহারাষ্ট্রীয় ও পিণ্ডারী দিগের অধঃপতনের পথ পরিষ্কৃত হইয়া আসিল। ক্রমে একমাসের মধ্যে তাহাদের বিক্রম পরাহত হইয়া ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ২৫শে জানুয়ারি দিবসে দস্যুচূড়ামণি চিতুর পরাজয় হইলে ভারতের দগ্ধহৃদয়ে শান্তিবারি সিঞ্চিত হইল। উক্ত বৎসর মার্চ্চ মাসে শতদ্রু হইতে সাগরোপকূল পর্য্যন্ত শান্তি বিরাজ করিল। শান্তিপ্রিয় হিন্দুবৃন্দগণ দুই হাত তুলিয়া ইংরাজ বাহাদুরকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল।

এইরূপ অনুকূল ঘটনাস্রোত প্রবাহিত হইয়া ইংরাজের সৌভাগ্যের পথ পরিষ্কার করিয়া দিতে লাগিল। সেই সঙ্গে অন্য অন্য রাজপুত রাজ্যের সহিত কোটাও দুর্দ্ধর্ষ দস্যুদলের অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া ইংরাজের উন্নতিপ্রবাহের এক একটী তরঙ্গ গণনা করিতে লাগিল। এমন সময়ে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে মহারাও উমেদ সিংহ মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে জালিম সিংহ যে বিষম সঙ্কটে পতিত হইলেন, ইংরাজের সাহায্য না পাইলে তাহা হইতে তিনি নিষ্কৃতি পাইতেন কি না সন্দেহ। কিশোর সিংহ, বিষণসিংহ ও পৃথ্বীসিংহ নামে তিনটী পুত্র রাখিয়া মহারাও উমেদসিংহ পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুকালে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র কিশোরসিংহের বয়ঃক্রম চল্লিশ বৎসর। কিশোরসিংহ অতীব শান্তপ্রকৃতি ছিলেন। আজন্ম অবরোধবাসে কালাতিপাত করাতে তিনি স্বভাবতঃ ধর্ম্মপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছিলেন, সুতরাং বিষয়ব্যাপারে তাঁহার বড় একটা আসক্তি ছিল না। বাল্যকালাবধি ভট্টগ্রন্থসমূহে স্বীয় পিতৃপুরুষগণের বীরত্ব ও মহত্ত্বের বহুল বিবরণ পাঠ করিয়া তিনি

হারকুলের গৌরবরক্ষার্থ বিশেষ সমুৎসুক; কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের শান্তিময় ধর্ম্মভাব বলবৎ হইয়া উঠাতে তিনি পিতৃপদবী অনুসরণ করিয়াছিলেন এবং "নানাসাহেব"* যাহা করিতেন, তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারিতেন না।

বিষণসিংহ জ্যেষ্ঠ অপেক্ষা তিন বৎসর কনিষ্ঠ। তিনিও অগ্রজের ন্যায় শান্ত ও ধর্ম্মপ্রিয় এবং রাজপ্রতিনিধির বিশেষ অনুরক্ত। সর্ব্ব কনিষ্ঠ পৃথ্বীসিংহের বয়স ত্রিংশৎ বর্ষের ও ন্যূন। তাঁহার স্বভাব উগ্র ও উদ্ধত। প্রকৃত রাজপুতের ন্যায় তিনি অবিরত যুদ্ধতৃষ্ণায় উৎকণ্ঠিত। কোটার বর্ত্তমান শাসনপ্রণালী আদৌ তাঁহার মনোনীত নহে। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, চতুর স্বার্থপর জালিম তাঁহাদিগকে চিরজীবন অধীন রাখিয়া নিজ দুরভীষ্ট সাধন করিবেন। পিতা বর্ত্তমানে পৃথ্বীসিংহ এতদিন অনেক কষ্টে জালিমের দুর্ব্যবহার সহ্য করিয়াছেন, কিন্তু এক্ষণে মহারাও উমেদসিংহ পরলোকগত; এখন কে সাহসী পৃথ্বীসিংহের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ করিবে? তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, সেই গ্লানিকর হেয় অধীনতা হইতে মুক্তি লাভ করিবেন, নয় আত্মোদ্ধারার্থ নিহত হইবেন। এক্ষণে সেই প্রতিজ্ঞা-পালনের সুযোগ দেখিতে লাগিলেন। সুখের বিষয় ভ্রাতৃত্রয় পরস্পরের প্রতি অনুগত ছিলেন। তবে বিষণসিংহের প্রতি কাহারও কাহারও একটু সন্দেহ ছিল যে, তিনি স্বার্থসাধনের জন্য জালিমের বিশেষ অনুগত হইয়াছিলেন। এ সন্দেহ অমূলক কি সমূল, তাহা শীঘ্রই জানা যাইবে।

জালিমের দুইটী পুত্র;—জ্যেষ্ঠ মধুসিংহ শুদ্ধজাত, কনিষ্ঠ গরধন দাস উপপত্নীর গর্ভজাত। জালিম গরধন দাসকেই অধিক স্নেহ করিতেন; এবং সেই জন্য তাঁহাকে মধুসিংহের সহিত সমান ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সমালোচ্য কালে মধুসিংহের বয়ঃক্রম প্রায় ষট্‌চত্বারিংশৎ বর্ষ। যদি কোন সামুদ্রতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি তাঁহার মুখাবয়ব পরীক্ষা করিত তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই দেখিতে পাইত যে, তাহাতে প্রতিভাশালিতার অণুমাত্র লক্ষণও পরিব্যক্ত নাই। মহারাও উমেদসিংহ নিজ পুত্রগণের উপযুক্ত শিক্ষায় ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়া তাহাদের উন্নতিপথে সমূহ বাধা স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি জালিম পুত্রদ্বয়কে বিশেষ প্রশ্রয় দিতেন, এমন কি রাজপুতগণের সহিত তাহাদের কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে তিনি প্রায়ই মধুসিংহ ও গরধনদাসের পক্ষ সমর্থন করিতেন। ১৮১১ খৃষ্টাব্দের সংঘর্ষকালে জালিমসিংহ কোটা পরিত্যাগ করিয়া রোতানগরে শিবির স্থাপন করিলে মহারাও উমেদসিংহ মধুসিংহকে ফৌজদার পদে স্থাপন করিয়াছিলেন। ফৌজদারকে তৎকালে সমস্ত সেনাদল পরিচালন এবং তাহাদের বেতন বিতরণ করিতে হইত। এতদনুসারে মধুসিংহের হস্তে উক্ত উভয়বিধ কার্য্যভারই অর্পিত হইয়াছিল। নবীন ফৌজদার সেনাদল কিরূপে পরিচালিত করিয়াছিলেন, তাহার কোন বিবরণ পাওয়া যায় না; কিন্তু তিনি যে তাহাদের বেতন বণ্টনে বিশেষ দক্ষতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার বিশেষ উদাহরণ পাওয়া যায়। নিজ হস্তে বিপুল ধন প্রাপ্ত হইয়া চতুর মধুসিংহ স্বেচ্ছামত আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিলেন; তাঁহার

* মহারাও উমেদ ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ জালিমকে এই উপাধি দিয়াছিলেন।

বেশভূষা, তাঁহার যানবাহনের শোভাসৌন্দর্য্য দেখে কে? যাঁহার ধনে তিনি তত বিলাসবিভব ভোগ করিয়াছিলেন, তিনি জীবনে কখনও সেরূপ কল্পনা করিয়াছেন, কি না সন্দেহ। মধুসিংহের গৌরব দেখিয়া রাজপুত্রগণেরও ঈর্ষা উদ্রিক্ত হইয়াছিল।

গরধনদাসের স্বভাব জ্যেষ্ঠের ঠিক বিপরীত। তিনি মধুসিংহ অপেক্ষা উনিশ বৎসর ছোট; সুতরাং তৎকালে তাঁহার বয়ঃক্রম সপ্তবিংশতি বৎসর মাত্র। তিনি স্বভাবতঃ তীব্র, উদ্ধত, চতুর ও সাহসী। মধুসিংহের ন্যায় তিনি বৃথা গর্ব্বিত, বিলাসপ্রিয় ও কাপুরুষ নহেন। তাঁহার পুরুষত্ব ও ন্যায়ানুরাগ ছিল। সেইজন্য রাজকুমারগণ তাঁহাকে বড় ভাল বাসিতেন। তাঁহাদের তিন জনেরই——বিশেষতঃ কিশোরসিংহও পৃথ্বীসিংহের সহিত তাঁহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। গরধনদাস জালিমের বার্দ্ধক্যের পুত্র; সুতরাং অতি স্নেহভাজন। তিনি তাঁহাকে প্রধানপদে অভিষেক করিয়াছিলেন। তৎকালে রাজসরকারের শস্যাদির উপর তত্ত্বাবধারণ করা প্রধানের কার্য্য ছিল। উক্ত নূতন পদে অভিষিক্ত হওয়াতে গরধনদাসকে বিপুল অর্থ দানাদান করিতে হইত; ইহাতে তাঁহার নিকট প্রায়ই অনেক টাকা থাকিত।

গরধনদাস ও মধুসিংহ পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী; উভয়ের মধ্যে দারুণ শত্রুতা ও বিদ্বেষভাব চির প্রজ্বলিত। বিশেষতঃ মধুসিংহ গরধনকে জারজ বলিয়া ঘৃণা করিতেন এবং সময়ে সময়ে অতি অশ্রাব্য ও কটু গালি দিতেন। এইরূপে উভয়ের মধ্যে ঘোরতর অসদ্ভাব ছিল। জালিম নীতিবিশারদ হইয়াও স্বীয় পুত্রদিগের বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে মনোযোগ করেন নাই। এই বিষম ত্রুটি নিবন্ধন যে ঘোরতর ক্ষতি হইয়াছিল, তাহাতে জালিমকে স্বীয় অবিমৃশ্যকারিতার জন্য যার পর নাই পরিতাপ পাইতে হইয়াছিল।

কোটারাজ্যের এইরূপ অবস্থা, এমন সময়ে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে মহারাও উমেদ সিংহের মৃত্যু হইল। তাঁহার মৃত্যুতে রাজপরিবার মধ্যে কতকগুলি গূঢ় কল্পনা উন্মেষিত হইয়া জালিমের অবস্থাকে বিপন্ন করিয়া ফেলিল। মহারাওয়ের মৃত্যুকালে জালিম গাগরৌন নগরে স্বীয় স্কন্ধাবারে অবস্থিতি করিতেছিলেন। রাজার মৃত্যুসম্বাদ প্রাপ্ত হইবা মাত্র তিনি শিবির পরিত্যাগ পূর্ব্বক ত্বরিতগতিতে রাজধানীতে প্রত্যাগত হইলেন। যাহাতে মহারাওয়ের অন্ত্যেষ্টি সৎকার যথাবিধানে সংসাধিত হয় এবং কোটার সিংহাসনে কিশোরসিংহ অভিষিক্ত হয়েন, তদ্বিষয়ে সহায়তা করাই তৎকালে তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

এই সময়ে ব্রিটিষ পোলিটিক্যাল এজেণ্ট মারবার হইতে মিবাররাজ্যে গমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে তিনি কোটা রাজপ্রতিনিধি জালিমের পত্র * পাইয়া মহারাও

* সেই পত্রের অনুবাদ এস্থলে সন্নিবেশিত হইল;—

১লা সাফরের পূর্ব্বে রবিবার পর্য্যন্ত মহারাও উমেদ সিংহের শরীর সম্পূর্ণ ভাল ছিল। সেইদিন সূর্য্যাস্তের প্রায় এক ঘণ্টা পরে ভগবান ব্রজনাথজির পূজার্থ তিনি মন্দিরে গমন করিলেন। ছয়বার প্রণিপাতের পর সপ্তমবার যাই প্রণত হইতে যাইবেন, অমনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, এবং সম্পূর্ণ অচেতন অবস্থায় রহিলেন। সেই অবস্থাতেই তাঁহাকে তদীয় শয়নাগারে লইয়া যাওয়া হইল; সর্ব্বপ্রকার চিকিৎসা

উমেদের মৃত্যুসংবাদ অবগত হইলেন। পত্র পাঠমাত্র তিনি কোম্পানি বাহাদুরকে সমস্ত বিষয় জ্ঞাপন করিয়া আদেশ প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন এবং উদয়পুরে যাইয়া পত্রের প্রত্যুত্তরের প্রত্যাশায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কতিপয় দিবস মিবারের রাজধানীতে অতিবাহিত হইলে এজেণ্ট সাহেব বৃটিষ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে অনুমতি পাইয়া কোটার অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কোটার সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া তিনি দেখিলেন জালিম রাজধানীর এক মাইল দূরে শিবির স্থাপন করিয়া রহিয়াছেন; কিন্তু তদীয় পুত্র মধুসিংহ তাঁহার প্রাসাদে থাকিয়া মহাধূমধামের সহিত আমোদপ্রমোদ করিতেছেন। তৎকালে কিশোরসিংহ ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ দুর্গাভ্যন্তরস্থ প্রাসাদে অবস্থিত। পৃথ্বীসিংহ ও গরধনদাস নবীন ভূপতির নিকটে দিবারাত্রি থাকিয়া তাঁহাকে আপনাদের মন্ত্রণায় নমিত করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন;—বিষণসিংহ দূরে অবস্থিত। তাঁহার সহিত তাঁহাদের কাহারও মনোমিল ছিল না। রাজপ্রতিনিধির প্রতি বিষণের অধিক আনুরক্তি দেখিয়া তাঁহার ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে "বিশ্বাসঘাতক" বলিয়া ঘৃণা করিতেন। প্রাসাদের অভ্যন্তরে গূঢ়ভাবে যে, তদ্বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র রচিত হইতেছিল, চতুর জালিম তাহার কিছুই জানিতে পারেন নাই। তিনি একবার স্বপ্নেও ভাবিয়া দেখেন নাই যে, তাঁহার প্রিয়তম পুত্র গরধন পিতার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিবে! কিন্তু যে চতুর জালিমের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অতন্দ্রিত সতর্কতার সম্মুখে অতি গূঢ় ষড়যন্ত্রও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইত, তাহা যে, তাহার পুত্রের অভিপ্রায় উদ্‌ঘাটন করিতে অক্ষম হইবে, তাহা সহজে বিশ্বাস করা যায় না। যাহাহউক, মহারাও উমেদসিংহের মৃত্যুর পর জালিম বিষম পীড়াগ্রস্ত হইলেন। বর্ণিত আছে, দারুণ চিন্তার অবিরল বিষদংশনে কাতর হইয়া তিনি পীড়াক্রান্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যে, কিরূপ চিন্তায় উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন, দুঃখের বিষয় তৎসম্বন্ধে কিছুই জানিবার উপায় নাই। মহারাও উমেদসিংহের মৃত্যুতে তিনি কি কোটারাজ্যের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন? অথবা অন্য কোন স্বার্থসাধিনী চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইয়াছিল? এ রহস্য উদ্ভেদ করা কঠিন।

একে বৃদ্ধ বয়স, তাহার উপর দারুণ রোগের আক্রমণ; জালিমের স্বাস্থ্যলাভ বিষয়ে অনেকেরই সন্দেহ হইল। বস্তুতঃ তাঁহার পীড়াও দিন দিন বাড়িতে লাগিল। তাঁহার রোগ বৃদ্ধি দেখিয়া পৃথ্বীসিংহ ও গরধন দাসের মনোমধ্যে নানা আশার উদয় হইতে লাগিল। তাঁহারা মনে করিলেন বুঝি এত দিনের পর বিধাতা তাঁহাদিগের প্রতি

করা হইল,—কিন্তু সমস্তই বিফল; মহারাও আর নয়ন উন্মীলন করিলেন না; পরদিন প্রাতঃকালে তিনি স্বর্গধামে যাত্রা করিলেন।

এরূপ শোকদুঃখ শত্রুর কাছেও গোপন করা যায় না; কিন্তু বিধিলিপি কে খণ্ডন করিতে পারে? আপনি আমাদিগের বন্ধু; মহারাও যাঁহাদিগকে রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সম্মান ও মঙ্গল আপনার উপর নির্ভর করিতেছে। স্বর্গীয় মহারাওয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহারাও কিশোরসিংহ গদিতে স্থাপিত হইয়াছেন। বন্ধুর বিজ্ঞাপনের নিমিত্ত এই বিবরণ লিখিত হইল। ইতি তারিখ ১লা সাকয় হিঃ ১২৩৫ (২১ নভেম্বর ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে)।

সুপ্রসন্ন হইলেন। জালিম পরলোক গত হইবেন; মধুসিংহকে কোটা হইতে স্থানান্তরিত করিয়া দিয়া তাঁহারা স্বাধীন জীবন সম্ভোগ করিতে পাইবেন; রাজকুমার-গণের চরণের শৃঙ্খল উন্মুক্ত হইবে। এই প্রকার নানাবিধ আশার মোহনমন্ত্রে উৎসাহিত হইয়া পৃথ্বীসিংহ ও গরধন দাস ভিতরে আপনাদিগের উদ্দেশ্য সাধনের আয়োজন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাদের অভিপ্রায় সিদ্ধির বিরুদ্ধে বাধা পড়িল; কেননা অল্প সময়ের মধ্যেই জালিম পুনর্ব্বার সুস্থ হইয়া উঠিলেন। তথাপি তাঁহারা হতাশ হইলেন না; তখন তাঁহাদের উদ্দেশ্য প্রায় পরিপক্ক হইয়া আসিয়াছে এবং মধ্যাহ্ন সূর্য্যের স্থায় সকল ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির নিকট প্রকাশমান হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় জালিম তখনও কিছু জানিতে পারিলেন না! অবশেষে ব্রিটিষ এজেণ্ট তাঁহাকে সমস্ত বিষয় বিজ্ঞাপন করিয়া বলিলেন,—"আপনি দেখিতেছেন না আপনার পুত্রদ্বয় পরস্পরের বিরুদ্ধে অসিধারণ করিয়া আপনারই পদে কুঠারাঘাত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। গরধন দাস মহারাও কিশোর সিংহ ও রাজকুমার পৃথ্বীসিংহের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া মধু সিংহকে প্রতিনিধির পদ হইতে বিচ্যুত করিবার ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যদি তাঁহাদের উদ্যম সফল হয়, তাহা হইলে আপনারই অনিষ্ট; আপনি এতদিন পরিশ্রম করিয়া যে প্রভুত্ব পরিস্থাপন করিলেন, বুঝি তাহা আপনার সহিত চিতানলে ভস্মীভূত হইয়া যায়।"

এজেণ্টের বাক্য শ্রবণ করিয়া চতুর জালিম সিংহ সমস্তই বুঝিতে পারিলেন;—তখন তাঁহার দৃঢ় ধারণা হইল যে, তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপ্রতিষ্ঠিত গৌরব ও প্রভুতা অক্ষুণ্ণ থাকিবে না। কিন্তু তাঁহার ভয় কি? দোর্দ্দণ্ড প্রতাপবান্ ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার পরম মিত্র। তাঁহার আনুকূল্যেই তাঁহারা ভারতে দৃঢ় আধিপত্য লাভ করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহারা তাঁহাকে ত্যাগ করিবেন?—না, কখনই না। জালিমের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, কোম্পানি বাহাদুর তাঁহার অসময়ে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবেন না। বস্তুতঃ, ব্রিটিষ এজেণ্ট তাঁহাকে নানাপ্রকারে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন, এবং মহারাও কিশোরসিংহকে অনুরোধ করিয়া মধুসিংহকে রাজপ্রতিনিধিপদে দৃঢ় রাখিতে চেষ্টা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। সত্যের বিরুদ্ধে অসত্যকে প্রশ্রয় দান, ধর্ম্মের বিরুদ্ধে অধর্ম্মের উৎসাহ দান, স্থায়ের উপরে অন্যায়কে সিংহাসন প্রদান!—ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের এ কিরূপ নীতি? তাঁহারা কি জানিতেন না যে, জালিম প্রকৃত রাজাকে ক্রীড়পুত্তলি স্বরূপ রাখিয়া অন্যায় রূপে কোটার রাজক্ষমতা পরিচালন করিতেছিলেন? তাঁহারা কি বুঝিতে পারেন নাই যে, মধুসিংহ পিতার পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে রাজকুমারগণ অধীনতা-শৃঙ্খলে চিরকালই কষ্ট পাইবেন!—নিশ্চয়ই। তথাপি জানিয়া শুনিয়া কেন তাঁহারা অধর্ম্মের প্রশ্রয়দানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন? প্রত্যুত্তরে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, ইংরাজ বড় কৃতজ্ঞ জালিমের বিশেষ সাহায্যে ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট রাজপুতনায় আধিপত্য লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। সেইজন্য তৎকৃত উপকারে প্রত্যুপকার প্রদান করিবার নিমিত্ত তাঁহারা তাঁহার অন্যায় প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে হইবে বলিয়া যে, একজনের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া অপরের উপকার করিতে হইবে, ইহা কোন্ ধর্ম্ম শাস্ত্রের অনুমোদিত? কিন্তু স্বার্থের সম্মুখে শাস্ত্রাশাস্ত্র, ন্যায়ান্যায়, ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই তিষ্ঠিতে পারে না। ব্রিটিষ নীতির সমর্থকগণ যাহাই বলুন না কেন, আমরা দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি তাহার মূলদেশে ইংরাজের স্বার্থ গূঢ়ভাবে প্রচ্ছন্ন ছিল। যাহা হউক, কিশোরসিংহের সহিত মধুসিংহের সমস্ত সদ্ভাব ও আলাপ সম্ভাষণ শেষ হইল। রাজকুমারগণ দুর্গদ্বার রুদ্ধ করিয়া আপনাদের ষড়যন্ত্র সুদৃঢ় করিতে লাগিলেন। জালিম বিষম সঙ্কটে পতিত হইলেন। ব্রিটিষ এজেণ্ট তাঁহাদিগকে পুনর্মিলিত করিবার চেষ্টায় রাজাকে নানাপ্রকার অনুরোধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিশোরসিংহ তাঁহার কোন অনুরোধ গ্রাহ্য করিতে চাহিলেন না। ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের উপর তাঁহার আদৌ বিশ্বাস রহিল না। তিনি এজেণ্টের কোন কথাতেই কর্ণপাত করিলেন না। তাহার উপর যখন আবার শুনিলেন যে, ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট রাজপ্রতিনিধি জালিমের প্রভুত্ব সমর্থন করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, তাঁহাদের মতে জালিমই কোটার প্রকৃত প্রভু, এবং মুকুটধারী রাজা সাতারার মহারাষ্ট্রীয় ও দিল্লীর মোগলের ন্যায় কেবল নাম মাত্র রাজা, তখন আর তাঁহার ক্ষোভের সীমা পরিসীমা রহিল না। তিনি হস্তদ্বারা স্বকর্ণ আবরণ করিয়া বলিলেন "যাহারা আমাকে মহারাষ্ট্রীয় ও মোগলের সহিত তুলনা করে, তাহারা আমার শত্রু; আমি তাহাদের কোন কথাই শুনিতে চাহি না।" মধুসিংহকে রাজপ্রতিনিধি-পদ প্রদান করিবার নিমিত্ত ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের সহিত যে পরিশিষ্ট সন্ধিপত্র প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহাও তিনি গ্রাহ্য করিলেন না।

জালিমের মনোরথ সিদ্ধ হইল না। তিনি দেখিলেন যে, পৃথ্বীসিংহ ও গরধনদাস যতদিন কিশোরসিংহের নিকটে থাকিবেন, ততদিন মহারাওকে কিছুতেই আয়ত্ত করিতে পারা যাইবে না। কিন্তু এ উদ্দেশ্য কি উপায়ে সাধিত হইতে পারে? তাঁহারা সকলেই দুর্গমধ্যে অবস্থিত; দুর্গদ্বার রুদ্ধ; যদি বলসহকারে অভিপ্রায় সাধন করিতে হয়, তবে এক দুর্গপ্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক তন্মধ্যে প্রবেশ করা; নয় তাহার অবরোধ। প্রথম উপায়ে বিবাদ ঘোরতর হইবার সম্ভাবনা, তাহাতে হয়ত রাজকুমারের প্রাণ বিয়োগ হইতে পারে; সুতরাং সেটীর পরিবর্ত্তে দ্বিতীয় উপায়টী যুক্তিযুক্ত বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। অনন্তর জালিম কোটা দুর্গ অবরোধ করিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় যে, খাদ্যদ্রব্য নিঃশেষ হইলেই কিশোরসিংহ দুর্গদ্বার উন্মোচন করিতে বাধ্য হইবেন। বাস্তবিক, তাহাই কার্য্যে পরিণত হইল। যতদিন আহারাদি রহিল, ততদিন মহারাও দ্বার উদ্‌ঘাটন করিলেন না, অবশেষে নিরুপায় হইয়া দুর্গ পরিত্যাগ করিতে মনস্থ করিলেন। তৎকালে পাঁচ শত মাত্র অশ্বারোহী তাঁহার সহায় ছিল। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই হার। স্বীয় প্রজাবর্গের রাজভক্তির উপর নির্ভর করিয়া সেই স্বল্পসংখ্যক সৈনিক সমভিব্যাহারে মহারাও কিশোরসিংহ দুর্গদ্বার উন্মোচন পূর্ব্বক বহির্গত হইলেন। তাঁহার রণতুরঙ্গের পর্য্যানচূড়ে হারকুলের অধিষ্ঠাতৃদেব স্থাপিত, চতুর্দ্দিকে অসংখ্য পতাকা উদ্যত, এবং রণবাদ্য নিনাদিত;—এইরূপ প্রকৃত

রণরঙ্গে মত্ত হইয়া উৎকট জয়নাদ সহকারে মহারাও কিশোরসিংহ সদলে দুর্গ হইতে বহির্দ্দেশে আসিলেন। সৌভাগ্যবশতঃ তাঁহার গতি প্রতিরোধ করিবার নিমিত্ত অবরোধক সেনার প্রতি কোন আদেশ প্রদত্ত হয় নাই; সুতরাং তিনি স্বীয় দলবল সহ নিরাপদে রাজ্যের দক্ষিণভাগে উপস্থিত হইলেন।

কোটারাজের কার্য্যবিবরণ অচিরকাল মধ্যে এজেণ্টের গোচরিত হইল; অমনি তিনি জালিমের শিবিরাভিমুখে দ্রুতবেগে যাত্রা করিলেন;—অল্প সময়ের মধ্যেই তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, শিবিরের চারিদিকেই গণ্ডগোল;—সৈন্যগণ বিভ্রান্ত ও ত্রস্তভাবে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে। অনন্তর জালিমের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "এক্ষণে ও অনর্থ নিবারণের নিমিত্ত আপনি কি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, অথবা করিতে মনস্থ করিয়াছেন?" জালিমের অবস্থা তখন নিতান্ত সঙ্কটাপন্ন। কি করিলে কি হইবে, তাহার অবধারণে তিনি তখন সম্পূর্ণ বিমূঢ়। তাঁহার চিত্ত সন্দেহে অবিরত দোলায়মান। এজেণ্টের উক্ত প্রশ্ন শ্রবণে তিনি উত্তর করিলেন, "আমি এক্ষণে আমার রাজার অনুগত হইয়া তাঁহার সেবা করিব। প্রভুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া কলঙ্কের ভাগী হওয়া অপেক্ষা বরং আমি নাথদ্বারে গিয়া ভগবানের পূজায় দিবারাত্র নিরত থাকিব।" জালিমের মুখে রাজভক্তির পরিচায়ক এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রিটিষ এজেণ্ট মনে মনে আহ্লাদিত হইলেন; এবং তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া রাজার অভিমুখে অশ্ব চালিত করিলেন। তিনি দেখিলেন রাজধানীর ছয় মাইল দক্ষিণে রঙ্গবাড়ী নামক একটী পল্লিতে কিশোরসিংহ সদলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। রাজার সৈন্য ও তাহাদের তুরঙ্গগণ উদ্যানবটীকার প্রাচীরের বহির্ভাগে দলে দলে স্থানে স্থানে বিচ্ছিন্ন রহিয়াছে এবং তিনি স্বয়ং স্বীয় কয়েকজন মন্ত্রী ও সর্দ্দারের সহিত প্রাসাদ মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া ভাবী অনুষ্ঠানের বিষয় অবধারণ করিতেছেন। শিষ্টাচার বিধি প্রকাশ করিবার আর সময় নাই; সুতরাং স্বীয় আগমনবার্ত্তা ঘোষিত হইবার পূর্ব্বেই এজেণ্ট সাহেব উদ্যানভবনে প্রবেশ করিলেন। বিষম মনোভঙ্গ সত্ত্বেও রাজকুমারগণ শীলতা ও শিষ্টাচার ভুলিলেন না। এজেণ্টকে দেখিয়া তাঁহারা সাদরে গ্রহণ করিলেন; এজেণ্টও বিনয় ও শীলতা সহকারে তাঁহাদের সকলকে অভিবাদন করিয়া নির্দ্দিষ্ট আসন গ্রহণ করিলেন। অনন্তর অতি অল্প সময়ের মধ্যে রাজা ও সর্দ্দারদিগকে সুমিষ্ট ভর্ৎসনা করিয়া এজেণ্ট সাহেব শেষোক্ত ব্যক্তিদিগকে ধীর গম্ভীর স্বরে বলিলেন "সর্দ্দারগণ! আপনারা না বুঝিয়া বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন; রাজার উপকার হইবে মনে করিয়া আপনারা যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে আপনাদের অভীষ্ট কিছুমাত্র সিদ্ধ হইবে না, বরং ইহাতে আপনারাই বিপদে পতিত হইবেন;—ব্রিটিষগবর্ণমেণ্ট আপনাদিগকে শত্রু বলিয়া জ্ঞান করিবে; অতএব এখনও সময় আছে, এই বেলা ও পথ পরিত্যাগ করুন।" অতঃপর তিনি গরধনদাসের প্রতি স্বীয় জলন্ত নয়ন বিক্ষেপ করিয়া ভয়ঙ্কর স্বরে বলিতে লাগিলেন "পিতৃদ্রোহী ভ্রমান্ধ যুবক! তুমি রাজার সর্ব্বনাশ

করিতে বসিয়াছ! যে পিতা হইতে তুমি জগতে আনীত হইলে, তাঁহারই বিরুদ্ধে যখন অসি উদ্যত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, তখন তোমা হইতে কাহারও উপকার হইতে পারে না। রাজা যদি মনে করিয়া থাকেন যে, তোমা দ্বারা তাঁহার উপকার সাধিত হইবে, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই ভ্রান্ত—" এজেণ্টের ভর্ৎসনা পূর্ণ বাক্য শেষ হইতে না হইতে গরধনের বদনমণ্ডল গম্ভীর হইয়া আসিল, নয়নদ্বয় আরক্ত হইয়া উঠিল, ওষ্ঠাধর ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল; দন্তে দন্ত নিষ্পেষিত করিয়া এজেণ্ট সাহেবের প্রতি কুটিল ভ্রূকুটি বিক্ষেপ পূর্ব্বক ক্ষিপ্রহস্তে তিনি স্বীয় তরবার কোষোন্মুক্ত করিবার উপক্রম করিলেন। কিন্তু সাহসী ব্রিটিষকর্ম্মচারী ঘৃণা ব্যঞ্জক ঈষৎ হাস্যে তাঁহাকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া রাজার দিকে ফিরিলেন এবং গম্ভীরতর স্বরে বলিলেন "মহারাও! আমার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবেন না, এখনও সময় আছে, এখন যদি আমাদের পরামর্শ গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে পরিশেষে আপনাকে নিশ্চয়ই পরিতাপ পাইতে হইবে। তখন আপনার কোন কথাই গ্রাহ্য হইবে না। সেই জন্য বলিতেছি এখনও সময় আছে; এখন আপনার অনুকূলে দ্বার উন্মুক্ত আছে। এ দ্বার একবার রুদ্ধ, হইলে আর পুনর্ব্বার উদ্‌ঘাটিত হইবে না। আমাদের কথা শুনিলে আপনি যাহা বলিবেন, আমরা আপনার সম্মান মর্য্যাদা, সুখ ও শান্তির জন্য তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি, একমাত্র নিবেদন—রাজপ্রতিনিধির ক্ষমতা অপহরণ করিতে পারিবেন না; আমরা তাঁহাকে রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত আছি।" কিশোরসিংহ ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। নানাপ্রকার চিন্তায় আকুল হইয়া তিনি তৎকালে কিছুই স্থির করিতে সক্ষম হইলেন না। তাঁহাকে দোলায়মান চিত্ত দেখিয়া এজেণ্ট সাহেব চীৎকার স্বরে আদেশ করিলেন "মহারাওয়ের ঘোটক শীঘ্র প্রস্তুত কর।" তৎপরে সসম্ভ্রমে তাঁহার হস্তধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে উত্তোলন করিয়া বলিলেন "গাত্রোত্থান করুন, আপনার অশ্ব সজ্জিত হইয়াছে।" কিশোরসিংহ কলচালিত পুত্তলিকার ন্যায় এজেণ্টের সহিত গমন করিয়া স্বীয় তুরঙ্গে আরোহণ করিলেন; আরোহণ করিবার সময় তাঁহাকে বলিলেন "আপনাকে আমি বন্ধুর ন্যায় মান্য করি, এক্ষণে সেই বন্ধুতার উপর নির্ভর করিয়া রহিলাম।" অতঃপর উভয়ে স্ব স্ব অশ্বে আরূঢ় হইয়া "রঙ্গবাড়ী" হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তাঁহাদের বিদায়কালে একমাত্র পৃথ্বীসিংহ ভিন্ন আর সকলেই অবনত মস্তকে রহিলেন।

মহারাও কিশোরসিংহ ও ব্রিটিষ এজেণ্ট রাজার সৈন্যসামন্তে পরিবৃত হইয়া একত্রে গমন করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে আর কোন কথাই হইল না। এইরূপে তাঁহারা দুর্গ মধ্যে পুনঃপ্রবিষ্ট হইলেন; কিন্তু এজেণ্ট সাহেব তখনও রাজার পার্শ্ব পরিত্যাগ করিলেন না। পরিশেষে রাজাকে সিংহাসনে পুনঃস্থাপন করিয়া ধীর ও প্রশান্ত ভাবে বলিলেন "রাজন্! আপনার মঙ্গল ভিন্ন কখনও মুহূর্ত্তের জন্য অমঙ্গল কামনা করি নাই। আমার একান্ত ইচ্ছা ব্রিটিষের আশ্রয়ছায়াতলে আপনি পরম সুখে

রাজ্য শাসন করুন; কিন্তু আপনাকে গুটিকতক পরামর্শ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। এখন যেরূপ সময় উপস্থিত হইয়াছে, তদুপযোগী নীতি অবলম্বন না করিলে আপনি কথনই নির্ব্বিঘ্নে রাজ্য করিতে পারিবেন না। রাজপ্রতিনিধির সহিত আপনি শত্রুতা করিতে পাইবেন না; আমরা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, যে কোন উপায়ে হউক, তাঁহার ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিব; অতএব তাহার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করুন, গরধনদাস ও রাজকুমার পৃথ্বীসিংহকে আপনার নিকট হইতে অন্তরিত করুন;—বিশেষতঃ গরধনদাসকে হারাবতী হইতে একবারে দূর করিয়া দিউন। নতুবা আপনার মঙ্গল নাই। "মহারাও কিশোরসিংহ এজেণ্ট সাহেবের অনুরোধ গ্রাহ্য না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। মে মাসের মধ্যকালে উক্ত ব্যাপার সংঘটিত হয়; এবং এক মাসের মধ্যেই সমস্ত বিষয় স্থিরীকৃত হইলে জুনমাসে হতভাগ্য গরধনদাস দিল্লিনগরে নির্ব্বাসিত হইলেন। রাজকুমার পৃথ্বীসিংহ ও অপরাপর রাজপুরুষদিগের ভরণ পোষণের বিশেষ বন্দোবস্ত হইল এবং প্রকাশ্যরূপে রাজা ও রাজপ্রতিনিধির সহিত পুনর্ম্মিল স্থাপিত হইল।

দেশে কোন উৎসব হইলে নাগরিক ও জনপদবর্গ যেমন আনন্দিত হয়, রাজার সহিত রাজপ্রতিনিধির পুনর্মিলনে সকলে সেইরূপ পরমানন্দে পুলকিত হইল। নগরের গৃহে আমোদ প্রমোদ ও নৃত্যগীত হইতে লাগিল। রাজবাটী লোকে পরিপূর্ণ হইল। সেই গাঢ় জনতার মধ্যদিয়া জালিম ও তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র মধুসিংহ প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। তৎকালে জালিম ঠিক যেন একজন কুলপতি এবং রাজকুমারগণ ক্ষমাপ্রার্থীর ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইলেন। তাঁহারা অবনত হইয়া বৃদ্ধ রাজপ্রতিনিধির জানুদেশ স্পর্শ করিবার উপক্রম করিলেন, কিন্তু নীতিজ্ঞ জালিম তাঁহাদিগকে সেরূপ অবনতি স্বীকার করিতে না দিয়াই স্বয়ংই তাঁহাদিগের প্রতি যথোচিত সম্মান ও সম্ভ্রম প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, এইরূপে সকলের মনোবাদ ভঙ্গ হইল; রাজা ও রাজপ্রতিনিধি পরস্পরের পুনর্ব্বার মিলিত হইলেন।

এই সুখময় ব্যাপারের পর সেই বৎসর ৮ই শ্রাবণ (১৭ই আগষ্ট ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দ) দিবসে আর একটী মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইল। সেইদিন মহারাও কিশোরসিংহ মহা ধুমধাম সহকারে পিতৃপুরুষগণের রাজগদিতে অভিষিক্ত হইলেন। রাজকুলপুরোহিত যথাবিধানে চন্দন ও দুর্ব্বাক্ষত দিয়া নবীন ভূপতিকে আশীর্ব্বাদ করিলে ব্রিটিষ রাজের প্রতিনিধি সর্ব্বপ্রথম কিশোরসিংহের ললাটেই রাজটীকা অর্পণ করিলেন, এবং তাঁহার মস্তকে মুক্তামণ্ডিত দিব্য রাজমুকুট ও গলদেশে রত্নহার পরাইয়া দিয়া কটিতট আভিষেচনিক অসি দ্বারা সজ্জিত করিয়া দিলেন। চারিদিকে শঙ্খনাদ, হুলুধ্বনি ও মঙ্গল আরতি হইতে লাগিল। দুর্গের উচ্চ প্রাচীর হইতে ঘন ঘন কামান ধ্বনিত হইয়া দেশ দেশান্তে মহারাও কিশোরসিংহের অভিষেক জলদগম্ভীর নাদে ঘোষিত করিল। অনন্তর মহারাও উপযুক্ত বক্তৃতার সহিত ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের পূজা করিয়া একশত একটী সুবর্ণ মোহর দিয়া ইংরাজরাজকে নজর দিলেন। তৎপরে ব্রিটিষ এজেণ্ট ভারতের শাসনকর্ত্তার

নাম করিয়া রাজপ্রতিনিধিকে একটী সম্মানসূচক সজ্জা খেলাত দেওয়াতে তৎপরিবর্ত্তে তিনি পঞ্চবিংশতি সুবর্ণমুদ্রা তাঁহাদিগকে নজর স্বরূপ দান করিলেন।

মধুসিংহ তৎকালে কৌলিক ফৌজদারের পদে আরূঢ় ছিলেন। রাজাকে আভিষেচনিক উপঢৌকন অর্পণ করিলে পর মহারাও তাঁহাকে রাজপ্রতিনিধি পদে অভিষেক করিলেন। এইরূপে সকল বিবাদ বিষবাদ দূরীকৃত হইল। যে বিষয় লইয়া কোটারাজ্যে তত গণ্ডগোল, তত হুলস্থূল, সেইদিন তাহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইল। এই মঙ্গলোৎসবের অবসানেও এজেণ্ট সাহেব কোটা পরিত্যাগ করিলেন না। মহারাও এবং রাজপ্রতিনিধির সহিত যে পুনর্মিলন হইল, তাহা দৃঢ়তর করিবার এবং নূতন রাজপ্রতিনিধি মধুসিংহের হৃদয়ে তদীয় কর্ত্তব্যের গুরুত্ব দৃঢ় অঙ্কিত করিবার নিমিত্ত তিনি আরও একমাস কোটায় রহিলেন। পরিশেষে তথা হইতে বিদায় লইবার পূর্ব্বে সেপ্টেম্বর মাসের চতুর্থ দিবসে তিনি রাজসভায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন তথায় বৃদ্ধ জালিম, মহারাও কিশোরসিংহ ও মধুসিংহ একত্রিত হইয়া নির্ব্বিবাদে রাজকীয় কার্য্যাবলি আলোচনা করিতেছেন। এজেণ্ট সাহেব তাঁহাদের সুহৃদ্ভাব দেখিয়া পরম আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহাদের সকলের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। তাঁহারা প্রত্যেকেই তাঁহাকে সসম্ভ্রমে বিদায় দিয়া পরস্পরে সুখে ও মিত্রভাবে কালযাপন করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

সেইদিন সেই সভাস্থলে বৃদ্ধ রাজপ্রতিনিধি দুইটী হিতকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় প্রাচীন বিশ্বস্ত পরিচারকগণ কোনরূপ কষ্ট না পায়, তদ্বিষয়োপযোগী একখানি স্বত্বপত্র লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। সেইদিন সকলের সমক্ষে তাহা স্থাপন করিয়া বলিলেন "যদি আমার উত্তরাধিকারী এই সমস্ত কর্ম্মচারীকে নিযুক্ত রাখিতে ইচ্ছা না করেন, তাহা হইলে তাহারা স্বাধীনভাবে যথেচ্ছা বাস করিতে পারিবে।—এই আমার একান্ত বাসনা। এক্ষণে এই স্বত্বপত্রে আপনারা তিন জনে স্বাক্ষর করুন।" তদনুসারে মহারাও কিশোরসিংহ, নবীন রাজপ্রতিনিধি মধুসিংহ এবং এজেণ্ট সাহেব তাহাতে স্বাক্ষর করিলেন। জালিমের এই শেষ অনুষ্ঠানে স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে, রাজার উপর তখনও তাঁহার প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল।

জালিমের দ্বিতীয় অনুষ্ঠানটী অধিকতর প্রসিদ্ধ। তাহা দ্বারা তিনি কোটার সর্ব্বস্থল হইতে দণ্ড * রহিত করিয়া দিলেন। এই জঘন্য প্রথা রাজস্থানে অনেকদিন হইতে বদ্ধমূল ছিল; ইহাতে প্রজাগণ সময়ে সময়ে দারুণ করভারে নিপীড়িত হইত। জালিম তাহা উন্মূলিত করিয়া সকলের আশীর্ব্বাদের ভাগী হইলেন। এতদর্থ জালিম কোটার প্রত্যেক জনপদের প্রধান নগরে একএকটী প্রস্তর স্তম্ভ স্থাপন করিয়া তাহাতে লিখিয়া দিলেন "কোটা রাজ্যের সর্ব্বত্র দণ্ড রহিত হইল। অদ্য হইতে আর কোন রাজা, রাজপ্রতিনিধি, অথবা কোন রাজকর্ম্মচারী তাহা পুনঃপ্রচলিত করিতে পারিবেন না;

* অকারণ অর্থ দণ্ড অথবা করভার।

করিলে তাঁহাকে অভিসম্পাতের ভাগী হইয়া অনন্তকাল নরকগামী হইতে হইবে।” শুদ্ধ তাহা নহে, সেই দারুণ প্রতিশেধ বচন স্পষ্ট বুঝাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে তিনি সেই পাষাণফলকে সূর্য্য, চন্দ্র, গো ও শূকরের এক একটী পূর্ণচিত্র খোদিত করিয়া দিলেন। এইরূপে কোটার দগ্ধহৃদয়ে শান্তিবারি সিঞ্চিত হইল, কোটার উত্তপ্ত শিরে শান্তিকুঞ্জের স্নিগ্ধছায়া অর্পিত হইল। কিন্তু এ শান্তি অল্প দিনের জন্য।

পঞ্চম অধ্যায়।

গরধনদাসের নির্ব্বাসন ;—মালবে তাঁহার পুনরাবির্ভাব ;—তন্নিবন্ধন কোটারাজ্যে পুনর্ব্বার বিবাদারম্ভ ;—সৈন্যগণের বিদ্রোহ এবং মহারাওয়ের সহিত মিলন ;—রাজপ্রতিনিধি কর্ত্তৃক দুর্গ অবরোধ ;—মহারাও এবং তদীয় দলবলের পলায়ন ;—বুন্দিতে তাঁহাদের অভ্যর্থনা ;—রাজপ্রতিনিধির দলে রাজকুমার বিষণসিংহের আগমন ;—মহারাওয়ের সহিত মিলিত হইতে গরধনের চেষ্টা ;—চেষ্টার বিফলতা ;—মহারাওয়ের বুন্দিত্যাগ ;—তাঁহার সহিত সকলের সহানুভূতি ;—বৃন্দাবনে তাঁহার গমন ;—ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ কতিপয় প্রধান প্রধান দেশীয় কর্ম্মচারীর সহিত গরধনদাসের ষড়যন্ত্র ;—তাহাদের বিশ্বাসঘাতকতা ;—কোটায় কিশোরসিংহের প্রত্যাগমন ;—হারবীরদিগকে আহ্বান ;—তাঁহার দাবীদাওয়া ;—সন্ধিবন্ধনের পরিশিষ্ট সূত্রগুলির অনুশীলন ;—রাজপ্রতিনিধির সঙ্কট ;—মধ্যস্থ গ্রহণে মহারাওয়ের অস্বীকার ;—তাঁহার চরম উপায় ;—ব্রিটিষ সেনার যুদ্ধযাত্রা ;—রাজপ্রতিনিধির সহিত সংযোগ ;—মহারাওকে আক্রমণ ;—তাঁহার পরাজয় ও পলায়ন ;—তাঁহার ভ্রাতা পৃথ্বীসিংহের মৃত্যু ;—অদ্ভুত দ্বন্দযুদ্ধ ;—ক্ষমা ঘোষণা ;—হারসর্দ্দারগণের স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন ;—মিবারে ভগবান কৃষ্ণের মন্দিরে মহারাওয়ের গমন ;—তাঁহাকে রাজ্যে পুনরানয়নের নিমিত্ত সন্ধি ;—সন্তোষজনক অবসান ;—অন্তর্বিবাদের আলোচনা ;—জালিমসিংহের মৃত্যু ও চরিত্রবিবরণ।

পূর্ব্ববর্ণিত সংঘর্ষ হইতে যে অনল উদ্ভূত হইল, তাহাতে হতভাগ্য গরধন দাসই বিদগ্ধ হইলেন ;—কিন্তু তাহাতে তাঁহার জীবন নষ্ট হইল না। পিতার অভিসম্পাত, জ্যেষ্ঠের আক্রোশ, ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের বিদ্বেষবহ্নি একত্রিত হইয়া প্রচণ্ড বজ্ররূপে তাঁহার শিরোদেশে পতিত হইল ; তিনি প্রকাশ্যে দিবাভাগে সকলের সম্মুখে রাজধানী হইতে নির্ব্বাসিত হইলেন। গরধন দাস, জালিমের বার্দ্ধক্যের পুত্র ; তিনি তাঁহাকে প্রাণের সহিত স্নেহ করিতেন ; এবং আদর করিয়া গরধন জি বলিয়া ডাকিতেন। কথিত আছে, গরধনের মাতার প্রতি জালিমের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনুরাগ ছিল। সেই জন্য, কি অপর কোন কারণ বশতঃ তিনি যে গরধনকে তত ভাল বাসিতেন, তাহা স্থির করা যায় না। যাহাহউক, যে পুত্র তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্নেহের পাত্র, তাঁহাকে চিরজীবনের জন্য দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিবার সময় জালিমের হৃদয় যে, মুহূর্ত্তের

শিহরিত হয় নাই, তাহা কে বলিতে পারে? পুত্র শতগুণে পিতৃদ্রোহী হউক না কেন, পিতার বিরুদ্ধে সহস্র অপরাধ করুক না কেন, তাহা বলিয়া কি জন্মদাতা অকম্পিত হৃদয়ে তাহার চিরজীবন নির্ব্বাসনে অনুমোদন করিতে পারেন? সেরূপ নিষ্ঠুর কার্য্য তাঁহার কর্ত্তব্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইলে তাহার অনুষ্ঠানে যে পিতা বিজনে একটিও অশ্রুবিন্দু ত্যাগ না করেন, তিনি কখনই মানব নহেন,--তিনি পাষাণহৃদয়,—তিনি পিশাচেরও অধম। সুকুমারমতি তেজস্বী গরধনের সেই কঠোরতম দণ্ডে অনুমোদন করিবার সময় জালিমের হৃদয় নিশ্চয়ই একবার ব্যাকুল হইয়াছিল। নিশ্চয়ই তিনি তখন তাহা গোপন করিয়া প্রকাশ্যে বলিয়াছিলেন "তাহা হইতে হারাবতীর পবিত্র বায়ু আর যেন কখনও কলঙ্কিত না হয়।" এইরূপে হতভাগ্য গরধনদাসের ভাগ্য স্থিরীকৃত হইলে দিল্লি ও আলাহাবাদ তাহার সম্মুখে ধৃত হইল, উক্ত নগরদ্বয়ের মধ্যে একটীকে তিনি স্বীয় ভবিষ্যৎ বাসস্থান বলিয়া বাছিয়া লইবেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি প্রথমোক্ত নগর নির্ব্বাচিত করিয়া লইলেন। তথায় সপরিবারে গমন পূর্ব্বক উপযুক্ত অর্থানুকূল্য প্রাপ্ত হইয়া বিষম মনোবেদনার সহিত বাস করিতে লাগিলেন। সেই মুক্ত কারাগারের মধ্যে তিনি স্বেচ্ছামত ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া বেড়াইতেন; তত্রত্য ব্রিটিষ কর্ম্মচারী আবশ্যকমত তাঁহাকে কতিপয় অশ্বারোহী প্রদান করিত। কিন্তু তাহাতে তাঁহার কি সুখ? সিংহশিশু কি প্রাচীরবদ্ধ রাজভবনে সুখ লাভ করে?

সেই দূর দিল্লিনগরে তেজস্বী গরধনদাস নিতান্ত ক্ষুব্ধ ও বিষণ্ণভাবে দিনযামিনী যাপন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি নির্ব্বাসিত হইলেন বটে, কিন্তু অণুমাত্র নিরুৎসাহ হইলেন না; বরং দ্বিগুণতর উৎসাহ সহকারে মন্ত্রসাধনের সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে সুযোগ আপনা হইতেই উপস্থিত হইল। ১৮২১ খৃষ্টাব্দের শেষকালে মালবের অন্তর্গত জাবোয়ার সামন্তরাজের একটী জারজ কন্যার সহিত গরধনদাসের বিবাহসম্বন্ধ স্থির হয়। সেই শুভ পরিণয় ব্যাপার সম্পাদন করিবার নিমিত্ত তিনি রাজার নিকট অনুমতি লইয়া জাবোয়া নগরে আগমন করেন। বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইতে না হইতেই এদিকে কোটা নগরে ভাবী বিপ্লবের লক্ষণ পরিলক্ষিত হইল। রাজধানীর মধ্যে ঘোর অশান্তি অদৃশ্যভাবে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। জাবোয়া, বুন্দি ও কোটার মধ্যে গূঢ়ভাবে ষড়যন্ত্র চালতে লাগিল। চতুর জালিম এসকল গুপ্ত চক্রান্তের কিছুই জানিতে পারিলেন না। ক্রমে সমস্ত ব্যাপার প্রকাশিত হইয়া পড়িল; রাজধানী মধ্যে একটী বিদ্রোহের সূত্রপাত হইল। জালিম তখন সতর্ক হইয়া বিদ্রোহীদিগকে ধৃত করিবার সন্ধানে ফিরিতে লাগিলেন।

সৈয়দ-আলি নামে জনৈক মুসলমান তৎকালে রাজপল্টনের অধিনায়কত্বে নিযুক্ত ছিলেন। রাজসরকারে তিনি ত্রিশ বৎসর উৎসাহ সহকারে কর্ম্ম করিয়াছেন; তিনি বিশ্বাসী, রাজানুরক্ত ও বীর্য্যবান। জালিম শুনিতে পাইলেন যে, সৈয়দআলি সেই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন। এ বিবরণ অনেকের বিশ্বাস হইল না; অনেকে ইহাকে বৃথা নিন্দা বলিয়া মনে করিল। কিন্তু চতুর জালিম সে কথায় অবিশ্বাস করিবার লোক

নহেন; অন্যনা সত্যই হউক, মিথ্যাই হউক, নিজ স্বার্থ দৃঢ় রাখিবার জন্য তিনি রাজকীয় সেনাদল ও দুর্গের মধ্যে একটী অপর বাহিনী রক্ষা করিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য এই যে, মহারাও কিশোরসিংহ দুর্গ হইতে সৈয়দআলির নিকট বাহাতে পত্রাদি প্রেরণ করিতে না পারেন। দুর্গ হইতে সমাচার পাঠাইতে গেলেই পত্রবাহককে অবশ্য জালিমের সেনাদলের মধ্য দিয়া যাইতে হইবে। এইরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়া বৃদ্ধ জালিম মনে করিয়াছিলেন যে, বিদ্রোহ কুসুমে দলিত হইবে; কিন্তু তাহা বিপরীত হইয়া দাঁড়াইল। মহারাও কিশোরসিংহ যখন অবগত হইলেন যে, সৈয়দ আলির সহিত সমালাপ বন্ধ করিবার উদ্দেশে জালিম মধ্যস্থলে একটী সেনাদল স্থাপিত করিয়াছেন, তখনই অমনি দুর্গ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক জলপথ দিয়া সেনাপতি ও তদধীন বাহিনীর এক অংশ দুর্গে আনয়ন করিলেন। এই সংবাদ অল্পকাল মধ্যেই জালিমের কর্ণগোচর হইল; তখনই অন্ধ রাজপ্রতিনিধি একখানি শিবিকায় আরোহণ পূর্ব্বক একদল সেনা লইয়া সৈয়দ আলির অবশিষ্ট দলকে আক্রমণ করিলেন; এদিকে আর একদলকে দুর্গাক্রমণে নিযুক্ত করিলেন। উভয়দিকেই গণ্ডগোল আরম্ভ হইল। দুর্গ সম্মুখে ও চম্বলের উভয় তীরে কামান ধ্বনি শ্রবণ করিয়া মহারাও চমকিত হইলেন এবং তৎকালে আত্মরক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া কুমার পৃথ্বীসিংহ ও নিজ দলবল সমভিব্যাহারে নৌকারোহণ পূর্ব্বক বুন্দিরাজ্যে পলায়ন করিলেন। তাঁহার প্রস্থানে তদনুগত অবশিষ্ট সেনা নায়কহীন হইয়া জালিমের সম্মুখে অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করিল।

বিদ্রোহের উদ্যম কোরকে দলিত হইল; বিদ্রোহীগণ বুন্দিরাজ্যে পলায়ন করিয়া মহারাও কিশোরসিংহের সহিত যোগ দান করিল। সেই ভয়ানক গণ্ডগোলের সময় কাপুরুষ বিষণসিংহ জালিমের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। জালিম ও মহারাও কিশোরসিংহের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ দেখিয়া ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট বিষম সঙ্কটে পতিত হইলেন; কি উপায়ে যে উভয়ের মান রক্ষা হয়, তাহা তাঁহারা স্থির করিতে না পারিয়া অবশেষে অধর্ম্মের প্ররোচনাতেই প্রবৃত্ত হইলেন:—জালিমের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বিদ্রোহ দমন করিতে হইবে, তদ্দ্বারা দেশে শান্তি স্থাপিত হইবে;—ইংরাজের সন্ধিপত্রেরও প্রতিজ্ঞা পালিত হইবে। এইরূপ স্থির করিয়া ব্রিটিষ এজেণ্ট বুন্দিরাজার নিকট এই মর্ম্মে সমাচার পাঠাইলেন,—"সগোত্রীয় পলায়িত রাজাকে আশ্রয় দিয়া আপনি স্বীয় আতিথেয়তার পরিচয় দিয়াছেন, মহারাজের অতিথি সৎকারে আমরা বাধা দিতে চাহি না; কিন্তু যদি ইহা দ্বারা রাজ্যের শান্তিভঙ্গের কোন কারণ উৎপাদিত হয়, যদি রাজপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে শত্রুতা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত পলায়িত কোটা রাজা আপনার রাজ্যে সেনাদল সংগ্রহ করেন, তাহাহইলে আপনাকে বিদ্রোহের দায়ী হইতে হইবে।" এদিকে নিমচনগরে ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের যে সেনাদল ছিল, তাহার নায়কের প্রতি আদেশ প্রেরিত হইল যে, গরধন দাস যদি জাবোয়া হইতে বুন্দিতে আসিতে চেষ্টা করে, তাহাহইলে পথিমধ্যে তাহাকে ধৃত করিয়া আনিতে হইবে। সে উদ্যমে তাহার মৃত্যু হয়, তাহাতেও ক্ষতি নাই, কিন্তু তাহার দেহ সজীব হউক, আর মৃতই হউক

তাহাকে বন্দী করা প্রয়োজন।' এই আদেশ পাইবামাত্র ইংরাজ সেনাপতি সদলে জাবোয়া ও বুন্দির মধ্যস্থলে শিবির সন্নিবেশ করিয়া সতর্কভাবে গরধনদাসের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু চতুর ঝালা বীর ইংরাজের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া এবং বুন্দিরাজেরও তাহাতে সংস্রব জানিয়া মারবারের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। দুঃখের বিষয় তথায়ও তিনি আশ্রয় পাইলেন না! তখন হতভাগ্য গরধনদাস অগত্যা দিল্লি নগরে প্রতিগমন করিতে বাধ্য হইলেন; সেইদিন হইতে তাঁহার উপর ব্রিটিষ কর্ম্মচারিগণের তীক্ষ্ণতর দৃষ্টি পতিত হইল।

এই সকল ঘটনার কিছু দিন পরে মহারাও কিশোরসিংহ পুণ্যময় বৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন। তাঁহার স্বাভাবিক ধর্ম্মানুরাগের বিষয় চিন্তা করিয়া অনেকে মনে করিয়াছিল যে, শান্তিময় মনোহর বৃন্দারণ্যে স্বীয় কুলদেবতা ব্রজনাথজিকে দর্শন করিয়া মহারাও সেই স্থলেই জীবন অতিবাহিত করিবেন এবং সংসার ব্যাপারে আর লিপ্ত হইবেন না। তিনি যৎকালে বুন্দি নগরে অবস্থিত ছিলেন, তখন তাঁহার সম্বন্ধে তত্রত্য সাধারণ নাগরিকবর্গের কিরূপ অভিমতি, তাহার কোন স্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। বোধ হয়, বুন্দি কোটার অতি নিকটে বলিয়া অধিবাসিবৃন্দের সেরূপ অমনোযোগিতা লক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু যেমন তিনি হারাবতী পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন, অমনি দেশস্থ সমস্ত সর্দ্দারগণ উত্তর প্রদেশে আপন আপন কুটুম্বদিগের নিকট পত্র প্রেরণ করিয়া মহারাওয়ের তীর্থযাত্রার কথা জানাইলেন এবং তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিবার তাঁহাদের সকলকে অনুরোধ করিলেন। সেই সকল অনুরোধ পত্র পাইয়া সকলে কিশোরসিংহের প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন; এবং তিনি বুন্দি হইতে যত উত্তরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ততই তৎপ্রদেশস্থ সর্দ্দারগণ পরম আদর ও সম্মানের সহিত তাঁহাকে স্ব স্ব রাজ্যে আমন্ত্রণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে বৃন্দাবন ও বুন্দির মধ্যস্থিত সমস্তই সর্দ্দার ও অধিপতিদিগের নিকট মহারাও কিশোর সিংহ সম্মান ও সহানুভূতি প্রাপ্ত হইলেন; একমাত্র ভরতপুরের রাজা তাঁহাকে স্বরাজ্যে নিমন্ত্রণ করিলেন না। জাঠরাজা বৃদ্ধ ও দৃষ্টিহীন; ইংরাজের ভ্রূকুটিভয়ে হউক, অথবা মহারাওয়ের প্রতি অনাস্থা প্রযুক্তই হউক, তিনি স্বয়ং না যাইয়া কতকগুলি লোক দ্বারা কয়েকটী উপঢৌকন দিয়া পাঠাইলেন; কিন্তু কথায় কথায় একবার মহারাওকে নিমন্ত্রণ করিলেন না। তেজস্বী রাজপুতনৃপতি জাঠের সেই অশিষ্ট ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হইয়া সগর্ব্বে তৎপ্রেরিত উপহার অস্বীকার করিলেন। ইহাতে ভরতপুরাধিপ ক্রুদ্ধ হইয়া মহারাওকে বলিয়া পাঠাইলেন "আমার রাজ্যের ত্রিসীমায় আপনি পদার্পণ করিতে পাইবেন না!"

চিত্তবিনোদন বৃন্দাবন এবং পরম পবিত্র ব্রজধামের মন্দিরে মন্দিরে ভ্রমণ করিয়া মহারাও কিশোরসিংহ ক্রমে ক্রমে সাংসারিক সুখে বীতস্পৃহ হইয়া পড়িলেন,—তাঁহার হৃদয়ে পরমার্থচিন্তা ক্রমে ক্রমে উদ্রিক্ত হইতে লাগিল; জয়দেবের সুললিত পদাবলিতে কৃষ্ণরাধিকার স্বর্গীয় প্রণয়বিবরণ পাঠ করিয়া তিনি কবিবর চাঁদভট্ট রচিত চৌহান বীরত্ব

গাথা ভুলিতে লাগিলেন। এইরূপ অবস্থায় কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিয়া মহারাও কিশোরসিংহ কোটায় প্রত্যাগমন করিতে মনস্থ করিলেন এবং বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া মথুরায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার প্রবর্দ্ধমান বিষয়বৈরাগ্য দর্শনে অনেকে মনে করিল তিনি অনর্থকর কলহবিবাদে আর প্রবৃত্ত হইবেন না; বাস্তবিক মহারাওয়ের মনও সেইরূপ বিষয়নিস্পৃহ হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু উদ্ধত গরধনদাস তাঁহাকে শান্তি সম্ভোগ করিতে দিবেন না। দিল্লিনগরে প্রতিগমনের পর সেই তেজস্বী ঝালা বীর প্রকৃত বন্দীর ন্যায় অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন; তথাপি তিনি মুহূর্ত্তের জন্য নিরুৎসাহ ও নিষ্ক্রিয় ছিলেন না। দিল্লির বহির্দ্দেশে গমন করিতে না পাইলেও গরধনদাস তত্রত্য প্রতিষ্ঠান্বিত দেশীয় ভদ্রলোকদিগের * সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া মহারাও কিশোরসিংহের স্বত্বোদ্ধারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

যাহাদের সহিত গরধন চক্রান্ত করিতে লাগিলেন, তাহারা মহারাও কিশোরসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত বিষয় জ্ঞাপন করিল এবং তাঁহার নিস্পৃহভাব দূর করিয়া তাঁহাকে স্বার্থসাধনে উৎসাহিত করিতে সক্ষম হইল। অতঃপর কিশোরসিংহ সেনাবল সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দিল্লি ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ হইতে অনেক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইল। সেই সমস্ত লোকজন সমভিব্যাহারে তিনি ক্রমশঃ কোটার অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। যে সকল রাজার রাজ্য দিয়া তিনি গমন করিতে লাগিলেন, তাঁহারা সকলেই সাদরে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। সেই সমস্ত নৃপতিগণের সহানুভূতি প্রাপ্ত হইবার জন্য কিশোরসিংহ বলিতে লাগিলেন, "ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের সম্মতিক্রমে আমি রাজক্ষমতা পুনর্গ্রহণ করিবার নিমিত্ত স্বরাজ্যে ফিরিয়া যাইতেছি।" একথায় সকলেরই বিশ্বাস হইল এবং অনেকেই তাঁহার সাফল্যের সহায়তা করিবার নিমিত্ত সোৎসাহে তদীয় পতাকামূলে সমবেত হইতে লাগিল। এইরূপে প্রতিপদে তাঁহার সহায়বল বাড়িতে লাগিল। ১৮২১ খৃষ্টাব্দের বর্ষাকালের শেষভাগে মহারাওয়ের পক্ষে প্রায় তিনি সহস্র লোক যোগদান করিল। সেই সকল সৈন্যের সমভিব্যাহারে তিনি চম্বল উত্তীর্ণ হইয়াই স্বরাজ্যস্থ সর্দ্দারবর্গের নিকট এই মর্ম্মে ঘোষণাপত্র প্রেরণ করিলেন যে, "যদি অধর্ম্মের গ্রাস হইতে ধর্ম্মরক্ষা করিতে কাহারও অভিলাষ থাকে, তবে শীঘ্র আমার পক্ষ অবলম্বন করিবে।" এই ঘোষণাপত্র পাইবামাত্র জালিমকে পরিত্যাগ করিয়া হারসর্দ্দারগণ স্বেচ্ছাক্রমে কিশোরসিংহের পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিল। এমন কি যাহারা মহারাওকে কখনও দেখে নাই, অথবা যাহারা জালিমের নিকট কুটুম্ব, কিম্বা যাহারা তাঁহার নিকট অসীম উপকার প্রাপ্ত হইয়াছে; তাহারাও সমস্ত উপকার ভুলিয়া, সমস্ত বন্ধন ছেদন করিয়া রাজভক্তির পবিত্র প্ররোচনায় প্রণোদিত হইয়া মহারাওয়ের সহিত সম্মিলিত হইতে লাগিল। সেই সমস্ত লোককে সাদরে গ্রহণ করিয়া কিশোরসিংহ বলিতে লাগিলেন, "বন্ধুগণ! আমি বিবাদ করিতে চাহি না,

* দিল্লির একজন দেশীয় শ্রেষ্ঠ মহারাওকে যুদ্ধব্যয়ের নিমিত্ত অর্থ সংযোজনা করিয়াছিলেন।

যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইতে চাহি না, ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট যে স্বত্বপত্র প্রদান করিয়া আমাদের সহিত মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছেন, কেবল তাহারই সার্থকতা চাহি।"

এইরূপে একমাস অতীত হইল; অতঃপর মহারাও কিশোরসিংহ ব্রিটিষ এজেণ্টকে একখানি পত্র * লিখিয়া স্বীয় মনোভাব জ্ঞাপন করিলেন। সেই পত্রের আদ্যোপান্তে তিনি ন্যায়ের সম্মান রক্ষা করিতে চাহিয়াছেন। যাহার সামান্য হিতাহিত বিবেচনা আছে, সে কখনই সে পত্র অন্যায় বলিয়া নিন্দা করিতে পারে না। যাহাহউক, ন্যায়

(স্বস্তিবচনান্তর।)

* "আমার আশা ভরসা জানিবার জন্য চাঁদ খাঁ প্রায়ই আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। আমার উকিল মিরজা মহম্মদ আলি বেগ ও লালা শালিক রামদ্বারা তাহা আপনাকে জানাইয়াছি। এক্ষণে আমি পুনরায় আমার প্রতিজ্ঞাগুলি প্রেরণ করিতেছি; ভরসা করি আপনি তদনুসারে কার্য্য করিবেন। আপনি ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি, সুতরাং আমার প্রতি ন্যায় ও ধর্ম্ম পালন করুন। যে প্রভু, তাহাকে প্রভুভাবে রক্ষা করুন, এবং দাসকে দাসভাবে থাকিতে দিউন; আর সকল স্থলেই এইরূপ হইয়া থাকে; এবং আপনিও ইহা ভালরূপে বিদিত আছেন।"

এই পত্রের সহিত মহারাও কিশোর সিংহ যে কয়েকটী প্রতিজ্ঞা প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে সন্নিবেশিত হইল :—

১ম। স্বর্গীয় মহারাও উমেদ সিংহের সময়ে দিল্লিনগরে যে সন্ধিপত্র বিধিবদ্ধ হইয়াছিল, আমি তাহার প্রতিজ্ঞানুসারে চলিব।

২য়। নানাজি জালিম সিংহের প্রতি আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে; স্বর্গীয় মহারাও উমেদ সিংহের তিনি যেরূপ পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন, আমারও সেইরূপ করিবেন। তাঁহার কার্য্যানুশীলনে আমি সম্মত আছি; কিন্তু মধুসিংহের প্রতি আমার সন্দেহ আছে; তাঁহার সহিত আমার কিছুতেই মিল হইতে পারে না। সুতরাং আমি তাঁহাকে একখানি জাইগির দিতেছি, তিনি সেইখানে গিয়া থাকুন। তাঁহার পুত্র বাপ্পালাল এইখানে আমার নিকট থাকিবে, অপর অপর মন্ত্রীগণ যেরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, বাপ্পাও সেইরূপ করিবে। আমি প্রভু, সে দাস; যদি সে দাসের ন্যায় কাজ করে, তাহা হইলে বংশ-পরম্পরানুক্রমে এই পদ তাহার সন্তানসন্ততিগণ প্রাপ্ত হইবে।

৩য়। ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট এবং অন্যান্য রাজ্যে যে সকল পত্রাদি প্রেরিত হয়, তৎসমস্তই আমার সম্মতি ও পরামর্শক্রমে লিখিত হইবে।

৪র্থ। যাহাতে আমার ও তাঁহার জীবন বিপন্ন না হয়, তজ্জন্য ইংরাজরাজকে যামিন থাকিতে হইবে।

৫ম। শ্রীমান পৃথ্বীসিংহকে আমি একখানি জাইগির দিব; সেই জাইগিরে তিনি থাকিবেন। তাঁহার ও শ্রীমান বিষণ সিংহের পরিচর্য্যার জন্য যে কোন ব্যক্তিকে আবশ্যক হইবে, আমি তাহাদিগকে নির্ব্বাচিত করিয়া দিব। এতদ্ব্যতীত আমার আত্মীয় স্বজন ও সর্দ্দারদিগকে তাহাদের পদগৌরব অনুসারে এক একটী জাইগির দিব। প্রাচীন প্রথার অনুবর্ত্তন করিয়া তাঁহারা আমার নিকট উপস্থিত থাকিবেন।

৬ষ্ঠ। আমার যে তিন হাজার খাস শরীর-রক্ষক আছে, তাহারা বাপ্পালালের সহিত আমার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিবে।

৭ম। আমার রাজ্যের যাহা কিছু উপস্বত্ব, তৎসমস্তই কিষণ ভিন্দারে (সাধারণ ধনাগার) জমা হইবে, তাহার পর তথা হইতে লইয়া খরচ করিতে হইবে।

৮ম। আমার রাজ্যের সকল দুর্গের কেল্লাদারগণ মৎকর্তৃক নির্ব্বাচিত ও নিযুক্ত হইবে এবং সমস্ত সেনা আমার আজ্ঞা বহন করিবে। তিনি (রাজপ্রতিনিধি) গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিদিগকে স্বীয় আদেশ পালন করিতে বলিতে পারেন, কিন্তু তাহা আমার পরামর্শ ও অনুমোদন অনুসারে করিতে হইবে।

এই কয়েকটী প্রতিজ্ঞার সার্থকতা আমি চাহি; রাজনীতি-অনুসারে এগুলি লিখিত হইল। ইতি বুধবার, ৫ই আশ্বিন, সম্বৎ ১৮৭৮ অব্দ (১৬ই সেপ্টেম্বর ১৮২২ খৃষ্টাব্দ।

ও ধর্ম্মের সম্ভ্রমরক্ষার্থ প্রকৃত রাজপুত মাত্রই মহারাও কিশোরসিংহের পক্ষ অবলম্বন করিতে আসিলেন। এমন কি স্বীয় পরম বিশ্বস্ত সৈনিকগণের প্রতিও জালিমের সন্দেহ হইল। তিনি আর তাহাদিগকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। যে পাষাণ হৃদয় অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া অধর্ম্মের পূজা করিয়া আসিয়াছে, আজি তাহা ধর্ম্মের প্রচণ্ড প্রভাব স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারিল না। সে সময়ে তাঁহাকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইল "যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ।"

সেই ভীষণ সংঘর্ষকালে কি দেশীয় কি বিদেশীয় সকল সৈন্যই তাহাদের এতদিনের প্রতিপালক বৃদ্ধ জালিমকে পরিত্যাগ করিয়া ন্যায়ের সম্মান রক্ষার্থ মহারাওয়ের পক্ষ অবলম্বন করিতে প্রস্তুত হইল। জালিম বিষম শঙ্কিত হইলেন। সকলকেই তাঁহার অবিশ্বাস হইতে লাগিল। "এমন কি তাঁহার উত্তরীয়ও যেন তাঁহার বিদ্রোহী বলিয়া বোধ হইল।" বাস্তবিক, ধর্ম্ম ও ন্যায়ের এমনই অপ্রতিহত প্রভাব! জগতের যে প্রদেশে যাওয়া যাইবে, সেই প্রদেশেই ধর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী জয় পরিলক্ষিত হইবে। যাহাহউক, বৃদ্ধ জালিম অতিশয় বিপদে পতিত হইলেন। ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টেরও সামান্য সঙ্কট নহে। একদিকে ধর্ম্মের পুণ্যময় পবিত্র পন্থা, অপরদিকে অধর্ম্মের অন্ধ নরককূপ; যদি উপকারী বন্ধুর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে হয়, তাহা হইলে অধর্ম্মের অন্ধকূপে এবং সেই সঙ্গে দুস্তর কলঙ্কপঙ্কে নিমগ্ন হইতে হইবে, আর যদি ন্যায়ের সম্মানরক্ষা করিয়া একটী রাজ্যের উপকার করিতে হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মের পবিত্র পথে অগ্রসর হইতে হইবে। জালিমের নিকট তাঁহারা উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, কিন্তু মহারাও কিশোরসিংহের নিকট ধর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ; ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট ভারতের "সার্ব্বভৌম ক্ষমতা"। যে সকল প্রতিজ্ঞা করিয়া তাঁহারা স্বর্গীয় মহারাও উমেদসিংহের সহিত মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা কি তাঁহাদের পালন করা কর্ত্তব্য নহে? যদি প্রতিজ্ঞা পালন ব্রিটনের কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা মহারাও কিশোরসিংহের পক্ষ অবলম্বন করুন।—সম্মুখে দুইটী পথই উন্মুক্ত, ইংরাজরাজ কোন্ পথে প্রবেশ করেন, দেখা যাউক।

ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট বড়ই সঙ্কটে পতিত হইলেন; সকলের চক্ষের উপর ন্যায়ের অবমাননা করিয়া তাঁহারা কি অন্যায়ের সম্মান রক্ষা করিবেন?—তাঁহারা অধর্ম্মকে প্রশ্রয় দিবেন? যখন জালিমের চির অনুগত ব্যক্তিগণও তৎকৃত দীর্ঘকালের উপকারের বিষয় ভুলিয়া মহারাওয়ের পক্ষ অবলম্বন করিতেছেন, তখন ইংরাজরাজ কি সেই রাজক্ষমতাপহারীর পক্ষ সমর্থন করিবেন? বাস্তবিক তাঁহারা বিষম সঙ্কটে পতিত হইলেন। সেই সঙ্কট হইতে উদ্ধারলাভের জন্য চতুর ইংরাজ একটী কৌশল অবলম্বন করিলেন। জালিমকে বিপন্ন দেখিয়া তাঁহারা মনে করিলেন যে, তিনি এইবার মহারাওয়ের বিরুদ্ধে সকল আপত্তি ত্যাগ করিয়া তাঁহারই হস্তে সমস্ত ক্ষমতা প্রত্যর্পণ করিবেন। এইরূপ অনুমান করিয়া তাঁহারা কিয়ৎকাল নিঃসংস্রবভাবে রহিলেন;—একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন জালিম মহারাও কিশোরসিংহের অনুগত হয়েন কি না; এমন কি

ইঙ্গিতে তাঁহাকে জানাইলেন যে, ইচ্ছা করিলে সে সঙ্কট হইতে তিনি বিনা শোণিত-পাতেই আপনি উদ্ধার পাইতে সক্ষম হয়েন; নতুবা অসির সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। সুচতুর জালিম চতুর ব্রিটিষরাজের সঙ্কেত বুঝিতে পারিলেন কি না, তাহা বলিতে পারা যায় না; কিন্তু তিনি স্বীয় প্রতিজ্ঞা ও কঠোর সঙ্কল্প কিছুতেই ত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না। তিনি যে স্বত্বপত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহারই সার্থকতা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন! এদিকে মহারাও কিশোরসিংহও সেই পথ অবলম্বন করিলেন। তিনিও কিছুতেই বিনীত হইবার নহেন। ব্রিটিষের সহিত সন্ধিপত্রের একখানি প্রতিলিপি এজেণ্ট সাহেবের নিকট প্রেরণ করিয়া মহারাও সদর্পে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন,—"এই সন্ধিপত্রের প্রতিজ্ঞা পালিত হইবে কি না?" এই স্থলে নিরপেক্ষ মহাত্মা টড সাহেব বলিয়াছেন "মূল সন্ধিপত্রে যদি পরিশিষ্ট প্রতিজ্ঞাগুলি সন্নিবেশিত হইত, তাহা হইলে এ সমস্ত গণ্ডগোল সহজেই নিরাকৃত হইতে পারিত; তাহা হইলে তাহার যথার্থ মর্ম্ম ও ধর্ম্মের ব্যভিচার হইত না এবং সার্ব্বভৌম ক্ষমতাকে ন্যায় ও ধর্ম্মের অপঘাতক বলিয়া নিন্দিত ও কলঙ্কিত হইতে হইত না। বাস্তবিক, সে কলঙ্কারোপের বিরুদ্ধে কিছুতেই আত্মসমর্থন করিতে পারা যায় না, কেননা যাঁহারা মূল সন্ধিপত্র বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহারাই সেই পরিশিষ্ট প্রতিজ্ঞা কয়েকটী তাহাতে সন্নিবেশিত করিলেন।" মহানুভব টড সাহেবের এই কয়েকটী কথাতেই ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের তাৎকালিক আচরণ পূর্ণ প্রতিফলিত হইতেছে।

মহারাও কিশোরসিংহ ও জালিমের মধ্যে বিবাদ ক্রমে ঘোরতর হইতে লাগিল। ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট উভয়েরই বন্ধুস্বরূপ সমস্ত গণ্ডগোলের মীমাংসা করিয়া দিতে চাহিলেন, কিন্তু কেহই স্ব স্ব সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন না। তখন যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। বন্ধুর সৎপরামর্শ যাহা মীমাংসা করিতে পারিল না; অসি তাহার নিষ্পত্তি করিবে। ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট জালিমেরই পক্ষ অবলম্বন করিলেন। অতঃপর ইংরাজ সেনা জালিমের বিশাল বাহিনীর সহিত একত্রিত হইয়া রাজকীয় সেনার অভিমুখে যাত্রা করিল। কালীসিন্ধু নামক নদীর অপর তীরে মহারাও কিশোরসিংহ সদলে অবস্থিতি করিতেছিলেন; জালিমের সেনাদল এই তরঙ্গিণীর তীরে উপস্থিত হইল। তখন বর্ষাকাল, কয়েকদিন ধরিয়া প্রবল ধারাপতনে নদী একবারে আতটপূর্ণা। সুতরাং বিপক্ষ বাহিনী তাহা উত্তীর্ণ হইতে সাহস করিল না। এইরূপে কিছুকাল বিলম্ব হইল। সেই অবসরে এজেণ্ট সাহেব মহারাওয়ের নিকট গমন করিয়া সৎপরামর্শ ও যুক্তিদ্বারা তাঁহাকে অনর্থকর যুদ্ধ হইতে নিবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি কিশোরসিংহকে অনেক যুক্তি দেখাইলেন, বিস্তর তর্কবিতর্ক করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। মহারাও যুদ্ধ করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছেন! টড সাহেব যখন তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, "আপনি দেখিতেছেন না, ইহাতে আপনারই পরাজয় হইবার বিশেষ সম্ভাবনা;" মহারাও নির্ভয়চিত্তে উত্তর করিলেন, "তাহাত স্পষ্ট দেখিতেছি; কিন্তু আশাপিপাসায় জলাঞ্জলি দিয়া সম্মান ও পুরুষত্ব রসাতলে

নিক্ষেপ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি কৈ? মহাশয়! আমি ইহাতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি কোন অন্যায় আচরণ বা অসম্মান প্রদর্শন করিতেছি না। ইংরাজ-রাজ আমার শিরোমণি এবং আপনি যে, আমার পরম মিত্র, তাহাও আমি বিলক্ষণ জানি।"

সুযোগ পাইয়া এজেণ্ট সাহেব অমনি বলিলেন, "তবে আমার কথা বিশ্বাস করিতেছেন না কেন? আমার অনুরোধ কেন অগ্রাহ্য করিতেছেন? মহারাওয়ের মঙ্গল ভিন্ন কখনই আমি অমঙ্গল কামনা করি না।"

কিশোরসিংহ কিছুতেই নিজ সঙ্কল্প ত্যাগ করিবেন না। মহাত্মা টড্ সাহেবের এই সুহৃদ্ভাবপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া তিনি সবিষাদে উত্তর করিলেন,—"এজেণ্ট সাহেব! সকলই বুঝিলাম, কিন্তু আমার মন যে বুঝিতে চায় না। যে মহারাও গোমানসিংহ জালিমকে স্বহস্তে ফৌজদারপদে অভিষিক্ত করিয়া গিয়াছেন, আজি তাঁহার পৌত্র সেই ফৌজদারের নিকট কেমন করিয়া কোন্ প্রাণে সম্মান গৌরব বিক্রয় করিতে পারিবে? যখন হারকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, তখন তাহার অতীত গৌরব-গরিমার স্মৃতি কেমন করিয়া বিসর্জ্জন দিব? পৃথিবীতে আসিয়া যদি সম্মান না পাইলাম, তবে জীবনে কি প্রয়োজন? রাজা হইয়া যদি রাজক্ষমতা না পাইলাম, তবে জীবন লইয়া কি করিব? এক্ষণে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, পিতৃপুরুষগণ যে পূর্ণ রাজক্ষমতা পরিচালন করিয়া গিয়াছেন, হয় তাহার উদ্ধার সাধন করিব, নতুবা সেই কঠোর পবিত্র উদ্যমে জীবন বিসর্জ্জন দিব।"

যুদ্ধ অবশেষে অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিল। আজি রাজা ও প্রতিনিধি পরস্পরের শোণিতপাতে কৃতসঙ্কল্প! অহো! স্বার্থ কি ভয়ানক অনর্থ! ১৮২১ খৃষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর দিবসে অন্ধ রাজপ্রতিনিধির সেনাদল মহারাওকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইল। আট দল পদাতিক, বত্রিশটী কামান এবং চৌদ্দ দল দৃঢ় অশ্বারোহী;—ইহাই জালিমের সেনা। ইহার মধ্যে চৌদ্দটী কামান ও দশটী তুরঙ্গ বাহিনীর সহিত পাঁচ দল পদাতি সর্ব্বাগ্রে যাত্রা করিল; অবশিষ্ট সকলে জালিমের সহিত তাহাদের পশ্চাতে যাইতে লাগিল। যে ইংরাজ সেনা * আসিয়া জালিমকে আনুকূল্য দান করিল, তাহা দুইটী দুর্ব্বল পদাতি ও ছয়টী অশ্বারোহী দলে সংগঠিত। রাজপ্রতিনিধির দক্ষিণপার্শ্বে ইহারা গমন করিতে লাগিল। যে স্থল দিয়া এই শত্রুসেনা অগ্রসর হইল, তাহা নিতান্ত অসম; একটী তরঙ্গিণী তাহার মধ্যস্থল দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। নদীর প্রবাহানুসারে কোথায় তাহা প্রবণ হইয়া পড়িয়াছে, আবার কোথায় বা একবারে প্রাচীরসম অনেক উন্নত হইয়া উঠিয়াছে। মহারাও কিশোরসিংহের শিবির সেই নদীর কিয়দ্দূরস্থ একটী উন্নত ভূমির উপরিভাগে সন্নিবেশিত। স্বীয় পটাবাস পরিত্যাগ করিয়া তিনি সদলে তরঙ্গিণীর সৈকতে আসিয়া দণ্ডায়মান

* দেশীয় পদাতি সেনার পঞ্চম পল্টনের লেপ্টনেণ্ট এম, মিলান, জালিমের উক্ত সহকারী সেনাদলের অধিনায়ক হইয়া মহারাওয়ের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

হইয়াছেন। যে সকল রাজকীয় সেনা ইতিপূর্ব্বে জালিমের অধীনে ছিল, তাহারা আপনাদের পূর্ব্বতন নায়ক সৈয়ফ আলির সহিত বাহিনীর বামবাহু পূরণ করিয়াছে, মহারাও পাঁচ শত বীর্য্যবান্ হারবীরের সহিত তাহার দক্ষিণ বাহুতে স্থিত এবং তাহার মধ্য অঙ্গ কতকগুলি দুর্দ্ধর্ষ ও অশিক্ষিত সৈন্যে পরিপূরিত।

অনন্তর শত্রুসেনা রাজপল্টনের চারিশত হস্ত দূরে অবস্থিত হইল। সদাশয় এজেণ্ট সাহেব ইংরাজ সেনাপতিকে ক্ষণকাল যুদ্ধে নিবৃত্ত থাকিতে অনুরোধ করিয়া আর একবার মীমাংসা করিবার চেষ্টায় মহারাও কিশোরসিংহের নিকট গমন করিলেন। উভয় দলের ঠিক মধ্যস্থলে উপনীত হইয়া তিনি মহারাও এবং তদীয় অনুগত সৈন্যসামন্তদিগকে বলিলেন, "এখনও আপনারা ভবিষ্যৎ অনর্থ হইতে নিবৃত্ত হউন, এখনও সময় আছে। আপনাদিগের সকল দোষ, সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করা যাইবে। আমাদের প্রস্তাবে সম্মত হউন এবং মহারাওকে সম্মানের সহিত কোটার সিংহাসনে, স্থাপন করিয়া দেশের পরমোপকার সাধন করুন।" যৎকালে এইরূপ প্রস্তাব হইতেছিল উভয় পক্ষের সেনাদল অল্প অল্প করিয়া অগ্রসর হইয়া পরস্পরের সম্মুখীন হইতে লাগিল। ক্রমে সকলে যুদ্ধের নিমিত্ত অধীর হইয়া উঠিল। এজেণ্ট সাহের তখনও মহারাওকে নিবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার কোন চেষ্টাই ফলবতী হইল না। কিশোরসিংহ বলিলেন "আমার সম্মান রক্ষা করুন, আমার প্রস্তাবে সম্মত হউন, তবে আমি যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ করিব; নতুবা অদৃষ্টে যাহা থাকে, তাহাই হউক।"

দেখিতে দেখিতে উভয় দল পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইল। মহারাওয়ের নির্ব্বাচিত বাহিনী দক্ষিণপার্শ্বে ক্রমশঃ গাঢ়তর হইয়া জালিমের দলবলকে আক্রমণ করিল। শত্রুসেনাদল হইতে অনর্গল গোলাগুলি নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। অগণ্য অনলাস্ত্র-নিঃসৃত পুঞ্জীভূত ধূমপটলে রণস্থল সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। তৎসমুদায়ের ভয়াবহ গর্জ্জনে চারিদিক কম্পিত হইতে লাগিল। যে দিকে নয়ন নিক্ষেপ করা যায়, সেই দিক হইতেই আরক্ত গোলকপুঞ্জ অসংখ্য অশনির ন্যায় ভীমনাদে ছুটিয়া আসিতেছে! রাজকীয় বাহিনীর মধ্যে প্রথমে অনেকগুলি বীর পতিত হইল; কিন্তু তাহাতে কেহই নিরুৎসাহ হইল না, বরং দ্বিগুণতর উৎসাহিত হইতে লাগিল। কতিয়াবাদ ও ঢোলপুরক্ষেত্রে হারকুলের যে বীর্য্যবহ্নি একদা প্রচণ্ড-তেজে সন্ধুক্ষিত হইয়া উঠিয়াছিল, আজি তাহা যেন পুনর্ব্বার প্রজ্বলিত হইল। সেই স্বামিধর্ম্ম, সেই রাজভক্তি, সেই অনন্ত স্বদেশানুরাগ যেন মূর্ত্তিমান হইয়া আজি স্বাধীনতাপহারক শত্রুর প্রাণসংহার করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। প্রতি মুহূর্ত্তে হারাবতীর দুই চারিটী করিয়া বীর পতিত হইতে লাগিল; অবশিষ্ট সকলে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অদমিত উৎসাহ সহকারে শত্রুর প্রচণ্ড ব্যূহ ভেদ করিতে চেষ্টা করিল। অনেকে জালিমের কামানাবলির মুখ সন্নিধানে অগ্রসর হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। তাহাদের প্রচণ্ড তেজোবহ্নি সহ্য করিতে না পারিয়া জালিমের বামবাহুস্থিত যোদ্ধগণ কম্পিত

হইতে লাগিল! ক্রমে তাঁহাদের পা টলিবার উপক্রম হইল, এমন সময়ে পূর্ব্বোক্ত তিনদল ব্রিটিষ তুরঙ্গসেনা অগ্রসর হইয়া সেই কম্পমান সৈনিকদিগকে রক্ষা করিল এবং ঘোর উৎসাহের সহিত রাজপল্টনের উপর গুলি বর্ষণ করিতে লাগিল। ব্যর্থমনোরথ হইয়া মহারাও কিশোরসিংহ রণস্থল ত্যাগ করিতে মনস্থ করিলেন এবং তুরঙ্গারোহী চারিশত হারবীর কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া শত্রুসেনার আধ মাইল দূরস্থ সেই উচ্চ ভূমির উপর দণ্ডায়মান হইলেন; এদিকে তাঁহার সহকারী পদাতিক সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গে চারিদিকে পলায়ন করিল। ব্রিটিষসেনা তরঙ্গিণী উত্তীর্ণ হইল; তাঁহাদের পদাতিগণ পলায়মান রাজকীয় সৈন্যদিগের পথরোধ করিবার নিমিত্ত দক্ষিণদিক হইয়া দ্রুতবেগে ধাবমান হইল; এদিকে দুইটী অশ্বারোহীদল মহারাওকে আক্রমণ করিতে আদিষ্ট হইয়া তাঁহার অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল।

তেজস্বী মহারাও কিশোরসিংহ সেই কতিপয় হারবীর কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া দৃঢ় ও অকম্পিত হৃদয়ে সেই উচ্চ তটভূমে দণ্ডায়মান রহিলেন; তাঁহার মস্তকের একগাছি কেশমাত্রও কম্পিত হইল না। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, প্রাণ থাকিতে ব্রিটিষসেনাকে কখনই অগ্রে আক্রমণ করিবেন না, এক্ষণে সে প্রতিজ্ঞা পালন করিলেন; নতুবা তিনি ইচ্ছা করিলে শত্রুদিগের নদী-উত্তরণকালে তাহাদিগকে সেই নদীজলেই সংহার করিতে পারিতেন; কিন্তু তিনি রাজপুত;—সত্যই রাজপুতের জীবন। আজি হাররাজ নিজ সত্য প্রাণপণে রক্ষা করিলেন। তাঁহার সহকারী হারযোধগণ তদীয় বীরোদাহরণে অনুপ্রাণিত হইয়া অটলভাবে দণ্ডায়মান রহিল। সম্মুখে শত্রুগণ আস্ফালন করিয়া বীরদর্পে অগ্রসর হইতেছে, তাহা দেখিয়াও তাহারা এক পদও অপসৃত হইল না। প্রত্যেক শত্রুসেনাদলের পুরোভাগে এক একজন ব্রিটিষসেনানী স্থিত। তাহারা সকলেই রণদক্ষ। ভারতে ইতিপূর্ব্বে তাহারা অনেকবার রণস্থলে অবতীর্ণ হইয়াছে; অনেক হতভাগ্য তাহাদের হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। আজি সেই রণকুশল ব্রিটিষসৈনিক ও সেনানীগণ ইংরাজের পরম মিত্র একটী প্রচণ্ড রাজপুতবীরের বিরুদ্ধে ধাবমান! ব্রিটিষসেনাকে নিকটস্থ হইতে দেখিয়াও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মহারাও কিশোরসিংহ পদমাত্রও অপসৃত হইলেন না।—তাঁহার ক্ষুদ্র বাহিনীও লৌহপ্রাকারের ন্যায় অটল, অচল ও অক্ষুব্ধভাবে দণ্ডায়মান রহিল! তদ্দর্শনে ব্রিটিষ যোধগণ চমৎকৃত ও বিস্মিত হইল। ইতিপূর্ব্বে তাহারা ভারতে যত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তৎসমস্তেই তাহাদিগের বিপক্ষদল তাহাদিগকে দেখিয়াই রণস্থল পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিয়াছে; তাহাতে অহঙ্কৃত ইংরাজসেনানীগণ মনে করিয়াছিল, ভারতবাসীমাত্রই কাপুরুষ!—কিন্তু তাহাদিগের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। দুই একটী পিণ্ডারী দস্যুদল ইংরাজের ভয়াবহ কামান সম্মুখে রণস্থল হইতে পলায়ন করিয়াছে বলিয়া কি সমস্ত ভারতীয় যোদ্ধৃগণ রণ-ভীরু? ইংরাজযোধগণের ভাবিয়া দেখা উচিত ছিল যে, ইহাঁরা পিণ্ডারী নহেন,—ইহাঁরা রাজপুত,—রণদুর্ম্মদ রাজপুত। রণস্থলে অবতীর্ণ হইলে ইহাঁরা প্রাণান্তেও শত্রুকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন না। যাহা হউক, অহঙ্কারে উন্মত্ত হইয়া ব্রিটিষসেনানীগণ যেমন রাজপুত

বীরদিগকে আক্রমণ করিল, অমনি রাজপুতগণও আত্ম-রক্ষার্থ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদের অব্যর্থ সন্ধানে দুইটী সাহসিক ইংরাজযোধ* সেই স্থলেই পতিত হইল। তাহাদের বীর্য্যবান্ সেনাপতি † অতি কষ্টে প্রাণরক্ষা করিতে পারিলেন; তাঁহার সন্নিহিত আর্দালি যদি সে সময়ে তাঁহাকে রক্ষা না করিত, তাহা হইলে তাঁহাকে সেই হতভাগ্য সহকারী সেনানীদ্বয়ের সহগমন করিতে হইত। এই সমস্ত কাণ্ড ক্ষণকাল মধ্যেই সম্পন্ন হইল। দুইটী যোধকে পতিত এবং সেনাপতিকে আহত দেখিয়া শত্রুসেনা কিয়ৎকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিল। তখন তাহাদিগকে সম্পূর্ণ নিবৃত্ত মনে করিয়া মহারাও কিশোরসিংহ নিজ সত্যমত সদলে রণস্থল হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, ইংরাজকে অগ্রে আক্রমণ করিবেন না, সে প্রতিজ্ঞা আজি সম্যক্ পালিত হইল। তাঁহাকে রণস্থল পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া হতোদ্যম শত্রুদলের সাহস বাড়িল, তাহারা সাহসে ভর করিয়া তাঁহাকে আবার আক্রমণ করিল; কিন্তু মহারাও তখন একটী নিবিড় জনার ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন। কিশোরসিংহকে সংহার করিবার অভিপ্রায়ে ব্রিটিষের তিনটী অশ্বারোহীসেনা একত্রিত হইয়া সেই ঘনসন্নিবিষ্ট জনার বনের উপর গুলিবর্ষণ করিতে লাগিল; কিন্তু তৎসমস্ত অনলগুলিকার একটীও মহারাও এবং তাঁহার সেনাদলের গাত্র স্পর্শ করিতে পারিল না।

মহারাও কিশোরসিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বীর পৃথ্বীসিংহ সেই যুদ্ধে জ্যেষ্ঠের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। পৃথ্বীসিংহের হৃদয় রাজপুতের প্রকৃত গুণগ্রামে অলঙ্কৃত। বীরাদৃত হারকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি পিতৃপুরুষগণের গৌরবগরিমা উদ্ধার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এই যে, প্রাণ যায়, তাহাও ভাল, তথাপি প্রাণবিয়োগের পূর্ব্বে তিনি একবার মন্ত্রসাধন করিয়া দেখিবেন। সেই প্রতিজ্ঞা পালনের নিমিত্ত পঞ্চবিংশতি মাত্র অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে জ্যেষ্ঠের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। শত্রুর সহিত যুদ্ধে তাঁহার প্রায় সমস্ত সহচরই বিনষ্ট হইয়াছিল। তিনিও ঘোরতর আহত হইয়া একটী শস্যক্ষেত্রের মধ্যে পতিত ছিলেন। ব্রিটিষসেনা তথায় তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া একখানি শিবিকায় স্থাপন পূর্ব্বক শিবিরে আনয়ন করে। তাঁহার উপযুক্ত চিকিৎসা হইতে লাগিল; কিন্তু ভাগ্যহীন পৃথ্বীসিংহ যুদ্ধের পরদিবসেই প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার চিকিৎসার ত্রুটি হয় নাই; কিন্তু কাল সন্নিহিত, সুতরাং কে তাঁহার প্রাণদানে সক্ষম হইবে? পৃথ্বীসিংহের হৃদয় উচ্চ ও সাহস পূর্ণ। মৃত্যুর প্রাক্কালেও তিনি মুহূর্ত্তের জন্য ভয় প্রাপ্ত হয়েন নাই। যৎকালে কালের করাল-ছায়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে বিস্তারিত হইতে লাগিল, তখন কুমার পৃথ্বীসিংহ অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া পার্শ্বস্থ এজেণ্ট সাহেবকে বলিলেন "সাহেব! আমি মৃত্যুতে ভয় খাই না, কেননা আমি জানি যে, মন্ত্রসাধনার্থ রণস্থলে পতিত হইয়াছি। আর আমার বাঁচিবার সাধও নাই; অধীন-জীবন রাজপুতের পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র।" অনন্তর তিনি শিবিরের

* ইহাদিগের একজনের নাম ক্লার্ক, অপরের নাম রিড।

† কর্ণেল জে, রিজ।

সন্নিহিত একটী পাদপের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া আবার বলিলেন "সাহেব! আমার পাঞ্চভৌতিক দেহ বিনষ্ট হইল; কিন্তু আমার অনশ্বর প্রেতাত্মা ঐ বৃক্ষোপরি থাকিয়া আমার পিতৃপুরুষগণের লীলাস্থল দেখিতে থাকিবে।" তাহার পর পৃথ্বীসিংহ স্বীয় তরবার, মুক্তামালা ও অন্যান্য মূল্যবান্ অলঙ্কাররাজি উন্মোচন করিয়া এজেণ্টের হস্তে অর্পণ করিলেন এবং ধীরে ধীরে বলিলেন "আপনিই এস্থলে আমাদের একমাত্র বন্ধু; আজি হইতে আপনি এই সকল অলঙ্কার এবং আমার পুত্রের একমাত্র রক্ষকরূপে রহিলেন। এক্ষণে আপনার আশ্বাস পাইলে আমি সুখে মরিতে পারি।" সদাশয় এজেণ্ট সাহেব মুমূর্ষু রাজপুত্রকে উপযুক্ত আশ্বাসদানে ত্রুটি করিলেন না।

তেজস্বী বীর পৃথ্বীসিংহ ধর্ম্মযুদ্ধে নিহত হয়েন নাই; একজন বিশ্বাসঘাতক কাপুরুষ অলক্ষ্যে কুক্কুরের ন্যায় তাঁহার পৃষ্ঠে শূল বিদ্ধ করিয়াছিল। সেই ভীষণ অস্ত্রের সুতীক্ষ্ণ ফলক তাঁহার পৃষ্ঠদেশ ভেদ করিয়া হৃদয়ে প্রহত হইয়াছিল। আঘাত পাইয়াই তিনি বাণবিদ্ধ কেশরীর ন্যায় পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিয়াছিলেন; কিন্তু সেই পাপাত্মা নরাধমকে দেখিতে পান নাই। আহা! সেই আঘাতেই হারকুলের গৌরব বীরবর তেজস্বী পৃথ্বীসিংহ অশ্বপৃষ্ঠচ্যুত হইয়া ভূপতিত হয়েন। তাঁহার মৃত্যুতে জালিম ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ নিষ্কণ্টক হইয়াছিলেন।

এদিকে মহারাও কিশোরসিংহ সদলে সেই নিবিড় জনার বনে প্রবিষ্ট হইয়া অল্প ক্ষণের মধ্যেই শত্রুকুলের অদৃশ্য হইয়া গেলেন। সেই শস্যক্ষেত্র এত উচ্চ ও ঘন নাল সমূহে সমাবৃত যে, মহারাওয়ের প্রকাণ্ড হস্তীটীও তন্মধ্যে সম্পূর্ণ নিমগ্ন হইয়াছিল। যে সমস্ত পদাতিসেনা তাঁহার সহিত যোগদান করিয়াছিল, তাহারা প্রাণভয়ে পলায়ন পূর্ব্বক অবশেষে ব্রিটিষ অশ্বারোহীগণের সম্মুখে পতিত হয়। নিষ্ঠুর শত্রুগণ তাহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিল!

সেই ভয়াবহ রণস্থলে মহারাও এবং তাঁহার অনুগত আত্মীয়স্বজন ও সর্দ্দারগণের অসীম বীরত্ব দেখিয়া শত্রুগণও সাধুবাদ দান না করিয়া থাকিতে পারে নাই; কিন্তু স্বয়ং মহারাও এবং তাঁহার সমভিব্যাহারী সর্দ্দারগণ অপেক্ষা দুইটী অজ্ঞাতনামা হারবীর যে অদ্ভুত বীরত্ব ও রণকৌশল প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ পাঠ করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। মহাত্মা টড্ সাহেব * স্বচক্ষে সেই দুই বীরের অসীম রণনৈপুণ্য দর্শনে বিস্মিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিয়াছেন, "গ্রীষ ও রোমের পৌরাণিক গ্রন্থসমূহে তত্তদ্দেশীয় বীরগণের যে সকল বীরত্ব-কাহিনী পাঠ করিয়াছি, উক্ত দুই হার বীর তাঁহাদের সম্পূর্ণ সমকক্ষ।" যে স্থলে সেই কাল-যুদ্ধের অভিনয় হইয়াছিল, তাহার বিবরণ ইতিপূর্ব্বে সন্নিবেশিত হইয়াছে। সেই রণভূমি অতি অসম ও প্রবণ। তাহার মধ্যস্থল দিয়া একটী ক্ষুদ্র তরঙ্গিণী প্রবাহিত। সেই তরঙ্গিণীর একদিকের তটভূমি অত্যন্ত প্রবণ, অপর তীর উচ্চ প্রাকারবৎ একবারে নদীগর্ভ হইতে

* পূর্ব্বোক্ত মিলান সাহেব ও মহাত্মা টড্ একত্রে দণ্ডায়মান হইয়া এই অদ্ভুত বীরদ্বয়ের অদ্ভুত যুদ্ধ দেখিয়াছিলেন।

উত্থিত। জালিমের পদাতিসেনা দশটী শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া সেই উন্নত তট দিয়া অগ্রসর হইতেছে, এমন সময়ে নিকটস্থ একটী বিচ্ছিন্ন শৈলকূট হইতে তাহাদের উপর অজস্র গুলিবর্ষণ হইতে লাগিল। সকলে বিস্মিত ও চমকিত হইয়া সেই পাহাড়ের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল এবং তখনই যাহা দেখিল, তাহাদের বিস্ময় শতগুণে বর্দ্ধিত হইল। জালিমের সৈন্যগণ দেখিল, দুইটী যোদ্ধা সেই গিরিকূটশিরে দণ্ডায়মান হইয়া অবিরত গতিতে ক্ষিপ্রহস্তে তাহাদিগের উপর গুলি বর্ষণ করিতেছে! একজন পশ্চাতে থাকিয়া দ্রুতহস্তে অনলাস্ত্র সজ্জিত করিয়া দিতেছে, অপর ব্যক্তি অব্যর্থ সন্ধানে তদনুরূপ ক্ষিপ্রতা সহকারে তাহা নিক্ষেপ করিতেছে! জালিমের সেনাদল দুই মিনিট নির্ব্বাক ও নিস্পন্দভাবে সেই দুই অদ্ভুত বীরের অদ্ভুত রণনৈপুণ্য দেখিল, পরক্ষণেই যুদ্ধার্থ অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া সেই দুইটী অপূর্ব্ব যোধের উপর গুলি নিক্ষেপ করিল। একবারে বিশ পঁচিশটী গুলি তাহাদের প্রতি নিক্ষিপ্ত হইল, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় তাহারা পদমাত্রও অপসৃত হইল না! যেন মূর্ত্তিমান্ বিভাবসুর ন্যায় উভয়েই শত্রুনিক্ষিপ্ত অনল-গুটিকারাশিকে উপেক্ষা করিয়া বিকট গর্জ্জনে উন্মত্তবৎ রণাঙ্গনে নৃত্য করিতে লাগিলেন! শত্রুসেনার অসংখ্য গুলিতে তাঁহাদের কিছুই হইল না; কিন্তু তাঁহাদের সেই একজন মাত্র বীরের অব্যর্থ সন্ধানে অনেকগুলি অরাতিসৈন্য দারুণ আহত হইয়া সেনাদলের পশ্চাদ্ভাগে আশ্রয় গ্রহণ করিল! শত্রুগণ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া মনে করিল "ইহারা কি অমর?" বাস্তবিক, ক্রমে তাহাই সকলেরই বোধ হইতে লাগিল। একি স্বয়ং মহাকাল স্বীয় অনুচর বীরভদ্র সমভিব্যাহারে অধর্ম্মের নাশে উদ্যত হইয়া আজি রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়াছেন? ইহাঁরা কি রাম লক্ষ্মণ? না ভীমার্জ্জুন? অথবা কৃষ্ণবলরাম? কেহই কিছু স্থির করিতে পারিল না। দেখিতে দেখিতে অনেকগুলি শত্রুসৈনিক আহত হইয়া পতিত হইল। তখন জালিমের সেনাদল হইতে দুইটী ছয়-সেরা কামান সজ্জিত হইয়া প্রচণ্ড বজ্রনিনাদে জ্বলন্ত গোলক উদ্গার পূর্ব্বক সেই অদ্ভুত বীরযুগলের প্রতি ধাবমান হইল; কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের কিছুই হইল না; তাহাতে তাঁহারা অণুমাত্র ভীত বা চমকিত হইলেন না, বরং বিকট-হাস্য সহকারে উভয়েই সেই গিরিকূটের উচ্চতম শিরে আরোহণ করিয়া শত্রুদিগকে দুইবার "সেলাম" করিলেন এবং পরক্ষণেই পূর্ব্বস্থানে প্রতিগমন পূর্ব্বক সংহারকার্যে পুনঃ প্রবৃত্ত হইলেন! তাঁহাদের প্রতি আরও অনেকগুলি অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইল; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না; বরং শত্রুসেনা ক্রমে ক্রমে হতবল হইতে লাগিল। শত্রু হইলেও কেহই তাহাদের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিল না। অবশেষে শত্রুসেনাপতি স্বীয় সৈন্যগণকে অস্ত্রক্ষেপন বন্ধ করিতে আদেশ দিয়া বলিলেন "ওরূপ দুইটী বীরের প্রাণ সংহার কিছুতেই করা হইবে না। চল আমরা উহাদিগকে ধৃত করি; কিম্বা যদি কেহ সাহস কর, তবে উহাদের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।" অনুমতি প্রদত্ত হইবামাত্র দুইজন রোহিলা সৈনিক ক্ষিপ্রহস্তে স্ব স্ব তরবার কোষোন্মুক্ত করিয়া উল্লম্ফন পূর্ব্বক সেই গিরিকূটে আরোহণ করিল। অবশিষ্ট সকলে নির্ব্বাক ও নিস্পন্দভাবে বিস্ময়-বিস্ফারিত-

নয়নে ভাবী ফলাফলের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। সেই শৃঙ্গারূঢ় বীরদ্বয় প্রচণ্ড উৎসাহ সহকারে এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত ভয়াবহ দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। আর সকলেই নীরব, স্পন্দশূন্য, স্তম্ভিত ও বজ্রাহত। কেবল সেই চারি জন যোদ্ধার শ্রবণভৈরব আস্ফালন এবং অসির ঘাত প্রতিঘাতজনিত ঝণাৎকার-রব অনর্গল শ্রুত হইতে লাগিল। শত্রুনিক্ষিপ্ত অসংখ্য গুলি প্রহারে সেই হারবীর দ্বয়ের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত; তাঁহাদের অষ্টাঙ্গ হইতে রুধির-ধারা অবিরলধারে বিগলিত হইতেছিল! তাহার উপর আবার অনেকক্ষণ ধরিয়া যুদ্ধ করিয়া তাঁহারা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তথাপি সেই অদ্ভুত বীরযুগল স্ব স্ব প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত সোৎসাহে দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু তাঁহারা আর কত সহ্য করিবেন?—রক্তমাংসগঠিত মানব দেহ আর কতক্ষণ অস্ত্রাঘাত সহ্য করিবে? ক্লান্ত, শ্রান্ত, অথবা পরাভূত হইয়াই হউক অবশেষে সেই বীরদ্বয় সেই শৈলকূটের উপরিভাগে প্রাণত্যাগ করিলেন। যে দুইটী হস্ত ইতিপূর্ব্বে শত্রুর দশটী পদাতিদল এবং বিংশতি কামানের প্রভাব প্রতিরোধ করিয়াছিল, অবশেষে নিঃস্পন্দ ও অসাড় হইয়া পড়িল; আর সে বীরযুগল উঠিলেন না;—আর তাঁহাদের আস্ফালন শ্রুত হইল না?—আর কেহ তাঁহাদের বিকট রণনৃত্য দেখিতে পাইল না! যে অনলাস্ত্র মুহুর্মুহু অগ্নি উদ্গার করিয়া অসংখ্য অরাতিসেনাকে নিপাতিত করিয়াছিল; এক্ষণে তাহাদের গতপ্রাণ নায়কযুগলের পার্শ্বে নিঃস্পন্দ ভাবে পতিত! আহা! কি পরিতাপ! কি বিষাদ! যাও—দেবযুগল!—যাও! তুচ্ছ নরদেহ ত্যাগ করিয়া অপ্সরসেবিত দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক অনন্ত সুখের ধাম অমরলোকে গমন কর! তোমাদের জন্য স্বর্গদ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে; বিদ্যাধরীগণ মন্দারমালিকা হস্তে শুভ আগমনী গীত গাহিয়া তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছে। তোমাদের বীরত্বে হারকুল পবিত্রীকৃত হইয়াছে,—চৌহান গৌরবভাতি চিরকালের জন্য উদ্দীপ্ত হইয়াছে। তোমাদের গৌরবে ভারত গৌরবান্বিত।—একমাত্র পরিতাপ, জগৎ তোমাদের নাম জানিতে পারিল না!—জানিতে পারিলে আজি ভীমার্জ্জুন, কর্ণ, প্রতাপ, রাজসিংহ, প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষগণের পবিত্র নামমালার সহিত তোমাদের পবিত্র নাম জপ করিয়া তাপিত প্রাণ শীতল করিত।

রাজপুত চিরকাল রাজভক্ত; রাজাকে তাহারা দেবতার ন্যায় জ্ঞান করিয়া থাকে; রাজার জন্য তাহারা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পারে। রাজভক্তি তাহাদের অস্থিমজ্জার সহিত জড়িত। মহারাও কিশোরসিংহের স্বার্থ রক্ষা কালে সমগ্র হারসমিতির সেই পবিত্র স্বামিধর্ম্মের পূর্ণ চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। রাজক্ষমতাপহারী জালিমের অধীনতা সেই সমস্ত উচ্চহৃদয় রাজপুতবীরদিগের পক্ষে অত্যন্ত দুর্ব্বিষহ। নীতিজ্ঞ জালিম আর সকলকে সন্তুষ্ট করিলেও সেই রাজভক্ত সর্দ্দারদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন নাই। তাঁহারা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া আপনাদের ধর্ম্মমত নৃপতির অনুসরণ করিলেন। ইহাতে যে তাঁহাদিগকে কত কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহার আর ইয়ত্তা নাই; তথাপি সেই রাজগতপ্রাণ হার বীরগণ এক মুহূর্ত্তের

জন্য কিশোরসিংহের প্রতি বিরক্ত হয়েন নাই। সেই দিন সেই ভয়াবহ যুদ্ধের পর তাঁহারা মহারাওয়ের অনুগমন করিলেন এবং তাঁহার সহিত পার্ব্বতী নদীর তীরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। নদীতে তৎকালে নৌকাদি কিছুই ছিল না; অগত্যা কিশোরসিংহকে সন্তরণ দ্বারা তাহা উত্তীর্ণ হইতে হইল। নদীগর্ভ হইতে তিনি তীরে উত্থিত হইয়াছেন, এমন সময়ে তাঁহার ঘোটক ভূপতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। অতঃপর মহারাও নিজ পার্শ্বস্থ একজন অনুচরের বাহনে আরোহণ করিয়া অনুমান তিনশত অশ্বারোহী সৈনিকের সহিত বরদানগরে উপনীত হইলেন। অনাবশ্যক বশতঃ হউক, অথবা দয়া প্রযুক্তই হইক, ব্রিটিষ সৈন্যগণ সে পর্য্যন্ত হার যোধগণের অনুসরণ করে নাই, সুতরাং তাঁহারা কিয়ৎ পরিমাণে শান্তি সম্ভোগ করিতে পারিলেন।

বরদা নগরে কয়েক দিন থাকিয়া মহারাও কিশোরসিংহ মিবারের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহাব সমস্ত উদ্যম, সকল যত্ন, সমুদায় চেষ্টা বিফল হইল; তাঁহার আশাভরসা সমস্তই ক্রমে ফুরাইবার উপক্রম হইল। রাজকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া ন্যায় ও ধর্ম্মমতে রাজ্যের প্রকৃত অধীশ্বর হইয়া তাঁহাকে কি চিরকাল সেইরূপ অবস্থায় জীবন যাপন করিতে হইবে? তিনি ধর্ম্মগ্রন্থ সমূহে পাঠ করিয়াছেন যে, রাজ্য ও ধনসম্পত্তি সমস্তই অনর্থের মূল, সকলই অসার ও অনিত্য; কেবল হরিভক্তিই সার। সাংসারিক কষ্টে,—মানবের স্বার্থপরতা, কপটতা ও বিশ্বাসঘাতকতায় যখন তিনি নিতান্ত কাতর হইয়া উঠেন, তখন এক একবার বিষয়বিভব ত্যাগ করিতে তাঁহার বাসনা জন্মে; আশা ও আকাঙ্ক্ষা সেই সময়ে আধ্যাত্মিক-চিন্তায় ক্ষণকালের জন্য মন্দীভূত হইয়া পড়ে; কিন্তু পরক্ষণেই স্মৃতি জাগরূক হইয়া উঠে,—সেই সঙ্গে সমস্ত চিন্তা, সকল ভাবনা উদ্রিক্ত হয়। দুর্ভাগ্যের কঠোর অঙ্কুশতাড়নে মহারাও কিশোরসিংহের হৃদয় ক্রমে বৈরাগ্যের শান্তিময় মন্ত্রে দমিত হইয়া পড়িল। তিনি মিবারে উপস্থিত হইয়া নাথদ্বারে ভগবান বালমুকুন্দের মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিছু দিন পরে তাঁহার মনের অন্যরূপ গতি হইল। এতদিন তাঁহার মনে দৃঢ় সঙ্কল্প ছিল যে, ব্রিটিষের পরিশিষ্ট সন্ধিপত্র কখনই তিনি গ্রাহ্য করিবেন না; এক্ষণে সে সঙ্কল্প পরিত্যক্ত হইল। এই সময়ে এজেণ্ট সাহেব মধ্যস্থ হইয়া জালিমকে বলিলেন "যে সর্দ্দার ও সৈনিকগণ মহারাও কিশোরসিংহের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল, দেশ হইতে অন্তরিত হইয়া তাহারা এক্ষণে অসীম কষ্টে জীবন ধারণ করিতেছে; দেশে প্রত্যাগত হইবার ইচ্ছা থাকিলেও দণ্ডভয়ে তাহারা আসিতে পারিতেছে না; অতএব আপনি তাহাদিগকে ক্ষমা করুন।" এজেণ্ট সাহেবের পরামর্শ যুক্তিযুক্ত বলিয়া সাদরে গৃহীত হইল। অচিরে দেশান্তরিত সর্দ্দারবর্গের নিকট ক্ষমাপত্র প্রেরিত হইল। সকলে আশ্বাস পাইল যে, সর্দ্দারগণ নির্ব্বিঘ্নে ফিরিয়া আসিতে পারিবেন, কেহ তাঁহাদিগকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না। এইরূপ আশ্বাস বচন প্রাপ্ত হইবামাত্র স্বদেশচ্যুত হারগণ দলে দলে দেশে প্রত্যাগত হইতে লাগিল! স্বদেশের শান্তিনিকেতনে আশ্রয় লাভ করিয়া তাহারা সকল দুঃখ, সমস্ত কষ্ট অবহেলা করিতে পারিল। তাহাদিগকে পুনঃ

প্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগের আত্মীয়স্বজনগণ আনন্দিত হইল। অচিরে দেশে শান্তি পুনঃস্থাপিত হইল।

কোটার সামন্ত ও উপসামন্তগণ এইরূপে স্বদেশে প্রত্যাগত হইলে, জালিমের সম্মতিক্রমে মহারাও কিশোরসিংহের নিকট একখানি পত্র প্রেরিত হইল। যাহাতে তিনি স্বরাজ্যে আসিতে সম্মত হয়েন, তদুপযোগী যুক্তি সেই লিপির মধ্যে প্রদর্শিত হইয়াছিল। কিশোরসিংহ সেই পত্র পাইয়া এজেণ্টের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। অনন্তর এজেণ্ট সাহেব একখানি সন্ধিপত্র লিপিবদ্ধ করিলেন। তাহাতে উভয় পক্ষের অবস্থা ও কর্ত্তব্য স্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত হইল; যাহাতে ভবিষ্যতে উভয়ের মধ্যে আর সংঘর্ষ সমুদ্ভূত না হয়, তদুপযোগী কয়েকটী বিধি ও ব্যবস্থা লিখিত হইল এবং রাজার ক্ষমতা ও সম্মান উপযুক্ত পাত্রে পুনরর্পিত হইল। "রাজার সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও পদগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার সহায়তা করাই সেই সন্ধিপত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য; প্রভূত উদারতা সহকারে উক্ত উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছিল।"

এই সকল ব্যাপার স্থিরীকৃত হইলে মহারাও কিশোরসিংহ নাথদ্বার পরিত্যাগ করিবার উপক্রম করিলেন। যে সকল দুষ্ট মন্ত্রীর অনর্থকর পরামর্শ গ্রহণ করিয়া তিনি এতদিন দেশান্তরে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইলেন, তাহারা এক্ষণে তাঁহাকে স্বদেশ প্রত্যাগমনে কৃতসঙ্কল্প ও উদ্যুক্ত দেখিয়া লজ্জিত ও ম্রিয়মান হইল; কিন্তু তাহারা নিরস্ত থাকিবার লোক নহে। অবশেষে সেই দুষ্টাশয়গণ একটী মিথ্যা ও জঘন্য উপায় অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে নিবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করিল। তাহারা একটা ছিন্নাঙ্গ ব্যক্তিকে হস্তগত করিয়া কিশোরসিংহকে বলিল যে, জালিমের পুত্র মধুসিংহ মহারাওয়ের ভ্রাতা বিষণসিংহের নাসা কর্ণ ছেদন করিয়া রাজ্য হইতে বিদায় করিয়া দিয়াছে, সেই প্রতারকের আকৃতি ও মুখভাবের সহিত রাজকুমার বিষণসিংহের অনেক সাদৃশ্য ছিল; সেইজন্য অনেকে তৎকালে তাহাকে প্রকৃত বিষণসিংহ মনে করিয়া জালিমকে যারপর নাই অভিসম্পাত করিয়াছিল। এমন কি মহারাণাও তাহাতে প্রতারিত হইয়াছিলেন। কিন্তু সত্য কথা অল্প সময়ের মধ্যেই প্রকাশ হইয়া পড়িল; তখন শিশোদীয় নৃপতি সেই প্রতারককে ধৃত করিয়া স্বনগরে আনয়ন পূর্ব্বক তাহার মুণ্ডচ্ছেদন করিলেন। অতঃপর সকলে জানিতে পারিল যে, সেই হতভাগ্য প্রতারক জয়পুরের একজন প্রজা; তৎকৃত কোন দুষ্কর্ম্মের শাস্তি স্বরূপ তাহার নাসাকর্ণ ছিন্ন হইয়াছিল।

এই শোচনীয় দৃশ্যের অভিনয় হইলে মহারাও কিশোরসিংহ পুণ্যময় নাথদ্বারক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া স্বরাজ্যের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বৎসরের শেষদিনে রাজপ্রতিনিধি ব্রিটিষ এজেণ্ট সাহেবের সমভিব্যাহারে কোটা রাজের প্রত্যাগমনে বহির্গত হইলেন। আজি রাজাকে স্বরাজ্যে প্রত্যাগত হইতে দেখিয়া কোটার প্রজাবর্গ পরমানন্দে পুলকিত হইল। সকলে সাহ্লাদে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিল। সেই শুভদিনে শুভক্ষণে কোটার অধিপতি মহারাও কিশোরসিংহ পিতৃপুরুষগণের রাজগদিতে আর একবার আরূঢ়

হইলেন। ইতিপূর্ব্বে যে সিংহাসন তিনি স্বেচ্ছাক্রমে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, আজি তাহা পুনর্ব্বার শোভিত হইল, সেইদিন তাঁহার মনে আর কোন কষ্ট অথবা দুশ্চিন্তা রহিল না।

মহারাওয়ের স্বকীয় ব্যয়ভূষণ ব্যতীত রাজপরিবারের আরও অনেক বিষয়ের ব্যয়তত্ত্বাবধারণের ভার তাঁহার হস্তে অর্পিত হইল। দানধ্যান ও উৎসবামোদ প্রভৃতি ব্যাপারের ব্যয় রাজার অনুমতি ব্যতিরেকে সাধিত হইবে না। মহদীয় উৎসব ব্যাপারাদিতে ধ্বজদণ্ড প্রভৃতি যে সকল রাজচিহ্ন ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তৎসমস্তই দুর্গাভ্যন্তরে তাঁহার প্রাসাদে রক্ষিত হইবে, তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে কেহই তাহা কখনও ব্যবহার করিতে পাইবে না। প্রত্যেক উৎসবামোদাদি সমারোহ-ব্যাপারে সদলে উপস্থিত হইয়া তিনি স্বয়ং তত্ত্বাবধারণ করিবেন; তাঁহারই নামে পুরস্কার ও উপহারাদি প্রদত্ত হইবে। রাজধানীর মধ্যস্থ ও চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী সমস্ত প্রদেশ একমাত্র তাঁহারই হস্তে থাকিবে, তিনি ইচ্ছা করিলে, যেখানে সেখানে বাটী ও কাননাদি স্থাপন করিতে পারিবেন। এই সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ হইল; এবং যাহাতে এই সমস্ত বিধান যথানিয়মে পালিত হয়, তাহার সহায়তা করিবার নিমিত্ত ব্রিটিষগবর্ণমেণ্ট একজন রেসিডেণ্ট কোটারাজসভায় রক্ষা করিলেন। স্বর্গীয় বীর পৃথ্বীসিংহের অপ্রাপ্তব্যবহার পুত্রের ভরণপোষণের জন্য উপযুক্ত বৃত্তি প্রদত্ত হইল, ভ্রাতৃদ্রোহী বিষণসিংহ রাজধানীর দশক্রোশ দূরস্থ আন্তা নামক নগরে অন্তরিত হইলেন; মহারাও তদুপলক্ষে তাঁহার জায়গির বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিলেন।

এইরূপে কোটার প্রচণ্ড বিপ্লব প্রশমিত হইল, কোটার দগ্ধহৃদয়ে শান্তিবারি অভিষিঞ্চিত হইল। প্রতিদ্বন্দ্বীগণের মধ্যে পুনর্ব্বার সুহৃদ্ভাব সম্বদ্ধ হইল; সকলে অতীত ঘটনা বিস্মৃতিজলে বিসর্জ্জন দিয়া সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। এই নবজাত মিত্রতা দৃঢ়তর করিবার অভিপ্রায়ে এজেণ্ট সাহেব আরও একমাস কোটানগরে অবস্থিতি করিলেন। তাঁহার বিশেষ অনুরোধ ও উদ্যোগে অনেকের বদ্ধমূল বিদ্বেষভাব উন্মূলিত হইল, এমন কি তিনি মহারাও কিশোরসিংহ এবং মধুসিংহের পরস্পরের কঠোর শত্রুভাব দূর করিয়া উভয়কে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ করিতে সক্ষম হইলেন। মহারাও আপনাকে অতীত দুর্ঘটনা সমূহের একমাত্র কারণ বলিয়া অতি সরল ও অকপটভাবে মধুসিংহের করে কর স্থাপন করিলেন। মধুসিংহ তাঁহার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া বিনয় ও শীলতা সহকারে রাজাকে অভিবাদন করিলেন। যে মধুসিংহ ইতিপূর্ব্বে কিশোরসিংহের চক্ষুশূল হইয়াছিল, যাহার সর্ব্বনাশ তিনি প্রতি মুহূর্ত্তে কামনা করিয়াছিলেন, যাহাকে সকল কষ্ট ও সমস্ত অনর্থের মূলীভূত কারণ বলিয়া তিনি এতদিন অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন, আজি আনন্দ সহকারে তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। কপটহৃদয় বৃদ্ধ জালিমের অন্তঃকরণ এই সুখকর দৃশ্যে সত্য সত্যই আনন্দিত হইয়াছিল কি না বলিতে পারি না, কিন্তু তিনি প্রকাশ্যে যার পর নাই আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

বিষাদময় অতীত ঘটনাপুঞ্জের এইরূপ আনন্দপ্রদ পরিণামের পর জালিম রাজধানী পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় ছাউনীতে প্রতিগত হইলেন এবং সমগ্র কোটারাজ্য একবার পর্য্যটন করিয়া সমস্ত প্রজাবর্গকে সন্তুষ্ট করিতে মনস্থ করিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই রাজ্যভ্রমণের সমস্ত আয়োজন হইল; তখন অন্ধ অশীতিপর রাজপ্রতিনিধি কতকগুলি যানবাহন ও অনুচর সমভিব্যাহারে কোটার নগরে নগরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল হইল। রাজ্যের সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজ করিল এবং শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইল। যে ভীষণ বিপ্লবের প্রচণ্ড তরঙ্গাভিঘাতে সমস্ত দেশ আলোড়িত হইয়াছিল, কোটারাজ্যে রসাতলে যাইবার উপক্রম করিয়াছিল, কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সমগ্র কোটারাজ্যের মধ্যে তাহার সামান্য নিদর্শনও অবশিষ্ট রহিল না। রাজা নিরুদ্বেগে রাজ্যকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন, সর্দ্দার ও সামন্তগণ স্ব স্ব জায়গির সম্পূর্ণভাবে পুনর্লাভ করিয়া সুখে রাজার যথোচিত পরিচর্য্যা করিতে আরম্ভ করিল, প্রজাগণ নিঃশঙ্ক চিত্তে নিজ নিজ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। বাণিজ্য ব্যবসা পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিল এবং রাজ্যের ইতর ভদ্র সকলে পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া ব্রিটিষগবর্ণমেণ্টকে আশীর্ব্বাদ প্রদান করিতে লাগিল। এই ঘটনার পর জালিমসিংহ পাঁচ বৎসর জীবিত ছিলেন। যে হৃদয় উচ্চ দুরাকাঙ্ক্ষার তৃপ্তির নিমিত্ত কোটারাজ্যকে আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা শেষে পুনঃশান্তি দেখিয়া ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিল।

রাজনীতিজ্ঞ জালিমের চরিত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমালোচনা করা সহজ ব্যাপার নহে। ইহার নিগূঢ় রহস্য উদ্ভেদ করিতে অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিও বিতথ হইয়া পড়ে। ইহা যেরূপ গূঢ় ও দুর্জ্জেয়, সেইরূপ অমানুষিক। জগতের রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হইয়া জালিম যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, সেই সকল কার্য্য অবলম্বন করিয়া যদি তাঁহার গভীর চরিত্র অনুশীলন করিতে হয়, তাহা হইলে উদ্দেশ্য সিদ্ধির অল্পই সম্ভাবনা; সেরূপ অনুশীলনে তাঁহার কার্য্যের সমালোচনা হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার চরিত্র, যেরূপ দুর্জ্জেয়, সেইরূপই রহিয়া যায়। তাঁহার কার্য্যে তদীয় হৃদয়ভাব অতি অল্প সময়ই জানিতে পারা যাইত; নিজ হৃদয়দ্বার তিনি কখনও কাহারও নিকট উদ্‌ঘাটন করেন নাই; সেই বিশাল ও মহান্ হৃদয়ের গভীর প্রদেশে যে সকল চিন্তা তাড়িত তেজে অবিরত কার্য্য করিত, তাহা একমাত্র তিনি ও তাঁহার অন্তর্য্যামী দেবতাই জানিতেন; অপর মানুষী প্রতিভা তাহা উদ্ভেদ করিতে কখনও পারে নাই। জালিম কখনও কোন মানবকেই বিশ্বাস করেন নাই, কখনও কাহারও সম্মুখে হৃদয়ের চিত্র প্রকাশ করেন নাই; তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত "তদীয় হৃদয়ের রহস্য তাঁহারই ছিল।" সুখের আনন্দোল্লাসে, জয়গৌরবের জলন্ত উচ্ছ্বাসে, অথবা সমবেদনার অকপট আলাপনে অতি সংযতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরও হৃদয়ভাব কিছু না কিছু পরিমাণে প্রকাশিত হইয়া পড়ে, কিন্তু কি সুখ, কি সম্পৎ, কি সমবেদনা, দুঃখ, শোক, এমন কি প্রচণ্ড প্রতিশোধ পিপাসাও কখনও জালিমের হৃদয়ের রহস্য নিমেষের জন্যও উদ্‌ঘাটন করিতে পারে নাই।

তিনি জগতের কাহাকেও হৃদয়ের সহিত ভাল বাসিতেন কি না, কোন মানব কখনও তাঁহার প্রাণসম প্রিয় পাত্র হইয়াছিল, কি না, তাহার কোন বিবরণই পাওয়া যায় না; তথাপি কত লোক তাঁহার মৌখিক যত্ন ও স্নেহে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার জন্য অসীম আত্মত্যাগ স্বীকার করিয়াছে! কত লোক অন্ধ জালিমের বৃথা আশ্বাসে ভুলিয়া তাঁহার স্বার্থে কীটবৎ দলিত হইয়াছে! শৈশবে জালিম স্বভাবতঃ উগ্র, চপল ও অশান্ত ছিলেন বটে, কিন্তু বয়সের উন্নতির সহিত তিনি উক্ত সমস্ত দোষ সংশোধন করিয়া লইয়া ছিলেন; তখন অতি কঠোর সঙ্কল্প কার্য্যে প্রয়োগ করিয়া তিনি ধীর ও প্রশান্ত ভাবে তাহার সফলতা প্রতীক্ষা করিতে পারিতেন। উল্লাসময় যৌবনের উচ্ছ্বাসকালেই তিনি ইন্দ্রিয়ের উপর উক্তরূপ কঠোর জয় লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। প্রবৃত্তিনিচয়ের এই অসীম বশীকরণের সাহায্যেই জালিম তত বিঘ্ন, বিপদ ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে জীবন ও সম্মান গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিলেন এবং অসংখ্য অন্তরায় খণ্ডন করিয়া নিজ উদ্দেশ্য সাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন। স্বীয় মন্ত্রসাধনার্থ জালিম অতি জঘন্য কৌশলও নিঃসঙ্কোচে অবলম্বন করিতেন, অতি নৃশংস ব্যাপারও অকম্পিত হৃদয়ে অনুষ্ঠান করিতে পারিতেন। তাঁহার প্রকাশ্য সরলভাব, বিনয় ও সুশীলতার অভ্যন্তরে তদীয় ভীষণ উদ্দেশ্য সমূহ সম্পূর্ণ গুপ্ত থাকিত; সেই সরলতার সম্মুখে অতি কঠোর হৃদয়ও বিনীত হইয়া পড়িত। এদিকে তাঁহার অতি সাবধান ধর্ম্মাচরণ দেখিয়া লোকে তাঁহাকে ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারিত না। জালিম কখন হঠকারিতার বশবর্ত্তী হইতেন না, কখনও অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া কোন কার্য্য করিতেন না; এইজন্য সকলে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতে আসিত; তাঁহার মন্ত্রণা লাভ করিবার নিমিত্ত অনেক রাজা মহারাজা আগ্রহান্বিত হইতেন। তদীয় সৌজন্য ও শিষ্টাচারে শক্রও বশীভূত হইত, এবং অধীনস্থ ব্যক্তিগণ মুগ্ধের ন্যায় তাঁহার আদেশ পালন করিত। জালিম একজন সুদক্ষ চাটুকার ছিলেন; তাঁহার আপাতমনোহর তোষামোদ বাক্যে অতি উচ্চহৃদয়ও বিমোহিত হইত। এই মোহকর চাটুবচনে মহারাও উমেদসিংহ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁহার হস্তে ক্রীড়াপুত্তলী স্বরূপ ছিলেন। ইহার উপর তাঁহার অসীম বাকপটুতা এবং মনোজ্ঞ শব্দবিন্যাস ক্ষমতা ছিল; তিনি বেশি কথা কহিতেন না, কিন্তু যাহা কহিতেন, তাহাতে তাঁহার সঙ্কল্প নিশ্চয়ই সিদ্ধ হইত। দেশকাল ও পাত্র বিবেচনায় ব্যবহার এবং লোকের মনস্তুষ্টি সাধন করিতে তাঁহার ন্যায় সুদক্ষ ব্যক্তি তৎকালে ভারতে কেহই ছিল না। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া জালিম রাজক্ষমতা অপহরণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এরূপ সুচারু কৌশল ও মনোহর নৈপুণ্যের সহিত করিয়াছিলেন যে, তাহাতে সেই জঘন্য কার্য্যের জঘন্যতা অর্দ্ধাংশে মন্দীভূত হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার একটী দৃঢ় ধারণা ও স্বতঃ সিদ্ধ জ্ঞান ছিল যে, মানব বাহ্যাড়ম্বরের অধিক বশীভূত; বহিরবয়ব দেখিয়াই জগতের অধিকাংশ লোকই বিচার করিয়া থাকে, অতি অল্প লোকেই অপরের চরিত্র গভীর ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করে, ক্বচিৎ দুই একজনের সেইরূপ ক্ষমতা আছে। এই ধারণা বলবতী থাকাতে জালিম বাহ্যাড়ম্বর অক্ষুণ্ণ রাখিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন:—এ শিক্ষা তাঁহাকে সুফল

প্রদান করিয়াছিল। সংস্কারের বিরুদ্ধে কার্য্য করিলে অনেকেই বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হইয়া থাকে; এই জন্য জালিম স্বার্থসিদ্ধির জন্য সাধ্যপক্ষে কখন কাহারও সংস্কারে আঘাত করেন নাই। হার সর্দ্দারগণের ভূমিসম্পত্তি অপহরণ করিয়া তিনি তাহাদের পরিত্যক্ত ক্ষেত্র গুলিতে শস্য রোপিত করিয়া দিয়াছিলেন; ফলতঃ জালিম যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার মানবচরিত্রজ্ঞতার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। লোকের কথা শুনিলেই তিনি তাহাদের হৃদয়ভাব বুঝিতে পারিতেন এবং সময়োচিত কার্য্য করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম হইতেন। যে সমস্ত কর্ম্মচারী সর্ব্বদা তাঁহার কাছে থাকিত, তাহাদের হৃদয়ের গূঢ়তম প্রদেশ পর্য্যন্ত তাঁহার বিদিত ছিল; সুতরাং তাহাদিগের সাহায্যে তিনি অতি সহজেই নিজ উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারিতেন। নিজ অমানুষিক প্রতিভাবলে জালিম মহারাষ্ট্রীয়ের চতুরতা ছিন্ন ভিন্ন করিতে পারিতেন, রাজপুতের গর্ব্বান্ধতা দমন করিতে সমর্থ হইতেন এবং ইংরাজের কপটতা উচ্ছেদ করিয়া তাহাদের নিকট প্রশংসা লাভ করিতেন। বাস্তবিক, কূটনীতিজ্ঞ জালিমের চরিত্র অতি দুর্জ্ঞেয়; অতি বিশাল ও গভীর; তাহা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রবৃত্তি সমূহের একমাত্র আধার। জালিম উদার হইলেও অনুদার, কৃপণ হইলেও অপরিমিতব্যয়ী, অত্যাচারী হইলেও পরিরক্ষক! এক হস্তে তিনি অবিরত মণিমুক্তা দান করিতেন, অপর হস্তে বৈরাগির ভিক্ষালব্ধ অর্থের দশম অংশ গ্রহণ করিতেন। একদিন হারাবতীর প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ সর্দ্দারদিগকে নির্ব্বাসিত করিয়া তাহাদের ভূমিসম্পত্তি অপহরণ করিতেছেন, অপর দিবস একজন শরণাগত সামন্তকে সাহ্লাদে আলিঙ্গন করিয়া স্বীয় আশ্রয় ছায়াতলে স্থান প্রদান করিতেছেন। পরস্পর বিষম্বাদী এরূপ ব্যবহার নিচয়ের একত্র সমাবেশ জগতের দুই এক জন ব্যক্তির চরিত্রে দেখিতে পাওয়া যায়; এরূপ চরিত্র অতি বিচিত্র! যদি জালিম প্রবীণ বয়সে অন্ধ না হইতেন, যদি জীবনের চরম কাল পর্য্যন্ত তাঁহার অসীম ও অপ্রতিম প্রতিভার ন্যায় তদীয় দৃষ্টিশক্তি অক্ষুন্ন থাকিত, তাহা হইলে তাঁহার চরিত্র যে কিরূপ হইত তাহা ভাবিয়া স্থির করা যায় না।

জালিম ঐন্দ্রজালিক ও ডাকিনীদিগকে অন্তরেব সহিত ঘৃণা করিতেন, এবং সুবিধা পাইলে তাহাদিগকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করিতেন। সর্ব্বাপেক্ষা ডাকিনীদিগকে তিনি যে ভয়ানক শাস্তি দিতেন, তাহা মৃত্যু অপেক্ষাও ভীষণতর। প্রথমতঃ যে সকল উপায়ে তাহাদিগের পরীক্ষা সাধিত হইত, তাহার বিবরণ শুনিলে হৃদয়শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। হতভাগিনীগণ হস্তপদ বদ্ধ হইয়া সরোবরে অথবা পুষ্করিণীতে নিক্ষিপ্ত হইত। যদি তাহারা জলে ডুবিয়া যাইত, তাহা হইলে তাহারা নির্দ্দোষ বলিয়া প্রমাণিত হইয়া অব্যাহতি পাইত; কিন্তু যদি ভাসিতে থাকিত, তাহা হইলে দোষী সাব্যস্ত হইয়া তাহারা দণ্ডার্থ নীত হইত; সে দণ্ডে হতভাগিনীদিগের প্রাণ-সংহার হইত!

জালিম কখনও নিজ সঙ্কল্প অসম্পন্ন রাখিতেন না; পঞ্চাধিক অশীতি বৎসর তাঁহার মাথার উপর দিয়া বহিয়া গেলেও তিনি একদিনের জন্যও কর্ত্তব্যে অবহেলা করেন নাই। তাঁহার অসাধারণ বিবেক জ্ঞানে যাহা একবার করণীয় বলিয়া স্থিরীকৃত হইত,

তাহার অনুষ্ঠানে তিনি তখনই প্রবৃত্ত হইতেন। তিনি বিলক্ষণ জানিতেন যে, রাজপুতের রাজাসন তুরঙ্গের পৃষ্ঠদেশে স্থাপিত। যুদ্ধবিগ্রহে না হউক, রাজপুতকে একটা না একটা ব্যস্ততাময় ব্যাপারে লিপ্ত রাখা আবশ্যক;—নতুবা রাজপুতের গৌরব অক্ষুন্ন থাকিতে পারিবে না। এই জন্য জালিম কার্য্য হইতে অবসর পাইলেই অনুগত সর্দ্দারগণের সহিত মৃগয়াব্যাপারে লিপ্ত হইতেন। পরিশেষে যেদিন তাঁহার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইল, সেইদিন হইতে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিতে না পারাতে তিনি শিবিকারোহণ করিয়া বনমার্গে গমন করিতেন। মৃগয়াপ্রিয় রাজপুতগণ স্বাধীনভাবে বরাহাদি সংহার করিয়া মনের আনন্দে বিশাল মৃগয়াক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া বেড়াইত। এইরূপে তিনি স্বদেশবাসিগণের মনস্তুষ্টি সাধন করিতে পারিতেন। কৌতুক শেষ হইয়া গেলে তিনি বনপাদপ সমূহের স্নিগ্ধছায়াতলে সদলে উপবেশন পূর্ব্বক মৃগয়ালব্ধ বরাহের মাংস সানন্দে ভোজন করিতেন। এইরূপ কাননভোজের জন্য নানা উপকরণসামগ্রীর আয়োজন হইত। তিনি সর্ব্বপ্রকার বেশবারও মিষ্টান্ন এবং বৃহৎ বৃহৎ কটাহ লইয়া যাইতেন। অগণ্য উষ্ট্র উক্ত দ্রব্য সমুদায় ভারে ভারে বহন করিয়া লইয়া যাইত। বনমধ্যে এই সকল উৎসবামোদের মধ্যেও জালিম রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন। একদিকে তাঁহার অনুগত সর্দ্দারবৃন্দ উন্মত্ত বলসহকারে বন্যপশুসমূহকে বন হইতে বনান্তরে তাড়িত করিয়া লইয়া যাইতেছে, অপরদিকে হয়ত একটী বিশাল অশ্বত্থ অথবা বটবৃক্ষের শীতল ছায়াতলে স্বীয় মন্ত্রী ও পারিষদবর্গে পরিবৃত হইয়া বৃদ্ধ জালিম রাজ্যের সমস্ত বিষয় অনুশীলন করিতেছেন;—কখন বিদেশস্থ রাষ্ট্রনীতির বিষয়ে তর্কবিতর্ক করিতেছেন, কখনও বা সেনাদল ও শান্তিরক্ষক সমিতির কার্য্যবিবরণের সমালোচনা করিয়া মন্ত্রিগণের মতামত জিজ্ঞাসা করিতেছেন। এইরূপে সমস্ত দিবাভাগ অতিবাহিত হইলে সন্ধ্যার প্রাক্কালে সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিয়া পুরাণপাঠে মনোনিবেশ করিতেন। এই সকল কার্য্যই যথানিয়মে সম্পাদন করিবার তিনি উপযুক্ত সময় পাইতেন। জালিম হঠকারিতার বশবর্ত্তী হইতেন না, কদাপি অসতর্ক হইয়াথাকিতেন না। সম্পূর্ণ অন্ধ হইয়া পড়িলে যখন তিনি আর স্বাক্ষর করিতে পারিতেন না, তখন স্বীয় হস্তাক্ষরের প্রতিলিপিস্বরূপ একটী মোহর খোদিত করিয়া লইয়াছিলেন। সেই মোহরটী তাঁহার একটী বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর নিকট রাখিয়া দিতেন। চক্ষে দেখিতে না পাইলেও জালিম স্পর্শেন্দ্রিয়ের দ্বারা আশ্চর্য্যরূপ কার্য্য সাধন করিতে সক্ষম হইতেন। তাঁহার হস্তে কোন প্রকার বসন অর্পিত হইলে স্পর্শজ্ঞানের সাহায্যে তিনি তাহার গুণাগুণ বুঝিতে পারিতেন; কেহ কেহ বলেন যে, জালিম তৎসমস্ত বস্ত্রাদির বর্ণও বলিয়া দিতে সক্ষম হইতেন।

জালিম সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি, কি ধর্ম্মনীতি, কি পুরাতত্ত্ব, কি শিল্প, কি বাণিজ্য, কি কৃষি-কার্য্য সকল বিদ্যাতেই তিনি অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। যে স্থলে পূর্ব্বে একগাছি তৃণ জন্মিত না, জালিমের কৃষিবিদ্যাবলে তথায় শ্যামল শস্যরাজি মনোহর ফল প্রসব করিয়াছিল। রাজধানীর পারিপার্শ্বিক পর্ব্বতশিরে মৃত্তিকা নিক্ষেপ করিয়া তিনি তদুপরি আরব, সিংহল ও মেলেকা দ্বীপপুঞ্জের উপাদেয় ফলপাদপ সমূহ রোপণ করিয়াছিলেন; মেলাবার উপকূলের

নারিকেল বৃক্ষ, কাবুলের দাড়িম্ব, আগরা ও শ্রীহট্টের কমলালেবু, মেচ্ছগণের আম্র এবং দাক্ষিণাত্যের চম্পক কদলী তাঁহার নূতন উদ্যান সমূহে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হইত। এই সকল ফলপাদপে জল সিঞ্চন করিবার নিমিত্ত ত্রিশ হাজার টাকা খরচ করিয়া তিনি কতকগুলি কূপ খনন করাইয়া ছিলেন। জালিম উৎকৃষ্ট আতর, গোলাপ জল, কেওড়া প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে জানিতেন; তাঁহার দেশে শাল, দোশালা, ধোষা, লুই প্রভৃতি ঊর্ণবাস যেমন সুন্দররূপে প্রস্তুত হইত, একমাত্র কাশ্মীর ব্যতীত ভারতের আর কোন স্থলে সেরূপ হইত কি না সন্দেহ। এতদ্ব্যতীত যুদ্ধের উৎকৃষ্ট অস্ত্রশস্ত্রাদিও কোটারাজ্যে নির্ম্মিত হইত। তাঁহার শাসনকালে কোটার বন্দুক বুন্দির অনলাস্ত্রকে ধিক্কার দিয়াছিল।

যৌবনাবস্থায় জালিমের একটী নিষ্ঠুর বিষয়ে বড় আমোদ ছিল। তিনি মল্লযুদ্ধ দেখিতে বড় ভাল বাসিতেন। কিন্তু সচরাচর বাহু যোধগণ যেরূপ স্বাভাবিক অস্ত্রাদির সাহায্যে যুদ্ধ করিয়া থাকে, জালিম সেরূপ করিতে দিতেন না। তিনি সেই সমস্ত মল্লগণের হস্তে একটী করিয়া বাঘনখ নামক অস্ত্র প্রদান করিতেন; হতভাগ্যেরা সেই অস্ত্র লইয়া পরস্পরের গাত্রে আঘাত করিয়া অবশেষে ভীষণ কষ্টের সহিত প্রাণত্যাগ করিত। এই লোমহর্ষণ পাশবযুদ্ধ দেখিয়াও জালিম আহ্লাদিত হইতেন! বুন্দির রাজযোগী উমেদসিংহের বিশেষ উদ্যোগে এই জঘন্য কৌতুক পরিত্যক্ত হইয়াছিল। কথিত আছে, একদা কোটার রঙ্গভূমে উক্তরূপ ভীষণ মল্লযুদ্ধ হইতেছে, এমন সময়ে শ্রীজি দ্বারকাতীর্থ হইতে তথায় উপস্থিত হইয়া সেই ভয়ানক দৃশ্য দেখিতে পাইলেন। মহারাজ উমেদসিংহ জালিমকে প্রথমে যথোচিত তিরস্কার করিলেন; পরে নিজ গাত্রস্থ সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র উন্মোচন পূর্ব্বক আপনার ঢালের উপর রাখিয়া তত্রস্থ মল্লদিগকে সদম্ভে বলিলেন "দেখি, কাহার কেমন ভুজবল, এই ঢাল খানি এক হস্তে তুলিয়া ধরিয়া থাক দেখি।" একে একে সকলে চেষ্টা করিল; কিন্তু কেহই তাহা ভূমি হইতে উত্তোলন করিতে সক্ষম হইল না। তখন ষষ্টিবর্ষবয়স্ক বুন্দিরাজ অবহেলে একহস্তে সেই দুর্ভর ঢাল উত্তোলন করিয়া ক্ষণকাল অকম্পিত হস্তে ধরিয়া রহিলেন। রাজযোগীর এই অসীম বাহুবল দেখিয়া সকলের মস্তক অবনত হইল। সেই দিন হইতে জালিম সেই নিষ্ঠুর কৌতুক বন্ধ করিয়া দিলেন।

অসীম প্রতিভাসম্পন্ন জালিমের অলৌকিক চরিত্রের সমালোচনা এই স্থলেই শেষ করা গেল। তাঁহাকে লইয়াই কোটা; তদীয় অনুপম বিচিত্র জীবনীর সহিত কোটা রাজ্যের ইতিহাস জড়িত। উপযুক্ত উপকরণ সংগ্রহ করিয়া যদি কেহ এই অদ্ভুত রাজনীতিজ্ঞের একখানি বিস্তৃত জীবনচরিত্র লিখিতে পারেন, তাহা হইলে কোটার ইতিহাসে নূতন আলোক বিক্ষিপ্ত হইবে। কুটিল কপটতার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার অলৌকিক প্রতিভা যদি কেবল পাশবী স্বার্থপরতার তৃপ্তিবিধানে ব্যয়িত না হইত, যদি তাহা সমগ্র ভারতের মঙ্গল সাধনে প্রয়োজিত হইত, তাহা হইলে জালিম ভারতের রাজনৈতিক জীবনে একটী নূতন যুগের অবতারণা করিতে পারিতেন।

অম্বর।

প্রথম অধ্যায়।

অম্বরের প্রাচীন নাম ;—কচ্ছাবহদিগের উৎপত্তি বিবরণ ;—রাজা নল কর্ত্তৃক নরাবার প্রতিষ্ঠা ;—ঢোলারায় কর্ত্তৃক ধুন্দর স্থাপন ;—তৎসম্বন্ধে একটী বিচিত্র গল্প ;—খোগঙ্গের মীনরাজার প্রতি তাঁহার বিশ্বাসঘাতকতা ;—জনৈক বীর গুজর সর্দ্দারের দুহিতার পাণিগ্রহণ ;—ঢোলারায় কর্ত্তৃক অম্বরের সীমাবর্দ্ধন এবং রামগড়ে স্বীয় রাজধানী অন্তরিতকরণ ;—আজমিররাজের দুহিতার সহিত তাঁহার বিবাহ ;—মীনদিগের সহিত যুদ্ধে তাঁহার মৃত্যু—তাঁহার পুত্র কঙ্কুল কর্ত্তৃক ধুন্দর জয় ;—মৈদুলরায় ;—তৎকর্ত্তৃক অম্বর ও অন্যান্য নগর জয় ;—হুনদেবের জয়লাভ ;—কন্তুল ;—পূজনের সিংহাসনারোহণ ;—মীনজাতি ;—দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজের ভগিনীর সহিত পূজনের বিবাহ ;—তাঁহার যুদ্ধবিক্রম ;—কনোজের রাজকুমারীর হরণে তাঁহার প্রাণবিয়োগ ;—মেলীসিংহের অভিষেক ;—উত্তরাধিকারিগণ ;—পৃথ্বীরাজ কর্ত্তৃক অম্বরের দ্বাদশভাগ ;—তাঁহার গুপ্তহত্যা ;—বাহারমল ;—ভগবানদাস ;—জাহাগিঁরের সহিত ভগবানদাসের কন্যার পরিণয় ;—মানসিংহ ;—তাঁহার পরাক্রম, চক্রান্ত ও মৃত্যু ;—রাও ভাও ;—মহা ;—মিরজা রাজা জয়সিংহ ;—পুত্রের হস্তে তাঁহার মৃত্যু ;—রামসিংহ ;—বিষণসিংহ।

অম্বরের প্রাচীন নাম ধুন্দর ; অধুনাতন ইয়ুরোপীয়দিগের নিকট ইহা জয়পুর নামে প্রসিদ্ধ। জয়পুর অম্বরের রাজধানী। অপর অপর রাজপুত রাজ্যের ন্যায় অম্বরও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদের সমষ্টি মাত্র। যেই সমস্ত জনপদের অধিকাংশ পুরাকালে মীন নামধেয় কতকগুলি আদিম অধিবাসিগণের অধিকারে ছিল। বিক্রম অথবা বিশ্বাসঘাতকতার সাহায্যে কুশাবহগণ তৎসমুদায় হস্তগত করিতে সক্ষম হইয়াছে। কথিত আছে, কুশাবহ বংশীয় জনৈক প্রতাপশালী নরপতি পূর্ব্বকালে আধুনিক কালিক জোবাণীর* নামক শৈল প্রদেশের অতি সন্নিকটে একটী মহা যজ্ঞের অনুষ্ঠান

---

* চৌহানদিগের ইতিবৃত্তে বর্ণিত আছে যে, আজমীরের অধিপতি বিশীলদেব এই শৈলপ্রদেশে তপস্যা করিতেন। তিনি প্রজাকুলের উপর ভয়ানক অত্যাচার করিতেন বলিয়া রাক্ষসভাব প্রদত্ত হয়েন। সেই বীভৎস শোচনীয় অবস্থাতেই বিশীলদেব রাজ্যের প্রজাগণকে গ্রাস করিতে লাগিলেন ; আজমীর নগর ক্রমে যারপর নাই উৎপীড়িত হইল ; পরিশেষে তাঁহার একটী পৌত্র তদীয় করালগ্রাসের সম্মুখে উপনীত হইল। বিশীলদেব নিজ সন্তানকে চিনিতে পারিলেন। তাঁহার পাষাণহৃদয় স্নেহরসে বিগলিত হইল ; আত্মকৃত পাপরাশি মোচন করিবার অভিপ্রায়ে তিনি যমুনানদীতে গমন করিলেন।

করিয়াছিলেন ; সেই যজ্ঞগিরি (ধুন্দ) হইতে তৎপ্রদেশের নাম ধুন্ধর হইয়াছিল ; কিন্তু এই ধুন্দর তৎকালে একটীমাত্র প্রদেশের অভিধারূপে ব্যবহৃত হইত।

ধুন্দর প্রাচীন কুশাবহকুলের লীলানিকেতন। কুশাবহগণ ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের দ্বিতীয় তনয় কুশ* হইতে আপনাদের বংশোৎপত্তি সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে। তাহারা বলে যে, মহারাজ কুশ অথবা তাঁহার কোন সন্তান সন্ততি পিতৃলোকের আবাসভূমি পরিত্যাগ করিয়া সোমনদের তীরে প্রসিদ্ধ রোতস নগর স্থাপন করেন। ক্রমে কয়েক পুরুষ অতীত হইলে তদ্বংশীয় নলনামা† জনৈক নরপতি স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিয়া সম্বৎ ৩৫১ (খৃঃ ২৯৫) অব্দে নরবার অথবা পৌরাণিক নিষধ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কয়েকখানি ভট্টগ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, নিষধরাজ্য স্থাপন করিবার পূর্ব্বে তাঁহারা লাহার ও গোয়ালিয়র নামক অপর দুইটী নগরে কিছুকাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন। যে প্রদেশে উক্ত লাহারনগর স্থাপিত ছিল, তাহা অদ্যাপি কচ্ছবাগার নামে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। কোন্ সময়ে এবং কুশাবহ বংশীয় কোন্ নরপতি যে, লাহার ও গোয়ালিয়র নগরে অবস্থিতি করেন, তাহার বিবরণ কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না! সে যাহাহউক, মহারাজ নলের বংশধরগণ পাল উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন ; এই উপনাম তাঁহার অধস্তন ত্রয়স্ত্রিংশ পুরুষ সোরসিংহ পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইয়াছিল। সোরসিংহের পুত্র ঢোলারায় পিতৃরাজ্য হইতে দূরীকৃত হইয়া সম্বৎ ১০২৩ (খৃঃ ৯৬৭) অব্দে ধুন্দর রাজ্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন :

---

* টড সাহেব ভ্রম বশতঃ কুশকে ভগবান্ রামচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া অনেক স্থলে বিষম গোলযোগ উত্থাপন করিয়াছেন। রাজস্থান প্রথম খণ্ডে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি, সুতরাং এস্থলে তদ্বিষয়ের অনুশীলন নিষ্প্রয়োজন।

† পুরাণে তিনজন নলের বিবরণ পাওয়া যায় ; তন্মধ্যে দুইজন সূর্য্যবংশে, অপর ব্যক্তি চন্দ্রবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সূর্য্যবংশীয় নলদ্বয়ের মধ্যে একজন বীরসেনের পুত্র, অপর ব্যক্তি কুশের পৌত্র নিষধের পুত্র। তদ্যথা,—

নলৌ দ্বাবেব বিখ্যাতৌ বংশে কশ্যপসম্ভবে।
বীরসেন সুতস্তদ্বন্নৈষধশ্চ নরাধিপঃ॥

মৎস্যপুরাণ ১২ অধ্যায়।

তৃতীয় নল চন্দ্রবংশীয় ; ইনিও নিষধের পুত্র। সতীপ্রধানা দময়ন্তী ইঁহারই পত্নী। কিন্তু এস্থলে উক্ত নলত্রয়ের মধ্যে কোন্ নল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন, তাহা স্থির করা কঠিন। যদি টড সাহেবের মতানুসারে ইঁহাকে দময়ন্তীর স্বামী নল বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে দুইটী বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইয়া পড়ে ;—১ম, তাহা হইলে নল চন্দ্রবংশীয় এবং কুশাবহকুল চন্দ্রবংশীয় হইয়া পড়েন। ২য়, তাহা হইলে সম্বৎ ৩৫১ (খৃঃ ২৯৫) অব্দের অপেক্ষা নল অনেক পূর্ব্বের হইয়া পড়েন। কেননা মহাভারতে নলদময়ন্তীর বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। যদি কেহ বলেন যে, নলদময়ন্তীর বৃত্তান্ত মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে ; তাহা হইলে শ্রীরামচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী দ্বাদশ পুরুষস্থ সূর্য্যবংশীয় ঋতুপর্ণের সহিত নলের সমসাময়িকত্ব কিরূপে প্রতিপাদিত হইতে পারে? ইহাও কি প্রক্ষেপকদিগের কপোলকল্পিত? তবে কুশাবহগণ সূর্য্যবংশীয় না চন্দ্রবংশীয়? কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া এই সকল কূটতর্কের মীমাংসা করিতে যাওয়া প্রগল্ভের কার্য্য। যদি কেহ অম্বরের ভট্টকবি লিখিত মূল রাসাগ্রন্থ অনুশীলন করিয়া এই সকল দুরূহ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারেন, তাহা হইলে হইবে ; নচেৎ অম্বরের ইতিবৃত্ত চিরকালই অন্ধকারে নিহিত থাকিবে।

এক্ষণে অম্বররাজ্য যে প্রকারে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে কয়েকটী কথা বর্ণিত হইল। নরাবারের প্রসিদ্ধ নরপতি সোরসিংহ পরলোক গমন করিলে তাঁহার ভ্রাতা বলপূর্ব্বক রাজ্য অধিকার করেন। মহারাজ সোরসিংহের ঢোলারায় নামে একটী শিশু পুত্র ছিল। দেবরের দুরাচরণ দর্শনে ঢোলারায়ের জননী অতি দীনবেশ ধারণপূর্ব্বক স্বীয় শিশুকুমারকে একটী করণ্ডকে স্থাপন করিয়া ছদ্মবেশে রাজপুরী হইতে বহির্গত হইলেন এবং সেই পাত্র মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক রাজ্যের পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিয়ৎকাল পরে তিনি খোগঙ্গ নামক নগরে উপস্থিত হইলেন। খোগঙ্গ জয়পুরের পাঁচ মাইল দূরে স্থিত। তৎকালে তথায় মীনগণ বাস করিত। কঠোর পথশ্রম ও উৎকট ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া অনাথা রাজমহিষী স্বীয় প্রাণকুমারকে করণ্ডক সমেত ভূমিতলে স্থাপন পূর্ব্বক নিকটস্থ বন্যবৃক্ষ হইতে কয়েকটী ফল চয়ন করিতে লাগিলেন। বন্যফল সংগ্রহ করিতে করিতে তিনি পুত্রের দিকে একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন একটী বিকট অজগর স্বীয় বিশাল ফণা সেই করণ্ডকের উপর ধীরে ধীরে বিস্তার করিতেছিল। পুত্রের প্রাণনাশের আশঙ্কা করিয়া ভয়ার্ত্তা রাজমহিষী অমনি উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। সেই আর্ত্তস্বর শ্রবণ মাত্র জনৈক পরিব্রাজক ব্রাহ্মণ সেইস্থলে উপনীত হইল এবং সেই বিচিত্র ব্যাপার অবলোকন করিয়া সস্নেহে বলিল "বৎসে! ভয় নাই, ভয় নাই; তোমার পুত্র রাজচক্রবর্ত্তী হইবে।" ভিক্ষুক দ্বিজের এই আশ্বাসবচন শ্রবণ করিয়া ঢোলারায়ের ক্ষুৎপীড়িতা জননী সবিষাদে উত্তর করিলেন "দ্বিজবর! দারুণ ক্ষুৎপিপাসা হইতে এখন রক্ষা পাই তবে ত ভবিষ্যতে সেই সুখের দৃশ্য দেখিতে পাইব; নতুবা এই খানেই আমার প্রাণবিয়োগ হয়।" "মাতঃ! ভাবিও না, আমি তোমার উপায় করিয়া দিতেছি" বলিয়া হিতকারী ব্রাহ্মণ তাঁহাকে খোগঙ্গ নগরে যাইতে বলিল এবং তন্নগরে যাইবার পথ দেখাইয়া দিয়া স্বীয় গন্তব্য পথ আশ্রয় করিল।

অনন্তর রাজ্যচ্যুতা রাজমহিষী সেই অমূল্যরত্নাধার করণ্ডক পুনর্ব্বার স্বীয় মস্তকে ধারণ করিয়া অল্পকাল মধ্যে শৈলবেষ্টিত খোগঙ্গ নগরে উপস্থিত হইলেন। নগরের অভ্যন্তরস্থ রথ্যামধ্যে মীনরাজের একটী দাসীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি তাহার নিকট স্বীয় কঠোর ক্লেশের কথা বর্ণন করিয়া বলিলেন "যদি কাহারও দাসীত্ব স্বীকার করিলে আমি আমার শিশুর প্রাণরক্ষা করিতে পারি, তাহাতেও সম্মত আছি; ভগিনি! তুমি আমার একটী কর্ম্ম সংগ্রহ করিয়া দাও।" এই করুণ প্রার্থনা অচিরে মীন-রাজমহিষীর কর্ণগোচর হইল; তিনি তাঁহাকে নিজ আশ্রয়চ্ছায়াতলে স্থান দান করিলেন। একদা ঢোলারায়ের জননী রাজার আহার্য্য প্রস্তুত করিতে আদেশ প্রাপ্ত হইয়া বিবিধ বিধানে নানাবিধ অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিলেন। মীনরাজ রালুনসিংহ তাহা ভোজন করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইলেন; ইতিপূর্ব্বে তিনি সেরূপ উপাদেয় অন্ন কখনও সেবন করেন নাই। কোন্ ব্যক্তি সেরূপ সুস্বাদু আহার্য্য প্রস্তুত করিল, তাহা জানিবার নিমিত্ত তিনি অচিরে তাহাকে আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। আদেশ

পাইবা মাত্র ঢোলারায়ের জননী মীন-নৃপতির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার অনুমতি অনুসারে নিজ বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণন করিলেন। সম্ভ্রান্ত রাজপুতরাণীর প্রকৃত পরিচয় অবগত হইয়া রালুনসিংহ তাঁহাকে স্বীয় ধর্ম্মভগিনী এবং ঢোলারায়কে ভাগিনেয়রূপে স্বীকার করিলেন এবং সেইদিন হইতে পরম আদরের সহিত লালনপালন করিতে লাগিলেন।

মীনরাজের আশ্রয়চ্ছায়াতলে রাজপুত বালক ঢোলা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। ক্রমে চতুর্দ্দশ বর্ষে পদার্পণ করিলে ধর্ম্মমাতুলের আদেশানুসারে ভারতের তদানীন্তন সার্ব্বভৌম অধিপতি দিল্লীশ্বরকে বার্ষিক কর দানের নিমিত্ত রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। খোগঙ্গ দিল্লির অধীন রাজ্য। খোগঙ্গরাজ রালুনসিংহ এতদিন মীনদিগের দ্বারাই বাৎসরিক পণ পাঠাইয়া দিতেন; ঢোলারায়ের বুদ্ধিমত্তা দর্শনে এবার তিনি তাঁহাকেই দিল্লিনগরে প্রেরণ করিলেন। অতঃপর ঢোলা যথাবিহিত আয়োজনের সহিত ভারতের রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া তথায় পাঁচ বৎসর অবস্থিতি করিলেন। দিল্লি নগরে অনেক রাজপুতের সহিত তাঁহার মিত্রতা হইল; অনেকে তাঁহার উপকার করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। সেই সমস্ত রাজপুতমিত্রের নিকট আশ্বাস পাইয়া ঢোলা স্বীয় সৌভাগ্যের পথ স্বহস্তে পরিষ্কার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। যেন কোন অদৃশ্য দেবতা অম্বরের ভবিষ্য গৌরবচ্ছবি তাঁহার সম্মুখে ধারণ করিলেন। ঢোলা সেই খোগঙ্গনগরেই স্বীয় গৌরব পতাকা রোপণ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। খোগঙ্গরাজা রালুনসিংহ তাঁহার অসীম উপকার করিয়াছেন, তাঁহাদের মাতাপুত্রের ম্রিয়মানদেহে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে পরম যত্নের সহিত লালন পালন করিয়াছেন, ঢোলারায় কি তৎকৃত তত উপকার ভুলিয়া তাঁহার শোণিতে স্বীয় হস্ত কলঙ্কিত করিতে পারিবেন? তিনি রাজপুতকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; রাজপুতের মূলমন্ত্র,—"ভূমি লাভ।" এই মূলমন্ত্র সাধনের নিমিত্ত রাজপুতগণ অতি হেয় ও অবদ্য ব্যাপারের অনুষ্ঠানেও সঙ্কুচিত হয় না; ঢোলারাও আজি সেইরূপে নিজ মন্ত্র সাধন করিবেন; ইহাতে বিশ্বাস ঘাতকতা হয়, হউক; তিনি তাহাতে ভীত নহেন। তিনি উপকারী রালুনসিংহকে সংহার করিয়া খোগঙ্গরাজ্য অধিকার করিতে সঙ্কল্প করিলেন। এই ভীষণ সঙ্কল্প সাধনের সহায়তা পাইবার আশায় তিনি মীন "ধাদির"* সহিত পরামর্শ করিলেন। ধাদি বলিল, "দেওয়ালি উৎসবের দিন বিশেষ সুবিধা হইবে। মীনরাজ সেই দিবসে সদলে একটী পুষ্করিণীতে অবতরণ করিয়া অবগাহন করিয়া থাকেন।" মীনকবির বাক্য শ্রবণে ঢোলারায় সন্তুষ্ট হইয়া দেওয়ালির প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। ক্রমে সেই উৎসববাসর উপস্থিত হইলে তিনি কতিপয় রাজপুতবীরের সমভিব্যাহারে সরোবর-তীরে গমন করিলেন এবং রালুনসিংহ ও তাঁহার সৈন্যসামন্তগণের উপর আপতিত হইয়া তাহাদিগকে সমূলে সংহার করিলেন। রাশীকৃত মৃত দেহে ও বিপুল নরশোণিতে পুষ্করিণীর জলরাশি পরিপূরিত হইল!

* মীনকুলের কুলাখ্যাতাগণ ধাদি, ঢোলি, ঢোম, জাইগা প্রভৃতি বিচিত্র নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

অমন্ত বিশ্বাসঘাতকতা, কৃতঘ্নতা ও কাপুরুষতার সাহায্যে স্বীয় জঘন্য উদ্দেশ্য সাধন করিয়া ঢোলারায় সেই রাজদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক মীনকবিকেও স্বহস্তে সংহার করিলেন। তাঁহার মনে দৃঢ়ধারণা ছিল যে, যে ব্যক্তি এক প্রভুর বিশ্বাস নষ্ট করিল, সে অপরের নিকট বিশ্বাসঘাতক কেন না হইবে?—এই ধারণা নিবন্ধন তিনি সেই হতভাগ্য মীনধাদিরও প্রাণবধ করিয়া স্বীয় নৃশংসব্রতে পূর্ণাহুতি প্রদান করিলেন। অতঃপর ঢোলারায় খোগঙ্গ নগর অধিকার করিয়া অল্পদিন পরেই দেওশা * নামক জনপদে উপস্থিত হইলেন। উক্ত জনপদ তৎকালে বীরগুজর গোত্রীয় জনৈক স্বাধীন রাজপুত কর্ত্তৃক অধিকৃত ছিল। ঢোলারায় তাঁহার দুহিতার পাণিগ্রহণ করিতে চাহিলেন। তাহাতে সেই বীরগুজর উত্তর করিলেন "সেকি? ইহা কিরূপে হইতে পারে? আমরা যে উভয়েই সূর্য্যবংশীয়। দেখুন, এখনও আমাদের মধ্যে শত পুরুষ অতীত হয় নাই।" কিন্তু তাঁহার গণনায় ভুল হইয়াছিল; তিনি অচিরে জানিতে পারিলেন যে, ঢোলার সহিত বিবাহ হইতে পারে। তখন বীরগুজর নিজ দুহিতাকে তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলেন। তাঁহার একটীও পুত্র ছিল না। জামতার গুণে সন্তুষ্ট হইয়া তিনি স্বীয় রাজ্য তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন। ঢোলা রায়ের রাজ্যসীমা এইরূপে পরিবর্দ্ধিত হইল, কিন্তু ইহাতেও তাঁহার তৃষ্ণা নিবারিত হইল না। অতঃপর তিনি শিরোনামক মীনদিগকে পরাস্ত করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। উক্ত শাখা মীনকুলের অধীশ্বরের নাম রাওনাত্তো। রাওনাত্তো মাচ নামক নগরে শাসনদণ্ড পরিচালন করিত। ঢোলারায়ের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল। নাত্তোকে পরাজয় করিয়া তিনি মাচনগর অধিকার করিলেন এবং খোগঙ্গ অপেক্ষা সেই নবজিত নগরকে রাজধানীর পক্ষে অধিকতর উপযোগী দেখিয়া তাহাতেই স্বীয় সুকুমার রাজপাট অন্তরিত করিলেন। সেইদিন হইতে মাচনগর রামগড় নামে প্রসিদ্ধ হইল।

এই সকল ব্যাপারের কিছুদিন পরে ঢোলারায় আজমির রাজের দুহিতা মারুণীর পাণিগ্রহণ করেন। একদা তিনি এই নবোঢ়া পত্নীর সমভিব্যাহারে জমাহিমাতার পবিত্র মন্দিরে পূজা দিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাগত হইতেছিলেন, এমন সময়ে তৎপ্রদেশস্থ সমস্ত মীনকুল একত্রিত হইয়া তাঁহার পথরোধ করিল। তাহাদের সংখ্যা প্রায় একাদশ সহস্র হইবে। সেই বিরাট পার্ব্বত্য অরাতিসেনার সহিত ঢোলারায় সদলে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন! অনেক মীনবীর তাঁহার হস্তে নিপতিত হইল; কিন্তু তিনি স্বীয় প্রাণরক্ষা করিতে না পারিয়া সেই রণস্থলে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। মীনগণ জয়ী হইল। ঢোলারায়ের অবশিষ্ট সৈন্যগণ প্রাণভয়ে চারিদিকে ছত্রভঙ্গে পলায়ন করিল। মারুণীও পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিতে সক্ষম হইলেন। তৎকালে তিনি অন্তর্ব্বত্নী ছিলেন। কিছুদিন পরে তাঁহার একটী পুত্রসন্তান প্রসূত হয়। তাহার নাম

---

* দেওশা কখন কখন দেবনশা নামেও উক্ত হইয়া থাকে। ইহা জয়পুরের ত্রিশ মাইল পূর্ব্বে বানগঙ্গাতীরে প্রতিষ্ঠিত।

কন্থুল। কন্থুল ধুন্দর প্রদেশ জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র মৈহুলরাও তৎপরে মীনদিগের নিকট হইতে অম্বর জনপদ আচ্ছিন্ন করিয়া লইয়াছিলেন। এই অম্বরে মীনকুলের অধিপতিরাও ভাস্তো বাস করিত। এতদ্ব্যতীত নন্দলা মীনদিগকে পরাস্ত করিয়া মৈহুলরাও গাটুরগাট্টি নামক জনপদ নবজিত অম্বর রাজ্যে যোগ করিয়া লইয়াছিলেন।

মৈহুল রাওয়ের পর হূনদেব ধুন্দরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। স্বীয় পিতৃপুরুষদিগের ন্যায় হুনদেবও অসভ্য মীনদিগের বিরুদ্ধে সমরানল প্রজ্বালিত করিয়াছিলেন। কুন্তল তাঁহার উত্তরাধিকারী। কুন্তল স্বীয় রাজধানীর চতুঃপার্শ্বস্থ সমস্ত পার্ব্বত্য অধিবাসীগণের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তৎকালে ভুটবার নামক জনপদে জনৈক চৌহান নরপতি বাস করিতেন। তাঁহার দুহিতার সহিত কুন্তলের পরিণয় সম্বন্ধ স্থির হওয়াতে কুশাবহ রাজকুমার চৌহান রাজনন্দিনীর পাণিগ্রহণ করিবার নিমিত্ত সমস্ত আয়োজন করিলেন। তাঁহার বিবাহযাত্রার দিবস স্থিরীকৃত হইলে তদীয় মীন প্রজাবর্গ চতুর্দ্দিক হইতে আসিয়া তাঁহাকে বলিল "রাজন! পূর্ব্ববৃত্তান্ত আমরা ভুলি নাই। আপনার পিতৃপুরুষদিগের বিশ্বাসঘাতকতা শোণিতাক্ষরে আমাদের হৃদয়ে লিখিত রহিয়াছে; অতএব আপনি যখন রাজ্যের দূরে গমন করিতেছেন, তখন নাকরা নিশানাদি আমাদের হস্তে সমর্পণ করিয়া যাইতে পাইবেন।" তেজস্বী কুন্তল তাহাতে সম্মত হইলেন না। মীনগণও ছাড়িবার লোক নহে, সুতরাং উভয় দলে অচিরে একটী ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল। সেইযুদ্ধে মীনকুল পরাস্ত হইল। তাহাদের অনেকগুলি সৈন্য প্রাণত্যাগ করিল। এই যুদ্ধের পর কুন্তলদেব সমগ্র ধুন্দরে স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইলেন।

কুন্তলের পর সুপ্রসিদ্ধ রাও পূজন ধুন্দরের সিংহাসনে অধিরূঢ় হয়েন। রাও পূজনের পবিত্র নাম আজিও রাজপুতদিগের হৃদয়ে বিরাজ করিতেছে। মহাকবি চাঁদভট্টের অমৃতময়ী বর্ণনার প্রস্তাবে তিনি আজিও অমর হইয়া রহিয়াছেন। কুশাবহ বীর পূজনের মহনীয় চরিত্র অনুশীলন করিবার পূর্ব্বে আমরা প্রয়োজন বোধে অম্বরের তদানীন্তন ভৌমিক অধিবাসিগণের বিষয় একবার আলোচনা করিয়া দেখিব।

ধুন্দরের প্রাচীন ও বিশুদ্ধ মীনগণ তৎকালে পাঁচবড়া নামে প্রসিদ্ধ ছিল। এই পাঁচবড়াকুল পাঁচটী বৃহৎ শাখাকুলে বিভক্ত। আজমির হইতে যমুনার সন্নিকটস্থ প্রদেশ পর্য্যন্ত "কালি-খো" নামে যে শৈলশ্রেণী বিরাজ করিতেছে, তাহাই প্রাচীন পাঁচবড়া মীনগণের আদিম আবাসভূমি। সেই বিশাল গিরিব্রজের এক স্থানে তাহারা আপনাদের কুলদেবতা অম্বার স্মরণার্থ অম্বর নগর স্থাপন করে। অম্বাদেবী মীনগণকর্ত্তৃক "ঘাট্টারাণী" নামে অভিহিত। সেই বিস্তৃত পর্ব্বতমালার মধ্যে মীনদিগের খোগঙ্গ, মাচ ও অপরাপর বৃহৎ নগর প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেই ঘনসন্নিবিষ্ট গিরিগহনের অভ্যন্তরে স্বাধীনতাপ্রিয় অসভ্য মীনগণ দীর্ঘকাল ধরিয়া স্বাধীনতার স্বর্গীয়সুখ আস্বাদন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। চতুঃপার্শ্বস্থ রাজপুতদিগের প্রচণ্ড প্রভাব স্পর্দ্ধিত করিয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত তাহাদিগের

মস্তক উন্নত ছিল। সেই সকল মীনগণের মধ্যে একটী সম্প্রদায় প্রাচীন নাইন নগরে অবস্থিতি করিত। বাবর ও হুমায়ুঁর সমসাময়িক কুশাবহরাজ বাহারমলকর্ত্তৃক সেই নাইনবাসীদিগের স্বাধীনতা অপহৃত হয়। তাহারা যে একসময়ে প্রচণ্ড প্রতাপান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা এই পুরাতন শ্লোকটী দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রতিপাদিত হইতেছে ;—

"বাহান্ন কোট, ছাপ্পান্ন দরয়াজা ;
"মৈন মরদ, নাইন কা রাজা
"বুড়ো রাজ নাইন কো
"যব ভূষমে ভুট্টো মাঁগো।"

অর্থাৎ নাইন নগরের প্রতাপান্বিত মৈনরাজার অধীনে বাহান্ন কেল্লা ও ছাপ্পান্ন তোরণ দ্বার (নগর) ছিল। কিন্তু তাঁহার নাইন নগর বিধ্বস্ত হইলে তিনি এত দীন হইয়াছিলেন যে, আহারাভাবে ভূষিরও ভাগ লইয়াছিলেন। যদি এই বিবরণ অতিরঞ্জিত না হয়, তাহা হইলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, দিল্লিতে মুসলমান বিক্রমের ভীষণ বিপ্লব পরম্পরাকালে মীনগণ আপনাদের প্রাচীন প্রতাপ পুনর্লাভ করিতে পারিয়াছিল। সে প্রতাপ ক্ষুণ্ণ করিতে কোন রাজপুতই তৎকালে সক্ষম হয়েন নাই, অথবা কেহই তদ্ব্যাপারে হস্তার্পণ করেন নাই। কুশাবহ নৃপতি বাহারমল নাইনের মীনরাজ্য ধ্বংস করিয়া তাহার ছাপ্পান্ন তোরণদ্বারের ভগ্নাবশেষে লোবেন নগর স্থাপন করিয়াছিলেন।

এই পার্ব্বত্য অধিবাসিবৃন্দের উপনামের উচ্চারণ সম্বন্ধে পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ ইহাদিগকে মৈন, এবং কেহবা মীন বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন। কিন্তু এই দুইটী বাক্য দুইটী ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের উপনাম। যাহারা মৈন নামে অভিহিত, তাহারাই আসল অর্থাৎ মৌলিক ও বিশুদ্ধ এবং যাহারা মীন তাহারা মিশ্রগোত্রীয়। মৌলিক মৈন্যদিগের মধ্যে অধুনা কেবল একটী সম্প্রদায়ের বিবরণ পাওয়া যায় ; তাহারা উষারা নামে প্রসিদ্ধ। মীনগোত্র "বারপাল" অর্থাৎ দ্বাদশ সম্প্রদায়ে বিভক্ত। তাহারা গিহ্লোট, চৌহান, তুয়ার, যদু, পুরীহর, কুশাবহ, শোলাঙ্কি, শঙ্কলা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন রাজপুতকুল হইতে সমুৎপন্ন। সেই দ্বাদশকুল আবার কিঞ্চিদূন পঞ্চসহস্র দ্বিশত গোত্রে বিভক্ত। মীনগণের কুলাখ্যাতাগণ এই সমস্ত শাখা প্রশাখার বিবরণ লিপিবদ্ধ রাখেন। বিশুদ্ধ উষারা সম্প্রদায় আজি অনেকাংশে হীন হইয়া পড়িয়াছে ; কিন্তু মিশ্র মীনগণ মধ্য ও পশ্চিম ভারতের নিবিড় গিরিগহন সমূহে বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। ইহারা সকলে আপনাদিগকে রাজপুতবংশীয় বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকে। এই সকল বিষয় আলোচন করিলে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, কোলী, ভিল, মৈন, গণ্ড প্রভৃতি অসভ্য পার্ব্বত্যগণ ভারতের আদিম অধিবাসী। এককালে ইহাদের ভীষণ প্রতাপে আর্য্যবীরগণও পরাস্ত হইয়াছিলেন। বেদে ইহারা দস্যু এবং পুরাণ ও কাব্যাদিতে দানব ও রাক্ষস প্রভৃতি নিকৃষ্ট নামে অভিহিত হইয়াছে।

এক্ষণে আমরা অম্বররাজ পূজনের জীবনী আলোচনায় পুনঃপ্রবৃত্ত হইলাম। রাও পূজন এরূপ প্রতিষ্ঠাবান্ হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, দিল্লীশ্বর বীরবর চৌহান পৃথ্বীরাজ

স্বীয় ভগিনীকে তাঁহার হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। বীরকেশরী পৃথ্বীরাজ কুশাবহ বীর পূজনকে বিশেষ সম্মান করিতেন; এমন কি যে অষ্টাধিক শত সম্ভ্রান্ত আর্য্যসামন্ত তাঁহার বিজয় বৈজয়ন্তীমূলে সমবেত হইয়াছিলেন, দিল্লীশ্বর তাঁহাদিগের মধ্যে রাও পূজনকে একটী উচ্চ আসন প্রদান করেন। পূজনের প্রচণ্ড বীরত্ব সম্মুখে অনেক যবনবীর পরাস্ত হইয়াছিল,—এমন কি বীরবর আল্লা-উদ্দীনও পরাজিত ও অবমানিত হইয়া প্রাণ লইয়া গজনী অভিমুখে পলায়ন করিয়াছিলেন। পূজন প্রসিদ্ধ খাইবর গিরিবর্ত্মে যবনরাজকে পরাস্ত করিয়া গজনীর অভিমুখে তাঁহার অনুসরণ করেন। এই কুশাব বীরেরই বিশেষ সাহায্যে পৃথ্বীরাজ চাঁদেলদিগের মাহোবা রাজ্য জয় করিতে সক্ষম হয়েন। এই বিস্ময়কর অবদানের পুরস্কার স্বরূপ পৃথ্বীরাজ তাঁহাকে নবজিত মাহোবার শাসন কর্ত্তৃপদে স্থাপন করিয়াছিলেন। যে চৌষট্টিজন রাজপুত বীর আপনাদের সৈন্যসামন্তের সহিত কনোজ রাজকুমারী-হরণে পৃথ্বীরাজকে সহায়তা দান করিয়াছিলেন, রাও পূজন তাঁহাদিগের মধ্যে একজন প্রধান। সমবেত যবন ও রাঠোর সেনার প্রচণ্ড আক্রমণ হইতে আপনাদের অধিপতিকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত এই যুদ্ধবিশারদ বীরপুরুষ যে অদ্ভুত বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, ভট্টকেশরী মহাকবি চাঁদ তাহা জ্বলন্ত অক্ষরে বর্ণন করিয়া গিয়াছেন।

কনোজরাজ জয়চাঁদের সহিত পৃথ্বীরাজের পাঁচদিন ধরিয়া মহাভয়াবহ সমর হইয়াছিল। সেই ভীষণ যুদ্ধের প্রথম দিবসে কচ্ছাবহ বীর পূজন গিহ্লোট বংশীয় গোবিন্দসিংহ নামা অপর একজন বীরের সহিত প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ইহাঁরা উভয়েই একত্রে একদিবসেই রণস্থলে পতিত হয়েন। মহাকবি চাঁদভট্ট কচ্ছাবহ বীরের সেই চরমকালের বীরত্ব বর্ণন করিয়াছেন :—"গোবিন্দ রণস্থলে পতিত হইলে শত্রুকুলে আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। অনন্তর পূজন শ্রবণভৈরব বজ্রনিনাদে রণস্থল কম্পিত করিয়া তুলিলেন এবং উভয়হস্তে খড়্গ ধারণ পূর্ব্বক ম্লেচ্ছদিগের মুণ্ড পাতিত করিতে লাগিলেন। চারিশত যোধ একবারে তাঁহার উপর আপতিত হইল; কিন্তু কেহড়ী, পীপা, বহো, নরসিংহ ও কচু নামধেয় পঞ্চভ্রাতা তাঁহার নিকটে অবস্থিতি করিয়া শত্রুকুলের প্রচণ্ড আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে উদ্যত হইলেন। অসি ও ভল্ল অবিরত গতিতে চালিত হইতে লাগিল,—নরমুণ্ডে রণস্থল আবৃত হইয়া পড়িল,—নরশোণিত তরঙ্গাকারে সমরাঙ্গনে প্রবাহিত হইতে লাগিল। পূজন ইতিমাদের মস্তক লক্ষ্য করিয়া অসি চালিত করিলেন; অমনি হতভাগ্যের মুণ্ড ছিন্ন হইয়া তাঁহার চরণতলে পতিত হইল, কিন্তু সেই সময়ে দুর্দ্ধর্ষ খাঁ তাঁহার বক্ষে ভীষণ ভল্ল প্রহার করিল। কূর্ম্মবীর সেই বিষম আঘাতে রণস্থলে প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহাকে লইয়া অপ্সরোদিগের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইল। যবন-অনীকিনীর এক একটী শ্রেণী একবারে নির্ম্মূল হইয়া সমরাঙ্গন আবৃত করিয়া রহিল; কপাল-মালী মহাকাল অনেক মুণ্ড লইয়া স্বীয় বীভৎস মালিকায় সংযোজিত করিলেন। পূজন ও গোবিন্দ পতিত হইলে সেই দিবসের একটী মাত্র প্রহর অবশিষ্ট রহিল। সগোত্রীয় বীরকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত পজ্জন শৃঙ্খলমুক্ত

ব্যাঘ্রের ন্যায় রণস্থলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কনোজের প্রচণ্ড বাহিনী পশ্চাদপসৃত হইল, জয়চাঁদের মহামেঘ স্বরূপ বিশাল সেনাদল মাথা ফিরাইয়া রণাঙ্গন হইতে পলায়ন করিল। পূজনের ভ্রাতা স্বীয় পুত্রের সহিত কর্ণের ন্যায় ভয়াবহ বীরত্ব প্রকাশ করিতে লাগিলেন; কিন্তু পিতাপুত্রেই সেই ভীষণ সমরে প্রাণ উৎসর্গ করিয়া জ্বলন্ত জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যরথে আরোহণ করিয়া সৌরলোকে স্থান প্রাপ্ত হইলেন।

"গঙ্গা ভয়ে সঙ্কুচিত হইলেন, শশাঙ্ক কাঁপিতে লাগিলেন, দিক্‌পালগণ ভয়ার্ত্তরবে চীৎকার করিতে লাগিলেন; কনোজের গতি প্রতিবিরুদ্ধ হইল; সেই অবসরে কূর্ম্ম স্বীয় পিতার (পূজনের) অন্ত্যেষ্টি বিধান সমাপন করিলেন। পূজন কর্ত্তৃক গর্ব্বিত জয়চাঁদের সমস্ত গর্ব্ব চূর্ণীকৃত হইয়াছিল। তিনি স্বীয় প্রভু পৃথ্বীরাজের ঢাল স্বরূপ ছিলেন; কনোজের অনেক বীর তাঁহার অস্ত্রে নিহত প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার অসীম অবদান পরম্পরা স্বয়ং কবিকেশরী কর্ত্তৃকই সম্যক্ কীর্ত্তিত হইতে পারে না। তিনি শিশু নাগের* উন্নত শিরে পদ স্থাপন করিয়াছিলেন; অসংখ্য লোক তাঁহার হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল; প্রবল প্রতাপশালী বীরগণও তাঁহার সম্মুখীন হইতে পারিত না। রণস্থলে পতিত হইবামাত্র পূজন বিকটরবে বলিয়াছিলেন,—'মানবের পরমায়ু শত বৎসর মাত্র; তাহার অর্দ্ধাংশ নিদ্রায় ক্ষয়িত হয়, অপরার্দ্ধ শৈশবে অতিবাহিত হইয়া যায়; কিন্তু সর্ব্বশক্তিমান জগদীশ্বর আমাকে খড়্গ চালনা করিতে শিক্ষা দিয়াছেন, সেইজন্য আমি বীরের ধর্ম্ম পালন করিলাম।' বলিতে বলিতে কুশাবহ বীরের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, যমের কঠোর আলিঙ্গনে ধৃত হইতে হইতে তিনি দেখিলেন তাঁহার প্রাণকুমারের তীক্ষ্ণ অসিধারে শত্রুমুণ্ড ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইতেছে; তিনি আনন্দের সহিত নয়ন মুদ্রিত করিলেন, তাঁহার পবিত্র আত্মা পরিতৃপ্ত হইয়া পরমানন্দময় পরম পদে স্থান প্রাপ্ত হইল। তরবারের আঘাতে মেলিসিংহের অঙ্গ সপ্তস্থলে ক্ষত হইয়াছে, তাঁহার রণতুরঙ্গের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত। পূজনের পুত্র সেই যুদ্ধে অদ্ভুত বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন।"

পিতার পরলোকগমনের পর মেলিসিংহ অম্বরের রাজসিংহাসনে আরূঢ় হয়েন। মেলিসিংহের সম্বন্ধে অতি অল্প বিবরণই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যাহা কিছু তৎসম্বন্ধে বর্ণিত আছে, তাহাতেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি পিতার উপযুক্ত পুত্র ছিলেন। রাজনীতি ও যুদ্ধনীতি উভয়বিধ শাস্ত্রেই তিনি পারদর্শিতা লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। মেলিসিংহ অনেকগুলি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটীর কেবল বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত জয় রুত্রাহি নামক নগরে মান্দুরাজের উপর লব্ধ হইয়াছিল†।

---

* খৃষ্টজন্মের পূর্ব্বে ষষ্ঠ শতাব্দীতে যে মহাবীর অভিযানোদ্যত হইয়া শাকদ্বীপ হইতে ভারতবর্ষে আপতিত হইয়াছিলেন, এস্থলে তিনি, কি সর্পরাজ বাসুকি, নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন।

† অম্বররাজগণের বিক্রম সূচক একটী প্রাচীন শ্লোক এস্থলে সন্নিবেশিত হইল;—

"পজ্জন, পূজন জিতে
"মাহোবা, কনোজ লড়ে,

মেলিসিংহের অধস্তন একাদশটী পুরুষের কেবল নাম মাত্র ভট্টগ্রন্থে বর্ণিত আছে; সুতরাং আমরাও তাঁহাদের শুদ্ধ নাম ক্রমান্বয়ে উল্লেখ করিলাম; মেলিসিংহ, বিজুল, রাজদেব, কীলন, কুন্তল, জুনসিংহ, উদয়কর্ণ, নরসিংহ, বনবীর, উদ্ধারণ, চন্দ্রসেন ও পৃথ্বীরাজ।

পৃথ্বীরাজ সর্ব্বসমেত সপ্তদশ পুত্র লাভ করেন। তাঁহাদের মধ্যে দ্বাদশটী মাত্র প্রাপ্তব্যবহারকাল পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। সেই দ্বাদশ তনয় ও তাঁহাদের সন্তান সন্ততিদিগকে তিনি স্বরাজ্যে দ্বাদশটী ভূমিসম্পত্তি অর্পণ করিয়াছিলেন। সেই দ্বাদশ জাইগির "বার কুটরি" অর্থাৎ দ্বাদশ কক্ষ নামে প্রসিদ্ধ। সেই সমস্ত রাজকুমারগণের প্রত্যেকের ভূমিসম্পত্তি নিতান্ত সঙ্কীর্ণ ছিল বলিতে হইবে; কেননা তৎকালে সমগ্র অম্বররাজ্যের সীমা যতদূর বিস্তৃত ছিল, তাহার সমান এক একটী বিষয় অধুনাতন রাজবংশীয়গণ ভোগ করেন। পৃথ্বীরাজের পুত্রগণের মধ্যে কুশাবহ সামন্তভূমি সমূহ এইরূপে বিভক্ত হইবার অনেক পূর্ব্বে জনৈক কুশাবহ রাজকুমার পিতৃরাজ্য হইতে বহির্গমন করিয়া একটী বিশাল রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সেই রাজপুরুষের নাম বলোজি। তিনি মেলিসিংহের ষট্‌পুরুষ অধস্তন উদয়কর্ণের তৃতীয় পুত্র। পিতার রাজত্বকালে বলোজি অম্বর পরিত্যাগ করিয়া স্বোপার্জ্জিত অমৃতসর নামক নগরে গমন করেন। এই অমৃতসরের সঙ্কীর্ণক্ষেত্রেই প্রসিদ্ধ শেখাবতী রাজ্যের বীজ উপ্ত হয়। শেখাবতীর বৃত্তান্ত যথাস্থলে বর্ণিত হইবে। এক্ষণে আমরা পৃথ্বীরাজের সন্তানসন্ততিগণের বৃত্তান্ত অনুশীলনে অগ্রসর হইলাম। বর্ণিত আছে অম্বরপতি পৃথ্বীরাজ দেউল * নামক পবিত্র তীর্থে গমন করিয়াছিলেন। সেই পুণ্যস্থল সিন্ধুনদের সাগরসঙ্গম প্রদেশের অতি নিকটে অবস্থিত। তিনি স্বীয় পুত্র ভীম কর্ত্তৃক গুপ্তভাবে নিহত হয়েন। ভট্টগ্রন্থে বর্ণিত আছে, পিতৃঘাতী পাষণ্ড ভীমের বদনমণ্ডল রাক্ষসের ন্যায় অতি ভয়ানক ছিল। এই সময়কার বিবরণ অতি দুর্জ্ঞেয় ও জটিল। তবে যাহা কিছু একটু স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে, তাহাতে একপ্রকার জানা যায় যে, পিতৃঘাতী ভীম স্বীয় পুত্র ঐশকর্ণের হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়া পিতৃহত্যাজনিত ঘোর পাতকের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়াছিল। ঐশকর্ণের ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে এই নৃশংস ব্যবহারে উৎসাহিত

"মান্দু মেলিসি জিতা,
"রাড় রুত্রাহিকা
"রাজ ভগবানদাস জিতা,
"মোবাসি লড়ে
"রাজা মানসিং জিতা
"খোটন ফৌজ ভুবাহি।"

অর্থাৎ পজ্জুন মাহোবা, পূজন কনোজ, মেলিসিংহ মান্দু, মানসিংহ মোবাসি ও খোটন রাজ্যে যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইয়াছিলেন। এস্থলে আরও বলা আবশ্যক যে, বোধ হয় মোবাসি মিবারের গিরিগহন এবং খোটন কাবুলের পশ্চিমস্থিত ভূভাগকে নির্দ্দেশ করিতেছে।

* মুসলমানগণ কর্ত্তৃক ইহা দেবিল নামে অভিহিত হইয়াছে। বোগদাদের খলিফাগণের অভিযানকালে এই নগরেই সিন্ধুরাজের রাজধানী ছিল।

করিয়াছিল। যাহা হউক, ঐশকর্ণ তীর্থদর্শন দ্বারা পিতৃহত্যাজনিত পাপরাশি ক্ষালিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন*। কেবল একখানি তালিকায় উক্ত নৃশংস রাজকুমার যুগল "অম্বরের রাজা" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন; তদ্ভিন্ন অন্য কোন তালিকায় অথবা রাসাগ্রন্থে ইহাদের অভিষেকের বিবরণ পাওয়া যায় না।

ঐশকর্ণের পর বাহারমল নামা নরপতি অম্বরের সিংহাসনে অভিষিক্ত হয়েন। কুশাবহ নৃপতিগণের মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথম মুসলমানের অধীনতা স্বীকার করেন। বাবরকে ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া বাহারমল তদীয় পুত্র হুমায়ুঁর নিকট মোগলাধীনে পঞ্চসহস্রের সৈনাপত্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

বাহারমলের পর তদীয় পুত্র ভগবান দাস অম্বরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। পিতা অপেক্ষা পুত্র মোগলের কিছু বেশি অনুগত হইয়াছিলেন। ভগবান দাস মোগল কুলকেশরী আকবরের বন্ধু ছিলেন। কি মোহিনী শক্তির সাহায্যে মোগল সম্রাট যে, রাজপুতকে বশীভূত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করিতে পারা যায় না। বাস্তবিক, আকবরের এমনই অনুপম গুণ ছিল যে, তিনি প্রায় সমস্ত রাজপুত সমিতিকে একেবারে করায়ত্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। একমাত্র বীরশ্রেষ্ঠ প্রতাপ ভিন্ন আর সমস্ত রাজপুত নৃপতিই আকবরের নিকট আপনাদের স্বাধীনতা বিক্রয় করিয়াছিলেন। রাজা ভগবান দাসই সর্ব্বপ্রথম যবনের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ বন্ধন করিয়া পরম পবিত্র রাজপুতকুল কলঙ্কিত করেন। হিঃ ৯৯৩ (খৃঃ ১৫৮৬) অব্দে তিনি স্বীয় দুহিতাকে রাজকুমার সেলিমের করে অর্পণ করিয়াছিলেন। হতভাগ্য খচরু এই অযোগ্য ও অপবিত্র পরিণয়ের ফলস্বরূপ জন্মগ্রহণ করেন।

ভগবান দাসের পর তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র † মানসিংহ অম্বরসিংহাসন প্রাপ্ত হয়েন। মানসিংহ আকবরে সভার উজ্জ্বলতম রত্ন, তাঁহার সৌভাগ্য ও উন্নতির প্রধান সহায়, তাঁহার মৃত্যুর প্রধান কারণ। সেই প্রচণ্ড কুশাবহবীরের বাহুবলের সাহায্যে মোগলসম্রাট ভারতের অর্দ্ধভাগ জয় করিয়াছিলেন। আকবর তাঁহাকে স্বীয় প্রতিনিধিপদে অভিষেক করিয়া অতি বিশ্বস্ত ও কঠোর কার্য্যে নিয়োগ করিয়াছিলেন। মানসিংহ সেই বিশ্বাসের উপযুক্ত প্রতিদান করিতে ত্রুটি করেন নাই। তিনি স্বদেশের ও স্বজাতির অনিষ্ট করিয়াও সেই বিশ্বাসের সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন। খোতন হইতে সাগর-উপকূল পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ রাজা মানসিংহের প্রচণ্ড বাহুবলে নির্জিত হইয়াছিল। তিনি উড়িষ্যা‡ জয় করিয়াছিলেন, আসামের দর্প চূর্ণ করিয়া তাহাকে মোগলের চরণে করদানে বাধ্য

---

*ভট্টগ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, ঐশকর্ণ তীর্থস্থল হইতে স্বদেশে প্রত্যাগত হইলে ভারতেশ্বর (বাবর বা হুমায়ুঁ) তাঁহাকে "নরাবারের রাজা" এই সম্মানসূচক উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন।

† রাজা ভগবানদাসের তিনটী ভ্রাতা,—সুরতসিংহ, মধুসিংহ ও জগৎসিংহ। মানসিংহ এই কনিষ্ঠ ভ্রাতা জগৎসিংহের পুত্র।

‡ সুখের বিষয়, অম্বরের রাসাগ্রন্থের সহিত ফেরিস্তার সম্পূর্ণ মতৈক্য দেখিতে পাওয়া যায়। ফেরিস্তা বর্ণন করেন যে, মানসিংহ উড়িষ্যা জয় করিয়া সম্রাটের নিকট একশত বিংশতি হস্তী প্রেরণ করিয়াছিলেন।

করিয়াছিলেন, কাবুলের বিদ্রোহ দমন করিয়াছিলেন। বঙ্গ,* বিহার, দাক্ষিণাত্য ও কাবুল ক্রমান্বয়ে তাঁহার শাসনাধীনে অর্পিত হইয়াছিল। রাজপুতের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ বন্ধন করিয়া আকবর মনে করিয়াছিলেন যে, স্বীয় সাম্রাজ্যকে নিরাপদে পালন করিবেন; ইহা তাঁহার একটী বিষম ভ্রম; রাজা মানসিংহ তাঁহার চক্ষে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া এই ভ্রম দেখাইয়া দিলেন। এইরূপ বৈজাত্য পরিণয় গৃহবিপ্লবের প্রধান কারণ। যবনীর গর্ভজাত রাজকুমারগণের সহিত রাজপুতনীর গর্ভজাত রাজকুমারগণের প্রায়ই মনোমিলন হয় না; প্রায়ই পরস্পরে পরস্পরের শত্রু হইয়া থাকেন; বিশেষতঃ যাঁহারা রাজপুতশোণিতে সম্ভূত, তাঁহারা মাতৃকুলের দিকে অধিক অনুরাগ দেখাইয়া মাতুল ও মাতামহদিগকে প্রভূত ক্ষমতা প্রদান করিয়া থাকেন। এরূপ ক্ষমতা হইতে রাজপুতগণ বিষম গোলযোগ উত্থাপন করিয়া রাজ্যকে বিপদে পাতিত করেন এবং রাজার উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে প্রায়ই কার্য্য করিয়া থাকেন। মানসিংহের পিতৃব্যকন্যার সহিত সেলিমের বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু কেবল এই সম্বন্ধ বন্ধন হইতেই যে অম্বররাজ রাজসরকারে বিশেষ ক্ষমতাবান্ হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহা ঠিক নহে। অবশ্য ইহা তাঁহার ক্ষমতামত্তার অন্যতম কারণ; পরন্তু তাঁহার বিপুল বিক্রম, রাজনীতিজ্ঞতা ও রণদক্ষতা প্রভৃতি অন্যান্য গুণাবলি তদীয় উচ্চ ক্ষমতালাভের প্রধান কারণ। অম্বররাজের সেই উচ্চ প্রতাপ ধ্বংস করিতে গিয়া আকবর অবশেষে স্বয়ংই প্রাণ হারাইয়াছিলেন। মানসিংহের প্রতাপ দিন দিন ঘোরতর বর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া দিল্লীশ্বর আকবরের হৃদয়ে বিষম ঈর্ষার উদয় হইল। মানসিংহকে তিনি একটী প্রচণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। ঈর্ষার বিষদংশনে জর্জ্জরীভূত হইয়া প্রতি মুহূর্ত্তেই তিনি মনে করিতে লাগিলেন যেন মানসিংহ তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার চেষ্টা করিতেছে, যেন মানসিংহের তীব্র উৎক্রোশ দৃষ্টিতে তাঁহার বিরাট সিংহাসন থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে! ক্রমে ঈর্ষা চিন্তায়,—ক্রমে চিন্তা আশঙ্কায়,—অবশেষে আশঙ্কা জিঘাংসায় পরিণত হইল। মোগল সম্রাট অম্বররাজকে গোপনে হত্যা করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ক্রূরহৃদয় দুরাচারদিগের দুরভীষ্ট-সাধনের এজগতে উপায়ের অভাব কি? আকবর বিপুল বলশালী, মানসিংহ তাঁহার পক্ষে তুচ্ছাদপি তুচ্ছ সামান্য তৃণতুল্য বলিলেও হয়, কিন্তু মোগলসম্রাট সেই মানসিংহকে অতি ভীরু, কাপুরুষ, নীচাশয়ের ন্যায় গুপ্তভাবে হত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। একদা আকবর একপ্রকার "মাজন" প্রস্তুত করিয়া মানসিংহের জন্য তাহার অর্দ্ধভাগে বিষ মিশ্রিত করিয়া রাখিলেন; অপরার্দ্ধ বিশুদ্ধভাবে নিজের জন্য রক্ষা করিলেন। কিন্তু দৈবের কি বিচিত্র গতি! ধর্ম্মের কি অদ্ভুত অপ্রতিহত

* ফেরিস্তা ভট্টগণের এই বিবরণও সমর্থন করিয়াছেন। এই মুসলমান ঐতিহাসিক বলেন যে, মানসিংহ যে বৎসর (১৫৮৯ খ্রীঃ অঃ) বিহার, হাজিপুর ও পাটনার শাসনকর্ত্তৃত্বে নিয়োজিত হয়েন, তখন তিনি কুমার ছিলেন। সেই বৎসরেই রাজা ভগবানদাসের মৃত্যু হয়, এবং তাহার পরই মানসিংহ অম্বরের সিংহাসনে অভিষিক্ত হয়েন।

প্রভাব! মোগলসম্রাট বুঝিতে না পারিয়া অবশেষে সেই বিষাক্ত মাজনই আপনি ভোজন করিয়া ফেলিলেন। পাপের প্রায়শ্চিত্ত অচিরেই বিহিত হইল। নিরপরাধী বিশ্রব্ধ ও উপকারী ব্যক্তির অনিষ্ট সাধন করিতে গিয়া আপনার ঈর্ষাবহ্নিতে অবশেষে আপনিই বিদগ্ধ হইলেন*।

আকবরের মুমূর্ষু কাল উপস্থিত হইলে মানসিংহ প্রকৃত উত্তরাধিকারী সেলিমের বিরুদ্ধে স্বীয় ভাগিনেয় রাজকুমার খসরুকে দিল্লির সিংহাসনে স্থাপন করিবার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। কিন্তু মোগলসম্রাট তাহা বুঝিতে পারিয়া জীবিত থাকিতে থাকিতেই স্বয়ং সেলিমেরই মস্তকে রাজমুকুট অর্পণ করিলেন। অতঃপর সেলিম জাহাঁগির নাম ধারণ করিয়া ভারতের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। রাজা মানসিংহের চক্রান্ত কিছুদিনের জন্য দমিত হইল; তিনি বঙ্গরাজ্যে প্রেরিত হইলেন। কিন্তু অল্পদিন পরেই আবার তাহা জাগিয়া উঠিল; তখন মোগলসম্রাট জাহাঁগির স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বী তনয় খসরুকে† চিরজীবনের জন্য কারারুদ্ধ করিয়া তাহার অনুচরদিগকে অতি ভীষণরূপে সংহার করিলেন। মানসিংহ স্বীয় ভাগিনেয়কে বিদ্রোহিতায় উৎসাহিত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি অতি চতুরের ন্যায় কার্য্যক্ষেত্র হইতে দূরে অবস্থিত ছিলেন। জাহাঁগির ইচ্ছা করিলেও প্রকাশ্যরূপে তাঁহাকে শাস্তি প্রদান করিতে পারেন নাই, কেননা অম্বররাজ প্রবল প্রতাপান্বিত; তৎকালে বিংশতি সহস্র রাজপুত সৈন্য তাহার অধীনে ছিল। কিন্তু অম্বরের রাসাগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সম্রাট জাহাঁগির মানসিংহের দশক্রোর টাকা অর্থদণ্ড করিয়াছিলেন! ফেরিস্তা কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, অম্বররাজ মানসিংহ হিঃ ১০২৪ (খৃঃ ১৬১৫) অব্দে বঙ্গদেশে পরলোক গমন করেন, কিন্তু ভট্টগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, খিলিজিদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিয়া উহার দুই বৎসর পূর্ব্বে তিনি উত্তর প্রদেশে নিহত হয়েন।

মানসিংহের পরলোকগমনে তাহার পুত্র রাও ভাওসিংহ সম্রাট কর্তৃক অম্বরের সিংহাসনে এবং পাঁচ হাজারি মনসব পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। রাওভাও অতি ক্ষীণবুদ্ধি ছিলেন। নিতান্ত দীনভাবে চারি বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়া তিনি উৎকট পানাসক্তি নিবন্ধন হিঃ ১০৩০ (খৃঃ ১৬২১) অব্দে কালগ্রাসে পতিত হয়েন।

ইহাঁর পর মাহাসিংহ রাজগদিতে আরোহণ করেন; কিন্তু তিনিও স্বীয় পূর্ব্বপুরুষের ন্যায় নিতান্ত পানাসক্ত ও লম্পট হইয়া পড়াতে অকালে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাজা মানসিংহের এই অযোগ্য উত্তরাধিকারীদ্বয়ের অকর্ম্মণ্যতা প্রযুক্ত অম্বরের গৌরবভাতি অনেক পরিমাণে মলিন হইয়া পড়িয়াছিল। সেই অবসরে যোধপুরের নৃপতিগণ সম্রাট সভায় প্রাধান্য লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। জাহাঁগির স্বীয় রাজপুতনী ভার্য্যা যোধবাইয়ের প্ররোচনায় মানসিংহের ভ্রাতা জগৎসিংহের পৌত্র জয়সিংহকে অম্বরের সিংহাসনে অভিষেক করেন। ইহাতে সম্রাটের প্রিয়তমা মহিষী নূরজাহাঁর

* রাজস্থান, ১ম খণ্ড, ৩১৭ পৃষ্ঠা।

† সাজাহাঁর আদেশক্রমে খসরু অবশেষে নিহত হইয়াছিলেন।

ঈর্ষা উদ্রিক্ত হইয়াছিল°। ভট্টগ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, অন্তঃপুরের একটী বারাণ্ডার উপর উপবেশন করিয়া সম্রাট ও তাঁহার রাজপুতনী ভার্য্যা জয়সিংহের অভিষেকের বিষয় স্থির করিয়াছিলেন। জয়সিংহ সেই বারাণ্ডার নিম্নদেশে প্রাঙ্গনতলে দণ্ডায়মান থাকিয়া তাঁহাদের আদেশ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। উভয়ের তর্কবিতর্ক শেষ হইলে জাহাঁগির উৎফুল্লভাবে বলিলেন "জয়সিংহ! যোধবাইয়ের অনুগ্রহে তুমি অম্বরের রাজা হইলে, এক্ষণে তোমার উপকারিণী রাজ্ঞীকে সেলাম করিয়া স্বরাজ্যে প্রতিগত হও।" জয়সিংহ আনন্দিত হইলেন; কিন্তু তিনি যোধবাইকে সেলাম করিতে সম্মত না হইয়া মুক্তকণ্ঠে বলিলেন "সম্রাট! আপনার মহনীয় রাজবংশের মধ্যে যে কোন মহিলাকে বলুন আমি স্বচ্ছন্দে অভিবাদন করিতেছি, কিন্তু যোধবাইকে পারিব না; কেননা ইহা রাজপুত-আচারের বিরোধী।" সম্রাট কিছুতেই বলিলেন না; কিন্তু সৎস্বভাবা যোধবাই হাস্যসহকারে উত্তর করিলেন "তাহাতে কিছুই আসে যায় না; তুমি যাও, আমি তোমাকে অম্বররাজ্য অর্পণ করিলাম।"

জয়সিংহ রাজপুতানায় মিরজা রাজা নামে প্রসিদ্ধ। তিনি মানসিংহের যোগ্য বংশধর। ভাওসিংহ ও মাহাসিংহের অকর্ম্মণ্যতাপ্রযুক্ত অম্বরের গৌরব যে প্রভূত পরিমাণে মলিন হইয়া পড়িয়াছিল, জয়সিংহ স্বীয় দক্ষতার সাহায্যে তাহা অনেক পরিমাণে পুনরুদ্দীপিত করিয়া তুলিলেন। আরঙ্গজীবের শাসনকালে তিনি মোগল সাম্রাজ্যের অনেক উপকার সাধন করিয়াছিলেন। সেই সমস্ত উপকারের পুরস্কারস্বরূপ সম্রাট তাঁহাকে ষট্‌সহস্রের সৈনাপত্যে উন্নীত করেন। এই কুশাবহ বীরের কৌশল জালেই মহারাষ্ট্র-কুলতিলক শিবজি ধৃত হয়েন। জয়সিংহ শিবজিকে নিরাপদে রাখিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, কিন্তু আরঙ্গজীবের কপটতায় তাঁহার সে প্রতিজ্ঞাপালনের ব্যাঘাত হইবার উপক্রম দেখিয়া তিনি অবশেষে মহারাষ্ট্রসিংহের পলায়নে সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এরূপ মহানুভাবুকতা বড় সামান্য নহে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই উজ্জ্বল মাহাত্ম্যের গৌরব দারার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা প্রযুক্ত ক্ষীণপ্রভ হইয়া পড়িয়াছিল। জয়সিংহেরই কপটতায় সেই বীর্য্যবান্ মোগল রাজকুমারের সকল যত্ন, সমস্ত উদ্যোগ বিফল হইয়াছিল। এই সকল আচরণ হইতে জয়সিংহের স্বভাব ক্রমে ক্রমে নিতান্ত উদ্ধত হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার অধীনে দ্বাবিংশতি সহস্র রাজপুত অশ্বারোহী এবং দ্বাবিংশতি জন প্রধান সামন্ত নৃপতি ছিল। সেই সামন্ত নৃপতিগণ সকলেই জয়সিংহের আজ্ঞা বহন করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে স্ব স্ব সেনাদল চালিত করিতেন। ভট্টগ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, তিনি সেই সকল সামন্ত নৃপতিদিগকে লইয়া দরবারে বসিতেন। তৎকালে তাঁহার দুই হস্তে দুইখানি কাচ থাকিত; তিনি তাহাদের একখানিকে দিল্লি, অপরখানিকে সাতারা নাম দিয়া শেষোক্ত কাচখানিকে ভূমিতলে নিক্ষেপ পূর্ব্বক সগর্ব্বে বলিতেন, "এই সাতারা রসাতলে যাইল, আর দিল্লির অদৃষ্টসূত্র এই আমার দক্ষিণ হস্তে; আমি ইচ্ছা করিলে ইহাকেও সেইরূপ স্বচ্ছন্দে নিক্ষেপ করিতে পারি।" এই সকল উদ্ধত ও গর্ব্বিত বচন ক্রমে ক্রমে আরঙ্গজীবের কর্ণগোচর হইল।

তিনি জয়সিংহের প্রতি অতিশয় বিরক্ত হইলেন এবং প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহার প্রাণনাশ করিবার উপায় অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু জয়সিংহ একজন সামান্য নৃপতি নহেন যে, স্বেচ্ছাচারী নৃশংস সম্রাট ইচ্ছা করিলেই তাঁহাকে সংহার করিতে পারিবেন। অবশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া পাষাণহৃদয় কপটাচারী মোগলসম্রাট একটী হেয় ও জঘন্য পন্থা অবলম্বন করিলেন। অম্বররাজের কীরতসিংহ নামে একটী কনিষ্ঠ পুত্র ছিল। আরঙ্গজীব তাহাকে প্রলোভন দেখাইয়া পিতৃবিরুদ্ধে উত্তেজিত করিলেন এবং যখন দেখিলেন যে, সেই মূর্খ রাজপুত তাঁহার উদ্দেশের সহায়তা করিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়াছে, তখন বলিলেন "যদি তুমি জয়সিংহকে হত্যা করিতে পার, তাহা হইলে তোমাকে অম্বরের সিংহাসনে অভিষেক করি।" কি ভয়ানক! রাজপুতকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া রাজ্যার্থ একরূপ গুণবান্ পিতাকে হত্যা করিবে! দুঃখের বিষয় পাষণ্ড কীরতসিংহ সেই পৈশাচিক ব্যাপার স্বহস্তে সাধন করিতে সম্মত হইল এবং মহারাজ জয়সিংহের অহিফেনের সহিত বিষ মিশ্রিত করিয়া দিয়া সেই রাক্ষসোচিত উদ্দেশ্য সম্পাদন করিল! কিন্তু পাষণ্ড পিতৃহন্তা কপটী সম্রাটকর্ত্তৃক প্রতারিত হইল। সম্রাট তাহাকে 'কামা নামক একমাত্র জনপদই অর্পণ করিলেন।

যেদিন রাক্ষস পুত্রের বিশ্বাসঘাতকতা ও নৃশংসতায় রাজপুতের তদানীন্তন গৌরব ধার্ম্মিক মহারাজ জয়সিংহ ইহলোক হইতে অন্তরিত হইলেন, সেই দিন অম্বরের ভাগ্যগগন এক গভীর কালমেঘে আচ্ছন্ন হইল; সেই সঙ্গে কুশাবহকুলের গৌরবগরিমা নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল। হায়! সে গভীর মেঘ আর অন্তরিত হইল না; যে কুশাবহ নরপতিগণের প্রচণ্ড প্রতাপে একদা দিল্লির সিংহাসন কম্পিত হইয়াছিল; তাঁহাদের বংশধরগণ আর সে প্রদীপ্ত গৌরববিভা পাইল না।

রামসিংহ মহারাজ জয়সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র; পিতার পরলোক গমনের পর তিনিই অম্বররাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। সম্রাট তাঁহাকে চতুঃসহস্রের সৈনাপত্যে স্থাপন করিয়া আসামীদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। রামসিংহের কোন বিশেষ বিবরণই পাওয়া যায় না। তাঁহার মৃত্যুর পর বিষণসিংহ অম্বরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি তিন সহস্রের অধিক সেনা প্রাপ্ত হয়েন নাই। বিষণসিংহ অল্পদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

শোবে জয়সিংহের অভিষেক ;—তাঁহার আজিম শাহের পক্ষ অবলম্বন ;—সম্রাট কর্ত্তৃক অম্বর অপহরণ ;—জয়সিংহ কর্ত্তৃক মোগলসেনার দূরীকরণ ;—তাঁহার চরিত্র ;—জ্যোতিষ শাস্ত্রে তাঁহার অভিজ্ঞতা ;—মোগল সাম্রাজ্যের বিপ্লবকালে তাঁহার আচরণ ;—বহুবিবাহ জনিত অনিষ্টের বিবরণ ;—জয়সিংহের অভিষেক-কালে অম্বরের সীমা ;—জয়পুর প্রতিষ্ঠা ;—রাজোর ও দেউটি জয় ;—রাজপুত চরিত্র ;—জয়সিংহের পানাসক্তি ;—তাঁহার গুণাগুণ ;—অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে তাঁহার অভিলাষ ;—তাঁহার সঙ্কলিত গ্রন্থাবলি ; তাঁহার মৃত্যু ;—তাঁহার পত্নীগণের সহমরণ।

বিষণসিংহের মৃত্যুর পর দিল্লীর জয়সিংহ অম্বরের রাজগদিতে সংবৎ ১৭৫৫ (১৬৯৯) অব্দে অভিষিক্ত হইলেন। ইতিহাসে ইনি শোবে জয়সিংহ নামে প্রসিদ্ধ। ইহাঁর অভিষেকের পর সম্রাট আরঙ্গজীব আর ছয় বৎসর জীবিত ছিলেন। দক্ষিণাবর্ত্তে ইনি সুপ্রশংসিতরূপে স্বীয় কর্ত্তব্য সাধন করিয়াছিলেন। আরঙ্গজীবের মৃত্যুর পর ভারতের সিংহাসন লইয়া রাজপুত্রগণের মধ্যে যে ভীষণ বিবাদ উপস্থিত হয়, শোবে জয়সিংহ তাহাতে আজিম শাহের পক্ষ অবলম্বন করিয়া শাহ আলমের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ঢোলপুরে সেই ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সেই যুদ্ধে আজিম ও তদীয় পুত্র বিদার বক্তের পরাজয় হইলে শাহ আলম, বাহাদুর শাহ নাম ধারণ করিয়া ভারতের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। রাজপদ অধিকার করিয়াই বাহাদুরের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অম্বরের উপর পতিত হইল। অম্বররাজ শোবে জয়সিংহ তাঁহার বিরুদ্ধে আজিমের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন ; এক্ষণে বাহাদুর তাঁহার সেই বিরুদ্ধাচরণের শাস্তিদানে অগ্রসর হইলেন এবং অম্বর আচ্ছিন্ন করিয়া একজন মুসলমানকে তৎরাজ্যের শাসনকর্ত্তৃত্বে অভিষেক করিলেন। নবাভিষিক্ত শাসনকর্ত্তা একদল রাজকীয় সেনার সহিত অম্বর অধিকার করিতে অগ্রসর হইলেন; কিন্তু জয়সিংহ উন্মুক্ত অসি হস্তে সদলে স্বরাজ্যে প্রবেশ করিয়া মোগল বাহিনীকে অম্বর হইতে দূর করিয়া দিলেন। অতঃপর তিনি মারবারের অধীশ্বর বীর অজিতসিংহের সহিত মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পরস্পরের রক্ষার্থে প্রবৃত্ত হইলেন।

মহারাজ জয়সিংহ সর্ব্বসমেত চতুঃচত্বারিংশ বৎসর শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন। এই দীর্ঘকালের মধ্যে তিনি অনেকবার অনেক ভীষণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কখন সজাতীয় কোন নরপতির বিরুদ্ধে, কখনও বা যবনবিরুদ্ধে জয়সিংহ স্বীয় অসি চালিত করিয়াছিলেন : ইহার বিবরণ ইতিপূর্ব্বে মিবার ও বুন্দির ইতিবৃত্তে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বুন্দিরাজ্যের ভীষণ শত্রু ছিলেন ; বুন্দিরাজ বুধসিংহ ও তদীয় বীরতনয় উমেদ

সিংহের প্রতি তিনি যে অসীম অত্যাচার করিয়াছিলেন, বুন্দির ইতিবৃত্তে তাহার বিস্তৃত বিবরণ সন্নিবেশিত হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন।

মহারাজ শোবে জয়সিংহ একজন সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ নরপতি ছিলেন। কি রাজনীতি, সমরনীতি, ধর্ম্মনীতি, কি ইতিহাস বা পুরাবৃত্ত,—সকল শাস্ত্রেই তাঁহার অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি একজন বহুদর্শী সমাজতত্ত্বজ্ঞের ন্যায় স্বীয় প্রজাবর্গের নিমিত্ত বিবিধ উৎকৃষ্ট বিধান বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। গর্ব্বান্ধ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ রাজপুতনৃপতিদিগকে প্রায়ই শাস্ত্রজ্ঞানহীন বলিয়া মনে করিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহাদের এরূপ ধারণা যে ভ্রান্ত, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে অনেকবার দেখাইয়াছি। আজি পাশ্চাত্য সভ্যতা ও জ্ঞানের বিমল অলোকে রাজপুত নৃপতিগণের "বিলিয়ার্ড" ও "লন-টেনিস" প্রভৃতি ক্রীড়ায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া পিতৃপুরুষগণের পদবী পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্ব স্ব বিজাতীয় শিক্ষকদিগের নিকট বিজ্ঞ ও শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া সম্মানিত হইতে পারেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের "বিজ্ঞতা" ও "শাস্ত্রজ্ঞতা" যে, অলীক আকাশকুসুম সদৃশ, তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায়। জয়সিংহের ন্যায় কয়টী পাশ্চাত্য নরপতি সর্ব্বশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন? তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞতার সমালোচনা করিতে আমরা প্রবৃত্ত হইলাম।

মহারাজ শোবে জয়সিংহ কর্ত্তৃক প্রসিদ্ধ জয়পুরনগর প্রতিষ্ঠিত হয়। মহাত্মা টড সাহেব এই জয়পুরের প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন "ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র জয়পুরই সুচারু কল্পনা অনুসারে গঠিত। ইহার রথ্যাসমূহ যেরূপ ঋজু ও সমভাবে পরস্পরকে বিভক্ত করিয়াছে, ভারতীয় আর কোন নগরেই এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না।" সুখের বিষয় একজন বঙ্গীয় মহাপুরুষের উপদেশানুসারে এই সুন্দর নগর নির্ম্মিত হইয়াছিল। বঙ্গের সেই গৌরবরবির নাম বিদ্যাধর। মহাত্মা বিদ্যাধর যে বঙ্গের কোন্ গ্রাম ও কুল উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, দুঃখের বিষয় তাহা আমরা জানিতে পারিলাম না। তিনি পরম পণ্ডিত; আর্য্যজাতির সকল শাস্ত্রে,—বিশেষতঃ জোতিষ ও পুরাতত্ত্বে তাঁহার গভীর পারদর্শিতা দেখিতে পাওয়া যায়। বিদ্যাধরেরই সাহায্যে শোবে জয়সিংহ স্বীয় অদ্ভুত জ্যোতিষী গণনায় সফলতা লাভ করিয়াছিলেন। প্রায় সমস্ত রাজপুত নৃপতিগণই জ্যোতিষশাস্ত্রে, অন্ততঃ গ্রহতত্ত্বে একটু না একটু জ্ঞান লাভ করিতেন; কিন্তু জয়সিংহ সকলের অপেক্ষা গভীরতর প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছিলেন। দিল্লির সম্রাট মহম্মদশাহ তাঁহার জ্যোতির্বিদ্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তদানীন্তন পঞ্জিকা-সংশোধনের ভার তাঁহার হস্তে. প্রদান করিয়াছিলেন। গ্রহনক্ষত্রাদির গতি ও আকার নিরূপণ করিবার নিমিত্ত মহারাজ জয়সিংহ দিল্লি, জয়পুর, উজ্জয়িনী, কাশী ও মথুরায় এক একটী গ্রহদর্শন স্থাপন করিয়া তৎসমস্তেই স্বকৃত যন্ত্রাদি রক্ষা করিয়াছিলেন। সেই সমস্ত গ্রহদর্শন ও যন্ত্রাদির সাহায্যে তিনি যাহা গণনা করিতেন, তাহা সম্পূর্ণই অভ্রান্ত। অনেক জ্যোতির্ব্বিদ্ মহামহোপধ্যায়গণও জয়সিংহের জ্যোতিষী গণনা দেখিয়া বিস্মিত হইতেন। আজি ভারতের অধঃপতনের সহিত আর্য্যপ্রিয় জ্যোতিষশাস্ত্র ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হইবার উপক্রম হইতেছে; সেই সঙ্গে পণ্ডিতবর জয়সিংহের নির্ম্মিত গ্রহদর্শন ও জ্যোতিষিক যন্ত্রাদি

ভগ্ন ও উপেক্ষিত হইয়া অনন্ত কালগর্ভে বিলীন হইতে যাইতেছে। হায়, পাশ্চাত্য বিদ্যার দিকে ভারতবাসীর আজি আসক্তি এত বলবতী হইয়া উঠিতেছে যে, অনেকে আর্য্যগৌরবের সেই সমস্ত প্রাচীন নিদর্শনের দিকে একবার চাহিয়াও দেখে না। জয়সিংহ প্রথমে সমরখণ্ডের রাজজ্যোতির্ব্বিদ বিখ্যাত উলুক বেগের যন্ত্রাদি ব্যবহার করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে সুফল লাভ করিতে নাপারাতে অবশেষে স্বয়ং তৎসমস্ত প্রস্তুত করিয়া লইয়াছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন গ্রহদর্শন হইতে তিনি সাত বৎসরকাল গ্রহাদির গতি গণনা ও নিরূপণ করিয়া একটী তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

জ্যোতিষশাস্ত্রে রাজা জয়সিংহের এরূপ প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল যে, তিনি তদ্বিষয়ে জ্ঞানলাভার্থ দেশদেশান্তরে লোক প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার শাসনকালে মেনুয়েল নামে জনৈক পর্ত্তুগিজ পাদরি ভারতবর্ষে আগমন করেন। শোবে জয়সিংহ তাঁহার নিকট একদা অবগত হইলেন যে, পর্ত্তুগেলে জ্যোতিষশাস্ত্রের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। এই আহ্লাদকর সমাচার শ্রবণে অম্বররাজ সেই পাদরির সহিত কতিপয় পণ্ডিতকে পর্ত্তুগেল-রাজ ইমানুয়েরের সভায় প্রেরণ করিলেন। এই ঘটনার পর রাজা ইমানুয়েল স্বরাজ্যস্থ একজন পণ্ডিতকে ভারতবর্ষ প্রেরণ করেন। তাঁহার নাম সেভিয়ায়-ডি-সিল্‌ভা। এই পর্ত্তুগিজ পাদরি ভারতে আগমন করিয়া অম্বররাজ জয়সিংহকে প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত ডি-লা-হায়ারের জ্যোতিরঙ্ক অর্পণ করেন। সেই নূতন তালিকা লইয়া জয়সিংহ জ্যোতিশ্চক্র সন্দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন, "প্রকৃত পরিদর্শনের সহিত এই সকল তালিকা মিলাইয়া দেখাতে এগুলিতে চন্দ্রের স্থিতিনির্দ্দেশ সম্বন্ধে অর্দ্ধ অক্ষাংশের প্রভেদ দেখিতে পাওয়া গেল। ইহা সামান্য ভুল নহে। অপর অপর গ্রহের গণনা বিষয়ে এরূপ গুরুতর ভুল লক্ষিত হয় না বটে, কিন্তু সূর্য্য ও চন্দ্রগ্রহণ প্রায় পনর পলের ন্যূনাধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়।" তিনি তুর্কি জ্যোতির্বিদ উলুক বেগেরও সৃষ্ট যন্ত্রাবলিতে ভুল দেখাইয়া ডি-লা-হায়ারের যন্ত্র সমূহকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। বাস্তবিক, অম্বররাজের এরূপ গর্ব্ব করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা ছিল। কেননা তাঁহার সৃষ্ট জ্যোতির্যন্ত্র সমূহকে তৎকালে সকলেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিয়াছিল। দিল্লির গ্রহদর্শন হইতে স্বীয় যন্ত্রসাহায্যে ১৭২৯ খৃঃ অব্দে তিনি রাশিচক্রের অক্ষচ্যুতি সম্বন্ধে যাহা গণনা করিয়াছিলেন, প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত খোদিন তাহার পর বৎসরে প্রায় তাহাই স্থির করেন। অপিচ তিনি উজ্জয়িনী নগরের যে অক্ষরেখা স্থির করিয়াছিলেন ডাক্তার হণ্টার ১৭৯৩ খৃঃ অব্দে তাহা সমর্থন করিয়াছেন। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে, অম্বররাজ শোবে জয়সিংহ একজন সামান্য জ্যোতিস্তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন না। স্বীয় অভিজ্ঞতার সাহায্যে তিনি জ্যোতিষ শাস্ত্রের যে একখানি অঙ্কপুস্তক সঙ্কলন করিয়াছিলেন, তাহা "জিয়াজ মহাম্মদশাহী" নামে প্রসিদ্ধ। তিনি এই পুস্তক সম্রাট মহম্মদ শাহকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে তিনি যে সকল সঙ্কেত বিন্যাস করিয়াছেন, আজিও তৎসমুদায়ের সাহায্যে রাজস্থানে পঞ্জিকাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। [জিয়াজ মহম্মদশাহীর প্রস্তাবনায় শোবে জয়সিংহ বিশ্বস্রষ্টা জগদীশ্বরের অদ্ভুত ও অনুপম

কারুকার্য্য বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, এস্থলে তাহার মর্ম্ম প্রকটিত হইল। "গভীর মনীষাসম্পন্ন জ্যামিতিবিৎ পণ্ডিৎগণ যাঁহার কণামাত্র মহিমার বিষয় কীর্ত্তন করিতে গিয়া আপনাদিগকে অজ্ঞ ও অকর্ম্মণ্য বলিয়া স্বীকার করেন, সেই জগৎপাতা জগদীশ্বরের কি উচ্চ মহিমা! প্রচণ্ড গ্রহগণ যাঁহার অনন্ত ও অপরিসীম ক্ষমতারূপ গ্রন্থের কয়েকখানি ক্ষুদ্র পত্র মাত্র, যাঁহার অনন্ত রত্নভাণ্ডারে সূর্য্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুদ্রামাত্র, সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বেশ্বর পরমেশ্বরের মহিমা কে কীর্ত্তন করিতে পারে!

"শোবে জয়সিংহ সেই সমস্ত জ্ঞানময় বিশ্বস্রষ্টা বিধাতার সৃষ্টির অনুপম কারুকার্য্য দর্শনে চমৎকৃত হইয়াছেন। যেদিন তাঁহার মনোমধ্যে জ্ঞানের আভা প্রথম বিকাশিত হইয়াছে, সেইদিন হইতে ইহার পরিণতি পর্য্যন্ত তিনি অঙ্কশাস্ত্রের অনুশীলনে মনোনিবেশ করিয়াছেন; সেইদিন হইতে তাঁহার মন দুরূহ সমস্যার মীমাংসায় ধাবিত হইয়াছে।" ইত্যাদি অনেক সারগর্ভ বিষয় দেখিতে পাওয়া যায়*। এই সকল ব্যাপার আলোচনা করিলে সহজেই প্রতীতি জন্মে যে, অম্বররাজ শোবে জয়সিংহ একজন পরম পণ্ডিত নরপতি ছিলেন।

শান্তির সুখাস্বাদন করিতে পারিলে শাস্ত্রালোচনার বিশেষ সুবিধা হইয়া থাকে; কিন্তু দুঃখের বিষয় মহারাজ জয়সিংহের ভাগ্যে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। অসংখ্য বিপ্লব ও ষড়যন্ত্রের মধ্যে পতিত হইয়া তাঁহাকে ঐ সকল সুন্দর শাস্ত্র অনুশীলন করিতে হইয়াছিল। একদিকে মোগল সাম্রাজ্যের দ্রুত অধঃপতন জনিত প্রচণ্ড বিপ্লব পরম্পরা, অপর দিকে মহারাষ্ট্রীয় বিক্রমের দৃঢ় ও তেজোময় অভ্যুত্থান; সুতরাং তৎকালে ভারতবর্ষে নানা ভীষণ সংঘর্ষ সমুদ্ভূত হইয়াছিল। সেই ভয়ানক সংঘর্ষে পতিত হইয়া কত হিন্দুরাজ্য একবারে চূর্ণ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু অম্বররাজ জয়সিংহ সেই সমস্ত বিপ্লবে জড়িত হইয়াও সুদক্ষতা সহকারে সুচারুরূপে স্বীয় রাজ্য দৃঢ়ীকরণ ও অপর অপর রাজ্যের উর্দ্ধে উন্নীত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার এই সকল অদ্ভুত গুণগ্রাম আলোচনা করিয়া দেখিলে তাঁহাকে ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। মোগল সাম্রাজ্যের শনৈঃ শনৈঃ অধঃপতন দেখিয়া অম্বররাজ মনে করিয়াছিলেন যে, সেই বিরাট রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ হইতে অম্বর রাজ্যকে দৃঢ় করিয়া লইবেন। এ উদ্দেশ্য তাঁহার কিয়ৎ পরিমাণে সিদ্ধ হইলেও তিনি স্বীয় অধিপতি মোগল সম্রাটের প্রতি কখনও বিশ্বাসঘাতকতা আচরণ করেন নাই। দুর্দ্দান্ত সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের কুটিল চক্রান্ত হইতে হতভাগ্য ফিরকশিয়রকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি সমূহ চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু একমাত্র মোগল সম্রাটেরই কাপুরুষতা বশতঃ তাঁহার সে সমস্ত কঠোর উদ্যম সফল হয় নাই।

---

* প্রসিদ্ধ ডাক্তার হাণ্টার মহারাজ শোবে জয়সিংহের জ্যোতিষিক গণনাসম্বন্ধে আসিয়ার প্রসিদ্ধ গবেষণ গ্রন্থসমূহের (Asiatic Researches Vol. V. P. 177) মধ্যে পঞ্চম খণ্ডে অনেক কথা বলিয়াছেন।

মহাত্মা টড সাহেব দিল্লি ও মথুরা নগরে জয়সিংহ প্রতিষ্ঠিত গ্রহদর্শন সমূহে তৎকৃত অনেক যন্ত্রাবলি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন।

সৈয়দ যুগলের সেই পাশব অত্যাচার কালে ফ্রিরকশিয়র যখন কিছুতেই তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিলেন না, তখন জয়সিংহ যারপর নাই দুঃখিত হইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাগত হইলেন এবং স্বীয় প্রিয়তর শাস্ত্রালোচনায় দৃঢ় মনোনিবেশ করিলেন। তিন বৎসর তিনি নির্ব্বিবাদে ও নিশ্চিন্ত ভাবে জ্যোতিষ ও পুরাতত্ত্বের অনুশীলন করিতে পাইয়াছিলেন; সেই সময়ে মোগল সম্রাজ্যে ঘোর বিপ্লবতরঙ্গ প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিত হইলেও তাঁহার গভীর শান্তি আলোড়িত করিতে পারে নাই। কিন্তু আর অধিক দিন তিনি সুবিমল শান্তি সম্ভোগ করিতে পাইলেন না। ১৭২১ খ্রীষ্টাব্দে মোগলসম্রাট মহম্মদ শাহের কঠোর উদ্যমে দুর্দ্ধর্ষ সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের দর্প চূর্ণীকৃত হইলে জয়সিংহ ক্রমান্বয়ে আগারা ও মালবে সম্রাটের প্রতিনিধিপদে নিযুক্ত হয়েন। অগত্যা অম্বররাজ শান্তিময় শাস্ত্রানুশীলন ত্যাগ করিয়া স্বীয় কার্য্যস্থলে গমন করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু এখানেও তিনি অনেক পরিমাণে শান্তি সম্ভোগ করিতে পারিয়াছিলেন।

মহারাজ জয়সিংহ উচ্চপদে অধিরূঢ় হইয়া স্বজাতি ও স্বরাজ্যের সুখসমৃদ্ধির প্রতি অন্ধ ছিলেন না। তাঁহার উদ্যমে জঘন্য "জিজিয়া" কর রহিত হইয়াছিল। তিনি জাটদিগের উন্নতির পথে প্রতিরোধ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং মহারাষ্ট্র বীর বাজিরাওকে মলবের সুবাদার পদে স্থাপন করিয়া দাক্ষিণীদিগকে হস্তগত রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

মহারাজ শোবে জয়সিংহের একশত নয়টী গুণের বিবরণ অম্বরের রাসাগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়; তন্মধ্যে কয়েকটী এইমাত্র বর্ণিত হইল। প্রয়োজন বোধে আর একটী এস্থলে বর্ণন করা গেল। মহারাজ বিষণসিংহের দুই পুত্র,—জয়সিংহ ও বিজয়সিংহ। জয়সিংহের অভিষেকে বিজয়সিংহের জননী জয়পুরে স্বীয় তনয়ের প্রাণনাশের আশঙ্কা করিয়া তাঁহাকে নিজ পিত্রালয় কীচিবারা নগরে প্রেরণ করিয়াছিলেন। বিজয়সিংহ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার জননী তাঁহাকে বহুল ধনরত্ন অর্পণ করিয়া বলিলেন, "বৎস! এই সকল রত্ন লইয়া রাজধানীতে যাও এবং সম্রাটের উজির নবাব কামুরুদ্দিনকে উৎকোচ দিয়া তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করিতে চেষ্টা করিও। তিনি ইচ্ছা করিলে তোমাকে অম্বরের রাজা করিয়া দিতে পারেন।" জননীর উপদেশানুসারে বিজয়সিংহ রাজধানীতে গমন করিয়া সেই সমস্ত ধনরত্নাদির সাহায্যে উজিরের প্রসাদ লাভে কৃতকার্য্য হইলেন। কামুরুদ্দিন সন্তুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এক্ষণে কি চাহেন? বিজয়সিংহ প্রথমে বুসা নামক জনপদটী চাহিলেন এবং স্বীয় ভ্রাতা ও অধিপতি জয়সিংহের নিকট তাহা প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহার মাতা তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া অম্বর রাজ্য গ্রহণ করিতে অভিলাষ করিলেন। এ দুরাকাঙ্ক্ষা কি সফল হইবে?" তাঁহার উপদেশ ক্রমে বিজয়সিংহ উজিরকে বলিলেন "আপনি যদি আমাকে অম্বরের সিংহাসনে স্থাপন করিতে পারেন, তাহা হইলে সম্রাটকে পাঁচক্রোর টাকা নজর দিই এবং পাঁচ সহস্র অশ্বারোহী লইয়া তাঁহার সেবা

করিতে প্রস্তুত হই।” নবাব কামুরুদ্দীন একথা সম্রাটকে জানাইলেন; সম্রাট প্রথমে তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে সম্মত না হইয়া বলিলেন, “ইহার যামিন কে? বিজয়সিংহ যদি প্রতিজ্ঞা পালন না করেন?” “তজ্জন্য আমি দায়ী,—আমিই বিজয়সিংহের যামিন।” তখন সম্রাট সম্মত হইলেন। অনন্তর বিজয়সিংহের জন্য অম্বরের সনন্দ প্রস্তুত হইতে লাগিল। ইত্যবসরে জয়সিংহের “পাগড়ি বদল ভাই” খাঁদোয়াণ খাঁ সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারিয়া জয়পুরের রাজদূত কৃপারামকে জ্ঞাপন করিলেন। তখনই কৃপারাম রাজা জয়সিংহকে সমস্ত বিষয় আদ্যোপান্ত লিখিয়া পাঠাইলেন। পত্রপাঠ করিয়া জয়সিংহ একবারে বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন; তাঁহার আশা ভরসা সমস্তই বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইল। নৈরাশ্যপূর্ণ গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তিনি সেই পত্রখানি স্বীয় বিশ্বস্ত নাজিরের হস্তে অর্পণ করিলেন।

নাজির পত্রের আদ্যোপান্ত গভীর অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিয়া ধীর ও প্রশান্ত ভাবে বলিলেন “বড় সহজ ব্যাপার নহে; বলবিক্রম অথবা ধনরত্ন হইতে ইহার কিছুই করিতে পারা যাইবে না; ইহাতে কৌশল আবশ্যক। কৌশলের সাহায্যে প্রধান চক্রীকে হস্তগত করিয়া এই চক্রান্ত ধ্বংস করিতে হইবে।” তিনি জয়সিংহকে যথোচিত আশ্বাস প্রদান করিলেন। অতঃপর তাঁহার উপদেশানুসারে রাজা জয়সিংহ স্বীয় প্রধান প্রধান সামন্তদিগকে আহ্বান করিলেন। নাথাবৎ-পতি মোহনসিংহ, তাঁক্ষোর খোঙ্গানীসর্দ্দার দীপসিংহ, শিবচরণ পোতা জোরাবরসিংহ, নারুকসর্দ্দার হিম্মৎসিংহ, ঝুলাইসর্দ্দার কুশলসিংহ, মোজাবাদের ভোজরাজ এবং মৌলির ফতেসিংহ;—এই প্রধান সপ্তজন সর্দ্দার রাজার আহ্বানপত্র প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর রাজা জয়সিংহ তাঁহাদিগের সকলকে উপস্থিত সঙ্কটের বিষয় বর্ণন করিয়া সবিষাদে বলিলেন “আপনারা আমাকে অম্বরের সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছেন; এ সঙ্কটে আপনারাই আমার ভরসা। বিজয়সিংহ বুসা পাইলেই সন্তুষ্ট হয়েন, কিন্তু নবাব কামুরুদ্দীন জোর করিয়া তাঁহাকে অম্বরে অভিষেক করিতেছেন।”

কুশাবহ সর্দ্দারগণ জয়সিংহকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন “আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমরা ইহার উপায় করিতেছি; তবে ইহা যেন স্থির থাকে যে, আপনি কুমার বিজয়সিংহকে বুসা অর্পণ করিবেন।” রাজা জয়সিংহ তখনই একখানি সনন্দ লিপিবদ্ধ করিয়া শপথ সহকারে তাহা বিধিবদ্ধ করিলেন এবং সর্দ্দারদিগের হস্তে অর্পণ করিয়া বলিলেন “আর যাহা কিছু করিতে হইবে, তাহা আপনারাই করিবেন, আমি আপনাদিগের উপর সম্পূর্ণ ক্ষমতা অর্পণ করিলাম। সর্দ্দারগণ নিজ নিজ মন্ত্রীকে বিজয়সিংহের নিকট প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে বুসাতে অভিষেক করিতে চাহিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহাদের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া বলিলেন যে, ভ্রাতার প্রতিজ্ঞায় তাঁহার কিছুমাত্র বিশ্বাস নাই। তাহাতে তাঁহারা উত্তর করিলেন “আমরা তজ্জন্য দায়ী। যদি জয়সিংহ নিজ প্রতিজ্ঞা পালন না করেন, তাহা হইলে আমরা আপনার দিকে

হইয়া আপনাকে অম্বরের গদিতে স্থাপন করিব।” তখন বিজয়সিংহ তাঁহাদের প্রস্তাব গ্রাহ্য করিয়া সনন্দপত্র স্বীকার করিলেন এবং কামুরুদ্দিনকে সমস্ত প্রকাশ করিয়া বলিলেন। কিন্তু উজির তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। যাহা হউক, বিজয়সিংহ খাঁদোরান ও কৃপারামকে বলিলেন “চলুন, আমার নূতন জাইগির বুসা জনপদে যাইবেন চলুন।” সেই সময়ে অম্বরের সর্দ্দারগণ উভয় ভ্রাতার সৌহার্দ্দ্য পুনঃ স্থাপন করিতে নিতান্ত সমুৎসুক হইয়া একটী সভা স্থাপন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ পূর্ব্বক বিজয়সিংহের সম্মতি প্রার্থনা করিলেন। রাজকুমার বিজয়সিংহ তাঁহাদের সেই প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন, কিন্তু অম্বরে যাইতে সম্মত হইলেন না। তখন সর্দ্দারগণ বোমু নগরের নামোল্লেখ করিলেন; বিজয়সিংহ প্রথমে তাহাতে সম্মত হইয়া অল্পক্ষণ পরেই মঙ্গলৈর নামক অপর এক নগরের নাম করিলেন। মঙ্গলৈর জয়পুরের ছয় মাইল দক্ষিণপশ্চিমে স্থিত। অতঃপর বিজয়সিংহ সেই নগরেই স্বীয় শিবির সন্নিবেশ করিলেন। এদিকে রাজা জয়সিংহ রাজসভা ভঙ্গ করিয়া ভ্রাতার সহিত সম্মিলিত হইবার নিমিত্ত সর্দ্দারগণের সহিত সভা হইতে বহির্গত হইতে যাইতেছেন, এমন সময়ে নাজির তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া বলিলেন “রাজন্! রাজমাতা দুঃখ করিতেছেন যে, তিনি কি লালজি যুগলের সুখের মিলন দেখিয়া নয়ন চরিতার্থ করিতে পাইবেন না?” জয়সিংহ স্বীয় সর্দ্দারগণের মতামতের উপর নির্ভর করিলেন; তাহাতে তাঁহারা বলিলেন, “আমাদের ইহাতে অনুমাত্রও আপত্তি নাই।”

চতুর নাজিরের যে, এ সমস্তই ছলনা, তাহা কেহই তৎকালে বুঝিতে পারিল না; তিনি রাজমাতার সহচরীবৃন্দের উপযোগী তিনসহস্র শকট এবং তাঁহার জন্য এক প্রকাণ্ড মহাদোল প্রস্তুত করিলেন; কিন্তু তাহাতে নৃপজননী ও তাঁহার সঙ্গিনী পরিচারিকাগণের পরিবর্ত্তে ভট্টি সর্দ্দার উগ্রসেন এবং এক এক খানি শকটে দুইটী করিয়া নির্ব্বাচিত সশস্ত্র যোধ স্থাপন করিলেন। তিনি স্বয়ং এবং তাঁহার প্রভু ভিন্ন আর কেহই সেই প্রতারণার বিষয় তৎকালে জানিতেন না। যাহা হউক, সেই বৃহৎ শকটদল রাজধানীর বহির্দ্দেশে আগমন করিল; তথাপি কেহ জানিতে পারিল না। নাগরিকগণ রাজভ্রাতৃদ্বয়ের সুখময় সম্মিলন হইবে ভাবিয়া পরমানন্দে পুলকিত হইল এবং সেই সমস্ত শকট দেখিবার অভিলাষে রাজপথে ধাবমান হইতে লাগিল।

এদিকে জয়সিংহ মঙ্গলৈরে রাজশিবিরে উপস্থিত হইয়া ভ্রাতা বিজয়সিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ভ্রাতা ভ্রাতাকে আজি অনেক দিনের পর হৃদয়ে ধারণ করিলেন। অনন্তর রাজা জয়সিংহ ভ্রাতার হস্তে বুসার দানপত্র অর্পণ করিয়া সস্নেহে বলিলেন, “ভ্রাতঃ! তোমাতে আমাতে কি কোন প্রভেদ আছে? তুমি যদি অম্বরে রাজত্ব করিতে ইচ্ছা কর এখনই আমি অগ্রজসত্ব ত্যাগ করিয়া বুসায় যাইয়া বাস করি।” এই আপাতমনোহর কপটবাক্যে বিজয়সিংহ মুগ্ধ হইয়া উত্তর করিলেন “যথেষ্ট হইয়াছে, যথেষ্ট হইয়াছে; আমার সকল আশা সফল হইল।” এইরূপে আলাপ সম্ভাষণের পর পরস্পরে পরস্পরের বিদায় লইতে যাইতেছেন, এমন সময়ে নাজির আসিয়া

বলিলেন "রাজমাতা বলিতেছেন যদি সর্দ্দারগণ এস্থল হইতে একবার সরিয়া যান, তাহা হইলে তিনি এই থানে আসিয়া আপনাদের উভয়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন; নতুবা আপনাদিগকে তাঁহার ভবনে যাইতে হইবে।" জয়সিংহ জননীর অভিলাষ সর্দ্দারদিগকে জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন,—"আপনারা যাহা ভাল বুঝিবেন, আমি তাহাই করিব, আপনাদিগের উপরই আমি সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছি।" সর্দ্দারগণ তাঁহাকে রাজপ্রাসাদে গমন করিতেই পরামর্শ দিলেন। তথন রাজভ্রাতৃযুগল পরস্পরের করধারণ পূর্ব্বক অন্তঃপুরদ্বারে উপনীত হইলেন। তথন জয়সিংহ স্বীয় তরবার কোষোন্মুক্ত করিয়া জনৈক ক্লীব পরিচারকের হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক বলিলেন, "ইহা এখানে কি কাজে আসিবে?" তদ্দর্শনে বিজয়সিংহও তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া স্বীয় তরবার সেই খোজার হস্তে প্রদান পূর্ব্বক অন্তঃপুরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। অমনি নাজির দ্বার রুদ্ধ করিলেন। কোথা রাজমাতা?—কোথাই বা তাঁহার পরিচারিকাগণ? বিজয়সিংহ সবিস্ময়ে দেখিলেন দুর্দ্দান্ত ভট্টিবীর আসিয়া কঠোরহস্তে তাঁহাকে ধারণ করিল। উগ্রসেন বিজয়সিংহের হস্তপদ বন্ধন করিয়া তাঁহাকে মহাদোলে স্থাপন করিলেন এবং নানা আমোদ প্রমোদ করিতে করিতে মহা কৌতুক সহকারে অম্বর নগরে প্রত্যাগত হইলেন।

এক ঘণ্টার মধ্যে জয়সিংহ শুনিতে পাইলেন যে, বন্দী দুর্গমধ্যে নির্ব্বিবাদে অবরুদ্ধ হইয়াছেন। তথন তিনি স্বীয় সর্দ্দারদিগের সহিত পুনর্ম্মিলিত হইলেন। তাঁহারা তৎসহ বিজয়সিংহকে না দেখিয়া সবিস্ময়ে পরস্পরের মুখপ্রতি চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন এবং তথনই জিজ্ঞাসা করিলেন "রাজন! বিজয়সিংহ কোথা গেলেন?" জয়সিংহ উত্তর করিলেন "হামারা পেটমে!"—"আমার উদরে! সর্দ্দারগণ! আমরা উভয়েই মহারাজ বিষণসিংহের পুত্র; আমি জ্যেষ্ঠ, বিজয় কনিষ্ঠ। আপনারা যদি ইচ্ছা করেন যে, বিজয়ই অম্বরে রাজা হইবেন, তাহা হইলে আমাকে অগ্রে সংহার করিয়া তাঁহাকে রাজ্যে স্থাপন করুন। আপনাদের জন্য আমি বিশ্বাসঘাতকতা অবলম্বন করিলাম; আমার নিশ্চয় জ্ঞান আছে যে, যদি বিজয়সিংহ রাজা হইতেন, তাহা হইলে তিনি আমার ও আপনাদিগের শত্রুদিগকে অম্বরে আনিয়া আমাদিগের সকলের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেন; তাহা হইলে আপনাদিগকে নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিতে হইত।" এই কথা শুনিয়া সর্দ্দারগণ যারপর নাই বিস্মিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন; কিন্তু তাঁহারা কি করিবেন? সুতরাং নীরবে প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব ভবনে গমন করিলেন। নগরের বহির্দ্দেশে ছয় সহস্র রাজকীয় অশ্বারোহী বিজয়সিংহের অপেক্ষায় দণ্ডায়মান ছিল; উজির কামুরুদ্দীন তাহাদিগকে তাঁহার সমভিব্যাহারে প্রেরণ করিয়াছিলেন। রাজকুমারের বিলম্ব দেখিয়া সেই অশ্বারোহী সেনাদলের অধিনায়ক রাজা জয়সিংহকে জিজ্ঞাসা করিলেন "বিজয়সিংহের কি হইল?" তাহাতে রাজা উত্তর করিলেন "তোমাদের তাহা জানিবার কোন প্রয়োজন নাই। তোমরা এখান হইতে চলিয়া যাও; নতুবা তোমাদের ঘোটকগুলি লইব।" অগত্যা তাহারা সেস্থল হইতে প্রস্থান করিল।

এইরূপে রাজকুমার বিজয়সিংহ বন্দী হইলেন। সেইদিন হইতে তাঁহার সম্বন্ধে আর কোন বিবরণই পাওয়া যায় না।

মহারাজ শোবে জয়সিংহের পরিদর্শিতাগুণে কুশাবহরাজ্য ও রাজধানীর প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। দেওটি ও রাজোর নামক জনপদ হস্তগত করিয়া তিনি অম্বরের সীমা বর্দ্ধিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। যে প্রকারে উক্ত জনপদদ্বয় বর্দ্ধিত হয়, তাহার বিবরণ প্রকটিত হইল। জয়সিংহের অভিষেককালে অম্বররাজ্যে কেবল অম্বর, দেওশা ও বুসাও— এই তিনটী পরগনা ছিল। ইহার পশ্চিমভাগস্থ জনপদসমূহ অম্বরের শাসন হইতে আচ্ছিন্ন হইয়া রাজকীয় ভূমির অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছিল। তদ্ব্যতীত শেখাবতী রাজ্য অম্বর হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র। সুতরাং অম্বরের সীমা সামান্য ;— প্রথম পেশবা এইজন্য অম্বররাজাকে শালুম্ব্রা সর্দ্দারের সমান জ্ঞান করিতেন। এক্ষণে রাজোর ও দেওটির বৃত্তান্ত কীর্ত্তিত হইতেছে। দেওটি নামক একটী সামান্য জনপদের প্রধান নগরের নাম রাজোর। ইহা একটী অতি প্রাচীন নগর। বীর গুজর বংশীয় জনৈক রাজপুত ইহাতে রাজত্ব করিতেন। এই বীরগুজরগণ অত্যন্ত সাহসিক ও বীর্য্যবান্। মুসলমানের সহিত বৈবাহিক বন্ধনের প্রতি উৎকট ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রযুক্ত ইহারা অধুনাতন রাজপুতদিগের মধ্যে খ্যাতিলাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। আপনাদিগের কন্যা ও ভগিনীগণকে মোগলের করে সমর্পণ করিয়া কচ্ছাবহগণ ধনসমৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু রাজোরের তেজস্বী বীরগুজরগণ সেরূপ কদর্য্য উপায়ে লব্ধ সমৃদ্ধিকে শত ধিক্কার প্রদান করিয়া বীররসের পূজায় নিরত থাকিতেন এবং আপনাদিগের সম্মান গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত সাহ্লাদবদনে জহরব্রতের অনুষ্ঠান করিতেন। বীরগুজরগণ মোগল সাম্রাজ্যের অধীন। সুতরাং শোবে জয়সিংহ যে সময়ে সম্রাটের প্রতিনিধিরূপে সমস্ত রাজ্য শাসন করিতেছিলেন, বীরগুজর তখন স্বীয় সামন্ত সেনা লইয়া গঙ্গাতীরবর্ত্তী অনুপসহর নামক নগরে তাঁহার আদেশ বহনে ব্যাপৃত। দেওটিরাজের অনুপস্থিতি কালে তৎপ্রদেশের শাসনভার তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার হস্তে সমর্পিত ছিল। একদা এই কনিষ্ঠ বীরগুজর বরাহশিকারের উপযোগী সমস্ত আয়োজন করিয়া ভোজনাগারে প্রবেশ পূর্ব্বক আহারের নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যস্ততা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে তাঁহার ভ্রাতৃজায়া পরিহাসচ্ছলে বলিলেন "তোমার তাড়াতাড়ি দেখিলে অপরে মনে করিত যেন তুমি জয়সিংহের সহিত যুদ্ধে যাইবার জন্য এত ব্যস্ত হইয়াছ।" এই বাক্য রাজকুমারের হৃদয়ের অন্তস্তলে প্রবেশ করিয়া একটী অতীত ঘটনা তাঁহার স্মৃতিপথে জাগরিত করিয়াছিল; নরাবার হইতে বহির্গত হইয়াই কুশাবহকুল জনস্থান ভূভাগে সর্ব্বপ্রথম দেবশা নামক জনপদ অধিকার করেন ;—সেই দেবশা বীরগুজরকুলের অধিকারে ছিল। আজি ভ্রাতৃপত্নীর পরিহাসবাক্যে সেই ভূতকথা তাঁহার মনে পড়িল। তিনি গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন,— "আর্য্যে! ঠাকুরজির দিব্য, এই কার্য্য সাধন করিয়া তবে আমি আবার আপনার হাতে খাবার লইব।" তৎক্ষণাৎ তিনি দশজন মাত্র অশ্বারোহী সৈনিক সমভিব্যাহারে রাজোর

পরিত্যাগ করিলেন এবং অম্বররাজ্যে উপস্থিত হইয়া তাহার "ধূলকোট" অর্থাৎ মৃণ্ময় প্রাকারের তলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। দুই এক দিন করিয়া দেখিতে দেখিতে এক সপ্তাহ,—ক্রমে দুই সপ্তাহ,—ক্রমে মাস; অবশেষে কত মাস চলিয়া গেল, তথাপি তিনি উদ্দেশ্য সাধনের সুযোগ পাইলেন না। ক্রমে তাঁহার পানভোজনের অভাব হওয়াতে তিনি স্বীয় অশ্বগুলিকে বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন এবং অনুচরদিগকে দেশে পাঠাইয়া দিলেন। তথাপি সুযোগ আসিল না; তথাপি তিনি প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করিতে পারিলেন না। ক্রমে আরও অনাটন হইল; ক্রমে তিনি সমস্ত বসনভূষণ ও অস্ত্রাদি বিক্রয় করিলেন, তখন একমাত্র ভল্লটী তাঁহার নিকট রহিল। সাজ পোষাক ও অস্ত্রসমূহ বিক্রয় করিয়া তিনি যাহা কিছু পাইলেন, তাহাতে কয় দিনই বা চলিতে পারে? ক্রমে সমস্ত সম্বল ফুরাইল;—আর উপায় নাই! বীরগুজর অনশনে রহিলেন। এইরূপে তিন দিবস অতীত হইল। ক্ষুধায় শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল;—আর চরণ চলে না; তখন তিনি উষ্ণিষের অর্দ্ধাংশ ছিন্ন করিয়া বিক্রয় করিলেন; তাহাতে কষ্টেস্বষ্টে একবার আহারের সংস্থান হইল। সেইদিন শেষে জয়সিংহ দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া মোরী নামক একটী বক্র পর্ব্বত পথদ্বারা নিয়মিত শরীর-রক্ষক দলের সমভিব্যাহারে সুখাসন সমারোহণে বহির্গত হইলেন। দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া অম্বররাজ কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময়ে একটী ভল্ল তাঁহার শিবিকার এককোণে বিদ্ধ হইল। তখনই শত সৈনিক উন্মুক্ত তরবার উদ্যত করিয়া সেই রাজঘাতুকের প্রতি ধাবমান হইল। কিন্তু রাজা চীৎকার স্বরে আদেশ করিলেন "উহাকে বধ করিও না, জীবিত বন্দী করিয়া নগরে লইয়া চল।"

অনন্তর বীরগুজর বন্দীভাবে অম্বররাজের নিকটে নীত হইলেন। জয়সিংহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে? কেনই বা আমার প্রতি ভল্ল নিক্ষেপ করিয়াছিলে?" তাহাতে সেই রাজপুত যুবক সদর্পে উত্তর করিলেন,—"আমি দেওটি বীরগুজর; ভাবীর (ভ্রাতৃজায়ার) নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, আপনার প্রাণসংহার করিব; এক্ষণে আমাকে বধ করুন, নয় ছাড়িয়া দিউন।" অতঃপর তিনি সমস্ত বিবরণ কীর্ত্তন করিলেন এবং পরিশেষে বলিলেন, "যদি চারিদিন অনশনে না যাইত, তাহা হইলে আমার অস্ত্রক্ষেপ ব্যর্থ হইত না।" জয়সিংহ প্রকৃত রাজনীতিজ্ঞের ন্যায় তাঁহাকে নিষ্কৃতি প্রদান করিয়া একটী ঘোটক ও সম্মানসূচক সজ্জা অর্পণ পূর্ব্বক পঞ্চাশৎ জন অশ্বারোহী সৈনিক সমভিব্যাহারে তাঁহাকে নিরাপদে রাজোরে প্রেরণ করিলেন। স্বগৃহে প্রতিগত হইয়া সাহসিক বীরগুজর ভ্রাতৃজায়ার নিকট সমস্ত বিষয় আদ্যোপান্ত প্রকাশ করিয়া বলিলেন। তাঁহার বৃত্তান্ত শ্রবণে বীরগুজর পত্নীর অত্যন্ত ভয় হইল; তিনি ভয়বিহ্বল ভাবে উত্তর করিলেন,—"তুমি কি করিলে? তীক্ষ্ণ বিষধরকে তুমি আহত করিয়াছ, হায় এতদিনে রাজোরের রাজ্যে জলাঞ্জলি দিলে! তুমি জান না যে, জয়সিংহ দেওটি জয় করিবার ইচ্ছায় এতদিন কেবল ছল খুঁজিতেছিলেন; এইবার আর তাঁহার ছলের অভাব কি?" অতঃপর বৃদ্ধদিগের পরামর্শানুসারে বীরগুজরকুলের

রমণী ও বালকগণ অমুপসহরে রাজার নিকট প্রেরিত হইল এবং দেওটি ও রাজোরের দুর্গদ্বয় অনাগত বিপৎপাতের জন্য দৃঢ়ীকৃত হইতে লাগিল।

সেই ঘটনার তিন দিবস পরে জয়সিংহ একদা সমস্ত সামন্তগণের সম্মুখে তদ্বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া দেওটীর বিরুদ্ধে বীড়া অর্পণ করিলেন। কিন্তু চমুপতি সর্দ্দার মোহনসিংহ তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! বীরগুজর কাপুরুষ নহেন যে, আমরা সামান্যে তাঁহাকে পরাজয় করিতে পারিব। তাঁহার অধীনে অনেক সৈন্য আছে সেই সমস্ত সৈন্যের সাহায্যে তিনি যে আমাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারিবেন না, তাহা কে বলিতে পারে? আরও সম্রাট সভায় তাঁহার সম্মানসম্ভ্রম আছে।" চমুপতি অম্বরের প্রধান সর্দ্দার; সুতরাং কেহই তাঁহার মতের বিরুদ্ধে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে পারিল না। ফলতঃ জয়সিংহের প্রদত্ত বীড়া কেহই গ্রহণ করিতে সাহস করিলেন না। ইহার পর একমাস অতীত হইল। রাজা জয়সিংহ পুনর্ব্বার স্বীয় সর্দ্দারগণের সম্মুখে দেওটীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তাব করিলেন; কিন্তু কোঠরিবন্দদিগের মধ্যে কেহই সে বারেও প্রধান সর্দ্দারের অভিমতের বিরুদ্ধে বীড়া গ্রহণ করিতে চাহিল না; অবশেষে বনবীর পোতা ফতেসিংহ সদর্পে হস্ত প্রসারণ করিয়া বীড়া গ্রহণ করিলেন। ফতেসিংহের অধীনে একশত পঞ্চাশ জন সামন্ত ছিল; তদ্ব্যতীত পঞ্চসহস্র অশ্বারোহী সৈন্য তাঁহার হস্তে অর্পিত হইল। এই বৃহৎ সেনাদল লইয়া ফতেসিংহ দেওটীর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। এই সময়ে বীরগুজর রাজকুমার রাজোর পরিত্যাগ করিয়া গাঙ্গোর উৎসবে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ফতেসিংহ তাহা অবগত হইয়া সেই দিকেই সদলে অগ্রসর হইলেন এবং তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে তৎসমীপে কয়েকটী দূত প্রেরণ করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন,—"বনবীর ফতেসিংহ আপনাকে কুশল সম্ভাষণ করিয়া আপনার নিকটস্থ হইতেছেন।" উদ্ধত-স্বভাব বীরগুজর রাজধর্ম্মের ব্যভিচার করিয়া সেই দূতগণের মস্তকচ্ছেদন করিলেন। কিন্তু এ দুষ্কর্ম্মের উপযুক্ত শাস্তি তাঁহাকে অচিরে ভোগ করিতে হইল। কুশাবহ বীর ফতেসিংহ তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সদলে সংহার করিলেন। অবিলম্বে তথা হইতে জয়পুর সেনা রাজোর অবরোধ করিল। রাজোরের বীরগুজর রাণী প্রধান কচ্ছাবহ সর্দ্দার মোহনসিংহের ভগিনী। যৎকালে ফতেসিংহ কর্ত্তৃক রাজোর অবরুদ্ধ হয়, তৎকালে তিনি অরিষ্টগৃহে একটী পুত্রসন্তান প্রসব করেন। বিজেতা ফতেসিংহকে সম্বোধন করিয়া সদ্যপ্রসূতী বলিলেন "ভ্রাতঃ! আমার পুত্রকে রক্ষা কর।" পরক্ষণেই তাঁহার মনে পড়িল যে, একমাত্র তাঁহারই পরিহাস বাক্যে এই সমস্ত অনর্থ সংঘটিত হইয়াছে। অমনি বীরগুজর পত্নী বলিয়া উঠিলেন "বিবাদ বাধাইবার জন্য এ জীবন কেন বহন করিব?" তৎক্ষণাৎ একখানি ছুরিকা লইয়া তিনি স্বহস্তে স্বীয় বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন!

অতঃপর বিজয়ী কুশাবহ বীরগণ বিজিত বীরগুজরগণের ছিন্ন মস্তক রুমালে বাঁধিয়া সানন্দে জয়পুরে প্রত্যাগত হইল। জয়সিংহ বলিলেন "কৈ সেই দাম্ভিক প্রগল্ভ

বীরগুজর যুবক, যে আমার প্রাণসংহার করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাহার মস্তক কৈ?" অচিরে রাজোর-রাজকুমারের শোণিতাক্ত ছিন্ন মস্তক রাজার হস্তে অর্পিত হইল। কুশাবহ সর্দ্দার মোহনসিংহ স্বীয় কুটুম্বের ছিন্নমুণ্ড দেখিয়া শোক সম্বরণ করিতে পারিলেন না; তাঁহার নয়নযুগল হইতে অবিরল ধারে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে রাজা জয়সিংহ তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "এরূপ শোক প্রকাশ বিদ্রোহিতা বলিয়া পরিগণিত। কৈ, যে সময়ে আমার প্রাণ সংহারার্থে ভল্ল নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তখন ত তোমার চক্ষে একবিন্দুও জল দেখিতে পাওয়া যায় নাই।" রাজার রোষবহ্নি বর্দ্ধিত হইল। তিনি চমুসর্দ্দার মোহনসিংহের ভূমিসম্পত্তি আচ্ছিন্ন করিয়া তাঁহাকে ধুন্দর হইতে বিদায় করিয়া দিলেন। নির্ব্বাসিত সর্দ্দার উদয়পুরে যাইয়া রাণার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। "এইরূপে জয়সিংহ দেওটি ও রাজোর অধিকার করিয়া অম্বরের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। অধুনা মাচেরি নামে যে ভূভাগ প্রসিদ্ধ, তাহাই পূর্ব্বে বীরগুজরের অধিকৃত ছিল।"

জয়সিংহের চরিত্রের দোষের মধ্যে তাঁহার বিকট পানাসক্তি অন্যতম। তিনি যে সুরাপান করিতেন, তাহা মধু অথবা তণ্ডুলার্ক হইতে প্রস্তুত কিনা, তদ্বিষয়ের কোন বিবরণই অম্বরের ভট্টগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। রাজা জয়সিংহের পানাসক্তি হইতে অম্বরে যে একটী বিষম অনর্থ সংঘটিত হইয়াছিল, মারবারের ইতিবৃত্তে* তাহার বিস্তৃত বিবরণ সন্নিবেশিত হইয়াছে; সুতরাং এস্থলে তাহার আর আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। জয়সিংহের চরিত্র নির্দ্দোষ না হইলেও মহনীয়। তাঁহার মহত্ত্ব, শাস্ত্রজ্ঞতা, বিচারক্ষমতা প্রভৃতি গুণাবলি তদীয় দোষগুলিকে অতিক্রম করিয়া তাঁহাকে প্রসিদ্ধ রাজপুত নৃপতিগণের মধ্যে উচ্চ আসন প্রদান করিয়াছে।

শোবে জয়সিংহের পূর্ব্বে কুশাবহ নৃপতিগণ রাজা মান প্রতিষ্ঠিত প্রাসাদেই বাস করিতেন। মিরজা রাজা সেই অট্টালিকার অনেক শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিয়াছিলেন; কিন্তু মহারাজ শোবে জয়সিংহ যে মনোরম প্রাসাদ স্থাপন করেন, তাহার সহিত তুলনায় পূর্ব্বের রাজভবনসমূহ তুচ্ছ বলিয়া প্রতীত হয়। সম্বৎ ১৭৮৪ (খৃঃ ১৭২৮) অব্দে জয়সিংহ প্রসিদ্ধ জয়পুর নগর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। জয়সিংহ পাশব ও শোচনীয় শিশুহত্যা ও সহমরণ প্রথা নিবারণ করিবার উদ্দেশ্যে সমগ্র রাজস্থানে বিবাহের এক নূতন নিয়ম প্রচলিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

অম্বররাজ জয়সিংহের চরিত্র-সমালোচন শেষ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার একটী হাস্যজনক প্রগল্‌ভ ব্যবহারের উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। স্বীয় ঐশ্বর্য্যমদে প্রমত্ত হইয়া তিনি এক সময়ে দুঃসাধ্য অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সেই উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত হয় নাই, ইহা তাঁহার সৌভাগ্য বলিতে হইবে। কেননা তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহাকে ঘোর বিপদে পতিত হইতে হইত। তিনি একটী পরম সুন্দর যজ্ঞবাটী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সেই

* মারবার, ১১১—১৫ পৃষ্ঠাগুলিতে এই বিবরণ সবিস্তারে বর্ণিত আছে।

রঙ্গশালার স্তম্ভ ও ছাদভিত্তি রৌপ্যপত্রে মণ্ডিত হইয়াছিল। দুঃখের বিষয় রাজা জয়সিংহের অযোগ্য বংশধর সেই সমস্ত অলঙ্কাররাজি উন্মোচন করিয়া লইয়া সেই রমণীয় মঠগৃহের সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়াছেন। রাজা জগৎসিংহ কর্ত্তৃক জয়পুরের অনেক অকল্যাণ সাধিত হইয়াছে। মহারাজ জয়সিংহ এবং তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ দেশ দেশান্তরে লোক প্রেরণ করিয়া বিপুল অর্থ ও শারীরিক শ্রমের ব্যয়ে যে সকল শাস্ত্রগ্রন্থ সংগ্রহ ও সঙ্কলন করিয়াছিলেন; তাঁহাদের অযোগ্য বংশধর জগৎসিংহ তৎসমস্তের অর্দ্ধভাগ একটা সামান্য বেশ্যাকে প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই! সেই সমস্ত মহামূল্য হস্তাক্ষরিত গ্রন্থ সমূহ একদা জয়পুরের দ্বারে দ্বারে বিক্রীত হইয়াছিল।

মহারাজ শোবে জয়সিংহ সম্বৎ ১৭৯৯ (খৃঃ ১৭৪৩) অব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন। তিনি সর্ব্বসমেত চতুঃচত্বারিংশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তদীয় তিনটী পত্নী এবং অনেকগুলি উপপত্নী তাঁহার সহগমন করিয়াছিলেন। কথিত আছে তাঁহার সহিত জলন্ত চিতায় তৎপ্রণীত জ্যোতিষ গ্রন্থাদি বিদগ্ধ হইয়াছিল।

তৃতীয় অধ্যায়।

রাজপুত প্রধান নৃপতিত্রয়ের একতা;—অম্বরের দৃঢ়ীকরণ;—ঈশ্বর সিংহের অভিষেক;—বহুবিবাহ জনিত অন্তর্বিপ্লব;—মধুসিংহ;—জাটদিগের রাজা;—জাটদিগের সহিত যুদ্ধ;—মাচেরির অভ্যুত্থান;—মধুসিংহের মৃত্যুর পর কুশাবহ ক্ষমতার অধঃপতন;—পৃথ্বীসিংহ;—প্রতাপসিংহ;—তাঁহার সভায় ষড়যন্ত্র;—ফিরোজের মৃত্যু;—মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত বিবাদ;—টঙ্গায় প্রতাপের জয়লাভ;—তাঁহার সঙ্কট;—জগৎ সিংহ;—রসকপূর;—জগৎ সিংহকে পদচ্যুত করিবার উদ্যম;—উদ্যমের বিফলতা;—মোহন সিংহ।

মিবারের ইতিবৃত্তে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাজস্থানের তিনটী প্রধান রাজ্য—মিবার, মারবার ও অম্বর স্ব স্ব উপাস্য দেবতার নামে সত্য লইয়া সম্বৎ ১৭৯১ অব্দে একতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। এই সন্ধি বন্ধনের প্রধান উদ্দেশ্য আত্ম-সমর্থন! এই উদ্দেশ্য সম্যক্ সাধিত হইয়াছিল। তদ্ব্যতীত রাঠোর ও কুশাবহ নরপতিগণ এই সুযোগে স্ব স্ব রাজ্য সীমা বর্দ্ধিত করিয়া লইয়াছিলেন। শেখাবতী রাজ্য অম্বরের অধীনে করদ রাজ্যরূপে পরিগণিত হয়। এই সময়ে জাটগণ যদি অভ্যুত্থিত হইয়া অম্বরের শ্রীবৃদ্ধির পথে বাধা স্থাপন না করিত, তাহা হইলে কচ্ছাবহের রাজ্য শম্বর হ্রদ হইতে যমুনার সৈকতভূমি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইত।

মহারাজ শোবে জয়সিংহের মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র ঈশ্বর সিংহ অম্বরের সিংহাসনে অভিষিক্ত হয়েন। রাজোচিত অথবা রাজপুত্রযোগ্য কোন গুণেই তিনি ভূষিত ছিলেন না। মধুসিংহ তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। মধুসিংহ তাঁহার অপেক্ষা বয়সে কনিষ্ঠ হইলেও গুণবান ও বিদ্বান ছিলেন; সেই জন্য অম্বরের প্রজাগণ তাঁহাকে ভক্তি করিত। তিনি শিশোদীয় রাজা রাণা দ্বিতীয় জগৎসিংহের ভাগিনেয়। রাণা তাঁহাকে মিবারের অন্তর্গত রামপুর ভানপুর নামক একটী সমৃদ্ধ জনপদ জাইগির দিয়া ছিলেম; তদ্ব্যতীত মধুসিংহ পিতার নিকট টঙ্ক, রামপুর, ফাগি ও মালপুর নামক চারিটী পরগণা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই পাঁচটী জাইগিরের বার্ষিক আয় অতি বিপুল কিন্তু দুঃখের বিষয় মধুসিংহ চিরজীবন এ সমস্ত ভোগ করিতে পারেন নাই। অম্বর সিংহাসনে আত্মপদ দৃঢ়করণার্থ তিনি ইহার মধ্যে টঙ্ক রামপুর ও রামপুর ভানপুর এবং আট লক্ষ টাকা মহারাষ্ট্রীয়বীর হলকারকে উৎকোচ দিয়াছিলেন। কিন্তু মাতুলের সাহায্য না পাইলে তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইত না। রাণা জগৎসিংহ ঈশ্বর সিংহকে পদচ্যুত করিয়া অম্বর সিংহাসনে স্বীয় ভাগিনেয়কে স্থাপন করিবার নিমিত্ত প্রথমতঃ নিজ সেনাদল সহ অম্বরের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন; কিন্তু তাঁহার সে উদ্যম সফল হইল না। তাঁহার সৈন্যগণ ঈশ্বর সিংহের হস্তে পরাজিত হইয়া ছত্রভঙ্গে চারিদিকে পলায়ন করিল। অভীষ্ট সিদ্ধির উপায়ান্তর না দেখিয়া রাণা অবশেষে মুলহর রাও হলকারকে চৌষট্টি লক্ষ টাকা উৎকোচ দিয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। এই সমাচার অবগত হইয়া হতভাগ্য ঈশ্বর সিংহ বিষপানে স্বীয় জীবন বিনষ্ট করিলেন। অতঃপর মধুসিংহ অম্বরসিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তিনি যেরূপ উদ্যোগী ও সাহসিক ছিলেন, এবং যেরূপ সুদক্ষতা সহকারে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে তদীয় প্রজাবর্গ আশা করিয়াছিল যে, মধুসিংহ অম্বরের গৌরব বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইবেন; কিন্তু দুইটী কারণ তাহাদের এ আশার সাফল্য সাধন করিতে দেয় নাই। সেই দুইটী কারণ—প্রথম জাটপতি জবহীর সিংহের শত্রুতা; দ্বিতীয়—মধু সিংহের অকাল মৃত্যু।

জাটরাজ জবহীর সিংহ অম্বররাজ মধুসিংহের প্রচণ্ড শত্রু। তিনি মধুসিংহের নিকট কামুনা নামক পরগনা প্রার্থনা করিয়াছিলেন; কিন্তু অম্বররাজ তাঁহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করাতে তিনি তৎপ্রতি বিষম ক্রুদ্ধ হয়েন; এবং মধুসিংহের অনুমতি না লইয়াই সদর্পে সদলে তাঁহার রাজ্যের মধ্যভাগ দিয়া হিঃ ১১৮২ অব্দে পুষ্করতীর্থ গমন করেন। অম্বররাজ এই সময়ে এক উৎকট রোগে আক্রান্ত হইয়া নিতান্ত দুর্ব্বল অবস্থায় শয্যাশায়ী ছিলেন। হরশাই ও গুরুশাই নামা দুইটী ভ্রাতা তখন তাঁহার রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। জাটপতি জবহীরসিংহের স্পর্দ্ধিত আচরণের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাঁহারা মধুসিংহকে সমস্ত বিষয় জ্ঞাপন পূর্ব্বক তাঁহার আদেশ প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। মধুসিংহ বলিলেন 'আপনারা জবহীরকে একখানি পত্র লিখুন, যাহাতে তিনি সেরূপ গর্ব্বিতভাবে আমার রাজ্যে আর প্রবেশ না করেন, এদিকে সামন্তগণ স্ব স্ব সেনাদল লইয়া প্রস্তুত থাকুন।

যদি সেই গর্ব্বস্ফীত জাটরাজা অম্বরের ত্রিসীমায় পদার্পণ করে, তাহা হইলে তাহার প্রগল্‌ভতার উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিতে হইবে।” এই আদেশ অচিরে পালিত হইল; কিন্তু উদ্ধত জবহীরসিংহ মধুসিংহের পত্র গ্রাহ্য না করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় সগর্ব্বে অম্বরের ভিতর হইয়া যাত্রা করিলেন। অম্বরের কোঠরিবন্দ সর্দ্দারগণ তাঁহার গতিরোধ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। সুতরাং উভয়দলে একটী যুদ্ধ বাধিল। জাটরাজা সেই যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিলেন। মধুসিংহ জয়ী হইলেন। কিন্তু সে জয় অম্বরের প্রধান প্রধান সর্দ্দারের শোণিতের বিনিময়ে অর্জ্জিত হইয়াছিল।

এই যুদ্ধের পর অম্বররাজ মধুসিংহ চারি দিবস মাত্র জীবিত ছিলেন। কঠোর আমাশায় রোগে আক্রান্ত হইয়া তাঁহার শরীর কঙ্কালমাত্রে অবশিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি সর্ব্বসমেত সপ্তদশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি যদি আরও কয়েক বৎসর জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে অম্বরের দুরবস্থা মোচন করিয়া তাহার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে পারিতেন। তিনি অনেকগুলি নগর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে তন্নাম খ্যাত মধুপুরই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। মধুপুর প্রসিদ্ধ রিন্থম্বর দুর্গের নিকটে অবস্থিত। ইহা রাজবারার মধ্যে একটী প্রধান বাণিজ্য-নগর। পিতার প্রকৃষ্ট পদবী অনুসরণ করিয়া মধুসিংহ স্বরাজ্যে শাস্ত্রাদির আলোচনায় বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। অনেক দিগ্‌দেশ হইতে বুধগণ জয়পুরে আগমন করিয়া কুশাবহ রাজ্যের বিদ্যাগৌরব উন্নীত করেন। তাঁহাদের পাণ্ডিত্যের প্রভাবে জয়পুর একদা কাশীকে অতিক্রম করিয়াছিল।

মধুসিংহ দুইটী পুত্র রাখিয়া পরলোকগমন করেন; তন্মধ্যে পৃথ্বীসিংহ শৈশবেই পিতৃমাতৃহীন হওয়াতে তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার তদীয় বিমাতার হস্তে অর্পিত হইয়াছিল। তাঁহার বিমাতা চন্দাবংকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি স্বভাবতঃ দুঃস্পৃহাসক্তা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞান্বিতা। কিন্তু তাঁহার চরিত্র অতি জঘন্য। নিজ কুলসম্ভ্রমে জলাঞ্জলি দিয়া তিনি ফিরোজ নামা জনৈক মুসলমান ফিলবানের (হস্তীপালক) প্রেমে আসক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রেম পাত্র নিকৃষ্ট হস্তীপালকের বৃত্তি হইতে কুশাবহ কুলের মন্ত্রাগারে একটী উচ্চ আসনে উন্নীত হইয়াছিল। ইহাতে অম্বরের সর্দ্দারবৃন্দ যার পর নাই বিরক্ত হইয়া রাজসভা পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্ব স্ব জাইগিরে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। পিতার মৃত্যুকালে পৃথ্বীসিংহ অপ্রাপ্তব্যবহার থাকাতে রাজ্যের সমস্ত শাসনকার্য্য সেই দুরাচারিণী চন্দাবতনী ও তাহার উপপতি দ্বারা নির্ব্বাহিত হইত। সর্দ্দারদিগকে সভা পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া সেই দুষ্টস্বভাবা রাজমাতা কতকগুলি বেতনভোগী সৈন্য নিয়োগ করিয়া প্রসিদ্ধ অম্বজিকে তাহাদের অধিনায়কত্বে স্থাপন করিলেন। এই সময়ে আরুতরাম দেওয়ান অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রী এবং খোসওয়ালিরাম মন্ত্রী ছিলেন। ইহারা উভয়েই বিজ্ঞ ও রাজনীতিজ্ঞ হইলেও ফিলবান ফিরোজের প্রচণ্ড প্রভাবে মন্ত্রৌষধিরুদ্ধবীর্য্য ভুজঙ্গের ন্যায় সর্ব্বদা থাকিতেন। সেই মুসলমানের বিরুদ্ধে ইহাঁদের বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা ছিল না। এইরূপে নয় বৎসর অতীত হইল। পৃথ্বীসিংহ বয়স প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু দুষ্টা বিমাতার বিরুদ্ধে স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিলেন না। পরিশেষে

একদা অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূপতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। অনেকে সন্দেহ করেন যে, চন্দ্রাবতনী তাঁহাকে বিষ প্রদান করিয়া তাঁহার প্রাণনাশ করিয়াছিল।

কুমার পৃথ্বীসিংহ বিকানীর ও কিষণগড়ে দুইটী বিবাহ করিয়াছিলেন। কিষণগড়ের রাজ কুমারীর গর্ভে তাঁহার ঔরসে একটী পুত্র সন্তান প্রসূত হয়। তাহার নাম মানসিংহ। ইনি অনেক দিন অম্বরের বক্ষে কণ্টকরূপে বিরাজ করিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পরই মানসিংহ গোপনে মাতুলালয়ে প্রেরিত হইলেন; কিন্তু সেস্থল নিরাপদ বলিয়া প্রতীত না হওয়াতে তথা হইতে অন্তরিত হইয়া সিন্ধিয়ার শিবিরে রক্ষিত হইলেন। সেই দিন হইতে মানসিংহ মহারাষ্ট্রীয় নৃপতির অনুগ্রহে গোয়ালিয়র নগরে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন।

পৃথ্বীসিংহের মৃত্যুতে তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা প্রতাপসিংহ অম্বরের রাজ গদিতে আরোহণ করিলেন। বোধ হয়, তাঁহাকে সিংহাসনে স্থাপন করিবার জন্যই তদীয় দুশ্চারিণী জননী পৃথ্বীসিংহকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করিয়াছিল। খোসওয়ালিরাম আর এখন সামান্য মন্ত্রী নহেন; এখন তিনি রাজ উপাধি লাভ করিয়া প্রধান মন্ত্রিত্বে উন্নীত হইয়াছেন। এক্ষণে বিপুল ক্ষমতা তাঁহার হস্তে অর্পিত হইয়াছে। রাজা খোসওয়ালিরাম সেই সমস্ত ক্ষমতার সাহায্যে স্বীয় প্রচণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বী ফিরোজকে পরাস্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। যে প্রকারে তাঁহার উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছিল, তাহার বৃত্তান্ত এস্থলে বর্ণিত হইল। অম্বরের অন্তর্গত মাচেরি নামক জনপদ তৎকালে প্রতাপসিংহ নামা জনৈক নারুক রাজপুত কর্তৃক অধিকৃত ছিল। তৎকৃত কোন অপরাধের শাস্তি প্রদানার্থ মহারাজ মধুসিংহ তাঁহাকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। পরে জাটরাজ জবহীরসিংহের সহিত যেদিন অম্বররাজের যুদ্ধ হয়, সেইদিন প্রতাপসিংহ সদলে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া আপনার পূর্ব্ব স্বামীর সহায়তা করেন। মধুসিংহ ইহাতে তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে মাচেরি পুনর্ব্বার অর্পণ করিয়াছিলেন। এই প্রতাপসিংহ খোসওয়ালিরামের পূর্ব্ব প্রভু। খোসওয়ালিরাম দেওয়ান পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পূর্ব্বপ্রভুকে বিস্মৃত হয়েন নাই। মাচেরি সর্দ্দার স্বীয় জাইগির পুনঃপ্রাপ্ত হইলেও খোসওয়ালিরাম তাঁহাকে আরও উচ্চপদে উন্নীত করিবার উপায় অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে আগরা নগরে জাটদিগের বিদ্রোহ হওয়াতে সম্রাটের প্রধান সেনাপতি নাজিফখাঁ মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহায়তা লাভ করিয়া সেই বিদ্রোহীদিগকে উক্ত নগর হইতে দূর করিয়া দিতে অগ্রসর হয়েন।

নিবুল সিংহ তৎকালে জাটদিগের অধিপতি। তিনি ভরতপুরে বাস করিতেন। মোগল সেনাপতি প্রথম উদ্যমে সফল হইয়া ভরতপুর আক্রমণ করেন। রাজা খোসওয়ালিরাম মাচেরি সর্দ্দারকে এই সময়ে বলিলেন "আপনি নাজিফা খাঁকে যদি সাহায্য করিতে পারেন, তাহা হইলে আপনার বিশেষ মঙ্গল হয়।" বুদ্ধিমান ও রাজনীতিজ্ঞ বন্ধুর পরামর্শক্রমে প্রতাপ সিংহ সদলে মোগল সেনাপতির সাহায্য করিলেন। ইহাতে

নাজিফা খাঁ তৎপ্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে রাও রাজা উপাধি এবং একমাত্র মোগলের অধীনে মাছেরির সনন্দ প্রদান করিলেন। এইরূপে মাছেরি অম্বর হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িল। খোসওয়ালি রাম দেখিলেন যে এইবার প্রতাপ সিংহের সেনাদলের সাহায্যে তিনি গূঢ়ভাবে ফিরোজকে পরাস্ত করিতে সক্ষম হইবেন। মোগল সেনাপতিকে সেই ভরতপুরের যুদ্ধে সাহায্য করিবার ব্যপদেশে তিনি অম্বরের সমস্ত সৈন্য লইয়া নাজিফা খাঁর নিকট গমন করিতে চাহিলেন; তাহাতে চন্দাবতনী সম্মত হইয়া স্বীয় প্রিয়পাত্র ফিরোজকে সেই সমস্ত সেনার অধিনায়কত্বে স্থাপন করিলেন। অতঃপর কুশাবহ সেনা রাজকীয় শিবিরে উপস্থিত হইল। মাছেরি পতি রাও রাজা প্রতাপ সিংহ মনে করিয়াছিলেন যে, ফিরোজকে প্রকাশ্য বলের সাহায্যে সংহার করিবেন; কিন্তু এক্ষণে সে উপায় নিষ্ফল হইবে ভাবিয়া তিনি খোসওয়ালিরামের প্ররোচনানুসারে বিষ-প্রয়োগে স্বীয় দুরভিসন্ধি সফল করিলেন। হতভাগিনী চন্দাবতনী অল্পদিনের মধ্যেই প্রিয়তম উপপতির অনুগমন করিলেন। রাজা প্রতাপের বয়ঃক্রম তখন অতি অল্প; তৎকালে তাঁহায় এমন ক্ষমতা হয় নাই যে, তিনি অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে স্বাধীনভাবে রাজকার্য্য অনুশীলন করিতে সক্ষম হয়েন। সুতরাং রাওরাজা প্রতাপসিংহ ও রাজা খোসওয়ালিরাম উভয়ে একত্রে অম্বর শাসন করিতে লাগিলেন। কিন্তু উভয়েই উৎকট দুরাকাঙ্ক্ষ; এইজন্য অল্প সময়ের মধ্যেই পরস্পরের বিবাদ উপস্থিত হইল। খোসওয়ালি রাম স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত করিবার নিমিত্ত প্রসিদ্ধ মোগল সেনাপতি হামদান খাঁর সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। সেই সময় হইতে অম্বর রাজ্যে যে ঘোর অশান্তি ও বিপ্লব উপস্থিত হইল; তাহা শীঘ্র প্রশমিত হইল না। সমস্ত অম্বর যেন অরাজক হইয়া উঠিল। প্রতাপসিংহ বালক, সুতরাং তিনি কিছুতেই সেই সমস্ত সংঘর্ষ নিবারণ করিতে পারিলেন না। সেই সময়ে মোগল ও মহারাষ্ট্রীয়গণ সুবিধা পাইয়া দেশ লুণ্ঠন করিতে লাগিল।

এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় অনেক দিন অতীত হইল। পরিশেষে প্রতাপসিংহ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া রাজ্যের সমস্ত বিপ্লব দূর করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি দেখিলেন যে, একমাত্র মহারাষ্ট্রীয়গণই তৎকালে অম্বরের প্রধান শত্রু;—দুর্দ্ধর্ষ মাধাজি সিন্ধিয়া সেইসমস্ত মহারাষ্ট্রীয়ের অধিনায়কত্বে আসীন। এরূপ প্রচণ্ড শত্রুকে দমন করা একমাত্র অম্বরের সাধ্যায়ত্ত নহে; অতএব সমগ্র রাজপুত সমিতির সাহায্য লাভ আবশ্যক। অত্যাচারী মোগল নৃপতিগণের উৎপীড়ন দমন করিবার নিমিত্ত রাজস্থানের প্রধান নৃপতিত্রয় সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইতেন;—ইহাই রাজপুতের ত্রিবল। কুশাবহরাজ প্রতাপসিংহ এক্ষণে সেই ত্রিবল পুনর্ব্বার একীভূত করিবার অভিপ্রায়ে মারবারের অধিপতি বিজয়সিংহের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। রাঠোর রাজা তাহাতে সম্মত হইলেন। অম্বররাজ ঈশ্বরসিংহ তাঁহার সহিত যে দুর্ব্যবহার করিয়াছিল, আজি সদাশয় বিজয়সিংহ তাহা ভুলিয়া গেলেন এবং অম্বরকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার অভিপ্রায়ে স্বীয় সেনাদল লইয়া প্রতাপের সহিত সম্মিলিত হইলেন। আবার রাঠোর ও কুশাবহে এক অভিন্ন একতা ও সৌহার্দ্দ্যসূত্রে

গ্রথিত হইল। টঙ্গা নামক ক্ষেত্রে সমবেত রাজপুত সেনাদল মহারাষ্ট্রীয়দিগের সম্মুখীন হইল। প্রসিদ্ধ ফরাসী বীর দিবইনের হস্তে সিন্ধিয়ার সেনাদল অর্পিত ছিল। ইসমায়েল বেগ ও হামদানী নামক বিখ্যাত মোগল সেনাপতিদ্বয় রাজপুতের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। রাঠোররাজ বিজয়সিংহ রিয়াপতির হস্তে স্বীয় সেনাদলের পরিচালন-ভার ন্যস্ত করিয়াছিলেন। সেই টঙ্গাক্ষেত্রে রাজপুত ও মহারাষ্ট্রীয়ে ঘোর যুদ্ধ বাধিল। রাজপুতের রণকৌশলের সম্মুখে সুশিক্ষিত ফরাসী বীরের যুদ্ধনৈপুণ্য পরাস্ত হইল*। সিন্ধিয়া পরাজিত হইয়া মথুরা নগরে পলায়ন করিলেন। রাজা প্রতাপসিংহ জয়ী হইয়া অম্বর হইতে সমস্ত মহারাষ্ট্রীয়দিগকে দূর করিয়া দিলেন; কিন্তু এ জয়গৌরব অধিক দিন ভোগ করিতে পারিলেন না। পত্তন যুদ্ধে তাঁহার অমিত্রোচিত ব্যবহারে রাঠোরগণ মহারাষ্ট্রীয়ের হস্তে পরাস্ত হইলে ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে টকাজি হলকার জয়পুর আক্রমণ করেন। প্রতাপসিংহ তাঁহার আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া অবশেষে তাঁহার সহিত সন্ধি স্থাপন পূর্ব্বক বার্ষিক পণ দানে সম্মত হইলেন। এই বিপুল পণ ভার অম্বরকে অনেক দিন বহন করিতে হইয়াছিল।

রাজা প্রতাপসিংহ ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তিনি সর্ব্ব সমেত পঞ্চবিংশতি বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি বীর, সাহসিক ও বিচারজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু পাঠান ও মহারাষ্ট্রীয় প্রভৃতি দুর্দ্ধর্ষ দস্যুদিগের বিরুদ্ধে তাঁহার বীরতা, সাহসিকতা ও বিচারজ্ঞতা কোন কার্য্যেরই হয় নাই। কথিত আছে টঙ্গা যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া রাজা প্রতাপসিংহ চব্বিশ লক্ষ টাকা একমাত্র দাক্ষিণ্যে ব্যয় করিয়াছিলেন।

প্রতাপসিংহের মৃত্যুর পর জগৎসিংহ অম্বরের রাজগদিতে আরোহণ করিলেন। তিনি অতি কাপুরুষ ও মূর্খের ন্যায় কুশাবহ সিংহাসনকে কলঙ্কিত করিয়াছিলেন। সপ্তদশ বর্ষব্যাপী রাজত্বের মধ্যে তৎকর্ত্তৃক যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, তৎসমস্ত বর্ণন করিলে একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ হইতে পারে, কিন্তু তন্মধ্যে একটী ঘটনাও বর্ণনযোগ্য নহে। প্রায় তৎসমস্তেই তাঁহার কাপুরুষতা ও বিলাসপ্রিয়তার জঘন্য নিদর্শন দেদীপ্যমান। জগৎসিংহের শাসনকালে অম্বর রাজ্য অধঃপতনের নিম্নতম কূপে নিমজ্জিত হইয়াছিল, পবিত্র ও গৌরবান্বিত কুশাবহকুলের গৌরবগরিমা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তিনি এতদূর বিলাসপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া নিকৃষ্ট বারনারীগণের সহিত দিবারাত্রি কাল যাপন করিতেন। রাসকর্পূর নামে একটা বেশ্যা সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার প্রিয়তমা হইয়াছিল। রাজা জগৎসিংহ তাহার রূপে এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, রাঠোর ও ভট্টি প্রভৃতি পবিত্র রাজপুতনী পত্নীদিগকে পরিত্যাগ করিয়া তাহারই নিকট দিনযামিনী যাপন করিতেন; এমন কি সেই যবনী বারনারীকে তিনি স্বীয় রাজ্যের অর্দ্ধভাগিনী বলিয়া যথাবিধানে অভিষেক করিয়া তাহার নামে মুদ্রা প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি কুলসম্ভ্রম ও লজ্জা সম্মানে জলাঞ্জলি দিয়া রাসকর্পূরের সহিত এক হস্তীতে ভ্রমণ করিতেন এবং তাঁহার ধর্ম্মপত্নীগণ যে সম্মান পাইবার যোগ্য,

* রাজস্থান, ২য় খণ্ড, ২২২ পৃষ্ঠায় এই যুদ্ধবৃত্তান্ত সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

তিনি সর্দ্দারদিগকে সেই মুসলমানী উপপত্নীর প্রতি সেই সমস্ত সম্মান অর্পণ করিতে বলিতেন। ইহাতে অম্বরের সর্দ্দারগণ যারপর নাই বিরক্ত হইয়া জগৎসিংহকে পদচ্যুত করিবার কল্পনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহাদের সেই অভিসন্ধি অচিরে জগৎসিংহের কর্ণগোচর হইল। এমন সময়ে তাঁহার কোন বন্ধু তাঁহাকে অনাগত বিপদ হইতে রক্ষা এবং তাঁহার উপপত্নীকে শাস্তি দিবার বাসনায় রাজাকে গোপনে বলিল যে, রাসকর্পূর বিশ্বাসঘাতিনী, এবং সে অপর একজনকে হৃদয় সমর্পণ করিয়াছে। এই মিথ্যাবাক্যে রাজার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল। তাঁহার ক্ষোভ ও দুঃখের সীমা রহিল না। তিনি সেই দুশ্চারিণী বারবিলাসিনীর সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া তাহাকে নাহুরগড়ের কারাগারে বদ্ধ করিয়া রাখিতে আদেশ প্রদান করিলেন। অবিলম্বে এই আদেশ পালিত হইল। সর্দ্দারগণ অনেক পরিমাণে সন্তুষ্ট হইয়া পূর্ব্ব অভিসন্ধি ত্যাগ করিলেন। সেই দিন হইতে জগৎসিংহ রাসকর্পূরের আর কোন অনুসন্ধান লয়েন নাই।

জগৎসিংহের কম্পমান সিংহাসন পুনর্ব্বার অটল হইল বটে, কিন্তু তাঁহার জ্ঞানের উদ্রেক হইল না। তিনি পূর্ব্বের ন্যায় নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় অম্বরের সিংহাসন কলঙ্কিত করিতে লাগিলেন। পরিশেষে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ২১ ডিসেম্বর পবিত্র মকর-সংক্রান্তির দিবসে প্রাণত্যাগ করিয়া কুশাবহকুলকে অধিকতর অপমান হইতে রক্ষা করিলেন।

জগৎসিংহ অপুত্রক অবস্থায় পরলোকগত হয়েন। সুতরাং তাঁহার মৃত্যুর পর কে যে অম্বরের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইবেন, তদ্বিষয় লইয়া বিষম গোলযোগ উত্থিত হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে ও পরেও এক নাজিরের হস্তে রাজকার্য্যের ভার কিছুদিনের জন্য অর্পিত হইয়াছিল। সেই নাজিরের নাম মোহন। মোহন নপুংসক; পূর্ব্বে জগৎসিংহ তাঁহাকে অন্তঃপুরের প্রধান রক্ষকপদে নিয়োগ করিয়াছিলেন। জগৎসিংহের মৃত্যুর পরদিবস প্রাতঃকালে নাজির মোহনলাল নরাবার-রাজকুলের একটী শিশুকুমারকে "সূর্য্যরথে" স্থাপন করিয়া মৃত রাজার মুখাগ্নিকার্য্য সম্পাদন করিতে লইয়া গেলেন। এ কার্য্যে তিনি অম্বরের সকল প্রধান সর্দ্দারের সম্মতি লয়েন নাই। কেবল রাজকুলপুরোহিত ও ধাইভাই এবং দিগ্‌গি নামক জনপদের সর্দ্দার মেঘসিংহ তাঁহার মতের পোষকতা করিয়াছিল। ইহারাই মোহন নাজিরের প্রধান সহায়। ইহাদের উপর নির্ভর করিয়াই তিনি অম্বররাজের একটী দূর কুটুম্বকে আনিয়া কুশাবহকুলের সিংহাসনে স্থাপন করিতে সাহস করিয়াছিলেন। সেইদিন জগৎসিংহের ঊর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াকলাপ যথাবিধি সম্পাদিত হইলে মোহন নাজিরের সেই কতিপয় বন্ধু কৃতস্নান শিশু রাজকুমারকে "রাজা" বলিয়া অভিবাদন করিয়া দ্বিতীয় মানসিংহ আখ্যা প্রদান করিলেন। কিন্তু জগৎসিংহের বিধবা তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধির পথে বাধা স্থাপন করিয়া মানসিংহকে মৃত রাজার উত্তরাধিকারী করিতে সম্মত হইলেন না। এই সময়ে রাজধানীতে সকলে অবগত হইল যে, জগৎসিংহের ভট্টিনী ভার্য্যা গর্ভবতী

এই সম্বাদে নাজির অতিশয় বিষণ্ণ হইলেন। যদি এ সংবাদ সত্য হয়, তাহা হইলেই ত তাঁহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

ভট্টিনী রাণীর গর্ভবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া নাগরিকগণ বিস্মিত হইল। অনেকে তাহা অলীক বলিয়া মনে করিল; কেহ বা মনে মনে তাঁহার চরিত্রের উপর সন্দেহ করিতে লাগিল; কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই সকলের সন্দেহ ও প্রতিবাদের মুখ প্রতিরুদ্ধ হইল। জগৎসিংহ ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ২১ শে ডিসেম্বর দিবসে প্রাণত্যাগ করেন। তাহার পরবর্ত্তী ১৮১৯ খৃষ্টাব্দ ২৪ শে মার্চ্চ দিবসে নগরে ঘোষিত হইল যে, ভট্টিনী রাণী অষ্টমাস গর্ভিণী। এই বিষয় লইয়া বিস্তর বাদানুবাদ হইতে লাগিল। পরিশেষে উক্ত বৎসরই এপ্রিলের প্রথম দিবসে রাজবাটীর অন্তঃপুর মধ্যে জগৎসিংহের ষোড়শ বিধবা পত্নী এবং প্রধান প্রধান কুশাবহ ঠাকুরগণের ভার্য্যাগণ এক সভায় অধিবেশন করিয়া ভট্টিনী রাণীর গর্ভ পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে সর্দ্দারগণ অন্তঃপুরের দ্বারদেশে অবস্থিতি করিয়া মহিলাসভার মীমাংসা প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সেই দিবস অপরাহ্ণ তিন ঘটিকা হইতে সন্ধ্যা সপ্তম ঘটিকা পর্য্যন্ত সভার কার্য্য অনুষ্ঠিত হইল। পরিশেষে সকলে সমস্বরে বলিলেন,—ভট্টিনী রাণী যথার্থই গর্ভবতী। রাজপুত সম্ভ্রান্ত মহিলাগণের এই একমত মীমাংসা অচিরে সর্দ্দারদিগের নিকট প্রকাশিত হইল। তাঁহারা সকলেই সমস্বরে বলিলেন, "যদি রাণীর গর্ভে পুত্র সন্তান প্রসূত হয়, তাহা হইলেই তিনি অম্বরের রাজগদিতে অভিষিক্ত হইবেন। অপর কাহাকেই আমরা রাজা বলিয়া স্বীকার করিব না।"

সেই এপ্রিল মাসের পঞ্চবিংশতি দিবসে প্রাতঃকালে ভট্টিনী রাণী একটী নবকুমার প্রসব করিলেন। সেইক্ষণেই শিশু মানসিংহের সৌভাগ্যের দ্বার রুদ্ধ হইল। তিনি গদি হইতে অন্তরিত হইয়া সেই দূর নরবার রাজ্যে পুনঃপ্রেরিত হইলেন।

অম্বরের "বার-কোঠরি-বন্দ ঠাকুর" অর্থাৎ দ্বাদশ প্রধান সর্দ্দার।

পৃথ্বীরাজের পুত্রগণ।	বংশের নাম।	জাইগিরের নাম।
১। চতুর্ভুজ	চতুর্ভুজোট	পিনার ও ভগ্রু
২। কল্যাণ	কল্যাণোট	লটবারা
৩। নাথু	নাথাবৎ	চমু
৪। বলভদ্র	বলভদ্রোট	এচারোল
৫। জগমল, তাঁহার পুত্র ক্ষেঙ্গার	ক্ষেঙ্গারোট	খোড়ী
৬। সুলতান	সুলতানোট	চন্দনহর
৭। পচৈন	পাচৈনোট	সম্বু
৮।	গুগাবৎ	ধুনী
৯। কায়ম	খুম্বানী	ভাস্কো
১০। কুম্ভ	কুম্ভাবৎ	মাহার
১১। সুরত	শিববরণপোতা	নিন্দীর
১২। বনবীর	বনবীরপোতা	বাটকো

উপরে যে দ্বাদশ ঠাকুর সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখিত হইল, তৎসমস্তই কুশাবহ রাজ পৃথ্বীরাজের দ্বাদশ পুত্র কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। গুনিতে প্রধান সর্দ্দার বটে, কিন্তু ইহাঁদের দুইটী (নাথাবৎ ও বলভদ্রোট) ব্যতীত আর সকলেই মিবারের ষোড়শ অথবা মারবারের অষ্ট ঠাকুরের অপেক্ষা অতীব হীনাবস্থ।

উক্ত দ্বাদশ প্রধান ঠাকুর ব্যতীত আরও চতুর্দ্দশটী সর্দ্দার সম্প্রদায়ের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; যথা,—

রাজাবৎ	চন্দ্রাবৎ
নারুক	শিকরবার
ভাঙ্কাবৎ	গুজর
পূরণমালোট	রাঙ্গারা
ভট্টি	ক্ষেত্রি
চৌহান	ব্রাহ্মণ
বীরগুজর	মুসলমান

* এই চারিটী কুশাবহকুলের বটে, কিন্তু নিম্নশ্রেণীস্থ।

† এই দশটী ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় ও বিদেশীয়।

যশল্মীর।

প্রথম অধ্যায়।

যশল্মীর নামের ব্যুৎপত্তি;—যাদব ভট্টিগণ ;—প্রয়াগ,দ্বারকা ও মথুরা নগরে যাদবগণের প্রথম প্রথম বাস ;—তাহাদের অন্তর্বিপ্লব ;—যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ ;—তাঁহার সন্তানসন্ততিগণের বিস্তৃতি ;—তাঁহার প্রপৌত্রগণ নব ও ক্ষীর ;—দ্বারকা হইতে নবের পলায়ন এবং মরুস্থলে আশ্রয় গ্রহণ ;—ক্ষীরের সন্তান ঝারিজা ও যাদভাণ ;—ঝারিজা কর্ত্তৃক সিন্ধুশ্যাম বংশ স্থাপন এবং পঞ্জাবের অন্তর্গত বিহারে যাদভানের রাজত্ব ;—পৃথ্বীবাহু ;—তৎপুত্র বাহু ;—তাঁহার সন্তানসন্ততি ;—রাজা গজ কর্ত্তৃক গজনীনগর প্রতিষ্ঠা ;—সিরিয়া ও খোরাসনের নৃপতিগণ কর্ত্তৃক গজনী আক্রমণ ;—তাহাদের পরাজয় ;—রাজাগজকর্ত্তৃক কাশ্মীর আক্রমণ ;—তাঁহার বিবাহ ;—খোরসন হইতে দ্বিতীয় আক্রমণ ;—সিরীয় নৃপতির সহিত এণ্টিয়োকসের সাদৃশ্যসমালোচন ;—গজনীর পতন ;—গজরাজের মৃত্যু ;—রাজকুমার শালীবাহনের পঞ্জাবে আগমন ;—তৎকর্ত্তৃক শালীবাহনপুর প্রতিষ্ঠা ;—পঞ্জাব জয় ;—দিল্লির তুয়ার রাজা জয়পালের দুহিতার সহিত শালীবাহনের বিবাহ ;—গজনী উদ্ধার ;—বুলন্দ ;—শালীবাহনগরে তাঁহার অবস্থিতি ;—তাঁহার পৌত্র চাকিতো ; চাকিতোর যবনধর্ম্মাবলম্বন ;—চাকিতো মোগল ;—বুলন্দ রাজার মৃত্যু ;—তাঁহার পুত্র ভট্টি ;—ভট্টিকুল ;—মঙ্গল রাও ;—মনসুর রাও ;—মঙ্গল রাওয়ের পুত্রগণের দুরবস্থা ;—রাজপুত হইতে তাহাদিগের পতন ;—আভোরী ও জাট ;—তক্ষক জাতি ;—তক্ষশীলের রাজধানী ;—ভারতীয় মরুভূমে মঙ্গল রাওয়ের আগমন ;—তাঁহার পুত্র মাজুন রাও ;—অমরকোটের রাজদুহিতার সহিত তাঁহার বিবাহ ;—তাঁহার পুত্র কেহুড় ;—ঝালোরের দেবরা জাতির সহিত সম্বন্ধ বন্ধন ;—থানোট নগর প্রতিষ্ঠা ;—কেহুড়ের অভিষেক ;—বারাহাজাতি কর্ত্তৃক থানোট আক্রমণ ;—বারাহাদিগের সহিত সন্ধিবন্ধন।

প্রাচীন ভৌগোলিকগণের মতে ভারতের যে প্রদেশ মরুস্থলী নামে অভিহিত হইয়াছিল, যশল্মীর তাহারই অন্তর্গত। ইহা অনেক আধুনিক। ইহার সর্ব্বাঙ্গ শৈল-মণ্ডিত বলিয়া ইহা মির (মেরু) নামে প্রসিদ্ধ।

যে রাজপুতবংশ দীর্ঘকাল হইতে যশল্মীরে শাসন করিয়া আসিতেছে, তাহা ভট্টি নামে বিখ্যাত। ভট্টিগণ প্রাচীন যদুকুলে উদ্ভূত হইয়াছে। যে যদুকুলের প্রচণ্ড পরাক্রম তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতে পরিচালিত হইয়াছিল, যাহার ষট্‌পঞ্চাশৎ সন্তানে সমস্ত ভারতবর্ষ একদা সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, ইতিপূর্ব্বে তাহার বিবরণ সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে*। সুতরাং এস্থলে তদ্বিষয়ের পুনরালোচনা না করিয়া

* রাজস্থান, ১ম খণ্ড, ৩৭—৮ পৃষ্ঠা।

ভট্টদিগের রাসাগ্রন্থের সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণের অধস্তন যাদবগণের বৃত্তান্ত অনুশীলন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

যশল্মীরের ভট্টগ্রন্থে বর্ণিত আছে, "প্রয়াগপুরী* সোমবংশীয় যাদবগণের আদিম আবাস-নিকেতন। তাহার পর রাজা পুরুরবা কর্তৃক মথুরা নগরী স্থাপিত হইলে† যদুকুল দীর্ঘকাল ধরিয়া সেই নবপ্রতিষ্ঠিত নগরে রাজত্ব করিয়াছিল। এই যদুকুলে দ্বারকার স্থাপনকর্ত্তা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।"

যে ভীষণ অন্তর্বিবাদে সুবিশাল যদুকুল ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল, হিন্দুসন্তান মাত্রেই তাহা অবগত আছেন। কুরুক্ষেত্র ও দ্বারকার সেই দুইটী ভয়াবহ শ্মশান ক্ষেত্রেই আর্য্যগৌরবের সমাধি হয়। সেই সর্ব্বনাশকর অন্তর্বিবাদের পর শ্রীকৃষ্ণের দুইটী পুত্র ও অপর অপর সন্তান সন্ততিগণ ভারতভূমি পরিত্যাগ করিয়া সিন্ধুনদের পরপারে গমন করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের আটজন ভার্য্যা;—রুক্মিনী তাঁহাদের সর্ব্বজ্যেষ্ঠা‡। রুক্মিণীর জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম প্রদ্যুম্ন; তিনি বিদর্ভরাজদুহিতার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই রাজকুমারীর গর্ভে অনুরুদ্ধ ও বজ্র নামে দুইটী পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। যশল্মীরের ভট্টগণ কনিষ্ঠ বজ্রকে আপনাদের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। বজ্রের দুই পুত্র;—নব ও ক্ষীর।

"দ্বারকার ভীষণ গৃহবিবাদে যদুকুল উৎসন্ন হইলে এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুলোকে গমন করিলে বজ্র স্বীয় জনকের শ্রীচরণ দর্শনার্থ মথুরা হইতে দ্বারকাভিমুখে যাত্রা করেন। রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া তিনি বিংশতি ক্রোশ দূরে উপনীত হইয়াছেন, এমন সময়ে আত্মীয় কুটুম্বগণের ধ্বংসবৃত্তান্ত অবগত হইলেন। সেই হৃদয়বিদারক সংবাদ শ্রবণে তিনি সেই স্থলেই প্রাণত্যাগ করিলেন। অনন্তর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নব রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া মথুরা নগরে প্রতিগত হইলেন; ক্ষীর দ্বারকার অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

"যাদবগণ দীর্ঘকাল ধরিয়া সার্ব্বভৌম আধিপত্য পরিচালন করিয়াছিলেন; তাঁহাদের ভীষণ প্রতাপে ষট্‌ত্রিংশৎ রাজপুতকুল এতদিন দমিত ও নিপীড়িত হইতেছিল; এক্ষণে তাহারা সুযোগ পাইয়া প্রতিশোধ লইতে কৃতসঙ্কল্প হইল এবং রাজা নবকে

---

* মহাত্মা টড সাহেব বলেন, মিগেস্থিনেশ প্রয়াগকে প্রসাই রাজ্যের রাজধানী। ডাক্তার রবার্টসনেরও মতে তাহাই; কিন্তু মেজর রেণেল মিগেস্থিনেশ বর্ণিত প্রসাই রাজ্যের রাজধানীকে পাটনা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

† ভাগবতে বর্ণিত আছে যে, লক্ষ্মণানুজ শত্রুঘ্ন মধু রাক্ষসের পুত্র লবণকে বধ করিয়া মধুবনে মথুরাপুরী স্থাপন করিয়াছিলেন; তদ্‌যথা,—

শত্রুঘ্নশ্চ মধোঃপুত্রং লবণং নাম রাক্ষসং।
হত্বা মধুবনে চক্রে মথুরাং নাম বৈ পুরীম্॥
ভাগবত, ৯ম স্কন্ধে ১১শ অধ্যায়।

‡ শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা মহিষী জাম্বুবতীর জ্যেষ্ঠ পুত্র শাম্ব সিন্ধুনদের উত্তরতীরে কতকগুলি ভূমিভাগ প্রাপ্ত হইয়া সিন্ধুস্থান বংশ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। শম্বনগরীর (মীনগড়ের) শাম্বুঃ নামে যে নরপতি দিগ্বিজয়ী আলেকজন্দারের গতিরোধ করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ তিনি যাদব শাম্বের বংশধর।

আক্রমণ করিল। মহীপতি নব পরাস্ত হইয়া পবিত্র পুরী পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিলেন এবং পশ্চিমদেশীয় মরুস্থলীতে যাইয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

"এই পর্য্যন্ত ভাগবৎ হইতে সঙ্কলন করিয়া মথুরার ব্রাহ্মণ সুখধর্ম্মের সংগৃহীত বৃত্তান্ত অনুসরণ পূর্ব্বক ভট্টিকুলের ইতিহাস প্রণয়ন করিতে অগ্রসর হইলাম। নব, পৃথ্বীবাহু নামে একটী পুত্রসন্তান লাভ করিয়াছিলেন। ক্ষীররাজের দুই পুত্র,—ঝারিজা ও যাদভান। যাদভান তীর্থযাত্রায় দূরদেশে গমন করিয়াছিলেন। একদা তিনি নিদ্রায় মগ্ন আছেন, এমন সময়ে তাঁহার কুলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী তাঁহার মনোভিলাষ বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে জাগরিত করিলেন। যাদভান জাগিয়া উঠিলে দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি বর চাহ?" যাদব যুবক বলিলেন "আমাকে বাসোপযোগী ভূমি দিউন।" "এই পর্ব্বত প্রদেশে রাজত্ব করিতে থাক" এই কথা বলিয়া দেবী অন্তর্হিতা হইলেন। সুপ্তোত্থিত যাদভান স্বপ্নের বিষয় আন্দোলন করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে এক অস্পষ্ট কোলাহল তাঁহার কর্ণগোচর হইল। তিনি সেই শব্দ নির্দ্দিষ্ট দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন সেই প্রদেশের নরপতি সেইক্ষণ মাত্র প্রাণত্যাগ করিয়াছেন; তাঁহার একটীমাত্রও পুত্রসন্তান প্রসূত হয় নাই; সেই জন্য তাঁহার উত্তরাধিকারিত্ব লইয়া বিষম গোলযোগ উত্থিত হইয়াছে। রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী বলিলেন "আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জনৈক বংশধর বিহারে* উপস্থিত হইয়াছেন।" একথা বলিয়া মন্ত্রী তাঁহাকে আনয়ন করিয়া রাজা করিতে প্রস্তাব করিলেন। তাঁহার প্রস্তাবে সকলেই সম্মত হইল। অতঃপর যাদভান রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। তিনি একজন মহাপ্রতাপশালী নরপতি হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং অনেক

* ভট্টিকুলের রাসাগ্রন্থে যে সকল প্রাচীন নগরাদির নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, প্রায় তৎসমুদায়েরই প্রকৃত স্থিতিভূমি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভট্টিকুলের বর্ত্তমান বংশধরগণ হয়ত আপনাদিগের পিতৃপুরুষগণের প্রাচীন আবাসভূমি সমূহের প্রকৃত স্থিতিভূমি ভুলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু অতীতসাক্ষী ইতিহাস আজি জ্বলদক্ষরে তৎসমস্ত প্রদেশকে নির্দ্দেশ করিতেছে। বীরবর বাবর স্বীয় আত্মজীবনীতে আর্য্যগণের অনেক প্রাচীন নগরাদির বর্ণন করিয়া গিয়াছেন, এবং পণ্ডিতবর এর্স্কিন সাহেব তাহার ইংরাজি অনুবাদ ও টীকা করিয়া জগতের সমূহ উপকার করিয়াছেন। ১৫১৭ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারি দিবসে বাবর সিন্ধুনদ পার হইয়া সেই নদ ও তত্তীরবর্ত্তী বিহাট নামক একটী তৎকালিক প্রসিদ্ধ নগরের মধ্যস্থলে এক পর্ব্বত প্রদেশে ১৯শে তারিখে উপস্থিত হইলেন। পঞ্চ বিংশতি শতাব্দী পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের বংশধর যাদভান সেই শৈল প্রদেশে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। বাবর বলেন,—"বিহার নগরের সাত ক্রোশ উত্তরে একটী পর্ব্বত প্রদেশ দেখিলাম। জাফার নামা (তৈমুরের ইতিবৃত্ত) ও অপরাপর গ্রন্থে সেই শৈলমণ্ডিত ভূমি যুদগিরি নামে বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমে আমি এই নামের ব্যুৎপত্তি জানিতাম না, পরে অবগত হইলাম যে, সেই পর্ব্বতে দুইটী রাজবংশ অবস্থিতি করে,—তাহারা উভয়েই এক পিতা হইতে উৎপন্ন। তন্মধ্যে একটী যুদ, অপরটী জিনজুহিয়া নামে প্রসিদ্ধ। ইহাদের অধিপতি রায় উপাধি ধারণ করিয়া থাকেন।"

Erskine's Baber, P. 254.

মোগলবীরের উক্ত বিবরণ পাঠ করিয়া স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে, সেই প্রাচীন উপনিবেশে যাদবগণ খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত আপনাদের প্রাচীন আচার ব্যবহার সংরক্ষা করিয়াছিলেন। বাবর যে জিনজুহিয়া জাতির বিবরণ দিয়াছেন, নিঃসন্দেহ তাহারা প্রাচীন জোহয়গণ।

সন্তান সন্ততি লাভ করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে তৎপ্রদেশ "যদু-কা-ডাঙ্গা" নামে প্রসিদ্ধ হইল।

এদিকে "রাজা নবের পুত্র পৃথ্বীবাহু মরুস্থলীতে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের রাজছত্র ও সমস্ত রাজনিদর্শন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই ছত্র বিশ্বকর্ম্মানির্ম্মিত। পৃথ্বীবাহুর পুত্রের নাম বাহুবল। বাহুবল মালবরাজ বিজয়সিংহের দুহিতা কমলাবতীর পাণিগ্রহণ করিয়া শ্বশুরের নিকট হইতে যৌতুক স্বরূপ এক সহস্র খোরাসনী অশ্ব, একশত হস্তী, প্রভূত সুবর্ণ, ও মণিমুক্তা এবং অনেকগুলি রথ ও হৈম পর্য্যঙ্কের সহিত পঞ্চশত দাসী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রমার কুলোদ্ভূতা কমলাবতী তাঁহার প্রধানা মহিষী। তাঁহার গর্ভে বাহু নামে একটী পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। বাহু অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূপতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম সুবাহু। সুবাহু আজমিরের চৌহান নৃপতি মুণ্ড রাজার দুহিতাকে বিবাহ করেন। তাঁহার এই ভার্য্যা বিষপ্রয়োগে তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিল। সুবাহুর পুত্রের নাম রিঝ। ইনি দ্বাদশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। মালবরাজ বীরসিংহের দুহিতা সুভগা সুন্দরীর সহিত ইহাঁর বিবাহ হইয়াছিল। সুভগা গর্ভবতী হইলে একদা স্বপ্ন দেখেন যেন তিনি একটী শ্বেত হস্তী প্রসব করিয়াছেন। দৈবজ্ঞেরা এই বিষয় শুনিয়া বলিল যে, তাহা মহত্বের নিদর্শন। যথাকালে মহিষী একটী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। কুলাচার্য্যগণ তাঁহার নাম গজ রাখিলেন। গজ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পূর্ব্ব দেশের অধিপতি যাদভান তাঁহার নিকট বিবাহের সম্বন্ধসূচক নারিকেল ফল প্রেরণ করিলেন। সেই সময়ে সংবাদ আসিল যে, যে সকল ম্লেচ্ছগণ পূর্ব্বে সুবাহু নৃপতিকে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহারা সমুদ্রতীর হইতে পুনর্ব্বার মরুস্থলীর অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। তাহাদের সংখ্যা চারি লক্ষ; খোরাসনের ফরিদ খাঁ তাহাদের অধিনায়ক। শত্রুকুলের প্রকৃত অবস্থা অবগত হইবার নিমিত্ত রাজা রিঝ অগ্রে চর প্রেরণ করিলেন এবং তাহাদের সম্মুখীন হইবার অভিপ্রায়ে সদলে হারিয়ু নামক স্থলের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। শত্রু সেনা কুঞ্জসহরের দুই ক্রোশ দূরে শিবির সন্নিবেশিত করিল। উভয়দলে যুদ্ধ সংঘটিত হইল; ত্রিংশৎ সহস্র শত্রু এবং চতুঃসহস্র হিন্দু সৈন্য সেই রণস্থলে প্রাণত্যাগ করিল। ম্লেচ্ছগণ পরাস্ত হইল; কিন্তু তাহারা আবার আক্রমণ করিল; রাজা রিঝ আবার সদলে তাহাদের সম্মুখীন হইলেন। কিন্তু তিনি যুদ্ধে আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। সেই সময়ে রাজকুমার গজ পূর্ব্বদেশীয় যাদভানের দুহিতা হংসবতীকে লইয়া রাজ্যে প্রত্যাগত হইলেন। উপর্য্যুপরি দুইটী যুদ্ধেই খোরাসনের রাজা পরাস্ত হইল; পরিশেষে কাফেরের রাজ্যে কোরাণের ধর্ম্ম স্থাপন করিবার জন্য রুমপতি তাহার সহায়তা করিতে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইল। যৎকালে অসুরগণ এইরূপে বল দৃঢ়ীকরণ করিতেছিল; গজ স্বীয় সচিবগণকে আহ্বান করিয়া আত্মরক্ষার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার রাজ্যে উপযুক্ত দুর্গ না থাকাতে তিনি উত্তরস্থিত পর্ব্বতমালার মধ্যে একটী দৃঢ় কোট্ট স্থাপন করিতে মনস্থ করিলেন। অতঃপর মিত্র সৈন্য ও সামন্তগণের

সাহায্য প্রার্থনা করিয়া রাজা স্বীয় কুলদেবতার মন্দিরে পূজা করিবার নিমিত্ত প্রবেশ করিলেন। দেবী বলিলেন "হিন্দুদিগের বিক্রম হ্রাস পাইবে; কিন্তু তাহা বলিয়া তুমি হতাশ হইওনা; এক্ষণে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার নাম গজনী রাখ।" কুলের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর আদেশক্রমে রাজা গজ স্বনামে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন। সেই কোট্ট প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে, এমন সময়ে দূত আসিয়া বলিল:—

"রুম-পত, খোরাষণ-পত, হয়, গয়, পাখুর, পায়,
চিন্তা তেরা চিতলেগে; শুন, যদপতরায়!"

অর্থাৎ হে যদুপতি রায়! রুম ও খোরাষণের* রাজদ্বয় হস্তী, অশ্ব ও পদাতি সেনা লইয়া নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, জানিবেন।

"অমনি যাদবরাজের রণদামামা বাজিয়া উঠিল। অনীকিনী সজ্জিত হইল; ধনরত্ন বিতরিত হইতে লাগিল; রাজা দৈবজ্ঞদিগকে আদেশ করিলেন,—'তোমরা এরূপ শুভ লগ্ন স্থির করিয়া দাও, যেন সেই ক্ষণে যাত্রা করিলে জয়লাভ করিতে পারি।'

"মাঘ মাসের ত্রয়োদশ দিবস বৃহস্পতি বাসরে শুক্লা সপ্তমী তিথির প্রথম প্রহর অতীত হইলে বিদায়সূচক রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল। সেই দিন রাজা আট ক্রোশ যাত্রা করিলেন এবং ডুলাপুরে শিবির সন্নিবেশ করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। সমবেত ম্লেচ্ছ সেনা তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল; কিন্তু সেই রজনীতেই খোরাষণের শাহ উদরাময়ে প্রাণত্যাগ করিলেন। রুমরাজ্যের অধিপতি শাহ সিকান্দর রুমী যখন অবগত হইলেন যে, শাহ মামরেজ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার মনে ভয়ের উদ্রেক হইল।* তিনি বলিলেন,—"আমরা মর্ত্ত্য মানব; আমাদের মনে মহৎ সঙ্কল্প, কিন্তু আমাদের শিরোদেশে ঈশ্বর আমাদের জন্য অন্য উপায় স্থির করিয়া রাখিয়াছেন।" তথাপি তিনি হতাশ হইলেন না। তাঁহার অনীকিনী বিশাল সাগরতরঙ্গের ন্যায় অগ্রসর হইল। পর্য্যাণ ও শৃঙ্খল মালা মাতঙ্গসমূহের পৃষ্ঠদেশে প্রহত হইয়া শব্দিত হইতে লাগিল এবং রণতূর্য্য ও দামামা সমূহ সমগ্র সেনাদলে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। গজকুল চলৎ পর্ব্বতসমূহের ন্যায় ধাবমান হইল! ধূলিজালে গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইয়া অন্ধকারময় হইয়া পড়িল; দীপ্যমান উষ্ণীষ সমূহ রবিকিরণে ঝক্‌মক্ করিতে লাগিল।* উভয় পক্ষের মধ্যে চারি ক্রোশমাত্র ব্যবধান। রাজা গজ এবং তাঁহার সামন্তগণ স্নানাহ্নিকাদি সমাপন করিলেন এবং যোগিনীগণকে পশ্চাতে রাখিয়া ভীম বেগে শত্রুসেনার অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। উভয় পক্ষের যোধগণ ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইল; পৃথিবী কম্পিত হইতে লাগিল; আকাশ সমাচ্ছন্ন হইল; সেই অন্ধকারে উজ্জ্বল উষ্ণীষ ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। রণঘণ্টা বাজিতে লাগিল; তুরঙ্গগণ হ্রেষারব ত্যাগ করিল; ভাদ্রমাসের গভীর মেঘমালার ন্যায় যোধগণ দলে দলে পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইতে লাগিল। পক্ষশোভিত নিশিত শরজালের শন্ শন্

---

* বাবরের আত্মজীবনীতে বর্ণিত হইয়াছে যে, ভারতবাসিগণ সিন্ধুনদের পশ্চিমভাগস্থ সমস্ত দেশকে খোরাষণ বলিত।

শব্দে, এবং রণমত্ত গৌঙ্কমণ্ডলের বিকট সিংহনাদে চারিদিক কম্পিত হইতে লাগিল; তীক্ষ্ণ তরবার ধারে অবিরল শোণিত ধারা নিঃসারিত হইয়া রণস্থল সিঞ্চিত করিল। পরাক্রান্ত যুধ্যমান বীরগণ মণ্ডলাকারে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন; এই যত্নরায় নিক্ষিপ্ত তীরবেগে ম্লেচ্ছগণের উপর আপতিত হইলেন; ঐ আবার দেখিতে দেখিতে অপর দিকে ধাবিত হইলেন। মহাপরাক্রান্ত বীরগণের শবদেহ সমূহ সমরাঙ্গনের চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। যোধগণ স্ব স্ব প্রভুর স্বার্থরক্ষার্থ অম্লান বদনে জীবন উৎসর্গ করিতে লাগিল। শাহের সেনাদল রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল; তাঁহার পক্ষে বিংশতি সহস্র সৈন্য রণস্থলে পতিত হইল। তিনি হস্তী ও অশ্ব সমূহকে এমন কি স্বীয় সিংহাসন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিলেন। সেই ভয়াবহ যুদ্ধে সপ্ত সহস্র হিন্দু স্বদেশরক্ষার্থে প্রাণ উৎসর্গ করিল। জয়-গৌরবে উৎফুল্ল হইয়া সদর্পে যদুপতি স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাগত হইলেন।

"ধর্ম্মরাজের (যুধিষ্ঠিরের) ৩০০৮ অব্দ বৈশাখ মাসের তৃতীয় দিবস রবিবাসরে রোহিণী নক্ষত্রযুক্ত শুভ তিথিতে যদুরায় গজ গজনীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। এই মহা জয়লাভে তাঁহার পরাক্রম দৃঢ় হইল; তিনি পশ্চিম ভাগস্থ অনেক দেশ জয় করিলেন এবং কাশ্মীররাজ কন্দর্পকেলকে সম্মুখে উপস্থিত হইতে আদেশ করিয়া একটী দূত পাঠাইলেন। কিন্তু সেই রাজপুত্র তাঁহার আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া বলিলেন "যুদ্ধে পরাস্ত করিতে না পারিলে তিনি কোন্ সাহসে আমাকে এরূপ আদেশ করিতে পারেন? তাঁহার আদেশ পালন করিলে আমি জগতে কাপুরুষ বলিয়া ঘৃণিত হইব।" রাজা গজ কাশ্মীর আক্রমণ করিয়া তত্রত্য রাজ কুমারীর পাণিগ্রহণ করিলেন। সেই নৃপনন্দিনীর গর্ভে শালিবাহন নামে তাঁহার একটী পুত্র সন্তান প্রসূত হয়েন।

"শালিবাহন দ্বাদশ বর্ষে পদার্পণ করিলে আবার সংবাদ আসিল যে, খোরাষণ হইতে আবার এক শত্রুসেনা আসিতেছে। রাজা গজ তিন দিবস ধরিয়া কুলদেবীর মন্দিরে ভগবতীর পূজা করিলেন। চতুর্থ দিবসে দেবী তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়া বলিলেন, "বৎস! এবার গজনী শত্রুহস্তে পতিত হইবে, কিন্তু তোমার ভবিষ্য বংশ মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া পুনর্ব্বার ইহাকে হস্তগত করিবে। অতএব শালিবাহনকে পূর্ব্বদেশে হিন্দুদিগের নিকট প্রেরণ কর। তথায় তিনি স্বনামে একটী নগর স্থাপন করিবেন। রাজন্! হতাশ হইও না; হতাশ হইবার সময় নহে। যাও স্বদেশরক্ষার্থ যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন উৎসর্গ করিয়া পরলোকে পরম পুরস্কার লাভ কর। শালিবাহন পঞ্চদশ পুত্র লাভ করিবেন। তাহারা পুত্রপৌত্রাদি সমন্বিত হইয়া তোমার বংশ বিস্তারিত করিয়া তুলিবে।"

"ভগবতী কুলদেবীর নিকট স্বীয় ভবিষ্য ভাগ্যবৃত্তান্ত অবগত হইয়া যদুপতি গজ আপনার আত্মীয় ও স্বজনবর্গকে আহ্বান করিলেন এবং কুমার শালিবাহনকে তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিয়া জ্বালামুখী তীর্থ দর্শনের ব্যপদেশে তাহাদিগকে পূর্ব্ব দেশে আসিতে কহিলেন।

"অল্পদিনের মধ্যেই শত্রুসেনা গজনীর পাঁচক্রোশ দূরে আসিয়া উপস্থিত হইল। নগর রক্ষার্থ স্বীয় পিতৃব্য সহদেবকে তথায় রক্ষা করিয়া রাজা গজ অরাতি সৈন্যের সম্মুখীন হইবার নিমিত্ত সদলে তদভিমুখে অগ্রসর হইলেন। খোরাষণের অধিপতি স্বীয় বিশাল বাহিনীকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া শত্রুকুলের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে মনস্থ করিলেন। উভয় দলে এক ঘোর যুদ্ধ বাধিল; সেই যুদ্ধে রাজা গজ ও যবনরাজ উভয়েই নিহত হইলেন। পাঁচ প্রহর ধরিয়া ভয়াবহ যুদ্ধ হইল। এক লক্ষ মীর এবং ত্রিংশৎ সহস্র রাজপুত সেই ভীষণ রণস্থলে প্রাণত্যাগ করিল। যবনরাজের পুত্র সদলে আসিয়া গজনী অবরোধ করিল। সহদেব ত্রিংশৎ দিবস ধরিয়া তাহা রক্ষা করিলেন; পরে ভয়াবহ "জহর" ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া নয় হাজার বীরের সহিত জীবন উৎসর্গ করিলেন।

"রাজকুমার শালিবাহন এই হৃদয়বিদারক সংবাদ শ্রবণে বিষম শোকে আকুল হইয়া দ্বাদশ দিবস ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন। অবশেষে তিনি সে স্থল পরিত্যাগ করিয়া পঞ্চনদ প্রদেশে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় একস্থলে প্রভূত জলরাশি দেখিয়া তৎপ্রদেশকে স্বীয় ভবিষ্যৎ বাসস্থল রূপে স্থির করিলেন। অতঃপর স্বীয় সর্দ্দার ও সামন্তবর্গকে একত্রিত করিয়া তিনি তথায় স্বনামে একটী নগর স্থাপন করিলেন। সেই নগর শালিবাহনপুর নামে প্রসিদ্ধ হইল। চতুঃপার্শ্বস্থ ভূমিয়াগণ স্বেচ্ছাক্রমে রাজা শালিবাহনের অধীনতা স্বীকার করিল। বিক্রম সম্বতের ত্রিসপ্ততি বৎসর অতীত হইলে ভাদ্রমাসের অষ্টম দিবস রবিবাসরে শালিবাহনপুর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

"রাজা শালিবাহন সমগ্র পঞ্জাব প্রদেশ জয় করিলেন। তিনি পঞ্চদশ বংশকর তনয় লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই রাজা হইয়াছিল:—বলন্দ, রসালু, ধর্ম্মাঙ্গদ, বাচা, রূপ, সুন্দর, লেখ, যশকর্ণ, নৈম, মাযুত, নিপক, গাঙ্গু, যণ্ড। ইহাঁরা সকলেই স্ব স্ব ভুজবলে স্বাধীন রাজা হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন*।

"দিল্লির তুয়ার রাজা জয়পালের নিকট হইতে নারিকেল ফল আসিল, বলন্দ তাহা আদরের সহিত স্বীকার করিলেন এবং বিবাহের আয়োজন করিয়া দিল্লির অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। এদিকে রাজা জয়পালও তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন। বিবাহ-

* অপর দুই পুত্রের নাম দেখিতে পাওয়া যায় না।

† মহাত্মা টড সাহেব বলেন, "এই সকল রাসাগ্রন্থের প্রতি পত্রেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, কতকগুলি অনভিজ্ঞ ব্যক্তি এগুলিকে অক্ষরিত করিয়া পুরাতন ও নূতন বৃত্তান্তগুলিকে একত্রে মিশ্রিত করিয়াছে।" ইহাতে বিষম গোলযোগ উৎপাদিত হইয়াছে। হইতে পারে, দিল্লিতে তুয়ার জয়পাল নামে নরপতি ছিলেন; কিন্তু তাহা বলিয়া তিনি যে যদুবংশীয় শালিবাহনের সমসাময়িক, তাহা কিরূপে প্রমাণিত হইতে পারে? খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্বে আমরা দিল্লির অস্তিত্ব দেখিতে পাই না। তৎকালের পূর্ব্বে ইহা পৌরাণিক ইন্দ্রপ্রস্থ নামে প্রসিদ্ধ ছিল। হিন্দুরাজ চক্রবর্ত্তী বিক্রমাদিত্য ইন্দ্রপ্রস্থ জয় করিয়াছিলেন; তাঁহার পর উক্ত নগর দীর্ঘকাল ধরিয়া শ্মশানবৎ পতিত ছিল; পরে তুয়ার অনঙ্গপাল সম্বৎ ৮৪৮ (খৃ: ৭৯২) অব্দে তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে তাহা দিল্লি নামে অভিহিত হয়। তবে সম্বৎ ১২ অব্দে দিল্লি কোথায় ছিল?

ব্যাপার সম্পন্ন হইল। অনন্তর রাজকুমার বলন্দ নবোঢ়া পত্নীর সহিত রাজধানীতে প্রত্যাগত হইলে শালিবাহন শত্রুকুলের হস্ত হইতে গজনীর উদ্ধার করিতে এবং পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতে প্রতিশ্রুত হইলেন। আটক পার হইয়া তিনি জিল্লালকে আক্রমণ করিলেন; যবন-নরপতিও বিংশতি সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে তাঁহার আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে আসিয়া পরাস্ত হইলেন। শালিবাহন বিজয়মুকুট মস্তকে ধারণ করিয়া গজনী পুনর্লাভ করিলেন এবং তথায় স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র বলন্দকে অভিষেক করিয়া পঞ্জাবে নিজ রাজধানীতে প্রত্যাগত হইলেন। তেত্রিশ বৎসর নয় মাস রাজত্ব করিয়া রাজা শালিবাহন মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন।

"বলন্দ পিতার উত্তরাধিকারিত্বে অভিষিক্ত হইলেন। তাঁহার ভ্রাতৃগণ ইতিপূর্ব্বে পঞ্চনদ প্রদেশের সমস্ত পার্ব্বত্যভাগেই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কিন্তু তুর্কিগণ শনৈঃ শনৈঃ পরাক্রান্ত হইয়া উঠিতে লাগিল; গজনীর চতুঃপার্শ্বস্থ সমস্ত ভূভাগ তাহাদের হস্তগত হইল। বলন্দের কেহ মন্ত্রী ছিল না; তিনি স্বয়ং সমস্ত কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। তাঁহার সাত পুত্র;—ভট্টি, ভূপতি, কল্লর,* জিঞ্জ,† শূরমার, ভিৎসরেচ, মাঙ্গ্রিও। বলন্দের দ্বিতীয় পুত্র ভূপতি চাকিতো নামে একটী পুত্র লাভ করেন। এই চাকিতো হইতে চাকিতোকুল উৎপন্ন হইয়াছে। চাকিতোর আট পুত্র; যথা,—দেবসি, ভারু, ক্ষেমকরণ, নাহুর, জয়পাল, ধরসি, বিজলীকরণ; শা সমন্দ।

"বলন্দ শালিবাহনপুরেই অবস্থিতি করিতেন, সেই জন্য গজনীতে তিনি স্বীয় পৌত্র চাকিতোকে অভিষেক করিয়াছিলেন। ম্লেচ্ছদিগের পরাক্রম দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়াতে চাকিতো সেই জাতি হইতে যে, কেবল সৈন্য সংগ্রহ করিলেন, এমত নহে, তাঁহার সর্দ্দার ও সামন্তগণও সেই ধর্ম্মাবলম্বী। তাহারা সকলে তাঁহাকে বলিল যে, যদি তিনি পিতৃপুরুষের ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া তাহাদের ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন, তাহা হইলে তাহারা তাঁহাকে বোখারার রাজা করিয়া দিতে পারে। সেই দেশে উজবেগগণ বাস করিত এবং তত্রত্য অধিপতির একটীমাত্র দুহিতা ছিল। চাকিতো সেই যবন-রাজ দুহিতাকে বিবাহ করিয়া বালিচ বোখারার রাজা হইলেন। তাঁহার হস্তে অষ্টাবিংশতি

---

* বলন্দের তৃতীয় তনয় কল্লর আট পুত্র লাভ করিয়াছিলেন; শিবদাস, রাম দাস, আশো, কিরু, শামো, গঙ্গো, যশো, ভাগো। ইহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই মুসলমান হইয়া পড়িয়াছিল। ইহারা বহু গোত্রে বিভক্ত হইয়া সিন্ধুনদের পশ্চিমতীরে বাস করিতেছে। ইহারা প্রচণ্ড দস্যু। যদিও ইসলামের ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া ইহারা নামান্তর গ্রহণ করিয়াছে, তথাপি বাবরের আত্মজীবনীর অনুবাদের সাহায্যে তাহাদের অনেকের প্রাচীন নাম আবিষ্কার করিতে পারা যায়।

† মহাত্মা টড সাহেব বলেন এই জিঞ্জ নিঃসন্দেহ জোহয় কুলের পূর্ব্ব পুরুষ। জোহয়গণ বাবর কর্ত্তৃক জিঞ্জোহয় নামে অভিহিত হইয়াছে। জিঞ্জের সাত পুত্র;—চম্প, গোকুল, মেহরাজ, হংস, ভাদন, রস ও অগ। ইহাদের সকলেরই সন্তান সন্ততিগণ জিঞ্জ নামে অভিহিত। স্থানে স্থানে আজিও তাহাদের সন্ধান পাওয়া যায়। গারাতীরে তাহারা জিঞ্জিয়ান এবং মরুভূমিতে জিঞ্জিনিয়ালি নামে প্রসিদ্ধ। গত আষাঢ় মাসে আমি লাহোরের পার্শ্বস্থ মিয়াঁমিরে জিঞ্জাস্থ নামে কয়েকটী মুসলমানকে দেখিয়াছিলাম। বোধ হয়, তাহারাও এই জিঞ্জের বংশে সমুদ্ভূত।

সহস্র তুরঙ্গ সেনা সমর্পিত হইল। বালিচ ও বোখার মধ্যে একটী প্রচণ্ড নদ আছে; চাকিতো বালিচস্থানের তোরণদ্বার হইতে হিন্দুস্থানের সম্মুখভাগ পর্য্যন্ত সমস্ত দেশের অধিপতি হইলেন। তাঁহা হইতেই চাকিতো মোগল কুল সমুৎপন্ন*।

"বলন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্র ভট্টি তাঁহার সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। রাজা ভট্টি চতুর্দ্দশ রাজকুমারকে জয় করিয়া তাহাদের সকলের রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য আত্মসাৎ করিলেন। সেই মহা জয় লাভের পর চতুর্বিংশতি সহস্র অশ্বতরী ধনরত্ন বহন করিয়াছিল; তদ্ব্যতীত ষষ্টিসহস্র তুরঙ্গ এবং অগণ্য পদাতি সৈন্য তাঁহার অধিকৃত ছিল। রাজাসনে আরোহণ করিয়াই "টীকাডোর" উৎসব সম্পাদন করিবার উদ্দেশে তিনি লাহোর নগরে সমস্ত সেনা একত্রিত করিলেন এবং কনকপুরের অধিপতি বীরভানের উপর সদলে আপতিত হইয়া তাঁহাকে পরাস্ত করিলেন। রাজা বীরভান চত্বারিংশৎ সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে রণস্থলে পতিত হইলেন।

"ভট্টি দুইটী পুত্র লাভ করিয়াছিলেন; যথা,—মঙ্গলরাও ও মসূররাও। ভট্টির সময় হইতে যদুকুল ভট্টিকুল নামে প্রসিদ্ধ হইল।"

"মঙ্গলরায় পিতৃসিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। তিনি পিতৃপুরুষগণের ন্যায় তত সৌভাগ্যশালী হইতে পারেন নাই। গজনীর অধিপতি ঢুণ্ডী এক প্রচণ্ড সেনাদল লইয়া লাহোর † আক্রমণ করিল। মঙ্গলরাও তাঁহার আক্রমণ প্রতিরোধ না করিয়াই জ্যেষ্ঠ পুত্র সমভিব্যাহারে তত্রত্য নদীর তীরস্থিত গভীর অরণ্য মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। শত্রুকুল তাহার পর শালিবাহনপুর আক্রমণ করিল। সেই নগরে রাজার পরিবারবর্গ বাস করিত। মসূররাও লক্ষ্মীজঙ্গল ‡ নামক বনে পলাইয়া আসিলেন। সেই আরণ্যপ্রদেশে কেবল কতকগুলি কৃষিজীবী লোক বাস করিত; মসূররাও তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া সেই দেশের অধিপতি হইলেন। তাঁহার দুই পুত্র,—অভয়রাও এবং সারণরাও। অভয়রাও সমগ্র লক্ষ্মীজঙ্গল জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার অনেক সন্তান

---

* যদুকুল হইতে চাকিতো (চাগিটাই) কুল উদ্ভূত হইয়াছে, একথা শুনিলে অনেকে বিস্মিত হইতে পারেন বটে, কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে ইহাতে বিস্ময়ের কারণ অতি অল্প। ইসলামের ধর্ম্ম প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে কি ইন্দুশীথীর, কি তাতর, সকলেই যে ধর্ম্ম অনুসরণ করিত, তাহাকে এক প্রকার হিন্দু ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে। পুরাণাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়, শাকদ্বীপে অনেক ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ বাস করিত। মুসলমান ঐতিহাসিকদিগের মতে তেমুজিন (জঙ্গিস্) কাফের ছিলেন। এইরূপ খরেজামের মহম্মদের পিতা তাকাসও ঐ ঘৃণ্য নামে অভিহিত হইয়াছেন। জঙ্গিস্ জিৎ এবং তাকাস তক্ষককুলে সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন।

† ইহাতে প্রায়ই স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতে পারে যে, শালিবাহনপুর ও লাহোর স্বতন্ত্র নহে, এবং উভয়ই একটীমাত্র নগরের অভিধেয়; কিন্তু পরে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে বোধ হইতেছে যে লাহোরও শালিবাহনপুরের মধ্যে অল্পই ব্যবধান। লাহোরের দক্ষিণে সঙ্গলা এবং উত্তর পশ্চিমে শিয়ালকোট নামে দুইটী নগর দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এতদুভয়ের মধ্যে একটীও শালিবাহনপুর হইতে পারে না। শালিবাহনপুর, শালিপুর অথবা শালিভানপুরের প্রকৃত স্থিতিভূমি নিরূপণ করা এক্ষণে নিতান্ত দুরূহ ব্যাপার। তবে ইতিহাসে ইহার সম্বন্ধে যে সকল বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাতে একপ্রকার প্রতীত হয় এই নগর বর্ত্তমান লাহোর হইতে অধিক দূর নহে।

‡ লক্ষ্মীজঙ্গলের তুরঙ্গ ভারতে বিশেষ প্রসিদ্ধ।

সন্ততি। তাহারা সকলে অভোরিয়া ভট্টি নামে প্রসিদ্ধ। সারণ জ্যেষ্ঠাগ্রজের সহিত বিবাদ করিয়া স্বতন্ত্র হইয়াছিলেন। তাঁহার সন্তানসন্ততিগণ নিতান্ত নির্বীর্য্য হইয়া কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল। তাহারা সারণ জাটনামে বিখ্যাত।"

"মঙ্গলরাও গজনীরাজ ঢুণ্ডীর ভয়ে রাজ্য ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। তাঁহার ছয় পুত্র; যথা,—মাজমরাও, কল্লরসি, মূলরাজ, শিবরাজ, ফুল ও কেবল। ইহারা সকলেই তাঁহার প্রজাগণের বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিল। কিন্তু সতীদাস নামক জনৈক তক্ষকজাতীয় ভূম্যধিকারী বিজেতাকে বলিয়া দিল যে, মঙ্গলরাওয়ের কয়েকটী পুত্র শ্রীধর নামা একজন মণিকারের বাটীতে লুক্কায়িত আছে। রাজা সেই শ্রেষ্ঠির ভবন অবরোধ করিবার জন্য কতিপয় সৈনিকের সমভিব্যাহারে তক্ষক সতীদাসকে প্রেরণ করিলেন। তাহাদের আক্রমণে শ্রীধর রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইলে ঢুণ্ডীরাজ বলিলেন, "তুমি যদি শালিবাহনের পুত্রদিগকে সমর্পণ না কর, তাহা হইলে তোমার সমস্ত পরিবারবর্গকে সংহার করিব।" ভয়ার্ত্ত শ্রীধর বলিল,—"রাজন্! রাজার কোন পুত্রই আমার গৃহে নাই; তবে যাহারা আমার আশ্রয়ে আছে, তাহারা একজন ভূমিয়ার পুত্র;—সেই ভূমিয়া আপনার আক্রমণে পলায়ন করিয়াছে। সে আমার নিকট ঋণী ছিল।" কিন্তু বিজেতা তাহার কথায় বিশ্বাস না করিয়া সেই বালকদিগকে আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন এবং তাহাদের বাসস্থানের নাম জিজ্ঞাসা করিয়া তথা হইতে কতকগুলি ভূমিয়াকে আসিতে কহিলেন। শ্রীধর বিষম সঙ্কটে পতিত হইয়া দেখিল যে, রাজপুত্রগণের জীবনরক্ষার অন্য উপায় নাই; তখন সে তাহাদিগকে কৃষকের বেশে সজ্জিত করিয়া রাজসমক্ষে আনয়ন করিল। রাজা তাহাদিগকে ভূমিয়া জাটদিগের সহিত একত্রে ভোজন করিতে বলিলেন এবং জাটদুহিতাদিগের সহিত তাহাদিগের বিবাহ দিলেন। এইরূপে কল্লররায়ের সন্তানসন্ততিগণ কল্লরিয়া জাট এবং মুণ্ডরাজ ও শিবরাজের পুত্রগণ মুণ্ড ও শিবরা জাট নামে অভিহিত হইয়া রাজপুত হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িল। শিশু ফুল ও কেবল, নাপিত ও কুম্ভকাররূপে পরিচিত হওয়াতে তত্তৎকুলে পতিত হইল।

"এদিকে মঙ্গলরাও নগর হইতে পলায়ন করিয়া গারা নদী উত্তরণপূর্ব্বক একটী নূতন রাজ্য স্থাপন করিলেন। তৎকালে বারাহা* নামে একটী জাতি ঐ তরঙ্গিনীর তীরভূমে বাস করিত। তাহাদের দূরে বুটবানের বুটা রাজপুতগণ, পুগলে † প্রামারকুল, ধাতরাজ্যে সোদাবংশ এবং লোদ্রুর্বায় লোড়্ রাজপুতগণ অবস্থিত ছিল। এই প্রদেশে উপস্থিত হইয়া মঙ্গলরাও সোদারাজের অনুমতি লইয়া লোড্র, বারাহা ও সোদাদিগের মধ্যস্থলে স্বীয় ভবিষ্যৎ বাসভূমি স্থির করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র মাজম রায় জনকস্থাপিত নবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। নিকটস্থ নরপতিগণ তাঁহার

* বারাহাগণ অধুনা মুসলমান হইয়া পড়িয়াছে এবং বুটাকুলের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

† অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রামারগণ পুগলে বাস করিয়া আসিতেছে। ইহা "ন-কোটি-মরুস্থার' অন্যতম।

অভিষেকে যথাযোগ্য উপঢৌকন প্রেরণ করিল এবং অমরকোটের সোদারাজ স্বীয় দুহিতাকে তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলেন। অমরকোটেই বিবাহব্যাপার নির্ব্বাহিত হইল। মাজমরায় তিনটী পুত্র লাভ করিয়াছিলেন ;—কেহুড়, মূলরাজ* ও গোগলি।

"কেহুড় বীর বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিলেন। একদা তিনি অবগত হইলেন যে, আরোরা হইতে পাঁচ শত অশ্ব লইয়া একটী বণিক সম্প্রদায় মূলতানের অভিমুখে আগমন করিতেছে। কেহুড় কতিপয় বীরের সমভিব্যাহারে উষ্ট্রবিক্রেতার ছদ্মবেশে পঞ্চনদে যাইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন এবং তৎসমস্তই জয় করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হইলেন। এইরূপ অনুষ্ঠান দ্বারা তিনি শীঘ্র প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিলেন। ঝালোরের দেবরা রাজা অল্লানসি মাজম রায় এবং তাঁহার দুইটী জ্যেষ্ঠ পুত্রকে নারিকেল প্রেরণ করিলেন। মহা আড়ম্বরের সহিত পরিণয়ব্যাপার সংসাধিত হইল। বিবাহ করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাগত হইলে কেহুড় ভগবতী তনুদেবীর স্মরণার্থ তনোট নামে একটী দুর্গের ভিত্তি স্থাপন করিলেন। এই দুর্গ সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে রায় মাজুম পরলোক গত হইলেন।

"কেহুড় পৈতৃক ধনসম্পত্তি প্রাপ্ত হইলেন। তনোট দুর্গ বারাহাকুলের রাজত্বসীমার উপর নির্ম্মিত হইয়াছিল ; সেই জন্য তাহাদের অধিপতি যশোরিত তাহা আক্রমণ করিল। কিন্তু কেহুড়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মূলরাজ তাহার আক্রমণ ব্যর্থ করিলেন। বিফলমনোরথ হইয়া বারাহাগণ পলায়ন করিল।"

"সম্বৎ ৭৮৭ (খৃঃ ৭৩১) অব্দের মাঘী পূর্ণিমা মঙ্গলবাসরে তনোট দুর্গ সম্পূর্ণ হইল। কেহুড়† তথায় তনুমাতার একটী মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইহার অল্পদিন পরেই বারাহাদিগের সহিত একটী সন্ধি স্থাপিত হইল ; এবং বারাহাপতির সহিত মূলরাজের দুহিতার বিবাহ হইয়া সন্ধিবন্ধন দৃঢ়তর করিয়া তুলিল।"

---

* মূলরাজের তিন পুত্র,—রাজপাল, লোহবা ও চুনার। রাজপাল দুই পুত্র লাভ করিয়াছিলেন ;—রাণো ও গিগো। ইহাঁদের জ্যেষ্ঠ রাণোর পাঁচ পুত্র,—ধুকর, পোহর, বুধ, কুলরো ও জয়পাল। গিগোর সন্তান সন্ততিগণ ক্ষেনগর নামে প্রসিদ্ধ। ইহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া সৌরাষ্ট্রে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে নয় জন জুনাগড় গির্ণারে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

† এই প্রসিদ্ধ প্রাচীন নগর আবুল ফজল কর্ত্তৃক আলোর এবং ডি এনভিল কর্ত্তৃক আঁজুর নামে অভিহিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

রাও কেহুড়ের বংশকর পুত্রগণের বিবরণ ;—প্রান্তর ভূমিতে কেহুড়ের আধিপত্য বিস্তার ;—তাঁহার মৃত্যু ;—তনুর অভিষেক ;—বরাহা ও লঙ্গাহদিগকে আক্রমণ ;—মুলতানের অধিপতি কর্ত্তৃক তনোট-আক্রমণ ;—বুট্টারাজের দুহিতার সহিত তনুর বিবাহ ;—তাঁহার সন্তান সন্ততি ;—গুপ্তধন প্রাপ্তি ;—বিজনোট দুর্গ নির্ম্মাণ ;—তনুর মৃত্যু ;—বিজয় রায় ;—বরাহাদিগের সহিত তাঁহার বিবাদ ;—তাঁহার বিশ্বাসঘাতকতা ;—জনৈক ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক দেবরায়ের প্রাণরক্ষা ;—তনোট দুর্গের পতন ;—নাগরিকদিগের হত্যা ;—দেবরাজের বুটাবানে স্বীয় জননীর নিকট গমন ;—দেওরাওয়াল নগর-প্রতিষ্ঠা ;—বুট্টাপতির সহিত দেবরাজের বিবাদ ;—জনৈক যোগীর সহিত ভট্টিরাজকুমারের সাক্ষাৎ ;—কুলোপাধির পরিবর্ত্তন ;—দেবরাজকর্ত্তৃক লঙ্গহাদিগের হত্যা ;—লঙ্গহ জাতির বিবরণ ;—দেবরাজের লোদুর্ব্বা জয় ;—ধারাপতির অপমানের প্রতিশোধ ;—বীরত্ব ও আত্মোৎসর্গের অদ্ভুত দৃষ্টান্ত ;—ধারানগরীর অবরোধ ;—লোদুর্ব্বায় প্রত্যাগমন ;—খড়ালে সরোবর প্রতিষ্ঠা ;—তাঁহার হত্যা ;—রাবল মুণ্ডের পিতৃসিংহাসনে আরোহণ এবং পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ ;—আনহলবারা পত্তনের বলভসেনের দুহিতার সহিত মুণ্ডের পুত্র বাছেরার বিবাহ ;—গজনীর মাহমুদের সমসাময়িক নৃপতিগণের বিবরণ ;—জোহয়দিগের অধিকার হইতে পাহুভট্টিগণ কর্ত্তৃক পুগল আচ্ছিন্ন করণ ;—বাছেরার পুত্র দুশজের খীচিদিগকে আক্রমণ ;—ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের সমভিব্যাহারে ক্ষীররাজ্যে তাঁহার গমন এবং তত্রত্য গোহিলোট রাজার দুহিতাগণের পাণিগ্রহণ ;—বাছেরার মৃত্যু ;—দুশজের অভিষেক ;—তৎপ্রতি সোদাপতি হামিরের আক্রমণ ;—দুশজের পুত্রগণ ;—আনহলবারাপতি শোলাঙ্কি সিদ্ধরাজের দুহিতার সহিত দুশজের কনিষ্ঠ পুত্র লঞ্জ বিজয়রায়ের বিবাহ ;—যশল ও বিজয়রায় ;—ভোজদেব ;—ভোজদেবের বিরুদ্ধে যশলের ষড়যন্ত্র ;—ঘোরী সুলতানের নিকট সাহায্য প্রার্থনা ;—লোদুর্ব্বা-আক্রমণ ;—ভোজদেবের মৃত্যু ;—যশলের আধিপত্য ;—লোদুর্ব্বা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার অন্যত্র নগর প্রতিষ্ঠা ;—যশলমীর স্থাপন ;—যশলের মৃত্যু ;—দ্বিতীয় শালিবাহন।

"কেহুড়ের পাঁচ পুত্র ;—তনু, উটিরাও, চুন্নর, কাফ্রিয়ো ও দায়েম। ইহাঁরা সকলেই বংশকর পুত্রলাভ করিয়া এক একটী গোত্রের শিরোভূষণ হইয়াছিলেন। সকলেই বাহুবলে সম্পৎ ও সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। চুন্না রাজপুতদিগের ভূমিভাগ ইহাঁদের হস্তে পতিত হইয়াছিল। রাজ্যভ্রষ্ট উক্ত রাজপুতগণ প্রতিশোধ পিপাসা প্রশমিত করিবার উপযুক্ত সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিল; সেই সময়ে কেহুড় মৃগয়ার্থ বনমার্গে গমন করিলে তাহারা তাঁহাকে হত্যা করিল।

"তনু পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। তিনি বারাহা ও মুলতানের লঙ্গহাদিগের অধিকৃত ভূমিভাগ শ্মশানে পরিণত করিয়াছিলেন। তাঁহার অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার নিমিত্ত হুঁষেণ শাহ বর্ম্মাবৃত ও লৌহ উষ্ণীষভূষিত লঙ্গহ পাঠানদিগকে লইয়া দুদি, খীচি, খোকুর, মোগল, জোহয়, জুড় ও সৈয়দদিগের সমভিব্যাহারে যদুরাজকে আক্রমণ করিল*। তাহারা সকলেই তুরঙ্গারোহী; তাহাদের সংখ্যা দশ সহস্র। এই

* চুন্না রাজপুতকুল এক্ষণে বিলুপ্ত। বাবরের আত্মজীবনীতে দুদিদিগের কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। খীচিগণ তৎকালে সিন্ধুসাগর নামক প্রসিদ্ধ দো-আবে বাস করিত। খোকুর সম্ভবতঃ ক্ষিকর।

সমবেত শত্রুসেনা বারাহাদিগের রাজ্যে উপনীত হইলে তাহারাও ইহাদের সহিত মিলিত হইল। সেই প্রদেশে তাহারা শিবির সন্নিবেশ করিল। তমুরায় স্বীয় ভ্রাতৃদিগকে একত্রিত করিয়া আত্মরক্ষার্থ প্রস্তুত হইলেন। চারি দিন ধরিয়া তাঁহারা শত্রুকুলের আক্রমণের বিরুদ্ধে দুর্গ রক্ষা করিলেন। পঞ্চম দিবসে দুর্গদ্বার উন্মুক্ত করিতে আদেশ দিয়া যদুরায় স্বীয় পুত্র বিজয়রায়ের সহিত নিষ্কাশিত অসিহস্তে শত্রুসেনার উপর আপতিত হইলেন। বারাহাগণ সর্ব্বপ্রথম পলায়ন করিল; দেখিতে দেখিতে অবশিষ্ট অসুরসেনা তাহাদের অনুগমন করিল। বিজয়ী যাদবগণ জয়ার্জ্জিত দ্রব্যজাত তনোটদুর্গে আনয়ন করিলেন। মুলতানীসেনা ও লঙ্গাহাদিগের পরাজয়ে বুটাবানের বুটারাজ জিজু তনোটে নারিকেল ফল প্রেরণ করিয়া মুলতানের বিরুদ্ধে যদুকুলের সহিত সন্ধি বন্ধন করিলেন।

"তমু পাঁচটী তনয় লাভ করিয়াছিলেন;—বিজয়রায়, মকুর, জয়তুঙ্গ, অল্লুন ও রাকিচো। দ্বিতীয় পুত্র মকুরের পুত্র মৈপা; ইহাঁর দুইটী তনয়,—মহোলা ও দিকাও। দিকাও স্বনামে একটী সরোবর প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাঁর সন্তানসন্ততিগণ সূত্রধার হইয়া পড়িয়াছিল। অদ্যাপি তাহারা "মকুর ছুঁতার" নামে প্রসিদ্ধ।

"তৃতীয় পুত্র জয়তুঙ্গ রতনসি ও চোহীর নামে দুইটী পুত্র লাভ করেন। রতনসি বিধ্বস্ত বিকমপুর নগরের পুনসংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। চোহীরের দুই পুত্র;—কোলা ও গিররাজ; ইহাঁরা দুইজনে কোলাসর ও গিরাজসর নামে দুইটী নগর * স্থাপন করিয়াছিলেন।

"চতুর্থ পুত্র অল্লুনের চারিটী তনয়;—দেবসি, তিরপাল, ভাওনি ও রাকিচো। দেবসির সন্তানসন্ততিগণ উষ্ট্রপালক হইয়াছে এবং রাকিচোর বংশ বণিকবৃত্তি অবলম্বন করিয়া অসোয়াল † জাতির মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।

"ভগবতী বিজয়সেনীর অনুগ্রহে তমুরায় একস্থলে বিপুল গুপ্তধন প্রাপ্ত হয়েন এবং সেই ধনের সাহায্যে বীজনোট নামে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে সম্বৎ ৮১৩ (খৃঃ ৭৫৭) অব্দের মার্গশীর্ষমাসের ত্রয়োদশ দিবসে রোহিণীনক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমাতিথিতে ভগবতীর একটী প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিলেন। অশীতি বৎসর রাজত্বের পর তমু পরলোক গত হয়েন।"

বাবর শুকর নামক একটী জাতির বর্ণন করিয়াছেন। বোধ হয় তাহারাই উক্ত খোকর। যুদি ও জোহরগণ প্রসিদ্ধ যদু-কা-ডাঙ্গাতে বাস করিত।

* এই সকল নগর ও সরোবর এক্ষণে বিকানীরের অন্তর্গত।

† ভারতের চুরাশি বণিকগোত্রের মধ্যে অসোয়াল সম্প্রদায়ই অধিক সমৃদ্ধ ও বিশাল। কথিত আছে, ইহা লক্ষ পরিবারে বিভক্ত। ইহারা সর্ব্বপ্রথম অসি নামক নগরে একত্রে উপনিবিষ্ট হইয়াছিল বলিয়া অসোয়াল নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহারা সকলেই বিশুদ্ধ রাজপুত কুলে সম্ভূত। অসোয়াল একটী মাত্র বংশের অন্তর্ভুক্ত নহে; ইহার মধ্যে পুয়ার, শোলাঙ্কি, ও ভট্টি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন কুলের রাজপুত দেখিতে পাওয়া যায়। সকলেই জৈন ধর্ম্মাবলম্বী। ভারতের প্রায় সকল প্রদেশেই অসোয়াল বণিক-

"বিজয় রায় সম্বৎ ৮৭০ (খৃঃ ৮১৪) অব্দে পিতৃসিংহাসনে আরূঢ় হইলেন। পিতৃকুলের প্রাচীন শত্রু বারাহাদিগের বিরুদ্ধে টীকাডোর উৎসব সম্পাদন পূর্ব্বক তাহাদিগকে পরাজিত ও সর্ব্বস্বচ্যুত করিয়া তিনি অভিষেকের পুণ্যাহ করিলেন। সম্বৎ ৮৯২ অব্দে বুটারাণীর গর্ভে তাঁহার একটী পুত্র সন্তান প্রসূত হয়। সেই নবকুমারের নাম দেবরাজ। বারাহা ও লঙ্গাহাগণ আবার একত্রিত হইয়া ভট্টিরাজাকে আক্রমণ করিল; কিন্তু তন্দুর ভুজবলে পরাস্ত হওয়াতে পুনর্ব্বার দূরে তাড়িত হইল। প্রকাশ্য যুদ্ধে আপনাদিগের অভীষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা না দেখিয়া তাহারা অবশেষে বিশ্বাসঘাতকতা অবলম্বন করিল। দীর্ঘকালব্যাপী বিবাদ-বহ্নি নির্ব্বাণ করিবার ব্যপদেশে তাহারা বারাহাপতির দুহিতার সহিত কুমার দেবরাজের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিল। ভট্টিগণ বর সমভিব্যাহারে বারাহারাজের বাটীতে উপস্থিত হইলে বিশ্বাসঘাতক শত্রুকুল বিজয় রায় এবং তাঁহার অষ্ট শত জ্ঞাতিকুটুম্ব ও সৈন্য সামন্তদিগকে হত্যা করিল। দেবরাজ পুরোহিতের বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। শত্রুগণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল।

দেবরাজের প্রাণরক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া ব্রাহ্মণ তাঁহার গলদেশে যজ্ঞোপবীত অর্পণ করিলেন এবং বারাহাদিগকে প্রতারিত করিবার অভিপ্রায়ে তাহাদের সম্মুখে তাঁহার সহিত একপাত্রে ভোজন করিতে বসিলেন। তাহারা তনোট আক্রমণ করিয়া হস্তগত করিল। দুর্গ মধ্যে যে কেহ ছিল, প্রায় সকলেই শত্রুর শাণিত তরবারধারে প্রাণত্যাগ করিল। ভট্টিকুল প্রায় নির্ম্মূল হইল;—ভট্টিনাম কিছুদিনের জন্য লুপ্ত হইয়া গেল।

"দেবরাজ দীর্ঘকাল ধরিয়া বারাহাদিগের রাজ্যমধ্যে লুক্কায়িত রহিলেন। অবশেষে তিনি মাতুলালয় বুটানগরে যাইতে সাহসী হইলেন এবং তথায় স্বীয় জননীকে দেখিয়া পরম সুখ অনুভব করিলেন। তাঁহার জননী তনোট ধ্বংসের সময় পলাইয়া আসিয়াছিলেন। পুত্রের মুখকমল অবলোকন করিয়া তিনি আনন্দনীরে নিমগ্ন হইলেন এবং তাঁহার মস্তকোপরি লবণ ঘূর্ণিত করিয়া তাহা জলে নিক্ষেপ করিলেন, পরে পুত্রকে বলিলেন "তোমার শত্রু যেন এইরূপে গলিয়া যায়।" কষ্টকর পরাধীন জীবন আর বহন করিতে না পারিয়া দেবরাজ একখানি মাত্র গ্রাম চাহিলেন; বুটাপতি তাহা দিতে সম্মত হইলেন; কিন্তু তাঁহার আত্মীয় স্বজনবর্গ তাঁহাকে ভয় দেখাইয়া নিবারণ করাতে তিনি পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা প্রতিসংহার করিয়া বলিলেন,—"একটী মহিষের চর্ম্মরজ্জুতে মরুভূমির যতখানি ভূমি আচ্ছাদন করিতে পারিবে, ততখানি তোমাকে দিলাম।" ইহাতে দেবরাজ সম্মত হইলেন এবং ভটনৈর দুর্গের নির্ম্মাণকর্ত্তা স্থপতি কেকয়ের সাহায্যে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সম্বৎ ৯০৯ অব্দের মাঘ মাসের পঞ্চম

দিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। সর্ব্বত্রই তাহারা "মারবার" নামে প্রসিদ্ধ। অনেকের ধারণা আছে যে, উক্ত মারবারীগণ মারবার রাজ্যের অধিবাসী, কিন্তু তাহাদের সে ধারণা ভ্রান্ত। অসোয়ালগণই মারবারী নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

দিবস পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত সোমবাসরে দেবরাজ সেই দুর্গের নাম দেবগড় বা দেবরাওল রাখিলেন।

'বুটাপতি যখন অবগত হইলেন যে, দেবরাজ একটী বাটী নির্ম্মাণ না করিয়া দুর্গ স্থাপন করিতেছেন, তখনই তিনি তাহা নিবারণ করিবার নিমিত্ত একটী সেনাদল প্রেরণ করিলেন। দেবরাজ স্বীয় জননীর হস্তে সমস্ত কুঞ্চিকা অর্পণ করিয়া সেই আক্রমকদিগের নিকট পাঠাইয়া দিলেন এবং তাঁহার দুর্গ ও পূজা স্বীকার করিবার নিমিত্ত সেনানীদিগকে আমন্ত্রণ করিলেন। একশত বিংশতি জন সামন্ত তাঁহার বাটীর অভ্যন্তরে কৌশলজালে জড়িত হইল। মন্ত্রণা করিবার ব্যপদেশে তিনি তাহাদের মধ্যে দশজন করিয়া ব্যক্তিকে নিভৃত গৃহে লইয়া গিয়া হত্যা করিলেন এবং তাহাদের শবদেহ দুর্গপ্রাকারের বহির্দ্দেশে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সমস্ত সেনানী নিহত হইলে অবশিষ্ট সকলে প্রাণভয়ে পলায়ন করিল।

"বারাহাদিগের আক্রমণ হইতে যে যোগী, রাজকুমারের জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন, অল্পদিন পরেই তিনি দেবগড়ে আগমন করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাঁহাকে 'সিদ্ধ' উপাধি প্রদান করিলেন। দেবরাজ যে ব্রাহ্মণের বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই যোগী সেই ভবনেই বাস করিতেন; ইনি ধাতু রূপান্তরিত করিতে জানিতেন। একদা সেই সন্ন্যাসী স্বীয় জীর্ণ কন্থা ফেলিয়া স্থানান্তরে গমন করিলে দেবরাজ তাহা নাড়িয়া দেখিতেছিলেন, এমন সময়ে তন্মধ্যস্থ একটী পাত্র হইতে বিন্দু মাত্র রস তাঁহার তরবারে পতিত হওয়াতে অল্পক্ষণকালমধ্যে সুবর্ণে পরিণত হইল। দেবরাজ দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন; তিনি দেখিলেন যে, কন্থার ভিতরে রসকুম্প রহিয়াছে। দেবরাজ সেই উভয় বস্তু লইয়াই বারাহা কুলপুরোহিতের বাটী হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। সেই অমূল্য রত্নের সাহায্যেই তিনি দেবরাওল নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। যোগী গৃহে প্রত্যাগত হইয়া স্বীয় কন্থা ও রসকুম্প উভয় বস্তুই দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, দেবরাজ তাঁহার উভয় দ্রব্যই অপহরণ করিয়াছে। তিনি রাজকুমারকে দেখিতে আসিলেন এবং তাঁহাকে অভয় বর দান করিয়া বলিলেন, "রাজন্! যদি তুমি আমার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া গুরুভক্তির নিদর্শন স্বরূপ যোগিগণের বাহ্য বেশভূষা ধারণ কর, তাহা হইলে আমি তোমার অপরাধ ক্ষমা করিতে পারি।" দেবরাজ তাহাতেই সম্মত হইলেন এবং সন্ন্যাসী তাঁহাকে মন্ত্র প্রদান করিয়া যথাযোগ্য সজ্জায় সজ্জিত করিলেন। তাঁহার অঙ্গে গৈরিক বসন, কর্ণে মুদ্রা, কণ্ঠে শৃঙ্গ এবং কটিদেশে কৌপিন পরিহিত হইল। রাজযোগী ভিক্ষা পাত্র হস্তে "আলক! আলক!" রবে আত্মীয় স্বজনগণের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভিক্ষাপাত্র সুবর্ণ ও মুক্তা রত্নে পরিপূরিত হইল। যোগী বাবারিত্ত তাঁহার রাও উপাধির পরিবর্ত্তে রাবল উপনাম অর্পণ করিয়া তাঁহার ললাটে রাজটীকা অঙ্কিত করিয়া দিলেন এবং রাজাকে শপথ করাইয়া লইলেন যে, সেইরূপ আভিষেচনিক প্রথা দীর্ঘকাল পরিপালিত হইবে। অতঃপর তিনি তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

"পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইবার নিমিত্ত দেবরাজ বারাহাদিগকে সংহার করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন; তাঁহার প্রতিজ্ঞা সম্পূর্ণরূপে পালিত হইল; এমন কি তিনি তাহাদের "অঙ্গনাগণের অবগুণ্ঠন পর্য্যন্ত উন্মোচন করিতে সক্ষম হইলেন।" দেবরাওলে প্রতিগত হইয়া তিনি লঙ্গাহাদিগকে আক্রমণ করিতে উদ্যোগ করিলেন। সেই সময়ে লঙ্গাহাকুলের যুবরাজ আলীপুরে বিবাহার্থ গমন করিয়াছিলেন। দেবরাজ সদলে তাঁহার উপর আপতিত হইলেন এবং তাহাদের সহস্র ব্যক্তিকে সংহার করিলেন। অবশিষ্ট সকলে তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিল। লঙ্গাহাগণ বিক্রমশালী রাজপুত।" লঙ্গাহাদিগের সহিত ভট্টিদিগের নিরন্তর বিবাদ বিষম্বাদ দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং এস্থলে তাহাদের সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা কর্ত্তব্য। ভট্টিরাসাগ্রন্থে স্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত আছে যে, লঙ্গাহাগণ সেই সময়ে রাজপুতকুলের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। ইহারা শোলাঙ্কিকুলের একটী শাখা। ইহারা পঞ্জাবস্থ লোহকোটকে আপনাদের আদি আবাসনিলয় বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। অর্ব্বুধপর্ব্বতে অগ্নিকুলের সৃষ্টি হইবার প্রাক্কালে বোধহয় ইহারা লাহোর নগরে বাস করিত। সম্বৎ ৭৮৭ (খৃঃ ৭৩১) অব্দে তনোটদুর্গ স্থাপিত হয়। সেই বৎসর হইতে ক্রমাগত সাতশত তেতাল্লিশ বৎসর ধরিয়া (সম্বৎ ১৫৩০ অব্দ পর্য্যন্ত) ভট্টি ও লঙ্গাহাকুলে অবিরাম ঘোরতর সংঘর্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। পরিশেষে শেষোক্ত বৎসরে রাবল চাচিকের শাসনকালে এক অদ্ভুত দ্বন্দ্বযুদ্ধে সেই দীর্ঘকালব্যাপী বিবাদের পর্য্যবসান হয়। সেই ঘটনার কিছুকাল পরেই বাবর ভারতবর্ষ জয় করেন; সুতরাং মূলতান মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট হইল এবং সেই সঙ্গে লঙ্গাহাকুলের রঙ্গভূমে যবনিকা নিক্ষিপ্ত হইল। ফেরিস্তা বর্ণন করিয়াছেন যে একটী লঙ্গাহা বংশের পাঁচজন নরপতি ক্রমান্বয়ে মূলতানে রাজত্ব করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি হিঃ ৮৪৭ (খৃঃ ১৪৪৩) অব্দে রাজত্ব আরম্ভ করে। উক্ত মুসলমান ঐতিহাসিক আরও বলেন যে খিজিরখাঁ সৈয়দ দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করিয়া সেখ যুসুফ নামক জনৈক ব্যক্তিকে প্রতিনিধি স্বরূপ মূলতানে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সৈন্যাধ্যক্ষ যুসুফ তথায় উপস্থিত হইয়া তাহার চতুঃপার্শ্বস্থ নরপতিগণের পূজোপচার গ্রহণ করেন। সেই সমস্ত রাজন্যগণের মধ্যে রায় শেহরা নামে জনৈক রাজকুমার ছিলেন। তিনি লঙ্গাগণের অধিপতি। রায় শেহরা যবন রাজ প্রতিনিধির বশ্যতা স্বীকার করিয়া তাঁহার হস্তে স্বীয় দুহিতাকে সমর্পণ করিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল ধরিয়া শিবি ও মূলতানের সহিত আলাপ সম্ভাষণ চলিতে লাগিল; পরিশেষে শেহরা রায় নিজমূর্ত্তি ধারণ করিলেন এবং সেখকে বন্দী করিয়া দিল্লিনগরে প্রেরণ পূর্ব্বক স্বয়ং কুতব-উদ্দীন নামে মূলতানের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

ফেরিস্তার মতে রায় শেহরা এবং তাঁহার লঙ্গাকুল আফগান। আবুল ফজল বলেন শিবির অধিবাসিগণ সুমরি (শিবা) জাতীয়। এই শিবা অর্থাৎ শৃগাল সুবিশাল জিৎকুলের অন্যতম শাখা। ভট্টিরাসা গ্রন্থের একস্থলে লঙ্গাগণ রাজপুত, অপর স্থলে পাঠান নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহাতে কিছুই ক্ষতি নাই; কেননা প্রাচীন আফগান

ও পাঠানগণ মুসলমান নহে। বিশেষতঃ রায় উপাধি কখনই মুসলমানের পরিচায়ক হইতে পারে না *।

দেবরাওলের দক্ষিণ ভাগে লোড্র রাজপুতগণ বাস করিত। তাহাদের রাজধানী অতি বৃহৎ; তাহার নাম লোদ্রূর্ব্বা। লোদ্রূর্ব্বা দ্বাদশ সিংহদ্বারে সজ্জিত। লোড্র রাজপুতদিগের কুলপুরোহিত কোন কারণে স্বীয় যজমানের প্রতি বিরক্ত হইয়া দেবরাজের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং লোড্রকুলকে পরাস্ত ও রাজ্যচ্যুত করিতে তাঁহাকে উৎসাহিত করিয়া তুলিলেন। দেবরাজ তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। লোড্রকুলের অধিপতি নৃপভানের নিকট একটি বিবাহের প্রস্তাব প্রেরিত হইল। সেই প্রস্তাব গৃহীত হইলে দেবরাজ দ্বাদশ সহস্র নির্ব্বাচিত অশ্বারোহী সৈন্য সমভিব্যাহারে লোদ্রূর্ব্বার অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বরের আগমনে নগরদ্বারগুলি উন্মুক্ত হইল। নগরমধ্যে সদলে প্রবেশ লাভ করিবামাত্র দেবরাজ অসি নিষ্কোষ করিয়া লোড্রদিগকে আক্রমণ করিলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে লোদ্রূর্ব্বা নগরের অধীশ্বর হইলেন। তিনি নৃপভানের দুহিতাকে বিবাহ করিলেন এবং নবজিত নগরে একটী সেনাদল সংরক্ষা করিয়া জয়-গৌরবের সহিত দেবরাওলে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। সেই নূতন জয়লাভে দেবরাজ ষট্‌পঞ্চাশৎ সহস্র অশ্ব এবং লক্ষ উষ্ট্রের অধিপতি হইলেন।

এই সময়ে যশকর্ণ নামে জনৈক দেবরাওল-বাসী বণিক ধারানগরীতে গমন করিয়া তত্রত্য অধিপতি প্রামার ব্রজভানের অনুমতিক্রমে কারারুদ্ধ হইয়াছিল। যশকর্ণ স্বীয় মুক্তির নিষ্ক্রয়স্বরূপ বিপুল অর্থ প্রদান করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হইল এবং দেবরাজের নিকট উপস্থিত হইয়া নিতান্ত দীনভাবে নিজ অঙ্গের শৃঙ্খল-কীণাঙ্ক রাজাকে দেখাইল। স্বীয় প্রজার এই কঠোর অবমাননা ও শাস্তি দর্শনে দেবরাজ দারুণ রোষ ও জিঘাংসায় উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন এবং সর্ব্বসমক্ষে শপথ করিলেন,—"যতক্ষণ না এই অত্যাচারের প্রতিশোধ লইতেছি ততক্ষণ জলগণ্ডূষমাত্রও গ্রহণ করিব না।" ক্রোধোন্মত্ত যদুবীর একবার ভাবিয়া দেখিলেন না যে, ধারানগরী দেবরাওল হইতে কত দূর। কিন্তু তিনি ক্ষত্রিয়; সুতরাং নিজ প্রতিজ্ঞা পালন করিবেনই করিবেন। অচিরে একটী মৃণ্ময় ধারাপুরী নির্ম্মিত হইল; সত্যপ্রিয় দেবরাজ সেই কল্পিত নগর ধ্বংস করিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু সহজে পারিলেন না। তৎকালে অনেক প্রামার তাঁহার সেনাদলের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। তাহারা নিজকুলের সম্মানরক্ষার্থ সেই কল্পিত ধারা নগরী রক্ষা করিতে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইয়া তৎপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল; এবং রাজা যেমন তাহা নষ্ট করিতে অগ্রসর হইলেন, অমনি সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল,—

---

* পণ্ডিতবর এলফিন্‌ষ্টোন সাহেব বলেন আফগানগণ য়িহুদী জাতির অন্তর্গত। মহাত্মা টড এ মতের পোষকতা করেন না; ইনি বলেন আফগানদিগের ভাষায় হিব্রু অণুমাত্র নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় না; বরং সংস্কৃত ও জেন্দ ভাষার সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্য আছে। আফগানগণ আপনাদিগকে বহুদী বলিয়া কীর্ত্তন করে। এলফিন্‌ষ্টোন্ এই বহুদী হইতে তাহাদিগকে য়িহুদী বলিয়া স্থির করিয়া থাকিবেন। টড সাহেব বলেন এই বহুদী যদুর ও অপভ্রংশ হইতে পারে।

"যাঁহা পুয়ার তাঁহা ধার হিঁ আওর ধার তাঁহা পুয়ার,
ধার বিনা পুয়ার নাহিঁ আওর নাহিঁ পুয়ার বিনা ধার।"

অর্থাৎ যেখানে পুয়ার সেই খানেই ধারা এবং যেখানে ধারা সেই খানেই পুয়ার; ধারা বিনা পুয়ার এবং পুয়ার বিনা ধারা হইতে পারে না। এই কথা বলিয়া একশত বিংশতি জন পুয়ার তেজসিংহ ও সারঙ্গ নামা দুইজন প্রামার সর্দ্দারকে পুরোভাগে স্থাপন পূর্ব্বক ব্যঙ্গ ধারা নগরী রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং দেবরাজের হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়া স্বদেশানুরাগের প্রদীপ্ত উদাহরণ প্রদর্শন করিল। দেবরাজ তাহাদের বীরত্বের প্রশংসা করিয়া তাহাদের স্ত্রীপুত্রগণের ভরণ পোষণের জন্য বৃত্তি স্থাপন করিলেন। এইরূপ কৌশলে স্বকৃত প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া তিনি প্রকৃত ধারানগরীর অভিমুখে সদলে অগ্রসর হইলেন। পথিমধ্যে যে কেহ তাঁহার প্রচণ্ড গতি প্রতিরোধ করিতে প্রবৃত্ত হইল, সেই পরাস্ত হইয়া তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল। ধারাধিপ ব্রজভান পাঁচ দিন ধরিয়া স্বীয় নগরী রক্ষা করিলেন, কিন্তু আর অধিক দিন না পারিয়া আটশত সৈনিক সমভিব্যাহারে রণস্থলে পতিত হইলেন। অতঃপর দেবরাজ লোদুর্ব্বা নগরে প্রত্যাগত হইলেন।

রাজা দেবরাজ মুণ্ড ও চেহু নামে দুইটী পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। তৎকর্ত্তৃক অনেকগুলি সরোবর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; তন্মধ্যে তনুসর ও দেবসর প্রসিদ্ধ। একদা যদুরাজ স্বল্পসংখ্যক রক্ষক সমভিব্যাহারে মৃগয়ার্থ বনমার্গে প্রবেশ করিয়া কতিপয় চুন্না রাজপুতের হস্তে প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার সহিত ষড়্‌বিংশতি জন সৈনিক পতিত হইল। দেবরাজ ষট্‌পঞ্চাশৎ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে তদীয় আত্মকুটুম্ব ও সগোত্রীয় সর্দ্দারগণ কেশ শ্মশ্রু মুণ্ডন করিয়াছিল।

রাজকুমার মুণ্ড বেদবিহিত সমস্ত ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া যথাবিধানে সিংহাসনে আরূঢ় হইলেন এবং পিতৃহন্তা রাজপুতদিগের শোণিতে "টীকাডোর" উৎসব অনুষ্ঠান করিবার অভিপ্রায়ে তাহাদিগের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। তাঁহার আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার নিমিত্ত তাহারা সশস্ত্র বেশে দণ্ডায়মান হইল। মুণ্ড তাহাদিগের মধ্যে অষ্টশত যোধকে নিপাতিত করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাগত হইলেন। তিনি বাছেরা নামে একটী পুত্র সন্তান লাভ করিয়াছিলেন। বাছেরা চতুর্দ্দশ বৎসরে পদার্পণ করিলে পত্তন রাজ শোলাঙ্কি বল্লভসেনের * নিকট হইতে নারিকেল প্রেরিত হইল। তিনি উক্ত নগরে

---

* মহাত্মা টড সাহেব বলেন, গজনীর মাহমুদ কর্ত্তৃক পত্তনাধিপ চামুণ্ড রায় সম্বৎ ১০৬৭ (পৃঃ ১০১১) অব্দে পদচ্যুত হইলে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র বল্লভসেন অনহলবারার সিংহাসনে অভিষিক্ত হয়েন। কিন্তু প্রসিদ্ধ রাসমালা গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, চামুণ্ডরাজ কামোন্মত্ত হইয়া স্বীয় ভগিনী চাচিনী দেবীর ধর্ম্ম নষ্ট করাতে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ রাজ্যত্যাগ পূর্ব্বক বারাণসী তীর্থে গমন করিয়াছিলেন। তীর্থযাত্রাকালে তিনি বল্লভকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া যান। বল্লভরাজ ছয়মাস রাজত্ব করিয়া বসন্তরোগের আক্রমণে প্রাণত্যাগ করেন। (Rasmala, Vol. I. p. p. 69. 70.) বল্লভসেনের পর তদীয় কণিষ্ঠ ভ্রাতা দুর্লভসেন অনহলবারার সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

উপস্থিত হইয়া শোলাঙ্কি রাজদুহিতার পাণিগ্রহণ করিলেন। রাবল মুণ্ডের পরলোক গমনের অনতিকাল পরেই বাছেরা মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন।

সম্বৎ ১০৩৫ অব্দ * শ্রাবণের দ্বাদশ দিবস শনিবাসরে বাছেরা দেবরাওলের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র;—দুশজ, সিংহ, বাপ্পিরাও, উর্থো ও মরলপুশাও। ইহাঁরা সকলেই বংশকর পুত্র লাভ করিয়াছিলেন।

একদা একজন বণিক কতকগুলি ঘোটক লইয়া লোদুর্ব্বা নগরে উপস্থিত হইল। সেই সমস্ত অশ্বের মধ্যে একলক্ষ টাকা মূল্যের একটী অশ্ব ছিল। উক্ত মূল্যবান অশ্বটী সিন্ধু নদের পশ্চিম কূলবর্ত্তী কোন একজন পাঠানসর্দ্দারের অধিকৃত। এই অশ্বটী অধিকার করিবার অভিপ্রায়ে দুশজ স্বীয় পুত্র উর্থোর সহিত কতিপয় সৈনিক সমভিব্যাহারে সিন্ধুনদ উত্তীর্ণ হইয়া খাজিখাঁ নামক সেই পাঠান সর্দ্দারকে সংহার করিলেন এবং সেই তুরঙ্গ জয় করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাগত হইলেন।

সিংহের পুত্র শাখারায়, তাঁহার পুত্র বল্ল। বল্লের দুই পুত্র,—রতন ও জগ। ইহাঁরা মুন্দরের পুরীহর রাজ জগন্নাথকে আক্রমণ করিয়া পঞ্চশত উষ্ট্র হরণ করিয়াছিলেন। ইহাঁদের সন্তানসন্ততিগণ সিংহরাও রাজপুত নামে প্রসিদ্ধ।

বাপ্পিরাও পাহু ও মদন নামে দুইটী পুত্র লাভ করেন। পাহুরও দুই পুত্র,—বিরাম ও টুলির। ইহাঁদের বহু সন্তান সন্ততি। তৎসমস্তই পাহু রাজপুত নামে প্রসিদ্ধ। সেই সকল পাহু রাজপুত আপনাদের আবাসভূমি বিকমপুর হইতে বহির্গত হইয়া জোহয়দিগের বহুল ভূমিভাগ অধিকার করিয়াছিল এবং পুগলে আপনাদের রাজপাট স্থাপন করিয়া তথায় অনেকগুলি কূপ খনন করিয়াছিল। সেই সমস্ত কূপ পাহুকূপ নামে অভিহিত।

মারবারের নাগোর নামক জনপদের অন্তর্গত খাটো নগরের নিকটে জীড়া নামে জনৈক খীচিবীর বাস করিত। সে অনেক জয়তুঙ্গ ভট্টির জীবননাশ করিয়া সময়ে সময়ে পুগলের নিকটস্থ নগর ও পল্লি পর্য্যন্ত লুণ্ঠন করিয়াছিল। তাহাকে সংহার করিবার নিমিত্ত দুশজ একটী "কাফিলা" সজ্জিত করিয়া গঙ্গাস্নান যাত্রার ব্যপদেশে খীচিবীরকে অকস্মাৎ আক্রমণ করিলেন। তাঁহার প্রচণ্ড প্রতাপ প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া জীড় নয় শত সৈনিক সমভিব্যাহারে রণস্থলে পতিত হইল।

দুশজ স্বীয় ভ্রাতৃত্রয়ের সহিত ক্ষীররাজ্যে গমন করিয়া তিনজনে তত্রত্য গোহিলোট সর্দ্দার প্রতাপসিংহের তিনটী দুহিতার পাণিগ্রহণ করিলেন। "ক্ষীররাজ্যের সমৃদ্ধি বর্দ্ধিত করিয়া যদুরায় সুবর্ণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। গোহিলোট সর্দ্দার স্বীয় দুহিতার সহিত

---

* এস্থলে অনুলিপিকর্ত্তার স্পষ্ট ভুল দেখিতে পাওয়া যায়। বাছেরা সম্বৎ ১০৬৭ অব্দে বল্লভসেনের দুহিতার পাণিগ্রহণ করেন এবং সম্বৎ ১১০০ অব্দে পরলোকগত হয়েন। সুতরাং অনুলিপিকর সম্বৎ ১০৬৫ অথবা ১০৫৫ অব্দের পরিবর্ত্তে সম্বৎ ১০৩৫ অব্দ সন্নিবেশ করিয়াছে। রাবল বাছেরা মাহমুদ গজনানের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে রণস্থলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মাহমুদ হিঃ ৩৯৩ অব্দে অর্থাৎ সম্বৎ ১০৬৫ অব্দে ভারতবর্ষে আপতিত হয়েন; অতএব স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে, ১০৩৫ সম্বৎ এস্থলে ভ্রমক্রমে লিখিত হইয়াছে।

যৌতুক স্বরূপ পঞ্চদশ দীপধারিণী প্রদান করিলেন।" এই ঘটনার কিছু দিন পরে বেলুচীগণ থাড়ালরাজ্যে আপতিত হইল। ইহাতে যে যুদ্ধ বাধিল, তাহাতে পঞ্চশত সৈন্য প্রাণত্যাগ করিল, অবশিষ্ট সকলে নদীপারে পলায়ন করিল।

বাছেরার পরলোক গমনে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দুশজ সম্বৎ ১১০০ অব্দের আষাঢ় মাসে পিতৃসিংহাসনে আরূঢ় হইলেন। তাঁহার রাজত্বকালে সোদারাজকুমার হামির তদীয় রাজ্যে আপতিত হইয়া প্রভূত ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিলেন। বহুদিন পূর্ব্বে সোদাবংশের সহিত যদুকুলের যে সম্বন্ধ-বন্ধন হইয়াছিল, দুশজ তদ্বিষয় হামিরকে বলিয়া তাঁহাকে নিবৃত্ত হইতে বলিলেন। কিন্তু হামির তাঁহার কোন অনুরোধই গ্রাহ্য করিলেন না। ইহাতে দুশজ রাগান্বিত হইয়া ধাতনগর আক্রমণ করিলেন। বিজয়লক্ষ্মী তাঁহারই অঙ্কশায়িনী হইল। দুশজের দুই পুত্র,—যশল ও বিজয়রাজ। তদ্ব্যতীত বার্দ্ধক্যে তিনি আর একটী পুত্রলাভ করিয়াছিলেন; তাঁহার নাম লঞ্জ বিজয়রাজ। কনিষ্ঠ বিজয়রাজ মিবারের রণাবত সর্দ্দারের একটী দুহিতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে সকলে বড় ভাল বাসিত; সেই জন্য দুশজের মৃত্যুর পর রাজ্যের সর্দ্দার ও মন্ত্রীগণ তাঁহাকেই তদীয় সিংহাসনে স্থাপন করেন। পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হইবার পূর্ব্বে বিজয়রাজ শোলাঙ্কি সিদ্ধরাজ জয়সিংহের দুহিতার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিবাহরাত্রে বর-বরণকালে তাঁহার শ্বশ্রূ তদীয় ললাটে রাজতিলক অর্পণ করিয়া বলিয়াছিলেন, "বৎস! এই আশীর্ব্বাদ করি তুমি উত্তর দেশের তোরণদ্বার স্বরূপ হইয়া হিন্দু ও যবনের মধ্যে প্রাকার স্বরূপ হও।"

সেই পত্তন রাজকুমারীর গর্ভে বিজয়রাজ, ভোজদেব নামে একটী পুত্র লাভ করেন। ভোজদেব পিতার মৃত্যুর পর লোদ্রূর্ব্বা নগরের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। দুশজের অপর অপর পুত্রগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তৎকালে যশল পঞ্চত্রিংশৎ এবং বিজয়রাজ দ্বাত্রিংশৎ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন।

দুশজের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ধারানগরীর অধিপতি উদয়াদিত্য প্রামারের বংশধর রায়ধবল ভট্টি রাজকুমার বিজয়াদিত্যের হস্তে স্বীয় দুহিতাকে অর্পণ করেন। বিবাহান্তে স্বগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বিজয়রাজ ভগবান্ শেষলিঙ্গ দেবের উদ্দেশে একটী মন্দির এবং তৎপার্শ্বে একটী সরোবর প্রতিষ্ঠা করেন। সেই প্রামার রাজকুমারীর গর্ভে তিনি রাহির নামে একটী পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। রাহিরের দুই পুত্র,—নেতসি ও কৈকসি।

ভোজদেব লোদ্রূর্ব্বার সিংহাসনে অভিষিক্ত হইবার স্বল্প দিবস পরেই তাঁহার পিতৃব্য তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। পাঁচ শত শোলাঙ্কি রাজপুত ভোজদেবের শরীর রক্ষার্থ নিযুক্ত ছিল; সেই জন্য যশল সহজে তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারিলেন না। অভীষ্টসিদ্ধির উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি শোলাঙ্কি সৈন্যদিগকে লোদ্রূর্ব্বা হইতে অন্তরিত করিতে চেষ্টিত হইলেন। তৎকালে শোলাঙ্কি রাজা ঘোরী সুলতানের সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন। যশল দেখিলেন যবনরাজের সহিত ষড়যন্ত্র

করিয়া পত্তন নগর আক্রমণ করিতে পারিলে শোলাঙ্কি সৈন্যগণ অবশ্য স্বদেশ রক্ষার্থ লোদ্রুর্ব্বা পরিত্যাগ করিয়া যাইবে; সেই অবসরে তিনি ভোজদেবকে পদচ্যুত করিয়া অভীষ্ট সাধন করিবেন। মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া যশল স্বীয় প্রধান প্রধান আত্মীয় স্বজন সমভিব্যাহারে দ্বিশত অশ্বারোহী সৈন্যদ্বারা পরিবৃত হইয়া পঞ্চনদ প্রদেশে যাত্রা করিলেন। তথায় বিজয়ী ঘোরীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। অনন্তর যশল যবনরাজের সহিত সিন্ধুরাজ্যের প্রাচীন রাজধানী আরোর নগরে গমন করিয়া তাঁহার নিকট স্বীয় গূঢ় অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন এবং তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতে শপথ করাতে একটী সেনাদল প্রাপ্ত হইলেন। সেই সেনাদল লইয়া যশল লোদ্রুর্ব্বা অবরোধ করিলেন। ভোজদেব পিতৃব্যের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে গিয়া রণস্থলে পতিত হইলেন। নাগরিকদিগকে দুই দিবস অবসর দেওয়া হইল। সেই দুই দিনের মধ্যে তাহারা ব্রকাজাত লইয়া নগর পরিত্যাগ করিয়া গেল; তৃতীয় দিবসে যবনসেনা নগর মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিল। লোদ্রুর্ব্বা বিধ্বস্ত হইল! যবন সেনাপতি করিমখাঁ লুণ্ঠিত দ্রব্য সামগ্রী লইয়া বেখেরের অভিমুখে যাত্রা করিল।

এইরূপ দুরিত অবলম্বন করিয়া যশল লোদ্রুর্ব্বারাজ্য হস্তগত করিলেন। তৎপর প্রকাশ্য স্থলে অবস্থিত থাকাতে তাহা বিপদ সঙ্কুল বিবেচনা করিয়া তিনি একটী নিরাপদ ও দৃঢ় প্রদেশ অনুসন্ধান করিলেন। লোদ্রুর্ব্বার পাঁচ ক্রোশ দূরে একটী অনত্যুচ্চ শৈলমালা ছিল। যশল তদুপরি দুর্গ স্থাপন করিতে মনস্থ করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। সেই গিরিশ্রেণীর শিখরদেশে তিনি এক যোগীকে দেখিতে পাইলেন। সেই মুনির তপোবন ব্রহ্মসর নামক কুণ্ডের নিকটে স্থাপিত। যশল সেই তাপসের চরণযুগল বন্দনা করিয়া স্বীয় মনোভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া মুনিবর ঐশল বলিলেন, "বৎস! সম্মুখে ঐ যে তিনটী গিরিশৃঙ্গ দেখিতেছ, উহা ত্রিকূট গিরি নামে প্রসিদ্ধ। ত্রেতাযুগে কাক (কাগ) নামে এক তেজঃপুঞ্জ তপোধন ঐ প্রস্রবণের তীরে বাস করিতেন। ঐ প্রস্রবণ হইতে যে তরঙ্গিনী উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা তদীয় নামানুসারে কাগা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পাণ্ডববীর অর্জ্জুন একটী মহা যজ্ঞের অনুষ্ঠানার্থ সখা শ্রীকৃষ্ণের সহিত উক্ত নদীতীরে আগমন করিয়াছিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, "ভবিষ্যতে আমার জনৈক বংশধর এই তরঙ্গিনীর তটে একটী নগর এবং ত্রিকূটগিরির শিরোদেশে একটী দুর্গ স্থাপন করিবেন।" কৃষ্ণের এই কথা শ্রবণে অর্জ্জুন বলিলেন "সখে! ঐ তটিনীর জল নিতান্ত অপরিষ্কার।" তাহাতে হরি হস্তস্থ চক্র ত্রিকূটগিরির একস্থলে প্রহার করিলেন। অমনি সেই স্থল হইতে একটী বিমলসলিলা স্রোতস্বতী নিঃসৃত হইয়া কল কলনাদে প্রবাহিত হইল।" অতঃপর তপোনিধি ঐশল আবার বলিলেন "ঐ দেখ, বৎস, ঐ তটিনীর সৈকতভূমে তিনটী শ্লোক লিখিত রহিয়াছে। যশল সবিস্ময়ে সেইদিকে চাহিয়া দেখিলেন,—একখানি প্রশস্ত পাষাণ-ফলকে শ্লোকত্রয় খোদিত রহিয়াছে। সেই তিনটী শ্লোকের অনুবাদ নিম্নে প্রকটিত হইল;—

"হে যদুবংশীয় নৃপতে! এই প্রদেশে আইস, এবং এই পর্ব্বতের শিরোদেশে একটী ত্রিকোণাকার দুর্গ স্থাপন কর।"

"লোদুর্ব্বা বিনষ্ট হইয়াছে, কিন্তু তাহার পাঁচ ক্রোশ মাত্র দূরে বিশানো স্থাপিত। এ প্রদেশ তাহা অপেক্ষা দ্বিগুণতর দৃঢ়।"

"হে যদুকুলোদ্ভূত নরপতি যশল! লোদুরপুর পরিত্যাগ করিয়া এই স্থানে আইস এবং তোমার বাসস্থান নির্ম্মাণ কর।"

একমাত্র মুনিবর ঐশল ব্যতীত আর কেহই এই তরঙ্গিনী ও তত্তটস্থ শিলা-শাসনের বিষয় জানিতেন না। এক্ষণে তিনি যশলকে তাহা দেখাইয়া তৎপ্রদেশেই নগর স্থাপন করিতে আদেশ করিলেন এবং বলিলেন,—আমি আর কিছুই চাহিনা, একমাত্র এই যে, দুর্গের পশ্চিমভাগস্থ ক্ষেত্রসমূহ "ঐশল ক্ষেত্র" নামে চিরকাল প্রসিদ্ধ থাকিবে।" অতঃপর তিনি গণনা করিয়া বলিলেন যে, যে দুর্গ তৎপ্রদেশে প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহা সার্দ্ধদ্বিবার বিধ্বস্ত হইবে, শোণিতনদী প্রবাহিত হইবে এবং যশলের সন্তান সন্ততিগণ কিছুকালের জন্য তাহার অধিকার হইতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হইবেন।

সম্বৎ ১২১২ (খৃঃ ১১৫৬) অব্দের শ্রাবণ মাসের দ্বাদশ দিবস রবিবার শুক্ল সপ্তমী তিথিতে সুপ্রসিদ্ধ যশল্মীর দুর্গের ভিত্তি-স্থাপন হইল। অচিরে নাগরিকগণ লোদুর্ব্বা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বহুমূল্য দ্রব্যজাত লইয়া নবপ্রতিষ্ঠিত নগরে আগমন করিতে লাগিল। অল্প দিনের মধ্যে যশল্মীর বহু অট্টালকে অলঙ্কৃত হইল। যশলের দুই পুত্র,—কৈলুন ও শালিবাহন। যশল পরাক্রান্ত পাহুবংশ হইতে স্বীয় মন্ত্রী ও সচিব নির্ব্বাচিত করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রাচীন শত্রুকুল চুন্না রাজপুতগণ পুনর্ব্বার থাড়াল রাজ্য আক্রমণ করিল; কিন্তু তাহা জয় করা দূরে থাকুক তাহারা আপনাদের দম্ভের উপযুক্ত প্রতিফল প্রাপ্ত হইল। এই ঘটনার পর যশল পাঁচ বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় কনিষ্ঠ পুত্র শালিবাহন তৎসিংহাসনে আরূঢ় হয়েন।

তৃতীয় অধ্যায়।

জ্যেষ্ঠ রাজকুমার কৈলনের নির্ব্বাসন ;—শালিবাহনের অভিষেক ;—কাত্তিদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা ;—তাহাদের উৎপত্তির আনুমানিক বিবরণ ;—বদ্রিনাথের যদুনৃপতি ;—শালিবাহনের অনুপস্থিতিকালে তৎপুত্র বিজিল কর্ত্তৃক সিংহাসনাপহারণ ;—খাড়ালে শালিবাহনের আগমন এবং বেলুচদিগের সহিত যুদ্ধে পতন ;—বিজিলের আত্মহত্যা ;—কৈলনকে আহ্বান করিয়া গদিতে স্থাপন ;—খিজির খাঁ কর্ত্তৃক খাড়াল-আক্রমণ ;—তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া কৈলনের পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ ;—কৈলনের মৃত্যু ;—চাচিক দেবের অভিষেক ;—তৎকর্ত্তৃক চুন্না রাজপুতদিগের দূরীকরণ ;—তাঁহার হস্তে অমরকোটের সোদাদিগের পরাজয় ;—রাঠোরদিগের উপদ্রব ;—চাচিকের মৃত্যু ;—জয়ৎসিংহের পরিবর্ত্তে চাচিকের পৌত্র কর্ণের অভিষেক ;—কর্ণকর্ত্তৃক বারাহা রাজপুতদিগের শাস্তিবিধান ;—কর্ণের মৃত্যু ;—লক্ষণ সেন ;—তাঁহার কাপুরুষোচিত ব্যবহার ;—পুণপাল ;—রণঙ্গদেব ;—পুণ পালের সিংহাসনচ্যুতির পর জয়ৎসিংহকে পুনরানয়ন এবং সিংহাসনে স্থাপন ;—আল্লা-উদ্দীন কর্ত্তৃক মুন্দরের পুরীহর রাজ আক্রান্ত হইলে তাঁহাকে জয়ৎসিংহের আশ্রয়প্রদান ;—জয়ৎসিংহের পুত্রগণের বীরাচরণ ;—যশল্মীর আক্রমণ করিতে যবনরাজের সঙ্কল্প ;—জয়ৎসিংহ ও তাঁহার পুত্রগণের আত্মরক্ষার্থ আয়োজন ;—যশল্মীর-আক্রমণ ;—প্রথম আক্রমণ ব্যর্থকরণ ;—রাবল্ জয়ৎসিংহের মৃত্যু ; —তাঁহার পুত্র রত্নের সহিত জনৈক যবন সেনাপতির বিচিত্র বন্ধুত্ব ;—মুলরাজের অভিষেক ;—ঘোরতর আক্রমণ ;—পুনর্ব্বার ব্যর্থকরণ ;—অবরুদ্ধ সেনার দুরবস্থা ;—সমর সমিতি ;—জহর ব্রতানুষ্ঠানে সঙ্কল্প ;—রত্নের মুসলমান বন্ধুর সদয় ব্যবহার ;—শেষ আক্রমণ ;—রাবল মুলরাজ ও রত্নের আত্মীয় স্বজন সমভিব্যাহারে রণস্থলে পতন ;—যশল্মীরের ধ্বংস।

যশল্মীর স্থাপন করিয়া যশল দ্বাদশ বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কৈলন তদীয় প্রিয়তম পাহুমন্ত্রীর অসন্তোষ উৎপাদন করাতে রাজ্য হইতে দূরীকৃত হইয়াছিলেন। সেই জন্য যশলের কনিষ্ঠ তনয় শালিবাহন যশল্মীরের সিংহাসনে স্থাপিত হইলেন।

অনন্তর প্রথিত নামা শালিবাহন সম্বৎ ১২২৪ (খৃঃ ১১৬৮) অব্দে পিতৃসিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই তিনি কাত্তিজাতির বিরুদ্ধে স্বীয় প্রচণ্ড অসি উদ্যত করিলেন। সেই কাত্তিগণ আপনাদিগের অধিপতি জগভানের সহিত ঝালোর ও আরাবল্লির মধ্যভাগে বাস করিত। কাত্তিরায় রণস্থলে প্রাণত্যাগ করিল, এবং তাহার সমস্ত ঘোটক ও উষ্ট্র বিজয়ী ভট্টিবীরের হস্তগত হইল। এই অবদান হইতে শালিবাহনের যশোবিভা চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। রাজা শালিবাহন তিনটী পুত্র লাভ করিয়াছিলেন,—বিজির, বানার ও হাসো।

বদ্রিনাথের শৈলমালার মধ্যভাগে একটী রাজ্য ছিল; সেই প্রদেশে যদুবংশীয় নরপতিগণ বাস করিত। গজনী হইতে যদুকুল বিতাড়িত হইলে প্রথম শালিবাহনের সন্তান সন্ততিগণ সেই পর্ব্বত প্রদেশে আসিয়া বাস করিয়াছিল। এক্ষণে তত্রত্য অধিপতি অপুত্রক হইয়া পরলোক গত হওয়াতে রাজাসন শূন্য হইয়া পড়িয়াছে। সেই শূন্য

সিংহাসন পূরণ করিবার জন্য তৎপ্রদেশ হইতে কতিপয় দূত আসিয়া শালিবাহনের নিকট একটী রাজকুমার প্রার্থনা করিল। তদনুসারে ভট্টিরাজ স্বীয় কনিষ্ঠ পুত্র হংসকে তৎপ্রদেশে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় বদ্রিনাথে উপস্থিত হইবামাত্র হংস প্রাণত্যাগ করিল। তাঁহার পত্নী তৎকালে অন্তর্বত্নী ছিলেন। পথিমধ্যে তাঁহার প্রসব-বেদনা আরম্ভ হওয়াতে তিনি একটী পলাশ বৃক্ষের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন; তথায় তাঁহার একটী পুত্রসন্তান প্রসূত হইল। পলাশতলে সম্ভূত হওয়াতে শিশু পালশীয় নামে অভিহিত হইল। পালশীয় তৎপ্রদেশের অধিপতি হওয়াতে তাহা প্রশিয়ো নামে আখ্যাত হইয়াছিল।

শিরোহীর অধিপতি দেবররাজ মানসিংহের নিকট হইতে বিবাহ প্রস্তাব আসাতে ভট্টিনৃপতি বিবাহার্থ শিরোহী যাত্রা করিলেন। যাইবার সময় তিনি স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র বিজিলের হস্তে শাসন ভার অর্পণ করিয়া গেলেন। তাঁহার প্রস্থানের স্বল্পকাল পরেই রাজকুমারের ধাইভাই রাজ্য মধ্যে ঘোষণা করিয়া দিল যে, রাবল একটা ব্যাঘ্রের সহিত যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। অতঃপর ধাইভাই রাজকুমার বিজিলকে রাজপদ গ্রহণ করিতে বলিলেন। বিজিল রাজা হইলেন। শালিবাহন স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক পুত্রের কার্য্য দর্শনে তাহার সহিত বিস্তর বাদানুবাদ করিলেন, কিন্তু সকলই বৃথা। পিতৃদ্রোহী তনয়ের দুরাচরণে নিরতিশয় দুঃখিত হইয়া তিনি থাড়াল রাজ্যে গমন করিলেন এবং তত্রত্য রাজধানী দেবরাওলে বেলুচদিগের সহিত যুদ্ধে ত্রিশত সৈনিক সমভিব্যাহারে নিহত হইলেন। দুর্বৃত্ত বিজিল রাজ্যসুখ অধিক দিন সম্ভোগ করিতে পারিল না। একদা সে ক্রোধভরে ধাইভাইকে প্রহার করিল; কিন্তু ধাত্রীপুত্র তাহাকে প্রতিপ্রহার করাতে বিষাদ, রোষ ও আত্মদ্রোহিতায় নিপীড়িত হইয়া হতভাগ্য বিজিল ছুরিকাঘাতে আত্মজীবন নষ্ট করিল।

যশল্মীরের রাজাসন শূন্য হইল। বিজিলেরও একটীমাত্র পুত্র ছিল না; সুতরাং দ্বিতীয় শালিবাহনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কৈলন এক্ষণে (১২০০ খৃষ্টাব্দে) পুনরাহূত হইয়া রাজসিংহাসনে স্থাপিত হইলেন। তাঁহার ছয় পুত্র,—চাচিকদেব, পল্লন, জয়চাঁদ, পিতমসিংহ, পিতমচাঁদ ও উশরাও। কৈলনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্রদ্বয়ের অনেকগুলি সন্তান সন্ততি প্রসূত হইয়াছিল। তাহারা সকলে জয়শির ও শিহান রাজপুত নামে প্রসিদ্ধ।

এই সময়ে বলোচ খিজির খাঁ পঞ্চসহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে সিন্ধুনদ উত্তীর্ণ হইয়া থাড়াল রাজ্য পুনর্ব্বার আক্রমণ করিল। ইহা তাহার দ্বিতীয় অভিযান। তাহার আগমন সংবাদ প্রাপ্ত হইবামাত্র কৈলন সপ্ত সহস্র রাজপুত সৈন্য লইয়া তাহার সম্মুখীন হইলেন। যবন বীর খিজির খাঁ পঞ্চদশ শত সৈন্য সমভিব্যাহারে রাজপুত বীরের হস্তে নিহত হইল; অবশিষ্ট সকলে রণে ভঙ্গ দিয়া চারিদিকে পলায়ন করিল। কৈলন রায় জয়ী হইলেন। তিনি সর্ব্বসমেত ঊনবিংশতি বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

কৈলনের মৃত্যুতে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র চাচিকদেব সম্বৎ ১২৭৫ (খৃঃ ১২১৬) অব্দে যশল্মীরের সিংহাসনে আরূঢ় হইলেন। রাজপদে অধিষ্ঠিত হইবার স্বল্পকাল পরেই

তিনি চুন্না রাজপুতদিগের বিরুদ্ধে স্বীয় সেনাদল চালিত করিলেন এবং তাহাদিগের মধ্যে দুই সহস্র সৈন্যকে সংহার করিয়া চতুর্দ্দশ সহস্র ধেনু হরণপূর্ব্বক বিজয়দর্পে স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তাঁহার প্রচণ্ড প্রতাপ প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া অবশিষ্ট সমস্ত চুন্না রাজপুত স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক জোহয়দিগের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিল। এই জয়লাভের কিছুদিন পরে রাবল চাচিকদেব সোদারাজ রাণা আরমসিংহের রাজ্যে অকস্মাৎ আপতিত হইলেন। সে সময় সোদা নৃপতি অসতর্ক থাকিলেও অচিরকাল মধ্যে চারি হাজার সৈন্য লইয়া তাঁহার সম্মুখীন হইলেন; কিন্তু ভট্টিবীরের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া রণস্থল পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় রাজধানী অমরকোটের অভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অনন্তর তিনি বিজয়ী ভট্টিরাজের হস্তে স্বীয় দুহিতাকে অর্পণ করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিতে সমর্থ হইলেন।

ইতিপূর্ব্বে রাঠোরগণ ক্ষীররাজ্যে উপনিবিষ্ট হইয়া চতুঃপার্শ্বস্থ অধিবাসিগণের উপর অতিশয় অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। রাবল চাচিক তাহাদিগকে দমন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া সোদা সৈন্যগণের সমভিব্যাহারে ষেসোল ও ভালোত্র নামক নগরদ্বয়ে উপস্থিত হইলেন। তথায় চাহু ও থিহু নামক দুইজন ব্যক্তি তাহাদিগের অধিপতি ছিলেন। তাঁহারা একটী রাজকন্যাকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া তদীয় ক্রোধানল নির্ব্বাণ করিলেন।

রাবল চাচিক সর্ব্বসমেত দ্বাত্রিংশৎ বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার একটী মাত্র পুত্র। সেই পুত্রের নাম তেজ রাও। তেজ রাও বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়া স্বীয় জীবনের দ্বিচত্বারিংশৎ বর্ষে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার দুই পুত্র,—জয়ৎসিংহ ও কর্ণ। কনিষ্ঠ রাজকুমারকে রাবল বড় ভাল বাসিতেন; সেই জন্য মুমূর্ষুকালে তিনি স্বীয় সর্দ্দার দিগকে নিকটে আহ্বান করিয়া শপথ করাইয়া লইয়াছিলেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহারা যেন কর্ণকেই সিংহাসনে স্থাপিত করেন।

রাবল চাচিকদেবের সর্দ্দারগণ আপনাদের সত্য পালন করিলেন। কর্ণই রাজাসনে অভিষিক্ত হইলেন। জ্যেষ্ঠ জয়ৎসিংহ অগ্রজস্বত্বে বঞ্চিত হইয়া মাতৃভূমি ত্যাগ করিয়া গেলেন এবং গুর্জ্জরে যাইয়া মুসলমানের অধীনে নিযুক্ত হইলেন। তৎকালে মজফর নামক জনৈক মুসলমান নাগোর জনপদে শাসনকর্তৃত্বে নিযুক্ত ছিল। তাহার অধীনে পঞ্চ সহস্র অশ্বারোহী সেনা। সেই সমস্ত সৈন্য লইয়া মজফর খাঁ চতুঃপার্শ্বস্থ অধিবাসিবৃন্দের উপর ভয়ানক অত্যাচার করিত। তাহার উৎপীড়নে সকলে নিতান্ত কাতর হইয়াছিল। নাগোরের পঞ্চদশ ক্রোশ দূরে ভগবতীদাস নামে জনৈক বায়াহা ভূমিয়া রাজপুত বাস করিত। তাহার এক হাজার পাঁচ শত অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। ভগবতী দাসের একটীমাত্র দুহিতা। তাহাকে দুর্বৃত্ত মজফর চাহিয়া পাঠাইল। কিন্তু ভূমিয়া রাজপুত তাহার অন্যায় প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়া স্বীয় পরিবারবর্গ ও সেনাদল সমভিব্যাহারে মাতৃভূমি ত্যাগ করিয়া গেল এবং আশ্রয় লাভার্থ যশল্মীরের অভিমুখে অগ্রসর হইল। যবনরাজ তাহা জানিতে পারিয়া সদলে তাহার পথ অবরোধ করিল।

অচিরে উভয়পক্ষে একটি ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল। সেই যুদ্ধে চারি শত বারাহা প্রাণত্যাগ করিল এবং ভগবতীদাসের দুহিতা ও দ্রব্য সামগ্রী বিজেতার হস্তে পতিত হইল। দুঃখ, শোক ও ক্রোধে অধীর হইয়া ভূমিয়া রাজপুত ভট্টিরাজ রাবল কর্ণের নিকট গমন পূর্ব্বক স্বীয় দুঃখকাহিনী নিবেদন করিল। ভট্টিরাজের হৃদয়ে দারুণ প্রতিশোধ-পিপাসা জাগরিত হইয়া উঠিল। তিনি কতকগুলি সৈন্য লইয়া দুর্ব্বৃত্ত খাঁকে আক্রমণ করিলেন এবং তাহাকে ও তাহার তিন সহস্র সৈন্যকে সংহার করিয়া ভূমিয়া ভগবতী দাসকে রক্ষা করিলেন। রাবল কর্ণ অষ্টাবিংশতি বৎসর রাজত্ব করিয়া সম্বৎ ১৩২৭ (খৃঃ ১২৭১) অব্দে পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র লক্ষ্মণসেন অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

ভট্টিরাজ লক্ষ্মণসেন এতদূর হীনবুদ্ধি যে, রজনীতে শিবাদল চীৎকার করাতে তিনি তাহাদিগের শীত নিবারণের জন্য লেপ প্রস্তুত করিয়া দিতে অনুমতি করিয়াছিলেন। তাঁহার পরিচারকগণ নিবেদন করিল যে, তদীয় আদেশ পালিত হইয়াছে; কিন্তু শৃগালকুল রোদন করিতে নিরস্ত হইল না। তখন তিনি রাজকীয় উদ্যানসমূহের ভিতর তাহাদিগের বাসোপযোগী গৃহ প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলেন। লক্ষ্মণসেনের মূর্খতার নিদর্শন স্বরূপ সেই সমস্ত শিবাগৃহের আজিও দুই একটী অবশিষ্ট আছে। তিনি সোদা কুলে বিবাহ করিয়াছিলেন। সেই সোদারাজকুমারী দ্বারা তাঁহার সমস্ত ব্যাপার শাসিত হইত। সেই রাজনন্দিনী স্বীয় ভ্রাতৃদিগকে অমরকোট হইতে যশল্মীরে আনয়ন করেন। কিন্তু উন্মত্ত লক্ষ্মণসেন তাহাদিগের মস্তকচ্ছেদন করিয়া নগর-প্রাচীরের বহির্ভাগে তাহাদিগের শবদেহ নিক্ষেপ করিলেন। তিনি চারি বৎসর মাত্র রাজত্ব করিতে পাইয়াছিলেন। তৎপরে রাজ্যের সর্দ্দারগণ তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া তৎপুত্র পুণপালকে সিংহাসনে অভিষেক করেন।

রাবল পুণপাল অতিশয় উগ্র ও ক্রোধন-স্বভাব ছিলেন। তাঁহার প্রচণ্ড প্রকৃতি সহ্য করিতে না পারিয়া রাজ্যের সর্দ্দারবৃন্দ তাঁহাকে পদচ্যুত করিলেন এবং স্বত্বচ্যুত নির্ব্বাসিত জয়ৎসিংহকে পুনরাহ্বান করিয়া যশল্মীরের সিংহাসনে অভিষেক করিলেন। হতভাগ্য পুণ্যপাল রাজ্যের এক প্রান্তে একটী বাসস্থান লাভ করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

অনন্তর জয়ৎসিংহ সম্বৎ ১৩৩২ (খৃঃ ১২৭৬) অব্দে যশল্মীরের গদিতে স্থাপিত হইলেন। তাঁহার দুই পুত্র,—মূলরাজ ও রতনসিংহ। মূলরাজের পুত্র দেবরাজ ঝালোরের শনিগুরু সর্দ্দারের দুহিতার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে মহম্মদ (খুনী) পাদশা মুন্দরের পুরীহর রাজা রাণা জয়সিংহের রাজ্য আক্রমণ করাতে আক্রান্ত রাজপুত নৃপতি আত্মরক্ষার্থ যবনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু পরাস্ত হইয়া স্বীয় দ্বাদশ দুহিতার সমভিব্যাহারে রাবলের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ভট্টিরাজ আশ্রয়ার্থী পুরীহার নৃপতির বাসার্থ বারু নামক নগর অর্পণ করিলেন।

শোনিগুরু রাজকুমারীর গর্ভে দেবরাজের তিনটী পুত্র সম্ভূত হইয়াছিল। তাহাদিগের নাম জজ্বন, শিরবাণ ও হামির। এই কনিষ্ঠ রাজকুমার হামির একজন প্রসিদ্ধ বীর হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি মিহবোর কুম্পসেনকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার রাজ্য লুণ্ঠন

করিয়াছিলেন। হামিরের তিন পুত্র,—জৈতো, লুনকর্ণ ও মৈরু। এই সময়ে ঘোরী আল্লাউদ্দীন ভারতের বিরুদ্ধে স্বীয় প্রচণ্ড অসি উদ্যত করেন। টাট্টা ও মূলতানের নৃপতি তাঁহার ভীষণ বিক্রমে পরাহত হইয়া স্বীয় দাসত্বের নিদর্শন স্বরূপ বিপুল ধনরত্ন বিজেতার হস্তে অর্পণ করেন। সেই সমস্ত দ্রব্যজাত পঞ্চদশ শত অশ্ব এবং তৎসংখ্য অশ্বতরী দ্বারা বাহিত হইয়া দিল্লির অভিমুখে নীত হইতেছিল। রাবল জয়ৎসিংহের পুত্রগণ সেই সমস্ত ধনরত্ন হস্তগত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া শস্যবিক্রেতার ছদ্মবেশে সপ্তসহস্র অশ্ব ও দ্বাদশ শত উষ্ট্র সমভিব্যাহারে সেই দুঃসাহসিক ব্যাপারে বহির্গত হইলেন। তৎকালে যবনদল পঞ্চনদতীরে বিরাম করিতেছিল। ভট্টিবীরগণ তাহাদিগের নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন চারিশত মোগল ও তৎসংখ্য পাঠান সৈন্য সেই সমস্ত লুণ্ঠিত ও জয়ার্জ্জিত দ্রব্য সমূহের রক্ষা করিতেছে। ভট্টিরাজকুমারগণ তাহাদিগের নিকটে অবস্থিতি পূর্ব্বক রজনীকালে তাহাদিগের উপর আপতিত হইয়া অনেক মোগল ও পাঠান সৈন্য সংহার করিলেন এবং তৎসমস্ত দ্রব্যজাত আচ্ছিন্ন করিয়া সদর্পে যশল্মীরে প্রত্যাগত হইলেন। তাঁহাদের হস্ত হইতে যাহারা পলায়ন করিয়াছিল, তাহারা রাজার নিকট সমস্ত ব্যাপার নিবেদন করিল। আল্লা-উদ্দীনের ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি সেই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য ভট্টিদিগকে আক্রমণ করিতে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইলেন এবং যুদ্ধের সমস্ত উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

অল্পদিনের মধ্যে রাবল জয়ৎসিংহের নিকট সংবাদ আসিল যে, যবনরাজ আল্লা উদ্দীন সদলে আজমিরের অন্তর্গত অনসাগর নামক সরোবরের তীরে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছেন; শীঘ্র যশল্মীর আক্রমণ করিবেন। তখন ভট্টিরাজ স্বদেশরক্ষার্থ আয়োজন করিতে লাগিলেন। তিনি প্রভূত শস্য দুর্গমধ্যে রাশীকৃত করিলেন, এবং শত্রুসেনার শিরোদেশে নিক্ষেপ করিবার নিমিত্ত প্রাকারের উপরিভাগে বৃহৎ শিলাখণ্ড সংস্থাপন করিয়া রাখিলেন। নগরের সমস্ত বৃদ্ধ ও জীর্ণ ব্যক্তি এবং তাঁহার নিজের পৌত্রীগণ মরুভূমির মধ্যভাগে প্রেরিত হইল। রাজধানীর চতুঃপার্শ্বস্থ বহুদূর পর্য্যন্ত সমস্ত নগর নগরী ও পল্লী ধ্বংস করিয়া তিনি সদলে অতি সতর্কভাবে দুর্গমধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তাঁহার দুইটী জ্যেষ্ঠ পুত্র ও পঞ্চ সহস্র যোধ তাঁহার সহিত সেই দুর্গমধ্যে রহিল; এদিকে দেবরাজ ও হামির আর একটী সেনাদল লইয়া দুর্গের বহির্দ্দেশে অবস্থিত রহিলেন। সুলতান স্বয়ং রণস্থলে অগ্রসর হইলেন না। আয়স বর্ম্মাবৃত বিশাল খোরাষণী ও কোরিবী অনীকিনীকে যশল্মীরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়া তিনি স্বয়ং আজমিরে বিরাম করিতে লাগিলেন।

ভাদ্রমাসের নিবিড় জলদজালের ন্যায় যবন অনীকিনী যশল্মীরের অভিমুখে অগ্রসর হইল। ভট্টিদুর্গের শিরোদেশস্থ ষট্‌পঞ্চাশৎ কোট্ট ভট্টিবীরে সজ্জিত হইল। তিন হাজার সাতশত যোধ ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া তৎসমস্ত কোট্টমধ্যে বিরাজ করিতে লাগিলেন, এবং আক্রান্ত প্রদেশ সমূহের রক্ষার্থ সহায়তা করিবার নিমিত্ত দ্বিসহস্র যোধ দুর্গমধ্যে দিবারাত্র প্রস্তুত রহিল। মুসলমানগণ আপনাদিগের সেনানিবেশের চতুর্দ্দিকে

পরিখা স্থাপন করিতে লাগিল। প্রথম সপ্তাহে তাহাদিগের সপ্ত সহস্র যোধ রাজপুতের হস্তে প্রাণত্যাগ করিল। মির মহাম্মৎ ও আলিখাঁ যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থিতি করিতে লাগিল। যশল্মীর অবরোধ করিতে আসিয়া মুসলমানগণ পরিখামধ্যে অবরুদ্ধ রহিল। ভট্টিবীর দেবরাজ ও হাম্মির তাহাদিগকে দুই বৎসর ধরিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন এবং তাহাদিগের উদ্ধারার্থ মুন্দর হইতে যে সমস্ত যবনসেনা আসিতে লাগিল, তাহাদিগেরও পথ অবরুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এদিকে দুর্গস্থ সেনা খাড়াল, বারমৈর ও ধাত হইতে সাহায্য পাইয়া পরিপুষ্ট হইতে লাগিল। এইরূপে আট বৎসর অতীত হইল, তথাপি মুসলমানগণ কিছুই করিতে পারিল না। সেই সময়ে রাবল জয়ৎসিংহ প্রাণত্যাগ করিলেন। দুর্গের অভ্যন্তরেই তাঁহার অন্ত্যেষ্টি সৎকার সাধিত হইল। তিনি অষ্টাদশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

এই দীর্ঘকালব্যাপী অবরোধের মধ্যে যশল্মীরে একটী অদ্ভুত ব্যাপার সাধিত হইতেছিল। রতনসিংহ ও যবনসেনাপতি নবাব মাবুবখাঁর মধ্যে সুহৃদ সমালাপ চলিতেছিল। উভয়ে এক কঠিন বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহারা পরস্পরে স্ব স্ব কতিপয় রক্ষক সমভিব্যাহারে প্রতিদ্বন্দ্বী সেনাদ্বয়ের মধ্যস্থিত একটী খর্জ্জুর বৃক্ষতলে প্রত্যহ সাক্ষাৎ করিতেন। উভয়ে নানাপ্রকার আমোদ আহ্লাদ করিতেন; কখন একত্রে উপবেশন পূর্ব্বক দ্যূত ক্রীড়ায় নিবিষ্ট হইতেন, কখন নানা বিষয়ের মনোহর গল্প করিতেন; আবার যখন কর্ত্তব্যের অনুরোধে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইত তখন প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বীর ন্যায় পরস্পরের প্রতি অস্ত্র প্রক্ষেপ করিতেন। তাঁহাদিগের সেই বীরযোগ্য সমালাপনে সমস্ত জগৎ মুগ্ধ হইয়াছিল।

জয়ৎসিংহের মৃত্যুতে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র মূলরাজ সম্বৎ ১৩৫০ (খৃঃ ১২৯৪) অব্দে যশল্মীরের রাজগদিতে আরোহণ করিলেন। আভিষেচনিক উৎসব ব্যাপারের সহিত দুর্গমধ্যে গীতবাদ্য হইতে লাগিল। ঠিক সেই সময়ে রতনসিংহ ও মাবুব খাঁ সেই খর্জ্জুরবৃক্ষের তলে উপবিষ্ট হইয়া কথাবর্ত্তা কহিতেছিলেন। ভট্টিরাজকুমার স্বীয় বন্ধুর নিকট সেই আনন্দরোলের কারণ ব্যাখ্যা করিয়া দিলেন। অতঃপর মাবুব খাঁ বলিলেন, "বন্ধো! সুলতান আমাদিগের বন্ধুত্বের বিষয় শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার ধারণা এই যে, এই মিত্রতা প্রযুক্তই অবরোধে এত বিলম্ব হইতেছে। এক্ষণে আমি কেন কলঙ্কের ভাগী হইব? সুলতানের আদেশক্রমে আগামী কল্য ভয়ানক যুদ্ধ হইবে। আমি স্বয়ং সেনাদল চালিত করিব।" রতনসিংহ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সে যুদ্ধ অতি ভয়ানক; কিন্তু রাজপুতগণ প্রচণ্ড বীরত্বের সহিত শত্রুকুলের সেই ভীষণ আক্রমণ ব্যর্থ করিল। মুসলমান পক্ষে নয় হাজার বীর রণস্থলে পতিত হইল; কিন্তু তাহা বলিয়া শত্রুগণ নিরুৎসাহ হইল না। তাহারা নূতন সেনাবল প্রাপ্ত হইয়া নবীন উৎসাহের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। সেই বৎসরের শেষ ভাগে যশল্মীরের অভ্যন্তরে ঘোরতর অন্নকষ্ট উপস্থিত হইল। অনাহারে অনেক সৈন্য প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। তখন মূলরাজ স্বীয় সর্দ্দারদিগকে একত্রিত করিয়া ধীর ও

গম্ভীরভাবে বলিলেন "বীরগণ! এত বৎসর ধরিয়া আমরা মাতৃভূমি রক্ষা করিলাম, কিন্তু আর উপায় নাই; আমাদিগের খাদ্যসামগ্রী নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে; এক্ষণে কি কর্ত্তব্য?" প্রধান সর্দ্দারদ্বয় শেহির ও বিক্রমসিংহ উত্তর করিলেন "রাজন্! এক্ষণে শাক ভিন্ন আর উপায় নাই; আমরা জহর ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া স্বদেশ রক্ষার্থ শক্রহস্তে প্রাণ উৎসর্গ করিব।" কিন্তু শত্রুগণ তাঁহাদিগের সেই দীনদশা না জানাতে সেই দিবসেই রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া গেল।

নবাব মাবুবখাঁর একটী কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। শক্রসেনার অপসরণের পর রতনসিংহ স্বীয় বন্ধুর সেই অনুজকে যশল্মীরের অভ্যন্তরে আনয়ন করিলেন। সেই যবন ভট্টিকুলের প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারিয়া গুপ্তভাবে দুর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যবনসেনাপতিকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইল। তখন তাহারা পুনর্ব্বার দুর্গ অবরোধ করিল। মূলরাজ স্বীয় ভ্রাতাকে যারপর নাই ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন "তুমিই এই অনর্থের মূল; এক্ষণে কি কর্ত্তব্য?" রতনসিংহ উত্তর করিলেন "যবন যে এতদূর বিশ্বাসঘাতক, তাহা আমি জানিতাম না। যাহা হউক, এক্ষণে এক মাত্র উপায় আছে। এক্ষণে মহিলাগণকে সংহার করিতে হইবে, অগ্নি ও জলে যাহা কিছু ধ্বংস করা যাইতে পারে, তৎসমস্তই নষ্ট করিতে হইবে,— তদ্ব্যতীত সমস্ত দ্রব্য ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া দুর্গদ্বার উন্মোচন পূর্ব্বক অসিহস্তে শক্রর উপর আপতিত হইব এবং মাতৃভূমির জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়া অক্ষয় স্বর্গসুখ লাভ করিব।"

রণদামামা বাজিয়া উঠিল। সর্দ্দারগণ চারিদিক হইতে আসিয়া একত্র সমবেত হইলেন। সকলেরই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা—"যশোনগরের যশোরাশি উজ্জ্বলিত করিব, যদুকুলের গৌরব গরিমা বৃদ্ধি করিব।" অনন্তর মূলরাজ সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,— "বন্ধুগণ! তোমরা বীরকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ; মাতৃভূমির সম্মান রক্ষার্থ প্রাণ উৎসর্গ করিতে তোমাদের মধ্যে কেহই পরাঙ্মুখ নহেন। ক্ষত্রিয়কুলে তোমাদের ন্যায় আর কে বীর আছে? কোন্ ক্ষত্রিয় বীরত্বে তোমাদিগকে অতিক্রম করিতে পারে? রণস্থলে কোন্ বীর তোমাদিগকে বিমুখ করিতে পারে? তোমাদিগের প্রচণ্ড বিক্রম সম্মুখে রণমত্ত মাতঙ্গও পরাহত হইয়া থাকে। তোমরা প্রভুভক্ত; প্রভু ও স্বদেশের সম্মান রক্ষার্থ শাণিত অসি তোমাদিগের হস্তে উদ্যত রহিয়াছে। এক্ষণে ঐ তীক্ষ্ণধার তরবারাঘাতে শক্রদিগকে নিপাতিত করিয়া যশল্মীরের গৌরব বৃদ্ধি কর।" এই প্রকার তেজোময় জ্বলন্ত উৎসাহবাক্যে সৈন্য ও সামন্তদিগের হৃদয় উৎসাহিত করিয়া মূলরাজ স্বীয় ভ্রাতা রতনসিংহের সমভিব্যাহারে অন্তঃপুর মধ্যে মহিষীদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। পত্নীদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহারা তাঁহাদিগকে ধীর গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—"বীরবনিতাগণ! প্রিয় সম্ভাষণের সময় অতীত হইয়াছে; এক্ষণে তোমাদের এক কঠোর কর্ত্তব্যের সময় উপস্থিত; যশল্মীর আর রক্ষা করিতে পারিলাম না। আর সময় নাই; শীঘ্র স্বর্গপুরে মিলিত হইবার নিমিত্ত এক্ষণে সোহাগুণের* জন্য প্রস্তুত হও।"

* স্বামী জীবিত থাকিতে যে মহিলা চিতানলে প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তিনি সোহাগুণ; এবং যিনি পতির সহগামিনী হয়েন, তিনি দোহাগুণ নামে অভিহিত হয়েন।

এই কথা শুনিয়া সোদা মহিষী হাসিতে হাসিতে বলিলেন "আজ রাত্রে আমরা প্রস্তুত হইব এবং প্রভাত-আলোকের সহিত স্বর্গধামে আশ্রয় লইব।" যশল্মীরের সমস্ত সর্দ্দার ও তাঁহাদিগের বনিতাগণও এইরূপে ভয়াবহ ব্রতের উদ্‌যাপনে প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। রাজা ও রাণী চিরকালের জন্য সেই রজনী একত্রে যাপন করিয়া প্রাতঃকালের ভীষণ ব্যাপারের জন্য প্রস্তুত হইলেন। রজনী প্রভাত হইল; তরুণ অরুণ কিরণে চতুর্দ্দিক আলোকিত হইয়া উঠিল; স্নানাহ্নিকাদি নিত্যকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইল। বালিকা, তরুণী, প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধা অন্তঃপুরদ্বারে একত্র সমবেত হইয়া আত্মীয় স্বজনগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন; তখনই ভয়াবহ জহর ব্রতের অনুষ্ঠান হইল; চতুর্বিংশতি সহস্র রাজপুতমহিলা অম্লানবদনে জীবন উৎসর্গ করিল,—কেহ তরবারগ্রাসে, কেহবা জ্বলন্ত অনলকুণ্ডে! শোণিতরাশি তরঙ্গাকারে প্রবাহিত হইল; ভয়াবহ চিতাসমূহের ধূমপটল গগনমার্গে আরোহণ করিল; জীবন পরিত্যাগ করিতে একজন মাত্রও অণুমাত্র ভয় পাইল না। সেই যশল্মীর দুর্গে যাহা কিছু মূল্যবান ছিল, তৎসমস্তই লোকললামভূতা ললনাকুলের জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে বিদগ্ধ হইল; তৃণমাত্র মূল্যের দ্রব্যও শত্রুর জন্য অবশিষ্ট রহিল না! যশলের প্রিয়তম রাজধানী আজি ভয়াবহ হৃদয়বিদারক শ্মশানে পরিণত হইল। ভট্টি রাজভ্রাতৃগণ কঠোর হৃদয়ে সেই বীভৎস দৃশ্যের অভিনয় দেখিলেন, তাঁহাদের মস্তকের একগাছি কেশমাত্রও কম্পিত হইল না। তাঁহাদের জীবন দুর্ভর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল; এক্ষণে তাঁহারা সেই দুর্বহ ভার ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইলেন। স্নানান্তর পূজাবিধি সমাপন করিয়া সেই প্রচণ্ড বীরগণ দীনদরিদ্রদিগকে প্রভূত ধনরত্ন বিতরণ করিলেন; কর্ণে তুলসী, গলদেশে শালগ্রাম ও মস্তকে মুকুট ধারণ করিলেন এবং পীতবসন ও যথাযোগ্য অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া পরস্পরের নিকট বিদায়গ্রহণ পূর্ব্বক রণস্থলে অবতীর্ণ হইতে উদ্যত হইলেন। এইরূপে তিন সহস্র অষ্টশত যোধ রোষারক্ত বদনে স্ব স্ব সর্দ্দারের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইয়া রহিলেন।

রতনসিংহের গরসিংহ ও কনর নামে দুইটী পুত্র ছিল। তৎকালে জ্যেষ্ঠ রাজকুমারের বয়স দ্বাদশ বৎসর মাত্র। স্বীয় পুত্রদ্বয়ের প্রাণরক্ষার্থ ইচ্ছুক হইয়া রতনসিংহ মুসলমান সেনাপতিকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। যবনবীর তাহাতে সম্মত হইয়া সেই রাজকুমারদ্বয়ের জীবনরক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন এবং তাহাদিগকে আনয়নার্থ দুইটী বিশ্বস্ত অনুচরকে প্রেরণ করিলেন। রতনসিংহ অনন্তকালের জন্য প্রাণকুমার যুগলের নিকট বিদায় লইয়া সেই যবনানুচরদ্বয়ের হস্তে সমর্পণ করিলেন। তাহারা রাজশিবিরে উপস্থিত হইলে সদাশয় নবাব সদয়ভাবে তাহাদিগকে গ্রহণ করিলেন এবং বালকদিগের মস্তকে করাবর্ত্তন করিয়া সান্ত্বনা প্রদান করিলেন; পরে তাহাদিগের রক্ষণ, ভরণ ও শিক্ষার্থ দুইটী ব্রাহ্মণকে নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

পর দিবস প্রাতে সুলতানের বিরাট অনীকিনী যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইল; দুর্গের সমস্ত দ্বার উন্মুক্ত হইল; যুদ্ধ আরব্ধ হইল। রতন সমর-সাগরে নিমগ্ন হইলেন; কিন্তু তাঁহার তরবার বীভৎস সংহারকার্য্যে নিবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে একশত বিংশতি জন মীর

যোধ একমাত্র তাঁহারই হস্তে নিপতিত হইল। মূলরাজের শাণিত ভল্ল তাড়িত বেগে ম্লেচ্ছগণের উপর বিদ্ধ হইতে লাগিল; রণস্থল শোণিতে প্লাবিত হইল। ভূত প্রেত ও পিশাচদল রক্তে আপ্লুত হইল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। যদুবীর অবশেষে সপ্তশত নির্ব্বাচিত স্বজন সভিব্যাহারে রণস্থলে শয়ন করিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে সেই মহা ভয়াবহ সমরাভিনয় সমাপ্ত হইল। বিজেতা মুসলমানগণ দুর্গমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। মাবুবখাঁ রাজভ্রাতৃগণের শবদেহ রাশি রাশি শবদেহের মধ্য হইতে তুলিয়া আনাইয়া অনলে সৎকার করিলেন। সম্বৎ ১৩৫১ (খৃঃ ১২৯৫) অব্দে এই হৃদয় বিদারক শাক সংসাধিত হয়। দেবরাজ দুর্গের বহির্দ্দেশে শত্রুকুলের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; এক্ষণে জ্বররোগে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইল। বিজেতা যবনসেনা দুই বৎসর ধরিয়া যশল্মীর দুর্গ অধিকার করিয়া রহিল; অবশেষে সিংহদ্বার সমূহ রুদ্ধ এবং কাঙ্গরাগুলি ভগ্ন করিয়া তন্নগর পরিত্যাগ করিল। ভট্টিকুলের রাজধানী দীর্ঘকাল ধরিয়া বীভৎস শ্মশানে পরিণত হইয়া রহিল!

চতুর্থ অধ্যায়।

যশল্মীরের ভগ্নাবশেষরাশির মধ্যে মেহবোর রাঠোরগণের বাস ;—ভট্টিবীর দুদু কর্ত্তৃক তাহাদিগের পরাজয় ;—ফিরোজ শাহের প্রতি তাঁহার বৈরাচরণ ;—যশল্মীরের দ্বিতীয় ধ্বংস ;—দুদুর মৃত্যু ;—ভারতে মোগলের অভিযান ;—ভট্টি রাজকুমারগণের স্বাধীনতা প্রাপ্তি ;—রাবল গরসিংহ কর্ত্তৃক যশল্মীর পুনঃ প্রতিষ্ঠা ;—দেবরাজের পুত্র কেহুড় ;—তাঁহার ভাগ্যোন্নতি ;—তাঁহাকে রাবল গরসিংহের বিধবা পত্নীর দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ ;—গরসিংহের গুপ্ত হত্যা ;—কেহুড়ের অভিষেক ;—বিমলা দেবীর চিতানলে প্রাণত্যাগ ;—হামিরের পুত্রদিগকে কেহুড়ের উত্তরাধিকারিত্বে আদেশ ;—বিবার হইতে জৈতের নিকট বিবাহ প্রস্তাব ;—সম্বন্ধ ভঙ্গ ;—ভ্রাতৃগণের মৃত্যু ;—রাও রণিঙ্গদেবের অনুশোচনা ;—কেহুড়ের সন্তান ;—জ্যেষ্ঠ পুত্র সোমের গিরাপে গমন ;—পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণার্থ রাও রণিঙ্গদেবের পুত্রগণের মুসলমানত্ব স্বীকার ;—অভোরিয়া ভট্টিগণের সহিত তাহাদিগের সংমিশ্রণ ;—কৈলুন ;—থাড়াল হইতে দাহয়দিগকে দূরীকরণ ;—গারানদীর উপর কৈলুন কর্ত্তৃক কিরো নামক দুর্গ নির্ম্মাণ ;—তাঁহাকে জোহয় ও লাঙ্গাহদিগের আক্রমণ ;—তাঁহার হস্তে চাহিল ও মোহিলদিগের পরাজয় ;—পঞ্চনদ প্রদেশে আধিপত্য বিস্তার ;—সোমবংশে কৈলুনের বিবাহ ;—সোমবংশের বিবরণ ;—সোমদিগকে তাঁহার আক্রমণ ;—স্বীয় রাজ্যের সীমা নির্দ্দেশ ;— কৈলুনের মৃত্যু ;—চাচিকের অভিষেক ;—মারোটে তাঁহার রাজপাট স্থাপন ;—দুস্তিপতি মহীপালকে পরাজয় ;—অশ্বিনী কোট ;—ইহার আনুমানিক স্থিতিভূমি ;—শাতুলমিরের সহিত বিবাদ ;—ইহার ফল ;—হৈবত খাঁর সহিত সন্ধিবন্ধন ;—রাও চাচিকের পীলীবাঙ্গ আক্রমণ ;—খোকরদিগের বিবরণ ;—লাঙ্গদিগের বিক্রম ;—রাও চাচিকের পীড়া ;—মুলতানের রাজাকে যুদ্ধে আহ্বান ;—ধুনিয়াপুরে গমন ;—স্ব স্ব যুদ্ধের মঙ্গলাচরণ ;—খড়্গ পূজা ;—চাচিকের সদলে প্রাণত্যাগ ;—তাঁহার পুত্র কুম্ভের প্রতিশোধ গ্রহণ ;—বীরশীল কর্ত্তৃক ধুনিয়াপুর পুনঃ প্রতিষ্ঠা ;—কিরোরে তাঁহার গমন ;—তাঁহাকে লাঙ্গ ও বেলুচগণের আক্রমণ ;—তাহাদিগকে পরাজয় ;—রাও বীরশীলের সহিত রাবল বীরসিংহের সাক্ষাৎ ;—বাবর কর্ত্তৃক মুলতান জয় ;—পাঞ্জাবের ভট্টিগণের সম্ভবতঃ মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণ ;—রাবল বীরসিংহ, জৈত, নূনকর্ণ, ভীম, মনোহর দাস ও সুবলসিংহ।

যশল্মীরের সেই শোচনীয় অধঃপতনের কয়েক বৎসর পরে মেহবোর অধিপতি রাঠোর মলোজির পুত্র জগমল তাহার ধ্বংসরাশির মধ্যে বাস করিতে উদ্যোগ করিলেন ; সপ্তশত শকট মধ্যে সমস্ত দ্রব্যজাত স্থাপন করিয়া তিনি বিশাল সেনাদল সমভিব্যাহারে যশল্মীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। এই সমাচার শ্রবণে ভট্টিবীর যশিরের দুই পুত্র দুদু ও তিলকসিংহ আপনাদিগের আত্মীয় স্বজন ও সৈন্য সামন্তদিগকে একত্রিত করিয়া অকস্মাৎ রাঠোরদিগের উপর আপতিত হইলেন এবং তাহাদিগকে পরাস্ত ও বিতাড়িত করিয়া সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী আচ্ছিন্ন করিয়া লইলেন। এই মহৎ অবদান হইতে ভট্টিবীর দুদুর যশোবিভা চারিদিকে বিস্তৃত হইল ; যশল্মীরের সর্দ্দারগণ তাঁহাকে রাবল পদে অভিষেক করিল এবং তিনি বিধ্বস্ত যশলপুরীর পুনঃ সংস্কার সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। দুদু পাঁচ পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা

তিলকসিংহও স্বীয় বীরত্ব নিবন্ধন প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন। দুর্দ্দান্ত বেলুচ ও মাঙ্গলিয়োগণ এবং মেহবো, আবু ও ঝালোরের বীরগণ রাবল দুদুর অতুল পরাক্রম সম্মুখে বিনীত হইয়া পড়িয়াছিল। এমন কি অজয়মেরু পর্য্যন্ত তাঁহার বিজয়িনী সেনা চালিত হইয়াছিল। তিনি তত্রত্য আনসাগর নামক সরোবরের তীর হইতে ফিরোজ শাহের অশ্বগুলিকে বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া আনিয়াছিলেন। এই দারুণ অবমাননার প্রতিশোধ লইবার জন্য যবনরাজ যশল্মীর আক্রমণ করিলেন। ভট্টিগণ তাঁহার আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারিল না। যশল্মীর বিধ্বস্ত হইল, যশল্মীরের আবার সেই শোচনীয় নিদারুণ অধঃপতন হইল। আবার সেই ভয়াবহ জহর ব্রতের অনুষ্ঠান হইল। ষোড়শ সহস্র রাজপুতমহিলা জ্বলন্ত চিতানলে প্রাণত্যাগ করিল। দুদু স্বীয় ভ্রাতা তিলকসিংহ ও সপ্তদশ শত যোধ সমভিব্যাহারে যুদ্ধস্থলে জীবন উৎসর্গ করিলেন।

রাবল দুদু দশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর মাবুব পরলোক গমন করেন। সুতরাং (খৃঃ ১৩০৬) অব্দে রতনসিংহের পুত্রদ্বয় গরসি ও, কানর জুলফিকার ও গাজিখাঁর হস্তে সমর্পিত হয়েন। ইহাঁরা দুই জনেই মাবুবের পুত্র। কানর গোপনে যশল্মীরে আগমন করিলেন এবং গয়সি মেহবো রাজ্যে যাইতে অনুমতি পাইয়া পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। অল্প দিনের মধ্যে তথায় উপস্থিত হইয়া তিনি বিমলা দেবী নাম্নী এক রাঠোর দুহিতার পাণিগ্রহণ করিলেন। জনৈক দেবরা রাজপুতের সহিত বিমলার সম্বন্ধ ইতিপূর্ব্বে স্থিরীকৃত হইয়াছিল। সুতরাং তিনি তৎকালে বিধবা মধ্যে পরিগণিতা। গরসিংহ এই ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইলে একদা শোনিঙ্গদেব নামা তাঁহার জনৈক কুটুম্ব তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। শোনিঙ্গদেবের অদ্ভুত ভুজবল। গরসিংহের দিল্লিতে প্রতিগমন কালে তিনি তাঁহার সমভিব্যাহারে তথায় যাইতে সম্মত হইলেন। শোনিঙ্গের অতুল বিক্রমের কথা শ্রবণ করিয়া যবনরাজা তাহা পরীক্ষা করিতে চাহিলেন এবং তাঁহাকে খোরাষণের নৃপতি প্রেরিত একখানি বৃহৎ আয়স ধনুতে গুণ যোজনা করিতে দিলেন। পরাক্রান্ত ভট্টিবীর অবলীলাক্রমে সেই প্রকাণ্ড লৌহ শরাসনে জ্যা রোপণ করিলেন, শুধু তাহা নহে রাজার সম্মুখে তিনি তাহা দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। এই সময় তৈমুরশাহ* ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। দিল্লীশ্বর মোগলবীরের সেই প্রচণ্ড আক্রমণ ব্যর্থ করিবার নিমিত্ত গরসিংহকে রণস্থলে প্রেরণ করিলেন এবং তাঁহার বীরত্বে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে

---

* ইহা ভট্টের অথবা অনুলিপিকরের ভ্রম, তাহা স্থির করিতে পারা যায় না। যশল্মীরের মূর্খ অনুলিপিকরগণ জানিত যে, একমাত্র তৈমুরই ভীষণতম বিক্রম সহকারে ভারতবর্ষে আপতিত হইয়াছিল, সেই জন্য তাহারা এই আক্রমককে তৈমুর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে; কিন্তু তাহারা জানিত না যে, আলা-উদ্দীনের শাসনকালে অনেকগুলি মোগল বীর ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিল। সম্ভবতঃ এস্থলে তাতারমাজের সেনাপতি ইবাক খাঁ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইবাক খাঁ হিঃ ৭০৫ (খৃঃ ১৩০৫) অব্দে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া ঘোরতররূপে পরাস্ত হইয়াছিল।

যশল্মীরের সংস্কার সাধন করিতে অনুমতি দিয়া তৎপ্রদেশের পাট্টা অর্পণ করিলেন। স্বীয় আত্মীয় কুটুম্ব এবং বন্ধু জগমলের সামন্তদিগের সাহায্যে তিনি অচির কাল মধ্যে ভট্টি রাজ্যে শান্তি ও সুশৃঙ্খলা পুনঃ স্থাপন করিতে সক্ষম হইলেন। গরসিংহের বলবিক্রম ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি বিশাল সেনাদলের অধীশ্বর হইলেন। হামির ও তাঁহার সর্দ্দারগণ ভট্টিরাজের অধীনতা স্বীকার করিলেন। কিন্তু যশিরের পুত্রগণ কিছুতেই বিনীত হইতে চাহিলেন না।

মূলরাজ (তৃতীয়) দেবরাজ নামে যে পুত্র লাভ করিয়াছিলেন; মুন্দরাধিপ রাণা রূপরার দুহিতার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। সেই রাজকুমারীর গর্ভে দেবরাজের কেহূড় নামে একটী পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুলতান কর্ত্তৃক যশল্মীর আক্রান্ত হইবার প্রাক্কালে কেহূড় জননীর সহিত মুন্দরে নীত হয়েন। দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে কেহূড় স্বীয় মাতামহের গোপালকদিগের সহিত বনে গোচারণে গমন করিতেন। যৎকালে রাখালগণ ইতস্ততঃ ব্যাপৃত থাকিত, কেহূড় তৎকালে ইক্ষুদণ্ড লইয়া ধেনুগুলিকে বদ্ধ করিতেন। একদা এই ব্যাপারের অনুষ্ঠানে ক্লান্ত হইয়া তিনি একটী বিবরের উপরিভাগে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। কিয়ৎকাল পরে একটা ভুজঙ্গ সেই গর্ত্ত হইতে বহির্গত হইয়া সুসুপ্ত রাজকুমারের মস্তকোপরি স্বীয় বিশাল ফণা বিস্তার করিয়া রহিল। সেই সময় একজন চারণ সেই পথ দিয়া যাইতেছিল। সর্পকে তদবস্থায় দেখিয়া সে ব্যক্তি রাণার নিকট যাইয়া সেই বৃত্তান্ত প্রকাশ করিল। রাণা সত্বর সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং স্বীয় দৌহিত্রের ভবিষ্যৎ সৌভাগ্য বুঝিতে পারিয়া অতুল আনন্দ উপভোগ করিলেন। এদিকে বিমলাদেবীর গর্ভে গরসিংহের পুত্রাদি প্রসূত না হওয়াতে তিনি দত্তক পুত্র গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন; ভট্টিকুলের সমস্ত রাজকুমার তাঁহার সম্মুখে একত্রিত হইল; কিন্তু কেহই কেহূড়ের সমতুল্য হইতে পারিল না। সুতরাং তিনি কেহূড়কেই মনোনীত করিলেন। ইহাতে যশিরের পুত্রগণ বিরক্ত হইয়া সিংহাসন লাভের নিমিত্ত ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। এই সময়ে কেহূড় প্রত্যহ একটী সরোবর দেখিতে যাইতেন। সেই সরোবরটী তখনও খানিত হইয়াছিল। যশিরের দুর্ব্বৃত্ত পুত্রগণ একদা তাঁহাকে সেই সরোবর তীরে আক্রমণ করিয়া হত্যা করিল। এই রোমহর্ষণ শোচনীয় সংবাদ প্রাসাদে বাহিত হইবামাত্র বিমলাদেবী দুরাচারদিগের দুরভীষ্ট ব্যর্থ করিবার জন্য কেহূড়কে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। তৎকালে তিনি স্বামীর অনুগমন না করিয়া দুইটী অত্যাবশ্যকীয় ব্যাপার সুসম্পন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; সেই দুইটী ব্যাপার—কেহূড়ের পদ দৃঢ়ীকরণ এবং সেই সরোবরের সমাপন। ছয় মাসের মধ্যে উভয় কার্য্যই সুসিদ্ধ হইল। তখন তিনি চিতানলে তনুত্যাগ করিয়া স্বর্গধামে স্বামির সহিত মিলিত হইলেন। বিমলাদেবী হামিরের পুত্রদ্বয়কে কেহূড়ের পোষ্যপুত্ররূপে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছিলেন। সেই দুইটী রাজকুমারের নাম,—জৈত ও লূনকর্ণ।

চিতোরেশ্বর রাণা কুম্ভের নিকট হইতে রাজকুমার জৈত সমীপে নারিকেল প্রেরিত হইল। অতঃপর ভট্টিরাজকুমার মিবারের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি আরাবল্লি

পর্ব্বতের দ্বাদশ ক্রোশ দূরে উপস্থিত হইলে শালবাণীর প্রসিদ্ধ শঙ্কলা বীর মীরাজ তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। সেই বন্ধুসমাগমের পর দিবস প্রাতঃকালে জৈত পুনর্ব্বার বিবাহ যাত্রায় বহির্গত হইবার উদ্যোগ করিলেন; এমন সময়ে দক্ষিণ পার্শ্বে একটা বন্য কপোত বার বার চীৎকার করিতে লাগিল। শঙ্কলা বীরের শ্যালক তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন; তিনি শাকুন বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী। তাহার রব শুনিয়া তিনি বলিলেন "ইহা একটী ভয়ানক অলক্ষণ, অতএব অদ্য যাত্রা করা কখনও কর্ত্তব্য নহে।" জৈত অমনি অশ্বরশ্মি আকর্ষণ করিয়া সেই দিবস তথায় বিরাম করিলেন। পরদিন প্রাতে তাঁহারা সকলে স্ব স্ব তুরঙ্গে আরূঢ় হইয়াছেন, এমন সময়ে একটা ব্যাঘ্রী চীৎকার করিতে লাগিল। তখন শাকুনিক গণনা করিয়া বলিল "বড় ঘরের ভিতরের কথা প্রকাশ করিবার আবশ্যক নাই; আপনার মিবারে যাওয়া হইবে না; এক্ষণে একজন রাজপুত যুবককে নাপিতনীর ছদ্মবেশে কমলমীরে যাইয়া সমস্ত বিষয় জানিয়া আসিতে বলুন, তাহা হইলেই গূঢ় বৃত্তান্ত জানা যাইবে।" তদনুসারে একটী বলিষ্ঠ রাজপুত মিবারে প্রেরিত হইল; সে প্রত্যাগত হইয়া বলিল "বড় ভাল দেখিলাম না। রাণার মনে একটী ভয়ানক দুরভিসন্ধি আছে।" জৈত মিবারের অভিমুখে আর অগ্রসর না হইয়া শঙ্কলা সর্দ্দারের দুহিতা মারুদীকে বিবাহ করিলেন। তাঁহার উক্তরূপ আচরণে রাণা ক্রুদ্ধ হইলেন, কিন্তু নিজ দুরভিসন্ধির বিষয় ভাবিয়া তিনি প্রতিশোধ লইতে পারিলেন না। এই সকল ব্যাপারের কিছুদিন পরে জৈত স্বীয় ভ্রাতা লূনকর্ণ এবং শ্যালকের সহিত পুগল অধিকার করিতে উদ্যোগ করাতে একশত বিংশতি জন সৈনিক সমভিব্যাহারে রাও রণঙ্গদেবের হস্তে প্রাণত্যাগ করিলেন। যখন রাও রণঙ্গদেব নিহত ব্যক্তিদিগের পরিচয় পাইলেন, তাঁহার বিষাদের আর সীমা রহিল না। অসীত বেশ ধারণ করিয়া আত্মকর্ম্মের অনুশোচনা করিতে করিতে তিনি ভারতের সমস্ত তীর্থে ভ্রমণ করিয়া আসিলেন এবং স্বদেশে প্রত্যাগত হইলে কেহুড়ের নিকট ক্ষমা ও সান্ত্বনা লাভ করিয়া সুখী হইলেন।

কেহুড়ের আট পুত্র,—১ম, সোমজি, ইহাঁর অনেক সন্তান সন্ততি। তাহারা সোমভট্টি নামে প্রসিদ্ধ। ২য়, লক্ষ্মণ; ৩য়, কৈলূন, ইনি বলপূর্ব্বক স্বীয় জ্যেষ্ঠাগ্রজ সোমজির জাইগির বিকমপুর অপহরণ করিলেন, তাহাতে তিনি সদলে গিরাপ নামক স্থানে যাইয়া বাস করিলেন। ৪র্থ কিলকর্ণ; ৫ম শতুল ইনি একটী পুরাতন নগরের জীর্ণসংস্কার সাধন করিয়া তাহার নাম শতুলমের রাখিলেন। অবশিষ্ট পুত্রগণের নাম বিজয়, তনু ও তেজসি।

কৈলূন বিকমপুর ব্যতীত দেবরাওল উদ্ধার করিলেন এবং বিপাসা নদীতীরে স্বীয় পিতার নামে কেরো অথবা কেরোর নামে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন। ইহাতে ভট্টিকুলের চিরশত্রু জোহয় ও লাঙ্গাহদিগের সহিত তাঁহার এক ভীষণ সংঘর্ষ সমুদ্ভূত হইল। লাঙ্গাহদিগের সেনাপতি অমরখাঁ কোরাই কৈলূনকে আক্রমণ করিল, কিন্তু তাঁহার হস্তে পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিল। তৎপ্রদেশস্থ চাহিল, মোহিল ও জোহয়

কুলের* হৃদয়ে নিত্য বিষম ভীতি উদ্রেক করিয়া ভট্টিবীর কৈলূন সদর্পে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রতাপ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; ক্রমে তাহা পঞ্চনদ প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল। তিনি জামরাজের প্রসিদ্ধ শ্যামবংশে দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তাহাদিগের মধ্যে রাজত্ব লইয়া বিবাদ ও রক্তপাত হওয়াতে কৈলূন মধ্যস্থ হইয়া তাহা মীমাংসা করিয়া দিয়াছিলেন। অদৃষ্ট দেব তাঁহার প্রতি বড়ই সুপ্রসন্ন; কেননা দুই বৎসরের মধ্যে সুজোহিত জাম নিঃসন্তান হইয়া পরলোকগত হওয়াতে কৈলূন বিনা বিবাদে তাঁহার রাজ্য লাভ করিলেন। ইহাতে ভট্টিরাজ্য সিন্ধুনদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল। দ্বিসপ্ততিতম বর্ষে পদার্পণ করিয়া কৈলূন দেহত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর চাচিকদেব রাজা হইলেন †।

মূলতান রাজার আক্রমণ হইতে স্বরাজ্যকে নিরাপদে রাখিবার জন্য চাচিকদেব মারোট নামক নগরে স্বীয় রাজপাট অন্তরিত করিলেন। কিন্তু তিনি তাহাতেও তাহার বিদ্বেষবহ্নি হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন না। মূলতানাধিপ ভট্টিকুলের প্রাচীন শত্রু লাঙ্গাহ, জোহয়, খীচি ও তৎপ্রদেশস্থ অপর অপর অধিবাসীদিগকে একত্রিত করিয়া চাচিকদেবকে আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। এই সংবাদ শ্রবণে ভট্টিরাজ সপ্তদশ সহস্র অশ্ব এবং চতুর্দ্দশ সহস্র পদাতি সেনা সজ্জিত করিয়া শত্রুকুলের সম্মুখীন হইবার অভিলাষে বিপাসা নদী উত্তীর্ণ হইলেন। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হইল; কিন্তু ভট্টিরাজ জয়ী হইলেন এবং জয়ার্জ্জিত দ্রব্যাদি লইয়া জয়োৎফুল্ল মনে মারোট নগরে প্রত্যাগত হইলেন। ইহার পর বৎসরে আর একটী যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল; তাহাতে সাত শত চল্লিশ জন ভট্টি এবং তিন হাজার মূলতানী যোধ রণস্থলে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। উপর্য্যুপরি এই সকল জয়লাভ হইতে চাচিকদেবের বিক্রম দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল; ক্রমে তাঁহার রাজ্য বিপাসার পর পারস্থ অশ্বিনীকোট ‡ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল। উক্ত নগরে একটী সেনাদল স্থাপন করিয়া চাচিকদেব পুগলে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। অতঃপর তিনি দণ্ডীদিগের অধিপতি মহীপালকে আক্রমণ করিয়া পরাস্ত করিলেন। এই নূতন জয়ার্জ্জনের পর তিনি যশল্মীরে প্রত্যাগত হইলেন। বারু নামক নগর হইয়া তিনি স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছিলেন, এমন সময় পথিমধ্যে জনৈক জিঞ্জ রাজপুতের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। সেই ব্যক্তি তাঁহাকে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট মেষ উপহার দিয়া দীন বচনে কহিল "রাজন্! বীরজঙ্গ

---

* হয় এই সকল বংশ নির্ম্মূল হইয়াছে; অথবা মুসলমানধর্ম্মে অন্তরিত হইয়া আপনাদের প্রাচীন নাম ত্যাগ করিয়াছে।

† বর্ণিত আছে যে, রণমল অভিষিক্ত হইয়া ছিলেন; কিন্তু তিনি যশল্মীরের সিংহাসনে আরূঢ় হয়েন নাই; তাঁহার জাইগির রাজ্যের উত্তর অংশে স্থাপিত। রণমল তথায় গমন করিয়া দুই মাস মাত্র শাসন দণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন।

‡ সুপ্রসিদ্ধ ভৌগলিক ডি এনভিল শিনকোট নামে একটী প্রাচীন নগরের বর্ণন করিয়াছেন; তাহা কাবুল ও সিন্ধুনদের সঙ্গমস্থলে স্থাপিত। অনেকে অনুমান করেন যে, ঐ শিনকোটই প্রাচীন অশ্বিনী-কোট

নামক জনৈক দুর্দ্দান্ত রাঠোর আমার উপর অতিশয় অত্যাচার করে; এক্ষণে আপনি না রক্ষা করিলে আত্মরক্ষার আর উপায় দেখিতেছি না।"

চাচিকদেব স্বীয় সৈন্যসামন্তদিগকে একত্রিত করিলেন এবং সেটা জাতির অধিপতি শূমর খাঁর সহিত একত্রিত হইয়া বীরজঙ্গকে আক্রমণ করিলেন। শাতুলমেরের সমস্ত রাঠোর তাঁহার নিকট পরাস্ত হইল; অনেকে তাঁহার নিকট অধীনতা স্বীকার করিল। তন্নগরের শ্রেষ্ঠী ও অপর অপর ধনী ব্যক্তিগণ স্ব স্ব মুক্তির জন্য নিষ্ক্রয় স্বরূপ বিপুল ধন দান করিতে চাহিল; কিন্তু চাচিকদেব তাহাদের কোন প্রস্তাবেই সম্মত না হইয়া বলিলেন "তোমরা যদি সপরিবারে এই রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া যশল্মীরে গিয়া বাস করিতে পার, তাহা হইলে মুক্তি দিতে পারি, নতুবা চিরজীবন তোমাদিগকে কারাগারে অতিবাহিত করিতে হইবে।" জীবনরক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া তাহারা বিজেতার প্রস্তাবে সম্মত হইল এবং স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া ভট্টিরাজ্যে আগমন করিল। সেইদিন হইতে যশল্মীর নগর সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। তাহারা দেবরাওল পুগল, মারোট প্রভৃতি নগরে বাস করিতে লাগিল। বিজিত রাঠোরের তিনটী পুত্র চাচিকের হস্তে বন্দী হইল; তাহাদের মধ্যে কনিষ্ঠ দুইটী মুক্ত হইল; কিন্তু তিনি জ্যেষ্ঠ মৈরাকে শরীরবন্ধকরূপে রক্ষা করিলেন। চাচিকদেব স্বীয় মিত্র সেটা সর্দ্দারকে বিদায় দিলেন এবং তদীয় পৌত্রী সোনালদেবীর পাণিগ্রহণ করিলেন এবং বিবাহের যৌতুক স্বরূপ শ্বশুর হৈবত খাঁর নিকট হইতে পঞ্চাশটী ঘোটক, পঞ্চত্রিংশৎ কৃতদাস, চারিখানি শিবিকা ও দ্বিসহস্র উষ্ট্রী প্রাপ্ত হইয়া মারোট নগরে প্রত্যাগত হইলেন।

এই ঘটনার দুই বৎসর পরে চাচিকদেব পীলীবাঙ্গের অধীশ্বর খোকুর থির-রাজের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন। তাঁহার আক্রমণে শত্রুকুল পরাস্ত হইল; তিনি তাহাদিগের রাজ্যের যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিলেন। এই সুযোগে ভট্টিকুলের চিরশত্রু লাঙ্গাহগণ ধুনিয়ারপুর নামক নগরের উপর আপতিত হইয়া তত্রত্য ভট্টিদিগকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিল। বহুজয়ার্জ্জনের পর রাবল চাচিকদেব অবশেষে রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। ব্যাধির আক্রমণে নির্জ্জীববৎ প্রাণত্যাগ করা অপেক্ষা ভট্টিরাজ যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন ত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং নিকটে কোন শত্রুকে না পাওয়াতে মুলতানের লাঙ্গাহ রাজের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, "আমি আপনার নিকট যুদ্ধ প্রার্থনা করি; রোগগ্রাসে জীবন বিসর্জ্জন করা অপেক্ষা শত্রুর হস্তে প্রাণত্যাগ করিলে আমি পরমসুখে স্বর্গধামে আশ্রয় পাইব।" লাঙ্গাহরাজ সর্ব্বপ্রথম অল্প সন্দেহ করিলেন; কিন্তু ভট্টিদূত বলিল যে চাচিকদেব বীরযোগ্য মৃত্যু প্রার্থনা করিয়াছেন এবং তাঁহার সহিত পাঁচ শত মাত্র সৈন্য আসিবে। তখন মুলতানরাজ সম্মত হইলেন। উভয়পক্ষে যুদ্ধের সমস্ত আয়োজন হইল। রাবল স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র গজকে অভিষেক করিয়া সপ্তশত সৈন্য সমভিব্যাহারে ধুনিয়ারপুর নগরে যাত্রা করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া অবগত হইলেন যে মুলতানরাজ দুই ক্রোশের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার আনন্দের আর সীমা রহিল না। তিনি স্নানাহ্নিক সমাপন করিয়া স্বীয় খড়্গ

ও দেবতাদিগকে পূজা করিলেন, ধনরত্ন দান করিলেন এবং সংসারের মায়া মমতা ত্যাগ করিয়া পরমার্থ চিন্তায় নিবিষ্ট হইলেন।

যুদ্ধ বাধিল; দুই ঘণ্টা ধরিয়া উভয় বীরে ঘোরতর দ্বন্দ্ব যুদ্ধ হইল; উভয় পক্ষের সেনাদল পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী বাছিয়া লইয়া ভীষণ যুদ্ধ করিতে লাগিল। যদুরায় স্বীয় সমস্ত সৈন্যসামন্তগণের সহিত বিস্ময়কর বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া রণস্থলে প্রাণত্যাগ করিলেন। দুই সহস্র খাঁ তাঁহাদের তীক্ষ্ণ অসিমুখে পতিত হইল। রণস্থলে শোণিতনদী প্রবাহিত হইতে লাগিল; ভট্টিবীর নশ্বর নরদেহ ত্যাগ করিয়া দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক স্বর্গধামে গমন করিলেন; ইন্দ্র তাঁহাকে স্বীয় সিংহাসনে স্থান দিলেন। সুলতান রাজ বিপাসা উত্তীর্ণ হইয়া স্বনগরে প্রতিগত হইলেন।

চাচিকদেবের কনিষ্ঠপুত্র রণবীর অশৌচোচিত ক্রিয়াকলাপ দেবরাওল নগরে সমাপন করিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার অপর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কুম্ভ উন্মাদরোগে আক্রান্ত হইয়া তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং সর্ব্বসমক্ষে শপথ করিলেন "পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইবই লইব।" সেই দিবসেই তিনি একটীমাত্র দাস সমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন এবং রাজার শিবিরে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু সেই শিবির দ্বাবিংশতি হস্তপরিমিত এক প্রকাণ্ড পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত। ভট্টিবীর কুম্ভ গভীর রজনীযোগে অশ্বারোহণে সেই পরিখা লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক উত্তীর্ণ হইলেন, এবং অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া কালুশাহের মস্তকচ্ছেদন করিলেন; অনন্তর সেই ছিন্ন মুণ্ড লইয়া তিনি দেবরাওল নগরে ভ্রাতৃগণের সহিত পুনর্ম্মিলিত হইলেন। বীরশীল ধুনিয়ারপুর পুনঃস্থাপন করিয়া কিরোরে গমন করিলেন। তাহাদের প্রাচীন শত্রু লাঙ্গাহগণ হাইবৎ খাঁর দ্বারা পরিচালিত হইয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে আক্রমণ করিল; কিন্তু তাহার অনেক সৈন্যসামন্ত ভট্টি-রাজকুমারের হস্তে পতিত হইল; সে পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিল। এই সময়ে বেলুচ হুঁষেণ খাঁ বিকমপুর আক্রমণ করিল।

রাবল বীরসিংহ এই সময়ে যশল্মীরের সিংহাসনে আসীন ছিলেন। তিনি রাও বীরশীলের প্রত্যাগমন কালে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। সম্বৎ ১৫৩০ (খৃঃ ১৪৭৪) অব্দে বিকমপুরের তোরণ সকল ও প্রাসাদ তৎকর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল।

ইহার পরবর্ত্তী ঘটনা সমূহ ভট্টিরাসাগ্রন্থের সারসঙ্কলন করিয়া বর্ণিত হইল। কৈলনের সন্তানসন্ততিগণ ক্রমে ক্রমে বিস্তৃত হইয়া পড়িতে লাগিল। অবশেষে তাহারা বহু শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া গারানদীর উভয় তীরস্থ ভূমি সমূহে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। এই সময়ে সুলতান বাবর লাঙ্গাহগণের হস্ত হইতে মূলতান আচ্ছিন্ন করিয়া তথায় জনৈক মুসলমান শাসনকর্ত্তাকে স্থাপন করেন। সেই দিন হইতে ভট্টি ও মোগলে ঘোরতর সংঘর্ষ সমুদ্ভূত হইল। দুর্দ্দান্ত মোগলের গ্রাস হইতে স্বদেশ-রক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া কিরোরকোট, ধুনিয়ারপুর, এবং পুগল ও মারোটের ভট্টিগণ বোধ হয় পিতৃপুরুষগণের ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা ঐতিহাসিকগণের অনুমান মাত্র, কেননা এতৎ সম্বন্ধে স্পষ্ট বিবরণ কোথায়ও দেখিতে পাওয়া যায় না।

রাবল বীরসিংহের পর জৈত, লূনকর্ণ, ভীম, মনোহর দাস ও সুবল প্রভৃতি পঞ্চজন ভট্টিনরপতির অতি সংক্ষেপ বৃত্তান্ত প্রকটিত হইয়াছে। শেষোক্ত নরপতির শাসনকালে ভট্টিকুলের রাজনৈতিক ইতিহাসে নূতন যুগের অবতারণা দেখিতে পাওয়া যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

যশল্মীরের স্বাধীনতাচ্যুতি ;—উত্তরাধিকারিত্বের পরিবর্ত্তন ;—সুবলসিংহ ;—অমরসিংহ ;—চুন্না রাজপুতদিগের বিদ্রোহ ;—বিকানীরের রাঠোরদিগের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ ;—সীমান্ত বিবাদের সূত্রপাত ;—ভট্টিদিগের জয়লাভ ;—রাজা অনুপসিংহ ;—যশল্মীরে-আক্রমণ ;—আক্রমকদিগের পরাজয় ;—রাবলকর্তৃক পুগল পুনর্লাভ ;—অমরসিংহের মৃত্যু ;—যশোবন্ত ;—যশল্মীরের অধঃপতন ;—পুগল ;—বারমের ;—ফিলোডী ;—দাউদ-পুত্রগণকর্ত্তৃক খাড়াল-আক্রমণ ;—অখিসিংহ ;—তাঁহার পিতৃব্য তেজসিংহ কর্ত্তৃক সিংহাসনাপহরণ ;—রাষ্ট্রাপহারকের হত্যা ;—বাহবলখাঁর খাড়াল আক্রমণ ;—রাবল মূলরাজ ;—স্বরূপসিংহ মেহতা ;—তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ;—রাবলের পদচ্যুতি ও কারারোধ;—রায়সিংহের রাজ্যাভিষেক ঘোষণা ;—রাজ্যগ্রহণে তাঁহার অস্বীকার ;—জনৈক রাজপুতনী কর্ত্তৃক মূলরাজের মুক্তি ;—রাজসিংহাসন পুনর্গ্রহণ ;—রাজকুমার রায়সিংহের নির্ব্বাসন ;—ভট্টিসর্দ্দারগণের বিদ্রোহ ;—তাহাদিগের দণ্ড ;—দ্বাদশ বৎসর পরে তাহাদিগের ক্ষমা ;—রায়সিংহ কর্ত্তৃক জনৈক বণিকের মস্তকচ্ছেদন ;—যশল্মীরে প্রত্যাগমন ;—দিবো নামক দুর্গে তাঁহাকে প্রেরণ ;—সলিমসিংহ ;—জোরাবরসিংহ ;—বিষপ্রয়োগে জোরাবরসিংহের প্রাণসংহার ;—রায়সিংহের অনলে প্রাণনাশ ;—তাঁহার পুত্রগণের প্রাণনাশ ;—গজসিংহ ;—ব্রিটিষগবর্ণমেণ্টের সহিত মূলরাজের সন্ধিবন্ধন ;—তাঁহার মৃত্যু ;—গজসিংহের অভিষেক।

যশল্মীরের ভাগ্যগগনে প্রচণ্ড ধূমকেতুর উদয় হইয়াছে ; ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বংশধরগণ সহস্র বিপদে,—অসংখ্য সঙ্কটে, পতিত হইয়া যে স্বাধীনতা এতদিন অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন, এতদিনে তাহা মোগলকর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে ; মোগলকুলতিলক আকবর সমগ্র ভারতকে ভীষণ দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়াছেন। ভট্টিকুলের রাসাগ্রন্থে যশল্মীরের অধঃপতন-কাহিনীর অতি অল্পই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষণে ধার্ম্মিকবর শা জাহাঁ ভারতের সার্ব্বভৌম আধিপত্যে সমাসীন। এদিকে সুবল সিংহ যশল্মীরের সিংহাসনে আরূঢ়। ইনিই সর্ব্বপ্রথম মোগলের নিকট প্রকৃত দাসত্ব স্বীকার করেন ; ইহাঁরই রাজত্বকালে যশল্মীর মোগলসাম্রাজ্যের অধীনে সামন্তরাজ্য বলিয়া পরিগণিত হয়। সুবলসিংহ যশল্মীরের শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছেন বটে, কিন্তু ইনি রাবল লূনকর্ণের সিংহাসনের উপযুক্ত অধিকারী নহেন। ইহাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা মনোহর দাস স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র রাবল নাথুকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করিয়া সিংহাসন হস্তগত করিয়াছিলেন। কিন্তু বিধাতা এই ঘাতুকের-সন্তান সন্ততিগণের জন্ত ভট্টিকুলের সিংহাসন নির্দ্দেশ

করেন নাই। রাজঘাতী মনোহর দাসের মৃত্যুর পর রাবল লূনকর্ণের দ্বিতীয় তনয় মালদেবের প্রপৌত্র সুবলসিংহের হস্তে রাজ্যের শাসনভার সমর্পিত হয়।

মনোহরদাস রামচাঁদ নামে একটী পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু রামচাঁদের রাজ্যোপযোগী কোন গুণ না থাকাতে ভট্টিসর্দ্দারগণ সুবলকে সিংহাসনে স্থাপন করিল। সুবল অনেক সদ্গুণে বিভূষিত ছিলেন। তিনি অম্বররাজের ভাগিনেয় এবং স্বীয় মাতুলের অধীনে পেশোর নগরের একটী উচ্চ আসনে স্থাপিত হইয়াছিলেন। তথায় সুবলসিংহ পার্ব্বত্য আফগান দস্যুদিগের আক্রমণ হইতে রাজকোষ রক্ষা করাতে সম্রাট তাঁহার প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া যোধপুরের অধিপতি যশোবন্তসিংহের প্রতি এই আদেশ করিয়া পাঠান যে, "সুবলসিংহকে যশল্মীরের সিংহাসনে স্থাপন করিবেন।" প্রসিদ্ধ কুম্পাবৎ নাহুর খাঁর হস্তে এই মাঙ্গলিক ব্যাপারের অনুষ্ঠানভার সমর্পিত হয়। নাহুরখাঁ যথাকালে যশল্মীরে আসিয়া সুবলসিংহকে সম্রাটের স্বাক্ষরিত সনন্দপত্র প্রদান করিলেন; এই কার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ তিনি ভট্টিনরপতির নিকট পোকর্ণ নগর প্রাপ্ত হইলেন।

সুবলের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র অমরসিংহ যশল্মীরের সিংহাসনে স্থাপিত হয়েন। সিংহাসনে আরোহণ করিবার পূর্ব্বে তিনি টীকা ডোর উৎসব সমাপন করিবার উদ্দেশ্যে বেলুচদিগকে আক্রমণ করিলেন এবং তাহাদিগের উপর জয় লাভ করিয়া সেই রণস্থলেই অভিষিক্ত হইলেন। এই সময়ে চুন্না রাজপুতগণ ঈশান কোণ হইতে পুনর্ব্বার ভট্টিরাজ্যে আপতিত হইয়া নগর গ্রাম লুণ্ঠন করাতে রাবল অমরসিংহ স্বয়ং সদলে তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। দুরাচার দস্যুদল তাঁহার নিকট পরাস্ত হইয়া আপনাদের ভাবী সদাচরণের জন্য শপথ গ্রহণ করিল।

এই সময়ে কণ্ডুলোট রাঠোরগণ প্রায় প্রত্যহই বিকমপুরে আপতিত হইয়া নৃশংসের ন্যায় অত্যাচার করিতেছিল; তাহাদের নিষ্ঠুর দুরাচরণে প্রতিদিন অসংখ্য নরনারী উৎপীড়িত হইতেছিল। ক্রমে তাহা অসহ্য হইয়া উঠিল। তখন সুন্দর দাস ও দলপত নামক তত্রত্য সর্দ্দারদ্বয় প্রতিশোধ লইতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। দলপত বলিলেন, "আইস, দুরাচার রাঠোরের রাজ্য আক্রমণ করিয়া প্রতিশোধ-পিপাসা প্রশমিত করি এবং জগতে অক্ষয় নাম রাখিয়া যাই।" এতদনুসারে তাঁহারা বিকানীরের প্রান্তস্থিত জুজু নামক নগর আক্রমণ করিলেন এবং তাহার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন পূর্ব্বক তাহা অগ্নিসাৎ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে বিকমপুরে প্রত্যাগত হইলেন। কণ্ডুলোট রাঠোরগণও ভট্টিরাজ্যের নগরগ্রাম লুণ্ঠন করিয়া ভট্টিসর্দ্দারদ্বয়ের প্রতিশোধের প্রতিশোধ লইলেন। ইহাতে উভয়দলে একটী যুদ্ধ সংঘটিত হইল; ভট্টিগণ সেই যুদ্ধে জয়ী হইলেন; তাঁহাদের হস্তে দ্বিশত রাঠোর বীর নিহত হইল। রাবল অমরসিংহ স্বীয় সর্দ্দারগণের জয়লাভে সহায়তা করিয়াছিলেন।

বিকানীরের রাজা অনুপসিংহ স্বীয় সামন্ত সেনার সহিত তৎকালে দাক্ষিণাত্যে সম্রাটের অধীনে কার্য্য করিতেছিলেন। ভট্টিগণের জয়লাভ এবং রাঠোরদিগের দুরবস্থা বিবরণ শ্রবণ করিয়া তিনি অচিরে স্বীয় মন্ত্রীর প্রতি আদেশ করিলেন,

"মন্ত্রিন্! এখনই এই মর্ম্মে ঘোষণাপত্র প্রচার কর যে, যে কোন কণ্ডুলোট অস্ত্রধারণে সক্ষম, তাহাকেই যশল্মীর আক্রমণ করিবার নিমিত্ত রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইতে হইবে এবং বিকমপুর হস্তগত ও বিধ্বস্ত করিয়া অবমানের প্রতিশোধ লইতে হইবে। যে কোন রাঠোর এই আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করিবে, সেই রাজদ্রোহী বলিয়া দণ্ডিত হইবে।" অচিরে রাজাজ্ঞা পালিত হইল। প্রত্যেক রাঠোর তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিল। এদিকে রাবল অমরসিংহ স্বীয় সৈন্যসামন্তদিগকে একত্রিত করিয়া শত্রুকুলের সম্মুখীন হইতে অগ্রসর হইলেন। অনেক রাঠোরসর্দ্দার তাঁহার হস্তে প্রাণত্যাগ করিল; প্রান্তস্থিত অনেক নগর গ্রাম অনলে দগ্ধ হইল; বিপুল ধনরত্ন তাঁহার হস্তে পতিত হইল। বারমৈর ও কটোরার রাঠোরদিগকে পরাস্ত ও পদানত করিয়া তিনি পুগল পুনর্ব্বার হস্তগত করিলেন।

রাবল অমরসিংহ আট পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র যশোবন্তসিংহ সম্বৎ ১৭৫৮ (খৃঃ ১৭০২) অব্দে যশল্মীরের সিংহাসনে অভিষিক্ত হয়েন।

রাবল অমরসিংহের মৃত্যুর স্বল্পকাল পরেই রাঠোরগণ পুগল, বারমৈর, ফিলোদী এবং অপর অপর অনেক নগর নগরী আচ্ছিন্ন করিয়া লইল। তদ্ব্যতীত গারা নদীর তীরভূমে ভট্টিকুলের যে সমস্ত অধিকার ছিল, তৎসমস্তই দাউদখাঁ নামক জনৈক আফগান সর্দ্দার কর্ত্তৃক অপহৃত হইল। সেই রাজ্য পরিশেষে দাউদপোত্র নামে অভিহিত হইয়াছিল।

যশোবন্তসিংহের পাঁচ পুত্র;—জগৎসিংহ, ঈশ্বরসিংহ, তেজসিংহ, সর্দ্দারসিংহ ও সুলতানসিংহ। জগৎসিংহ আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার তিনপুত্র,—অখিসিংহ, বুধসিংহ ও জোরাবরসিংহ।

অখিসিংহ রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন; বুধসিংহ বসন্তরোগে প্রাণত্যাগ করেন। অখিসিংহের পিতৃব্য তেজসিংহ ভ্রাতুষ্পুত্রের রাজ্য অপহরণ করিয়াছিলেন; তাহাতে রাজকুমারদ্বয় দিল্লি নগরীতে পলায়ন করিলেন। এই সময়ে তাঁহাদের পিতামহ রাবল যশোবন্তসিংহের ভ্রাতা হরিসিংহ সম্রাটের অধীনে দিল্লিতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ভ্রাতুষ্পৌত্রদিগের দুর্দ্দশার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তিনি রাষ্ট্রাপহারক তেজসিংহকে পদচ্যুত করিবার অভিপ্রায়ে যশল্মীরে প্রত্যাগত হইলেন। যশল্মীরে "লাস" নামে একটী প্রাচীন উৎসব প্রচলিত ছিল। সেই উৎসবের অনুসারে ভট্টিরাজ প্রতি বৎসর গরসিসর নামক সরোবরে গমন করিয়া হ্রদগর্ভ হইতে স্বয়ং সর্ব্বাগ্রে মুষ্টিমেয় কর্দ্দম খনন করিয়া লইতেন; তাহার পর রাজ্যের সমস্ত ধনী ও নির্ধন ব্যক্তি তাঁহার উদাহরণ অনুসরণ করিত। এইরূপে গরসিংহ সরোবরের পঙ্কোদ্ধার হইত। তেজসিংহ উক্ত উৎসব সমাপন করিবার অভিলাষে মহাধূমধামের সহিত সেই সরোবরের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময়ে হরিসিংহ সদলে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। তেজসিংহ ঘোরতর আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন; কিন্তু হরিসিংহের উদ্যম সম্পূর্ণ সফল হইল না। কেননা তেজসিংহের শিশু পুত্র শোবেসিংহ রাজসিংহাসনে স্থাপিত হইল।

অখিসিংহ নিরুৎসাহ হইবার লোক নহেন; যশল্মীরের চতুর্দ্দিক হইতে সৈন্য সামন্ত সংগ্রহ করিয়া তিনি দুর্গ আক্রমণ করিলেন এবং সেই ত্রিবর্ষবয়স্ক হতভাগ্য শোবের প্রাণসংহার করিয়া রাজসিংহাসন উদ্ধার করিতে সক্ষম হইলেন।

অখিসিংহ সর্ব্বসমেত চত্বারিংশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার শাসনকালে দাউদখাঁর পুত্র বাহবলখাঁ দেবরাওল ও থাড়ালের সমস্ত রাজ্য হস্তগত করিয়া নবপ্রতিষ্ঠিত বাহবলপুর অথবা দাউদ পোত্ররাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট করিলেন।

রাবল অখিসিংহের পর মূলরাজ সম্বৎ ১৮১৮ (খৃঃ ১৭৬২) অব্দে ভট্টিরাজ্যে অভিষিক্ত হয়েন। তাঁহার তিন পুত্র,—রায়সিংহ, জয়ৎসিংহ ও মানসিংহ। দুর্ভাগ্যবশতঃ রাবল মূলরাজ যে একটী মন্ত্রী নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন, তাহা কর্ত্তৃক যশল্মীরের সমূহ অনিষ্ট সাধিত হইয়াছিল; এককালের উন্নত যশল্মীর দুর্ভাগ্যের অন্ধতম কূপে নিপাতিত হইয়াছিল। সেই দুর্বৃত্ত মন্ত্রীর নাম স্বরূপসিংহ; সে জাতিতে বণিক। স্বরূপসিংহ মেহতা গোত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। সে ব্যক্তি জৈন। এই বণিক মন্ত্রীর সহিত সর্দ্দারসিংহ নামা জনৈক ভট্টিসর্দ্দারের বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে শেষোক্ত ব্যক্তি যুবরাজ রায়সিংহের নিকট যাইয়া স্বীয় মনোবেদনা জ্ঞাপন করিল। রায়সিংহও স্বরূপের উপর অতিশয় বিরক্ত ছিলেন। এক্ষণে ভট্টি সর্দ্দারগণের প্ররোচনায় উন্মাদিত হইয়া তিনি পিতার সম্মুখেই সেই দুর্বৃত্ত মন্ত্রীকে সংহার করিতে উদ্যত হইলেন। তাঁহার একমাত্র আঘাতে ঘোরতর আহত হইয়া হতভাগ্য স্বরূপসিংহ প্রাণভয়ে রাবল মূলরাজকে জড়াইয়া ধরিল। সর্দ্দারগণ বলিল,—"রাবলের প্রাণসংহার না করিলে কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে না।" কিন্তু রায়সিংহের হৃদয় শিহরিত হইল। পিতার বিরুদ্ধে তিনি অসি উদ্যত করিতে পারিলেন না। রাবল অন্তঃপুর মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অতঃপর ভট্টি সর্দ্দারগণ রায়সিংহকে সিংহাসনে স্থাপন করিতে চাহিল; কিন্তু যুবরাজ কিছুতেই সিংহাসনে উপবেশন করিতে চাহিলেন না। তিনি একখানি খট্টায় উপবেশন করিয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন।

দেখিতে দেখিতে তিন মাস পাঁচ দিন অতীত হইল। রাবল মূলরাজ কারাগারে শৃঙ্খলে অবেদ্ধ রহিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাকে সেই শোচনীয় দুর্দ্দশায় আর এক দিনও থাকিতে হইল। প্রধান ভট্টিসর্দ্দার অনুপসিংহের পত্নী তাঁহার উদ্ধার সাধনে যত্নবতী হইয়া স্বীয় পুত্র জোরাবারসিংহকে বলিলেন "বৎস! রাজার যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না। একদা ঐ রাজাকে পদচ্যুত করিতে আমিই তোমার পিতাকে উৎসাহিত করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু এক্ষণে আমার অনুশোচনা উপস্থিত হইয়াছে। অতএব তুমি যে কোন প্রকারে হউক রাজাকে উদ্ধার কর এবং প্রকৃত রাজভক্তের উদাহরণ দেখাইয়া জগতে যশস্বী হও। ইহাতে তোমার পিতা যদি বিরোধী হয়েন, আবশ্যক হইলে কর্ত্তব্যের অনুরোধে তাঁহার প্রাণসংহার করিতেও পরাঙ্মুখ হইও না। বরং আমি তাঁহার শবদেহ ক্রোড়ে লইয়া চিতানলে জীবন বিসর্জ্জন করিব; তথাপি রাজার দুর্দ্দশা আর একদিনও সহ্য করিতে পারিব না।"

জোরাবর মাতার আদেশ অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না, এবং স্বীয় পিতৃব্য অর্জ্জুন ও মেঘসিংহ নামা অপর একজন সর্দ্দারের সমভিব্যাহারে নরপতির উদ্ধার সাধনে অগ্রসর হইলেন। অচিরে কারাগারের দ্বার ভগ্ন হইল এবং সদাশয় সর্দ্দারত্রয় শৃঙ্খলাবদ্ধ রাজার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিয়া উঠিলেন "রাজন্! গাত্রোত্থান করুন; আমরা আপনার উদ্ধারার্থ আসিয়াছি।" নাকরা বাজিয়া নাগরিকগণকে রাবল মূলরাজের পুনরভিষেক ঘোষণা করিয়া দিল। সকলে আনন্দিত হইয়া রাজসভায় আগমন করিল।

সিংহাসনে পুনরভিষিক্ত হইয়া মূলরাজ স্বীয় পুত্র রায়সিংহকে নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। অচিরে কৃষ্ণ বসন, কৃষ্ণ ভূষণ; কৃষ্ণ অশ্ব, কৃষ্ণ ধ্বজাদি আনীত হইল। রায়সিংহ সেই শোকোদ্দীপক বসনালঙ্কারে সজ্জিত হইয়া পিতৃরাজ্য হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং কোটারো নামক নগরের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সেই নগরদ্বারে উপস্থিত হইলে তিনি তত্রত্য সর্দ্দারকর্ত্তৃক সাদরে অভ্যর্থিত হইলেন। ঠাকুর বলিলেন "আসুন, যশল্মীর রাজ্যকে রসাতলে দেওয়া যাউক।" রায়সিংহ গর্জ্জিয়া উঠিলেন "মাতৃভূমির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ! যে কোন রাজপুত জন্মভূমির অনিষ্ট করিবে, সে আমার শত্রু।" তিনি যোধপুরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন; কিন্তু তাঁহার সমভিব্যাহারী সর্দ্দারগণ তাঁহার সঙ্গে আর না যাইয়া সেই শিব কোটারো ও বারমৈরে অবস্থিতি করিল এবং লুণ্ঠন ও সর্ব্বোৎসাধনের পাপ মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া দ্বাদশ বৎসর ধরিয়া ঘোরতর উৎপীড়ন করিতে লাগিল। তাহাদের অত্যাচারে ক্রুদ্ধ হইয়া ভট্টিরাজ তাহাদিগের দুর্গ ভগ্ন করিলেন, এবং জাইগিরাদি সমস্ত বিষয় কাড়িয়া লইলেন। দ্বাদশ বৎসর পরে তাহারা সেই নৃশংস ব্যবসায় পরিত্যাগ করাতে স্ব স্ব ভূমিবৃত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

নির্ব্বাসিত রায়সিংহ সার্দ্ধ দ্বিবৎসর মারবার রাজ বিজয়সিংহের আশ্রয়চ্ছায়াতলে বিশ্রাম করিলেন; কিন্তু তথায়ও তাঁহার উদ্ধত প্রকৃতি উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছিল। যোধপুরের কোন বণিক তাঁহার নিকট কিছু টাকা পাইত; একদা সেই উত্তমর্ণ প্রাপ্য অর্থের জন্য তাঁহাকে অপমান করাতে তিনি ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া তাহার শিরচ্ছেদন করিয়াছিলেন এবং মারবার পরিত্যাগ করিয়া পিতৃরাজ্যে পলাইয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু মূলরাজ তাঁহাকে নগরমধ্যে প্রবেশ করিতে না দিয়া দিবো নামক দুর্গে নির্ব্বাসিত করিলেন। তথায় রায়সিংহ স্বীয় পুত্রদ্বয় অভয়সিংহ ও ধনকুল এবং তাঁহাদিগের স্ত্রীপুত্রগণের সহিত বাস করিতে লাগিলেন।

অতি কুক্ষণে রায়সিংহ মেহতামন্ত্রী স্বরূপসিংহের প্রাণসংহার করিয়াছিলেন। সেই দিন সেই সভাস্থলে তাঁহা কর্ত্তৃক যে শোণিত পাতিত হইয়াছিল, তাহা অল্পে ক্ষালিত হয় নাই; সেই দুরাচার মন্ত্রীর যোগ্য দুরাচার পুত্র সলিমসিংহ যশল্মীরের প্রধান প্রধান সর্দ্দারগণের রক্তে পিতৃশোক নিবারণ করিয়াছিল। সলিমসিংহ যেরূপ কপটাচারী; সেইরূপ নৃশংস। বিষ, ছুরিকা ও অনলের সাহায্যে সেই নরপিশাচ ক্রমে ক্রমে অগণ্য ব্যক্তির প্রাণসংহার করিল। তাহার চক্রে পতিত হইয়া রায়সিংহ সস্ত্রীক দীবো দুর্গে অনলে প্রাণত্যাগ করিলেন; তাঁহার পুত্রদ্বয় সে স্থল হইতে পলায়ন করিলেন; কিন্তু

তাঁহারাও সেই নরপিশাচের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন না। সলিম তাঁহাদিগকে মরুভূমির এক প্রান্তস্থিত রামগড় নামক একটী দুর্গে অবরুদ্ধ করিল। সদাশয় জোরাবার সিংহ তাহার দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া রাবলকে বলিলেন যে, রাজকুমারদ্বয়কে সেই দূর প্রদেশ হইতে অন্তরিত করিয়া রাজধানীতে রক্ষা করা আবশ্যক; নতুবা তাঁহাদিগের জীবন বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু দুঃখের বিষয় রাবল মূলরাজ ঐ কথায় কর্ণপাত করিলেন না। নিষ্ঠুর সলিম দেখিল যে, তাহার গূঢ় দুরভিসন্ধি জোরাবারের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সম্মুখে প্রচ্ছন্ন থাকিবে না। সেই দিবস হইতে সে সেই সদাশয় ভট্টিসর্দ্দারের প্রাণনাশ করিবার চেষ্টায় ফিরিতে লাগিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ দুর্বৃত্তের পৈশাচিক অভিলাষ সফল হইল। নরাধম বিষপ্রয়োগে জোরাবার সিংহের প্রাণহরণ করিল এবং দুর্ভাগ্যবান্ অভয়সিংহ ও ধনকুলসিংহের জীবন নাশের সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিল। দুঃখের বিষয় সে সেই পাশব ব্যাপারেরও অনুষ্ঠানে কৃতকার্য্য হইল। সরলহৃদয় অভয় ও ধনকুল আপনাদের স্ত্রী ও পুত্রগণের সহিত অজ্ঞাতসারে তৎপ্রদত্ত বিষাক্ত দ্রব্য সেবন করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে অনেক রাজকুমার, সর্দ্দার ও সেনানী দুরাচার সলিমের বিদ্বেষনয়নে পতিত হইয়া বিষপানে অথবা ছুরিকাঘাতে ইহলোক হইতে অন্তরিত হইলেন। যশল্মীর প্রকৃত অরাজক হইয়া পড়িল। যশল্মীরের সিংহাসনে রাজা আসীন বটে, কিন্তু তিনি নিতান্ত অকর্ম্মণ্য,—সম্পূর্ণ অযোগ্য, ঘোরতর কাপুরুষ। নতুবা তিনি জীবিত থাকিয়া একজন হীনজাতীয় বণিকপুত্রের তত অত্যাচার কেমন করিয়া সহ্য করিলেন? তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে তদীয় নিরপরাধ পুত্র ও পৌত্রগণ নিহত হইলেন, রাজ্যের গৌরবস্বরূপ জোরাবর বিনষ্ট হইলেন; তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াও সেই সমস্ত পৈশাচিক অনুষ্ঠানের প্রতিবিধান করিতে পারিলেন না! যে শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অতিমানুষ ক্ষমতাপ্রভাবে একদা সমস্ত ভারতবর্ষ—এমন কি সুদূর গান্ধার ও জাবালিস্থান পর্য্যন্ত স্বীয় মুষ্টিমধ্যে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন, আজিও যিনি অবতাররূপে জগতে পূজিত হইতেছেন; যাঁহার বংশধরদিগের প্রতাপ একদা সুবিশাল ভারত হইতে উৎপ্লুত হইয়া সুদূর হিন্দুকুশের পাদপ্রস্থ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল; আজি তাঁহার অনেক বংশধর প্রভাত-নক্ষত্রের ন্যায় নিতান্ত দীনহীনভাবে অবস্থিত। যাঁহার হস্তে ভারতের প্রচণ্ড দৈত্য ও দানবগণ নিহত হইয়াছিল, আজি তাঁহার বংশ একটা নরপিশাচকর্ত্তৃক পশুবৎ নিপীড়িত হইতেছে! কালের কি অপূর্ব্ব মহিমা! ভাগ্যচক্রের কি ভয়ানক পরিবর্ত্তন!

রাবল মূলরাজ ১৮২০ খৃষ্টাব্দে পরলোকগত হয়েন। মানবলীলা সম্বরণ করিবার দুই বৎসর পূর্ব্বে তিনি ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের সহিত ১৮১৮ খৃষ্টাব্দ ডিসেম্বর মাসে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় কনিষ্ঠ পুত্র মানসিংহের তৃতীয় তনয় গজসিংহ দুর্বৃত্ত মেহতাকর্ত্তৃক যশল্মীরের সিংহাসনে স্থাপিত হয়েন। হতভাগ্য গজসিংহও সেই জীবনে সলিমের হস্তে ক্রীড়নকবৎ কালযাপন করিয়াছিলেন!

মরুভূমি।

মরুভূমির সীমাবর্ণন ;—ঝালোর ;—ইয়েশোবতী ;—গোগাদেওকা থল ;—কীরধর ;—চৌহান রাজা ;—ধাত ও অমরসুমরা ;—আরোর ;—অমরকোট।

ভারতবর্ষীয় মরুভূমি কয়েকটী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র রাজ্য ও নগরের সমষ্টিমাত্র। ইহার উত্তরে গারা নদীর অনন্ত বালুকাময়ী সৈকতভূমি; পূর্ব্বে আরাবল্লির অভেদ্য পাষাণ প্রাকার; দক্ষিণে রিণনামধেয় বিশাল লবণ-জলাভূমি এবং পশ্চিমে সিন্ধুনদের তীরবর্ত্তী সুবিশাল প্রান্তর। এই বিস্তৃত মারবক্ষেত্র পুরাকালে প্রামার নরপতিগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত ছিল; কিন্তু দুঃখের বিষয় ভট্টগণ তাঁহাদিগের কোনরূপ ধারাবাহিক বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়াছে, কিনা, তাহা জানিবার উপায় নাই। অতি পুরাকালে এই মরুভূমি যে কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তাহার সম্পূর্ণ বিবরণ কোন গ্রন্থেই দেখিতে পাওয়া যায় না। মহাত্মা টড সাহেবও ইহার সম্বন্ধে অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকটিত করিয়াছেন। এক্ষণে আমরা তাঁহারই পদবী অনুসরণ করিয়া মরুভূমির সংক্ষিপ্ত বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম।

প্রাচীন ভৌগলিকগণ মুন্দর নগরকে মরুভূমির রাজধানী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যে কবিকাহিনীতে 'প্রাচীন মরুরাজ্যের "ন-কোটীর" অর্থাৎ প্রধান নয়টী দুর্গের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; তাহাতে যশল্মীর প্রভৃতি আধুনিক রাজ্যসমূহের নামগন্ধও নাই। এক্ষণে আমরা মরুভূমির অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের বিবরণে প্রবৃত্ত হইলাম।

ঝালোর।—মারবার রাজ্য যে কয়েকটী প্রধান প্রদেশে বিভক্ত, ঝালোর তাহার অন্যতম। যৎকালে প্রমারকুল মরুস্থলীর সার্ব্বভৌম আধিপত্যে অবস্থিত ছিল, ঝালোরের গৌরব তৎকালে ভারতের চারিদিকে বিস্তৃত ছিল। ইহা মরুভূমির "ন-কোটীর" অন্যতম। ফেরিস্তা বর্ণন করিয়াছেন যে, ১৩০১ খৃষ্টাব্দে যবনবীর আল্লা-উদ্দীন ঝালোর আক্রমণ করিলে তত্রত্য চৌহানগণ মহাবিক্রম সহকারে তাহা রক্ষা করিয়াছিলেন। কোন্ সময়ে যে, ঝালোর প্রামারদিগের অধিকার হইতে চৌহানগণকর্ত্তৃক আচ্ছিন্ন হয়, তাহা নিরূপণ করিবার কিছুমাত্র উপায় নাই। চৌহানকুলের যে শাখা ঐ সময়ে ঝালোরে বাস করিত, তাহাদের নাম মাল্লানী।

চৌহানগণ ঝালোর অধিকার করিয়া তাহার নাম সোণাগির অর্থাৎ সুবর্ণগিরি রাখিয়াছিলেন। এই সোণাগির হইতেই চৌহানকুলের অন্যতম শাখা সোণাগিরি নামে অভিহিত হইয়াছে। সোণাগিরি প্রাচীন মল্লানীর পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছিল। এই সুবর্ণ-গিরির শিরোদেশে চৌহানগণ আপনাদের অধিষ্ঠাতৃদেব মল্লিনাথের মন্দির স্থাপন করিয়াছিল। সেই মন্দির বহুকাল ধরিয়া উন্নত ছিল, পরিশেষে রাঠোর শিবজির বংশধরগণ এই দুর্গম প্রদেশে প্রবেশ করিলে মল্লিনাথ ঝালীন্দ্রনাথ নামে অভিহিত হয়েন। ঝালীন্দ্রনাথের মন্দির দুর্গের একক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। রাজ্যচ্যুত সোণাগিরিকুলের সন্তানসন্ততিগণ লূনীনদীর তীরস্থ চিতুলবানো নামক প্রদেশে বাস করিয়া রহিয়াছে।

ঝালোর চারিটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদে বিভক্ত;—শিবাঞ্চো, বিনমল, সঞ্চোর ও মোরশিন। এই সমস্তই খালিষা অর্থাৎ রাজকীয় ভূমির অন্তর্গত। এতদ্ব্যতীত ভদ্রজুন, মেহবো, জেশোল ও সিন্ধ্রি প্রভৃতি কয়েকটী সামন্ত রাজ্যও ইহার অন্তর্ভুক্ত। বিরাট ঝালোর দুর্গ বিশাল মারবার রাজ্যের দক্ষিণ প্রান্ত অবরোধ করিয়া দণ্ডায়মান। ইহা ভূমিতল হইতে প্রায় সার্দ্ধ দ্বিশত হস্ত উচ্চে অবস্থিত। দুর্গের চারিদিকে উচ্চ প্রাকার; তদুপরি স্থানে স্থানে কামান সজ্জিত। ঝালোর দুর্গের চারিটী তোরণদ্বার। তন্মধ্যে সূর্য্য-পোল ও বলপোলই প্রসিদ্ধ।

ইয়েন্দোবতী।—পুরীহারকুলের প্রধান শাখা ইয়েন্দো হইতে এই রাজ্য ইয়েন্দোবতী নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা অতি ক্ষুদ্র রাজ্য; ইহার উত্তরে গোগাদেওকা থল, পশ্চিমে যোধপুর, দক্ষিণে ভালোত্র রাজ্য। ইহার পরিধি প্রায় ত্রিশ ক্রোশ হইবে।

গোগাদেওকা থল।—চৌহান বীর গোগা হইতে এই প্রদেশ উক্ত নাম অধিকার করিয়াছে। ইহা ইয়েন্দোবতীর উত্তরে অবস্থিত। এই স্থল উচ্চোচ্চ বালিয়াড়ীতে পরিপূর্ণ। এই মরুময়প্রদেশে অল্প লোকই বাস করে; ইহার মধ্যে কয়েকখানি মাত্র গ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়। থোব, ফুলসুন্দ ও বীমসর ইহার তিনটী প্রধান নগর। গোগা দেওকা থলের নিকটে তিরৌরি ও খাবুর নামক আর দুইটী থল আছে।

ক্ষীরধর।—ইতিপূর্ব্বে ক্ষীরধরের নাম অনেকবার উল্লেখিত হইয়াছে। রাঠোর বীর শিবজির সন্তানসন্ততিগণ গোহিলদিগকে দূরীকৃত করিয়া সর্ব্বপ্রথম এই ক্ষীররাজ্যেই উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহাদের পরাক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া বিজিত গোহিলগণ কাম্বে উপসাগরের তীরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। অধুনা তাহারা গোগা ও ভাওনগরে অবস্থিতি করিতেছে।

চৌহান রাজ্য—এই রাজ্য রাজপুতনার অতি দূর প্রান্তে স্থিত। ইহার উত্তর ও পূর্ব্বে মারবার, পূর্ব্বদক্ষিণে কৈলবারা, দক্ষিণে রিণনামধেয় বিশাল লবণ জলাশয়; এবং পশ্চিমে ধাত রাজ্যের পূর্ব্বস্থিত মরুভূমি। ইহা দুইটী স্বতন্ত্র রাজ্যে বিভক্ত;—পূর্ব্বভাগ বীর-বাহ এবং পশ্চিম ভাগ পার্কুর নামে অভিহিত। ইহার রাজধানী শ্রীনগর। প্রসিদ্ধ ভৌগলিক রিণ্ণেল শ্রীনগরকে নগরপার্কুর নামে অভিহিত করিয়াছেন।

এই রাজ্যের চৌহানগণ আপনাদিগকে অতি প্রাচীন ও পবিত্র কুল হইতে সম্ভূত করিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকেন। হইতে পারে ইহারা মাণিক রায়, বিশীল দেব অথবা পৃথ্বীরাজের বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু ইহারা যে এই সুদূর মরুরাজ্যের প্রাচীনতম অধিবাসী নহে, ইতিহাসে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহাদের পূর্ব্বে সোদা এবং প্রামারগণের অন্য অন্য শাখা এই রাজ্যে বাস করিত। বীরবর আলেকজন্দার ভারতভূমে আপতিত হইয়া উক্ত মরুপ্রদেশে সোদাদিগকে দেখিয়াছিলেন। তবে ইতিহাসে যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে সুস্পষ্ট প্রতীত হয় যে, খৃষ্টীয় অষ্টম হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত চৌহান কুলের একটী শাখা এই প্রদেশে বাস করিত; আজমির হইতে সিন্ধুদেশ পর্য্যন্ত তাহাদিগের রাজ্য বিস্তৃত ছিল। আজমির, নাদোল, ঝালোর, শিরোহী ও জুনা-চোটন সেই সমস্ত স্বতন্ত্র রাজ্যের পাঁচটী প্রধান নগর। তৎপ্রদেশস্থ ভট্টগণ ইহাদিগের সকলকেই স্বাধীন রাজা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছে; কিন্তু অনেকে অনুমান করেন যে, ইহারা নামে স্বাধীন হইলেও প্রকৃত পক্ষে আজমিরের অধীন ছিল। এতৎ সম্বন্ধে যে সমস্ত শিলালিপি ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের হস্তগত হইয়াছে, তৎ সমস্ত পাঠ করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, আজমিরের চৌহান নরপতিই ইহাদিগের সকলের শ্রেষ্ঠ ছিলেন। মাহ্‌মুদ হইতে আল্লা-উদ্দীন পর্য্যন্ত যে সমস্ত যবনবীর ভারতভূমে আপতিত হইয়াছিল, প্রায় তাহাদিগের প্রত্যেকেরই বিরুদ্ধে এই চৌহান নরপতিগণ অসিধারণ করিয়া স্বদেশ রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। মাহ্‌মুদ গজনান স্বীয় দ্বাদশ অভিযানে মূলতান হইতে আজমিরে যাইবার সময় পথিমধ্যে নাদোল ও জুনা-চোটন আক্রমণ করিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, চৌহান রাজ্য বীরবাহ ও পার্কুর নামে দুইটী স্বতন্ত্র রাজ্যে বিভক্ত। এই দুইটী প্রদেশের অধিপতিই প্রায় সমান; উভয়েই রাণা উপাধি ধারণ করেন; তবে বীরবাহের অধিপতি একটু বিশেষ ক্ষমতাশালী, পার্কুর তাঁহাকে কর দিয়া থাকে। বীরবাহ রাজ্যে যে কয়েকটী নগর আছে, তন্মধ্যে সুরুই, বাহ, ধরণীধর, বক্ষসর, থিরন্দ, হোটীগঙ্গ ও চিতল বানো প্রসিদ্ধ। মহাত্মা টড সাহেবের সময়ে রাণা নারায়ণ রাও ইহার অধিপতি ছিলেন। তাঁহার রাজ্যের আয় তিন লক্ষ টাকা; তন্মধ্যে একলক্ষ তিনি যোধপুরে তিন বৎসর অন্তর প্রদান করিতেন।

ধাত ও অমরসুমরা।—উপরে যে কয়েকটী মারব রাজ্যের উল্লেখ করিয়াছি, তৎসমস্তই রাজপুতনার অন্তর্গত; কিন্তু এক্ষণে রাজস্থান পরিত্যাগ করিয়া সিন্ধুরাজ্যের পার্শ্বস্থিত বিশাল মরুভূমির সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলাম। ধাত ও অমরসুমরা একটী বিশাল মরুভূমির মধ্যে স্থাপিত। এই মারবক্ষেত্রের যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায়, সেই দিকেই অনন্ত অসীম বালুকারাশির মরীচিকাময় ভীষণ দৃশ্য নয়নগোচর হইয়া থাকে; সেই দিকেই দেখিতে পাওয়া যায় অনত্যুচ্চ বালীয়াড়ী সকল সুবিশাল সাগর বক্ষস্থ উত্তাল তরঙ্গমালাবৎ বিরাজ করিতেছে। সকলই বালুকাময়। ক্রমাগত পঁচিশ ত্রিশ ক্রোশ ভ্রমণ না করিলে কুত্রাপি বিন্দুমাত্র জল পাইবার উপায় নাই। এইরূপ দুর

দূর ব্যবধানে যে সকল কূপ আছে, তাহাও আবার এত গভীর যে একবারে পঞ্চাশজন লোক যদি তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া তাহাদের একটীতে উপস্থিত হয়; তাহাদিগের সকলের তৃষ্ণা নিবারণ প্রায়ই ঘটিয়া উঠে না। অনেক হতভাগ্য জল স্পর্শ করিতে না করিতেই প্রাণত্যাগ করে। এই বিশাল মরুভূমি মধ্যে যে কয়েকটী কূপ আছে, তন্মধ্যে নিম্ন লিখিত কয়েকটী প্রসিদ্ধ; জয়সিংদেশর, ধোটিকা বস্তী, গিরপ, হামিরদেওরা, জিন জিনিয়ালি ও চৈলাক। এই সমস্ত কূপ সত্তর হইতে শত ফিট গভীর।

হুমায়ুঁ এবং তদীয় অনুচরগণ ইহাদের অন্যতম একটীতে যে ঘোর সঙ্কটে পতিত হইয়াছিলেন, ফেরিস্তা জীবন্তবর্ণে তাহা চিত্র করিয়াছেন *।

ভারতবর্ষীয় মরুভূমি যে কতিপয় রাজ্যে বিভক্ত, ধাত তাহার অন্যতম। অমরকোট ইহার রাজধানী। অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রামারগণ ইহাতে রাজত্ব করিয়া আসিয়াছেন। এই বিস্তৃত অগ্নিকুল যে পঞ্চত্রিংশৎ শাখায় বিভক্ত, সোদা, অমর ও সুমরা এই তিনটী তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ। এই শেষোক্ত শাখার ষট্‌ত্রিংশৎ জন নরপতি পঞ্চ শতাব্দী ধরিয়া প্রাচীন আরোররাজ্যে শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াছিল। এই আরোর নগর যে রাজ্যের অন্তর্গত, তাহা অমরসুমরা নামে প্রসিদ্ধ। সুমরার পর সিন্ধুশ্যাম এবং তাহাদিগের পর ভট্টিগণ ইহাতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। সেই জন্য এই রাজ্য সময়ে সময়ে ভট্টিপা নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

পণ্ডিতবর আবুল-ফজল আরোরকে আলোর বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। ইহা এককালে অতি প্রসিদ্ধ ও গৌরবান্বিত ছিল। সুপ্রসিদ্ধ ভৌগলিক ইবন-হৌকল বলেন যে, আলোর এককালে গৌরবে মুলতানের সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল। ইহা প্রাচীন সগদি অথবা সোদা রাজ্যের অন্তর্গত। যৎকালে দিগ্বিজয়ী সেকান্দর সাহ সিন্ধুনদের বক্ষ দিয়া পোতারোহণে দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন, বেখের নামে একটী নগর তৎকালে সগদিরাজের রাজধানী ছিল। ঐ বেখেরের অপর নাম মানচুরা; ইহা আরোরের কতিপয় ক্রোশ পশ্চিমে একটী ক্ষুদ্র দ্বীপে অবস্থিত। ভট্টিগণের অভিযানকালে সোদা নরপতিগণ মরুভূমির অধিপতি ছিলেন। যাদবগণ তাঁহাদিগকে উভয় আরোর ও লোদুর্ব্বা হইতে বিচ্যুত করিয়াছিলেন কিনা, ভট্টগ্রন্থে তাহার কোন বিবরণই পাওয়া যায় না। পণ্ডিতবর আবুল ফজল বলেন "প্রচীন আলোর নগরে পুরাকালে সহরিশ নামে একজন নরপতি ছিলেন; তাঁহার রাজ্য উত্তরে কাশ্মীর, পশ্চিমে মেহরাণ (সিন্ধুনদ) এবং দক্ষিণে সাগরোপকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পারসিকগণ কর্ত্তৃক তদীয় রাজ্য আক্রান্ত হইয়াছিল; সহরিশ সেই যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেম, এবং বিজয়ী পারসিকগণ তাঁহার যথা সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া স্বদেশে প্রতিগমন করিয়াছিল। সহরিশের মৃত্যুতে তদীয় পুত্র রায় সহায় আলোরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহাঁর সন্তান সন্ততিগণ দীর্ঘকাল ধরিয়া উক্ত রাজ্যের শাসনদণ্ড পরিচালম করেন; পরিশেষে খলিফা ওয়ালিদের রাজত্বকালে ইরাকের শাসনকর্ত্তা হিজজি হিঃ ৯৯ (খৃঃ ৭১৭) অব্দে মহম্মদ

* রাজস্থান, ১ম খণ্ড, ২৫১—৩ পৃষ্ঠার টীকায় এই শোচনীয় বৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য।

কাসিমকে ভারতে প্রেরণ করিলেন। কাসিমের হস্তে হিন্দুরাজ দাহির প্রাণত্যাগ করিলেন। ইহার পর উক্ত রাজ্য আনসারি, সুমরা ও শিমে (শাম্মা) বংশীয় নরপতিগণ কর্তৃক ক্রমান্বয়ে শাসিত হইয়াছিল। এই শেষোক্ত ভূপালগণ আপনাদিগকে জামসিদের বংশে উৎপন্ন বলিয়া জ্ঞান করিতেন। তাঁহাদের প্রত্যেকেই জাম উপাধিতে অভিহিত হইতেন।"

এইরূপ ফেরিস্তা বলেন, "মহম্মদ কাসিমের মৃত্যুর পর একটী জাতি আসিয়া সিন্ধুরাজ্য শাসন করিতে লাগিল; সেই নবীন রাজকুল আন্‌সারী হইতে সমুৎপন্ন। ইহার পর তত্রত্য ভৌমিক অধিপতিগণ তাঁহাদিগের হস্ত হইতে তাহা আচ্ছিন্ন করিয়া পাঁচ শতাব্দী ধরিয়া স্বাধীনভাবে শাসনদণ্ড পরিচালন করিল। ইহারা সুমরা নামে অভিহিত। এই সুমরাগণ শমনা নামধেয় আর একটী জাতির রাজ্যকে অধিকার করিয়াছিল। শমনার অধিপতি জাম উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন।"

মহাত্মা টড সাহেব বলেন যে, শিমে, শমনা, অথবা শেহনা একমাত্র যাদব শ্যাম কুলেরই অভিধেয়। শামকা কোট অথবা শ্যামনগরী ইহাদের রাজধানী। গ্রিকগণ ইহাকে মীনগড় এবং ইহার রাজকুলকে শাম্ব বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। এই সকল বিবরণের সমন্বয় সাধন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আলেকজন্দারের অভিগমনকালে আগ্য সোদাগণ আরোর ও বেখেরে অর্থাৎ উত্তর সিন্ধুরাজ্যে এবং যাদব শাম্বগণ (শ্যাম) শ্যামনগরে অর্থাৎ দক্ষিণসিন্ধুরাজ্যে রাজত্ব করিতেন। সৌরাষ্ট্রের অন্তর্গত নবনগরে জাম ও ঝারিজাগণ শাম্মা হইতে আপনাদিগের বংশোৎপত্তি কীর্ত্তন করে। আবুল-ফজল ইহাদিগকে "সিন্ধু-শাম্মা" বলিয়া একস্থলে বর্ণন করিয়াছেন। বোধ হয় মুসলমানধর্ম্মে অন্তরিত হইয়া অবধি ইহারা হিন্দুত্বের সমস্ত নিদর্শনের সহিত আপনাদের কুলোপাধিও বর্জ্জন করিয়া জামসিদকে পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।

সমাপ্ত।